ॐ

नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय ।

पञ्चविवेक-पञ्चदीप-पञ्चानन्दा-व्यवहारिका-

पञ्चदशी ।

२००१

श्रीमद्भारतीतीर्थ-विद्यारण्य-मुनीश्वरकृता ।

श्रीरामकृष्णाख्यविद्वद्विरचितटीकासहिता

बङ्गभाषानुवादसम्वलिता च ।

श्रीलश्रीपूज्यपाद भगवत्-सान्द्रानन्दाचार्य्य-महाप्रभुप्रसादत-

ऋग्वेदान्तर्गताष्टोत्तरशतोपनिषत् प्रकाशकेन

श्रीमहेशचन्द्रपालेन

सङ्कलिता प्रकाशिता च ।

(योड़ासाँको; १८१ नं, वाराणसी घोषेर ष्ट्रीट् ; कलिकाता ।)

कलिकातां राजधान्याम् ।

योड़ासाँको, शिवकृष्णदाँर लेन, ७ नं भवने ज्योतिषप्रकाशयन्त्रे

श्रीयुक्त गोपालचन्द्रघोषालेन मुद्रिता ।

शकाब्द १८०५, श्रावण ।

(*All rights reserved.*)

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দা-বয়বাত্মিকা-

২০০৭

পঞ্চদশী।

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বরকৃতা।

"শ্রীরামকৃষ্ণাখ্যবিদ্বদ্বিরচিতটীকাসহিতা"

বঙ্গভাষানুবাদসম্বলিতা চ।

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবৎ সান্দ্রানন্দআচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্রপাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণদাঁর লেন, ৭ নং ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৮০৫, শ্রাবণ।

(*All rights reserved.*)

পদার্থমাত্রের স্বাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্মদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভই একমাত্র মনুষ্যবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিলে তদ্বিষয়েরও অভাব থাকে না। অধিক বিস্তারিত করা বাহুল্য, যাঁহারা "পঞ্চদশীর" আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তাহাদিগের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় থাকে না। এই গ্রন্থে তত্ত্ববিচার, ভূতবিচার প্রভৃতি যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বিজ্ঞান-বিদ্যা পরিমার্জ্জিত হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মে। তদনন্তর বিজ্ঞানবিদ্যাদ্বারা মনঃ প্রশান্ত হইলে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, তাহা যে সকল মহাত্মারা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই গ্রন্থে এই সকল বিষয়ই সবিস্তর বর্ণিত আছে। "পঞ্চদশী" গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে যে পঞ্চদশ তত্ত্ব বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক একবার পাঠ করিয়া ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলে, এক প্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ হয়। পরন্তু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই "পঞ্চদশী" পাঠের প্রকৃত ফল। "পঞ্চদশীর" তুল্য বিজ্ঞানোপায় শাস্ত্র অতি বিরল। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে এতদূর জ্ঞানের পন্থা আবিস্কার ও সরল হইতে পারে, যে এমত গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব তত্ত্ব-জ্ঞানানুসন্ধিৎসু সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের প্রত্যেকেরই এই উপাদেয় গ্রন্থ "পঞ্চ-দশী" খানি তাঁহাদিগের নিত্যআলোচ্য-জ্ঞান করা আবশ্যক। অলমতি বাহুল্যেন।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

ভূমিকা।

তত্ত্বনিরূপণের জন্য অতিপুরাকাল হইতে আমাদিগের আর্য্যসমাজে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, শ্রুতি, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র প্রচলিত আছে; কিন্তু জগতে যে প্রকার যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একমাত্র পুরুষোত্তম পরমব্রহ্মই আমাদিগের পূজ্য, আরাধ্য এবং সর্ব্বেশ্বর, সেই প্রকার এপর্য্যন্ত যতপ্রকার গ্রন্থ প্রচলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তন্মধ্যে পরমপুরুষার্থসাধন ও তত্ত্বনিরূপণের কারণস্বরূপ বেদান্তশাস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আদরণীয়। "পঞ্চদশী" একখানি বেদান্ত গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চবিবেক, পঞ্চদীপ ও পঞ্চআনন্দ বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ পঞ্চদশপরিচ্ছেদে পরিপূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে "তত্ত্ববিবেক," দ্বিতীয়ে "ভূতবিবেক," তৃতীয়ে "পঞ্চকোষবিবেক" চতুর্থে "দ্বৈতবিবেক" পঞ্চমে "মহাবাক্যবিবেক," ষষ্ঠে "চিত্রদীপ" সপ্তমে "তৃপ্তিদীপ" অষ্টমে "কূটস্থদীপ," নবমে "ধ্যানদীপ," দশমে "নাটকদীপ," একাদশে "যোগানন্দ," দ্বাদশে "আত্মানন্দ," ত্রয়োদশে "অদ্বৈতানন্দ," চতুর্দ্দশে "বিদ্যানন্দ," এবং পঞ্চদশে "বিষয়ানন্দ" বর্ণিত আছে। সুতরাং জ্ঞানলাভের প্রথম সূত্র হইতে চরমে মোক্ষপদ লাভ ও তাহার ফলস্বরূপ অচ্যুতানন্দ প্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্তই এই গ্রন্থে সবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমতঃ তত্ত্ববিবেকাদি বিচার করিয়া জ্ঞান লাভদ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারা যায়। পরে যেরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে অদৃশ্য বস্তুরও জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই প্রকার চিত্তপটে ব্রহ্মের রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তদনন্তর এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইলে, আত্মাতে যে ক্রমান্বয়ে কিরূপ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, তাহাও এই গ্রন্থে বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। পরন্তু যাহাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান রসাস্বাদনে অধিকারী, তাঁহারাই এই "পঞ্চদশীর" গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন।

॥ श्रीश्रीगुरवे नमः ॥

पञ्चदशी ।

तत्त्वविवेकोनाम-

प्रथमः परिच्छेदः ।

नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने ।
सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्म्मणे ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
प्रत्यक् तत्त्वविवेकस्य क्रियते पददीपिका ॥

प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्याविघ्नेन परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां शिष्टाचारपरिप्राप्तमिष्टदेवता-गुरुनमस्कारलक्षणं मङ्गलाचरणं स्वेनानुष्ठितं शिष्यशिक्षार्थं श्लोकेनोपनिबध्नाति अर्थादिषय प्रयोजने सूचयति नमइत्यादिना। शं सुखं करोतीति शङ्करः सकलजगदानन्दकरः परमात्मा, एष ह्यानन्दयतीति श्रुतेः, आनन्दः निरतिशयप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपः प्रत्यगात्मा शङ्करश्चासावानन्दश्चेति शङ्करानन्दः प्रत्यगभिन्नपरमात्मा स एव गुरुः, परिपक्व-मलोपेतानुग्रहादनहेतुशक्तिपातेन योजयति परे तत्त्वे सदीचयाचार्यमूर्त्तिस्थ इत्यागमात् श्रीमांश्चासौ शङ्करानन्दगुरुश्चेति गन्धद्वीप इत्यादिवत् समासः अनेन श्रीगुरोरणिमाद्यैश्वर्य-

---

যেমন বিকটাকার ভয়ঙ্কর মকরকুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণ স্বাধীন প্রাণি-বর্গকে দুঃসহ ক্লেশে নিপাতিত করে, সেইরূপ মহামোহ এবং তৎকার্য্যরূপী দম্ভ অহঙ্কারাদি মনুষ্যগণকে স্ববশীভূত করিয়া নিরন্তর যন্ত্রণাজালে জড়িত

তন্নাদাম্বুজদ্বন্দ্বসেবানির্ধূতচেতসাম্।
সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে ॥ ২ ॥
গ্রন্থস্যাদৌ বেদ্যা বেদিতব্যাজ্জাগরি পৃথক্।

সম্বন্ধঃ সূচিতঃ। যস্য ত্বিষা বিভূত্যা ব্রহ্মাণ্ডীতীতি শ্রীমদ্ভগবতঃ রাতের্দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ, অনেন শ্রীগুরোর্ভক্তিজন্যাদনে সামার্থ্যং সূচিতং ভবতি, তস্য গুরোঃ পাদাবেবাম্বুজন্ম কমলং তস্মিন্ নম্রঃ প্রণতিমাত্রেষু, কিং বিধায় সবিলাসমহামোহব্যাঘ্রব্যাঘ্রীকবর্ম্মণি বিলাসঃ কার্য্যবর্ম্মঃ তেন সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবিলাসঃ এবংবিধো যো মহামোহো মূঢ়াত্মানং সদৈব ঘাতী মহারাদিষু স্বধর্ম্মং প্রাপ্তস্যাতীব দুঃখহেতুত্বাৎ তস্য ঘাতীত্বসনং নিবর্ত্তনং সদৈব এবং শীলং কর্ত্তুং ব্যাপারো যস্য তস্যা তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। অত্র চ ব্রহ্মানন্দপদদ্বয়সামানাধিকরণ্যেন জীব-ব্রহ্মণোরেকত্বলক্ষণো বিষয়ঃ সূচিতঃ, জীবস্য সুখমাত্ররূপতয়াঽপরিচ্ছিন্নসুখাবির্ভাবলক্ষণং প্রয়োজনঞ্চ সূচিতম্। সবিলাসেত্যাদিনা নিঃশ্রেয়সার্থনিবৃত্তিলক্ষণং প্রয়োজনং সূচিত এবাভিহিতম্ ॥ ১ ॥

ইদানীমবান্তরপ্রয়োজনকথনপুরঃসরং গ্রন্থারম্ভং প্রতিজানীতে বদিতি। তস্য গুরোঃ পাদাবেবাম্বুজদ্বন্দ্বং কমলে তয়োর্দ্বন্দ্বং তস্য সেবয়া পরিচর্য্যয়া স্তুতিনমস্কারাদিলক্ষণয়া নির্ধূতং রাগাদিরহিতং চেতোঽন্তঃকরণং যেষাং তে তথোক্তাঃ তেষাং সুখবোধায় অনায়াসেন তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপাদনায় অয়ং বক্ষ্যমাণপ্রকারঃ তত্ত্বস্যানারোপিতস্বরূপস্য অবস্তু সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব বস্তুতো ইতি বক্ষ্যমাণস্য বিবেকঃ আরোপিতাৎ প্রপঞ্চাদিলক্ষণাৎ জগতো বিবেচনং বিধীয়তে ক্রিয়তে গ্রন্থকৃতা ॥ ২ ॥

করিয়া রাখে। কিন্তু শ্রীগুরুর চরণচিন্তনে ঐ যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। আমি সেই মহামোহবিনাশমানসে শ্রীশঙ্করানন্দ গুরুদেবকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ চরণকমলে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সেই শ্রীগুরুর চরণকমলযুগলে দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে সেবা ও স্তুতিবন্দনাদি করিয়া যাহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, আমি তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদনকরিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববিবেক নিরূপণ করিতেছি, অর্থাৎ এই অনিত্য জগৎ হইতে সেই নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব কিপ্রকারে নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তর প্রদর্শিত হইবে ॥ ২ ॥

ততোবিভক্তা তত্সংবিদৈক্যাদ্ন ভিদ্যতে ॥ ২ ॥

জীবব্রহ্মণোরিত্যাদিবাক্যবিষয়সম্ভাবনায় জীবস্য স্বয়ম্প্রকাশাদিধর্মা বিদ্যমানপুরাদৌ জ্ঞানস্যাভেদপ্রতিপাদনেন নিত্যত্বং সাধয়তি শব্দঅর্থাদয় ইত্যাদিনা সংবিদ্বিষয়ত্বেন। তত্র তাবৎ বিশ্বদ্রব্যব্যবহারবতি জাগরে জ্ঞানস্যাভেদং সাধয়তি শব্দেতি। জাগরে ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতমিত্যুক্তত্বাৎ চক্ষুরাদিভিঃ বৈদ্যাঃ সংবিদ্বিষয়ভূতাঃ শব্দঅর্থাদয়ঃ আকাশাদিবুদ্ধ্যন্তেন প্রসিদ্ধাঃ তদাধারত্বেন প্রসিদ্ধাঃ আকাশাদয়শ্চ বৈধর্ম্যাৎ পরস্পরং গবাশ্বাদিবৎ বৈলক্ষণ্যোপেতত্বাৎ পৃথক্ পরস্পরং ভিদ্যন্তে। ততশ্চৈবংবিভক্তা বুদ্ধ্যা বিভক্তা তৎসংবিদ্ধর্মা শব্দাদীনাং সংবিজ্জ্ঞানম্ ঐক্যাৎ সংবিৎ সংবিদিত্যাকারেণাবভাসমানত্বাৎ গগনমিব ন ভিদ্যতে। অয়মর্থঃ প্রয়োগঃ বিবাদাধ্যাসিতা সংবিৎ স্বাভাবিকভেদশূন্যা উপাধিপরামর্শমন্তরেণাবিভাব্যমানভেদত্বাৎ গগনবৎ। শব্দসংবিৎ অর্থসংবিদ্বা ন ভিদ্যতে সংবিত্ত্বাৎ অর্থসংবিদ্বদিতি একস্যা এব সংবিদো গগনস্যেব ঔপাধিকভেদেনাপি ভিন্নব্যবহারোপপত্তৌ বাস্তবভেদকল্পনায়াং গৌরবং বাধকমুদ্ভাব্যম্ ॥ ২ ॥

প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য জ্ঞানসাধিত হইয়া থাকে। যেমন পরংব্রহ্ম নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সেইপ্রকার জীবাত্মাও নিত্য জ্ঞানানন্দস্বরূপ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ পরস্পর বিভিন্নপদার্থে যে জ্ঞান হয়, তাহার অভিন্নরূপ সাধনদ্বারা জ্ঞানের অভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।—চরাচর সমস্ত বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার উপযুক্তসময় যে জাগ্রদাবস্থা, (যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয় গ্রহণকরে,) অর্থাৎ চক্ষুঃ রূপাদি দর্শনকরে, কর্ণ শব্দ শ্রবণকরে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণকরে এবং ত্বক্ শীত উষ্ণ স্পর্শানুভব করে, সেই সময়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের আধার যে অগ্নি, শব্দ, পৃথিবী জল ও বায়ু, তাহারা গো, অশ্বাদির ন্যায় পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, পৃথক পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান, একটি জ্ঞানভিন্ন অনেক বা বিভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয় না।—আমি অতিআশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিলাম, ইহাও যে জ্ঞান; আমি অতি সুমধুর শব্দ শ্রবণকরিলাম, ইহাও সেই জ্ঞান। কেবল রূপ ও শব্দ

তথা স্বপ্নেঽত্র বৈষম্যং ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
তদ্ভেদোঽতস্ত্রয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥ ৪ ॥

তদ্ভাবার্থং স্বপ্নেঽপ্যতিদিশতি তথা স্বপ্ন ইতি। যথা জাগরণে বৈষম্যাৎ বিষয়াণাং ভেদঃ ঐক্যস্যাৎ সংবিদোঽভেদশ্চ তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বপ্নে করণেষূপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুক্তলক্ষণায়াং স্বপ্নাবস্থায়ামপি বিষয়া এব ভিন্না ন সংবিদিতি। যদি স্বপ্নজাগরয়োরেকাকারত্বং বিষয়তৎসংবিদোর্ভেদাভেদাভ্যাং তর্হি স্বপ্নে জাগরিত ইতি ভেদব্যবহারঃ কিন্নিমিত্তক ইত্যাশঙ্ক্যাহ অত্র বৈষম্যমিতি। অত্র স্বপ্নে বৈষম্যং পরিদৃশ্যমানং বস্তুজাতং ন স্থিরং ন স্থায়ি প্রতীতিমাত্রশরীরত্বাৎ জাগরে তু পরিদৃশ্যমানং বস্তুজাতং স্থিরং স্থায়ি কালান্তরেঽপি দ্রষ্টুং যোগ্যত্বাৎ অতঃ স্থিরাস্থিরবিষয়ত্বলক্ষণবৈলক্ষণ্যাৎ তদ্ভেদয়োঃ স্বপ্নজাগরয়োর্ভেদ ইত্যর্থঃ ননু স্বপ্নজাগরয়োর্ভেদবৎ তৎসংবিদোরপি ভেদঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ তয়োরিতি। সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে একরূপেতি হেতুগর্ভবিশেষণম্ ॥ ৪ ॥

মাত্র পৃথক্। কিন্তু যে জ্ঞানদ্বারা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর অনুভব করাযায়, সেই জ্ঞান কখনই পৃথক্ নহে। সুতরাং সকল জ্ঞানই এক এবং নিত্য ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩ ॥

জাগ্রদবস্থাতে যখন বস্তুসকল আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন যেমন বস্তু সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও অভিন্নজ্ঞান সাধন দ্বারা জ্ঞানের একত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেইপ্রকার স্বপ্নাবস্থাতেও সেই বস্তু সকলের একরূপ জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদিচ স্বপ্নাবস্থায় আমাদিগের পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সকল সাক্ষাৎ বর্ত্তমান না থাকে, তথাপি আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের তত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান তাহা বিভিন্ন জ্ঞান নহে। পরন্তু জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থা একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে অবস্থার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।—স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত বস্তুর অনুভব হয়, সেই সকল পদার্থ অস্থায়ী ও উক্ত পদার্থ সমুদয় বিদ্যমান না থাকিলেও তাহাদিগের বিষয় সকল কেবলমাত্র অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থাতে যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা স্থায়ী ও সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকে। জাগ্রদবস্থাতে অবিদ্যমান পদার্থের জ্ঞান হয় না। এক্ষণে উক্ত উভয় অবস্থার ভেদ বিলক্ষণ প্রতীত হইল। পরন্তু উক্ত উভয়ের অবস্থা বিভিন্ন হইলেও তাহাতে

सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोधीर्भवेत् स्मृतिः।
सा चावबुद्धविषयावबुद्धं तत्तथा ततः॥ ५॥

एवमवस्थात्रये ज्ञानस्यैक्यं प्रसाध्य सुषुप्तिकालीनस्यापि तस्य तैक्यप्रसाधनाय तत्र तावज्ज्ञानं साधयति सुप्तोत्थितस्येति। पूर्वं सुप्तः पश्चात् उत्थितः सुप्तं सुषुप्तिस्तस्मादुत्थित इति वा तस्य सौषुप्ततमोधीः सुषुप्तकालीनस्य तमसोऽज्ञानस्य यो बोधोऽज्ञानमस्ति न किञ्चिद्वेदिषमिति सा स्मृतिरेव भवेत् नानुभवस्तत्कारणस्येन्द्रियसन्निकर्षस्याभिव्यञ्जकस्याभावादिति भावः। ततः किं तत्राह सा चावबुद्धविषयेति। सा च स्मृतिरवबुद्धो विषयो ऽवबुद्धोऽनुभूतो विषयो यस्याः सा तथोक्ता या स्मृतिः सानुभवपूर्विकेति व्याप्तिर्नियतेति भावः। ततोऽपि किं तत्राह अवबुद्धं तत्तथा तत इति। ततस्तस्मात् कारणात् तत्

একরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না।—যখন আমরা জাগ্রদবস্থায় কোন পদার্থ সাক্ষাৎ দর্শন করি, তখনও যেরূপ জ্ঞান হয়, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থায় যখন কোন অবিদ্যমান পদার্থ স্মরণ করি, তখনও সেইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের কখন বিভিন্নত্ব হয় না॥ ৪॥

যেমন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও যে জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞান পৃথক্ ও বিভিন্ন জ্ঞান নহে; ইহাই বিবেচ্য। এইক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে কি না? এই বিষয়ে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের অভাব থাকে না, সেই সময়ে অবশ্যই জ্ঞান বিদ্যমান থাকে।—কারণ যখন মনুষ্য সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার যে সুষুপ্তি অবস্থাতে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহাই বোধ হয়। সেই সময়ে উক্ত ব্যক্তি মনে করে যে, আমি এতাবৎকালে সুষুপ্তির আক্রমণে অভিভূত ছিলাম, আমার বাহ্য কোন পদার্থ বিষয়ের জ্ঞান ছিল না, এই প্রকার জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। অতএব সুষুপ্তিকালে তাঁহার যে স্মরণশক্তি ছিল, ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইল।—যেমন জাগ্রৎকালে যে যে বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ না থাকে, সেই বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার সুষুপ্তিকালেও উক্তরূপ স্মরণশক্তির অন্যথা হয় না। পরন্তু যে পদার্থ কখনও প্রত্যক্ষ হয় না, সেই পদার্থের

স্বপ্নীধীবিষয়াস্তিত্বো ন ধীধ্বান্ স্বপ্নধীবৎ।
এবং জ্ঞানমনেকেষু দ্বাস্থ্যবিস্মৃতিহেতুনা ॥ ৫ ॥

ধীসুপ্তং যদঃ সদা সুষুপ্তাবস্থানুভূতমনুভূতবিষয়মনন্যথম্। অন্যথা প্রধীনঃ বিনাশং ন কিঞ্চিদ্-বিদ্যেদিতি জ্ঞানমনুভূতিপূর্ব্বং ভবিতুমর্হতি স্মৃতিত্বাৎ সা মে মাতা ইতি স্মৃতিবদিতি ॥৫॥

যস্মাদনুভবস্য স্মৃতিবাদস্মাদাত্মিকং ধীধ্বান্তরাদভেদস্তাভ্যাং ধ্বান্তা স্বপ্নীধ ইতি। স্বপ্নীধঃ স্বপ্নীধুধ্যাত্মানানুভবঃ বিষয়াদস্মাদাত্মিকঃ ধ্বন্তমবিদ্যমর্হতি ধীধ্বান্তাৎ ঘটধীবৎ। ধীধ্বান্তরাদ্ বিষয়ে ধীধ্বান্তাৎ স্বপ্নধীবৎ। কথিতং ভবতুমন্যথানন্যথাস্তিত্বিদিতি এবমিত্যাদিনা। জ্ঞানমনেকেষু একদিনবর্ত্তি জাগরদাদ্যবস্থাসনেকেষু সংবিদ্বৈব সর্ব্বং বাক্যং জাগরদাদ্যবস্থিতিস্থিত্যাদ্যুক্তং। তদ্বিনাশার ইতি। যদ্বৈকস্মিন্ দিবসেঽবস্থাসনেকেষু জ্ঞান-স্যাভেদঃ এবমন্যস্মিন্নপি দিবসে ॥ ৫ ॥

কখনও স্মরণ হয় না এবং যে যে পদার্থ পূর্ব্বে অনুভূত ছিল, সেই সেই পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং সুষুপ্তিকালে সুষুপ্তিকালিক অজ্ঞানের বোধকে অবশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। কারণ জ্ঞান না থাকিলে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব হয় না এবং সুষুপ্তি কালে যে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহারও স্মৃতি থাকিত না। এই নিমিত্ত সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান বোধক জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সত্তাস্বীকার করিতে হইল। অতএব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যেমন জ্ঞানের ঐক্য আছে, সেই প্রকার সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

যেমন জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে বস্তু সকল পরস্পর বিভিন্নাকার হই-লেও বস্তু সকলের প্রতি একরূপ জ্ঞান হয় এবং উভয় অবস্থাতেও জ্ঞানের ঐক্য থাকে, সেইপ্রকার সুষুপ্তিকালের যে জ্ঞান, তাহার বিষয়সকল বিভিন্ন হইলেও জ্ঞান পৃথক্ নহে। পরন্তু যেমন একদিনেতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থা হয়, এবং সেই সকল অবস্থাতে যে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে বিষয় সকল পরস্পর পৃথক হইলেও জ্ঞান ভিন্ন হয় না, সকল জ্ঞানই একরূপ হইয়া থাকে, সেই প্রকার একদিনে যেরূপ জ্ঞান হয়, দিনান্তরেও সেইরূপ জ্ঞান হয়। অদ্য কোন একটি বস্তু দর্শন করিলে যেরূপ জ্ঞান হয়, অন্য দিবসে সেই বস্তুটি দেখিলেও সেইরূপ জ্ঞান হইবে। তাহার কোন বিভিন্নতা লক্ষ্য

मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्यनिरन्वया।
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयम्प्रभा ॥ ৩ ॥
इयमात्मा परानन्दः परमप्रेमास्पदं यतः।

अनेकधा अनेकप्रकारेण गतागमेषु अतीतानागतेषु मासेषु चैत्रादिषु अब्देषु प्रभवादिषु युगेषु कृतादिषु कल्पेषु ब्राह्मादिषु च आगमाभेद एवेत्यर्थः। संविदेकत्वसमर्थने फलमाह नोदेतीति। यतः संविदेकाऽतोनोदेति नोत्पद्यते नास्तमेति न विनश्यति च असाधिकयोरुत्पत्तिविनाशयोरसिद्धेः, स्वोत्पत्तिविनाशयोस्तयैव संविदा ग्रहीतुमशक्यत्वात् संविदन्तराभावाच्चेति भावः। ननु संविदन्तराभावे बाधकाभावादस्याप्यभावे जगदान्ध्यं प्रसज्येत इत्यत आह एषा स्वयम्प्रभेति। अत्रायं प्रयोगः संवित् स्वप्रकाशा भवितुम् इति भवेत्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् व्यतिरेकि घटवत्। न चायं विशेषणासिद्धो हेतुः संविदः स्वसंवेद्यत्वे कर्मकर्तृत्वविरोधात् परवेद्यत्वेऽनवस्थानात्। अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानायाः संविदः सर्वावभासकत्वसम्भवान्न जगदान्ध्यप्रसङ्ग इति भावः ॥ ৩ ॥

भवत्वेवं संविदो नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वञ्च ततः किमित्यत आह इयमिति। अत्रायं प्रयोगः। इयं संवित् आत्मा भवितुमर्हति नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घट इति। आत्मनो नित्यसंविद्रूपत्वप्रसाधनेन सत्यत्वमपि साधितं भवति नित्यत्वाति-

---

হয় না; এইরূপ মাস, বৎসর, যুগ ও কল্প ভেদেও জ্ঞানের একত্ব অনুভূত হয়। একমাসে যেরূপ জ্ঞান হয় অন্য মাসেও সেইরূপ জ্ঞান, এক বৎসরে যে প্রকার জ্ঞান হয়, অন্য বৎসরে সেই জ্ঞানের বিভিন্নতা হয় না, একযুগে যেরূপ জ্ঞান অন্য যুগেও সেইরূপ জ্ঞান, এবং এক কল্পের জ্ঞান কল্পান্তরের জ্ঞান হইতে পৃথক নহে। এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের বিভিন্নতাবশতঃও জ্ঞানের অনৈক্য দেখা যায় না। এই সকল জ্ঞান অনেক প্রকার হইলেও সেইটি একই জ্ঞান। যেহেতু সকল প্রকার জ্ঞানই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, এই নিমিত্ত জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। ইহা ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমান প্রভৃতি সকলকালে স্বপ্রকাশস্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রকারে স্থিরীকৃত হইল ॥ ৬-৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে স্বয়ং প্রকাশমান একমাত্র নিত্য জ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সেই জ্ঞানই আত্মা এবং সেই আত্মাই পরমপ্রেমের আধার ও

মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥ ৮ ॥
তত্ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।

রিক্তসত্তাত্মাভাবাৎ। "নিত্যত্বং সত্যত্বং তদ্ যস্যাস্তি তন্নিত্যং সত্যম্" ইতি বাচ-স্পতিমিশ্রৈকমাত্মাদিতি ভাবঃ। আত্মনঃ আনন্দরূপত্বং সাধয়তি পরানন্দ ইতি। আত্মীয়ত্বেনুষ্যতে পরস্যাসাবানন্দস্তেতি পরানন্দঃ নিরতিশয়সুখরূপ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ যত ইতি। যতো যস্মাৎ কারণাৎ পরস্য নিরুপাধিকত্বেন নিরতিশয়স্য প্রেম্ণঃ স্নেহ-স্যাস্পদং বিষয়স্তস্মাৎ। অত্রেদমনুমানম্ আত্মা পরমানন্দরূপঃ পরপ্রেমাস্পদত্বাৎ। যঃ পরমানন্দরূপো ন ভবতি নাসৌ পরপ্রেমাস্পদমপি যথা ঘটঃ ইতি তথাচ অয়ং ঘটঃ পরপ্রেমাস্পদং ন ভবতি তস্মাৎ পরমানন্দরূপো ন ভবতি ইতি। ননু স্বাত্মনি ধিঙ্ মাম্ ইতি দ্বেষস্যাপি স্বস্যমানত্বাৎ প্রেমাস্পদত্বমেবাসিদ্ধং কুতঃ পরপ্রেমাস্পদত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য দুঃখসম্বন্ধ নিমিত্তকত্বেনান্যথাসিদ্ধত্বাৎ প্রেমস্বাত্মন্যনুভবসিদ্ধত্বাদেবমিতি পরিহরতি মা ন ভূবং হীতি। হি যস্মাৎ কারণাৎ আত্মনি বিষয়ে মা ন ভূবমহং মা ভূবমিতি ন মমাত্মত্বং কদাপি মা ভূৎ। কিন্তু ভূয়াসমেব সদা সত্ত্বমেব মম ভূয়াদিত্যেবম্বিধং প্রেম আত্মনি ঈক্ষ্যতে সর্বৈরনুভূয়তে অতো নাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ননু মা ভূৎ স্বরূপাসিদ্ধিঃ প্রেম্ণঃ পরত্বে প্রমাণাভাবাদ্ বিশেষণাসিদ্ধির্হেতোরিত্যা-শঙ্ক্যাহ তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্রেতি। অন্যত্র স্বাতিরিক্তে পুত্রাদৌ যৎ প্রেম তদাত্মার্থং তেষামাত্ম-

---

পরমানন্দময় আত্মাতেও নিরতিশয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। কদাচ আত্মাতে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। যদি কখনও কোনপ্রকার উৎকট দুঃখভোগে কাহারও আত্মাতে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তথাপি আত্মাকে পরমপ্রেমের আশ্রয় বলিতে হইবে, কারণ বিপদসাগরে পতিত ব্যক্তিরও এইরূপ কখন অভিলাষ হয় না যে, আমি অসুখী হই কিম্বা এইক্ষণই আমার মৃত্যু হউক; পরন্তু জীবমাত্রই পরম সুখভোগ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। কাহারও মরণে বা দুঃখভোগে ইচ্ছা হয় না। এই নিমিত্ত আত্মা যে পরমপ্রীতির আধার নহে, ইহা বলিতে পারা যায় না। অতএব আত্মাই পরম প্রেমের আধার ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

লোকে যে পুত্র, কলত্র ও বন্ধুবর্গের প্রতি স্নেহ ও প্রেম করিয়া থাকে, সেই স্নেহ পুত্রাদির কোন উপকার সাধনার্থ নহে, কেবল আত্মার প্রীতির

অতস্তত্ পরমস্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥
ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।
পরং ব্রহ্ম তয়োরৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥ ১০ ॥

শেষত্বনিমিত্তকমেব ন স্বাভাবিকমেবমাত্মনি বিদ্যমানং প্রেমান্যার্থং ন আত্মনীঽন্যশেষত্বনিমিত্তকং ন ভবতি কিন্তু আত্মনিমিত্তকমেব অতো নিরুপাধিকত্বাৎ তৎ পরমং নিরতিশয়ম্। ফলিতমাহ তেনেতি। তেন নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বেনাত্মনঃ পরমানন্দতা নিরতিশয়সুখস্বরূপত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৯ ॥

এতৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ প্রতিপাদিতমর্থং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি ইত্থং সচ্চিৎ পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যেতি। শব্দস্পর্শাদয় ইত্যাদিনা জ্ঞানস্য নিত্যত্বং প্রসাধ্য তস্যৈবেদমাত্মেত্যাত্মত্বপ্রসাধনেনাত্মনঃ সচ্চিদ্রূপত্বং সাধিতম্। পরানন্দ ইত্যাদিনা চ পরমানন্দরূপত্বং সমর্থিতম্। অত আত্মা মহাবাক্যে ত্বম্পদার্থঃ সচ্চিদানন্দরূপঃ সিদ্ধঃ। ননূক্তলক্ষণস্যাত্মনো যুক্ত্যাবগতাবুপনিষদাং নির্বিষয়ত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্যাহ তথাবিধং পরং ব্রহ্ম তয়োরৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যত ইতি। তথা তাদৃশী বিধা প্রকারো যস্য তৎ তথাবিধং সচ্চিদানন্দরূপং

নিমিত্ত ; আপনার অভীষ্টসাধনই উক্ত স্নেহের উদ্দেশ্য কারণ, পুত্রকলত্রাদির প্রতি প্রণয় যদি তাহাদিগের কোন ইষ্টসাধনার্থ হইত, তাহাহইলে কখনই তাহাদিগের সেই প্রেমের ইতর বিশেষ থাকিত না, জনমাত্রেরই সাধারণের প্রতি সমান স্নেহ হইত। আপন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যেরূপ মমতা ও প্রেম দেখাযায়, উদাসীনের প্রতি সেইরূপ মমতা দেখা যায় না। পরন্তু জীবগণের আপনার প্রতি যে প্রীতি হইয়া থাকে, তাহাও আপন কার্য্যসাধনার্থ, পুত্রাদির নিমিত্ত নহে। যেহেতু পুত্রকলত্রাদির প্রতি প্রেমের কখন কখন বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু আত্মপ্রেমের কখন বিচ্ছেদ হয় না। অতএব আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পরমপ্রীতি ; এই কারণপ্রযুক্ত আত্মাই যে পরমানন্দস্বরূপ ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, ঐ সকল যুক্তির প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিলে জীবাত্মা যে নিত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে এবং পরাৎপর পরমপিতা পরং ব্রহ্ম যে নিত্য জ্ঞান ও নিত্যানন্দময়

অভানি ন পরং প্রেম ভানি ন বিষয়স্পৃহা।
অতোভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

পরং ব্রহ্ম তৎপদার্থঃ তয়োস্তত্ত্বম্পদার্থয়োরৈক্যং অসত্ত্বং করসত্ত্বং সুজ্ঞানীষু বেদান্তেষু উপদিশ্যতে প্রতিপাদ্যতে অতো বেদান্তানাং ন নির্ব্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আত্মনঃ পরমানন্দরূপত্বমাক্ষিপতি অভানি ন পরং প্রেম ভানি ন বিষয়স্পৃহেতি। পরমানন্দরূপত্বং ন ভাসতে ভাসতে বা। অভানি অপ্রতীতৌ ন পরং প্রেমাত্মনি নিরতিশয়ঃ স্নেহো ন স্যাৎ বিষয়সৌন্দর্য্যগুণানভ্যত্বাৎ স্নেহস্য ভানে প্রতীতৌ তু তদ্বিষয়ে সুখসাধনে অন্যাদৌ তত্রাপি সুখে বা স্পৃহা ইচ্ছা ন স্যাৎ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং সাধনেচ্ছানুপপত্তেঃ নিত্যনিরতিশয়ানন্দরূপে সতি বৈষয়িকে সাধনপারতন্ত্র্যাদিদোষদূষিতে বৈষয়িকে সুখে স্পৃহায়োগাচ্চ। তস্মান্নানন্দরূপতা আত্মন উপপদ্যতে ইতি প্রকারান্তরস্যাত্র সম্ভবান্নৈবমিতি পরিহরতি অতো

তাহা স্বতঃসিদ্ধই প্রকাশিত আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত কোনপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা অনাবশ্যক। সমুদায় বেদ যে জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা পরে বিবৃত হইবে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমুদায় দ্বারা জীবাত্মা যে পরমানন্দময়, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মাতে সেই পরমানন্দরূপ সর্ব্বদা অনুভূত হয় কি না?—তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতে পারে। যদি বল জীবাত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মাতে জীবাত্মার পরমপ্রীতি হইতে পারে না, কারণ কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি গুণের প্রত্যক্ষ না হইলে, তাহার প্রতি স্নেহ ও প্রীতি জন্মে না। আর যদি বল, জীবাত্মার সর্ব্বদাই আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি জীবাত্মা যে পরমপ্রীতির আধার এই কথা বলা যায় না। কারণ যাহাতে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে, তাহার কখনও পরমানন্দের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে না; অর্থাৎ জীবাত্মাই সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগের অভিলাষ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে পরমানন্দের আধার বলা যায় না। সুতরাং আত্মাতে যে জীবাত্মার সর্ব্বদা স্বভাবতঃ পরমানন্দের অনুভব হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই; কারণ যে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ করে, তাহার

अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्।
भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥ १२ ॥

भानेऽप्यभातासौ परमानन्दतात्मन इति। अतो भानाभानपक्षयोरुभयोरपि दोषोऽस्ति अतः कारणादात्मनोऽसौ परमानन्दता भानेऽपि प्रतीतौ सत्यामपि अभाता न प्रतीता भवति ॥ ११ ॥

नन्वेकस्य युगपद्भानाभाने युज्येते इत्याशङ्क्य किमिदमयुक्तत्वमदृष्टचरत्वम् उपपत्तिरहितत्वं वा नाद्य इत्याह अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत् भानेऽप्यभानमिति। अध्येतृणां वेदपाठकानां वर्गः समूहस्तस्य मध्ये तिष्ठतीति अध्येतृवर्गमध्यस्थः स चासौ पुत्रश्चेति तथा तस्याध्ययनं तत्कर्तृकपठनं तस्य शब्दोऽध्वनिर्यथा बहिः स्थितस्य पितुर्भासमानोऽपि सामान्यतो न भासते विशेषतः अयं मत्पुत्रध्वनिरिति तथानन्दस्य भानेऽभानं भवतीत्यर्थः। द्वितीयं प्रत्याह भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यत इति। भानेऽप्यभानमित्येतदव्याप्यनुसन्धेयं भानस्य स्फुरणस्य प्रतिबन्धेन वक्ष्यमाणलक्षणेन भानेऽप्यभानं सामान्यतः प्रतीतावपि विशेषाकारेणाप्रतीतिर्युज्यते उपपद्यते इत्यर्थः ॥ १२ ॥

কখনও বৈষয়িক সুখ ভোগের অভিলাষ জন্মে না। যেহেতু জীবাত্মা সর্ব্বদাই বিষয় সম্ভোগের অভিলাষ করিতেছে। অতএব জীবাত্মা যে স্বভাবতই পরমানন্দ সম্ভোগ করে তাহা অসম্ভব হইল। এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবাত্মার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও উপরি-উক্ত বৈষয়িক সুখাভিলাষের কারণ বা প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্য জীবাত্মাতে স্বয়ং পরমপ্রীতির উৎপত্তি হয় না ॥ ১১ ॥

যেমন বালকগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্‌রূপে শ্রুত হয় না, কেবল অব্যক্ত কোলাহল ধ্বনিমাত্র শুনা যায়, সেই শব্দের শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়ই তুল্য; কারণ তাহাতে কোন সুস্পষ্ট অর্থ বোধ হয় না। সেইরূপ স্বয়ং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও প্রতিবন্ধক সত্ত্বে তাহাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় কি—না হয়, তাহার কিছুই অনুভব করা যায় না। অতএব একদা এক বিষয়ের জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহার কিছুই বোধ হয় না এবং

प्रतिबन्धोऽस्ति भातीति व्यवहारार्हवस्तुनि ।
तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥ १२ ॥
तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुती ।

कोऽसौ प्रतिबन्ध इत्यत आह प्रतिबन्धोऽस्तीति । अस्ति विद्यते भाति प्रकाशत इत्येवं प्रकारं व्यवहारमर्हतीत्यस्ति भातीति व्यवहारार्हं तच्च तद्वस्तु चेति तथा तस्मिन् तं पूर्वोक्तव्यवहारं निरस्य निराकृत्य विरुद्धस्य नास्ति न भातीत्येवं रूपस्य तस्य व्यवहारस्योत्पादनं जननं प्रतिबन्ध इत्युच्यते ॥ १२ ॥

उक्तलक्षणस्य प्रतिबन्धस्य कारणं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः क्रमेण दर्शयति । पुत्रध्वनिश्रुती पुत्रध्वनिश्रवणलक्षणे दृष्टान्ते तस्य प्रतिबन्धस्य हेतुः कारणं समानाभिहारः बहुभिः

যদ্যপি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহাহইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যে প্রতিবন্ধকদ্বারা জীবাত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতিবন্ধক কি ?—তাহাই বিবৃত হইতেছে। কোন বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলে যে কারণে তাহা অবিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়, সেই কারণের নাম প্রতিবন্ধক। আত্মাতে সর্ব্বদাই পরমানন্দ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তথাপি মনুষ্যগণ বিষয় বিষপানে অন্ধ হইয়া আত্মার সেই পরমানন্দকে অবিদ্যমান জ্ঞানকরে, এই স্থলে উক্ত বিষয়ানুরাগই পরমানন্দ বোধের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকহেতু আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অপ্রত্যক্ষবৎ বোধ হয়। উক্তরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই আত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের অনুভব হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

যে প্রতিবন্ধক আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ নিবারণ করে, সেই প্রতিবন্ধকের কারণ কি ?— ইহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। যেমন কোন স্থানে বহুবালক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিলে তন্মধ্যগত কোন নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথকরূপে শ্রুত হয় না এবং একত্র পাঠ যেরূপ তাহার প্রতিবন্ধকের কারণ, সেইরূপ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই (বিষয় বাসনা

इत्थानादिरविद्यैव व्यामोहैकनिबन्धनम् ॥ १४ ॥
चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिबिम्बसमन्विता।
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा ॥ १५ ॥
सत्त्वशुद्धाविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते।

सह पठनम्। इह दार्ष्टान्तिके व्यामोहैकनिबन्धनं व्यामोहानां विपरीतज्ञानानां एकनिबन्धनं मुख्यकारणम् अनादिरुत्पत्तिरहिता अविद्या वक्ष्यमाणा लक्षणाप्रतिबन्धहेतुरित्यर्थः ॥१४॥

इदानीं प्रतिबन्धहेतुमविद्यां व्युत्पादयिषुः तन्मूलभूतां प्रकृतिं व्युत्पादयति चिदानन्दमयेति। यच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म तस्य प्रतिबिम्बेन प्रतिच्छायया युक्ता तमोरजःसत्त्वगुणा तमोरजःसत्त्वगुणानां साम्यावस्था या सा प्रकृतिरित्युच्यते, सा च द्विविधा द्विप्रकारा भवति चकाराद् वक्ष्यमाणं प्रकारान्तरं सूचयति ॥ १५ ॥

सहेतुकं द्वैविध्यमेव दर्शयति सत्त्वशुद्धाविशुद्धिभ्यामिति। सत्त्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धिर्गुणान्तरेणाकलुषीकृतता अविशुद्धिर्गुणान्तरेण कलुषीकृतत्वं ताभ्यां सत्त्वशुद्धाविशुद्धिभ्यां ते च द्विविधे मायाविद्येमायेत्यविद्येति च मते सम्मते विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या इत्यर्थः। यदर्थं मायाविद्ययोर्भेदं उक्तवदिदानीं दर्शयति

ও কামনা ইত্যাদি) আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক। যতকাল আত্মাতে অবিদ্যার অধিকার থাকে, ততকাল আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ১৪ ॥

আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহার কারণস্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় পরং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-বিশিষ্ট; বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থাস্বরূপ। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা। যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে এবং ঐ প্রকৃতি যেসময়ে ঐ সত্ত্বগুণের মালিন্যভাব আশ্রয় করে অর্থাৎ যখন তাহাতে সাত্ত্বিকভাব না থাকে, তখন তাহাকে অবিদ্যা বলা যায়। অতএব একই প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যারূপে বিভিন্ন হইয়াছে,

মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তদভিমানবান্ ॥ ১৭ ॥

মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তামিতি। মায়াবিম্বো মায়ায়াং প্রতিফলিতচিদাত্মা তাং মায়াং বশীকৃত্য স্বাধীনীকৃত্য বর্ত্তমানঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকঈশ্বরঃ স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য ইতি। অবিদ্যায়া বশগোঽবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যা চিদাভাস্যো জীবঃ স্যাৎ স চ তদ্বৈচিত্র্যাৎ তস্যা অবিদ্যায়া উপাধিভূতায়া বৈচিত্র্যাদবিদ্যাশুদ্ধিতারতম্যাদনেকধা অনেকপ্রকারো দেবতির্য্যগাদিভেদেন বিবিধো ভবতীত্যর্থঃ। যথা মুখাদিষোকবদাত্মাত্মযুক্ত্যা সমুদ্ভূতঃ। শরীরবিলয়াচ্ছরীরঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ইতি উত্তরত্র শরীরবিলয়াৎ বিবেচিতস্য জীবস্য পরব্রহ্মত্বং বক্ষ্যতি তত্র তানি কানি ত্রীণি শরীরাণি তদুপাধিকো বা জীবঃ কিংরূপো ভবতি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎ সর্ব্বং ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি সা কারণশরীরং স্যাদিত্যাদিনা। সা অবিদ্যা কারণশরীরং স্থূলসূক্ষ্মশরীরাদিকারণীভূতপ্রকৃত্যবস্থাবিশেষত্বাৎ কারণমুপচারাৎ শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং স্যাৎ, তত্র কারণশরীরেঽভিমানবান্ তাদাত্ম্যাধ্যাসেনাহমিত্যভিমানবান্ জীবঃ প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞা অবিনাশিস্বরূপা অনুভবরূপা যস্য স প্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ এতন্নামকঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তাহার কারণ এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর ঈশ্বর নামে খ্যাত আছেন ॥ ১৫-১৬ ॥

উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, তিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবনামে কীর্ত্তিত হয়েন। সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই কারণশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই কারণ শরীরের অভিমানী জীবসকলকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। প্রাজ্ঞগণ এই স্থূলশরীরকে বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া অবিনাশী কারণশরীরকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ১৭ ॥

तमः प्रधानप्रकृतेस्तद्भोगायेश्वराज्ञया।
वियत् पवनतेजोऽम्बुभुवीभूतानि जज्ञिरे ॥ १८ ॥
सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम्।
श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यमुपजायते ॥ १९ ॥

क्रमप्राप्तं सूक्ष्मशरीरं तदुपाधिकं जीवञ्च व्युत्पादयितुं तत्कारणाकाशादिसृष्टिमाह तमःप्रधानप्रकृतेरिति। तद्भोगाय तेषां प्राज्ञादीनां भोगाय सुखदुःखसाक्षात्कारसिद्धये तमः-प्रधानप्रकृतेः तमोगुणप्रधानायाः पूर्व्वोक्तायाउपादानकारणभूतायाः प्रकृतेः सकाशादीश्वराज्ञया ईक्षणादिशक्तियुक्तस्य जगदधिष्ठातुरीश्वरस्य ईक्षापूर्व्वकसर्जनेच्छारूपया निमित्तकारणभूतया वियदादीनि पृथिव्यन्तानि पञ्च भूतानि जज्ञिरे उत्पन्नानीत्यर्थः ॥ १८ ॥

भूतसृष्टिमुक्त्वा भौतिकसृष्टिमभिदधानआदौ ज्ञानेन्द्रियसृष्टिमाह सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषामिति। तेषां वियदादीनां पञ्चभि सत्त्वांशैः सत्त्वगुणभागैरुपादानभूतैः श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यं धीन्द्रियपञ्चकं धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां पञ्चकं क्रमादुपजायते एकैकभूत-सत्त्वांशादेकैकमिन्द्रियं जायते इत्यर्थः ॥ १९ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণশরীর ঈশ্বর প্রাপ্তির নিদান এবং স্থূলশরীর কেবল জীবের সুখাদিভোগার্থ। সেই স্থূলশরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত তাহা প্রাজ্ঞ জীবের ভোগার্থ। ইহা তমোগুণ প্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত। ইহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পঞ্চভূত হইতে কিরূপে ভৌতিক পদার্থ সমুদয় সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিবরণার্থ প্রথমতঃ শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিবৃত হইতেছে।—আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পঞ্চসত্ত্বগুণাংশ হইতে যথানিয়মে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।—আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়; এইরূপে বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা) এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন

तैरन्तःकरणं सर्वैर्वृत्तिभेदेन तत् द्विधा।
मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिः स्यान्निश्चयात्मिका ॥ २० ॥
रजोंशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु।
वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥ २१ ॥

सत्त्वांशानां प्रत्येकमसाधारणकार्य्याण्यभिधाय सर्वेषां साधारणकार्य्यमाह तैरन्तः-करणं सर्वैरिति। तैः सह सत्त्वांशैः सर्वैः सम्भूय वर्त्तमानैरन्तःकरणं मनोबुद्ध्युपादानभूतं द्रव्यमुपजायते इत्यनुषङ्गः। तस्यावान्तरभेदं सनिमित्तकमाह वृत्तिभेदेन तद्द्विधेति। तदन्तःकरणं वृत्तिभेदेन परिणामभेदेन द्विधा द्विप्रकारं भवति। वृत्तिभेदमेव दर्शयति मनोविमर्शरूपं स्याद् बुद्धिः स्यान्निश्चयात्मिका इति। विमर्शरूपं विमर्शः संशयात्मिका वृत्तिः सा रूपं यस्य तत् तथा तन्मनः स्यात्, निश्चयात्मिका निश्चयोऽध्यवसायः स आत्मा स्वरूपं यस्या सा निश्चयात्मिका वृत्तिबुद्धिः स्यादिति ॥ २० ॥

क्रमप्राप्तानां रजोंशानां प्रत्येकमसाधारणकार्य्याण्याह रजोंशैरित्यादि। तेषां वियदादीनामेव पञ्चभी रजोंशैरजोगुणभागैस्तूपादानभूतैर्वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि एतन्नामकानि कर्मेन्द्रियाणि क्रियाजनकानि इन्द्रियाणि जज्ञिरे ॥ २१ ॥

হয়। এইরূপে এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয় এবং ঐ সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। সেই অন্তঃ-করণ বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ, যথা—মনঃ ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক বৃত্তিকে মনঃ এবং নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। একই অন্তঃকরণ মনঃ ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া দ্বিবিধ কার্য্যকরিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথানিয়মে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, তেজের রজোগুণ হইতে পাদ; জলের রজোগুণ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয়

তৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণোঽবৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ॥ ২২ ॥
বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।

রজোঽংশানামেব সাধারণকার্য্যমাহ তৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণ ইতি। সহিতৈঃ সম্মুখ্য কারণতা গতৈঃ প্রাণো জায়ত ইতি শেষঃ। তস্যাবান্তরভেদমাহ বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধেতি। স প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ প্রাণাদিব্যাপারভেদাৎ পঞ্চধা পঞ্চপ্রকারো ভবতি। বৃত্তিভেদানেব দর্শয়তি প্রাণোঽপান ইতি। তে পুনস্তে তু ভেদাঃ প্রাণাদিশব্দব্যাখ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যদর্থমাকাশাদিপ্রাণীনানাং সৃষ্টিরুক্তা তদিদানীং দর্শয়তি বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়েত্যাদি। বুদ্ধয়ো জ্ঞানানি কর্মাণি ব্যাপারাস্তজ্জনকানি ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্মেন্দ্রিয়াণি চেত্যর্থঃ বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণি চ প্রাণাশ্চ বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণাঃ তেষাং পঞ্চকানি

সমুৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে, উক্ত বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥ ২১ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বাক্‌পাণিপ্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপাদন করে, এই পাঞ্চভৌতিক রজোগুণ একত্রিত হইলে প্রাণ সমুৎপন্ন হয়। উক্ত প্রাণ, কার্য্যভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশ পায়, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ঊর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে নাসিকাপথে যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। অধোগমনশীল যে বায়ু, পায়ুদেশে অবস্থিতি করিয়া মলনির্গমাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে অপানবায়ু বলে। যে বায়ু উদরে অবস্থিতি করিয়া পাকাদি কার্য্য সম্পাদনকরে, তাহার নাম সমান বায়ু, উদারিরূপে ঊর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু, জীবের কণ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া জীবকে আহারগ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে, তাহাকে উদানবায়ু বলে এবং সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল যে বায়ু, সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য সাধন করে, তাহার নাম ব্যানবায়ু। এই পঞ্চ বায়ুই জীবনস্বরূপে শরীরে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণিপ্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি এই সকলের উৎপত্তি কথিত

শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা ॥ ২৪ ॥

তৈজসা বিনর্থাত্মকেন ধিয়া নিশ্চয়রূপয়া বুদ্ধ্যা চ সহ সপ্তদশভিঃ সপ্তদশসংখ্যাকৈঃ সূক্ষ্মং শরীরং ভবতি। তদেব সংঘাতান্তরমাহ তল্লিঙ্গমুচ্যত ইতি। উচ্যতে বেদান্তেষিত্যর্থঃ ॥২৩॥

এবং সূক্ষ্মশরীরমভিধায় তদভিমানপ্রযুক্তং প্রাজ্ঞেশ্বরয়োরবস্থান্তরং দর্শয়তি প্রাজ্ঞস্তত্রেতি। প্রাজ্ঞো নন্বিনসত্ত্বপ্রধানাবিদ্যোপাধিকো জীবস্তত্র তেজঃশব্দবাচ্যান্তঃকরণোপলক্ষিতলিঙ্গশরীরেঽভিমানেন তাদাত্ম্যাভিমানেন তৈজসত্বং তৈজসনামকত্বং প্রপদ্যতে প্রাপ্নোতি। ঈশঃ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমায়োপাধিকঃ পরমেশ্বরঃ স তু লিঙ্গশরীরে চাভিমানেন হিরণ্যগর্ভতাং হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞকত্বং প্রপদ্যতে ইত্যনুষঙ্গঃ। তৈজসহিরণ্যগর্ভয়োর্লিঙ্গশরীরাভিমানিত্বে সমানে সতি যয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিত্বং সমষ্টিত্বঞ্চ যতো ভবতি তত এব ভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হইয়াছে, এইক্ষণে সেই আকাশাদি পদার্থের কার্য্য বিবৃত হইতেছে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু বা প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর। উক্ত সপ্তদশ অবয়ব, সমবেত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, এই সূক্ষ্ম শরীরকে বেদান্তাদি গ্রন্থে লিঙ্গশরীর বলে ॥ ২৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে অবিদ্যা ও মায়ার বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্য গুণপরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাজ্ঞ, তিনি লিঙ্গশরীরের অভিমানী। এই জন্য তাহাকে তৈজস বলিয়া থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়ার অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এই জন্য তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ। পরন্তু তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়েই এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। যিনি ব্যষ্টি ভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। হিরণ্যগর্ভ সমষ্টিস্বরূপ এবং তৈজস জীব ব্যষ্টিস্বরূপ ॥ ২৪ ॥

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদ্ভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫ ॥
তন্নীগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥ ২৬ ॥

ঈশ্বরস্য সমষ্টিত্বপক্ষে জীবানাং ব্যষ্টিত্বপক্ষে চ কারণমাহ সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষামিতি। ঈশঃ ঈশ্বরো হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বেষাং লিঙ্গশরীরোপাধিকানাং তৈজসানাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ স্বাত্মনা তাদাত্ম্যস্বীকারস্য বেদনাৎ জ্ঞানাৎ সমষ্টির্ভবতি তত ঈশ্বরাদন্যে জীবাস্তু তদভাবাৎ তস্য তাদাত্ম্যবেদনস্যাভাবাৎ ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ব্যষ্টিশব্দেন কথ্যন্তে ॥ ২৫ ॥

এবং লিঙ্গশরীরং তদুপাধিকৌ তৈজসহিরণ্যগর্ভৌ চ দর্শয়িত্বা স্থূলশরীরাদ্যুৎপত্তিসিদ্ধয়ে পঞ্চীকরণং নিরূপয়িতুমাহ তন্নীগায়েতি। ভগবানৈশ্বর্য্যাদিগুণষড়্কসম্পন্নঃ পরমেশ্বরঃ পুনরপি তন্নীগায় তেষাং জীবানাং ভোগায়ৈব ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে ভোগ্যস্যান্নপানাদেঃ ভোগায়তনস্য জরায়ুজাদিচতুর্বিধশরীরজাতস্য চ জন্মনে উৎপত্তয়ে বিয়দাদিকমাকাশাদিকং ভূতপঞ্চকং প্রত্যেকমেকৈকং পঞ্চীকরোতি অপঞ্চীকৃতং পঞ্চীকৃতং সম্পাদয়তি করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে। কিন্তু জীবের ঐ রূপ একত্বভাবের জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস জীবকে ব্যষ্টি বলিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে পৃথক্‌রূপ জ্ঞান করে ॥ ২৫ ॥

এইস্থলে লিঙ্গশরীর ও তদুপাধিবিশিষ্ট তৈজস জীব বা প্রাজ্ঞ এবং হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের বিষয় কথিত হইল, এইক্ষণ স্থূল শরীরবিবরণার্থ প্রথমতঃ পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণ নিরূপিত হইতেছে। জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর পূর্ব্বোক্ত তৈজস জীবের ভোগার্থ অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তু ও সেই ভোগের আশ্রয়স্থানস্বরূপ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ শরীরের উৎপাদনার্থ আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চপঞ্চাত্মকস্বরূপে সংযোজিত করিলেন। এই পঞ্চ পঞ্চ অংশের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ ২৭ ॥
তৈরণ্ডজজরায়ুজস্বেদজোদ্ভিজ্জযোনয়ঃ।

অথ ত্রিবৃৎকরণস্য পঞ্চপঞ্চাত্মকত্বমিত্যস্য আহ দ্বিধা বিধায়েতি। বিয়দাদিকম্ একৈকং দ্বিধা দ্বিধা তত্রৈকৈকাংশং দ্বিধাশব্দঃ বিধায় কৃত্বা ভাগদ্বয়ীপেতং কৃত্বেত্যর্থঃ, পুনঃ পুনরপি প্রথমং ভাগং চতুর্দ্ধা ভাগচতুষ্টয়ীপেতং বিধায়েত্যনুষজ্যতে, স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ স্বস্মাৎ স্বস্মাদিতরেষাং চতুর্ণাং চতুর্ণাং ভূতানাং যো যো দ্বিতীয়ঃ স্থূলভাগস্তেন তেন সহ প্রথমভাগানাং চতুর্ণাং চতুর্ণামেকৈকস্য যোজনাৎ তে বিয়দাদয়ঃ প্রত্যেকং পঞ্চপঞ্চাত্মকা ভবন্তি ॥ ২৩ ॥

এবং পঞ্চীকরণমভিধায় তৈর্ভূতৈরুৎপাদ্যং কার্য্যবর্গং দর্শয়তি তৈরণ্ডজেতি। তৈঃ পঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈরুপাদানকারণভূতৈরণ্ডী ব্রহ্মাণ্ডঃ উৎপদ্যতে তত্র ব্রহ্মাণ্ডান্তর্ভূতানি উপর্য্যুপরিভাগে বর্ত্তমানা ভূম্যাদয়ঃ, সপ্তলোকাঃ ভূমেরধঃ স্থিতানি অতলাদীনি সপ্ত পাতালান্তানি তেষু চ ভুবনেষু তৈঃ প্রাণিভির্ভোক্তুং যোগ্যান্নাদীনি তল্লোকোচিতশরীরাণি চ তৈরেব পঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈ-

---

হইবে। ভগবান্ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করিয়া জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীর উৎপাদনের বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

পঞ্চীকরণ যথা—প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তদনন্তর এই দ্বিধা বিভক্ত অংশের এক এক অংশকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশের স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশের সহিত এই চারি ভাগের এক এক অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করা হইল, ইহাকেই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ বলে ॥২৭॥

সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোকাদি পাতালপর্য্যন্ত চতুর্দ্দশভুবন জন্মিল। সেই সকল ভুবনে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যপদার্থ সকল ও সেই সেই ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী জরায়ুজাদি অনেক প্রকার শরীর সমুৎপন্ন হইল। এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ এই অশেষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রকারে স্থূলশরীর সৃষ্টি বিবৃত হইল; এক্ষণে সেই স্থূলশরীরের সমষ্টির অভি-

হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ যৈষা বৈশ্বানরো মতঃ।
তৈজসা বিশ্বতাং প্রাপ্তা দেবতির্যঙ্মনুষ্যতাঃ ॥ ২৮ ॥
তে পরাগ্দর্শিনঃ প্রাজ্ঞৈরতত্ত্বজ্ঞৈরবর্জিতাঃ।

রীশ্বরাশ্রয়া জায়ন্তে। এবং স্থূলশরীরাভিমানিনমুক্ত্বা তেষু স্থূলশরীরেঽভিমানবতী হিরণ্যগর্ভস্য সমষ্টিরূপস্য বৈশ্বানরসংজ্ঞকস্য একস্য স্থূলশরীরাভিমানবতাং ব্যষ্টিরূপাণাং তৈজসানাং বিশ্বসংজ্ঞকত্বং ভবতীত্যাহ হিরণ্যগর্ভ ইতি। অস্মিন্ স্থূলশরীরে বর্ত্তমানো হিরণ্যগর্ভো বৈশ্বানরো ভবেৎ যত্র বর্ত্তমানাস্তৈজসা বিশ্বা ভবন্তি। তেষামিত্থাবান্তরভেদমাহ দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদয় ইতি ॥ ২৮ ॥

ইদানীং তেষাং বিশ্বসংজ্ঞানামজ্ঞানাং জীবানাং তত্ত্বজ্ঞানরহিতত্বেন সংসারাপন্নিমকারং সদৃষ্টান্তং দ্বাভ্যামাহ তে পরাগ্দর্শিন ইতি। তে দেবাদয়ঃ পরাগ্দর্শিনঃ বাহ্যানেব শব্দাদীন্ পশ্যন্তী ন প্রত্যগাত্মানং পরাঞ্চি স্বানি অঙ্গবৎ স্বয়মুদ্ভবাৎ পরাঙ্পশ্যন্তি নান্তরাত্মানিতি শ্রুতেঃ। নন্বু ব্রাহ্মণাদয়ো দৃষ্টপ্রতিবিম্বমাত্মানং জানন্তি ইত্যাশঙ্ক্য তথাত্মানং তে জানন্তি

মানী যে হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তাহার বৈশ্বানর বা বিরাট্‌পুরুষ এই দুইটি নাম হইয়া থাকে এবং ব্যষ্টিশরীরের অভিমানী যে তৈজস বা প্রাজ্ঞ জীবকে বিশ্ব বলা হয়। এই বিরাটপুরুষ ও বিশ্বসংজ্ঞকের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বকথিত স্থূলশরীরের সমষ্টিতে বিদ্যমান্ যে হিরণ্যগর্ভপুরুষ তাহাকে সেই স্থূলশরীর অভিমানীপ্রযুক্ত বৈশ্বানর বা বিরাটপুরুষ বলা যায় এবং ঐ স্থূলশরীরের ব্যষ্টিতে বিদ্যমান যে তৈজস জীবগণ তাহাদিগকে সেই স্থূলশরীরের অভিমানী হেতু দেব, মনুষ্য গো, অশ্ব প্রভৃতি-নাম বিশ্ব বলিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত বিশ্বশব্দপ্রতিপাদ্য জীবসমূহের সংসারানুরাগ প্রদর্শিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞান-রহিত ও আত্ম-দর্শনবিমুখ উক্ত দেব মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ সর্ব্বদা সংসারের সুখ-দুঃখভোগের নিমিত্ত সদসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পুনর্ব্বার ঐ সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে করিতে অন্যান্য সদসৎ নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে মূঢ় অনাত্মদর্শী জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম-

কুর্বন্তি কর্ম্ম জীবাশ্চ কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে ॥ ২৮ ॥
নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাযযুঃ তে।
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম ভ্রমন্তে নৈব নির্বৃতিম্ ॥ ২৯ ॥
স্বকর্ম্মপরিপাকাত্ তে কর্ম্মযানিধিনীযৃতাঃ।

যদ্যপি স্মৃতিবিহিতং তত্ত্বং ন জানন্তীত্যাশ্রবেণীয়ং প্রমত্তত্বমবীধবিবর্জ্জিতা ইত্যাদি ভ্রমন্তে নৈব নির্বৃতিমিত্যন্বয়ম্। অত এব জীবাঃ সুখাদ্যনুভবায় মনুষ্যাদিশরীরাণ্যধিষ্ঠায় কর্ম্ম তচ্ছরীরৈশ্চিরাণি ফলানি কুর্বন্তি জাতাবেকবচনং পুনঃ কর্ম্ম কর্ত্তুং দেবাদিশরীরং যাবৎকর্ম্ম ভুঞ্জতে চ কর্ম্মানুভবাভাবে তত্তৎসত্ত্বাতীবেচ্ছাত্যুপপত্তা তত্তৎসাধনানুষ্ঠানানুপপত্তেঃ ॥ ২৮ ॥

এবং বর্ত্তমানাস্তে জীবাঃ নদীপ্রবাহপতিতাঃ কীটাঃ আবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাযযুঃ ব্রজন্তো যথা নির্বৃতিং সুখং ন ভ্রমন্তে এবমাযযুঃ জন্মনো জন্ম ব্রজন্তঃ সুখং ন ভ্রমন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

এবং সংসারাপত্তিমভিধায় তন্নিবৃত্ত্যুপায়ং দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ তৎকর্ম্মপরিপাকাদিতি। তে কীটাঃ স্বকর্ম্মপরিপাকাৎ পূর্ব্বার্জ্জিতপুণ্যকর্ম্মপরিপাকাৎ ক্রমাদুনা কেনচিৎ পুরুষেণ

স্বরূপ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত সুখদুঃখাদি কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকে, তাহারা কদাচ কর্ম্মফলভোগের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোনপ্রকারে সংসার অতিক্রম করিয়া নিরতিশয় সুখ লাভ করিতে পারে না। যেমন কীটাদি ক্ষুদ্র জীব নদী প্রভৃতির আবর্ত্তে পতিত হইলে সেই আবর্ত্তেই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে এবং কদাপি এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়। কিন্তু কোনরূপেও স্বয়ং সেই আবর্ত্তভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিতে কিম্বা নিবৃত্তিরূপ সুখ লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ অনাত্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত জীবগণ কর্ম্মানুষ্ঠান অতিক্রম করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তাহারা যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণকরে। আবার এই জন্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ফলভোগার্থ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই সকল ফলভোগার্থ পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন জীবগণ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া এই সংসারেই বিলিপ্ত থাকে, কখনও সংসার হইতে অব্যাহতি পায় না ॥ ২৯-৩০ ॥

প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্ ॥ ২১ ॥
উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোষবিবেকেন জনন্তি নির্বৃতিং পরাম্ ॥ ২২ ॥

ভূত্বা নদীপ্রবাহাৎ বহির্নিঃসারিতাঃ সন্তঃ তীরতরুচ্ছায়াং প্রাপ্য সুখং যথা ভবতি তথা বিশ্রাম্যন্তি ॥ ২১ ॥

ইদানীং দৃষ্টান্তসিদ্ধমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি উপদেশমবাপ্যেতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যজনসংপরিপাকবশাদেব তত্ত্বদর্শিনঃ প্রত্যগভিন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্তঃ আচার্য্যাৎ গুরোঃ সকাশাদুপদেশং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থবোধসাধনং শ্রবণং বক্ষ্যমাণমবাপ্য সন্তো পঞ্চকোষবিবেকেনান্নময়াদীনাং পঞ্চানাং কোষাণাং বিবেকেন বক্ষ্যমাণবিচারেণ পরাং নির্বৃতিং নিত্যসুখং জনন্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বে জীবের সংসারাপত্তি বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণ কিরূপে জীবের সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা নিরূপিত হইতেছে। কোন কীট নদীর আবর্ত্তে পতিত হইয়া জলপাকে ভ্রমিত হইতেছে, এমন সময় যদি সেই কীটের পূর্ব্বপুণ্যবলে কোন দয়াবান্ ব্যক্তি তাহা দর্শনকরিয়া ঐ কীটকে উদ্ধার করিয়া দেয়, তাহাহইলে যেমন সেই কীট নদীর তীরস্থ তরুর ছায়া প্রাপ্তাস্তে বিশ্রাম-সুখ লাভ করে। সেইপ্রকার অনাত্মদর্শী সংসার আবর্ত্তে পতিতব্যক্তি যদি কোন কৃপানিধান পুণ্যাত্মা মহাশয় সদ্গুরুর সন্দর্শন পায় এবং সেই জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিপ্রভাবে সেই করুণাময় গুরুদেব কৃপা করিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্ব প্রদানপূর্ব্বক অন্নময়াদি পঞ্চ কোষের বিচারদ্বারা সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহাহইলে সেই অনাত্মদর্শী জীব সেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বিদ্ আচার্য্যের সদুপদেশপ্রভাবে ঐ পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে জানিয়া সেই পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষপদ লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পরম সুখভোগ করিতে থাকে। তাহাকে আর সংসারে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিয়ত নিত্যানন্দ অনুভবকরিতে থাকে, কখনও তাহার সেই অনির্ব্বচনীয় সুখের বিরাম হয় না ॥ ৩১-৩২ ॥

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্বা সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥
স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।

কে তে অন্নাদয়ঃ পঞ্চ কোষা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তানুপদিশতি অন্নমিতি। অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি এতে পঞ্চকোষাঃ, বুদ্ধির্বিজ্ঞানম্। তেষামন্নাদীনাং কোষশব্দাভিধেয়ত্বে কারণমাহ তৈরাবৃত ইতি। তৈঃ কোষৈরাবৃত আচ্ছাদিতঃ স্বাত্মা স্বরূপভূত আত্মা বিস্মৃত্বা স্বস্বরূপবিস্মরণেন সংসৃতিং জননাদিপ্রাপ্তিরূপং সংসারং ব্রজেৎ কীটঃ যথা কোষকারকস্তৈরাবরকত্বেন ক্লেশহেতুরেবমন্নাদয়োঽপ্যবয়ানন্দত্বাদ্যাবরকত্বে নাত্মনঃ ক্লেশহেতুত্বাৎ কোষা ইত্যুপপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তেষাং কোষানাং স্বরূপাণি ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি স্যাৎ পঞ্চীকৃতেত্যাদিনা শ্রীদাদিভিরিত্যন্তেন সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়েন। পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ উৎপন্নঃ স্থূলো দেহোঽন্নসংজ্ঞকোঽন্নময়শব্দিতঃ

পূর্ব্বশ্লোকে কেবল পঞ্চ কোষের নাম মাত্রের উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণে সেই পঞ্চ কোষ সবিস্তর বর্ণিত হইতেছে।—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ প্রকার কোষ আছে। এই পঞ্চ প্রকার কোষ আত্মার আবরণ স্বরূপ। যেমন কীটগণ (গুটিপোকা) কোষ নির্ম্মাণ করিয়া সেই কোষমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগকরে, সেই প্রকার আত্মা পঞ্চ কোষে আবৃত হইয়া স্বস্বরূপেরতত্ত্ব পরমতত্ত্ব বিস্মৃতিপূর্ব্বক সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগকরিয়া থাকে। যাবৎ সেই কীট কোষ ভেদকরিয়া বহির্গত হইতে না পারে, তাবৎ যেমন তাহার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের ক্ষমতা থাকে না, দিবারাত্র সেই কোষ মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সেই প্রকার আত্মা যাবৎ পঞ্চ কোষ হইতে অতীত হইতে না পারে, তাবৎ স্বীয়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্ম মরণাদি জনিত বিবিধ যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া আবদ্ধ হইতে থাকে, কোন রূপেও সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

এইক্ষণে সেই পঞ্চ কোষের স্বরূপ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে

লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥
সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্শাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা ॥ ২৫ ॥
কারণে সত্ত্বমানন্দময়োমোদাদিবৃত্তিভিঃ।

কোষঃ স্যাৎ প্রাণস্তু প্রাণময়কোষস্তু লিঙ্গে লিঙ্গশরীরে বর্ত্তমানৈরাজসৈরজোগুণকার্য্যভূতৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণাপানাদিভির্বায়ুভিঃ পঞ্চভির্বাগাদিভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ দশভিঃ স্যাৎ ॥ ২৪ ॥

বিমর্শাত্মা সংশয়াত্মকং পঞ্চভূতসত্ত্বকার্য্যং যন্মনঃ উক্তং তন্মাত্ত্বিকৈঃ প্রত্যেকভূতসত্ত্বকার্য্যভূতৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদিভিঃ পঞ্চভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সাকং সহিতং মনোময়ঃ কোষঃ স্যাৎ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। নিশ্চয়াত্মিকা ধীস্তেষামেব সত্ত্বকার্য্যরূপা বুদ্ধিস্তৈরেব পূর্ব্বোক্তৈর্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরেব সাকং সহিতা সতী বিজ্ঞানময়াখ্যঃ কোষঃ স্যাৎ ॥ ২৫ ॥

কারণে কারণশরীরভূতায়ামবিদ্যায়াং যন্মলিনসত্ত্বমস্তি তন্মোদাদিবৃত্তিভিঃ প্রিয়মোদপ্রমোদাদ্যৈরিষ্টদর্শনলাভভোগজন্যৈঃ সুখবিশেষৈঃ সহিতমানন্দময়ঃ আনন্দময়াখ্যঃ কোষঃ স্যাদিতি। ননু স্থূলশরীরাদীনামন্নময়াদিশব্দবাচ্যত্বে স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ

অন্নময় কোষ বলে, এই কোষ অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হয়। লিঙ্গশরীরের মধ্যগত পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমন্বিত যে পঞ্চ প্রাণ আছে, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে, যে শক্তি দ্বারা এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায় ॥ ৩৪ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্ব গুণের কার্য্যস্বরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমন্বিত যে সংশয়াত্মক মনঃ, তাহাকে মনোময় কোষ বলিয়া থাকে। যাহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিত হয় এবং উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান যে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ, যিনি কর্ত্তা স্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণশরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, সেই অবিদ্যার কার্য্য স্বরূপ প্রীতি, আমোদ প্রভৃতি যে কতিপয় বৃত্তি আছে, তাহাদিগের সহিত বর্ত্তমান যে মলিন সত্ত্বগুণ, তাহাকে আনন্দময় কোষ বলে। আত্মা

তত্তৎকোষেষু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোষবিবেকতঃ।

ইত্যুপক্রম্য তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময় ইত্যাদিশ্রুতেস্তাদাত্ম্যমনোঽন্নময়াদিশব্দবাচ্যত্বং কথমুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ইচ্ছাদীনামন্নাদিবিকারত্বে নান্নময়াদিশব্দবাচ্যত্বমাত্মনস্তু তেন তেন কোষেণ সহ তাদাত্ম্যাভিমানাৎ ইত্যাহ তত্তৎকোষেষ্বিতি। আত্মা মন্যমানো তত্তৎকোষেষ্বেন তেন কোষেণ সহ তাদাত্ম্যাভিমানাৎ তত্তন্ময়স্তত্তৎকোষময়ঃ স্যাৎ ব্যবহারকালে অন্নময়াদিকোষপ্রাধান্যাদন্নময়াদিশব্দবাচ্য ইত্যর্থঃ। তুশব্দ আত্মনঃ কোষেভ্যো বৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ ॥ ২৬ ॥

কথং তর্হ্যেবংবিধস্যাত্মনো ব্রহ্মত্বং ভবতীত্যাশঙ্ক্য কোষেভ্যো বিবেকাদ্ভবতীত্যাহ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বক্ষ্যমাণাভ্যাং পঞ্চকোষবিবেকতঃ পঞ্চানাং কোষানামন্নময়াদীনাং বিবেকতঃ প্রত্যগাত্মনো বিবেচনেন পৃথক্ কোষেন, যদ্বা পঞ্চকোষেভ্যোঽন্নময়াদিভ্য

এই পঞ্চ কোষের প্রত্যেকের অভিমান করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আত্মাও সেই সেই কোষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা অন্নময় কোষের অভিমানী, এই নিমিত্ত আত্মাকে অন্নময় বলিয়া থাকে। ঐ আত্মা প্রাণময় কোষের অভিমানী এই হেতু তাহাকে প্রাণময় বলে। সেই আত্মা মনোময় কোষের অভিমানী, অতএব তাহাকে মনোময় বলা যায়। উক্ত আত্মা বিজ্ঞানময় কোষের অভিমানী, সুতরাং সেই আত্মা বিজ্ঞানময় শব্দের প্রতিপাদ্য হয় এবং ঐ আত্মা আনন্দময় কোষের অভিমানী, এই নিমিত্ত আত্মাকে আনন্দময় বলা যায়। এইরূপে এক আত্মাকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলা যায় ॥ ২৬ ॥

যেরূপে পঞ্চকোষাভিমানী উপাধিবিশিষ্ট আত্মার সহিত নিরুপাধি নির্গুণ পরংব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—অন্বয়মুখী (১) ও ব্যতিরেকমুখী (২) অনুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার করিয়া

---

(১) কোন একটি পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বলে যে অন্য অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ অনুভব বা নিরূপণ হয়, তাহাকে অন্বয়মুখী অনুমান বলে।

(২) কোন একটি পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত যে অন্য কোন পদার্থের অভাবের অনুমান হয়, তাহাকে ব্যতিরেকমুখী অনুমান বলা যায়।

स्वात्मानं ततः उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥ ३७ ॥
अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः।
सोऽन्वयी व्यतिरेकस्तद्भानेऽन्यानवभासनम् ॥ ३८ ॥

आत्मनः पृथक्करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मनं ततस्तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य बुद्ध्या निष्कृष्य चिदानन्दस्वरूपं निश्चित्य परं ब्रह्म पूर्व्वोक्तलक्षणं प्रपद्यते प्राप्नोति ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥

इदानीं विवक्षितान्वयव्यतिरेकौ दर्शयति अभाने स्थूलदेहस्येति। स्वप्ने स्वप्नावस्थायां स्थूलदेहस्यान्नमयकोषस्याभानेऽप्रतीतौ सत्याम् आत्मनः प्रतीयमानं यद्भानं स्वप्नसाक्षित्वेन यत्स्फुरणमस्ति स आत्मनः अन्वयः तस्यामेव स्वप्नावस्थायां तद्भाने तस्यात्मनः स्फुरणे सति अन्यानवभासनम् अन्यस्य स्थूलदेहस्यानवभासनं अप्रतीतिर्व्यतिरेकः स्थूलदेहस्येति शेषः। अस्मिन् प्रकरणे अन्वयव्यतिरेकशब्दाभ्याम् अनुवृत्तिव्याहृत्ती उच्येते ॥ ३८ ॥

যথার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক পঞ্চকোষাভিমানী আত্মাকে পঞ্চকোষ হইতে পৃথক করিয়া তাহার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব নির্ণয় করিলেই অর্থাৎ আত্মা নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দস্বরূপ ইহা নিশ্চিত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারে আত্মা ও পরংব্রহ্ম এক বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব প্রতিপন্ন হইতে আর কোন বাধা থাকে না। যাহাদিগের উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা যথার্থ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা অনায়াসে আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব অনুভব করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

এক্ষণে কি প্রকারে অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক অনুমানদ্বারা পঞ্চকোষের বিচার করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে জানা যায়, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।—স্বপ্নাবস্থাতে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের সমষ্টিরূপ স্থূলশরীরবিষয়ক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তৎকালে স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এস্থলে স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় এবং সেই স্বপ্নকালীন জ্ঞানদ্বারা যে আত্মার বিদ্যমানতার অনুমান হয়, এস্থলে তাহাকেই অন্বয়মুখী অনুমান বলে এবং সেই স্বপ্নাবস্থায়

লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
তদ্বিবেকাদ্ বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোষাঃ প্রাণময়াদয়ঃ।

এবং স্থূলদেহস্যানাত্মত্বাবধীকৃত্যান্বয়ব্যতিরেকৌ দর্শয়িত্বা লিঙ্গদেহস্য তদ্ভাবাভাবনমনৌ তৌ দর্শয়তি লিঙ্গাভান ইত্যাদি। সুষুপ্তৌ সুষুপ্তাবস্থায়াং লিঙ্গাভানে লিঙ্গস্য সূক্ষ্মদেহস্যাভানেঽপ্রতীতৌ আত্মনো ভানং তদবস্থাসাক্ষিত্বেন স্ফুরণম্ আত্মনোঽন্বয়ঃ স্যাৎ তদ্ভানে আত্মভানে লিঙ্গস্যাভানং লিঙ্গদেহস্য অস্ফুরণং ব্যতিরেক ইত্যুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥

ননু পঞ্চকোষবিবেচনমুপক্রম্য লিঙ্গদেহবিবেচনং প্রকৃতাসঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্য প্রাণময়াদিকোষবিলয়স্য তত্ত্বাবাপ্তিভাবাৎ প্রকৃতাসঙ্গতিরিত্যাহ তদ্বিবেকাদিতি। তস্য লিঙ্গশরীরস্য

আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত আত্মার সহিত স্থূলদেহের একতার অভাবের অনুমানকে এই স্থলে ব্যতিরেকমুখী অনুমান বলে। এইক্ষণ উক্তপ্রকার উভয় অনুমানদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাত্মক স্থূলশরীর হইতে আত্মা পৃথক্। আত্মার সহিত স্থূলশরীরের কোনরূপ ঐক্যভাব নাই ॥ ৩৮ ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা স্থূলদেহের অনাত্মগতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তপ্রকারে লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।—সুষুপ্তি অবস্থাতে লিঙ্গশরীর বিষয় জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মার বিদ্যমানতা থাকে, এই প্রকার আত্মার বিদ্যমানতার জ্ঞানকে সুষুপ্তিকালিক অন্বয় বলে। এই অন্বয়ানুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব অনুমিত হইল এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও লিঙ্গশরীরের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে, এই অভাবকে ব্যতিরেক বলা যায়। এই ব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতিপন্ন হইল। অতএব এই উভয় প্রকার অনুমানদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যেমন পূর্ব্বে স্থূলশরীর হইতে আত্মার পার্থক্য প্রতীত হইয়াছে, সেইপ্রকার সূক্ষ্মশরীর হইতেও আত্মা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চকোষ বিচার আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গশরীর বিচারে যে প্রকরণ

ते हि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात् पृथक् कृताः ॥४०॥
सुषुप्त्यभाने भानन्तु समाधावात्मनोऽन्वयः।
व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम् ॥ ४१ ॥

विवेकात् विवेचनात् प्राणमनोधियः एतन्नामकाः कोषा विविक्ताः आत्मनः पृथक् कृताः स्युः। कुत इत्यत आह ते हीति। हि यस्मात् कारणात् ते प्राणमयादयः तत्र तस्मिन् लिङ्गशरीरे गुणावस्थाभेदमात्रात् गुणयोः सत्त्वरजसोरवस्थाभेदमात्रात् गुणप्रधानभावेनावस्थानविशेषादेव पृथक्कृताभेदेन निर्दिष्टा इत्यर्थः ॥ ४० ॥

इदानीमानन्दमयकोषत्वेन विवक्षितस्य कारणशरीरस्य विवेचनोपायमाह सुषुप्त्यभाने भानमिति। समाधौ वक्ष्यमाणलक्षणायां समाध्यवस्थायां सुषुप्त्यभावे सुषुप्तिशब्दोपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्याज्ञानस्याप्रतीतौ भानमनु तुशब्दोऽवधारणे आत्मन एव भानं स्फुरणं यदस्ति स आत्मनोऽन्वयः आत्मभाने आत्मनः स्फूर्तौ सत्यां सुषुप्त्यनवभासनं सुषुप्त्युपलक्षितस्याज्ञानस्याप्रतीतिरेव व्यतिरेकस्त्वेति। अत्रायं प्रयोगः प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यो भिद्यते तेषु परस्परं व्यावर्त्यमानेष्वपि स्वयमव्यावृत्तत्वात् यत् येषु व्यावर्त्यमानेष्वपि न व्यावर्त्तते तत् तेभ्यो भिद्यते यथा कुसुमेभ्यः सूत्रं यथा वा घटादिव्यक्तिभ्यो गोत्वमिति ॥ ४१ ॥

ভঙ্গদোষ হইল, এইক্ষণে সেই প্রকরণভঙ্গদোষের পরিহার কথিত হইতেছে।—লিঙ্গশরীর বিচারেও পঞ্চকোষ বিচারের প্রসঙ্গ আছে, এই লিঙ্গশরীরবিচারে লিঙ্গশরীরের অবয়বস্বরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোষত্রয়েরও বিচার সিদ্ধ হয়, যেহেতু লিঙ্গশরীর উক্ত ত্রিবিধ কোষ হইতে পৃথক্ নহে। কেবল নামমাত্রের বিভিন্নতা আছে, অতএব প্রকরণভঙ্গদোষ হইয়াছে বলিয়া যে সংশয় হইয়াছিল, সেই সংশয় এক্ষণে নিবারিত হইল ॥ ৪০ ॥

কি উপায়ে আনন্দময় কোষরূপ কারণ শরীরের বিচার করিতে হয়, এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে সময়ে সমাধি হয়, সেই সময়ে আনন্দময় কোষস্বরূপ কারণ শরীরের জ্ঞান থাকে না, তথাপি সেই সমাধি অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থার সমকালীন আত্মার বিদ্যমানতাকেই অন্বয় বলাযায়। এই সমাধি অবস্থায় আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বে অন্বয়ানুমানবলে কারণ শরীরের অনুমান হয়, আত্মার বিদ্য-

যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরান্বিতয়াধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২ ॥
পরাপরাত্মনীরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।

এবম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কোষপঞ্চকাদ্ বিভক্তস্য আত্মনো ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির্ভবতীত্যুক্তম্। তত্প্রতিপাদিকাং অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মেত্যাদিকাং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিত্যন্তাং কঠশ্রুতিমর্থতঃ পঠতি যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমিতি। যথা যেন প্রকারেণ মুঞ্জাদিতৃণমধ্যাত্ ত্বগবিশেষাত্ ইষীকা গর্ভস্থং কোমলং তৃণং যুক্ত্যা বহিরাবরকত্বেন স্থিতানাং স্থূলত্বাদীনাং বিভজনলক্ষণেনোপায়েন সমুদ্ধ্রিয়তে এবমাত্মাপি যুক্ত্যা অন্বয়ব্যতিরেকলক্ষণোপায়েন শরীরান্বিতয়াত্ পূর্ব্বোক্তাত্ শরীরত্রয়াত্ ধীরৈঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নৈরধিকারিভিঃ সুসম্ভৃতঃ পৃথক্ কৃতশ্চেৎ সপরং ব্রহ্মৈব জায়তে চিদানন্দরূপস্য লক্ষণস্যোভয়োরবিশিষ্টত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥

এতাবতা গ্রন্থসন্দর্ভেণ সফলস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য নিরূপিতত্বাত্ উত্তরগ্রন্থভাগস্যানারম্ভপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য তদারম্ভসিদ্ধয়ে ব্রহ্মানুকীর্ত্তনপূর্ব্বকমুত্তরগ্রন্থস্য তাত্পর্য্যমাহ পরাপরাত্মনী-

---

মানতাবস্থায় কারণ শরীরবিষয়ক জ্ঞানের অভাবকে এই স্থলে ব্যতিরেকী অনুমান বলাযায়। উক্তরূপ ব্যতিরেকানুমানদ্বারা কারণশরীরের অভাবজ্ঞানানুমান প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ কৃত আত্মার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে কঠশ্রুতির মত ব্যক্ত হইতেছে।—যেমন মুঞ্জানামক (শর) তৃণের মধ্যগত কোমল পত্র গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার আবরণ পত্র হইতে পৃথক্ করিয়া সেই গর্ভস্থ পত্র লইতে হয়, সেইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক আত্মার আবরকস্বরূপ পঞ্চ কোষময় দেহ হইতে সেই আত্মাকে পৃথক্ করিয়া উদ্ধৃত করিলে আত্মা এবং ব্রহ্মের অভেদরূপে সেই সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভকরিতে পারে। তখন আর শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং আত্মার আর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা থাকে না ॥ ৪২ ॥

तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४३ ॥
जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम्।
निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ॥ ४४ ॥

ইবেতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ পরাপরাত্মনীস্তত্ত্বম্পদার্থয়োঃ পরমাত্মজীবাত্মনীরেকতা অভিন্নতা যুক্তা লক্ষ্যসাম্যপ্রদর্শনাদুপায়েন সম্ভাবিতাঙ্গীকারিতা সা একতা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ স্পষ্টং ভাগত্যাগেন বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগেন লক্ষ্যতে লক্ষ্যাত্মতয়া লক্ষ্যতে ॥ ৪৩ ॥

তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থজ্ঞানস্য তত্পদাদিপদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাত্ তত্পদস্য বাচ্যমর্থং তাবদাহ জগতো যদুপাদানমিতি। যত্ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ব্রহ্ম তামসীং তমোগুণপ্রধানাং মায়ামাদায় উপাধিত্বেন স্বীকৃত্য জগদীশ্বরাত্মকস্য কার্য্যবর্গস্যোপাদানম্ অধ্যাসাধিষ্ঠানং ভবতি শুদ্ধসত্ত্বাং বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানাং তামুপাধিত্বেন স্বীকৃত্য নিমিত্তম্ উপাদানাভিন্নং কর্ত্তৃ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম নিমিত্তোপাদানাভিন্নরূপং ব্রহ্ম তদ্গিরা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্থেন তত্পদেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইল, সুতরাং উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ নিষ্প্রয়োজন হয়, এইক্ষণ সেই উত্তর গ্রন্থ ভাগের আরম্ভ বিষয়ে তাৎপর্য্য কথিত হইতেছে।—যে যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যে সেই যুক্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৎশব্দবাচ্য মায়াবিষ্ট পরংব্রহ্ম এবং ত্বংশব্দপ্রতিপাদ্য অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীব; এই উভয়ের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে, কেবল জীব ও ব্রহ্মের চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট অংশ লক্ষিত হয়, তখন আর উভয়ের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৩ ॥

কোন একটি বাক্য প্রয়োগকরিলে, সেই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের অর্থ জ্ঞান না হইলে, ঐ সকল পদসমষ্টিস্বরূপ বাক্যের অর্থবোধ হয় না। অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ ও ত্বং" ইত্যাদি পদ সমূহের প্রত্যেকের অর্থ উক্ত হইতেছে।— যে সকল কারণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলের উপাদান কারণ তমোগুণ প্রধান এবং ঐ জগদুৎপত্তির

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তদ্ পরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥
ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

ত্বং পদবাচ্যার্থমাহ যদা মলিনসত্ত্বামিতি। তদেব ব্রহ্ম যদা যস্যামবস্থায়াং মলিনসত্ত্বানীষদ্রজস্তমোমিশ্রণেন মলিনসত্ত্বপ্রধানাম্ অতএব কামকর্ম্মাদিদূষিতাং তামবিদ্যাশব্দবাচ্যাং মায়ামাদত্তে উপাধিত্বেন স্বীকরোতি তদা ত্বং পদেনোচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

এবং তত্ত্বংপদার্থাবভিধায় বাক্যার্থমাহ ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বেতি। ত্রিতয়ীমপি ত্রিপ্রকারামপি তমঃপ্রধানবিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমলিনসত্ত্বপ্রধানভেদেন তত্রাপ্যতএব পরস্পরবিরোধিনীং তাং মায়াং মুক্ত্বা পরিত্যজ্য অখণ্ডং ভেদরহিতং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৬ ॥

নিমিত্তকারণ যে মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান। সুতরাং মায়া রূপ উপাধিবিষ্ট যে পরংব্রহ্ম তিনিই তৎশব্দের প্রতিপাদ্য। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অবয়বীভূত যে তৎ পদ তাহা দ্বারাই সেই পরংব্রহ্মের অর্থ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যখন যে অবস্থাতে সেই পরংব্রহ্ম রজঃ ও তমো গুণ মিশ্রণে মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান কামকর্ম্মাদিদ্বারা দূষিত মায়া রূপ উপাধিকে আশ্রয় করেন, তখন পরংব্রহ্মকে "তৎ" পদের বাচ্য বলা যায়। মায়াবচ্ছিন্ন আত্মা যখন কামনার বশীভূত হইয়া নিয়ত কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন, তখনই সেই আত্মার প্রতি "ত্বং" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে "তৎ ও ত্বং" শব্দের অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই শ্লোকে "তৎ, ত্বং ও অসি" এই পদত্রয় সমবেত হইয়া "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য হইয়াছে, এক্ষণে এই মহাবাক্যের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে।—তমোগুণপ্রধান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান ও মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান, এই তিন প্রকার বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মায়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব পরংব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দস্বরূপ অখণ্ড চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। অতএব,

सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात् तदिदन्त्वयोः।
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥ ४७ ॥
मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः।

सर्वं च लक्षणाद्वारा वाक्यार्थबोधनं कुत्र दृष्टमित्याशङ्क्याह सोऽयमित्यादिवाक्येषिति। सोऽयं देवदत्त इत्यादिवाक्येषु तदिदन्त्वयोः तदेतद्देशकालविशिष्टत्वलक्षणयोर्धर्मयोर्विरोधादैक्यानुपपत्तेर्भागयोर्विरुद्धांशयोस्त्यागेनैकाश्रयो देवदत्तस्वरूपमेकमेव यथा लक्ष्यते ॥ ४७ ॥

एवं दृष्टान्तमभिधाय दार्ष्टान्तिकमाह मायाविद्ये विहायैवमिति। एवं सोऽयं देवदत्तः इति वाक्ये यथा तत्त्वंपदजीवयोरुपाधी उपाधिभूते मायाविद्ये पूर्वोक्ते विहायाखण्डं भेदरहितं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मैव महावाक्येन लक्ष्यते ॥ ४८ ॥

"तत्त्वमसि" এই মহাবাক্য সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরাৎপর পরংব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়। উপাধিভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের উক্ত রূপ অর্থ সঙ্গত হইল ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা যে অন্যান্য স্থলে বাক্যার্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল বাক্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ সঙ্গতি প্রকটীকৃত হইতেছে।—যেমন "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্যের অন্তর্গত "সেই" শব্দে পূর্ব্বকালে দৃষ্ট যে দেবদত্ত তাহাকে বুঝাইতেছে, "এই" শব্দ সাক্ষাৎ যাহাকে (দেবদত্তকে) দেখিতেছি তাহার প্রতিপাদক। এইস্থলে যেমন পূর্ব্বকাল বর্ত্তিত্ববোধক "সেই" ও এতৎকালবর্ত্তিত্বসূচক "এই" অংশ পরিত্যাগ করিলে কেবল দেবদত্ত মাত্র পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য বা অর্থ বোধহয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ" শব্দের প্রতিপাদ্য মায়া উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং "ত্বং" পদের বাচ্য অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট জীব, এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মায়া ও অবিদ্যা, এই বিশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিলে অপরিচ্ছিন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য হয়। মায়া ও অবিদ্যা, এই উভয়ই ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার অবসান হইলেই জীবব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হয়। ইহাই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের মর্ম্ম। জীব ও ব্রহ্মের

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮ ॥
সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদ্বস্তুতা।
নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥ ৪৯ ॥

নন্বু মহাবাক্যে কিং লক্ষ্যং সবিকল্পকমুত নির্ব্বিকল্পকমিতি বিকল্প্য প্রথমে পক্ষে দোষমাহ পূর্ব্ববাদী সবিকল্পস্যেতি। সবিকল্পস্য বিকল্পেন বিপরীতত্বেন কল্পিতেন নামজাত্যাদিনা রূপেণ যদ্ বর্ত্ততে ইতি সবিকল্পং তস্য লক্ষ্যত্বে বাক্যেন বোধ্যতে লক্ষ্যস্য বাক্যার্থতয়া লক্ষ্যত্বাবস্তুতা স্যাৎ মিথ্যাত্বং স্যাৎ। দ্বিতীয়ে দোষমাহ নির্ব্বিকল্পস্যেতি। নির্ব্বিকল্পস্য নামজাত্যাদিরহিতস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং লোকে ন ক্বাপি দৃষ্টং ন চ সম্ভবি উপপত্ত্যভাবেনাপি ন ভবতি লক্ষ্যত্বধর্ম্মবতী নির্ব্বিকল্পকত্বব্যাঘাতাদিতি যাবৎ ॥ ৪৯ ॥

মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয়বিহীন একীভাববিশিষ্ট অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য ॥ ৪৭-৪৮ ॥

পূর্ব্বপক্ষ ॥ পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য-আনন্দ স্বরূপ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য। এ স্থলে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল,—এইক্ষণ ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, সেই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের লক্ষ্য যে অখণ্ডানন্দ ব্রহ্ম, তিনি কি সবিকল্প অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট; অথবা নির্ব্বিকল্প (নিরুপাধিবিশিষ্ট)? যদি বল, সবিকল্পক অর্থাৎ নাম রূপাদি উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য, তাহাহইলে, অসদ্বস্তু "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের লক্ষিত হইল, যেহেতু নামরূপাদি উপাধিবিশিষ্ট যাবতীয় বস্তু অসৎ এবং নিরুপাধি পরংব্রহ্মই কেবল সৎ। আর যদি বল, নির্ব্বিকল্পক নিরুপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য, তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ যাহা নামরূপাদিরহিত, তাহা কখনও লোকের লক্ষিত হয় না, পরন্তু যাহাকে লক্ষিত করা যায়, তাহাকে নিরুপাধিক বলা যায় না। অতএব উভয়পক্ষই আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। নিরুপাধি ব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" বাক্যের লক্ষ্য, কি সোপাধিক ব্রহ্মই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্য, ইহার কোন একতর পক্ষ স্থিরীকৃত হইল না ॥ ৪৯ ॥

विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्।
आद्ये व्याहतिरन्यत्रानवस्थाश्रयादयः॥ ५०॥
इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु।

सिद्धान्ती त्वाह, परस्तात्रेदं चोद्यमिति विकल्पपूर्व्वकं दोषमाह विकल्पो निर्विकल्पस्येति। सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा तत्त्वमसीति यो विकल्पस्तया ज्ञातः स किं निर्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये प्रथमे पक्षे व्याहतिरुक्तयोक्तो व्याघात एव, अन्यत्र द्वितीये पक्षे अनवस्थाश्रयः। तथाहि सविकल्पस्य विकल्प, इत्यत्र विकल्पेन सह वर्त्तते यः इत्यत्र तृतीयान्तविकल्पपदेन प्रथमान्तविकल्पपदेन च एक एव विकल्पोऽभिधीयते द्वौ वा एक एव चेत् स्वयमेव एव विकल्पाश्रयविशेषणतया आश्रयसदाश्रितो विकल्प चेत्याश्रयता, द्वौ चेत् तदा तृतीयाशब्दनिर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्पत्वपत्तात् तदाश्रयस्यापि सविकल्पत्वात् तद्विशेषणीभूतो विकल्पः किं प्रथमान्तशब्दनिर्दिष्ट एव विकल्पः? उत तान्यान्यः? आद्ये अन्योऽन्याश्रयता, द्वितीयेऽपि धर्म्मिविशेषणीभूतो विकल्पः किं प्रथमान्तशब्दनिर्दिष्ट उत तेभ्योऽन्यः? आद्ये चक्रकापत्तिः, द्वितीये तस्याप्यन्यस्याप्यन्य इत्यनवस्थापात इति॥ ५०॥

न केवलमनयैवेदं दूषणम् अपि तु सर्व्वत्रैवं विधिविकल्पपूर्व्वकं दूषणं प्रसरतीत्याह इदं गुणक्रियेति। इदं विकल्पदूषणजातं गुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु येषु वस्तुषु गुणादिः

পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইতেছে। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য পূর্ব্বোক্ত সোপাধি, কি নিরুপাধিক পদার্থে কল্পিত হয়? যদি বল, নিরুপাধিক পদার্থে পূর্ব্বোক্ত উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু নিরুপাধিক পদার্থে (পরমব্রহ্মে) উপাধি কল্পনা করিলে তাহার নিরুপাধিত্ব থাকে না। আর যদি বল, সোপাধিক পদার্থে (জীবে) উপাধি কল্পনা হইয়াছে, তাহাও অসম্ভব। কারণ, যে বস্তু স্বভাবতঃই সোপাধিক তাহার আর সোপাধিত্ব কল্পনা কি? সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ও সিদ্ধান্তবাদী উভয়েরই তুল্য দোষ স্বীকার করিতে হইল॥ ৫০॥

পূর্ব্বে যে দোষের উল্লেখ হইল, এইরূপ দোষ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেও উক্ত দোষ দৃষ্ট হইয়া

সমস্তেন স্বরূপস্য সর্ব্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥
বিকল্পনদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি ।
বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাস্তু কল্পিতাঃ ॥ ৫২ ॥

সম্বন্ধান্তরেষু পঞ্চসু বস্তুষু সমম্। তথাহি গুণঃ কিং নির্গুণে বর্ত্তেত অথবা গুণবতি ক্রিয়াদি ক্রিয়ারহিতে বর্ত্তেত ক্রিয়াবতি বা? আদ্যে ব্যাঘাতঃ অন্যথাত্বাদ্যবাদয় ইতি সর্ব্বত্র দিক্‌সূচ্যম্। নন্বিদমসদ্বৈলক্ষণ্যং কিং সদ্বৈলক্ষণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ তেনেতি। তেন এবং বিপ্রতিকল্পস্যাসম্ভবত্বেন এতদ্বৈলক্ষণ্যাদিকং সর্ব্বং স্বরূপস্যেতীষ্যতাং গুণাদয়ঃ সর্ব্বে বস্তুস্বরূপে বর্ত্তন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫১ ॥

ভবত্বেবমন্যত্র প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত্রাহ বিকল্পনদভাবাভ্যামিতি। বিকল্পনদভাবাভ্যাং বিকল্পেন বিকল্পাভাবেন চাসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি সংস্পর্শরহিতে পরমাত্মবস্তুনি বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাঃ কল্পিতাঃ তত্র বিকল্পিতত্বং নাম সবিকল্পস্য বা নির্বিকল্পস্য বা ইতি পূর্ব্বোক্তেন বিষয়ীকৃতত্বং লক্ষ্যত্বং লক্ষণাবৃত্ত্যা জ্ঞাপ্যত্বং সম্বন্ধঃ সংযোগাদিঃ, আদিশব্দেন দ্রব্যাদয়ো গৃহ্যন্তে, তুশব্দোঽবধারণে, তত্র দ্রব্যং নাম গুণাশ্রয়ো দ্রব্যং সমবায়িকারণং দ্রব্যমিতি বা তার্কিকৈর্লক্ষিতং কর্ম্মব্যতিরিক্তত্বে সতি জাতিমান্নাশ্রয়ো গুণঃ, নিত্যমেকমনেকবৃত্তিসামান্যমিতি লক্ষিতা জাতিঃ সংযোগবিভাগয়োরসমবায়িকারণজাতীয়ং কর্ম্মেতি লক্ষিতা ক্রিয়া এতে সর্ব্বে স্বরূপে কল্পিতা এবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

থাকে। অর্থাৎ গুণ সগুণ পদার্থে থাকে কি, নির্গুণ পদার্থে থাকে?—যদি বল, নির্গুণ পদার্থে গুণ থাকে,—এই কথা অগ্রাহ্য। কারণ নির্গুণের যে গুণবত্তা, ইহা অসম্ভব এবং সগুণ পদার্থে গুণের আরোপ করিলে পূর্ব্ববৎ অনবস্থাদোষ হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতে উভয়থা দোষ সংঘটন হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষের পরিহার দুর্ঘট হইয়া উঠিল। এইক্ষণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুর স্বরূপবশতঃ গুণ, ক্রিয়া, জাতি, প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহাতে সগুণ, নির্গুণ, উপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয় না ॥ ৫১ ॥

এইক্ষণ প্রকৃত মীমাংসা কথিত হইতেছে।—নির্গুণ ও উপাধি সম্বন্ধ রহিত পরমাত্মার যে সোপাধিকত্ব প্রভৃতি বর্ণন করা যায়, তাহা কেবল

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत् ।
युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननन्तु तत् ॥ ५३ ॥
ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् ।
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥ ५४ ॥

एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण किमुक्तं भवतीत्याकाङ्क्षायां फलितमाह इत्थं वाक्यैरिति । इत्थं जगती यदुपादानं इत्यादिग्रन्थजातीतप्रकारेण वाक्यैस्तत्त्वमस्यादिवाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं तेषां वाक्यानामर्थस्य जीवब्रह्मणोरैकत्वलक्षणस्यानुसन्धानं श्रवणं भवेत् । युक्त्या शब्दस्पर्शादयो वेद्या इत्यादिना परापरात्मनोरेव युक्त्या सम्भावितैकता इत्यन्तेन ग्रन्थसन्दर्भोक्तप्रकारेण युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं श्रुतस्यार्थस्य उपपद्यमानत्वज्ञानं यदस्ति तत् तु मननमुच्यते ॥ ५३ ॥

इदानीं निदिध्यासनमाह ताभ्यामिति । ताभ्यां श्रवणमननाभ्यां निर्विचिकित्से निर्गता विचिकित्सा संशयो यस्मादसौ निर्विचिकित्सस्तस्मिन्नर्थे विषये स्थापितस्य धारणावतश्चेतसः ऐकाग्र्यसम्बन्धिनस्य धारणेति पतञ्जलिनीकृतात् यदैकतानत्वं एकाकारवृत्तिप्रवाहवत्त्वम् एतन्निदिध्यासनमुच्यते हि प्रसिद्धं योगशास्त्रे तत्प्रत्ययैकतानता ध्यानमिति ॥ ५४ ॥

অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলীক কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় পরমাত্মার উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই, অবিদ্যাবশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সগুণ, নির্গুণ, সোপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণন করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের সযুক্তিক বিচারদ্বারা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অনুসন্ধানকে পরংব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ বলে এবং উক্তরূপ বেদান্তের সযুক্তিক বিচারদ্বারা পরাৎপর পরমব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্ণীত হইলে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সর্ব্বদা সেই পরম পিতা পরমব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগকে পরম ব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়। এইরূপ শ্রবণ ও মননদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণপূর্ব্বক জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বকথিত শ্রবণ ও মননদ্বারা নিশ্চয়রূপে পরমপুরুষ পরংব্রহ্মকে জানিয়া সেই নিত্যানন্দ ও নিত্যজ্ঞানময় পরমব্রহ্মে অন্তঃকরণ স্থাপিত করিলে, অন্তঃ-

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्धीश्वरीश्वरम्।
निर्वातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५५ ॥
इत्यवस्तु तदानीं-मन्तरा अध्यात्मगोचराः।

तस्यैव निदिध्यासनस्य परिपाकदशारूढं समाधिमाह ध्यातृध्याने इति। निदिध्यासने तावद्ध्याता ध्यानं ध्येयश्च इति त्रितयं भासते तत्र यदा चित्तमभ्यासवशेन ध्यातृध्याने ध्यातारं ध्यानञ्च क्रमात् परित्यज्य ध्येयैकगोचरं ध्येयमेकमेव गोचरो विषयो यस्य तत् तथाविधं भवति तदा समाधिरित्युच्यते तत्र दृष्टान्तः निर्वातदीपवदिति। वायुरहिते प्रदेशे वर्त्तमानो दीपो यथा निश्चलो भवति तद्वदित्यर्थः ॥ ५५ ॥

ननु समाधौ इन्द्रियाणामनुपलब्धौ ध्येयैकगोचरत्वमपि निश्चेतुं न शक्यते इत्याशङ्क्य इन्द्रियव्यापारस्यानुमानगम्यत्वान्नैवमित्याह इत्यवस्त्विति। आत्मगोचराः आत्मा गोचरो विषयो यासां

করণের বৃত্তিসকল কেবল সেই ব্রহ্মবিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ে মনের প্রবেশ হয় না। ঐরূপ চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাকে নিদিধ্যাসন কহে ॥ ৫৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সবিস্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তির সবিশেষ লক্ষণ নির্ণয়দ্বারা সমাধি বিবৃত হইতেছে।—নিদিধ্যাসনকালে এইরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমি ধ্যান করিতেছি এবং পরমব্রহ্ম আমার ধ্যেয়; কিন্তু যে সময়ে ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়বস্তু এই উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই পরমচিন্তনীয় পরমব্রহ্মেতে মনোবৃত্তি সকল একাগ্র হইয়া নির্ব্বাত প্রদীপের স্থিরশিখার ন্যায় স্থিরভাব অবলম্বন করে, অন্য কোন বিষয়ে ভাবনা কিম্বা চিত্তবৃত্তির আসক্তি থাকে না, কেবল সর্ব্বদা সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দময় পরমপুরুষ পরমব্রহ্মে নিযুক্ত থাকে। এইরূপ অবস্থাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলে। এইপ্রকার সমাধিকালে অন্তঃকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও চাঞ্চল্য থাকে না ॥ ৫৫ ॥

যে সময়ে সমাধি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে চিত্তবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না; কিন্তু চিত্তবৃত্তির অভাবও হয় না এবং মনোবৃত্তি সকলও বিদ্যমান থাকে। যে কালে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সমাধি হয়, সেই কালে চিত্তবৃত্তিসকল পরমব্রহ্মেতে

आरम्भादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात् ॥ ५६ ॥
वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि।
अदृष्टासङ्गदभ्याससंस्कारः स चिरात्भवेत् ॥ ५७ ॥

ता वृत्तयस्तु तदानीं समाधिकाले अज्ञाताः अपि व्युत्थितस्य समाधेरुत्थितस्य समुत्थितात्प्रयत्नात् आरम्भादेतावन्तं कालं समाहितोऽभूवमित्येवं रूपादनुमीयन्ते यद् यत् अर्थ्यते तत्तदनुभूतमिति व्याप्तिर्लौकिकप्रसिद्धेत्यादिरित्यर्थः ॥ ५६ ॥

ननु तदानीं वृत्त्युत्पादकप्रयत्नाभावात् कथं वृत्त्यनुवृत्तिरित्याशङ्क्य तात्कालिकप्रयत्नाभावेऽपि प्राथमिकादेव प्रयत्नात् अदृष्टादिसङ्गपरिसङ्गितात् भवतीत्याह वृत्तीनामनुवृत्तिरिति। ध्येयैकगोचरायां वृत्तीनाम् अनुवृत्तिस्तु प्रवाहरूपेणानुगतिस्तु प्रथमादपि प्रयत्नात् समाधिपूर्वकालीनादपि अदृष्टम् अयं लाक्षणिकर्मास्त्री यः पुण्यविशेषः कर्माशुक्लत्वं योगिनस्त्रिविधमितरेषामिति पतञ्जलिना सूचितत्वात् यत्रासङ्गदभ्याससंस्कारः पुनः पुनः समाध्यभ्यासेन जनितो भावनाख्यः संस्कारविशेषः ताभ्यां सहकारिकारणाभ्यां सह वर्त्तमानात् भवति ॥५७॥

নিমগ্ন থাকে, কিন্তু পরমাত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির অনুভব হয় না। পরন্তু যখন কোন ব্যক্তি সমাধি ভঙ্গকরিয়া গাত্রোত্থান করেন, তখন তাঁহার সেই সমাধিসময়ের মনোবৃত্তির স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সমাধিকালে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল পরমাত্মচিন্তায় তৎপর থাকিয়া গূঢ়ভাবে (অজ্ঞাতসারে) অবস্থিতি করে, একেবারে ঐ সকল বৃত্তির অভাব হয় না। কারণ যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তিসকল না থাকিত, তাহাহইলে সমাধি ভঙ্গকালে সেই সকল বৃত্তির স্মরণ হইতে পারে না। ৫৬॥

সবিশেষ প্রযত্নই অন্তঃকরণগত বৃত্তি সকলের উৎপত্তির কারণ। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে সেই প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে না, তবে কিরূপে সেই সকল বৃত্তির সম্বন্ধ বা কারণ নিরূপিত হইতে পারে?—এই বিষয়ে অদৃষ্টই কারণ অদৃষ্টবশতঃ সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বকালীন প্রযত্নবলে নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালেও অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভকালে যে প্রযত্ন থাকে, সেই প্রযত্নই মনোবৃত্তিনিচয়কে ব্রহ্মানুচিন্তনে নিয়োজিত করে, অনন্তর যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখনও সেই পূর্ব্বপ্রযত্নই মনোবৃত্তি-

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা।
ভগবানিমমেবার্থমর্জুনায় ব্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ।

নন্বয়ং সমাধিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ন নিরূপিতোঽস্তি ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বগুরুত্বা শ্রীপুরুষোত্তমেন নিরূপিতত্বাৎ নৈবমিত্যাহ যথা দীপো নিবাতস্থ ইতি। যথা দীপো নিবাতস্থো নিষ্কম্প ইত্যাদিস্বীকারৈরনেকধা নানাপ্রকারৈঃ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন ইমমেব নির্ব্বিকল্পক-সমাধিরূপমর্থমর্জ্জুনায় শিষ্যায় ব্যরূপয়ৎ নিরূপিতবান্ ॥ ৫৮ ॥

অথ সমাধিফলান্তরফলমাহ অনাদাবিহ সংসার ইতি। অনাদৌ স্বতঃ, ইহ অস্মিন্ সংসারে সঞ্চিতাঃ সম্পাদিতাঃ কর্ম্মকোটয় কর্ম্মণাং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণানাং কোটয় ইত্যপ লক্ষণম্ অপরিমিতানি কর্ম্মাণীত্যর্থঃ, অনেন সমাধিনা বিলয়ং যান্তি বিনশ্যন্তি যীয়ন্তে

শ্লোকে তদবস্থায় নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সেই সময়ে প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তির ব্যাঘাত হয় না ॥ ৫৭ ॥

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ঊনবিংশতি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত অর্জ্জুনকে নির্ব্বিকল্পক সমাধির লক্ষণের উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন যে,—যেমন একটি প্রদীপ কোন নির্ব্বাত স্থানে স্থাপিত করিলে সেই প্রদীপের শিখা স্থিরভাবে থাকে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্যভাব লক্ষিত হয় না, সেইপ্রকার যখন কোন ব্যক্তির নির্ব্বিকল্পক-সমাধি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল একাগ্রভাবে নিশ্চল হইয়া থাকে। তখন আর তাহার মনোবৃত্তি সেই ব্রহ্মচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবান বাসুদেব উক্তপ্রকার বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমভক্ত অর্জ্জুনকে সমাধিলক্ষণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ইতিপূর্ব্বে সমাধিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই সমাধির ফল বর্ণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা নির্ব্বিকল্পক সমাধি আশ্রয় করিতে পারে, অনাদি অনির্ব্বচনীয় জন্মমরণপ্রবাহরূপ এই সংসারে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার

অনেন বিষয়ং যান্তি যদা ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে ॥ ৫৯ ॥
ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০ ॥
অনুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।

বাহ্য কর্ম্মাণি, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যাদি স্মৃতেঃ স্মৃতেশ্চ যদা ধর্ম্মঃ সবিলাসাবিদ্যা-নিবর্ত্তকতত্ত্বসাক্ষাৎকারোপযোগভূতো ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে অষ্টম্ ॥ ৫৯ ॥

তত্র কিং প্রমাণমিত্যত আহ ধর্ম্মমেঘমিমমিতি। যোগবিত্তমাঃ, অতিশয়েন যোগজ্ঞাঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবন্ত ইত্যর্থঃ ইমং নির্বিকল্পকসমাধিং ধর্ম্মমেঘং প্রাহুঃ অষ্টম্। তদুপপাদ-য়তি বর্ষত্যেষ ইতি। যতঃ কারণাৎ এষ নির্বিকল্পকসমাধিধর্ম্মামৃতধারাঃ ধর্ম্মলক্ষণাঃ অমৃতধারাঃ সহস্রশো বর্ষতি যথমেকং ক্রতুশতস্যাপীতি স্মৃতেঃ যতো ধর্ম্মমেঘং প্রাহুরিতি পূর্ব্বান্বয়ঃ ॥ ৬০ ॥

ইদানীং সমাধেঃ ফলমপ্রযোজনমাহ অনুনেতি। অনুনা সমাধিনাবাসনাজালে অহ-ঙ্কারমমকারকর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানহেতুভূতে জ্ঞানবিরুদ্ধে সংস্কারসমূহে নিঃশেষং যথা ভবতি তথা

আর পাপকর্ম্মের পরিণাম ফলস্বরূপ নরকভোগাদি নানাপ্রকার যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না এবং পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গাদি ভোগও হয় না। সেই নির্ব্বি-কল্পক সমাধিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই ধর্ম্ম বলে তাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাবে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হয় ॥ ৫৯ ॥

যাহারা নিয়ত যোগসমাধি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া-ছেন। সেই সকল যোগিবর পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বলিয়া থাকেন। কারণ ঐ সমাধিরূপ ধর্ম্মমেঘ সহস্র সহস্র ধর্ম্মস্বরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করে। পরন্তু যোগাবলম্বনদ্বারা নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইলে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া অনন্তকাল পরমসুখ ভোগ হইতে থাকে ॥৬০॥

পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইলে শুভাশুভ বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন আর তাহার সৎকর্ম্মেও ইচ্ছা হয় না এবং অসৎকর্ম্মেও প্রবৃত্তি জন্মে

সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে।
বাক্যমপ্রতিবন্ধং সৎ প্রাক্পরীক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্ বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬১ ॥
পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দৈশিকপূর্ব্বকম্।

প্রবিলাপিতে বিনাশিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে সমূলোন্মূলিতে মূলসহিতং যথা ভবতি তথোন্মূলিতে ভবতি বিনাশিত ইতি যাবৎ। ফলিতমাহ বাক্যমপ্রতিবন্ধমিতি। বাক্যং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যম্ অপ্রতিবন্ধং সৎ কর্ম্মবাসনাখ্যেন প্রতিবন্ধরহিতং সৎ প্রাক্ পরীক্ষাবভাসিতে পূর্ব্বং পরীক্ষতয়া প্রকাশিতে তস্মিন্ করামলকবৎ করস্থিতামলকগোচরমিব অপরোক্ষম্ অপরোক্ষতয়া তত্ত্বাবভাসনসমর্থং বোধং জ্ঞানং প্রসূয়তে জনয়তি ॥ ৬১ ॥

ইদানীং পরোক্ষজ্ঞানস্য ফলমাহ পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি। দৈশিকপূর্ব্বকং গুরুমুখাদ্লব্ধং

না। সমাধিবলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত পাপ পুণ্য সকল সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতি বলে স্বর্গাদি সুখভোগ ও দুষ্কৃতির ফলে নরকাদি ক্লেশ ভোগও হয় না। পরন্তু প্রথমতঃ অপ্রত্যক্ষরূপে পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, অনন্তর সেই পরমতত্ত্ববিষয়ে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া করস্থ বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষরূপে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করে ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কিরূপে সমাধিদ্বারা পরমতত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই পরমতত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে কি ফল হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তৃণ কাষ্ঠাদি নিখিল বস্তু ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশদ্বারা প্রাপ্ত এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা অপ্রত্যক্ষ পরমতত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানকৃত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে। যৎকালে মানবের হৃদয়াকাশে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইতে থাকে, তখন আর তাহার কোন

বুদ্ধিপূর্ব্বঞ্চ যৎ পাপং জন্মূলং দহতি বহ্নিবৎ ॥ ৬২ ॥
অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং ঐহিকপূর্ব্বকম্।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃখণ্ডভাস্করঃ ॥ ৬৩ ॥
ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবজ্জনঃ সমাধায়।

শাব্দং বেদমস্যাগমজন্যং পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং বুদ্ধিপূর্ব্বকং জ্ঞানপূর্ব্বকং যথা ভবতি তথা কৃতং জন্মূলং সমস্তং পাপং বহ্নিবদ্ দহতি ॥ ৬২ ॥

অপরোক্ষজ্ঞানস্য ফলত্বাদ্ অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানমিতি। শাব্দং ঐহিকপূর্ব্বকং ব্যাখ্যাতম্ অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্ অপরোক্ষস্যাত্মনো বিজ্ঞানং সংশয়বিপর্য্যয়রহিতং যজ্জ্ঞানং তৎ সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ সংসারকারণং যদজ্ঞানমস্তি তদেব তমস্তস্য খণ্ডভাস্করো মধ্যাহ্নকালীনঃ সূর্য্যঃ বাহ্যতমসখণ্ডভাস্কর ইবাজ্ঞানতমসো নিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়াভ্যাসফলমাহ ইত্থং তত্ত্ববিবেকমিতি। নরঃ ইত্থমুক্তেন প্রকারেণ তত্ত্ববিবেকং তত্ত্বস্য ব্রহ্মাত্মৈকত্বস্যাত্মস্য বিবেকং জীবপরত্বাদ্ বিবেচনং বিধায় কৃত্বা তস্মিংস্তস্মিন্ বিধিবজ্জ্ঞ

প্রকার পাপকার্য্যে আশক্তি ও ভয়, কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ পর্য্যন্তও থাকে না। তখন তাহার সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হইতে থাকে ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্লোকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে।—যেমন জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব উদিত হইয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার রাশি বিনাশ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশদ্বারা লব্ধ ও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরম তত্ত্বজ্ঞান অনাদি অপরিসীম দুঃখের আকরস্বরূপ সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাকে নিবারিত করে। তখন আর সেই মানবের দেহে অবিদ্যার অধিকার থাকে না, সর্ব্বদা সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া পরমজ্যোতিঃপুঞ্জময় আত্মস্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রদান করিতে থাকেন; তখন আর কদাচ সেই পরমানন্দ ভোগের হ্রাস হয় না ॥ ৬৩ ॥

সংসারাসক্ত মানবগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তত্ত্ববিচার করিয়া অর্থাৎ

বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং পরো ন চিরাৎ ॥৬৪॥

ইতি তত্ত্ববিবেকঃ সমাপ্তঃ।

মাত্রীয়মকারেণ অর্থাৎ স্বরূপাত্মা স্থিরীকৃত্য বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ অপরোক্ষজ্ঞানেন বিগলিতসংসারবন্ধঃ সন্ পরং পদং নিরতিশয়ানন্দরূপং নীড়ং ন চিরাদবিলম্বেন প্রাপ্নোতি স্বতঃসিদ্ধানন্দস্বরূপং প্রাপ্নোতি নবদীপার্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি তত্ত্ববিবেকব্যাখ্যা সমাপ্তা।

জীবব্রহ্মের ঐক্য নির্ণয় পূর্ব্বক পঞ্চকোষময় শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা স্বীয় মনকে নিশ্চল করিতে পারিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অচিরে নিত্যানন্দময় সেই পরমপদ লাভ করিতে পারে। পরন্তু তাহাদিগকে আর সংসারমায়া আবদ্ধ করিয়া দুঃখাকর অপার সংসারে নিপাতিত করিতে পারে না ॥ ৬৪ ॥

ইতি তত্ত্ববিবেক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

সদ্দ্বৈতং শ্রুতং যত্ তত্ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১ ॥
শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে।
একদ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২ ॥

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
পঞ্চভূতবিবেকস্য ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া ॥

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি শ্রুত্যা জগদুৎপত্তেঃ পুরা যজ্জগৎকারণং সদ্রূপমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম শ্রুতং তস্যাবাঙ্মনসগোচরত্বেন স্বতোঽবগন্তুমশক্যত্বাৎ তৎকার্য্যত্বেন তদুপাধিভূতস্য ভূতপঞ্চকস্য বিবেকদ্বারা তদ্বোধনায় তদুপোদ্ঘাতত্বেন ভূতপঞ্চকবিবেকং প্রতিজানীতে সদদ্বৈতমিতি ॥ ১ ॥

তত্র তাবদাকাশাদীনাং পঞ্চানাং ভূতানাং গুণতো ভেদজ্ঞানায় তদ্গুণানাহ শব্দস্পর্শৌ রূপরসাবিতি। নন্বেতে গুণা কিং সর্বেষামুত একৈকস্য একৈকো গুণ ইতি বিমর্শযন্নীদৃশ্যপি কিন্তু প্রকারান্তরমস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ একদ্বিত্রিচতুরিতি ॥ ২ ॥

বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই চরাচর জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরং ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ পরিজ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই, কেবল আকাশাদি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাদি বিচারদ্বারা তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, এই নিমিত্ত এক্ষণে সেই পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে ॥১॥

বস্তুমাত্রই তাহাদিগের প্রত্যেকের স্ব স্ব গুণ পৃথক্ থাকায় অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, এই নিমিত্ত আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের স্ব স্ব গুণবিচারদ্বারা অন্যান্য ভূত পদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে পরিজ্ঞানার্থ সেই আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের গুণ বিবৃত হইতেছে।—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী আকাশাদি পঞ্চভূতের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। পরন্তু আকাশের একটি, বায়ুর দুইটি, অগ্নির তিনটি, জলের চারিটি এবং

প্রতিধ্বনিবিষয়শব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্ ।
অনুস্বাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ ।
উষ্ণস্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ ।
শীতস্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্যমীরিতম্ ।
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে ।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ ।
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ ॥ ২ ॥

অথৈব প্রকারান্তরং দর্শয়তি প্রতিধ্বনিরিতি। আকাশে তাবৎ শব্দ এক এব গুণঃ স চ প্রতিধ্বনিরূপঃ, বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ। তত্র বায়ৌ শব্দমনুকরণেন দর্শয়তি বীসীতি শব্দনমিতি। এবমুত্তরত্রাপ্যনুকরণশব্দং দ্রষ্টব্যম্। তস্য স্পর্শমাহ অনুস্বাশীতসংস্পর্শ ইতি। বহ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণীতি ত্রয়ো গুণাঃ তে ক্রমেণাভিধীয়ন্তে বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ উষ্ণস্পর্শঃ প্রভারূপমিতি। জলে শব্দাদয়ো রসান্তাশ্চত্বারো গুণাস্তানাহ জলে চুলুচুলুধ্বনিরিতি। ভূমৌ শব্দাদিগন্ধান্তাঃ পঞ্চ গুণাস্তানুদাহরতি ভূমৌ কড়কড়াশব্দ ইত্যাদিনা সুরভীতরগন্ধৌ দ্বাবিত্যন্তেন। উক্তমর্থমুপসংহরতি গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতা ইতি ॥ ২ ॥

পৃথিবীর পাঁচটি গুণ আছে, এইরূপে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গুণ অবধারিত হইয়াছে, এই সকল গুণের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি পাঞ্চভৌতিক গুণের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে।—আকাশে কেবল শব্দ (প্রতিধ্বনিমাত্র) একটি গুণ আছে; আকাশে প্রতিঘাত হইলেই শব্দের (প্রতিধ্বনির) উৎপত্তি হয়। বায়ুর দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ; আকাশ ও বায়ুর প্রতিঘাতে বীসি এইরূপ অব্যক্ত শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার স্পর্শগুণ শীতল বা উষ্ণ নহে। অগ্নির তিনটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; অগ্নির শব্দগুণ—ভুগুভুগু এইরূপ অব্যক্তের অনুকরণস্বরূপ ইহার স্পর্শ গুণ—উষ্ণ এবং রূপ প্রকাশক। জলের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণ বিদ্যমান আছে। জলের শব্দ চুলুচুলু এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণস্বরূপ, ইহার স্পর্শগুণ শীতল, রূপ শুক্ল এবং রস-মধুর। পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে।

শীতং স্বয়ম্ভুবী ক্রিয়া ত্বাদীন্দ্রিয়ঘটকম্।
কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো ধাবেদ্ বহির্মুখম্ ॥৪॥
কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শৃণ্বতি শব্দ আন্তরঃ।

এবং বৃত্তবী ভেদমভিধায় কার্য্যতো ভেদজ্ঞানায় তৎকার্য্যাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তাবদাহ শীতমিতি। তেষাং স্বরূপাণি ব্যাপারাংশ্চ দর্শয়তি কর্ণাদিগোলকস্থমিতি। ইন্দ্রিয়স্বরূপে কিং প্রমাণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং কার্য্যবিশেষকানুমানমিত্যাহ সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ ইতি। তস্য রূপোপলব্ধিঃ করণজন্যা ক্রিয়াত্বাৎ ক্রিয়াবদিতি দ্রষ্টব্যং, সৌক্ষ্ম্যাদপ্রত্যক্ষীভূতকার্য্যত্বেন দুর্লক্ষ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তেষাং স্বভাবমাহ প্রায়ো ধাবেদ্ বহির্মুখমিতি। যদ্যপি স্বানি ব্যাপারং স্বয়ম্ভুরিতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

প্রায়ঃশব্দেন সূচিতং ক্বচিৎ করণানামান্তরবিষয়গ্রাহকত্বং দর্শয়তি কদাচিদিতি

পৃথীর শব্দগুণ কড়কড় এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণস্বরূপ; ইহার স্পর্শ গুণ কঠিন; রূপবিচিত্র; রস মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়বিধ। ইহার গন্ধ দ্বিবিধ, সদ্গন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই সকল গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের পার্থক্য নির্ণীত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের প্রভেদ নির্ণীত হইয়াছে, এই শ্লোকে কার্য্যদ্বারা আকাশাদি ভূতপঞ্চকের বিভিন্নতা বর্ণিত হইতেছে।—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে স্ব স্ব বিষয়গ্রহণরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। আকাশ কর্ণরূপে শব্দ গ্রহণ করে, বায়ু ত্বক্স্বরূপে স্পর্শ অনুভব করে, অগ্নি চক্ষুরূপে শুক্লাদিরূপ গ্রহণ করে, জল রসনাস্বরূপে মধুরাদি রসের আস্বাদ গ্রহণ করে এবং পৃথিবী নাসিকাস্বরূপে সৌরভ ও অসৌরভ গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে। সেই সকল ইন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুরাদির কার্য্যকারক শক্তি) অতি সূক্ষ্ম, এইনিমিত্ত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল শব্দগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের সত্তার অনুভব হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ সকলশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রায়ই বাহ্য বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪ ॥

প্রাণবায়ুর্জাঠরাগ্নির্ব্যঞ্জনাদীন্দ্রিয়াণি ।
ব্যঞ্জয়ন্তে জ্ঞানকর্ম্মাণীন্দ্রিয়াণি বাহ্যান্তরং ক্রমঃ ।
তদ্দ্বারি রসবন্তী জিহ্বাত্বাগান্তরস্থঃ ॥ ৫ ॥
পঞ্চীকরণাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।

দ্বাভ্যাম্। কদাচিৎ কর্ণস্য বিধানে কৃতে সতি প্রাণবায়ুর্জাঠরাগ্নির্ব্য বিদ্যমান আন্তরঃ শব্দঃ শ্রূয়তে জলপানাদ্যন্নভক্ষণে চ আন্তরস্পর্শঃ অভিব্যজ্যতে অভিব্যক্তো ভবতি, নীরন্ধ্রীকৃতে চক্ষুষি আন্তরং রূপমুপলভ্যতে, তদ্দ্বারি জাতে রসবন্তী দ্বৌ রসৌ ইত্যনেন প্রকারেণাধ্যাত্মান্তরস্থঃ, অধ্যাত্মানীতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী আন্তরস্য বিষয়স্য গ্রহণং বুদ্ধিযুক্তস্য আন্তরবিষয়গ্রহণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারানভিধায় কর্ম্মেন্দ্রিয়াসত্ত্ববাদিনং প্রতি তৎসত্ত্বাবগমনার্থমাহ তত্ত্বিস্তরধূমালসদ্ব্যাপারানাহ পঞ্চীকরণাদানেতি। তত্রিস্তাদানস্য গমনস্য বিসর্গস্য আনন্দ-

---

পূর্ব্বোক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল কেবল বাহ্যপদার্থই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এরূপ নহে, কদাপি আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ এবং অনুভব করিতে পারে। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও প্রাণবায়ু এবং জঠরাগ্নি হইতে যে সকল শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপান ও অন্ন ভক্ষণকালে ত্বগিন্দ্রিয়েতে আন্তরিক স্পর্শ অনুভব হইয়া থাকে। চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রাখিলেও আন্তরিক অন্ধকারবৎ একপ্রকার রূপ দর্শন হইয়া থাকে। উদ্গার হইলে যখন আভ্যন্তরিক রস উদ্গীর্ণ হয়, তখন রসনাতে সেই আন্তরিক রসের স্বাদ এবং নাসিকাতে সেই উদ্গারজনিত গন্ধের সৌরভ্যাদির অনুভব হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ যেমন বাহ্যবিষয়গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইপ্রকার আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে বাক্-পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিবৃত হইতেছে। কথন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দানুভব এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং

ক্রিয়াবাধিত্বমেবাস্যাঃ পঞ্চত্বমনুবর্ত্তিতম্ ॥ ৬ ॥
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈরেতৈস্তৎক্রিয়াত্মভিঃ।
মুখাদিগোলকেষ্বাস্তে তৎ কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৭ ॥
মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং কৃৎস্নপঞ্চগোলকে স্থিতম্।
তস্যান্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্বাতন্ত্র্যাদ্ বিনেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৮ ॥

ইতি হন্তঃ ভক্ষ্যাদানগমনবিসর্গানন্দাখ্যাঃ পঞ্চ ক্রিয়াঃ প্রসিদ্ধা ইতি শেষঃ। নন্ন ক্রিয়া-হীনা ক্রিয়ান্তরাধারাপি স্বস্বাৎ কথং পঞ্চত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্রিয়াবাধিত্বমেবাস্যা ইতি ॥ ৬ ॥

কানি তানি ক্রিয়াজনকানি ইন্দ্রিয়াণীত্যত আহ বাক্‌পাণীতি। বক্তৃত্বাদিভি-রেতৈস্তৎক্রিয়াজনিতাসা ক্রিয়াণামুৎপত্তিভবতীতি শেষঃ অন্যথানুক্তিঃ করণপূর্বিকা ক্রিয়াত্বাৎ ইত্যাদিকার্য্যলিঙ্গকমনুমানং দ্রষ্টব্যম্। তস্য কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকস্য স্থানান্যাহ মুখাদীতি। আদিশব্দেন করণরন্ধ্রী গুদমিত্যাদিষ্ট্বে চ গৃহ্যতে ॥ ৭ ॥

ইদানীমুক্তদশেন্দ্রিয়প্রেরকত্বেন প্রস্তুতস্য মনসঃ স্থানং স্থানঞ্চ দর্শয়তি মনো দশেন্দ্রিয়া-ধ্যক্ষম্ ইতি। তস্যান্তরিন্দ্রিয়ত্বং সনিমিত্তকমাহ তস্যান্তঃকরণমিতি ॥ ৮ ॥

উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ও নিরূপিত আছে। কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্যপ্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সকল উক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বিষয় হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য কথন, গ্রহণাদি পঞ্চবিধ কর্ম্ম বা ক্রিয়ার অন্তর্গত। কারণ বাক্যকথন এবং দ্রব্যগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারাই কৃষি-কর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় একএকটী ক্রিয়াসম্পন্ন হয়। উক্ত পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মুখাদি পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। বাগি-ন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান মুখ, পাণীন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান হস্ত, গমনেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান পদ, পায়ুন্দ্রিয়ের স্থান গুহ্যদেশ এবং উপস্থেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি শিশ্নপ্রদেশে ॥ ৬-৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের গুণ ও কার্য্য বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই দশবিধ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনের কার্য্য নিরূপিত হইতেছে।—চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্যপ্রভৃতি

অধিষ্ঠানাদিভির্যস্তু গুণদোষবিচারকম্ ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ৯ ॥
বৈরাগ্যং জ্ঞানমৈশ্বর্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ ।
কামক্রোধৌ লোভমুখ্যাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ ।
আলস্যস্বাপিতন্দ্রাদ্যা বিকারাস্তমসোত্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

হৃদীন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বেন বিমৃশ্যতি অধিষ্ঠানাদিভিরিতি। অধিষ্ঠানেষু ইন্দ্রিয়েষু অর্থাদিভিরেষু বিষয়েষু, স্থানেষু মনসি এতন্মনো গুণদোষবিচারকং মনীষীণমিদমমীষীণমিদমিত্যাদিবিচারকারীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ আত্মনঃ প্রকাশত্বেন সর্ব্বজ্ঞানসাধারণ্যাৎ চক্ষুরাদীনাং রূপাদিজ্ঞানজননমাত্রেণ চরিতার্থত্বাৎ গুণদোষবিচারস্য উপলব্ধমানস্যা-ন্যথানুপপত্ত্যা তৎকারণত্বেন মনোঽভ্যুপগন্তব্যমিতি। মনসো বৈরাগ্যকামাদ্যনেকবিধ-ক্রিয়াসম্বন্ধদর্শনায় সত্ত্বাদিগুণত্বং দর্শয়তি সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি। তেষাং তদ্গুণত্বে কারণ-মাহ বিক্রিয়ত ইতি। হি যতস্তৈর্গুণৈর্বিক্রিয়তে বিকারং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই মনের অধীন; মনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মনের সাহায্যব্যতীত উক্ত ইন্দ্রিয়গণ কোন কার্য্য করিতে পারে না। সেই মনঃ হৃৎপদ্মমধ্যে অবস্থিতি করে। উক্ত মনঃকে অন্তঃ-করণ বলিয়া থাকে। যেহেতু মনঃ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ব্যতিরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে আন্তরিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, আন্তরিক কার্য্যে তাহার অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পরাধীন। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বাহ্যিক কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, তাহাও মনের সাহায্য ভিন্ন হয় না ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয়ে আসক্ত হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনঃ সেই সকল বিষয়ের গুণ ও দোষের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মনঃ স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা বিকৃত হইয়া থাকে। মনঃ ঐ সকল গুণদ্বারা নানা-প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যখন যেরূপ গুণশালী বস্তুকে গ্রহণ করে, তখন মনঃ সেই গুণের কার্য্য করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ॥ ১০ ॥

[illegible] ॥ ১১ ॥

এই শ্লোকে পূর্ব্বকথিত মনোবিকার বিবৃত হইতেছে। মনঃ সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। সময় সময় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা মনের নানাবিধ ভাব উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য এই সকল মানসিক সত্ত্বগুণের বিকার। যখন মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়, তখন বৈরাগ্যাদিভাব উপস্থিত হইয়া সেই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার।—মনে রজোগুণের আবির্ভাব হইলেই কামক্রোধাদি মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া মনকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করে। তন্দ্রা, আলস্য ও ভ্রান্তি প্রভৃতি মনের তমোগুণের বিকার।—মনঃ তমোগুণের আক্রমণে আক্রান্ত হইলেই আলস্যাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকারস্বরূপ বৈরাগ্যাদি উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্লোকে সেই সকল বৈরাগ্যপ্রভৃতি মানসিক বিকারের কার্য্য বিবৃত হইতেছে।—মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে বৈরাগ্যাদি বিকার উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নানাপ্রকার পুণ্যসঞ্চয় হয়। যখন মনে রজোগুণের প্রকাশ হয়, তখন কামক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই সকল কামাদি হইতে অসংখ্য পাপ উৎপন্ন হয়। মনে তমোগুণের বিকার আলস্যাদির আবির্ভাব হইলে পাপ অথবা পুণ্য কিছুই হয় না; কিন্তু মনঃ আলস্যাদিদ্বারা অভিভূত হইলে মনুষ্য কোন

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।
অচাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্ ॥ ১২ ॥
একাদশেন্দ্রিয়েষুত্থা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।

এবং জগতঃ স্থিতিমভিধায় ইদানীং তস্য ভৌতিকত্বজ্ঞানোপায়মাহ স্পষ্টশব্দাদীতি। স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু স্পষ্টৈঃ শব্দস্পর্শাদিগুণৈঃ সহিতেষু ঘটাদিষু বস্তুষু ভূতকার্য্যত্বং স্পষ্টমেবাবগম্যতে। নতু ইন্দ্রিয়াদিষু কার্য্যং ভূতকার্য্যত্বনিশ্চয় ইত্যাশঙ্ক্যাগমানুমানাভ্যামিত্যাহ অচাদাবপি ইতি। অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিত্যাদি শাস্ত্রম্। অনুমানন্তু বিমতানি শ্রোত্রাদীনি ভূতকার্য্যাণি ভবিতুমর্হন্তি ভূতান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাৎ যদ্ যদন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়ি তৎ তৎ কার্য্যং দৃষ্টং যথা মৃদন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়ী ঘটো মৃৎকার্য্যো দৃষ্টঃ তথা চ ইমানি তস্মাৎ তথেতি তদন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়ীত্বঞ্চ ষোড়শকলঃ সৌম্য পুরুষ ইত্যাদিনা ছান্দোগ্যশ্রুতৌ মনসঃ শ্রুতং তদন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১২ ॥

এবং ভূতানি ভৌতিকানি চ বিবিচ্য দর্শয়িত্বা প্রকৃতাং সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদ্বিতীয়ব্রহ্মপ্রতিপাদিকাং শ্রুতিং ব্যাচচক্ষাণস্তদাকাঙ্ক্ষয়েদম্পদস্যার্থমাহ একাদশেন্দ্রিয়েষ্বিতি।

কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না, কেবল বৃথা কালক্ষেপমাত্র হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, ঐ সকল কার্য্যেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা অহং শব্দবাচ্য জীব; ইহাই সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১১ ॥

ইতিপূর্ব্বে মানসিক বিকার ত্রয়জাত জগতের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই জগতের ভৌতিকত্ব নিরূপিত হইতেছে।—ঘটাদি পদার্থে শব্দ ও স্পর্শাদি গুণের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষদ্বারা তাহাদিগকে ভৌতিক কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণও যে ভৌতিক কার্য্য, তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় তাহা তাহার আর সংশয় নাই। নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব অনুমিত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের শব্দাদিগুণ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, অতএব উক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক পদার্থ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জগৎকে আকাশাদি পঞ্চভূতের কার্য্যরূপে নির্ণয় করিয়া এইক্ষণ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন,

यावत् किञ्चिद् भवेदेतदिदं शब्दोदितं जगत् ॥ १३ ॥
इदं सर्वं पुरा सृष्टेरेकमेवाद्वितीयकम्।
सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेर्वचः ॥ १४ ॥
ब्रह्मस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः।
ब्रह्मान्तरात् सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ १५ ॥

प्रत्यक्षादिभिः सर्वैः प्रमाणैरपि शब्दादिप्रमाणज्ञानैश्च यावत् किञ्चिज्जगदवगम्यते तत् सर्वं सदेव इत्यादिवाक्यस्थं न इदम्पदेनाभिहितमित्यर्थः ॥ १३ ॥

एवं इदंशब्दस्यार्थमभिधाय इदानीं तां श्रुतिं स्वयमर्थतः पठति इदं सर्वमिति। अरुणस्यापत्यमारुणिरुद्दालकस्य वचनमित्यर्थः ॥ १४ ॥

एकमेवाद्वितीयमिति पदद्वयेन सदस्तुनि स्वगतादिभेदत्रयं प्रसक्तं निवारयितुं लोके स्वगतादिभेदत्रयं तावद् दर्शयति ब्रह्मस्य स्वगतो भेद इति ॥ १५ ॥

এই বিষয়ে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির মর্ম্ম বিবৃত করিতেছেন।—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বেদান্তাদিশাস্ত্র ও সদ্যুক্তিদ্বারা যাহা অনুমিত হয়, সেই সমুদয় পদার্থই এই জগৎ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ও অনুমান করিতে পারি, সেই সমুদায় পদার্থকে জগৎ বলিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মহাত্মা আরুণিক স্বয়ং উপনিষৎমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র, সৎস্বরূপ পরাৎপর পরম পিতা পুরুষোত্তম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; তখন নামরূপধারী কোন পদার্থই বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং জগতের আদিতে কেবল ব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা জানা যায় ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমাত্মা পরংব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু এই শ্লোকে দৃষ্টান্তত্রয় প্রদর্শন করিয়া সেই ভেদত্রয়ের নিরূপণদ্বারা পরমাত্মার

তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥
সতো নাবয়বাঃ যদ্বাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ।

এবমনাত্মনি ভেদত্রয়ং প্রদর্শ্য সদ্বস্তুন্যপি প্রসক্তং তদ্ভেদত্রয়ং শ্রুতিপদত্রয়েণ নিবারয়তীত্যাহ তথা সদ্বস্তুন ইতি। বস্তুত্বসামান্যাদনাত্মনীব সদ্রূপাত্মন্যপি প্রসক্তং স্বগতাদিভেদত্রয়-মেক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধাভিধায়কৈরেকমেবাদ্বিতীয়মিতি ত্রিভিঃ পদৈঃ ক্রমেণ নিবার্য্যত-ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সদ্বস্তুনস্তাবৎ ন স্বগতভেদঃ শঙ্কিতুং শক্যতে অস্য নিরবয়বত্বাৎ ইত্যাহ সতো নাবয়বা

স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন একটী বৃক্ষ—স্বীয় পত্র, পুষ্প ও ফল হইতে পৃথক, তাহার পত্র, পুষ্প অথবা ফল প্রভৃতি কিছুকেই সেই বৃক্ষ বলা যায় না; এইপ্রকার ভেদজ্ঞানকেই স্বগতভেদ বলে। এইরূপ স্বজাতীয় বৃক্ষ মধ্যে বিভিন্ন একটি বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না; এইপ্রকার বিভিন্নতাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা যায়। পরন্তু প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহাকে (এইরূপ ভেদজ্ঞানকে) বিজাতীয় ভেদ বলে। সেইপ্রকার সৎস্বরূপ পরমাত্মাতে উক্তরূপ ভেদ-ত্রয় দৃষ্ট হয় না। "একং এব ও অদ্বিতীয়" এই তিন বিশেষণদ্বারা পর-মাত্মার পূর্ব্বোক্ত ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা "একং" অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার স্বগত ভেদ নাই। এইরূপ "এব" তিনিই, এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই নিত্য ও সৎ, এইনিমিত্ত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং তিনি "অদ্বিতীয়" এইজন্য পরমাত্মার বিজাতীয় ভেদ সম্ভব হয় না ॥ ১৫-১৬ ॥

পরমাত্মা পরংব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপের কোন অবয়ব নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপের স্বগত ভেদ অর্থাৎ অবয়বের বিভিন্নতা অসম্ভব। যেহেতু জগৎ কারণ ব্রহ্ম সৎ, সদ্বস্তুর কোন অবয়বের নিরূপণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই আদি কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্বরূপের কোন

नामरूपे न तस्यांशौ तयोरप्यनुद्भवात् ॥ १७ ॥
नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा ।
न तयोरुद्भवस्तस्मात् सचिरंयं यथा वियत् ॥ १८ ॥
सदन्तरं सजातीयं न वैलक्षण्यवर्जनात् ।

इति । नामरूपयोः सदवयवत्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य सृष्टेः पुरा तयोरभावान्न सदंशत्वमित्याह नामरूपे इति ॥ १७ ॥

कुतो नामरूपयोरभावः इत्याशङ्क्याह नामरूपोद्भवस्यैवेति न तयोरुद्भव इति । फलितमाह तस्मादिति । अत्रायं प्रयोगः सदेतु स्वगतभेदशून्यं भवितुमर्हति निरवयवत्वात् गगनवदिति ॥ १८ ॥

माभूत् स्वगतभेदः सजातीयभेदः किं न स्यादित्याशङ्क्य तत्सजातीयं सदन्तरमिति वक्तव्यं तन्निरूपयितुं न शक्यते सती वैलक्षण्याभावादित्याह सदन्तरमिति । ननु घटसत्ता

অবয়বের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ঘটপটাদি সাধারণ বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মের কোনপ্রকার রূপ বা নামের আশঙ্কাও সম্ভবপর নহে এবং নাম বা রূপ ইহারাও তাঁহার স্বরূপের অংশ হইতে পারে না। যখন নাম ও রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও সচ্চিদানন্দ, সনাতন সিদ্ধরূপী পরাৎপর পরংব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৭ ॥

নাম ও রূপের উৎপত্তিকেই সৃষ্টি বলা যায়। কোন এক বস্তুর সৃষ্টি হইলেই তাহার নাম ও রূপের সম্ভব হয়; সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের সত্তার কথনই সম্ভব হয় না। অতএব যেমন আকাশের স্বগতভেদ অসম্ভব উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার পরম ব্রহ্মেরও স্বগত ভেদের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের স্বজাতীয়ভেদেও অসম্ভব, অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের স্বজাতীয় কোন পদার্থ নাই। যেহেতু সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের স্বরূপের কোন প্রকার ভেদ নাই, তিনি একরূপ ও অদ্বিতীয় সুতরাং তাহার সমানরূপী ও স্বজাতীয় অন্য কোন পদার্থ নাই এবং নাম রূপাদি উপাধি ব্যতিরেকেও সেই নিত্যানন্দময় পরমব্রহ্মের স্বরূপের প্রভেদ

नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतो भिदा ॥ १९ ॥
विजातीयमसत् तत् तु न सन्त्यस्तीति गम्यते ।
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद् भिदा कुतः ॥ २० ॥
एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धमत्र तु केचन ।
विह्वला असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णयन् ॥ २१ ॥

पटसतीति सती भेदः प्रतिभासत इत्याशङ्क्य घटाकाशमठाकाशवदौपाधिकी भेदो न सती भातीत्याह नामरूपोपाधिभेदमिति। अत्रायं प्रयोगः सदस्तु सजातीयभेदरहितं भवितुमर्हति, उपाधिपरामर्शमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वात् गगनवदिति ॥ १९ ॥

भवतु तर्हि विजातीयाद् भेद इत्याशङ्क्य सतो विजातीयमसत् तस्यासत्त्वे नैव प्रतियोगित्वासम्भवेन तत्प्रतियोगिकोऽपि भेदो नास्तीत्याह विजातीयमिति ॥ २० ॥

फलितमाह एकमेवेति। इदानीं स्थूणानिखननन्यायेन सदद्वैतमेव दृढयितुं पूर्वपक्षमाह अत्र तु केचन इत्यादि ॥ २१ ॥

সম্ভব হয় না এবং নাম ও রূপদ্বারা এবং উপাধিদ্বারা যে প্রভেদ হয়, তাহা প্রকৃত পদার্থের বা স্বরূপের প্রভেদ নহে; এক জাতীয় পদার্থের নানাপ্রকার নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সেই সকল নাম রূপেরভেদে কদাচ প্রকৃত পদার্থের ভেদ হইতে পারে না, কেবলমাত্র নামরূপাদি উপাধির ভেদ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

এইক্ষণে সেই সৎস্বরূপ পরমপুরুষ পরমব্রহ্মের বিজাতীয়ভেদের অভাব বিবৃত হইতেছে।—সেই পুরুষোত্তম অনাদি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জাতীয় অন্য কোন পদার্থ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কেবল জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মই সৎপদার্থ, তিনিই অনন্তকালবিদ্যমান থাকেন। অন্য কোন পদার্থের অনন্তকালবিদ্যমানতা দেখা যায় না; এই নিমিত্ত ব্রহ্মভিন্ন সকল পদার্থকেই অসৎ বলা যায় এবং তাহারা অসৎরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাকে অসৎ বলা যায়, তাহার আর সৎস্বরূপ কোথায়? অতএব অসৎ বস্তুদ্বারা সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের প্রভেদ হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

मग्नस्याब्धौ यथाब्धौ विह्वलानि तथास्य धीः ।
अखण्डैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विभेत्यतः ॥ २२ ॥
गौडाचार्य्या निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम् ।
साकारध्याननिष्ठानामत्यन्तं भयमूचिरे ॥ २३ ॥

विह्वलत्वे दृष्टान्तमाह मग्नस्याब्धाविति । दार्ष्टान्तिके योजयति तथास्य धीरिति । अस्यासद्वादिनः जातावेकवचनं धीरन्तःकरणम् अखण्डैकरसं वस्तु श्रुत्वा निष्प्रचारा साकारवस्तुनीवाखण्डैकरसे वस्तुनि प्रचाररहिता सती अतोऽत्यन्तमुनी बिभेति ॥ २२ ॥

तत्रार्थे आचार्य्यसम्मतिं दर्शयति गौडाचार्य्या इति ॥ २३ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরাৎপর পরমব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণ ভ্রমপ্রমাদদ্বারা বিনষ্ট বুদ্ধি কোন কোন সাকার ব্রহ্মবাদী বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিতেছেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে,—"এই অনন্ত জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অসৎমাত্র ছিল, তৎকালে কোন সৎ পদার্থ বিদ্যমান ছিল না" ॥ ২১ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রজলে নিপতিত হইয়া অভিভূত হইলে তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যায়, তখন আর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য থাকে না। সেই প্রকার বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরং ব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি কোনরূপেও সেই সনাতন সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতার স্বরূপ নির্দ্ধারণে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।—গৌড়দেশবাসী ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালে সাকার ব্রহ্মচিন্তনতৎপর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগিগণের সাতিশয় ভয় প্রাপ্তির কারণস্বরূপ রচিত বার্ত্তিক শ্লোক নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

अस्पर्शयोगो नामैष दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः ।
योगिनो बिभ्यति ह्यस्माद्भये भयदर्शिनः ॥ २४ ॥
भगवत्पूज्यपादाश्च शुष्कतर्कपटूनमून् ।
आहुर्माध्यमिकान् भ्रान्तानचिन्त्येऽस्मिन् सदात्मनि ॥२५॥
अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यादिमे बौद्धास्तपस्विनः ।
आपेदिरे निरात्मत्वमनुमानैकचक्षुषः ॥ २६ ॥

केन वाक्येन भगवन्त इत्याकाङ्क्षायां तदीयं वार्त्तिकमेव पठति अस्पर्शयोगो नामेति । योऽयमस्पर्शयोगाख्यो निर्विकल्पकः समाधिः एष सर्वयोगिभिः साकारध्याननिष्ठैर्दुर्दर्शः दुःखेन द्रष्टुं योग्यः दुष्प्राप्य इत्यर्थः । अत्रोपपत्तिमाह योगिनो बिभ्यतीति । हि यस्मात् कारणात् योगिनः पूर्वोक्तद्वैतदर्शिनः अभये भयशून्ये समाधौ निर्जने देशे बाला इव भयदर्शिनो भयहेतुत्वं कल्पयन्तः अस्माद् योगात् भीतिं प्राप्नुवन्ति ॥ २४ ॥

श्रीमदाचार्यैरप्येतदभिहितमित्याह भगवत्पूज्यपादाश्चेति ॥ २५ ॥

तद्वार्त्तिकं पठति अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यादिति ॥ २६ ॥

যে সকল বৌদ্ধযোগী ব্রহ্মের সাকার রূপ চিন্তা করে, তাহাদিগের পক্ষে নির্ব্বিকল্পক সমাধি দুষ্প্রাপ্য, কখনও সাকারবাদিদিগের ভাগ্যে নির্ব্বিকল্পক সমাধি ঘটিয়া উঠে না। বৌদ্ধদিগের পক্ষে এই নির্ব্বিকল্পক সমাধির নাম অস্পর্শযোগ। কারণ তাহারা অভয়স্বরূপ এই যোগে ভয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে আচার্য্যপ্রবর বার্ত্তিকের মত প্রদর্শিত করিয়াছেন, এই শ্লোকে আচার্য্যচূড়ামণি ভগবান্ শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছেন।—সাকার-বাদী বৌদ্ধ যোগিগণ কেবল অযৌক্তিক নীরস তর্ক করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত পূজ্যপাদ ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বার্ত্তিক শ্লোকের যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অচিন্তনীয় সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের নির্ব্বিকল্পক সমাধিবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। সেই সাকার-বাদী বৌদ্ধ যোগিগণ স্বীয় অনভিজ্ঞতাবশতঃ বেদের যথার্থ মর্ম্মকে অনাদর

शून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सद्भावताम् ।
शून्यस्य न तु तद्युक्तमुभयं व्याहतत्वतः ॥ २७ ॥
न युक्तस्तमसा सूर्य्यो नापि चासौ तमोमयः ।
सच्छून्ययोर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद ॥ २८ ॥

इदानीमसद्वादं विकल्प्य दूषयति शून्यमासीदित्यनेन वाक्येन शून्यस्य सत्ताजातियोगं वा सद्रूपतां वा ब्रूषे इति विकल्प्यार्थः तदुभयं सत्तासम्बन्धसद्रूपत्वलक्षणं शून्यस्य व्याहतत्वात् न युज्यते इत्यर्थः ॥ २७ ॥

व्याहतत्वमेव दृष्टान्तपूर्व्वकं दर्शयति युक्तस्तमसेति ॥ २८ ॥

করিয়া কেবল একমাত্র অলীক অনুমানের বলে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন জগৎ-কর্ত্তা পরমাত্মার অবিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫-২৬ ॥

এই শ্লোকে সাকার নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ তপস্বিগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক নির্ব্বাক করিয়া তাহাদিগের অমূলক মত খণ্ডন করিতেছেন।—হে, নিরীশ্বরবাদি বৌদ্ধগণ! তোমরা ইহাই প্রগল্‌ভবচনে বলিয়া থাক যে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না; কেবল "শূন্য-মাত্র ছিল"। তোমাদিগের একথা নিতান্ত অসঙ্গত; যেহেতু "শূন্য" শব্দের অর্থ অভাব এবং "ছিল" এই শব্দের অর্থ ভাব; সুতরাং "শূন্যছিল" এই বাক্যের অর্থ ভাব ও অভাব এইরূপ হইল।—পরন্তু উক্ত "শূন্যের" ভাববিশিষ্ট অভাব অথবা ভাব অভাবস্বরূপ, ইহার কোন অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে অভাব সে কখনও ভাব হইতে পারে না এবং যে ভাব সে কখনও অভাবস্বরূপ হয় না ॥ ২৭ ॥

যেমন জগৎপ্রকাশক সূর্য্য উদিত হইয়া জগতের তমোরাশি বিনাশ করেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্ধকারবিশিষ্ট (ভাব) বলা যায় না এবং সেই দিবা-করকে তমোময় (অভাব) ইহাও বলা যাইতে পারে না। অতএব ভাব ও অভাব এই দুই এক পদার্থ হইতে পারে না। এই ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধহেতু "শূন্য ছিল" এই বাক্য কোনরূপেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং তোমরা নিজের কথাতেই নিরস্ত হইলে ॥ ২৮ ॥

वियदादेर्नामरूपे मायया सति कल्पिते।
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेद् जीव्यतां चिरम्॥ २९॥
सतोऽपि नामरूपे द्वे कल्पिते चेत् तदा वद।

ननु भवन्मतेऽपि वियदादीनां निर्विकल्पे ब्रह्मणि सत्त्वं व्याहतमित्याशङ्क्याह वियदादि-रिति। तर्हि शून्यस्यापि नामरूपे सद्वस्तुनि कल्पिते इति वदन्ती बौद्धस्यापसिद्धान्त इत्यभि-प्रायेणाह शून्यस्य नामरूपे चेति॥ २९॥

ननु तर्हि शून्यस्येव सद्वस्तुनोऽपि नामरूपे द्वे कल्पिते एवाङ्गीकार्य्ये भवन्मते वास्तवयो नामरूपयोरभावादिति शङ्कते सतोऽपीति। विकल्पाश्रुतत्वादयं पक्ष एव अनुपपन्न इत्यभि-प्रायेण परिहरति तदा वद कुरुतेति। अयमभिप्रायः सतो नामरूपे किं सति कल्पिते उतासति अथवा जगति। नाद्यः अन्यस्य रजतादेर्नामरूपयोरन्यत्र शुक्तिकादावारोपितत्व-दर्शनात् सतोनामरूपयोः सत्येव कल्पनायोगात् न द्वितीयः असतो निरात्मकस्य चाधि-

---

হে, শূন্যবাদি বৌদ্ধ তপস্বিগণ! তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, যেমন বেদান্তমতে অবিদ্যাদ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্মেতে আকাশাদি ভূত সকলের নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে। সেই প্রকার অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মেতে শূন্যের নাম রূপাদিও কল্পিত হইয়াছে, যদ্যপি তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া অবিদ্যাকে দূরে বিদায় দিয়া, স্বীয় বুদ্ধির পরিপাক সাধন করিতে পার, তাহাহইলে তোমরাও চিরজীবী হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ তোমা-রাও সেই অনাদিনিধন জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়া অনন্ত অসীম আনন্দ অনুভব করতঃ অমর হইয়া থাকিতে পারিবে। তোমাদিগের যদ্যপি এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিদ্বারা নিত্য সুখলাভের আশা থাকে, তাহাহইলে কদাপি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল "শূন্যমাত্র ছিল" এই কথা বলিও না॥ ২৯॥

হে অনীশ্বরবাদি বৌদ্ধযোগিবৃন্দ! তোমরা যদি বল, অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মেতে নাম রূপাদি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানন্দ জগতের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তাহারাই কেবল ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহার নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এইক্ষণ বল দেখি

कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्वचिदीक्ष्यते ॥ ३० ॥
सदासीदिति शब्दार्थभेदे द्वैगुण्यमापतेत् ।
अभेदे पुनरुक्तिः स्यात् मैवं लोके तथेक्षणात् ॥ ३१ ॥

ष्ठानत्वायोगात् न तृतीयः सत उत्पन्नस्य जगतः सन्नामरूपकल्पनाधिष्ठानत्वानुपपत्तेरिति । माभूदधिष्ठानमनयोः कल्पना किं न स्यादित्याशङ्क्याह निरधिष्ठान इति ॥ ३० ॥

ननु असदेवेदमग्र आसीदित्यत्र यथा व्याघात उक्तस्तथा सदेव सौम्येदमग्र आसीदित्यत्रापि दीपोऽस्तीति शब्दे सदासीदिति । तथाहि सदासीदिति शब्दभेदयोरर्थभेदोऽस्ति न वा अस्ति चेदद्वैतहानिः नास्ति चेत् पुनरुक्तिः स्यात् अतः सदासीदित्यनुपपन्नमिति । द्वितीयं पक्षमादाय परिहरति नैवमिति । पुनरुक्तिदोषस्य कः परिहार इत्याशङ्क्याह लोक इति ॥ ३१ ॥

কোন সদ্বস্তুতে সেই নাম ও রূপ কল্পিত হইল কি না? কল্পনাশব্দের অর্থ ভ্রম, তাহা কোন না কোন সদ্বস্তুতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কখনও কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে আধারশূন্য ভ্রম দেখেন নাই। এস্থলে যদি ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্ভব হয়, তাহাহইলে আধারশূন্য স্থানে কিপ্রকারে ভ্রম সংস্থাপিত হইতে পারে? যে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই, তাহার প্রতি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার না কর, তাহাহইলে অবিদ্যাদ্বারা তাহার নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে, এক কথাও বলিতে পার না ॥ ৩০ ॥

হে শূন্যবাদি বৌদ্ধগণ! যদ্যপি তোমরা বেদান্তবাক্যের প্রতি অলীক দোষারোপ করিয়া বল, "এই পরিদৃশ্যমান অসীম জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপ বাক্যই ছিল," এইরূপে তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। কারণ "কেবল সৎমাত্র ছিলেন" এবং যদ্যপি এই বাক্যের অবয়বীভূত "সৎ" শব্দের অর্থ বিদ্যমানতা স্বীকার কর, তাহাহইলেও "ছিলেন" এই শব্দের অর্থও বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু এস্থানে যদি "সৎ ও ছিলেন" এই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ কর, তাহাহইলেই দ্বিগুণ অর্থ হয়। সুতরাং বাক্যের অর্থ সঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া উঠে; আর যদি এই দুই শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ না করিয়া উভয় শব্দেরই একত্র বিদ্য-

কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রূতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদিবাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্॥ ৩২॥
কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনয়াযুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্কয়তে॥ ৩৩॥

লোকে এবংবিধেষু প্রয়োগেষু পুনরুক্ত্যভাবঃ কুত দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ত্তব্যমিতি। নন্বেবং লোকে শ্রুতৌ কিমায়াতমিত্যত আহ ইত্যাদীতি॥ ৩২॥

নন্বদ্বিতীয়বস্তুনি সৃতকালাভাবাৎ অয় আসীদিত্যুক্তিরনুপপন্নেত্যাশঙ্ক্যাহ কালাভাবে পুরেত্যুক্তিরিতি। ননু জগদুৎপত্তেঃ পুরা জগদভাবেন সদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণঃ ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিপ্রস্তুতৈর্বাসনাবিশিষ্টশ্রোতৃপ্রবোধনার্থত্বাৎ নাভিশঙ্কনীয়ম্ ইত্যাহ তেনেতি॥ ৩৩॥

মানতা রূপ অর্থ স্বীকার কর, তাহাহইলে পুনরুক্তি দোষ হয়। অতএব এপক্ষেও "সৎমাত্র ছিলেন" এই বাক্যের অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং তোমরাও "সৎমাত্র ছিলেন" ইহাও স্বীকার করিতে পারিতেছ না। হে বৌদ্ধগণ! তোমরা এইরূপে কখনই অভ্রান্ত বেদান্ত বাক্যকে দূষিত করিতে পার না, কারণ লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ পুনরুক্তির ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। যথা—কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্য্য ধারণ করে, ইত্যাদি রূপ বহু বহু পুনরুক্তি-দোষ-দূষিত প্রয়োগ দেখা-গিয়াছে। আচার্য্যগণ এইরূপ শিষ্যদিগকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে "সৎমাত্র ছিলেন" বলিয়া শ্রুতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন॥ ৩১-৩২॥

বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জগৎসৃষ্টির "পূর্ব্বে" কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। এক্ষণে "পূর্ব্বে" এই বাক্যটীর ব্যবহার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, যদি ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তবে উক্ত বাক্যে পূর্ব্বকাল ব্যবহার কোনরূপে সম্ভব হয় না। ইহাতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বকালও ছিল না। এইক্ষণ "পূর্ব্বকাল" ব্রহ্মযোগ অর্থাৎ "পূর্ব্বকাল" এই

चीर्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभावया।
अद्वैतभावया चीर्यं नास्ति नापि तदुत्तरम् ॥ ३४ ॥
अतस्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्।

इदानीं सिद्धान्तरहस्यमाह चीर्यं वेति। व्यवहारदशायां चीर्यादि कर्त्तव्यं परमार्थतस्त्वद्वैतमेव तत्त्वमित्यर्थः ॥ ३४ ॥

परमार्थतो द्वैताभावे श्रुतिं प्रमाणयति अतस्तिमितेति। तिमितं निश्चलं गम्भीरं दुरवगाहं मनसा विषयीकर्त्तुमशक्यं न तेजस्तेजस्त्वानधिकरणं न तमस्तमसो विलक्षणमनावरणस्वभावं ततं व्याप्तम् अनाख्यमाख्यातुमशक्यम् अनभिव्यक्तं चक्षुरादिभिरप्यनिरूपितं

বাক্যটী ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহাহউক উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, বেদান্তমতে অদ্বিতীয়ত্ববিষয়ে কালের অভাব হইলেও কালব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি কালব্যবহারের উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী ব্যবহারকরিলে ইহাতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কথনই হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে বেদান্তমতের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এই—যাহারা দ্বৈতবাদী ও কালের ব্যবহার স্বীকার করে, তাহাদিগের মতে প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভব হয়, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত কিছুই সম্ভব হয় না। যদি পরমেশ্বরের দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে জগৎসৃষ্টির "পূর্ব্বে" একমাত্র সৎস্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন, পূর্ব্বে এই বাক্যের প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে এবং পূর্ব্বশ্লোকে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও সম্ভব হয়। আর পরমব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছুই হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

বাস্তবিক জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, এই বাক্যার্থের স্বরূপ বর্ণন করিলেই দ্বৈতমতের খণ্ডন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই স-চরাচর জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীরপ্রকৃতি, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদা একরূপবিশিষ্ট একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন। তিনি

অনাদ্যমননিশ্চিত্তং সত্ কিঞ্চিদ্বশিষ্যতে ॥ ২৫ ॥
ননু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণ্বন্তনাশতঃ।
কথন্তে বিয়তোঽসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥ ২৬ ॥
অত্যন্তং নির্জনদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিম্ ॥ ২৩ ॥

সত্ যুষ্মদিতরদ্বস্তু অতএব কিঞ্চিদিদন্তয়া নির্দেষ্টুমশক্যম্ অবশিষ্যতে ইতি নিষেধাবধিত্বেনাবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ননু জনিমত্ত্বেনানিত্যস্য ভূম্যাদেরসত্ত্বমস্তু নিত্যস্যাকাশস্যাসত্ত্বং কথমঙ্গীক্রিয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ ননু ভূম্যাদিকমিতি ॥ ২৬ ॥

দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন পরিহরতি অত্যন্তং নির্জনদ্ব্যোমেতি। অত্যন্তং নির্জনত্বমগন্ধর্বরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তেজঃস্বরূপ বা তমোময়ও নহেন। সুতরাং তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞান সকলের সাধ্যাতীত। কেহ তাঁহাকে বাক্যে বর্ণন করিতে কি মনে ধারণ করিতে পারে না, তাঁহার গভীর প্রকৃতি দুরবগম্য ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে এই প্রশ্ন হইতে পারে—যদি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বকালে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহাহইলে পৃথিব্যাদি পরমাণু পর্য্যন্ত কোন পদার্থই ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। কারণ পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থই উৎপন্নশীল এবং উৎপন্ন পদার্থমাত্রই বিনাশশীল। সুতরাং তৎকালে আকাশেরও অভাব ছিল, এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু তোমার বুদ্ধিতে আকাশের অভাব কিরূপে ধারণ করিতে পার? কিন্তু যদি তুমি আকাশের অভাব স্বীকার না কর, তাহাহইলে তোমার অদ্বৈতমত রক্ষা হয় না। সুতরাং কোন একটি পদার্থের বর্ত্তমানতাতে অদ্বৈতত্বসিদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নে এই মীমাংসা হইতে পারে। হে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ! তোমরা যে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা যুক্তি-

নির্জ্জগদ্ব্যোম দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশতমসী বিনা।
ক্ব দৃষ্টং কিন্তু তে পশ্যে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ ক্বচ্চ ॥ ২৮ ॥

ন হি দৃষ্টেরনুপপন্নমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য চোদয়তি নির্জ্জগদ্ব্যোমেতি। দর্শনমেবাসিদ্ধমিতি পরিহরতি প্রকাশতমসী বিনা ক্ব দৃষ্টমিতি। অপসিদ্ধান্তোঽপি ইত্যাহ কিন্তু তি ॥২৮॥

যুক্ত নহে। এই জগতে পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থের অভাব হইলে, যদি তোমার মতে শূন্যমাত্র থাকে, ইহাই স্থিরীকৃত হয়, তাহাহইলে সেই শূন্য আকাশকেই তুমি কিপ্রকারে বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পার? সেই আকাশও সৃষ্টপদার্থ এবং তাহারও নাশ আছে। অতএব যেরূপে তুমি আকাশকে মনে ধারণ করিতে পার, আমিও সেইরূপে আকাশশূন্য অর্থাৎ আকাশের নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল সৎমাত্র নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন; ইহা আমার এই বুদ্ধিতে কেননা ধারণ করিতে সমর্থ হইব। এক্ষণে আমার অদ্বৈতমতই সিদ্ধান্তপক্ষ, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধ! যদি বল, জগৎ শূন্যময় আকাশকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে বস্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, তাহার আর অনুপপত্তি কোথায়? যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি তাহার অনুমানের হেতু অন্বেষণ করিয়া থাকে। যাহাহউক, এইক্ষণ বল দেখি, তুমি যে আকাশ দেখিতে পাও, তাহা কিরূপ পদার্থ? তুমি আলোক বা অন্ধকার ব্যতিরেকে কোথায় বা কি প্রকারে আকাশ দেখিতে পাও। তুমি যাহাকে আকাশ বলিয়া দেখিতে পাও এবং যাহার অভিমান করিতেছ, তাহা আলোক বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে আলোক কিম্বা অন্ধকার ব্যতিরেকে আকাশ দৃষ্ট হয় না; সেই আলোক বা অন্ধকার ও জগৎ, তাহারাও আলোক এবং অন্ধকার-জগৎ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নহে। কারণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ রহিয়াছে, সুতরাং জগৎশূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা কখনই বলিতে পার না। বস্তুতঃ তোমার মতে ইহা স্থির হইল যে, আকাশ আলোক এবং অন্ধকারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত কোন পদার্থই হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

সদ্বস্তু সিদ্ধত্বজ্ঞানমিনির্ণিতিরনুভূয়তে।
তূষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জনাৎ ॥ ৩৯ ॥
সদ্বুদ্ধিরপি নৈবাস্তি মাস্বস্য স্বপ্রকাশতঃ।
নির্ম্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সত্তাং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥
মনোজৃম্ভনরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।

ননু দর্শনাভাবঃ সদ্বস্তুন্যপি সমান ইত্যাশঙ্ক্য সতঃ সর্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ নৈবমিত্যাহ সদ্বস্তু সিদ্ধমিতি। ননু তূষ্ণীম্ভাবে শূন্যমেব ইতরস্য কস্যাপি প্রতীত্যভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য শূন্যস্যাপি প্রতীত্যভাবাৎ শূন্যমপি ন সম্ভবতীত্যাহ ন শূন্যত্বমিতি ॥ ৩৯ ॥

ননু তর্হি সদ্বুদ্ধ্যভাবাৎ সত্ত্বমপি ন ঘটত ইতি শঙ্কতে সদ্বুদ্ধিরপীতি। তস্য স্বপ্রকাশত্বাৎ ন সদ্বুদ্ধ্যভাবোঽনিষ্ট ইতি পরিহরতি মাস্বস্যেতি। ননু স্বর্গাদ্যবুদ্ধ্যভাবে কথং সদ্বস্তু অবগন্তুং শক্যত ইত্যত আহ নির্ম্মনস্কত্ব ইতি ॥ ৪০ ॥

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধ! তোমরা যদি বল, যেমন অসদ্বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, তেমন তোমাদিগের বেদান্তমতে সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং তোমাদিগের বেদান্তমতও আমাদিগের মতের তুল্য হইল। যাহা-হউক, তোমারা এইরূপ বাক্য কখনই বলিতে পার না। কারণ, যখন আমারা মৌনভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা শুদ্ধ সদ্বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে কোন প্রকারেও শূন্য অনুভূত হয় না। যেহেতু পূর্ব্বেই বিচারদ্বারা শূন্য বুদ্ধির খণ্ডন করা হইয়াছে। আর যদি বল, মৌনাবলম্বন কালে সদ্বস্তু অনুভূত হয় না, তোমার এ কথাও অগ্রাহ্য; সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি মৌনভাবের সাক্ষিস্বরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। সুতরাং তৎকালে যে সৎপদার্থও অনুভূত হয় না, এই কথা কখনই বলিতে পার না ॥ ৩৯ ৪০ ॥

উক্তপ্রকারে মৌনাবলম্বনকালে নিষ্প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিয়া তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই এক-

मायाजृम्भणतः पूर्वं सत्तयैव निराकुलम् ॥ ४१ ॥
निस्तत्त्वा कार्य्यगम्यास्य शक्तिर्वह्नेर्यथाग्निशक्तिवत्।
न हि शक्तिं क्वचित् कैश्चित् बुध्यते कार्य्यतः पुरा ॥ ४२ ॥
न सद्वस्तु सतः सत्तिर्न हि वह्नेः स्वशक्तिता।

एवं निष्प्रपञ्चस्य साक्षिमात्रमूर्त्तौ स्थितौ भानं प्रदर्श्य एतत्दृष्टान्तमुखेन स्पष्टं: पुरापि सद्वस्तु तथावगन्तुं शक्यत इत्याह मनोजृम्भणराहित्ये इति ॥ ४१ ॥

मायायाः किं लक्षणमित्यत आह निस्तत्त्वेति। निस्तत्त्वा जगत्कारणभूतात् सद्वस्तुनः पृथक् सत्त्वरहिता कार्य्यगम्या नियदादिकार्य्यलिङ्गगम्या अस्य सद्वस्तुनः शक्तिर्नियदादिकार्य्य-जननसामर्थ्यं मायेत्युच्यते। वस्तुस्वरूपातिरिक्तसद्भावे दृष्टान्तमाह अग्निशक्तिवदिति। यथा अग्न्यादिस्वरूपातिरिक्तं, स्फोटादिकार्य्यलिङ्गगम्यं वह्न्यादिनिष्ठं सामर्थ्यमस्ति तद्वदित्यर्थः। शक्तेः कार्य्यलिङ्गगम्यत्वं व्यतिरेकमुखेन दृढयति न हि शक्तिरिति ॥ ४२ ॥

মাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যখন মনঃ নিঃসঙ্কল্পভাবে অবস্থিতিকরে, অর্থাৎ বিষয়ান্তরে অনাসক্ত হইয়া মৌনভাব আশ্রয় করে, তখন যেমন সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্ম অব্যক্ত রূপে মনের সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ মায়ার কার্য্যস্বরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যে সর্ব্ব সাক্ষিরূপে অবস্থিত আছেন, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বে যে মায়ার কথার উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—এই জগতের আদি কারণ সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সত্তা শূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্যদৃষ্টে তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কার্য্য দর্শন না করিলে কখন কোন পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না। সুতরাং সেই পরমপিতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মই যে এই আকাশাদির সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি কার্য্য জননশক্তি তাহাই মায়া ॥ ৪২ ॥

सद्विलक्षणतायान्तु शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम् ॥ ४३ ॥
शून्यत्वमिति चेत् शून्यं मायाकार्य्यमितीरितम् ।
नशून्यं नापि सद्यादृक् तादृक् तत्त्वमिहेष्यताम् ॥ ४४ ॥
नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं किन्त्वभूत् तमः ।

एवं शक्तेः कार्य्यलिङ्गगम्यत्वमुपपाद्य निजस्वरूपतामुपपादयति न सद्वस्तु सतः शक्तिरिति । अयमभिप्रायः सद्वस्तुनः शक्तिः किं सती उतासती न तावत् सती तथात्वे सतोऽभिन्नत्वे न तच्छक्तित्वायोगात् । उक्तार्थे दृष्टान्तमाह न हि वह्नेः स्वशक्तितेति द्वितीयेऽपि किं नदृविधाश्चतुस्था उत सद्विलक्षणेति विकल्पाभिप्रायेण पृच्छति सद्विलक्षणतायान्त्विति ॥४३॥

तत्रार्थे पक्षमनुद्य दूषयति शून्यत्वमिति । शून्यस्य वामरूपे च तथा वैलक्षण्यता चिरनिरस्तेत्यर्थः । तस्मात् द्वितीयः पक्ष. परिशिष्यत इत्याह न शून्यमिति । मायारूपं सत्त्वा सत्त्वाभ्यां निर्वचनानर्हमित्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥

अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति नासदासीदिति । तम आसीत् तमसागूढमित्यादि

কার্য্য দর্শনে শক্তির অনুমান প্রতিপন্ন করিয়া পরমাত্মার শক্তিস্বরূপ মায়ার যে সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির যে দাহিকাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই অগ্নি বলিতে পারা যায় না; সেই প্রকার সেই পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনই পরমাত্মা বলা যায় না। আর যদি শক্তিকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই শক্তির প্রকৃতস্বরূপ কি? তাহা বর্ণনা কর। শূন্য সেই শক্তিরস্বরূপ একথা বলিতে পার না, যেহেতু ইতিপূর্ব্বে শূন্যকে সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ স্বীকার করিয়াছ। সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৪৩-৪৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ ও শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ নিরূপণকরা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের প্রমাণ্য প্রতিপাদনার্থ

सद्योगात् तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात् ॥ ४५ ॥
अतएव द्वितीयत्वं शून्यवन्नहि गण्यते ।
न लोके चैवतच्छक्त्योर्जीवितं गण्यते पृथक् ॥ ४६ ॥
शक्त्याधिक्ये जीवितस्येद् वर्द्धते तत्र हेतुकत् ।
न शक्तिः किन्तु तत्कार्यं युद्धकृत्यादिकन्तथा ।

श्रुतिः प्रमाणमित्यर्थः । तर्हि तम आसीदिति कथं सत्त्वमुच्यत इत्यत आह तद्योगादिति । कुत इत्यत आह तन्निषेधनादिति ॥ ४५ ॥

फलितमाह अतएवेति । यतः स्वतः सत्त्वं मायाया नास्ति अतएव शून्यस्येव मायाया अपि द्वितीयत्वं नहि गण्यते नैवाद्रियत इत्यर्थः । अस्तस्य द्वितीयत्वानङ्गीकारे दृष्टान्तमाह न लोक इति ॥ ४६ ॥

ननु शक्त्याधिक्ये जीविताधिक्यं दृश्यते अतः शक्तेरपि पृथक् जीवितत्वमस्तीति शङ्कते शक्त्याधिक्य इति । न शक्तिर्जीवितवर्द्धने कारणम् अपि तु तत्कार्यं युद्धकृत्यादीति परि

শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে,—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, এই সচরাচর জগৎউৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎও ছিল না এবং পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন সদ্বস্তুও ছিল না, কিন্তু সেই কালে পরমাত্মশক্তিরূপ তমঃ শব্দবাচ্য মায়ামাত্র বিদ্যমান ছিল। পরন্তু সেই পরমাত্মশক্তিরূপ মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই। সেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের সত্তাতেই সেই মায়ার সত্তা প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহাদ্বারাও শূন্যের ন্যায় পরমব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু পদার্থ এবং তাহার শক্তি এই উভয়ের পৃথক্ সত্তা গণনা করা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ নাই। কোন স্থানে একটি পদার্থ থাকিলে সেই স্থলে অমুক পদার্থ আছে, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু অমুক পদার্থ সেই স্থানে নাই কেবলমাত্র তাহার গুণ সেই স্থানে আছে, এইরূপ ব্যবহার কখনই হয় না ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যদি বল আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, শক্তির হ্রাস হইলেই জীবগণের পরমায়ুর হ্রাস হয় এবং সেই শক্তির বৃদ্ধি হইলেই প্রাণিবর্গের পরমায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ স্থলে শক্তির বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করিতে

সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তিকার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং যদ্যতে কথম্ ॥ ৪৩ ॥
ন তৎস্বব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যেব বর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥

হরতি তব হস্তিজ্ঞাদিতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তথা সর্ব্বথেতি। মাভূৎ শক্ত্যা সদ্বিতীয়ত্বং সতঃ অপি তু তৎকার্য্যেণ তৎ ভবত্যেবেত্যাশঙ্ক্য তস্য তদানীমসত্ত্বাৎ তেনাপি ন সদ্বিতীয়ত্বমিত্যাহ শক্তিকার্য্যমিতি ॥ ৪৩ ॥

ননু সর্ব্বশক্তিঃ সতি ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র বর্ত্তত ইতৈকদেশী নাস্য সুক্তী দ্রাক্ষ্য ব্রহ্মাভাবপ্রসঙ্গাৎ দ্বিতীয়ে পরিহারো বক্ষ্যত ইত্যভিপ্রায়েণাহ ন তৎস্বব্রহ্মবৃত্তিরিতি একদেশবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ ঘটশক্তিরিতি ॥ ৪৮ ॥

হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা কথিত হইতেছে,—পরমাণুর বৃদ্ধি বিষয়ে শক্তিকে কারণ বলা যায় না, কারণ শক্তির আধিক্য হইলেই যে পরমাণুর বৃদ্ধি হয়, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। কেবল যুদ্ধ এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সকলই শক্তির কার্য্যকারণ। অতএব শক্তির যে পৃথক্ সত্তা নাই, ইহাদ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। আর যদি বল, শক্তির কার্য্যভূত যুদ্ধ ও কৃষিকর্ম্মাদিদ্বারাই ঈশ্বরের সদ্বিতীয়ত্ব হইল, এই কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কোন উৎপন্ন পদার্থই ছিল না, তখন যে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যের সত্তা স্বীকার করা, তাহাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট কোন পদার্থই ছিল না, তাহাহইলে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্য রূপ শক্তির সত্তা ছিল, এই কথা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরশক্তি মায়া পরমব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিনী নহে, পরন্তু একদেশব্যাপিনী। যেমন ঘটশরাবাদিজননশক্তি পৃথিবীর সর্ব্ব শরীরে নাই, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকাতেই উক্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে, তেমন মায়ারূপ ঈশ্বরশক্তিও তাঁহার একাংশব্যাপিনী। এইরূপ মায়ার ব্রহ্মের একাংশব্যাপিত্ব প্রদর্শনার্থ শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইয়া তাহার প্রতিপাদন করিতে-

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य स्वयं प्रभुः ।
इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति श्रुतिः ॥ ४९ ॥
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।
इति कृष्णोऽर्जुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम् ॥ ५० ॥
सभूमिं सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ।
विकारावर्त्ति चात्रास्ति श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः ॥ ५१ ॥

अस्यैकदेशवृत्तित्वे प्रमाणमाह पादोऽस्येति ॥ ४९ ॥

न केवलं श्रुतिरेव स्मृतिरप्यस्तीत्याह विष्टभ्याहमिदमिति ॥ ५० ॥

इदानीं निर्मायस्वरूपसद्भावे प्रमाणमाह सभूमिमिति । विकारावर्त्ति च तथा हि स्थितिमाहेति सूत्रकारवचनमित्यर्थः ॥ ५१ ॥

ছেন। শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—জগৎকর্ত্তা পরংব্রহ্ম পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া আছেন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার একপাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে এবং অপর তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। সেই একপাদ হইতেই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এইরূপে মায়া যে পরমব্রহ্মের একদেশ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রামাণ্যার্থ উপদেশ শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—আমি আমার শরীরের কিয়দংশদ্বারা এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪৮-৫০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, ঈশ্বরশক্তি মায়া ঈশ্বরের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিনী নহে। এই বিষয়ের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ শ্রুতির অন্যান্য প্রমাণ দেখাইয়া শারীরিক সূত্র বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন।—অপরাপর শ্রুতিতেও ইহাই জানাযায় যে, জগৎপতি পরমব্রহ্ম আপন শরীরের কিয়দংশদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন এবং অবশিষ্ট শারীরিক অংশ নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপে অবস্থিত আছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে শারীরিক মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ঊনবিংশতি সূত্রে

निरंशोऽप्यंशमारोप्य ब्रह्मांशे वेति पृच्छतः।
तन्नाश्वयीत्तरं ब्रूते श्रुतिः श्रोतुर्हितैषिणी ॥ ५२ ॥
सत्त्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत् सति विक्रियाः।

तर्हि निरंशत्वविरोध इत्यस्य कः परिहार इत्याशङ्क्य वास्तवनिरंशत्वाभ्युपगमाद्य विरोध इत्यभिप्रायेणोदाहृतश्रुत्यभिप्रायमाह निरंशोऽप्यंशमिति ॥ ५२ ॥

यदर्थं ब्रह्मणि माया समर्थिता तदिदानीमाह सत्त्वमिति। विक्रियाः विविधत्वेन

লিখিত আছে যে,—পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল মায়া রূপ বিকারদ্বারা আবৃত নহে, তিনি অনাবৃত ভাবেও অবস্থিতি করেন; অর্থাৎ তাঁহার একাংশমাত্র মায়াস্বরূপ বিকারে সমাবৃত এবং অবশিষ্ট বা অপর তিন অংশ নির্লিপ্ত নিত্য বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ॥ ৫১ ॥

সচ্চিদানন্দময় জগৎকারণ সর্ব্বময় পরমেশ্বর অবয়ববিহীন, তাঁহার শরীর বা অবয়ব কিম্বা কোন প্রকার অংশ অসম্ভব। অতএব পূর্ব্বশ্লোকে যে পরমেশ্বরের কোন অংশ বিকারাবৃত ও কোন অংশ অনাবৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভবপর। যিনি নিরবয়ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার অংশ কোনরূপেও সম্ভব হয় না। এই বিরোধের প্রকৃত মীমাংসা কথিত হইতেছে,—পরমেশ্বর নিরংশ, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব বটেন, তথাপি জগতের পরমহিতৈষিণী শ্রুতি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ কল্পনা করিয়া শিষ্যদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ ঈশ্বরের অংশচ্ছলে কেবলমাত্র শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

যে নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে বিচারপূর্ব্বক পরমব্রহ্মেতে শক্তিরূপে মায়ার সত্তা কথিত হইল, এই শ্লোকে সেই মায়াশক্তির সত্তা কল্পনার কারণ বর্ণিত হইতেছে।—যেমন শুক্ল, নীল, পীতাদি নানাবিধ বর্ণ ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই ভিত্তির নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করে, অর্থাৎ নানারূপে বিচিত্র করিয়া বিবিধাকার করিয়া থাকে, তাহাতে সেই একই ভিত্তি নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মশক্তি মায়া সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সেই পরব্রহ্মের বিবিধ বিকার অথবা কার্য্য সকল কল্পনা

वर्णाभित्तिगताभित्ती चित्रं नानाविधं यथा ॥ ५३ ॥
आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वभाववान्।
आकाशोऽस्तीति सत्तत्त्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥ ५४ ॥
एकस्वभावं सत्तत्त्वमाकाशो द्विस्वभावकः।
नावकाशः सति व्योम्नि स चैवोऽपि द्वयं स्थितम् ॥ ५५ ॥

क्रियन्ते इति विक्रियाः कार्य्यविशेषा इत्यर्थः। तत्र दृष्टान्तमाह वर्णा भित्तिगता इति। वर्णा रक्तपीतादयो धातुविशेषाः ॥ ५३ ॥

तत्र प्रथमं कार्य्यविशेषं दर्शयति आद्यो विकार इति। तत्स्वरूपमाह सोऽवकाशस्वभाववानिति। आकाशस्य कार्य्यत्वे हेतुमाह आकाशोऽस्तीति सत्तत्त्वमाकाशेऽप्यनुगच्छतीति ॥ ५४ ॥

ततः किमित्यत आह एकस्वभावमिति। उक्तमर्थं विवृणोति नावकाश इति। सति सद्वस्तुन्यवकाशो नास्ति किन्तु सत्स्वभाव एक एव आकाशे तु स च सत्स्वभावश्च एवोऽप्यवकाशस्वभावोऽपीति द्वयं स्थितं विद्यत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥

করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তাহাতে অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রকাশ পান ॥ ৫৩ ॥

সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মশক্তি মায়া পরমব্রহ্ম সহকারে যে বিবিধ বিকার রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার প্রথমবিকাররূপ কার্য্য নিরূপিত হইতেছে।—পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ, মায়াশক্তি হইতে সর্ব্বাগ্রে আকাশের উৎপত্তি হয়। সেই আকাশের স্বরূপ অবকাশ অর্থাৎ শূন্য স্বভাব। যেহেতু আকাশ পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য, অতএব পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়, তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র একস্বভাব হইলেও সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্যস্বরূপ, আকাশের অবকাশ ও সত্তা এই দুইটি স্বভাব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সেই আকাশের যে প্রতিধ্বনি একটি গুণ আছে, তাহা সদ্বস্তু পরমাত্মার নাই। সুতরাং সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র একটি গুণলক্ষিত হয়; কিন্তু সেই পরমাত্মশক্তি

যথা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীষ্যতে।
ব্যোম্নি তৌ সদ্বদ্বৌ তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৫৫ ॥
যা যন্ত্রিঃ কল্পয়েদ্ ব্যোম যা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাম্।
আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
সতী ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্ত্বান্তু লৌকিকাঃ।

সদাকাশয়োরৈক্যভাবত্বং প্রকারান্তরেণ ব্যুৎপাদয়তি যথা ইতি। প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণঃ ইত্যুপপাদিতমর্থত্বাৎ অসৌ প্রতিধ্বনিঃ সদ্বস্তুনি নেষ্যতে নোপলভ্যতে ব্যোম্নি তু সদ্বদ্বৌ উভাবপ্যুপলভ্যেতে তেন কারণেন সদেকং একস্বভাবং বিয়ৎ দ্বিগুণং দ্বিস্বভাবকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু আকাশস্য সদ্ব্রহ্মকার্য্যত্বং আকাশস্য সত্ত্বেতি সতঃ আকাশধর্মত্বা কুতঃ প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ যা যন্ত্রিরিতি। যা মায়া সদ্বস্তুনি আকাশং কল্পয়তি সা প্রথমতঃ সদ্ব্যোম্নোরভেদং কল্পয়তি পশ্চাৎ তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঞ্চ বৈপরীত্যেন কল্পয়তি অতঃ আকাশস্য সত্ত্বেতি ভানমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

মায়য়া বৈপরীত্যং কথং জ্ঞানম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ সতী ব্যোমত্বমিতি। বস্তুতত্ত্ববিচারে শিবলাভে সতী ঘটত্বপটত্বমিব সতী ব্যোমত্বমাপন্নং সদ্বস্তুন আকাশত্বং প্রাপ্তম্। লৌকিকাঃ প্রাচিনঃ শাস্ত্রীয়েষু মধ্যে তার্কিকাশ্চ তদ্বৈপরীত্যেন ব্যোম্নঃ গগনস্য ধর্ম্মিণঃ

মায়ার কার্য্যভূত আকাশের সত্তা ও প্রতিধ্বনি এই দুইটি গুণ প্রমাণীকৃত হইয়াছে ॥ ৫৪-৫৬ ॥

যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশস্বরূপ কার্য্য উৎপাদন করে, সেই মায়া পরমাত্মার সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া বিপরীতভাবে উক্ত উভয়ের ধর্ম্মিধর্ম্মভাব কল্পনা করে। সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপ হইলেও আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কেবল মায়াদ্বারাই কল্পিত ॥ ৫৭ ॥

বাস্তবিক পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে আকাশ নিত্য বস্তু নহে, এইজন্য ইহা পদার্থ বিশেষ। পরন্তু যাহারা স্থূলদর্শী জন, তাহারা পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত নহে, তাহারা এবং আস্ত-

तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत् ॥ ५८ ॥
यद् यथा वर्त्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः।
अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः ॥ ५९ ॥
एवं श्रुतिविचारात् प्राक् यद् यथा वस्तु भासते।

सत्त्वं सद्रूपत्वं धर्म्मं जातिं वा अवगच्छन्ति जानन्ति। ननु अन्यस्यान्यथा प्रतीतिरनुपपन्नेत्याशङ्क्याह मायाया उचितं हि तत् इति। तद्विपरीतदर्शनहेतुत्वं मायाया उचितमित्यर्थः ॥ ५८ ॥

मायया विपरीतप्रतीतिहेतुत्वं लौकिकन्यायदर्शनेन स्पष्टीकरोति यद्यथेति। चक्षुरादि यथा येन शुक्तिकादिरूपेण वर्त्तते तस्य तथात्वं शुक्त्यादिरूपत्वं प्रमाणतः भाति स्फुरति अन्यथात्वं रजतादिरूपत्वं तद्भ्रमेण भ्रान्त्या प्रतीयातीत्यर्थः न्यायः सार्व्वलौकिकः सर्व्वलोकप्रसिद्ध इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

एवं भ्रान्त्या विपरीतप्रतिभानं दर्शयित्वा तन्निवृत्त्युपायमाह एवं श्रुतिविचारादिति। एवमुक्तेन प्रकारेण श्रुतिविचारात् प्राक् श्रुत्यर्थविचारात् पूर्वं यद्वस्तु सद्रूपं ब्रह्म भ्रान्त्या

গৌরবাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য তার্কিকগণ যে, আকাশের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিয়া নিত্য বস্তু বলিয়া, থাকেন, তাহা কেবল মায়ার কার্য্য। মায়ার ইহাই প্রকৃত স্বভাব যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করে। যাহারা সেই মায়ার বশীভূত, তাহারা পদার্থমাত্রের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা যে এক পদার্থকে অন্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে পদার্থের যে প্রকার ধর্ম্ম তাহাই প্রমাণদ্বারা সেই পদার্থের স্বরূপ প্রমাণীকৃত হয়, পরন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাহার বিপরীত অনুমানও হইয়া থাকে। যাহারা ভ্রমান্ধ তাহারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থের গুণ আরোপিত করে, কারণ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম তাহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে না। শুক্তিতে যে শুক্তিত্ব প্রকারক জ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমজ্ঞান। এইরূপে ভ্রান্তিদ্বারা বিপরীত জ্ঞান দর্শাইয়া সেই প্রকৃত জ্ঞানের নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিতেছেন,

विचारेण विपर्य्येति ततस्तद्विन्यता विधत् ॥ ६० ॥
भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाद् बुद्धेश्च भेदतः ।
वाय्वादिष्वनुवृत्तं सत् नतु व्योमेति भेदधीः ॥ ६१ ॥
सदृक्त्वधिकवृत्तित्वात् धर्म्मि व्योम्नस्तु धर्म्मता ।

येन गगनादिरूपेण वर्त्ततेऽतः श्रुत्यर्थपर्य्यालोचनेन विपर्य्येति गगनादिभावं परित्यज्य सद्रूपं ब्रह्मैव भवति ततः श्रुतिविचारेण वस्तुयाथात्म्यदर्शनसम्भवात् तद्वियद्विन्यता विचार्य्यतामित्यर्थः ॥ ६० ॥

विचारस्वरूपमेव दर्शयति भिन्ने वियत्सतीति। भिन्न इति प्रतिज्ञातार्थे हेतुमाह शब्दभेदादिति। वियच्छब्दसच्छब्दयोरपर्य्यायत्वादित्यर्थः। हेत्वन्तरमाह बुद्धेश्च भेदत इति। तमेव हेतुं विवृणोति वाय्वादिषु भूतेषु सद्वायुः सत् तेज इत्येवंप्रकारेणानुवृत्तं भासते व्योम तु नैवं भासते इति यज्ज्ञानं सा भेदधीर्भेदबुद्धिरित्यर्थः ॥ ६१ ॥

एवं सदाकाशयोर्भेदं प्रसाध्य व्योमः सत्त्वेति भान्त्या प्रतीतस्य धर्म्मिधर्म्मभावस्य विचारेण व्यत्ययं दर्शयति सदृक्त्वधिकवृत्तित्वादिति। रूपरसादिष्वनुवृत्तस्य द्रव्यस्यैवाकाश-वाय्वादिष्वनुवृत्तस्य सतो धर्म्मित्वं रसादिभ्यो व्यावृत्तस्य स्वरूपस्येव वाय्वादिभ्यो व्यावृत्तस्य

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবিচারের পূর্ব্বে আকাশাদি যে সকল পদার্থের যেরূপ ধর্ম্ম প্রতীত হয়, পরে বিচারদ্বারা তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আকাশাদি পদার্থের পৃথক্ সত্তা নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় বেদান্ত বিচারদ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আকাশাদি বস্তু অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিচারপূর্ব্বক যেরূপ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা আকাশাদির বিপর্য্যয় প্রতিপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।—সৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আকাশ পৃথক্ পদার্থ, যেহেতু আকাশ ও সৎ এই উভয় পদার্থের পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। আকাশের কার্য্যস্বরূপ সত্তা বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না, বায়ুপ্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্তা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন পদার্থেই আকাশ বর্ত্তমান থাকে না, ইহাই সর্ব্বসাধারণের অনুভব। যিনি সৎস্বরূপ পরমাত্মা তিনি সর্ব্বব্যাপী, অতএব সেই পরমাত্মা

धिया सतः पृथक्कारि भूतं व्योम विभाव्यताम् ॥ ६२ ॥
अवकाशात्मकं तच्चेदसत् तदिति चिन्त्यताम्।
भिन्नं सतोऽसच्च नेति वच्चि चेद् व्याहतिस्तव ॥ ६३ ॥
भातीति चेन्नातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्।

नभसो धर्मिलमित्यर्थः। ननु तर्हि घटाद् भिन्नस्य रूपस्य यथा वास्तवत्वं तथा सतो भिन्नस्य नभसोऽपि स्यादित्याशङ्क्याह सद्व्यतिरिक्तस्य नभसो दुर्निरूपत्वात् नैवमित्याह धिया सत इति ॥ ६२ ॥

दुर्निरूपत्वमसिद्धमिति शङ्कते अवकाशात्मकमिति। तर्हि सतो विलक्षणत्वादसदेव स्यादिति परिहरति असत्तदितीति। सतो विलक्षणस्यासत्त्वं नास्तीति वदतो दोषमाह भिन्नमिति ॥ ६३ ॥

असत्त्वे भानं न स्यादित्याशङ्क्य तुच्छविलक्षणत्वाद् भानं न विरुध्यते इत्याह भातीति

জগতের আশ্রয়, আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্ম, এই প্রকার যুক্তিসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে,—আকাশ সত্ত্ব হইতে পৃথক্। এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে পর, বল দেখি আর কি আকাশের স্বরূপত্ব থাকে?—বাস্তবিক কিছুই থাকে না ॥ ৬১-৬২ ॥

যদি এইরূপে আকাশের স্বরূপ নির্ণয় কর যে, আকাশ অবকাশস্বরূপ অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থ নাই, তাহাই আকাশ। তাহাহইলে সেই সৎ হইতে অবকাশস্বরূপ আকাশ বিভিন্ন হইল, সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, এই নিমিত্ত আকাশকে কখনই সৎস্বরূপ বলিতে পার না। যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহা অসৎও নহে; একথা নিতান্ত অসম্ভবহেতু তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ যে বস্তু সৎ নহে, তাহাকে অসৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তুমি আপনিই আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছ, কিন্তু পুনরায় তাহাকে অসৎ স্বীকার করিতেছ না। ইহাতে তুমিই তোমার আপনার কথার ব্যাঘাত করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

হে বৌদ্ধগণ! যদি তোমরা এই কথা বল যে, প্রত্যক্ষরূপ ভাসমান

যদ্বৎসন্নাসমানন্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥ ৬৪ ॥
জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসত্তোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কীদৃগ্ বিস্ময়ঃ ॥ ৬৫ ॥
বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা।

চেদিতি। অবিরোধং দর্শয়িতুং মিথ্যাবস্তুত্বং দৃষ্টান্তমাহ যদ্বৎসন্নাসমানমিতি। যদ্বস্তু স্বরূপেণাবিদ্যমানমপি ভাসতে তৎ স্বপ্নগজাদিবন্মিথ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

নন্বেবং নিয়মেন সর্ব্বোপলভ্যমানয়োর্ভেদো ন দৃষ্টচর ইত্যাশঙ্ক্যাহ জাতিব্যক্তীতি ॥ ৬৫ ॥

আকাশ যদি অসৎ হয়, তাহাহইলে ইহা কখনই প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইতে পারে না, অতএব আকাশ অসৎ নহে; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু মায়িক পদার্থের লক্ষণ এই যে, অসৎ বস্তুও সৎস্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে যে বস্তু অসৎ তাহাও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইপ্রকার যে বস্তু অসৎ হইয়াও অবস্থাভেদে সৎস্বরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা জানিবে। তাহাকে কখনই সত্য বলা যায় না ॥ ৬৪ ॥

যে যে পদার্থ নিয়ত সহাবস্থান করে, সেই সেই পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা সহজে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। এইনিমিত্ত "আকাশের সত্তা আছে" এই বাক্যে আকাশ ও সত্তা, এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেছেন।—যেমন জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ এবং দ্রব্য ও গুণ, এই সকল পদার্থ যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ইহাদিগের পরস্পরের বিভিন্নতা নিরূপণ করাও আশ্চর্য্য নহে। যে প্রকার জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা অনায়াসে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে ॥ ৬৫ ॥

যেরূপে আকাশ ও সত্তার পরস্পর বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রমাণ করা হইল, ইহা বোধগম্য হইলেও যদ্যপি তাহাতে সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস না জন্মে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক মীমাংসা করি-

অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা কৃচ্ছ্রভাবোঽস্য বৈ মহৎ ॥ ৬৬ ॥
অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেঽস্মিন্ বিবেচনম্।
কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥
ধ্যানাদ্যানাদ্ যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ।

ভেদো যদ্যপি বুধ্যতে তথাপি নিশ্চিতো ন ভবতীতি মন্যতে। বুদ্ধোঽপীতি। তৎপরিহারং বক্তুং নিশ্চয়াভাবে কারণং পৃচ্ছতি অনৈকাগ্র্যাদিতি ॥ ৬৬ ॥

আদ্যে পরিহারমাহ অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্য ইতি। আদ্যে প্রথমে বিকল্পে ধ্যানাৎ তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানমিত্যুক্তলক্ষণাদপ্রমত্তো ভব সাবধানমনা ভবেতি যাবৎ। দ্বিতীয়ে পরিহারমাহ অস্মিন্ বিবেচনং কুরুষ্বেতি। ততঃ কিম্ ইত্যত আহ ততো রূঢ়তমো ভবেদিতি ॥ ৬৭ ॥

যতোঽপি কিম্ ইত্যত আহ ধ্যানাদিতি। ধ্যানং পূর্ব্বোক্তলক্ষণং, যানং ভিন্নে বিয়ৎসতী

তেছেন।—যদি বল পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতার প্রমাণ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিতেছে না, আমার মনে সর্ব্বদা ঐ বিভিন্নতাবিষয়ে সংশয় হইতেছে, কোনরূপেও সেই সংশয় নিবারণ হইতেছে না। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি এক্ষণে যথার্থ বল দেখি, আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতাবিষয়ে তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ কি? উক্ত বিষয়ে অনবধানতাই যদ্যপি কারণ হয়, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ মনঃসংযোগ কর নাই বলিয়া যদ্যপি তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মে, তাহাহইলে সাবধানপূর্ব্বক ধ্যান সাধন করিয়া একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগকর, তাহাহইলে উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা বিষয়ে সহজেই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিবে। আর যদি বল, উক্ত বিভিন্নতার দৃঢ়বিশ্বাস না হইবার প্রতি তোমার সংশয়ই কারণ হয়, অর্থাৎ তোমার সংশয় নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই যদ্যপি তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মে, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার সংশয় বিদূরিত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে ও নিঃসংশয় হইতে পারিবে ॥ ৬৬-৬৭ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত

न कदाचित् वियत् सत्यं सद्वस्तु क्वचुवच्च ॥ ६८ ॥
मस्य भाति सदा वीक्ष्य निस्तत्त्वीक्ष्य स्वपूर्व्वकम् ।
सद्वस्त्वपि विभात्यस्य निश्चिद्रूपपुरःसरम् ॥ ६९ ॥
वासनायां विमूढायां वियत्सत्यत्ववादिनम् ।

मन्दभेदात् बुद्धेर्य भेदव इत्युक्तं, युक्तिषु सद्वस्त्वधिकरणत्वादित्यादावुक्ता, एतैर्थ्यायादिभिर्विवेचयतीर्भेदे चित्ते निरूढिं याते सति वियत् कदाचिद् सत्यं किन्तु सर्व्वदा मिथ्यैव भासते सद्वस्त्वपि चिद्रूपदाकाशवन्न नैव भवतीति शेषः ॥ ६८ ॥

वियत्सत्तीर्विवेचनक्षमाह मस्य भातीति ॥ ६९ ॥

विवेचिताव्यं सती वस्तुतस्त्व सदा चिन्मयतः किं भवतीत्याह वासनायामिति। बुधी

প্রমাণ ও সদ্‌যুক্তিদ্বারা সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতা দৃঢ়তররূপে অবগত হইলে, আকাশকে সদ্বস্তু বলিয়া কখনই প্রতীতি হইবে না ; সুতরাং তাহাহইলে তোমার নিশ্চয়ই আকাশকে অসত্য বলিয়া বোধ হইবে। কোন সদ্বস্তুর আকাশধর্ম্মিত্ব জ্ঞান কদাপি সম্ভব হয় না, অর্থাৎ কোন সদ্বস্তুর যে আকাশই তাহার ধর্ম্ম এবং কোন সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও কখন জন্মিতে পারে না ॥ ৬৮ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া আকাশ ও সদ্বস্তুর বিভিন্নতা পরিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইতেছে।—যাহারা প্রাজ্ঞ, সদ্বিবেচক ও প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে সমর্থ ; তাহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত আকাশ সর্ব্বদাই অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদিগের নিকটই সদ্বস্তু কেবল আকাশ-ধর্ম্মশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্তরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আকাশকে, অনিত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে ॥৬৯॥

যাঁহারা উক্তপ্রকারে আকাশকে অনিত্য এবং সদ্বস্তুকে সত্যরূপে জানেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ তদ্বিপরীতবাদীকে, অর্থাৎ যাহারা আকাশকে সত্য বলিয়া জানে, সেই সকল অজ্ঞানীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন। যাহারা অসার সংসারমায়ায় অন্ধ হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে অক্ষম, তাহারাই আকাশকে নিত্য বলিয়া থাকে এবং তাহারাই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য,

सर्वात्मानीयमुत्पन्नं दृष्ट्वा विस्मयते बुधः ॥ ७० ॥
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्त्वे च वासिते ।
व्यावेशानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम् ॥ ७१ ॥
सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् ।

विस्मयतीत्यन्वयः । गगनस्य सत्यत्वं ध्रुवार्थं निरवकाशसद्वस्त्ववधीधरहितं दृष्ट्वा विस्मयं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ७० ॥

तन्नन्यायनन्यनाप्यतिदिशति एवमाकाशमिथ्यात्वे इति ॥ ७१ ॥

सत्याकाशकार्यस्य वायोरकारणभूतेन सद्वस्तुना तदात्मप्रतीत्ययोगात् सती विवेचन-

---

এইনিমিত্ত সেই সকল অজ্ঞ, তত্ত্বপরিজ্ঞানবিহীন মূর্খলোকদিগকে দেখিয়া যে আশ্চর্য্যবোধ হইবে, তাহা অসঙ্গত নহে ॥ ৭০ ॥

ইতিপূর্ব্বে বেদান্তাদি বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত করিয়া সদ্বস্তুর নিত্যত্ব সাধনপূর্ব্বক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথকত্ব নিরূপণের বিচার শেষ হইল। এইক্ষণে বায়ুপ্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণার্থ বিচার বিবৃত হইতেছে ॥ ৭১ ॥

যদিচ আকাশের কার্য্যস্বরূপ বায়ুর সহিত সদ্বস্তুর কার্য্যকারণতাদির কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি উক্তবায়ু ও সদ্বস্তু এই উভয় পদার্থ পরম্পরা সম্বন্ধদ্বারা সম্বদ্ধ আছে। কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু ও সদ্বস্তুর ঐক্য সম্ভাবনা না থাকিলেও পরম্পরা সম্বন্ধে উক্ত উভয়ের ঐক্য সম্ভব আছে। অতএব সেই বায়ু হইতে সদ্বস্তু পরমাত্মার বিভিন্নতা নিরূপণার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত উক্ত উভয় পদার্থের পরম্পারা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে-ছেন।—মায়া সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের এক দেশব্যাপিয়া আছে এবং আকাশ সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের এক দেশবর্ত্তী-মায়ার এক দেশব্যাপিয়া রহিয়াছে, এইরূপে বায়ু সেই মায়ার একদেশবর্ত্তী আকাশের একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে,—পরমাত্মার কার্য্যমায়া, মায়ার কার্য্য আকাশ এবং আকাশের কার্য্য বায়ু; সুতরাং

বিষয়ত্বাদ্যে বহিরগতো বায়ু প্রকথিতঃ ॥ ৩২ ॥
গৌরবাদ্যা গতির্বেগো বায়ুধর্মা ইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সম্মায়াব্যোম্নো যে তেঽপি বায়ুগাঃ ॥ ৩৩ ॥
বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্ স্থিতি।
নিত্যস্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ ॥ ৩৪ ॥

সম্প্রয়োজকমিত্যাশয়ঃ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধাভাবেঽপি পরম্পরয়া সম্বন্ধোঽস্তীত্যাহ সদ্বস্তুনৈক-ঈশ্বরেতি ॥ ৩২ ॥

এবং সদ্বায়ুঃ সম্বন্ধং প্রদর্শ্য তয়োর্ধর্ম্মতো ভেদজ্ঞানায় বায়ৌ প্রতীয়মানান্ ধর্ম্মানাহ গৌরবাদ্যা গতিরিতি। এবং প্রাতিস্বিকান্ ধর্ম্মানভিধায় কারণতঃ প্রাপ্তান্ তানাহ ত্রয়ঃ স্বভাবা ইতি। সম্মায়াব্যোম্নো যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ শ্রীলবিশেষাস্তেঽপি বায়ুগাঃ বায়ৌ বিদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কে তে ধর্ম্মা ইত্যত আহ বায়ুরস্তীতি সদ্ভাব ইতি। বায়ুরস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ সদ্রূপত্বং সদ্বস্তুনো ধর্ম্ম একঃ, বায়ৌ সদ্বস্তুনো বিবেচিতে সতি সন্নিত্যস্বরূপত্বং সমন্বাধর্ম্মো দ্বিতীয়ঃ, শব্দঃ ব্যোম্নঃ সকাশাদাগতস্তৃতীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

পরস্পর কার্য্যকারণরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে ন্যূনাধিক্যক্রমে বিদ্যমান আছে। অতএব সদ্বস্তু-পরমব্রহ্মের সহিত বায়ু পরম্পরায় কার্য্যকারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে, সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের সহিত বায়ুর ঐক্য কল্পনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয় ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বায়ুর সহিত সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের পরম্পর কার্য্যকারণ রূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ঐক্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ বায়ুর গুণ নিরূপণ করিতেছেন। স্বভাবতঃ বায়ুর চারিটী গুণ আছে, যথা—রসাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। আর সদ্বস্তু, মায়া ও আকাশ, ইহাদিগের যে তিনটি গুণ আছে, তাহাও বায়ুতে উপলব্ধি হয়। যথা অস্তিত্ব রূপ সদ্বস্তুর গুণ যে সত্তা, তাহাও বায়ুতে অনুভূত হয়। মায়ার যে অনিত্যতা রূপ গুণ দৃষ্ট হয়, বায়ুকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে

সতীমনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ব্যোম্নীতি নিরূপিতম্।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা ক্রমং নবমাহরং বচঃ॥ ৭৫॥
ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্।
ধর্ম্মানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ॥ ॥ ৭৬॥

ননু ব্যোমবিবেচনপ্রস্তাবে বায়ুদিষ্বনুবৃত্তং সত্ন ন তু ব্যোমেতি বোদ্ধব্যমিত্যত্র বায়ুদাবাকাশানুবৃত্তির্নিবারিতা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেবাভিধীয়তে অতঃ পূর্ব্বোত্তরবিরোধ ইতি শঙ্কতে সতীমনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্রেতি। ব্যোমানুবৃত্তিরধুনোচ্যতে ইতি শ্লোকঃ॥ ৭৫॥

পূর্ব্বমবকাশলক্ষণানুবৃত্তির্নিবারিতা ইদানীং ধর্ম্মানুবৃত্তিরেবাভিধীয়তে ন তু স্বরূপানুবৃত্তিরেবেতি ন ব্যাহতিরিতি পরিহরতি ছিদ্রানুবৃত্তিরিতি॥ ৭৬॥

তাহাও বায়ুতে স্পষ্টরূপে অনুভব হইয়া থাকে এবং আকাশের স্বাভাবিক গুণ যে, শব্দ তাহাও বায়ুতে বর্ত্তমান আছে॥ ৭৩-৭৪॥

এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে,—ইতিপূর্ব্বে আকাশতত্ত্ব-বিচার-প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, বায়ুপ্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যভূত পদার্থে সদ্বস্তু অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কখনও কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। পুনরায় এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ "শব্দ" বায়ুতে উপলব্ধ হয়; সুতরাং কার্য্য-কারণতারূপ পরম্পরা সম্বন্ধে আকাশও বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল। এক্ষণে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের বিরোধস্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তে এইরূপ মীমাংসা করিলেই উপরিউক্ত দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে; —পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অবকাশস্বরূপ আকাশে বায়ু প্রভৃতি কোনরূপ কার্য্যভূত পদার্থ অনুবৃত্ত হয় না, এইক্ষণে কথিত হইল যে আকাশের গুণ কেবলমাত্র "শব্দ" বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্বশ্লোকের সহিত কোনরূপ বিরোধ সম্ভব হইতেছে না, কারণ আকাশ আর বায়ু উভয় এক পদার্থ নহে, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। অতএব এই বিভিন্ন পদার্থ আকাশ আর বায়ু উভয়ের মধ্যে কেবল আকাশের গুণ "শব্দ" মাত্র বায়ুতে অনুবৃত্ত হইলেই যে আকাশ বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না॥ ৭৫-৭৬॥

ননু সদসত্ত্বপার্থক্যাদ্ব্যক্তত্বং তদ্বা কথম্ ।
অব্যক্তমায়াবৈলক্ষণ্যাদ্মায়াময়তাপি কী ॥ ৩৩ ॥
নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রযোজিকা ।
সা মল্লিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তামায়ত্বভেদিনোঃ ॥ ৩৮ ॥
সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ সচিন্ত্যতাম্ ।
অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্ ॥ ৩৯ ॥

ননু বায়োঃ সদ্ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাদসত্ত্বলক্ষণং মায়াময়ত্বং যদুচ্যতে তদ্ব্যক্তত্বরূপমায়াবৈলক্ষণ্যাদ্মায়াময়ত্বমপি কিং ন স্যাদিতি চোদয়তি ননু সদসদুপার্থক্যাদিতি ॥ ৩৩ ॥

নাব্যক্তত্বং মায়াময়ত্বে প্রযোজকং কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপত্বং তচ্চ মায়ায়ামিব বায়াবপ্যস্তীতি ন মায়াময়ত্বহানিরিতি পরিহরতি নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্রেতি ॥ ৩৮ ॥

ননু মল্লিকার্য্যয়োরুভয়োরপি নিস্তত্ত্বরূপতায়ামবিশিষ্টায়াং ব্যক্তাব্যক্তত্বলক্ষণো ভেদঃ কুত ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বিচারঃ প্রকৃতানুপযুক্ত ইতি পরিহরতি সদসত্ত্ববিবেকস্যেতি। অসতো মায়াতৎকার্য্যরূপস্যাবান্তরভেদো ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর অপর প্রশ্ন এই যে,—যদি বায়ুর সদ্বস্তু পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্নতা বশতঃ সেই বায়ুকে অসদ্বস্তু মায়িক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে বায়ুকে শক্তিস্বরূপ অব্যক্ত মায়া হইতে বিভিন্নতা হেতু অমায়িক পদার্থ বলিয়া কেননা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—অব্যক্তরূপ শক্তি অথবা ব্যক্তরূপ কার্য্য ইহাদিগের মধ্যে কেহই মায়িকত্বের হেতু নহে, কেবল মিথ্যাস্বরূপই মায়িকত্বের কারণ। সেই মায়িকত্বের কারণীভূত মিথ্যাস্বরূপই কি শক্তির ন্যায় অব্যক্ত কিম্বা কার্য্যস্বরূপ পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত?—এস্থলে উভয়পক্ষেই সমান। প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ এই বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, সৎ ও অসৎ উভয়েরই বিবেচনা করা আবশ্যক। পরন্তু অসদ্বস্তুর অন্তরস্থ যে কতপ্রকার প্রভেদ আছে, এস্থলে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৭৭-৭৯॥

সদংশমাত্রমিষ্টোঽগ্নিরাকাশবদ্বায়ুবিদ্যয়া যদ্বা বিবেচ্য।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥ ৮০ ॥
চিন্তয়েদগ্নিবন্ধ্যে বা মরুতো ন্যূনতাধিকম্।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেবং ন্যূনাধিকবিচারতঃ ॥ ৮১ ॥
বায়োর্দ্বয়াংশতোন্যূনোঽগ্নির্ব্যাপী প্রকল্পিতঃ।

কথিতমাহ সদংশেতি। বায়ো যঃ সদংশস্তদ্ব্রহ্মরূপং মিষ্টোঽগ্নী নিস্তত্ত্বরূপাদ্বায়োঃ স্বরূপং স চ বায়ুর্নিস্তত্ত্বরূপত্বাদেবাকাশবন্মিথ্যা ইত্যং বায়োর্মিথ্যাত্বং চিরং বাসয়িত্বা মরুতং ত্যজেৎ মরুত্ত্বং ত্যজ ইতি বুদ্ধিং ত্যজেৎ ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

বায়ুবুদ্ধিবিচারং তেজস্তত্তিদিত্যাহ চিন্তয়েদগ্নিমিতি। ননু সদংশস্যৈকদেশস্থা মায়া তদংশাদিনা বিয়দাদীনাং ন্যূনাধিক্যভাব উক্তঃ স লোকে ন ক্বাপি দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বিতি ॥ ৮১ ॥

ননু বায়োঃ কিয়তাংশেন ন্যূনো বহ্নিরিত্যত আহ বায়োর্দ্বয়াংশতো ন্যূন ইতি। তস্য বাস-

---

বায়ুতে সদংশস্বরূপ পরমব্রহ্মের যে সৎ অংশ আছে, তাহাকে পৃথক্ করিয়া লইলে অবশিষ্ট যে অসৎস্বরূপ মায়িক অংশ থাকে, তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য। যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণও এই যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া বায়ুর অনিত্যত্ব প্রতিপাদন কর, কখনও বায়ুতে নিত্যত্ব বুদ্ধি করিও না ॥ ৮০ ॥

যেরূপ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা বায়ুর অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া অগ্নির অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—অগ্নি বায়ুর কার্য্যস্বরূপ এবং ইহা বায়ু হইতে অল্পস্থানব্যাপী। সুতরাং অগ্নির অনিত্যতাবিষয়ে অন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, কেবল এই যুক্তিদ্বারাই অগ্নির অনিত্যত্ব সবিশেষপ্রমাণীকৃত হইবে। আকাশাদি পঞ্চভূত এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে উপর্য্যুপরি আবরণ করিয়া আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সকল বস্তুতেই সেই সকল ভূত ক্রমশঃ ন্যূনাধিক্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই ন্যূনাধিক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বায়ুর

পুরাণীয়ং তারতম্যং হ্যগ্নেরপ্যুপলক্ষ্যতে ॥ ৮২ ॥
বহ্নিস্বভাবাবাত্মা পূর্ব্বানুগতিরত্র চ।
অস্তি বহ্নিঃ স্বনিস্তেজঃ প্রকাশবান্ স্বপ্রকাশবানপি ॥ ৮৩ ॥
সম্মায়াব্যোমবায়ুভ্যো যুক্তস্যাগ্নের্নিজো গুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্ বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥

বলগন্ধা বারয়তি বায়াবিতি। সত্ত্বং ন্যূনাধিকভাবঃ স্বকর্ম্মীয়কল্পিত ইত্যাগমাচ্চ পুরাণীয়মিতি ॥ ৮২ ॥

বহ্নিঃ স্বিরূপমাহ বহ্নিরিতি। অত্রাপি বায়ীরিব কারণধর্ম্মা অনুগতা ইত্যাহ পূর্ব্বানুগতিরিতি। কে তে ধর্ম্মা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অস্তি বহ্নিরিতি ॥ ৮৩ ॥

এবমগ্নৌ কারণধর্ম্মানুগত্যনুবাদপূর্ব্বকং স্বকীয় ধর্ম্ম দর্শয়তি সম্মায়েতি। ইত্থং সবিশেষং বহ্নিস্বরূপং ব্যুত্পাদ্য ইদানীং সদ্বস্তুনো বহ্নিং বিবিনক্তি তত্র সত ইতি। তত্র তেষু মধ্যে সতঃ সদ্বস্তুনোঽন্যৎ সর্ব্বং ধর্ম্মজাতং মিথ্যেতি বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাং পৃথক্ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি বায়ুতে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, উক্তপ্রকারে সকল ভূতেই তাহাদিগের প্রত্যেকের দশাংশ পরিমাণে তারতম্য আছে ॥ ৮১-৮২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশ ও বায়ুর স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ অগ্নির স্বরূপ ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—অগ্নির স্বীয় গুণ প্রকাশকতা। পরন্তু তাহার অপর চারিটি গুণ আছে, যথা—সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ এবং উষ্ণস্পর্শ। এই গুণচতুষ্টয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা তাহার কারণ হইতে আগত গুণ। অগ্নির উক্ত চারিটী গুণ তাহার কারণীভূত সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ু হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্নির কারণীভূত সদ্বস্তু হইতে সত্তাগুণ, মায়াহইতে অনিত্যতা, আকাশ হইতে শব্দ এবং বায়ু হইতে স্পর্শ গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইক্ষণ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ুর গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রকাশকতা গুণযুক্ত সেই অগ্নিকে সৎ হইতে পৃথক্ করিলে তাহার অনিত্যতা সিদ্ধি হয়, কি না

सती विवेचिते वह्नौ मिथ्यात्वे सति वाखिते ।
आपो ह्यांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत् ॥ ८५ ॥
सत्ताद्यैरम्भः सम्बद्धाः सम्बन्धस्पर्शसंयुताः ।
रूपवत्योऽन्यधर्मास्तु तत्रा स्वीयो रसो युवः ॥ ८६ ॥
सती विवेचितास्वम्भ, तन्मिथ्यात्वे च वाखिते ।
भूमिर्ह्यांशतो न्यूना कल्पिताप्स्विति चिन्तयेत् ॥ ८७ ॥

एवं वह्नेर्मिथ्यात्वनिश्चयानन्तरमपां मिथ्यात्वं चिन्तयेदित्याह सती विवेचिते वह्नाविति ॥ ८५ ॥

अथ्वापि चारब्धधर्मान् स्वधर्मांश्च विभज्य दर्शयति सत्ताद्य इति । अम्बुना सह वर्त्तमानाः सम्बद्धः सम्बन्धाधारी स्पर्शयेति सम्बन्धस्पर्शेन युता इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

विवेकध्यानाभ्याम् अपां मिथ्यात्वं निश्चित्यानन्तरं भूमेर्मिथ्यात्वं चिन्तयीतेत्याह सती विवेचितास्विति ॥ ८७ ॥

বিবেচনা কর, অর্থাৎ অগ্নিকে সৎ, মায়া, আকাশ এবং বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে ইহার অনিত্যতা সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার সদ্‌যুক্তি-দ্বারা অনুধাবনপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই অগ্নি যে অনিত্য-পদার্থ তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে ॥ ৮৩-৮৪ ॥

এই প্রকারে অগ্নির স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া জলের স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। সদ্বস্তু হইতে প্রথগ্-ভূত অনিত্য অগ্নি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন জল সেই অগ্নিতে কল্পিত হয়। জলেতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই পাঁচটী কারণ গুণ বর্ত্তমান আছে, এই পাঁচটী জলের স্বাভাবিক গুণ নহে। জলের স্বাভা-বিক গুণ রস। সমুদায়ে জলেতে ছয়টী গুণ বিদ্যমান আছে। এইক্ষণে উক্ত সত্তাদি পঞ্চকারণগুণবিশিষ্ট এবং স্বীয় রস গুণযুক্ত জলকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অনিত্যত্ব বিলক্ষণরূপে প্রতীয়-মান হইবে ॥ ৮৫-৮৬ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে সদ্‌যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা বিচারপূর্ব্বক জলের গুণ ও অনিত্যত্ব

অস্তি ভূমেস্তথা গুণাস্তাঃ [illegible]
রসশ্চ পরতো নেতী নত্বা সত্তা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৮ ॥
পৃথক্কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্নিত্যাবধার্যতে।
ভূমের্হ্রাসমতী ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৮৯ ॥
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ।

তস্যা মিথ্যাত্বচিন্তনায় তদ্গুণানপি বিভজতে অস্তি ভূমেস্তথেতি। তৈঃ: সত্তমাত্রং পৃথক্ কর্ত্তব্যমিত্যাহ সত্তা বিবিচ্যতামিতি ॥ ৮৮ ॥

সত্তায়াঃ পৃথক্করণে ফলমাহ পৃথক্কৃতায়ামিতি। ইদানীং ভৌতিকস্যৈ ব্রহ্মাণ্ডাদিভ্যঃ

প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ ভূমির গুণ নিরূপণপূর্ব্বক তাহার স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভূত অনিত্য জল অপেক্ষা দশাংশ পরিমাণে ন্যূন ভূমি জলে কল্পিত হয়। সেই ভূমিতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই ছয়টীকারণ গুণ বিদ্যমান আছে। এই ছয়টি ভূমির স্বাভাবিক গুণ নহে। ভূমির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। ভূমিতে সমুদায়ে সাতটি গুণ আছে। ॥ ৮৭ ৮৮ ॥

এইক্ষণ সদ্‌যুক্তিদ্বারা ষট্ কারণগুণবিশিষ্ট ও স্বীয় গন্ধ গুণসমন্বিত ভূমিকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভূমির অনিত্যতা বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে প্রমাণদ্বারা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশাদি পঞ্চভূতের কারণগুণ ও স্বাভাবিক গুণ এবং অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াএইক্ষণ সেই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সদ্বস্তুর প্রার্থক্যনিরূপণাভিপ্রায়ে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অনিত্য ভূমি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন তন্মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কল্পিত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূরাদি চতুর্দ্দশভুবন* আছে। সেই চতুর্দ্দশভুবনে যথাযোগ্য লোক বসতি

---

* ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক ও সত্যলোক এই সপ্ত-লোক এবং জম্বুদ্বীপ শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপ, গোমেদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ এই সপ্তদ্বীপ সমুদায়ে চতুর্দ্দশ লোককে চতুর্দ্দশভুবন বলে।

ভুবনেষু [illegible] ॥ ৮৯ ॥
ব্রহ্মাণ্ডেষ্বেকদেহেষু [illegible] ॥
অসন্তোঽপ্যাদ্যয়ী [illegible] ॥ ৯১ ॥
ভূতভৌতিকমায়ানামসত্ত্বেঽপ্যস্তবাসিতে ।
সদ্বস্ত্বদ্বৈতমিত্যেষা ধীর্বিপর্য্যেতি ন ক্বচিৎ ॥ ৯২ ॥

সতী বিবেচনায় তদবস্থানপ্রকারং দর্শয়তি ভূমের্দর্শয়তী ন্যূনমিত্যাদি যথাযথমিত্যন্তেন সার্দ্ধেন ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

তেষু বিবেচনে ফলমাহ ব্রহ্মাণ্ডেষ্বিতি ॥ ৯১ ॥

তত্রাপি কা অবিদ্যেত্যুক্তমেবার্থং স্পষ্টীকরোতি ভূতভৌতিকমায়ানামিতি । ভূতানামাকাশাদীনাং ভৌতিকানাং ব্রহ্মাণ্ডাদীনাং মায়ায়াশ্চ তৎকার্য্যভূতায়া নিত্যত্বে বিবেকধ্যানাভ্যাসে দৃঢ়ং বাসিতে সতি সদ্বস্ত্বদ্বৈতত্বধীঃ কদাচিন্ন বিহন্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

করে। সকল ভুবনে একপ্রকার প্রাণীর বসতি নাই। যে ভুবন যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভুবনে তদুপযুক্ত প্রাণী বাস করিয়া থাকে ॥ ৮৯-৯০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনে যে যে প্রকার প্রাণী বসতি করে, তাহাদিগের শরীর চতুর্ব্বিধ। ঐ চতুর্ব্বিধ শরীর হইতে সদ্বস্তু বিবেচনার প্রকার ও সেই বিচারের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যতপ্রকার প্রাণী বাস করে, তাহাদিগের ভৌতিক শরীর হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া লইলে তখন সেই ব্রহ্মাণ্ড অসৎরূপে পরিজ্ঞাত হইবে। যদিও ব্রহ্মাণ্ড অসৎরূপে বিবেচিত হইয়া দেদীপ্যমান থাকে, তথাপি সেই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যমানতাতে অদ্বৈত পদার্থের অদ্বৈতত্বের কোন হানি হয় না। ভূত ও ভৌতিক পদার্থ এবং মায়া, ইহাদিগের অসত্তা অনিত্যতা বিষয়ে বিশেষ রূপে বিবেচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাতে সদ্বস্তুর অদ্বৈতজ্ঞানের কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না ॥ ৯১ ৯২ ॥

[illegible]

[illegible] ॥ ৫২ ॥

[illegible]।

নন্ন ভূতাদীনাং অবস্তুত্বে বিদুষাং অবস্তুত্বীয়ঃ প্রসঙ্গেন [illegible] বিবিধেন মিথ্যাত্ব-বিষয়েঽপি ভূতাদিঃ স্বরূপমর্দনাভাবাৎ অব্যবহারী ভূতেতরাদ্ব সদ্বৈতাদিতি ॥ ৫২ ॥

নন্ন [illegible] সাঙ্খ্যাদিভিরভিধীয়মানস্য [illegible] ন বিরোধঃ স্থিতঃ

সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈতপদার্থ হইতে আকাশাদিভূত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থকে পৃথক করিলে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অনিত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতগণ যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহারিক বিষয়ের ব্যবহারেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থের মিথ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞান হইলেও তাহারা বিদ্যমান থাকে; অতএব পণ্ডিতবর্গের ব্যবহার হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং তাঁহারাও যে অসদ্বস্তুর সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এই প্রকার ব্যবহারও যে হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ৬৩ ॥

সাংখ্যবাদী, কণাদমতাবলম্বী ও বৌদ্ধবাদীরা বিবিধ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা যে যে প্রকারে জগতের সত্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা করুণ; কিন্তু সেই সকল সাংখ্যবাদীদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন বাধিতভা করিয়া বৃথা প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ব্যবহারিক বিষয়ে কোন ব্যক্তির সহিত আমাদিগের বিবাদ নাই, এইনিমিত্ত ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কেবল পারমার্থিক সত্তার বিচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়েই আমরা সবিশেষ যত্নবান্ হইয়া থাকি। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তির মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে পরমার্থের কোন হানি হয় না। সেইজন্য

তত্ত্বে জনৈর্নৈষ্ঠুরতা জনানাং তথা তথা ॥ ৯৪ ॥
অবজ্ঞার্থং সদ্দ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরস্ত্যবাদিভিঃ।
এবং বা ঘটিতং জ্ঞাত্বা সদ্দ্বৈতমবজানতাম্ ॥ ৯৫ ॥
দ্বৈতাবজ্ঞা কৃতিতা যেদ্দ্বৈতা ধীঃ স্থিরা ভবেৎ।
স্থৈর্য্যং তস্যাঃ পুনর্নৈব জীবন্মুক্তা ইতীর্য্যতে ॥ ৯৬ ॥

ইত্যাদয়স্তু ব্যাবহারিকভেদস্য স্বজ্ঞানিরস্যুপপত্তেরাত্ম নিরাসায় প্রযত্নাত ইত্যাহ সাংখ্য-ব্যাখ্যাদ্বীত্যাদিরিতি ॥ ৯৪ ॥

ননু প্রমাণসিদ্ধস্য সতত্ত্বভেদস্যাবশ্যাত্মপপন্না ইত্যাশঙ্ক্যাহ 'অবজ্ঞাতমিতি।' যথা অন্যবাদিভিঃ সাংখ্যাদিভির্নিঃশঙ্কৈঃ স্মৃত্যাদিসিদ্ধস্যাপি সদ্দ্বৈতস্যাবজ্ঞা ক্রিয়তে তথা স্মৃতি-যুক্ত্যনুভবাবষ্টম্ভেনাস্মাকং তদীয়দ্বৈতাদরস্তে কিং ক্রীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

ননু নিষ্প্রয়োজনমেবং দ্বৈতাবজ্ঞাত্মাত্মস্য জীবন্মুক্তিলক্ষণপ্রয়োজনসদ্ভাবাদ্বৈতমিত্যাহ দ্বৈতাবজ্ঞেতি ॥ ৯৬ ॥

আমরা পরমার্থ স্থির রাখিতে যত্নবান্ আছি, লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টিপাত করি না ॥ ৯৩ ॥

সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধমতাবলম্বীরা যদি নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সদ্বস্তুর অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অনাদর করে, তাহাতে আমাদিগের কোন হানি নাই। সাংখ্যবাদি প্রভৃতিরা যদি কেবল লৌকিক ব্যবহারাদির প্রতি নির্ভর করিয়া সদ্বস্তুর দ্বৈতত্বস্বীকারপূর্ব্বক অপদে পদার্পণ করে, তাহা করুক, আমরা তাহাতে বিরক্ত নহি। কিন্তু আমরা শ্রুতি ও শাস্ত্রীয়যুক্তি এবং অনুভবদ্বারা বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকে অনিত্য জানিয়া তাঁহাদিগের সদ্বস্তুর দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। তাঁহারা যেমন অদ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে অনাস্থাপ্রদর্শন করেন, আমরাও সেইপ্রকার তাঁহাদিগের দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে ঘৃণা করিয়া থাকি ॥ ৯৫ ॥

দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে এইপ্রকার অবজ্ঞাপ্রদর্শন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে। তাহাতে বিশেষ ফল আছে। কারণ পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনদ্বারা দ্বৈত-বিষয়ের অবজ্ঞাতে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, অদ্বৈতজ্ঞান ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ। নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭৩ ॥
সদ্দ্বৈতোভয়রূপেণ সদসদ্বস্ত্বনীক্ষণম্ ॥

ন কেবলং জীবন্মুক্তিরেব প্রয়োজনম্, অপি তু বিদেহমুক্তিরপি ফলমিত্যাহ, স্থিতিমবাপ্য-মুদাহরতি এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি ॥ ৭৩ ॥

অন্তকালশব্দেন বর্ত্তমানদেহপাতোঽভিধীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য বারয়িতুং বিশেষিতমন্তকালাদ্ সদ্দ্বৈতে ইতি। সদ্দ্বৈতোভয়রূপে ইতি চ যদ্যপি নাধ্যাসস্তথাপি নৈকস্যানেকত্বমিতি তথৈব

যেহেতু দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। যাঁহারা দ্বৈতমতকে অনাদর করিবার জন্য বিবিধযুক্তি ও অনুভবদ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজ্ঞানকে বিদূরিত করিয়া অদ্বৈতমতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ৯৬ ॥

দ্বৈতমতে অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অদ্বৈতমতে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, যে কেবল জীবন্মুক্তিমাত্র ফল লাভ হয়, এমত নহে। উক্তপ্রকারে অদ্বৈতমতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে নির্ব্বাণমুক্তিও হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিসপ্ততিতমশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, হে পার্থ! যাঁহারা উক্তপ্রকারে জ্ঞানবান্ ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও সংসারজালে পুনঃ পুনঃ মোহিত হন না, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তকালে সংসারমায়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে ॥ ৯৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে "অন্তকাল" শব্দের উল্লেখ হইয়া, এই শ্লোকে সেই অন্তকালের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন।—ব্যবহারকালে বিষয়বাসনাদ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈতবস্তু ও অসৎস্বরূপ দ্বৈতবস্তু এই উভয় পদার্থের ঐক্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে যে সময়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা সৎ ও অসৎ এই উভয়ের ভেদজ্ঞান জন্মে, সেই সময়কে অন্তিমকাল বলা যায়। অন্যথা লৌকিক ব্যবহারে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে যে,—যে সময়ে প্রাণ দেহপরিত্যাগ

তস্মান্নামাত্মকত্বেদ্বুদ্ধিরেব ন কেবলঃ ॥ ৯৮ ॥
যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগেষু প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মিন্ কালেঽপি ন জ্ঞানং গতায়াঃ পুনরাগমঃ ॥ ৯৯ ॥
নীরোগ উপবিষ্টো বা ক্ষ্মী বা বিলুঠন্ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজেদেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥ ১০০ ॥
দিনে দিনে স্বপ্নসুষুপ্তয়োরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্।
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাত্ তত্ত্ববিদ্যা ন নশ্যতি ॥ ১০১ ॥

অনস্যান্তকালো নাম তথীরহ্নতথীঃ সত্যাবৃতরূপেষ ভেদবুদ্ধিরেব নাপরো বর্ত্তমান দেহপাত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

ইদানীং লোকপ্রসিদ্ধানস্বীকারেঽপি ন দোষ ইত্যভিপ্রায়েণাহ যদ্বান্তকাল ইতি ॥ ৯৯ ॥

উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি নীরোগ ইতি ॥ ১০০ ॥

ননু প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাদিনা জ্ঞাননাশে ভ্রান্তিঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞাননাশাভাবে দৃষ্টান্তমাহ দিনে দিনে ইতি। যথা প্রত্যহমধীতে বেদে স্বপ্নসুষুপ্তাবস্থায়াং বিস্মৃতেঽপি পরেদ্যুরনধীতবেদত্বং নাস্তি তথা মৃতিকালে তত্ত্বানুসন্ধানাভাবেঽপি জ্ঞাননাশাভাব ইত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

করে, সেই সময়কে অন্তকাল বলিয়া থাকে। অন্তিমকালে সেই তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রমজ্ঞান উপস্থিত হয় না ॥ ৯৮-৯৯ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অন্তকালে নীরোগ শরীরে প্রাণপরিত্যাগ করুন, কিম্বা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করুন, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করুন, কোনপ্রকারেই তাঁহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। জীবন্মুক্ত পুরুষ কোনকালেও মোহের বশীভূত হন না, সর্ব্বকালেই তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান থাকে ॥ ১০০ ॥

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও দেহত্যাগকালে সেই ব্যক্তির অদ্বৈতজ্ঞান কখনই বিস্মৃত হয় না। যেমন সামান্য ব্যক্তি প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুষুপ্তিকালে তাহার পূর্ব্বাধীত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখন পুনর্ব্বার তাহার সেই চৈতন্যের উদয় হয়, তখন আর সেই বিদ্যা বিস্মৃত থাকে না, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায়

प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना।
न नश्यति न वेदान्तात् प्रबलं मानमीक्षते ॥ १०२ ॥
तस्माद् वेदान्तसंसिद्धं सद्द्वैतं न बाध्यते।
अन्तकालेऽप्यतो भूतविवेकान्निर्वृतिः स्थिता ॥ १०३ ॥

इति भूतविवेकोनाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥

ज्ञानलाभाभावमेवोपपादयति प्रमाणोत्पादितेति ॥ १०२ ॥
उपपादितमर्थमुपसंहरति तस्मात् वेदान्तसंसिद्धमिति ॥ १०३ ॥

इति भूतविवेकव्याख्या समाप्ता ॥

পুনরায় যে প্রকার তাহার পূর্ব্ব পঠিত বিদ্যা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দেহত্যাগকালে মূর্চ্ছিত হইলেও তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না ॥ ১০১ ॥

কোন প্রমাণদ্বারা একটি বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে, তদপেক্ষা অন্য একটী প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই সেই নিশ্চয় জ্ঞানের অন্যথা হয় না। যেপর্য্যন্ত প্রবল প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের পূর্ব্ববৎ নিশ্চয় জ্ঞান অবিকৃত থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বেদান্ত প্রমাণদ্বারা অন্তঃকরণে যে অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অন্তকালেও সেই জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয় না, যেহেতু বেদান্তপ্রমাণ হইতে তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ক প্রবল প্রমাণ আর নাই। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বেদান্তপ্রমাণ-দ্বারা প্রতিপাদিত ভূতবিবেকদ্বারা অলীক বিষয়বাসনা দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে থাকে, তখন আর কোন-প্রকার দুঃখভোগের সম্ভব থাকে না ॥ ১০২-১০৩ ॥

ইতি ভূতবিবেক সমাপ্ত ॥

पञ्चकोषविवेकोनाम-

तृतीयः परिच्छेदः।

गुहाहितं ब्रह्म यत् तत् पञ्चकोषविवेकतः।
बोद्धुं शक्यं ततः कोषपञ्चकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥
देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः।

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
पञ्चकोषविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः ॥

तैत्तिरीयोपनिषत्तात्पर्य्यव्याख्यानरूपं पञ्चकोषविवेकाख्यं प्रकरणमारभमाणः आचार्य्यस्तत्र श्रोतृप्रवृत्तिसिद्धये सम्प्रदायानुसमभिधेयं सूचयन् सुखतश्चिकीर्षितं ग्रन्थं प्रतिजानीते गुहाहितमिति। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्नित्यादिश्रुत्या गुहाहितत्वेनाभिहितं यद् ब्रह्मास्ति तद्गुहाशब्दवाच्यान्नमयादिकोषपञ्चकविवेकेन ज्ञातुं शक्यते यतः ततस्तेषां कोषाणां पञ्चकं प्रकर्षेण प्रत्यगात्मनः सकाशात् विभज्य प्रदर्श्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥

ननु कीदृशं गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म कोषपञ्चकविवेकेनावबुध्यत इत्याशङ्क्य श्रुत्या गुहाशब्देन विवक्षितमर्थमाह देहादभ्यन्तरः प्राण इति। देहादन्नमयात् प्राणः प्राणमयः अभ्य-

---

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পঞ্চকোষ রূপ গুহাগত সচ্চিদানন্দময় অদ্বৈত পরমব্রহ্মকে জানিয়া সেই অনাদি সর্ব্বময় পরমপিতা পরমপুরুষের সহিত ঐক্যভাবে অনির্ব্বচনীয় অতুলআনন্দ ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু "গুহা" শব্দবাচ্য-পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষবিবেক কথিত হইতেছে। যেহেতু পঞ্চকোষরূপ গুহাগতব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান আবশ্যক হইলে, সেই পঞ্চকোষবিচার আবশ্যক করে ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব কথিত শ্লোকে যে "গুহাগত" শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যপ্রকাশার্থ প্রথমতঃ "গুহা" শব্দের প্রকৃত অর্থ বিবৃত হইতেছে।—এই সচরাচর পরিদৃশ্যমান জগতে যে সকল স্থূলদেহ দৃষ্ট হয়, তাহাই অন্নময়কোষ।

ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥ ২ ॥
পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাম্না প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ ॥ ৩ ॥

ন্তরঃ আন্তরঃ। প্রাণাত্ প্রাণময়াত্ মনঃ মনোময়ঃ অভ্যন্তরঃ আন্তরঃ। ততো মনোময়াত্ কর্ত্তা বিজ্ঞানময়ঃ আন্তরঃ ইত্যনুষজ্যতে। ততো বিজ্ঞানময়াত্ ভোক্তা আনন্দময়ঃ সোঽপি পূর্ব্ববদান্তর ইত্যর্থঃ। সেয়মন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তানা পরম্পরা গুহাশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ইদানীমন্নময়স্য স্বরূপং তদনাত্মত্বঞ্চ দর্শয়তি পিতৃভুক্তান্নজাদিতি। পিতৃভুক্তান্নজাত্ পিতৃমাতৃভ্যাং ভুক্তাদ্ রেতোরূপাদন্নাজ্জায়মানে যদ্ বীর্য্যং তস্মাদ্ বীর্য্যাদ্ যো দেহঃ জাতঃ যশ্চ জননানন্তরং ক্ষীরাদ্যন্নেনৈব বর্দ্ধতে সদেহোঽন্নময়োঽন্যস্য বিকারঃ স আত্মা ন ভবতি কুতঃ ইত্যত আহ প্রাক্ চোর্দ্ধমিতি। জন্মনঃ প্রাক্ মরণাদূর্দ্ধঞ্চ তদভাবস্তস্য দেহস্যাভাবাদিত্যর্থঃ। বিবাদাধ্যাসিতো দেহ আত্মা ন ভবতি কার্য্যত্বাত্ ঘটাদিবদিতি ভাবঃ ॥ ২

এই অন্নময়কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ আছে। সেই প্রাণময়কোষের অভ্যন্তরে মনোময়কোষ, মনোময়কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময়কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময়কোষ আছে। এইরূপে পরস্পর বর্ত্তমান অন্নময়াদি পঞ্চকোষ গুহাশব্দের বাচ্য, অর্থাৎ এইস্থলে "গুহা" শব্দদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে বুঝাইতেছে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে পঞ্চকোষের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই কোষ পঞ্চকের প্রত্যেকের স্বরূপ ও তাহাদিগের অনাত্মত্বপ্রকাশমানসে প্রথমতঃ অন্নময়কোষের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পিতা মাতা যে সকল অন্ন আহার করেন, সেই সকল অন্ন পরিপাক হইয়া পরিণামে শুক্রশোণিত হইতে যাহার যে শরীর উৎপন্ন হইয়া অন্নময়রসদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শরীর অর্থাৎ স্থূলদেহ, এইরূপে অন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারাই বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সেই স্থূলদেহকে অন্নময়কোষ বলে; কিন্তু এই স্থূলদেহ রূপ অন্নময়কোষ জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না এবং মরণের পরেও থাকিবে না, অতএব এই কোষকে নিত্যশুদ্ধ অবিনাশী বা আত্মার স্বরূপ বলা যায় না অর্থাৎ উহা অনিত্য ॥ ৩ ॥

पूर्व्वजन्मनसस्तेन जन्म सम्भावयेत् कथम् ।
भाविजन्मन्यसत् कर्म्म न भुञ्जीतेह सञ्चितम् ॥ ४ ॥
पूर्णो देहे बलं यच्छन्नन्नाणां यः प्रवर्त्तकः ।

हेतुरस्तु साध्यं माभूत् विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजकोऽयं हेतुरित्याशङ्क्याकृताभ्यागमनकृतनाशाख्यबाधकसद्भावान्नैवमिति परिहरति पूर्व्वजन्मनीति। एतद्देहस्यात्मनः पूर्व्वस्मिन् जन्मनि असत्त्वात् एतज्जन्महेतुभूतासम्भवेऽपि अस्य जन्मनोऽप्यङ्गीक्रियमानत्वादकृताभ्यागमः प्रसज्येत तथा भाविजन्मन्यपि अस्य देहस्यात्मनोऽसत्त्वादभावाद्दिष्टाकुष्टितयोः पुण्यपापयोः फलभोक्तुरभावेन भोगसम्भवेऽपि कर्म्मक्षयः प्रसज्येतायं कृतनाश एवं अकृताभ्यागमकृतनाशरूपबाधकसद्भावादात्मनः कार्य्यत्वं नाङ्गीकर्त्तव्यमिति भावः ॥४॥

एवमन्नमयकोषस्यानात्मत्वं प्रदर्श्य प्राणमयकोषस्वरूपं तदनात्मत्वञ्च दर्शयति पूर्णो देहे बलमिति। यो वायुः देहे पूर्णः पादादिमस्तकपर्य्यन्तं व्याप्तः सन् बलं यच्छन् व्यापारयेच्च

যদি বল উৎপত্তি বিনাশশালী স্থূলদেহ অনিত্য হইলেও তাহাকে আত্মা স্বীকার করিলে হানি কি আছে ? তদ্বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিতেছেন,—পূর্ব্বজন্মে যে স্থূলদেহ অসৎ ও অনিত্য ছিল, ইহজন্মে সেই অনিত্য স্থূলদেহের কি প্রকারে জন্ম হইতে পারে ? যে বস্তু একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে পুনর্ব্বার তাহার জন্ম কখনই হইতে পারে না। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলভোগার্থ ইহকালে জন্ম হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত কর্ম্মভোগের অনুরোধ ব্যতিরেকে কাহারও ইহকালে জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। আর পরজন্মে যে পদার্থ অসৎ হইবে, সে ইহকালে যে সঞ্চিত কর্ম্ম ফলভোগ করিবে, তাহাও অসম্ভব। কারণ জন্মান্তরের কারণীভূত কর্ম্মসম্পাদন করিবার নিমিত্তই পুনরায় দেহপরিগ্রহ করিয়া ইহজন্মে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় ॥ ৪ ॥

এইরূপে স্থূলদেহরূপ অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রাণময়কোষের অনাত্মত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অন্নময়কোষরূপ শরীরের বলাধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে নিয়োজিত করে, সেই পরিপূর্ণ স্বভাববিশিষ্ট প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে

বায়ুঃ প্রাণময়ো নাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ ॥ ৫ ॥
অহন্তা মমতা দেহে গৃহাদৌ ন করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬ ॥
লীনা সুপ্তৌ বুদ্ধৌ ব্যাপ্নুয়াদনন্যগা।

সামর্থ্যং প্রযত্নরূপায়াং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকঃ প্রেরকো বর্ত্ততে স বায়ুঃ প্রাণময় ইত্যুচ্যতে। অসাবপ্যাত্মা ন ভবতি। তত্র হেতুমাহ চৈতন্যবর্জনাদিতি। বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রাণ আত্মা ন ভবতি জড়ত্বাৎ ঘটবদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ইদানীং মনোময়স্বরূপপ্রদর্শনপূর্ব্বকং তন্নাস্ত্যনাত্মত্বমাহ অহন্তা মমতেতি। দেহে অহন্তাম্ অহন্তাবং গৃহাদৌ মমতা মদীয়ত্বাভিমানং চ যঃ করোতি অসৌ মনোময় আত্মা ন ভবতি। কুত ইত্যত আহ কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্ত ইতি হেতুগর্ভিতং বিশেষণং কামক্রোধাদি-বৃত্তিমত্তয়ৈবাস্যবিকারত্বাদিত্যর্থঃ। তথা চ মনোময় আত্মা ন ভবতি বিকারিত্বা-দ্ঘটবদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তরং কর্ত্তৃশব্দবাচ্যস্য বিজ্ঞানময়স্য স্বরূপং প্রদর্শয়ন্ তদনাত্মত্বং দর্শয়তি লীনা সুপ্তাবিতি। যা বিচ্ছায়োপেতা ধীঃ বিদ্যাভাসসহিতা বুদ্ধিঃ সুপ্তৌ সুষুপ্তিকালে লীনা

প্রাণময়কোষ বলে। সেই প্রাণময়কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু সেই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জড়পদার্থ, তাহাদিগের চৈতন্য নাই ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ মনোময়কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতি-পাদন করিতেছেন।—অহঙ্কারের বশীভূত যে মনঃ তাহাকে মনোময়কোষ বলে। সেই মনঃ ভ্রান্তিজ্ঞানের বাধ্য হইয়া অন্নময়কোষস্বরূপ শরীরকে অহং জ্ঞান করে এবং পুত্রমিত্র গৃহ ধনাদিরূপ অসার সংসারে আত্মবোধ করে; কিন্তু সেই মনোময়কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু কামক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা সেই মনোময়কোষের বিকার জন্মিয়া থাকে। আত্মা নির্ব্বিকার ও অভ্রান্ত; তাহার কোন কারণে বিকার হয় না বা ভ্রান্তিজ্ঞানও জন্মে না। সুতরাং ভ্রান্ত ও বিকৃত পদার্থ মনোময়কোষ কখনই আত্মা হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ বিজ্ঞানময়কোষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতি-

বিজ্ঞানীয়ৎসতী বীধে জাগরণকালে আনখাগ্রাৎ নখাগ্রপর্য্যন্তং বর্ত্তমানা সতী বপুঃ শরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ সংব্যাপ্য বর্ত্তেত সা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ বিজ্ঞানময়শব্দং ভজমানা অস্যাবস্থাত্মা ন ভবতি বিনয়াদ্যবস্থাবত্ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ননু মনোবুদ্ধ্যোরন্তঃকরণত্বাবিশেষাৎ মনোময়বিজ্ঞানময়ত্বাদ্যপ্যেষ কোষদ্বয়কল্পনানুপপন্না ইত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং ভেদসদ্ভাবাৎ ঘটত এব মনোময়ত্বাদিভেদ ইত্যাহ কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যামিতি। অন্তশ্চিদ্ভিন্নমন্তঃকরণং কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং কর্ত্তৃরূপেণ করণরূপেণ চ বিক্রিয়েত পরিণমেত ইত্যর্থঃ। এতে কর্ত্তৃকরণে বিজ্ঞানমনসী বিজ্ঞানমনঃশব্দবাচ্যে ভবতঃ। এতে চ পরস্পরমনন্যাত্মভাবেন বর্ত্তেতে অতঃ কোষদ্বয়মুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

পাদন করিতেছেন।—যে বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা সমাচ্ছন্ন (প্রলয়) হইয়া থাকে এবং পুনরায় জাগ্রদবস্থায় নখাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে, ঐ বুদ্ধি চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট। উক্ত প্রকারে এই বুদ্ধির উৎপত্তি বিনাশ হয়, এইনিমিত্ত ইহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি উৎপত্তি বিনাশ বা প্রলয়শীল পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাদি জড় পদার্থকেও আত্মা বলিতে পার ॥ ৭ ॥

মনঃ এবং বুদ্ধি উভয়ই অন্তঃকরণ হইতে বিভিন্ন হইলেও সামান্যতঃ উক্ত পদার্থদ্বয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হয়। অতএব এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্য কি? যদি উভয়ই এক পদার্থ হইল, তবে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিলেন কেন? উভয় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্য এই যে,—একই অন্তঃকরণ কর্ত্তৃত্বরূপে ও করণত্বরূপে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি কর্ত্তৃত্বরূপে বিকৃত হইয়া বিজ্ঞানময়শব্দে অভিহিত হয় এবং মনঃ বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময়কোষ শব্দের বাচ্য হয়। আপাততঃ উভয়ের একত্বরূপে প্রতীতি হইলেও কর্ত্তৃত্ব ও করণত্বরূপে বিভিন্নতা আছে ॥ ৮ ॥

কাচিদ্বৃত্তিমুষ্ণা তত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেব লীয়তে ॥ ৯ ॥
কাদাচিত্কত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽব্যয়ঃ।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতেঃ ॥ ১০ ॥

ইদানীং ভোক্তৃশব্দবাচ্যস্যানন্দময়স্যানাত্মত্বং দর্শয়িতুং তস্য স্বরূপমাহ কাচিদন্তর্মুখা তত্তিরিতি। পুণ্যভোগে পুণ্যকর্ম্মফলানুভবকালে কাচিদ্বৃত্তিরন্তর্মুখা সতী আনন্দপ্রতিবিম্বভাক্ আত্মস্বরূপস্য আনন্দস্য প্রতিবিম্বং ভজতে সৈব ভোগশান্তৌ পুণ্যকর্ম্মফলভোগাবসানে সতি নিদ্রারূপেব লীয়তে বিলীনা ভবতি সা তত্তিরানন্দময় ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

তস্যানাত্মত্বমাহ কাদাচিত্কত্বত ইতি। অয়মাত্মা সূক্ষ্মস্যাপি কাদাচিত্কত্বাৎ আত্মা ন স্যাদ্ঘটাদিপদার্থবৎ ইত্যর্থঃ। ননু বিদ্যমানানামাত্মত্বমাদীনং সর্ব্বেষাম্ আত্মত্বনিরাসে নৈরাত্ম্যং প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্যাহ বিম্বভূতো য ইতি। বুদ্ধ্যাদৌ প্রতিবিম্বিতস্য অবস্থিতস্য প্রিয়াদিশব্দবাচ্যস্যানন্দময়স্য বিম্বভূতঃ কারণভূতো য আনন্দঃ অসাবেবাত্মা ভবতি। কুত ইত্যত আহ সর্ব্বদা স্থিতেরিতি। নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ। বিবাদাধ্যাসিত আনন্দ আত্মা ভবিতুমর্হতি নিত্যত্বাৎ য আত্মা ন ভবতি নাসৌ নিত্যো যথা ঘটাদিঃ। প্রলয়াদিষূৎপত্তিমত্তেনানিত্যত্বাৎ নৈকালিকত্বেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

আনন্দময়কোষকে ভোক্তা বলা যায়, ঐ ভোক্তৃশব্দবাচ্য আনন্দময়কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যে বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগকালে আত্মার অন্তর্গত সুখস্বরূপ হইয়া সেই চিদানন্দময় আত্মাস্বরূপের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগাবসানকালে নিদ্রারূপা প্রকৃতিতে লীন থাকে, সেই আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তিকে আনন্দময়কোষ বলিয়া থাকে। এই আনন্দময়কোষ ক্ষণভঙ্গুর, চিরকাল স্থায়ী নহে। এইনিমিত্ত উক্ত আনন্দময়কোষকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষীকৃত অন্নময় কোষাদির মধ্যে কোন একটীকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তবে আত্মাও স্বীকার করিও না; এই আশঙ্কায় আত্মার যথার্থস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আনন্দময়ের প্রতিবিম্বভূত সৎস্বরূপ অখণ্ডচিদানন্দময়

ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु।
माभूदात्मत्वमन्येषु न क्वचिदनुभूयते ॥ ११ ॥
बाढं निद्रादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतरः।
तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत् ॥ १२ ॥
स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता।

बोधयति ननु देहमुपक्रम्येति। अन्नमयाद्यानन्दमयान्तानां कोषाणामुक्तैर्हेतुभिरात्मत्वं न घटते चेत् माघटिष्ट। अन्येषामात्माऽनुपलभ्यमानत्वादेव सम्भवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥

परिहरति बाढं निद्रादय इति। अत्र निद्राशब्दे न निद्रानन्दौ लक्ष्येते निद्रादयो देहाद्या उपलक्ष्यन्ते अन्यो नानुभूयते इति यदुक्तं तत् सत्यम्। कथं तर्हि तदतिरिक्तस्यात्मनोऽङ्गीकार इत्यत आह तथाप्येतेऽनुभूयन्ते इति। अन्यस्यानुपलभ्यमानत्वेऽपि यदवस्था देहेषामानन्दमयादीनामुपलभ्यमानता भवति सोऽनुभन्ता कथं नाङ्गीक्रियत इत्यर्थः ॥ १२ ॥

ननूक्तेभ्यः कोषेभ्योऽन्य आत्मा यदि विद्यते तर्ह्युपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्तीत्याशङ्क्याह स्वयमेवानुभूतित्वादिति। आनन्दमयादीनां साक्षिणोऽनुभवस्वरूपत्वादेवानुभाव्यत्वं नास्तीति। ननु अनुभवरूपत्वेऽप्यनुभाव्यत्वं कृतो न स्यादित्याशङ्क्याह आत्मानान्तरा-

---

বুদ্ধ্যাদির আশ্রয়, তিনিই আত্মা। সেই আত্মা নিত্য, দেহাদির ন্যায় তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ॥ ৯-১০ ॥

যদি স্থূলদেহস্বরূপ অন্নময়কোষাদি আনন্দময়কোষান্ত সকলেরই অনাত্মত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আর কোন বস্তুকে আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না কেন? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তস্বরূপে বলিতেছেন,—তুমি যে বলিলে, স্থূলদেহস্বরূপ অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষেরই অনুভব হয়, তদতিরিক্ত আর কোন পদার্থই আত্মস্বরূপে অনুভূত হয় না. ইহা সত্য; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্যদ্বারা সেই স্থূল দেহাদির অনুভব হয়, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কে নিবারণ করে? অর্থাৎ যিনি সেই অনুভবের আশ্রয়, তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া স্বীকার কর ॥ ১১-১২ ॥

যদি স্থূলশরীরস্বরূপ অন্নময়কোষাদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষের অতিরিক্ত নিত্য জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহার

ज्ञातृज्ञानान्तराभावादज्ञेयो न खसत्तया ॥ १३ ॥
माधुर्य्यादिस्वभावानामन्यत्र स्वगुणार्पिणाम् ।

भावादिति : ज्ञाता च ज्ञानञ्च ज्ञातृज्ञाने अन्ये ज्ञातृज्ञाने ज्ञातृज्ञानान्तरे तयोरभावः तस्मादज्ञेयः ज्ञानविषयो न भवति इति। ज्ञानाद्यभावाद् वा न ज्ञायते स्वस्यैवासत्त्वात् वा किमत्र विनिगमने कारणमित्यत आह नत्वसत्तयेति। निद्रानन्दादिसाक्षित्वे नासत्त्वस्य पूर्व्वमेवनिराकृतत्वादिति भावः ॥ १३ ॥

अनु भवरूपस्यात्मनोऽनुभाव्यत्वाभावे दृष्टान्तमाह माधुर्य्यादिस्वभावानामिति। आदिशब्देनौष्ण्यादयो गृह्यन्ते माधुर्य्यादयः स्वभावाः सहजा धर्म्मा येषां ते माधुर्य्यादिस्वभावा गुडादयः तेषामन्यत्र स्वसंसृष्टपदार्थेषु चणकादिषु स्वगुणार्पिणां स्वगुणान् माधुर्य्यादीनर्पयन्तीति स्वगुणार्पिणः येषां स्वस्मिन् स्वस्वरूपे गुडादिलक्षणे तदर्पणापेक्षा तेषां माधुर्य्यादीनाम

উপলব্ধি হয় না কেন? কি কারণে আমরা তাহা লাভ করিতে পারি না। আত্মা বলিয়া যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকিত, তাহাহইলে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে জানিতে পারিতাম। এই সংশয়ের নিরাকরণাভিপ্রায়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে সচরাচর কেহই জানিতে পারে না, কিন্তু তিনিই সকলের জ্ঞাতা অর্থাৎ তিনিই সকলকে জানিয়া থাকেন। জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু তিনি অজ্ঞেয়, যদি অন্য কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহাকে সকলেই জানিতে পারিত। যখন আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান নাই, তখন তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে? এই নিমিত্তই তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলে, নচেৎ তাঁহার অসত্তা হেতু তিনি অজ্ঞেয় নহেন ॥ ১৩ ॥

আত্মাই সকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অনুভব করে, এমন কোন পদার্থই নাই, এইনিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা সেই বিষয় প্রমাণীকৃত করিয়া আত্মার বিদ্যমানতাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন।—যেমন মাধুর্য্যগুণশালী মধু ও শর্করা প্রভৃতি বস্তুসকল স্বীয় সংসর্গবশতঃ অন্যবস্তুতে আপন মাধুর্য্যগুণ অর্পণ করে, আপনাতে সেই মাধুর্য্যগুণ স্থাপনার নিমিত্ত অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না এবং মধু শর্করা প্রভৃতি বস্তুকে মাধুর্য্য-

स्वस्मिंस्तदर्थवापित्वा धी न चास्त्यन्यदर्थकम् ॥ १४ ॥
अर्थकान्तरराहित्येऽप्यस्येषां तत्स्वभावता ।
माभूत् तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥ १५ ॥
स्वयंज्योतिर्भवत्येष पुरोऽस्मात् भासतेऽखिलात् ।
तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भासते जगत् ॥ १६ ॥

यथा संपादने अपेक्षा आकाङ्क्षा माधुर्यादिकं केनचित् सम्पादनीयमित्येवंरूपा नैव विद्यते कस्यान्यदर्थकं नास्ति गुडादीनां माधुर्यादिप्रदं वस्त्वन्तरं नास्ति इत्यर्थः ॥ १४ ॥

सदृष्टान्तं फलितमाह अर्थकान्तरराहित्येऽपि इति । माधुर्यादिसम्पादकवस्त्वन्तराभावेऽपि एषां गुडादीनां माधुर्यादिस्वभावता यथा विद्यते एवमात्मनोऽप्यनुभवविषयत्वं माभूत् अनुभवरूपता च भवत्येव इत्यर्थः ॥ १५ ॥

उक्तार्थे प्रमाणमाह स्वयं ज्योतिरिति । अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः सुविभातं तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इत्याद्याः श्रुतयः आत्मनः स्वप्रकाशत्वं बोधयन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥

গুণ অর্পণ করিতে পারে, এমত অন্য কোন পদার্থই নাই; সুতরাং সেই মধুশর্করাদির মাধুর্য্যগুণ স্বতঃসিদ্ধ। সেইপ্রকার পরমাত্মারও জ্ঞাতা কেহ নাই এবং তাহাকে জানিবার অন্য জ্ঞানও নাই; সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় হইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য জ্ঞানস্বরূপের কোন হানি হয় না ॥ ১৪-১৫ ॥

পূর্ব্বকথিত শ্লোকার্থের প্রামাণ্য বিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতি সকলের তৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন।—শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, তাঁহার প্রকাশক আর কেহই নাই। এই সচরাচর অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন এবং এই জগতের প্রলয়াবসানেও তিনিই বর্ত্তমান থাকিবেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এই অশেষ জগৎ সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের অনুগামী, তাঁহার প্রকাশদ্বারাই এই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

যেনেদং জানতে সর্বং তং কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্ঞাত্ মল্লং দেবে তু সাধনম্॥ ১৩॥
স বেত্তি বেদ্যং তত্ সর্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।

যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াত্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াত্ ইতি বাক্যমর্থতঃ পঠতি যেনেদং জানতে সর্ব্বমিতি। যেন সাক্ষিচৈতন্যরূপেণাত্মনা ইদং সর্বং দৃশ্যজাতং জানতে প্রাণিনস্তং সাক্ষিণমাত্মানমন্যেন কেন সাক্ষ্যভূতেন, জড়েন জানতামবগচ্ছেয়ুঃ পুমাংসঃ। অস্যৈব বাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ বিজ্ঞাতারমিতি। দৃশ্যজাতস্য বিজ্ঞাতারং কেন দৃশ্যভূতেন বিদ্যাত্ বিজানীয়াত্ ন কেনাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ। ননু মনসা জ্ঞাস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ মল্লং বেদ্যে তু সাধনমিতি। সাধনন্তু জ্ঞানসাধনন্তু মনো বেদ্যে জ্ঞাতব্যে বিষয়ে মল্লং সমর্থং ন তু জ্ঞাতব্যাত্মনি নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ইত্যাদিশ্রুতেঃ তস্যাপি জীবত্বে কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধাদিতি ভাবঃ॥ ১৩॥

আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বে এব স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি বাক্যদ্বয়মপি প্রমাণমিতি মন্বানস্তদ্বাক্যদ্বয়মর্থতঃ পঠতি স বেত্তি

যে নিত্য চৈতন্যদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অখিলব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা যায়, সর্ব্ব সাক্ষিস্বরূপ সেই নিত্য চৈতন্যকে অন্য কোন্ অনিত্য বস্তুদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে? এই জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব জানা যাইতে পারে। যিনি এই জগতের পরিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা কোনরূপেই জানা যাইতে পারা যায় না। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব জ্ঞেয়বিষয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাতার প্রতি অনুসরণ করিতে পারে না। পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব জ্ঞেয়বিষয়ে নিয়োজিত করেন, কিন্তু সেই আত্মাতে কে আর ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবে? ॥১৭॥

পরমাত্মা যে স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং তাঁহার প্রকাশক আর যে কেহ নাই, এতদ্বিষয়ের প্রমাণ এই,—এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতে যত কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বিদিত পদার্থ আছে, সেই পরমাত্মা তাহাহইতে পৃথক্ এবং যত কিছু অবিদিত পদার্থ আছে,

विदिताविदिताभ्यां तत् पृथक् बोधस्वरूपकम् ॥ १८ ॥
बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथञ्चन जायते।
तं कथं बोधयेत् शास्त्रं लोष्टं नरसमाकृतिम् ॥ १९ ॥
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिर्लज्जायै केवलं यथा।

वेद्यमिति। स आत्मा यद्यद्वेद्यं तत् सर्वं वेत्ति तस्यात्मनो वेदिता ज्ञाता अन्यो नास्ति तद्बोधस्वरूपकं ब्रह्म विदिताविदिताभ्यां विदितं ज्ञातं ज्ञानेन विषयीकृतम् अविदितं अज्ञातमज्ञानेनावृतं ताभ्यां पृथक् विलक्षणं बोधस्वरूपत्वादित्यर्थः ॥ १८ ॥

ननु विदिताविदितातिरिक्तो बोधोऽनुभूयत इत्याशङ्क्य विदितविशेषस्य वेदकस्यैव बोधरूपत्वात् तदनुभवाभावे विदितव्याप्यनुभवाभावप्रसङ्गाद् बोधानुभवोऽवश्यमङ्गीकर्तव्य इति सोपहासमाह बोधेऽप्यनुभवो यस्येति। यस्य मन्दस्य बोधेऽपि घटादिवद् रूपरूपेऽप्यनुभवः साक्षात्कारः कथञ्चन कथमपि न जायते नोत्पद्यते तत् नरसमाकृतिं नरसमाकारं लोष्टं लोष्टवज्जडं मनुष्यं शास्त्रं कथम्बोधयेत् न कथमपि बोधयेदित्यर्थः ॥ १९ ॥

बोधो न बुध्यत इति उक्तिरेव व्याहतेति सदृष्टान्तमाह जिह्वा मेऽस्तीति। जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिर्भाषणं यथा लज्जायै केवलं लज्जाजननायैव भवति न बुद्धिमत्त्वज्ञापनाय

তাহাহইতেও সেই পরমাত্মা বিভিন্ন। তিনি নিত্য সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, পরমপিতা পরমেশ্বর ॥ ১৮ ॥

যাহারা বিদিতাবিদিত হইতে অতিরিক্ত সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে বোধগম্য করিয়াও অনুভব করিতে পারে না, তাহারা নরাকৃতি মৃৎপিণ্ডবিশেষ ও জড়পদার্থের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য পাত্র। যাহারা জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদিগকে কি প্রকারে শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ অনুভবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের বোধভাগী করা যাইতে পারে। যাহাদিগের বুদ্ধি জড়তাদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহারা কোনরূপেও শাস্ত্রীয় যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমাত্মতত্ত্ববোধের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

যিনি পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম নিত্য বোধস্বরূপ, তিনি কোন প্রকারেও আমাদিগের বোধগম্য হন না, অর্থাৎ তাঁহাকে আমরা কোন উপায়েও জানিতে পারি না, এইপ্রকার উক্তি করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেমন "আমার জিহ্বা আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না" এই বাক্য

न बुध्यते मया बोधो बोध्यश्च इति तादृशी ॥ २० ॥
यस्मिन् यस्मिन्सि लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे।
यद्बोधमात्रं तद् ब्रह्मेत्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः ॥ २१ ॥
पञ्चकोषपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः।

जिह्वाया विना भाषयनुपपत्तेः। एवं मया बोधो न बुध्यते इतः परं बोध्यश्च इत्युक्तिरपि तादृशी लज्जाहेतुरेव बोधेन विना तद्व्यवहारासिद्धेरित्यर्थः ॥ २० ॥

भवत्वेवंविधः स बोधस्तथापि प्रकृते ब्रह्मावबोधे किमायातमित्याशङ्क्याह यस्मिन् यस्मिन्नसीति। लोके यस्मिन् यस्मिन् घटादिलक्षणे विषये बोधो ज्ञानमस्ति तत्तदुपेक्षणे तस्य तस्य घटादिविषयस्योपेक्षणे अनादरणे कृते सति यद्बोधमात्रं घटादिषु सर्व्वव्यावृत्तं यत् स्फुरणमस्ति तदेव ब्रह्मेत्येवंरूपा धीर्बुद्धिः ब्रह्मनिश्चयः ब्रह्मावगतिरित्यर्थः ॥ २१ ॥

ननु घटादिविषयोपेक्षया तदधीनुभवरूपं ब्रह्मावगम्यते चेत् तर्हि कोषपञ्चकविवेकोऽनिष्प्रयोजनः स्यादित्याशङ्क्य ब्रह्मणः प्रत्ययरूपताज्ञानेन विना संसारानिवृत्तेस्तथात्वावबोधोपयोगित्वात् न तस्यापि वैयर्थ्यमित्याह पञ्चकोषपरित्याग इति। पञ्चानां कोषाणाम्

নিতান্ত লজ্জাজনক, কারণ জিহ্বা না থাকিলে কেহই কথা কহিতে পারে না, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপিও জিহ্বার প্রতি সংশয় করা যেরূপ লজ্জাকর। সেইরূপ, "নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি জানি না" এই বাক্যও নিতান্ত লজ্জাকর। "নিত্যবোধস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হন না" এই যে বাক্য, ইহা "জ্ঞানকে জানি না" এই বাক্যের ন্যায় অলীক ॥ ২০ ॥

লৌকিক ব্যবহার বিষয়ে যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সেই বস্তু বিষয়ক যে "জ্ঞান" তাহাকেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বলিয়া জান এবং সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই তাহার স্বরূপ নহে ॥ ২১ ॥

যদিও তত্ত্ব তত্ত্বরূপে ঘটাদি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অদ্বৈত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানমাত্রকে পরমব্রহ্মরূপে জানিলে পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তথাপিও পঞ্চকোষ বিচার নিষ্প্রয়োজন নহে। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি পঞ্চকোষ বিচারের উপযোগিতা

स्वस्वरूपं स एव स्यात् शून्यत्वं तस्य दुर्घटम् ॥ २२ ॥
अस्ति तावत् स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः ।
स्वस्मिन्नपि विवादश्चेत् प्रतिवाद्यत्र को भवेत् ॥ २३ ॥

अन्नमयादीनां परित्यागे बुद्ध्या अनात्मत्वनिश्चये कृते तत्साक्षिरूपस्य बोधस्यावशेषणात् स साक्षिरूपो बोध एव स्वस्वरूपं स्वं निजं रूपं ब्रह्मैव स्यात्। ननु अन्नमयादीनाम् अनुभवसिद्धानां त्यागे शून्यत्वपरिशेषः स्यादित्याशङ्क्याह शून्यत्वं तस्य दुर्घटमिति। तस्य साक्षिबोधस्य शून्यत्वं दुर्घटं दुःसम्पन्नमित्यर्थः ॥ २२ ॥

दुर्घटत्वमेवोपपादयति अस्ति नामेति। स्वयं शब्दवाच्यं स्वस्वरूपं लौकिकानां वैदिकानाञ्च मते तावदस्त्येव कुतः इत्यत आह विवादाविषयत्वत इति। स्वस्वरूपस्य विप्रतिपत्तिविषयत्वाभावादित्यर्थः। विपक्षे बाधकमाह स्वस्मिन्नपि विवादश्चेदिति। स्वात्मन्यपि विप्रतिपत्तौ सत्यामवास्यां विप्रतिपत्तौ कः प्रतिवादी स्यात् न कोऽपीत्यर्थः ॥२३॥

আছে। বিশেষ বিবেচনাপুরঃসর অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার পূর্ব্বক তাহাদিগের অনাত্মত্ব স্থিরীকৃত হইলে পর, সেই অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট সাক্ষিস্বরূপ যে "জ্ঞান" থাকে বা জন্মায়, তাহাই পরমব্রহ্মস্বরূপ। যদি বল অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে কেবল শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা নহে; পঞ্চকোষ বিচারপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগের সাক্ষিস্বরূপ যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান। সুতরাং পঞ্চকোষের বিবেচনা আবশ্যক, অগ্রে পঞ্চকোষ-জ্ঞান না হইলে, তাহার অবশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না ॥২২॥

সর্ব্বদাই ঘটাদি বিষয়ের অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু কখনও জ্ঞানস্বরূপ সেই পরমাত্মার অভাব হয় না। "স্বয়ং" শব্দের অর্থ যে স্বরূপ আমি সেই আমার প্রতি কোন ব্যক্তিও বিবাদ উপস্থিত করে না, অর্থাৎ "আমি" আছি কি না? এইরূপ সংশয় করিয়া কোন ব্যক্তিও আপনাপনি বিবাদ উপস্থিত করে না। সকলেই আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করে, এমন কি—কোন অজ্ঞানী মনুষ্যও আপনার অভাব স্বীকার করে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপনার সত্তাসত্ত্বের প্রতি সংশয় করিয়া বিবাদ উপস্থিত করে, তাহাহইলে বা

স্বাসত্ত্বন্তু নং কশ্চিদ্বিদ্রোচতে বিভ্রমং বিনা।
অতএব শ্রুতির্বাধং ব্রূতে স্বাসত্ত্ববাদিনঃ ॥ ২৪ ॥
অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ বেদ স্বয়মেব ভবেদসন্।
অতোঽস্য মাভূদেষত্বং স্বসত্ত্বস্বভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২৫ ॥

ননু স্বাসত্ত্ববাদীব প্রতিবাদী ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য তথাবিধঃ কোঽপি নাস্তীত্যাহ স্বাসত্ত্বন্বিতি। আশঙ্কিতা বিচারাদ্যস্যাং দশায়াং স্বস্যাভাবঃ কেনাপি নাঙ্গীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। কুত এবং নিশ্চীয়ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ অতএবেতি। যতঃ কশ্চিন্ন রোচতে অতএব শ্রুতিরস্বত্ববাদিনো বাধং ব্রূতে ॥ ২৪ ॥

কিং শ্রুতিরিত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্ অসদেবেত্যাদি সপ্তমন্ত্রং ততো বিদুরিত্যন্তা শ্রুতিরর্থতঃ পঠতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদেতি। যদি ব্রহ্মাসদিতি বেদ জানীয়াৎ তর্হি স্বয়মেব ব্রহ্মণোঽস্বত্বজ্ঞানী অসন্ ভবেৎ স্বস্যৈব ব্রহ্মরূপত্বাদিত্যর্থঃ। ফলিতমাহ অতোঽস্যেতি ॥ ২৫ ॥

তাহার প্রতিবাদী কে আছে বা হইবে? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীকার করে না, তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য কোন ব্যক্তি তাহার সহিত তর্ক করিয়া থাকে? পরন্তু কোন বালকও তাহার সহিত এইরূপ নিরর্থক তর্কে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ২৩ ॥

ভ্রমপ্রমাদের অতিশয্য ব্যতিরেকে আপনার সত্তাসত্ত্বের প্রতি কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় না। যাহাদিগের বুদ্ধি ভ্রমপ্রমাদের আধিক্যবশত কলুষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারাই আমি আছি কি না? এইরূপ সংশয় করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত পরমকারুণিক শ্রুতি যাহারা আপনার সত্তা স্বীকার করে না, তাহাদিগের প্রতি বাধা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা আপনার সত্তা স্বীকার করে না, তাহাদিগের নিমিত্ত নানাবিধ সদ্যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের সেই ভ্রমসঙ্কুল বুদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। এই জগতে এমন একটিও লোক নাই, যিনি আপনার অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শ্রুতি যেরূপে অসত্ত্ববাদীদিগের প্রতি বাধা দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রকটিকৃত হইতেছে। যে ব্যক্তি পরমব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহারা আপনাকেও অসৎ

कीदृक् तद्वीति चेत् इत्थंरीदृशा नास्ति तत्र हि।
यदनीदृगतादृक् च तत् स्वरूपं विनिश्चिनु ॥ २६ ॥
अन्यानां विषयत्वेदृक् परोक्षत्वादनुच्यते।
विषयी नान्यविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥ २७ ॥

इदानीमात्मनः स्वप्रकाशत्वं वस्तुकामस्य वैद्यत्वाभावे कीदृक् स्वरूपमिति प्रश्नमुत्थापयति कीदृक् तद्वीति चेदिति। अयमभिप्रायः आत्मन ईदृक्त्वादिना केनचिद्रूपेण वैद्यत्वे वैद्यत्वाङ्गीकारे तेनैव रूपेण वैद्यत्वं स्यात् तदनङ्गीकारे शून्यत्वमिति। सत्यनीदृक्त्वाद्यङ्गीकारे तथैव वैद्यत्वं तत् तु नाङ्गीक्रियत इत्याह इत्थंरीदृशा नास्तीति। उक्तमर्थमेतत् तादृक्त्वस्यापि। उभयाभावमेवाह यदनीदृगतादृक् चेति ॥ २६ ॥

न हि प्रतिभासीवेत्यादिसिद्धिरित्याशङ्क्य ईदृक्तादृक्शब्दयोरर्थमभिदधानशब्दवाच्यत्वमुपपादयति अन्यानामिति। प्रत्यक्षस्यैव घटादेरीदृक्शब्दवाच्यत्वं दृष्टं परोक्षस्यैव धर्माधर्मादेस्तादृक्शब्दवाच्यत्वं दृष्टम्। द्रष्टुरात्मनस्तु इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावान्नेदृक्त्वं स्वस्यैव परोक्षत्वाभावात् न तादृक्त्वमित्यर्थः ॥ २७ ॥

বলিয়া জানে, অর্থাৎ তাহারা যে স্বয়ং বর্ত্তমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও করিতে পারে না। যেহেতু জীবের যে চৈতন্য তাহাও পরমব্রহ্মের স্বরূপ। যদি সেই পরমব্রহ্মের সত্তাই অসিদ্ধ হইল, তবে তাহাদিগের স্বীয় অসত্তাও অবশ্য অস্বীকার করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

এইক্ষণে পরমাত্মার স্বপ্রকাশকতা প্রতিপাদনমানসে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সেই পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।—প্রথম প্রশ্ন এই যে, আত্মার স্বরূপ কি প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন যে,—আত্মা "এই প্রকার" বা "সেই প্রকার" কোন বস্তুবিশেষকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরমাত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব এইক্ষণে ইহা নিশ্চয় কর, যে যাহা "এইরূপও নহে এবং সেইরূপও নহে" তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ; কারণ যে সকল পদার্থ চক্ষুর বিষয়ীভূত অর্থাৎ যে যে বস্তু সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বস্তুকে ঈদৃশ বলা যায় এবং যে সকল পদার্থ অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ বর্ত্তমান নাই, সেই সকল বস্তুকে তাদৃশ বলিয়া থাকে। কিন্তু

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽসৌ স্বপ্রকাশী ভবত্যয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যস্যেহ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২৮ ॥
সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্ বাধৈকসাক্ষিণঃ।

তর্হি শূন্যত্বমিতি দ্বিতীয়ং পক্ষং ফলপ্রদর্শনব্যাজেন পরিহরতি অবেদ্যোঽপীতি। ইন্দ্রিয়-জন্যজ্ঞানবিষয়ত্বাভাবেঽপ্যপরোক্ষত্বাৎ স্বপ্রকাশ ইত্যর্থঃ। অয়ং প্রয়োগঃ আত্মা স্বপ্রকাশঃ সংবিৎকর্মতামন্তরেণাপরোক্ষত্বাৎসংবেদনবদিতি। ন চ বিশেষণাসিদ্ধী হেতুঃ আত্মনঃ সংবিৎ কর্মত্বে কর্তৃকর্মভাববিরোধপ্রসঙ্গাৎ। স্বরূপেণ কর্তৃত্বং বিশিষ্টরূপেণ কর্মত্বমিতি চেন্ন ক্রিয়ায়ামপ্যেকস্যৈব স্বরূপেণৈব কর্তৃত্বং বিশিষ্টরূপেণৈব কর্মত্বমিত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সাধনবিকলো দৃষ্টান্তঃ সংবেদনস্য সংবেদনান্তরেণাপরোক্ষত্বানাদিতি। নন্ু, আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বে সিদ্ধেঽপি ব্রহ্মণো লক্ষণাভাবান্ন ব্রহ্মত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তল্লক্ষণং তত্র বীজয়তি সত্যং জ্ঞানমিতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুত্যা যদ্ ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং তদিহাত্মনি বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

আত্মনঃ সত্যত্বোপপাদনায় তাবৎ সত্যস্য লক্ষণমাহ সত্যত্বং বাধরাহিত্যমিতি। বাধশূন্যত্বং সত্যত্বং সত্যস্যাবাধ্যং বাধ্যং মিথ্যা ইতি তদ্বিবেকস্য পূর্ব্বাচার্য্যৈরুক্তত্বাৎ। অস্তু প্রকৃতে

পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কাহারও চক্ষুর বিষয়ীভূত নহেন এবং অপ্রত্যক্ষও নহেন; সুতরাং তাঁহাকে ঈদৃশ বা তাদৃশরূপে নির্ণয় করা যায় না। তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ চৈতন্যময় স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ ॥ ২৬-২৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত যুক্তিসমূহদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা অবেদ্য হইয়াও নিত্যপ্রত্যক্ষ, অর্থাৎ তিনি চক্ষুঃপ্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন না, তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, কর্ণদ্বারা শুনিতে পায় না এবং হস্তাদিদ্বারা ধরিতেও পারে না, তিনি স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে যুক্তিদ্বারা তাঁহার নিত্য প্রত্যক্ষতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই যুক্তিদ্বারাই তাঁহার স্বয়ং প্রকাশকতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু শ্রুতিতে যে সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ পরমব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তদনুসারে আত্মাকেও তৎস্বরূপ স্বীকার করা যায় ॥ ২৮ ॥

এইক্ষণে সত্যত্বের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই পরমাত্মার সত্যস্বরূপের নিরূপণ

বাধঃ কিংসাক্ষিকো ব্রূহি ন ত্বসাক্ষিক দৃশ্যতে ॥ ২৯ ॥
অপনীতেষু মূর্ত্তেষু ত্বমূর্ত্তং গ্রিয়তে যিয়ৎ।
শক্যেষু বাধিতেষ্বন্তে গ্রিয়তে যৎ তদেব তৎ ॥ ৩০ ॥

কিমায়াতমিত্যত আহ জগদ্বাধৈকসাক্ষিণ ইতি। জগতঃ স্থূলসূক্ষ্মশরীরাদিলক্ষণস্য যো বাধঃ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু অবিদ্যমানতা তৎসাক্ষিত্বেনৈব বর্ত্তমানস্যাত্মনো বাধঃ কিংসাক্ষিকঃ কঃ সাক্ষী যস্য বাধস্যাসৌ কিংসাক্ষিকঃ ন কোঽপি সাক্ষী বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। অসাক্ষিকোঽপ্যাত্মবাধঃ কিং ন দৃশ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ নত্বসাক্ষিক ইতি। সাক্ষিরহিতো বাধো নাস্তুমবগন্তব্যোঽযথানিমিত্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

তত্রাদ্যমর্থং দৃষ্টান্তেন অস্যতি অপনীতেষ্বিতি। মূর্ত্তেষু গৃহাদিগতেষু ঘটাদিষ্বপনীতেষু গৃহাদিভ্যো নিঃসারিতেষু সৎসু যথাপনেতুমশক্যং নভ এবাবশিষ্যতে এবং স্বব্যতিরিক্তেষু মূর্ত্তামূর্ত্তেষু দৃষ্টেন্দ্রিয়াদিষু নিরাকর্তুং শক্যেষু নেতি নেতি ইত্যাদিশ্রুত্যা নিরাকৃতেষু সৎসু অন্তেঽবসানে সর্ব্বনিরাকরণসাক্ষিত্বেন যো বোধোঽবশিষ্যতে স এব বাধরহিত আত্মেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

করিতেছেন।—যাঁহার স্বরূপের কখন ধ্বংস বা অন্যথাভাব হয় না, অথচ সর্ব্বদা একরূপ থাকে, তাঁহাকে সত্য বলা যায়। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলয়-প্রাপ্ত হইলেও যিনি কেবল একমাত্র সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা, তাঁহার কখনও বিনাশের সম্ভব হয় না ॥ ২৯ ॥

যেমন জগতের যাবতীয় মূর্ত্তিমান পদার্থ বিনাশ পাইলে কেবল আকাশ-মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ আকাশাদি সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া গেলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা যায়। গৃহাদির মধ্য-গত ঘটাদি যাবতীয় পদার্থ অপসারিত করিলেও সেই গৃহের অভ্যন্তরস্থ শূন্যস্বরূপ আকাশকে যেরূপে কেহ বিদূরিত করিতে পারে না, কেবল আকা-শই বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু সেই আকাশাদি নিখিল পদার্থকে তন্ন তন্নরূপে নিরাকৃত করিলেও সকলের অবসানে যে সর্ব্বনিরাকরণ সাক্ষিস্বরূপে জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই ॥ ৩০ ॥

সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিত্ যন্ন কিঞ্চিত্ তদেব তৎ।
ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্তে নির্বাধং তাবদস্তি হি ॥ ২১ ॥
অত এব শ্রুতির্বাধ্যং বাধিত্বা ধ্যেয়তত্ত্বদঃ।

ননু প্রতীয়মানস্য সর্ব্বস্যাপি নিষেধে কিঞ্চিন্নাবশিষ্যতে অতঃ কথং ভিদ্যতে যত্ তদেব যদিত্যবশিষ্টস্যাত্মত্বমুচ্যত ইতি শঙ্কতে সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিদিতি। ন কিঞ্চিদবশিষ্যত ইতি বদতাপি তথা প্রয়োগসিদ্ধয়ে সর্ব্বাভাববিষয়কং জ্ঞানমবশ্যমভ্যুপেতব্যমতস্তদেবাত্মদৃশি-মতাত্মস্বরূপমিত্যভিপ্রায়েণ পরিহরতি যন্ন কিঞ্চিদিতি। ন কিঞ্চিদিতি শব্দেন যস্তৈতন্য-মুচ্যতে তদেব ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। ননু ন কিঞ্চিদিত্যভাববাচকেন ন কিঞ্চিচ্ছব্দেন কথং চৈতন্য-মুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য বাধসাক্ষিণোঽবশ্যমভ্যুপেয়ত্বাৎ অভিধায়কশব্দেষ্বেব বিপ্রতিপত্তিনাভি-ধেয় ইতি পরিহরতি ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্ত ইতি। অত্র বাধসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মনি ভাষা এব ন কিঞ্চিত্ সাক্ষীত্যাদিশব্দা এব ভিদ্যন্তে নির্বাধং বাধরহিতং সাক্ষিচৈতন্যন্তু বিদ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তত্রার্থে শ্রুত্যা দৃঢ়ং করোতি অতএব শ্রুতির্বাধ্যমিতি। যতঃ সাক্ষিচৈতন্যমবাধ্যম্

যদি বল, জগতের প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ সকল বিনষ্ট হইয়া গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রলয়কালে জগতের সমুদায় পদার্থই বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং পরমাত্মারও বিনাশ হইয়া থাকে, ইহাই কেবল প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তুমি যে বলিলে "জগতের সমুদায় পদার্থ বিনাশ পাইলে যে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই পরমাত্মা বলা যায়" এই কথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই,—তুমি যাহাকে "কিছুই থাকে না বল," আমি সেই তোমার অনির্দ্দেশ্য অনির্ণেয় বস্তুকে পরমাত্মা বলিয়া থাকি। সুতরাং, এইক্ষণ তোমার ও আমার মতের প্রভেদ রহিল না, কেবল ভাষার বিভিন্নতামাত্র দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মতেই জগদ্বিনাশাবশিষ্ট এবং একমাত্র অলক্ষ্যবস্তুই সমান রহিল। তুমি বলিলে জগদ্বিনাশাবশিষ্ট, আমি বলিলাম পরমাত্মা। কিন্তু শব্দদ্বয়ের প্রতিপাদ্য একই বস্তু; সুতরাং আর কোন বিবাদ রহিল না ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বে যে সকল সদ্যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির প্রামাণ্যার্থ শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময়

स एव नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यावृत्तिरूपतः ॥ ३२ ॥
इदं रूपन्तु यद् यावत् तत् त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम्।
अशक्यो ह्यनिदं रूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥ ३३ ॥

अतएव नेति नेत्यात्मेति श्रुतिरसद्व्यावृत्तिरूपतोऽनात्मपदार्थनिराकरणद्वारेण बाध्यं निराकरणयोग्यं सर्वमनात्मवस्तुजातं बाधित्वा निराकृत्य यदी निराकर्तुमशक्यं प्रत्यक्स्वरूपं शेषयति अवशेषयतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

नेति नेति इति श्रुतिर्बाधयोग्यं बाधित्वा बाधितुमशक्यम् अवशेषयतीत्युक्तं तत्र कीदृशमशक्यमिति विवक्षायां तदुभयं विशदयति इदं रूपमिति। इदमितीदं रूपं दृश्यत्वेनानुभूयमानं स्वरूपं यस्य देहादेस्तदिदं रूपं तुशब्दोऽवधारणे यद् यावदिति पदद्वयं सर्वदृश्योपसंग्रहार्थम् एवञ्च सति यद् दृश्यं तदखिलं त्यक्तुं शक्यते एवेत्यर्थः अनिदं रूपः प्रत्यक्त्वेन इदन्तयावगन्तुमयोग्यः साक्षी अशक्यस्त्यक्तुमित्यर्थः। ह्यीति निपातेन प्रसिद्धिद्योतकेन त्यक्तुः स्वरूपत्वेन त्यागायोग्यतां सूचयति। फलितमाह स आत्मा बाधवर्जित इति। यो बाधरहितः साक्षी स एवात्मा नाहङ्कारादिरित्यर्थः ॥ ३३ ॥

আত্মার অভাব সম্ভব নাই, এই নিমিত্ত পরমকারুণিক জগৎহিতৈষী শ্রুতি জগতের বিনশ্বরপদার্থ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষীভূত যাবতীয় পদার্থ হইতে বিভিন্ন নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা জগতের সমুদায় বস্তুর ধ্বংস হইলেও বিনষ্ট হন না, এইরূপ বলিয়া নাশাবশিষ্ট রূপে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকেই পরমাত্মা নিরূপণ করিয়াছেন। সেই শ্রুতি তন্ন তন্নরূপে জগতের যাবতীয় পদার্থকে নিরাস করিয়া নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, যে পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, তিনিই পরমাত্মা ॥ ৩২ ॥

পরমকারুণিক ভুবনহিতৈষী শ্রুতি পুরোবর্ত্তী নির্দ্দেশ্যমান প্রত্যক্ষীভূত পদার্থসকলকে বিনশ্বর ও অনিত্যরূপে প্রতিপাদন করিয়া সেই সকল পদার্থকে তন্নতন্নরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সকল কোন বস্তুই যে পরমাত্মা নহে, ইহাই প্রমাণীকৃত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে কোনরূপেও নির্দ্দেশ করা যায় না, সেই অবিনশ্বর নিত্য অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বন্তু পুরোদিতম্।
স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্॥ ২৪॥
ন ব্যাপিত্বাদ্ দ্বৈয়তোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ।

ভবত্বাত্মনোঽবাধ্যত্বং প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত আহ সিদ্ধং ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণি ব্রহ্মলক্ষণে যৎ সত্যত্বমভিহিতং তদাত্মনি সিদ্ধম্। ভবতু সত্যত্বং জ্ঞানত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ তৎ পূর্ব্বমেব উপপাদিতমিত্যাহ জ্ঞানত্বন্তু পুরোদিতমিতি। স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতেত্যাদিবচনৈঃ জ্ঞানরূপত্বং পূর্ব্বমেবাভিহিতমিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

ননু সত্যত্বজ্ঞানত্বয়োরাত্মনি সিদ্ধত্বেঽপ্যানন্ত্যং ন ঘটতে ব্রহ্মণ্যপি তস্যাসিদ্ধেঃ ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মণি তাবৎ তৎ সাধয়তি ন ব্যাপিত্বাদিতি নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্ আকাশবৎ সর্ব্বগতঞ্চ নিত্যঃ নিত্যোঽনিত্যানাং চেতশ্চেতনানাম্ ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম,

---

বিনাশ্য জগৎ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং এই অখিল জগতের বিনাশ হইলেও সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার বিনাশ হয় না॥ ৩৩॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকে সেই পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইদানীং বিবিধ সদ্যুক্তিদ্বারা সেই পরমাত্মার সত্যস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,—"সেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রকাশক আর কোন পদার্থ নাই"॥৩৪॥

পরমাত্মার স্বরূপের নিত্যত্ব এবং সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া শ্রুতিবাক্যের প্রমাণদ্বারা সেই আত্মস্বরূপের অপরিচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ দেশ, কাল অথবা কোন বস্তুদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না, ইহাই প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—তিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং পরমাত্মা অমুকদেশে বা অমুকস্থানে আছেন, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান অসম্ভব। অতএব তাঁহাকে দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। সেই পরমাত্মা নিত্য সর্ব্বকালব্যাপী, কোনকালেও অভাব নাই, সুতরাং কালদ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না। যে বস্তু এককালে বর্ত্তমান থাকে এবং কালান্তরে যাহার অভাব হয়, সেই বস্তুকে কালদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায়। কিন্তু যিনি অনন্তকাল একরূপে নিত্য

ন বস্তুতোঽপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি স্থিতা ॥ ৩৫ ॥
দেশকালাদ্যবস্তূনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া।
ন দেশাদিকৃতোঽন্যোঽস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটন্ততঃ ॥ ৩৬ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম তদ্ বস্তু তন্ন তৎ।

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্, ইত্যাদিশ্রুতিষু আপিত্বনিত্যত্বসর্ব্বাত্মত্বপ্রতিপাদনাৎ ব্রহ্মণস্ত্রিবিধসত্যানন্ত্যং দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদরাহিত্যম্ অভ্যুপেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ন কেবলং শ্রুতিতঃ কিন্তু যুক্তিতোঽপীত্যাহ দেশকালাদ্যবস্তূনামিতি। পরিচ্ছেদহেতূনাং দেশকালাদ্যবস্তূনাং মায়াকল্পিতত্বাৎ। স্বপ্নজনগরাদিভির্গগনস্যেব ন দেশাদিভিঃ কৃতঃ পারমার্থিকঃ পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণি সম্ভবতি যতঃ অতো ব্রহ্মণ্যানন্ত্যং তাবদ্ ব্যক্তমেব। তদেতৎ সত্যমাত্মা ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মাত্মৈবাত্মা সর্ব্বাবিচিকিত্সমিতি শ্রুতৌ সত্যম্ আত্মৈব বৃত্তিদ্বৈবী ব্রহ্ম ভবতি অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদিভিরাত্মনো ব্রহ্মাভেদপ্রতিপাদনাৎ তস্যাপ্যানন্ত্যং সিদ্ধমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৬ ॥

ননু জড়স্য জগতো ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছেদকত্বাভাবেঽপি চৈতন্যযোগিবিশেষযোগাদসম্ভবাৎ তৎকৃতপরিচ্ছেদবত্ত্বেনানন্ত্যং ব্রহ্মণো ন সংগচ্ছতে ইত্যাশঙ্ক্য তথীরম্যী

অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার কালদ্বারা পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। আর যিনি জগন্ময় অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুস্বরূপ, তাঁহাকে কি কোন বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায়?—পরমাত্মা দেশ, কাল ও বস্তু পরিবর্জ্জিত অনন্তস্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

কেবল শ্রুতিবাক্যের প্রমাণদ্বারাই যে সেই পরমাত্মস্বরূপ পরংব্রহ্মের অনন্তস্বরূপত্ব ও নিত্যসত্যজ্ঞানরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এমত নহে। বিবিধ সদ্যুক্তিদ্বারাও সেই পরমাত্মার অনন্তস্বরূপত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে। যেহেতু সেই অদ্বিতীয় সনাতন সচ্চিদানন্দের মায়াদ্বারা কল্পিত দেশ, কাল বা বস্তুকর্ত্তৃক তাঁহার স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না। অতএব তিনি যে অনন্তরূপী ও ইয়ত্তাশূন্য তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার অনন্তস্বরূপত্ব সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

জগতের যাবতীয় জড়পদার্থদ্বারা সৎস্বরূপ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইরূপ চৈতন্যবিশিষ্ট ঈশ্বর বা

ঈশ্বরত্বন্তু জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ॥ ২৭ ॥
শক্তিরস্যেশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু ॥ ২৮ ॥

পাধিরূপত্বে ন পারমার্থিকত্বাভাবাৎ ন তয়োরপি বাস্তবপরিচ্ছেদহেতুত্বম্ ইত্যভিপ্রায়েণাহ সত্যং জ্ঞানমনন্তমিতি। যৎ সত্যাদিরূপং ব্রহ্ম তৎ বস্তু তদেব পারমার্থিকং তস্য ব্রহ্মণো যদীয়মসিদ্ধমীশ্বরত্বং জীবত্বঞ্চ তদ্ বক্ষ্যমাণোপাধিদ্বয়েন কল্পিতম্ অতঃ কল্পিতত্বাদেব ঘটবৎ জীবেশ্বরয়োরপি তৎ পরিচ্ছেদকত্বাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

কিং তদুপাধিকমস্যেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদুভয়ং ক্রমেণ দর্শয়িতুমাদাবীশ্বরোপাধিভূতাং শক্তিং নিরূপয়তি শক্তিরস্যেশ্বরী কাচিদিতি। ঈশ্বরী ঈশ্বরোপাধিতয়া ঈশ্বরসম্বন্ধিনী কাচিৎ সদসত্ত্বাদিভিরুপৈর্নির্ব্বক্তুমশক্যা সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা সর্ব্বেষামস্যা নিয়ন্ত্রীণাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়াদীনাং নিয়ম্যবস্তূনাং নিয়মনকর্ত্রী শক্তিরস্তি। সা কুত্র তিষ্ঠতি কুত্রী বা লীয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ আনন্দময়মিতি। আনন্দময়াদিষু ব্রহ্মাত্মকেষু সর্ব্বেষু বস্তুষু গূঢ়া বর্ত্ততে অতো লীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

জীবের অবয়বদ্বারাও যে সেই সচ্চিদানন্দ অনন্তরূপী সনাতন পরমব্রহ্মের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ের প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব এই উভয়ই উপাধিদ্বয়ে কল্পিত হইয়াছে, কোন কল্পিত বস্তুদ্বারা সেই পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু ঈশ্বর বা জীবের যে স্বরূপ চৈতন্য, তাহাও ব্রহ্মচৈতন্য হইতে বিভিন্ন নহে; সুতরাং সেই চৈতন্যদ্বারাও পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারেই অপরিচ্ছিন্ন হইলেন, অতএব কোনপ্রকারেও তাঁহার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

যে দ্বিবিধ উপাধিদ্বারা ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই উভয় উপাধি নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ঈশ্বরের উপাধি নিরূপণ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী, সেই ঈশ্বরের উপাধি পরমব্রহ্মের কোন শক্তিবিশেষ; সেই ব্রহ্মশক্তি আনন্দময়াদি সমুদয় পদার্থেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে। সেই শক্তি অনির্ব্বচনীয়, কেহ তাঁহাকে বাক্যদ্বারা

वसुधर्मा नियम्येरन् यस्या नैव यदा तदा।
अन्योन्यधर्मसाङ्कर्य्यात् विप्लवेत जगत् खलु ॥ ३९ ॥
चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा।
तच्छक्त्युपाधिसंयोगात् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत् ॥ ४० ॥

नियमेनानुपलभ्यमानायास्तस्याः असत्त्वमेव किं न स्यादित्याशङ्क्य जगन्नियमनान्यथानुपपत्त्या सावश्यमभ्युपेया, इत्याह वसुधर्मा इति। वसूनां पृथिव्यादीनां धर्माः काठिन्यद्रवत्वादयो यदा यस्या न व्यवस्थाप्यन्ते तदा तेषां धर्माणां साङ्कर्य्यात् विमिश्रणेनैकत्वावस्थानात् जगद्विप्लवेतानियतव्यवहारविषयं प्राप्नुयादित्यर्थः खलुरिति प्रसिद्धिं द्योतयति ॥ ३९ ॥

ननु जड़ायाः अस्या जगन्नियमैकत्वं न युज्यते इत्याशङ्क्याह चिच्छायावेशत इति। सा शक्तिश्चिच्छायावेशतः चिदाभासप्रवेशाच्चेतनेव चेतनत्वमापन्नेव विभाति प्रतीयते अतो ऽस्याश्चियामकत्वं घटत इति भावः। अस्तु प्रकृते किमायातमित्यत आह तच्छक्तीति। सा चासौ शक्तिश्चेति कर्म्मधारयः सैवोपाधिस्तेन संयोगः सम्बन्धः तस्मात् ब्रह्मैव सत्यादिलक्षणमीश्वरतां सर्व्वज्ञत्वादिधर्म्मयोगितां व्रजेत् प्राप्नुयादित्यर्थः ॥ ४० ॥

প্রকাশ করিতে পারে না। সেই শক্তিদ্বারাই এই অনন্ত জগতে পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু নিয়মিত রহিয়াছে। ঐ শক্তি কোনস্থলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কোন স্থলে বা অনুভূত হয় না ॥ ৩৮ ॥

জগদীশ্বরের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা এই অনাদি জগৎ নিয়মবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যদি উক্ত শক্তিদ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ সংযত না থাকিত, তবে পদার্থ সকলের সাঙ্কর্য্য হইয়া অর্থাৎ পদার্থ সকল অনিয়তরূপে মিলিত হইয়া জগতের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিত। দ্রবত্ব কাঠিন্যাদি ধর্ম্ম সকল সেই অনন্তশক্তির শক্তিদ্বারা নিয়ত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

সচ্চিদানন্দময় সনাতন পরমব্রহ্মের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি কেবল তাঁহারই অধিষ্ঠানবশতঃ চেতনাবৎ হয়। সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন শক্তি কার্য্যকারিকা হইতে পারে না। অতএব কেবল সেই শক্তিই যে এই জগতের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিরূপ উপাধির সংযোগবশতঃ স্বয়ং পরব্রহ্মের চৈতন্যই

कोषोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मैव जीवताम्।
पिता पितामहश्चैकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥ ४१ ॥
पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः।

जीवत्वोपाधिभूतानां कोषाणां प्रागेवाभिहितत्वात् तन्निमित्तकं जीवत्वमिदानीम् आह कोषोपाधीति। कोष एवोपाधिः कोषोपाधिः तदविवक्षायां मय्यालोचनायां क्रियमाणायां ब्रह्मैव सत्यादिलक्षणमेव जीवतां जीवव्यवहारविषयतां गच्छति। ननु एकस्यैव विरुद्धधर्मद्वययोगित्वं युक्तम् न क्वापि दृष्टमित्याशङ्क्याह पिता पितामहश्चैक इति। यथा एक एव देवदत्तः एकदैव पुत्रं प्रति पिता भवति पौत्रं प्रति पितामहः एवं ब्रह्म कोषोपाधिविवक्षायां जीवो भवति मत्कृपाधिविवक्षायाम् ईश्वरो भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥

वस्तुतस्तु जीवत्वमीश्वरत्वं वा ब्रह्मणो नास्तीत्याह सदृष्टान्तमाह पुत्रादेरिति ॥ ४२ ॥

ঈশ্বররূপে প্রকাশ পান, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মচৈতন্য যখন নিরুপাধিক হন, তখন তাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলা যায় এবং যখন তিনি মায়াশক্তিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

জীবত্বের উপাধিস্বরূপ পঞ্চকোষ বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষনিমিত্ত জীবসংজ্ঞা কথিত হইতেছে। সেই পরম ব্রহ্মই পঞ্চকোষাপেক্ষায় জীব বলিয়া অভিহিত হন, অর্থাৎ যৎকালে পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম পঞ্চকোষাশ্রিত হন, তখনই তাঁহাকে জীব বলিয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারেও এই বিষয়ের প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যেমন এক ব্যক্তি তাহার পুত্র অপেক্ষায় পিতা হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কালান্তরে সেই ব্যক্তিই তাহার পৌত্রাপেক্ষায় অমুকের পিতামহ বলিয়া পরিচিত হন, সেইরূপ পঞ্চকোষরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইলেই সেই পরমাত্মাকে জীব বলা যায় ॥ ৪১ ॥

যখন সেই পিতা ও পিতামহরূপে পরিচিত ব্যক্তির পুত্র ও পৌত্রের অভাব হয়, তখন আর যেমন সেই ব্যক্তিকে পিতা বা পিতামহ কিছুই বলা যায় না। সেইরূপ একই পরমব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ মায়া শক্তির উপাধি দ্বারা ঈশ্বর এবং পঞ্চকোষরূপ উপাধি দ্বারা জীবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর যখন পূর্ব্বোক্ত উপাধির অভাব হয়, তখন তিনি কেবল একমাত্র নিরুপাধি চৈতন্যময় পরম ব্রহ্মই থাকেন ॥ ৪২ ॥

तद्वेत्तो नापि जीवः प्रक्रियाकोषविवेचने ॥ ४२ ॥
य एवं ब्रह्म वेदेष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ।
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ ॥
इति पञ्चकोषविवेको नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥

इदानीमुक्तस्य ज्ञानस्य फलमाह य एवं ब्रह्मेति। यः साधनसम्पन्न एवमुक्तप्रकारेण पञ्चकोषविवेकपुरःसरं ब्रह्म प्रत्यगभिन्नं सत्यादिलक्षणं वेद साक्षात् करोति एषः स्वयं ब्रह्मैव भवति, स धीरो वैतत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादि श्रुतिभ्यः। ततोऽपि किमित्यत आह ब्रह्मणो नास्तीति। न जायते म्रियते वा विपश्चिदित्यादि श्रुतेर्ब्रह्मणस्तावज्जन्म नास्ति अतएव विद्वानपि स्वात्मनस्तद्रूपत्वावगमात् नैव जायते न स पुनरावर्त्तते इति श्रुतेरिति सिद्धम् ॥ ४३ ॥

इति पञ्चकोषविवेकव्याख्या समाप्ता ॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চকোষ বিচার দ্বারা যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি পরমানন্দ লাভ করিয়া নিয়ত অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার সেই সুখের কদাচ অবসান হয় না এবং তাঁহাকে আর এই অনিত্য সংসারেও জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যিনি সনাতন সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপিতা পরমব্রহ্মকে তদ্গত চিত্তে নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহার আর অসার সংসারমায়ায় বিমোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারযাতনা ভোগ করিতে বারম্বার ভবসংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তিনি মুক্তিপদ লাভ করিয়া নিয়ত পরম ধামে নিত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥৪৩॥

ইতি পঞ্চকোষবিবেক সমাপ্ত ॥

द्वैतविवेको नाम

चतुर्थः परिच्छेदः।

ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते।
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत् ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
मया द्वैतविवेकस्य क्रियते पद्धतिर्जना ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणायाभिलषितदेवतानमस्कारलक्षणं मङ्गलमाचरन् अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् शास्त्रीयमेवानुबन्धचतुष्टयं सिद्धवत्कृत्य ग्रन्थारम्भं प्रतिजानीते ईश्वरेणापीति। ईश्वरेण कारणोपाधिकेनान्तर्यामिना जीवेनापि कार्योपाधिनाहं प्रत्ययिना च सृष्टमुत्पादितं द्वैतं जगत् विविच्यते विभज्य प्रदर्श्यते। अस्य द्वैतविवेचनस्य काकदन्तपरीक्षावत् निष्प्रयोजनत्वं वारयति विवेके सतीति। विवेके जीवेश्वरसृष्ट्योरतयोर्विवेचने कृते सति जीवेन पूर्वोक्तेन हेयः परित्याज्यो बन्धो बन्धहेतुः द्वैतं स्फुटीभवेत् अवश्यं गच्छेत् एतावत् जीवेन हेयमिति निश्चीयत इत्यर्थः ॥ १ ॥

এই অপরিসীম জগৎকে জগদীশ্বর সৃষ্টিকরিয়াছেন এবং জীবগণ নানা প্রকারে পরিকল্পনা করিয়া ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং এই জগৎ ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট ও জীবকর্তৃক পরিকল্পিত এই উভয় রূপে প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণ সেই অনন্ত জগতের ঈশ্বরসৃষ্টত্ব ও জীবকল্পিতত্ব এই উভয় প্রকারে অসীম বিশ্বের দ্বৈবিধ্য নিরূপণ করিতেছেন।—জগতের দ্বৈবিধ্য বিবেচনার ফল এইযে—জীবগণ এই দ্বিবিধ জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিবেচনা দ্বারা যে সকল বস্তু পরিত্যাজ্য ও নিষ্প্রয়োজন বোধ করে, তাহাই তাহারা পরিত্যাগ করে। পরন্তু ঐ বিবেচনা দ্বারা যে সকল বিষয় তাহাদিগের পরিত্যাজ্য বোধ হয়, তাহা অনায়াসেই স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকাশিত হইলে, তাহা অবগত হইয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। অতএব এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও জীবগণ কর্তৃক পরিকল্পিত ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১ ॥

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২ ॥
আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত লোকান্ সৃজা ইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৩ ॥

ননু অদৃষ্টদ্বারা জীবানামেব জগদ্ধেতুত্বং বাদিনো বর্ণয়ন্তি অতঃ কথমীশ্বরস্রষ্টৃত্বং জগত উচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য বহুশ্রুতিবিরোধান্নেদং জীবস্যুত্থাপয়িতুমশক্তীত্যভিপ্রায়েণ শ্বেতাশ্বতরবাক্যস্যাবদর্থতঃ পঠতি মায়ান্বিতি। মায়ীপাধিকমীশ্বরং প্রস্তুত্য জগৎস্রষ্টৃত্বং শ্বেতাশ্বতরশাখিনো বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ঐতরেয়োপনিষদ্বাক্যমর্থতোঽনুসংক্রামতি, আত্মা বা ইতি। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজতেত্যনেন বাক্যেনাদ্বিতীয়স্য পরমাত্মন এব জগতঃ স্রষ্টৃত্বং বহ্বৃচাঃ ঋক্শাখাধ্যায়িনঃ আহুঃ ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে যে, ঈশ্বরের যে মায়াশক্তি তাহাকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং সেই মায়াশক্তি রূপ উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য স্বরূপকে ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান করিবে। সেই মায়াশক্তি রূপ উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর এই অপরিসীম সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা আর কেহই নাই। এই সকল বিষয় বহুবিধ শ্রুতিপ্রমাণে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যাহারা অদৃষ্টবশতঃ জীবের জগৎ কারণত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল; কেবল ঈশ্বরই এই অনন্ত সচরাচর জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা ॥ ২ ॥

ঋগ্বেদশাখাধ্যায়ী বিদ্বদ্বৃন্দ বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরমাত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বরই বিদ্যমান ছিলেন, তৎকালে আর কিছুই ছিল না, সেই সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় জগৎ-স্বামী পরমেশ্বর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব। সেই জগৎ কর্ত্তার এইরূপ সঙ্কল্প মাত্রই এই সমস্ত লোক সৃষ্ট হইল। ঐতরেয়োপনিষদ্বাক্যে এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

खवाय्वग्निजलोर्व्यौषध्यन्नदेहाः क्रमादमी।
सम्भूता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः॥ ४॥
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः।
तपस्तप्त्वाऽसृजत् सर्वं जगदित्याह तैत्तिरिः॥ ५॥
इदमग्रे सदेवासीद् बहुत्वाय तदैक्षत।

ईश्वरस्य जगत्कारणत्वे तैत्तिरीयश्रुतिरपि प्रमाणम् इत्यभिप्रेत्य तद्वाक्यमर्थतः पठति खमिति श्लोकद्वयेन॥ ४॥

बहु स्यामिति। नित्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युपक्रम्य तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्यादिना अन्नात् पुरुष इत्यन्तेन वाक्येन गुहाहितत्वेन प्रत्यगभिन्नात् ब्रह्मणः आकाशादिदेहपर्यन्तं जगदुत्पन्नम् इत्यभिधाय उपरिष्टादपि सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्चेति वाक्येन तस्यैव ब्रह्मणो जगत्सर्जनेच्छापूर्वकपर्यालोचनेन जगत्स्रष्टृत्वं तैत्तिरिराहेत्यर्थः॥ ५॥

छान्दोग्येऽपि जगत्स्रष्टृत्वं ब्रह्मण एव श्रुतमित्याह इदमग्र इति। सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति सद्रूपमद्वितीयं ब्रह्मोपक्रम्य तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्-

---

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, ঈশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই পূর্ব্বোক্ত লোক হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি এবং অন্ন যথাক্রমে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতে জগদীশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইতেছে॥ ৪॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও ব্যক্ত আছে যে, জগৎ কর্ত্তা এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বহুরূপে এই জগতে পরিব্যাপ্ত হইব। এই নিমিত্ত তিনি সঙ্কল্পরূপ তপস্যার বলে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব জগদীশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সর্ব্ববাদিসিদ্ধ হইল॥ ৫॥

সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদেও ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। উক্ত উপনিষদে উক্ত আছে যে, এই অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন।

तेजोऽबन्नाण्डजादीनि सर्वजीवाश्च सामगाः ॥ ६ ॥
विस्फुलिङ्गा यथा वह्नेर्व्ययन्तेऽक्षरतस्तथा ।
विविधाश्चिज्जड़ा भावा इत्याथर्वणिकी श्रुतिः ॥ ७ ॥
जगदव्याकृतं पूर्वमासीद् व्याक्रियतेऽधुना ।
दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराड़ादिषु ते स्फुटाः ।

तेजोऽसृजत इत्यादिना तत्रैवैक्षणपूर्व्वकं तेजोऽबन्नसृष्टत्वम् अभिधाय तेषां खलु षां मूलानां बीजेव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिज्जमित्यादिना आण्डजादिशरीरनिर्म्माणत्वञ्च सामगा वर्णयन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥

मुण्डकोपनिषद्यपि तदेतत् सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपास्तथाक्षरात् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्तीत्याक्षरशब्दवाच्याद् ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयत इत्याह विस्फुलिङ्गा यथेति ॥ ७ ॥

एवं बृहदारण्यकेऽप्यव्याकृतशब्दवाच्यात् ब्रह्मणो नामरूपात्मकं जगदुत्पन्नमिति श्रुतमित्याह जगदव्याकृतमिति । यदिदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नामायमिदं रूपमिति वाक्येन सृष्टेः पुरा असृष्टनामरूपत्वं नाव्याकृतशब्दवाच्यात् मायोपाधिकात् ब्रह्मणो नामरूपसृष्टीकरणलक्षणा सृष्टिरुक्ता तयोर्नामरूपयोर्विराड़ादिषु स्थूल-

---

তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, নানাপ্রকারে জগৎ উৎপন্ন হউক; তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সেই সঙ্কল্পবলে বিবিধ জীব সমুৎপন্ন হইল ॥ ৬ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-মণ্ডুক উপনিষদে ব্যক্ত আছে যে, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ সহস্র সহস্র অগ্নিকণানমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ একমাত্র সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম হইতে অনন্তরূপী সচেতন জীব ও নানাবিধ জড়পদার্থ সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সর্ব্বমতেই ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৭ ॥

বাজসনেয়-বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে এই অপরিসীম জগৎ অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ছিল, তখন আধুনিক জগতের ন্যায় নামরূপাদিবিশিষ্ট সুব্যক্তরূপ কিছুই ছিল না। পরে বিরাটপুরুষ প্রভৃতি নাম ও চেতনাচেতনাদি নানাবিধ দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থরূপে সুব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ

বিরাড়্মনুর্নরা গাবঃ খরাশ্বাজাবয়স্তথা।
পিপীলিকাবধিকৃন্দমিতি ব্যাজহনেধিনঃ ॥ ৮ ॥
কৃত্বা রূপান্তরং জীবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ।
ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ ৯ ॥
চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহস্য যঃ পুনঃ।

কার্য্যেষু অষ্টা চ তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি বাক্যেনাভিহিতা তৈ চ বিরাড়াদয়ঃ আত্মৈবেদময় আসীৎ পুরুষবিধ ইত্যাদিনা এবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজতেত্যনেন দর্শিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উক্তাভিঃ শ্রুতিভির্দ্বৈতসৃষ্ট্যভিধানানন্তরং ব্রহ্মণো জীবরূপেণ তত্র প্রবেশোঽপ্যভিহিত ইত্যাহ কৃত্বা রূপান্তরম্ ইতি জীবং জীবসম্বন্ধি রূপান্তরমবিক্রিয়াদ্ ব্রহ্মণো বিলক্ষণ বিকারি রূপমিত্যর্থঃ, দেহে দেহজাতে। জীবত্বং কুত ইত্যত আহ জীবত্বমিতি। প্রাণাদীনাং স্বামিত্বেন প্রেরকত্বং প্রাণধারণং তস্মাৎ জীবং রূপং কৃত্বা প্রাবিশদিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

কিন্তদিত্যপেক্ষায়ামাহ চৈতন্যং যদধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহকস্যাধারভূতং

বিরাটপুরুষ, মনু, মনুষ্য, গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, অজ, মেষ ও পিপীলিকাদি অনন্তক্ষুদ্র জীব উৎপন্ন হইল, এই সকল প্রাণী দ্বন্দ্বরূপে উৎপন্ন হইয়া সুব্যক্ত জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত বিবিধ শ্রুতি সকলের মর্ম্মার্থ সংগ্রহ দ্বারা জগতের সৃষ্টি নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ পরমব্রহ্মই যে জীবরূপে দেহ মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।—পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর জীবচৈতন্যরূপে অর্থাৎ চেতনাবিশিষ্ট জীবরূপে প্রাণিবর্গের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু সেই সৎস্বরূপ পরমপিতা পরমেশ্বরই জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মই জীবনামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সেই জীব কি প্রকার? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ পূর্ব্বোক্ত জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—সকলের অধিষ্ঠানভূত সর্ব্বব্যাপী পরমকারণ পরমপিতা পরমব্রহ্ম চৈতন্য; ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণের সমষ্টিরূপ

चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ १० ॥
माहेश्वरी तु या माया तस्या निर्माणशक्तिवत्
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ ११ ॥
मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति।

यश्चैतन्यमस्ति यश्च तत्र कल्पितौ लिङ्गदेहौ यश्च तस्मिन् लिङ्गदेहे विद्यमानचिदाभासः तत्-सङ्घस्तेषां त्रयाणां समूहो जीवशब्देनोच्यत इत्यर्थः ॥ १० ॥

नन्वीश्वरस्यैव जीवरूपेण प्रविष्टत्वं तस्यानलदुःखित्वादिविरुद्धधर्मवत्त्वं कुत इत्याशङ्क्याह माहेश्वरी तु या मायेति। माहेश्वरी मायिनन्तु महेश्वरमिति, श्रुत्युक्ता महेश्वरसम्बन्धिनी या मायास्ति तस्या निर्माणशक्तिवत् जगत्सर्जनसामर्थ्यवत् मोहशक्तिश्च मोहनसामर्थ्यमस्ति तदेतज्जड़ं मोहात्मकमितिश्रुतेः। ततः किमित्यत आह तं जीवमिति। असौ मोहन-शक्तिः तं पूर्वोक्तं जीवं मोहयति विदानन्दादिस्वरूपज्ञानरहितं करोति ॥ ११ ॥

ततोऽपि किमित्यत आह मोहादनीशतामिति। मोहात् पूर्वोक्तात् अनीशतामिष्टा-निष्टप्राप्तिपरिहारयोरसमर्थत्वं प्राप्य वपुषि मग्नः शरीरे तादात्म्याभिमानं गतः शोचति

লিঙ্গশরীর এবং সেই লিঙ্গশরীরে অবস্থিত চৈতন্য তাঁহার প্রতিবিম্ব; এই সকলের সমষ্টিকে জীব বলা যায় ॥ ১০ ॥

যদিও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের চৈতন্যই সর্ব্বব্যাপীহেতু প্রাণিবর্গের সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করিয়া জীবনামে বিখ্যাত হয়, তথাপি সেই জীবের সুখ দুঃখ অনুভবের কারণ এই যে,—পরমেশ্বরীয় মায়াশক্তিরূপ উপাধির যেমন জগৎসৃষ্টির শক্তি আছে, সেইরূপ তাঁহার জগতের মোহিনী শক্তিও আছে। সেই পরমেশ্বরীয় মোহিনীশক্তিপ্রভাবে জীব বিমোহিত হইয়া সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগকরিয়া থাকে। ঈশ্বরীয় মায়ার মোহিনীশক্তিই জীবের সাংসারিক সুখদুঃখভোগের কারণ। যখন জীব সেই মায়ার মোহিনীশক্তি অতিক্রম করিতে পারে, তখন তাহার আর সুখদুঃখভোগ হয় না ॥ ১১ ॥

প্রাণিবর্গ ঈশ্বরীয় মহামায়ার মোহিনীশক্তিপ্রভাবে অভিভূত হইয়া ঈশ্বর বিস্মরণপূর্ব্বক সংসারে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদা শোকাকুল হইয়া থাকে। এই-

ईशसृष्टमिदं द्वैतं सर्व्वमुक्तं समासतः ॥ १२ ॥
समाम्नवान्नाद्ये द्वैतं जीवसृष्टं प्रपञ्चितम्।
अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्म्मणाजनयत् पिता ॥ १३ ॥
मर्त्यान्नमेकं देवान्ने द्वे पश्वन्नं चतुर्थकम्।
अन्नत्रितयमात्मार्थमन्नानां विनियोजनम् ॥ १४ ॥

दुःखित्वाद्यभिमानं करोति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमान इति श्रुतेरित्यर्थः वक्ष्यमाणसाङ्कर्य्यपरिहाराय वृत्तं निगमयति ईशसृष्टमिति। समासतः सङ्क्षेपेणेत्यर्थः ॥ १२ ॥

ननु जीवस्य द्वैतसृष्टित्वे किं मानमित्याशङ्क्याह समाम्नेति। कथं तत्र प्रपञ्चितमित्याशङ्क्य समाम्नशब्दवाच्यद्वैतसृष्टिप्रतिपादकं यत्समाम्नानि मेधया तपसाऽजनयत् पितेति वाक्यमर्थतः संगृह्णाति अन्नानीति। पिता स्वाङ्गद्वारा जगदुत्पादनेन सर्व्वलोकपालको जीव इत्यर्थः ॥ १३ ॥

नन्वन्नसप्तकसर्जनं किमर्थमित्याशङ्क्य तद्विनियोगोऽप्येकमस्य साधारणं द्वे देवा नभा जयत् बीयात्मनेऽकुरुत पशूनां एकं प्रायच्छत् इति वाक्यैरुक्त इत्याह मर्त्यान्नमेकमिति विनियोजनमुक्तमिति शेषः ॥ १४ ॥

প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্বে দ্বৈতবস্তু সমুদায় যে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল ॥ ১২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে ঈশ্বরকর্ত্তৃক যে এই পরিদৃশ্যমান অপরিসীম জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া এইক্ষণে জীবগণকর্ত্তৃক পরিকল্পিত দ্বৈত জগতের বস্তু সমুদায়ের বিবরণপ্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন।—সপ্তান্ন-ব্রাহ্মণ বিচারকালে জীবগণ যে দ্বৈতবস্তু সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্বিবরণ সবিশেষ প্রপঞ্চিত আছে। জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন সমুৎ-পাদন করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

সেই সপ্তপ্রকার অন্ন কি এবং কি নিমিত্তই বা সেই সপ্তপ্রকার অন্নের সৃষ্টি হইয়াছে? তদ্বিষয় বিবৃত হইতেছে,—মর্ত্ত্যবাসী সাধারণ জীবের নিমিত্ত একপ্রকার অন্ন, দেবগণের নিমিত্ত দুইপ্রকার অন্ন, পশুদিগের নিমিত্ত

ব্রীহ্যাদিকং দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরং তথা মনঃ।
বাক্ প্রাণশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্ ॥ ১৫ ॥
ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ।
তথাপি জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জীবৈ কার্য্যৈস্তদন্নতাম্ ॥ ১৬ ॥

তানি চ সপ্তান্নানি একমন্নং সাধারণমিতীদমিবাস্য তত্ সাধারণমন্নং যদিদমন্নত ইত্যাদিনা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যন্তেন বাক্যসন্দর্ভেণ ঈশদূনকল্পিকাদ্যরূপেণ দর্শিতানীত্যাহ ব্রীহ্যাদিকমিতি ॥ ১৫ ॥

ননূক্তসপ্তান্নানাং জগদন্তঃপাতিত্বে ঈশ্বরনির্ম্মিতত্বাৎ জীবনির্ম্মিতত্বাভিধানমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তৎস্বরূপস্য ঈশ্বরনির্ম্মিতত্বেঽপি ভোগ্যত্বাকারস্য জীবনির্ম্মিতত্বাৎ নৈবমিত্যাহ ঈশেন যদ্যপ্যেতানীতি। জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জ্ঞানং বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ দৈবতাপরযোষিদাদিবিষয়ং ধ্যানং কর্ম্ম চ বিহিতং যজ্ঞাদিরূপং প্রতিষিদ্ধং হিংসাদিরূপং তাভ্যামিত্যর্থঃ। তদন্নতা তেষাং ব্রীহ্যাদিপ্রাণান্তানাং স্বভোগোপকরণত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

একপ্রকার অন্ন এবং আত্মার নিমিত্ত তিনপ্রকার অন্ন সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদায়ে এই সপ্তপ্রকার অন্নের ব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সপ্তপ্রকার অন্ন এই,—শস্যাদি, দর্শযাগ, পৌর্ণমাস যজ্ঞ, দুগ্ধ, মনঃ, বাক্য ও প্রাণ এই সপ্তবিধ অন্ন জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের ভোগার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর এই সপ্তবিধ অন্ন জীবগণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবগণ ঐ সকল অন্নের নামাদি পরিকল্পনা করিয়া ভোগ্য বস্তুরূপে স্বীকার করিয়াছে ও নিয়ত তাহা উপভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

যদিও উক্ত সপ্তপ্রকার অন্ন জগতের অন্তর্গত; কিন্তু ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু মনুষ্যের জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অন্ন সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যদিও অন্নসকল জগতের অন্তর্গতপ্রযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট বটে, তথাপি জীবগণ ঐ সকল বস্তুকে জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা স্বীয় ভোগের নিমিত্ত অন্নরূপে স্বীকার বা পরিকল্পিত করিয়া উপভোগ করিতেছে, এই নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুকে অন্নরূপে জীবের সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্দ্বাভ্যাং সমন্বিতম্।
পিতৃজন্যা ভর্ত্তৃভোগ্যা যথা যোষিত্ তথেষ্যতাম্॥ ১৭॥
মায়াবৃত্ত্যাত্মকো ঈশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ।
মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবো সঙ্কল্পো ভোগসাধনম্॥ ১৮॥
ঈশনির্ম্মিতমন্নাদৌ বস্তুন্যেকবিধে স্থিতে।

এতাবতা কিমুক্তং ভবতি তত্রাহ ঈশকার্য্যমিতি। জগত্ সমান্নত্বেনোক্তং ব্রীহ্যাদিরূপ মীশকার্য্যত্বেন জীবভোগ্যত্বেন চ দ্বাভ্যাং সম্বদ্ধমিত্যর্থঃ। একস্য উভয়সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-মাহ পিতৃজন্যেতি॥ ১৭॥

ঈশজীবয়োর্জগজ্জনে কিং সাধনমিত্যত আহ মায়াবৃত্ত্যাত্মকো ঈতি॥ ১৮॥

নন্বীশ্বরসৃষ্টবস্তুস্বরূপাতিরিক্তো ভোগ্যত্বাকার এব নাস্তি কো জীবেন সৃজ্যতে ইত্যা-

---

উক্ত সপ্তপ্রকার অন্নরূপে কথিত এই সমুদায় জগৎ একরূপ হইলেও বাস্তবিক ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং জীবগণকর্ত্তৃক ভোগ্যরূপে স্বীকৃত, এই উভয়-প্রকারে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। সকল বস্তুরই এইরূপ প্রকারভেদ আছে। যেমন স্ত্রী সকল পিতৃকর্ত্তৃক সমুৎপন্ন হইয়াও স্বামীর উপভোগ্যরূপে স্বীকৃত হয়, তেমন বস্তুমাত্রই একপ্রকার হইলেও উক্তরূপে উভয়প্রকার হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর সৃষ্টত্ব ও জনোপভোগ্যত্ব এই উভয় ধর্ম্ম লইয়া এক জগতের দ্বৈতত্ব সিদ্ধ হইল॥ ১৭॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইল যে, ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই জগৎসৃষ্টিবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব আছে, এইক্ষণে ক্রমশঃ ঈশ্বর ও জীবের জগৎসৃষ্টিবিষয়ে হেতু নিরূপণ করিতেছেন।—ঈশ্বরশক্তি মায়ার কার্য্যস্বরূপ যে ঈশ্বরীয় সঙ্কল্প তাহাই ঈশ্বর-কর্ত্তৃক জগৎ সৃজনের হেতু। ঈশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব সেই সঙ্কল্পকেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎসৃষ্টির হেতু বলা যায় এবং মনো-বৃত্তির কার্য্যস্বরূপ ভোগবিষয়ক যে জীবের সঙ্কল্প, তাহাই জীবকর্ত্তৃক ভোগ-বিষয়ের হেতু। কারণ জীবগণ ভোগাভিলাষসাধনমানসে নানাপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া থাকে, অতএব সেই ভোগসাধন সঙ্কল্পকে এস্থলে হেতু বলা যায়॥ ১৮॥

ঈশ্বরই জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবগণ কোন বস্তুই

भोक्तृधीवृत्तिनानात्वात् तद्भोगो बहुधेष्यते ॥ १९ ॥
हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा क्रुध्यत्यन्यो ह्यलाभतः।
पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न क्रुध्यति ॥ २० ॥

शङ्काह ईशनिर्मितेति। एकस्मिन्नेव विषये बहुविधो भोग उपलभ्यमानस्तत्प्रयोजकं भोग्याकारभेदं गमयतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

ननु सति भोगभेदे भोग्यभेदे कल्प्येत स एव नास्तीत्याशङ्क्य दृश्यमानत्वान्नैवमित्याह हृष्यतीति। एकोमणुर्थी तं लब्ध्वा हृष्यति अन्यस्तथाविधसदलाभात् क्रुध्यति अत्र मणिविषये विरक्तः तं मणिं पश्यतीव लाभालाभनिमित्तकौ हर्षक्रोधौ न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥२०॥

সৃষ্টি করে নাই। পরন্তু যে সকল বস্তু একবার ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার জীবকর্ত্তৃক কখনই সৃষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু মণিপ্রভৃতি সে সকল বস্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ সকল বস্তুর রূপান্তর না হইয়াও ভোক্তা জীবগণ নানাপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা সেই সকল মণিপ্রভৃতি পদার্থের নানাপ্রকারে ভোগ কল্পনা করিয়া থাকে। জীবগণ মণিপ্রভৃতি কতিপয় পদার্থের যদিও কোনরূপ প্রকারান্তরতা সম্পাদন করিতে পারে না, তথাপি তাহাদিগকে নানারূপে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

এই জগতে নানাপ্রকার জীব আছে, তাহাদিগের জ্ঞানও নানাবিধ এবং ভোগও নানাপ্রকারে হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগ্যবস্তু সকল একপ্রকারই দেখা যায়। এইপ্রকারে যদিও ভোগকর্ত্তার নানাত্ব এবং ভোগ্যবস্তুর একপ্রকারত্ব যুক্তিসঙ্গত বটে; তথাপি দেখা যাইতেছে যে, মণিপ্রভৃতি যে সকল বস্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল পদার্থ একপ্রকার হইলেও কেহ ঐ সকল মণি প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দলাভ করে, কেহ বা ঐ সকল মণি না পাইয়া নিতান্ত বিষাদে কালযাপন করে ও ক্রোধে অধীর হইয়া থাকে। আবার কোন কোন সংসারবিরক্ত ব্যক্তি ঐ সকল মণি কেবল দর্শন করে, কিন্তু তাহা লাভ করিলেও হর্ষিত হয় না এবং তাহা না পাইলেও কোনরূপ বিষাদ বোধ করে না। তাহাদিগের কোন বিষয়েই অনুরাগ বা অনুতাপ হয় না ॥ ২০ ॥

প্রিয়োঽপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিমাদয়ঃ।
সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু ॥ ২১ ॥
ভার্য্যা স্নুষা ননন্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ ॥ ২২ ॥
ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে।

কে তে ভোগভেদোপরক্তাজীবসৃষ্টা আকারভেদা ইত্যত আহ প্রিয়োঽপ্রিয় ইতি। মণিস্ত্রা প্রিয়ত্বাপ্রিয়ত্বোপেক্ষ্যত্বলক্ষণা আকারভেদা জীবৈঃ সৃষ্টাঃ. ত্রিষ্বপি সাধারণমনুস্যূতং যন্মণিরূপং তদীশ্বরনির্ম্মিতমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

উক্তং জীবসৃষ্টাকারভেদমুদাহরণান্তরেণ স্পষ্টয়তি ভার্য্যা স্নুষেতি। ননন্দা ভর্তৃভগিনী যাতা দেবরপত্নী প্রতিযোগিধিয়া ভর্তৃশ্বশুরাদিলক্ষণপ্রতিযোগিগোচরয়া বুদ্ধ্যা তত্তদপেক্ষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ননু যোষিদ্বিষয়াণি ভার্য্যা স্নুষেত্যাদিজ্ঞানান্যেব ভিন্নানি উপলভ্যন্তে ন তু তত্তদ্বিষয়-

---

মণিপ্রভৃতি কতিপয় ভোগ্যবস্তুতে জীবের নানাপ্রকার ভাব দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তির সেই মণিতে অনুরাগ থাকে, কাহার বা তাহাতে অভিলাষ থাকে না, কেহ বা মণিপ্রভৃতি কতিপয় সাধারণ ভোগ্যবস্তুকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবকর্ত্তৃক যে সকল পরিকল্পনা দেখাযায়, তাহা নানাস্থানে নানাপ্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট যে মণিপ্রভৃতির রূপ ও গুণ তাহা সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে একরূপ থাকে, কদাচ তাহার রূপান্তর হয় না। পরন্তু যেমন একই স্ত্রী কোন ব্যক্তির পত্নী, অন্য কোন জনের পুত্রবধূ, কাহার বা ননন্দা, কাহার বা এবং অন্য কোন ব্যক্তির মাতা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। সম্বন্ধি ব্যক্তির বিভিন্নতা বশতঃই এক স্ত্রীর প্রতি নানাপ্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, বাস্তবিক ঈশ্বরসৃষ্ট সেই স্ত্রীর কোনরূপের বা আকৃতির অন্যথা হয় না, সেই স্ত্রী একরূপই থাকে। সেইরূপ জগতের যাবতীয় পদার্থ ঈশ্বর সৃষ্টত্বরূপে একপ্রকার হইলেও জীবগণের জ্ঞান ও বাসনার নানাত্বহেতু নানাপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ২১-২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে পত্নী, বধূ ইত্যাদি প্রকারে স্ত্রীলোকবিষয়ক জ্ঞানের

যোষিদ্বপুষ্যতিময়ী ন দৃষ্টো জীবনির্ম্মিতঃ ॥ ২৩ ॥
নৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিদ্যতেঽত্র মনোময়ী ॥ ২৪ ॥
ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষ্বস্তু মনোময়ম্।
জাগ্রন্মানেন মেয়স্য ন মনোময়তেতি চেৎ ॥ ২৫ ॥

ভূতায়া যোষিতঃ স্বরূপভেদো দৃশ্যতে অতঃ প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্বিষয়ত্ব ইত্যুক্তমযুক্তমিতি শঙ্কতে ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামিতি ॥ ২৩ ॥

জ্ঞানবৈলক্ষণ্যস্য স্ত্রীবৈলক্ষণ্যাবিনাভূতত্বাৎ স্ত্রীয়াকারভেদোঽস্বীকর্ত্তব্য ইত্যাশয়েন পরিহরতি নৈবং মাংসময়ী যোষিদিতি ॥ ২৪ ॥

ননু ভ্রান্ত্যাদিস্থলে বাহ্যবিষয়াভাবাৎ তত্রতং বস্তু মনোময়মস্তু প্রমিতিস্থলে তু তদনুপপন্নং বাহ্যবস্তুনঃ সত্ত্বাদিতি শঙ্কতে ভ্রান্তিস্বপ্নেতি। মানেন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেন মেয়স্য প্রমেয়স্য তত্রত্যস্য ॥ ২৫ ॥

ভেদমাত্র দেখাইলেন, কিন্তু সেই স্ত্রীলোকের আকৃতির কোন বিশেষ হইল না। কারণ ঐ সকল জীবকৃত, প্রকৃত ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে; জীবকৃত যাবতীয় কার্য্যই এইরূপ পরিকল্পনামাত্র। অতএব সেই সকল পত্নী, বধূ প্রভৃতি ব্যবহারের কোন ভেদ নাই, ইহাই আপাততঃ প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে পত্নী, বধূ প্রভৃতি ব্যবহারে কোন বিশেষ নাই বলিয়া আপাততঃ যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ বাহ্যবস্তু সকল দুইপ্রকার,— বাহ্যে পঞ্চভূতময় এবং অন্তঃকরণে মনোময়; যদিও বাহ্যদৃষ্টে মাংসপিণ্ডস্বরূপ স্ত্রীর আকারের কোন ভেদ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ বৃত্তিতে পত্নী ও পুত্রবধূপ্রভৃতি প্রকারে সেই স্ত্রীর নানাপ্রকার বিশেষ ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীলোককে পত্নী বলিয়া ব্যবহার করে, তাহার মনোবৃত্তি যেরূপ এবং যে ব্যক্তি তাহাকে পুত্রবধূরূপে ব্যবহার করে, তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি সেইরূপ হইতে পারে না। কিন্তু যদি বল ভ্রান্তিকালে, স্বপ্নাবস্থায়, মানসিকচিন্তাসময়ে অথবা কোন পদার্থের স্মরণ সমকালেই বাহ্যবস্তুর মনোময়রূপের সম্ভব হইয়া থাকে, পরন্তু

বাঢ়ং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্যাৎ বিষয়াকৃতিঃ।
ভাষ্যবার্ত্তিককারাভ্যামেষমর্থ উদাহৃতঃ॥ ২৬॥
মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্॥ ২৭॥

প্রমিতিস্থলে বাহ্যবিষয়সত্ত্বমঙ্গীকরোতি বাঢ়মিতি। কথং তর্হি তদ্বিষয়স্য মনোময়ত্বমুচ্যত ইত্যত আহ মানেতিতি। মানে বিষয়াকৃতিস্তু তস্য মেয়েন যোগাৎ সম্বন্ধাৎ। স্যাৎ। নন্বিদং স্বকপোলকল্পিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভাষ্যবার্ত্তিককারাভ্যামিতি॥ ২৬॥

তত্র তত্রভাষ্যকারবচনমুদাহরতি মূষাসিক্তমিতি। যথা দ্রুতং তাম্রং মূষায়াং সিক্তং সত্তন্নিভং জায়তে তৎসমানাকারং ভবতি তথা রূপাদীন্ বিষয়ান্ ব্যাপ্নুবত্ বিষয়ীকুর্বত্ চিত্তং ধ্রুবমবশ্যং তন্নিভং দৃশ্যতে উপলভ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥

জাগ্রদবস্থায় বাহ্যপদার্থের মনোময়রূপে সম্ভব হইতে পারে না, অর্থাৎ যখন কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই সময়ে সেই বস্তুর পঞ্চভূতময়স্বরূপই প্রকাশিত হইয়া থাকে, কখনও মনোময়রূপের প্রকাশ হয় না॥ ২৪-২৫॥

ইহার মীমাংসা কথিত হইতেছে।—ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার সবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কোন পদার্থের প্রত্যক্ষকালে পরিদৃশ্যমান বাহ্যবস্তুতে চক্ষুঃ প্রভৃতির সংযোগ হইলেই সেই পদার্থে অন্তঃকরণ সংযুক্ত হইয়া থাকে, তখন সেই বস্তুর বাহ্যে যেরূপ আকার থাকে, অন্তঃকরণেও সেই বস্তুর সেইরূপ আকার উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাগ্রদবস্থাতেও বাহ্যবস্তুর মনোময় আকারের সম্ভব হইল, এখন আর পূর্ব্ববৎ সংশয় রহিল না॥ ২৬॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাষ্যকারের মত প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন তাম্রাদি ধাতু দ্রব্যকে অগ্নি সংযোগ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া মূষা অর্থাৎ ছাঁচের মধ্যে অর্পণ করিলে ঐ ছাঁচের যেরূপ আকৃতি থাকে, সেই তাম্রাদি ধাতুদ্রব্যও সেইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হয়। সেইপ্রকার বাহ্য বস্তুতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে মানবের অন্তঃকরণ বৃত্তির যেরূপ অবস্থা থাকে বাহ্য বস্তুতেও সেইরূপে অন্তঃকরণ পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকারে এক বস্তুর প্রতিও নানা ব্যক্তির অন্তঃকরণ বৃত্তি নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে॥ ২৭॥

व्यञ्जको वा यथा लोको व्यङ्ग्यस्याकारतामियात्।
सर्व्वार्थव्यञ्जकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रदृश्यते ॥ २८ ॥
मातुर्म्मानाभिनिष्पत्तिर्निष्पन्नं मेयमेति तत्।

ननु तामादेरग्निसम्पर्कात् द्रुतस्य मूषानिषिक्तस्य कठिनमूषाभिघातेन ग्रैवेयापत्तौ मूषाकारापत्तावपि बुद्धेरमूर्त्तायास्तामादिविलक्षणायाविषयव्यापावपि कृतसदाकारापत्तिरित्याशङ्क्य दृष्टान्तान्तरमाह व्यञ्जकी वेति। यथा व्यञ्जकः प्रकाशकः आलोकः आतपादिः व्यङ्ग्यस्य प्रकाश्यस्य घटादेराकारतामाकारवत्तामियात् प्राप्नुयात् एवं धीरपि सर्वार्थस्य व्यञ्जकत्वात् सकलपदार्थप्रकाशकत्वादर्थस्याकार इवाकारो यस्याः सा तथा प्रदृश्यते प्रकर्षेणोपलभ्यते इत्यर्थः ॥ २८ ॥

इदानीं वार्त्तिककारवचनमाह मातुर्म्मानाभिनिष्पत्तिरिति। मातुः साधिष्ठानबुद्धिस्थचिदाभासरूपात् प्रमातुर्म्मानाभिनिष्पत्तिर्मानस्य साभामान्तःकरणवृत्तिरूपस्याभिनिष्पत्ति-

---

প্রকারান্তরে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রামাণ্য সংস্থাপন দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।—যেমন সাধারণ বস্তু প্রকাশক সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থের আলোক যখন যে পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে প্রকাশ করে, তখন সেই আলোকিত বস্তুর যেরূপ আকার থাকে, সূর্য্যাদির কিরণও সেইরূপ আকার বিশিষ্ট হয়, নতুবা সেই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ পায় না। সেইরূপ সর্ব্ববস্তু প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে আশ্রয় করে, তখন অন্তঃকরণবৃত্তি সেই পদার্থের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সেই বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ভাষ্যকারের মত প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে পরিদৃশ্যমান বাহ্যবস্তুর মনোময়ত্ব প্রতিপাদনের প্রামাণ্যস্থাপনার্থ বার্ত্তিককারের মত দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—পরিদৃশ্যমান বাহ্যবস্তু সকল ভূচিক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্ত্তী হইলেই বুদ্ধিস্থিত প্রমাজ্ঞান কর্ত্তা চৈতন্য হইতে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। তদনন্তর সেই অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষুঃপ্রভৃতির সমীপস্থিত বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সেই বস্তুর যেরূপ আকার থাকে, সেইরূপ আকারে পরিণত হয়। অতএব পাঞ্চভৌতিক যে বস্তু বাহ্যে যেমন আকার

মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে ॥ ২৯ ॥
সত্যেবং বিষয়ী দ্বৌ স্তো ঘটৌ মৃন্ময়ধীময়ৌ।
মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাস্যস্তু ধীময়ঃ ॥ ৩০ ॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ।

ত্বমুৎপত্তির্ভবতীতি শেষঃ। নিষ্পন্নমুৎপন্নং তন্মানং মেয়ং প্রমেয়ং ঘটাদিরূপমেতি প্রাপ্নোতি কিঞ্চ তন্মানং মেয়াভিসঙ্গতং প্রমেয়েণ সম্বদ্ধং সন্মেয়াভত্বং মেয়স্যামেয়াভা যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং মেয়স্বমানকারতা প্রপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ভবত্বেবং প্রকৃতে কিমায়াতম্ ইত্যত আহ সত্যেবমিতি। ননু মৃন্ময়ঘটস্যেব মনোময়ঘটস্য তেনৈব মনসা গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ বাহ্যকারণাভাবাদ্বাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য বাহ্যকারণাভাবোঽসিদ্ধ ইত্যাহ মৃন্ময় ইতি। যথা মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ সাভাসান্তঃকরণবৃত্তিভাস্যস্তথা ধীময়ঃ সাক্ষিভাস্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ভবত্বেবং দ্বিবিধং দ্বৈতমব কস্য দ্বৈত্বং কস্য বা নেতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাশঙ্ক্য জীবসৃষ্টস্যৈব দ্বৈত্বমিত্যভিপ্রেত্য তস্য বন্ধহেতুত্বং দর্শয়তি অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিতি। অন্বয়ব্যতিরেকা-

---

বিশিষ্ট থাকে, অন্তঃকরণেও সেইপ্রকার মনোময় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করা যাইতে পারে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্ব কথিত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থই যে ভৌতিক ও মনোময়ভেদে দুইপ্রকার হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল। যেমন ঈশ্বরসৃষ্ট ঘট বাহ্যে মৃণ্ময়, সেই প্রকার জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট সেই ঘটই অন্তঃকরণে মনোময়। পরন্তু মৃণ্ময় ঘট বাহ্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন জ্ঞানের বিষয় হয়, সেইরূপ মনোময়ঘট অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়মুখী অনুমান ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনোময় সকল বস্তুই জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ। অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা জীবসৃষ্ট মনোময়বস্তুই যে জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ, তাহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এইক্ষণে তদ্বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।—মনোময় পদার্থের বিদ্যমানাবস্থাতেই জীবগণের সুখ ও দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে।

অস্ত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্ত স্তস্মিন্নস্তি ন হ্যয়ম্ ॥ ৩১ ॥
অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ।
সমাধিসুষুপ্তিমূর্চ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্ ন বধ্যতে ॥ ৩২ ॥
দূরদেশং গতে পুত্রে জীবত্যেবাত্র তত্ পিতা।

বৈব দর্শয়তি সত্যস্মিন্নিতি। অস্মিন্ জীবস্থে মানসপ্রপঞ্চে সতি বিদ্যমানে সুখদুঃখে স্তঃ ভবতঃ অসতি তু তস্মিন্ ন হ্যয়ং সুখং দুঃখঞ্চ নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ননূক্তাবন্বয়ব্যতিরেকৌ বাহ্যার্থবিষয়ৌ কিং ন স্যাতাং ইত্যত আহ অসত্যপীতি। নরো মনুষ্যঃ এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি, স্বপ্নাদৌ স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিকালে বাহ্যার্থেঽনুকূলে ঔষধিদাদৌ প্রতিকূলে ব্যাঘ্রাদৌ চ পারমার্থিকে বিষয়েঽসত্যপ্যবিদ্যমানেঽপি বধ্যতে সুখদুঃখাভ্যাং যুজ্যতে। সমাধ্যাদিষু তস্মিন্ বাহ্যার্থে সত্যপি ন বধ্যতে ন সুখদুঃখাদিভাগ্ভবতি অতস্তদ্বিষয়াবন্বয়ব্যতিরেকৌ ন স্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

মনোময়প্রপঞ্চস্য বন্ধকত্বে নান্বয়ব্যতিরেকাবুদাহরণেন স্পষ্টয়তি দূরদেশং গত ইতি। সার্দ্ধেন। দেশান্তরং প্রাপ্তে পুত্রে তত্র জীবতি সতি গৃহস্থিতস্তস্য পিতা বিপ্রলম্ভকস্য

আর যখন সেই মনোময় বস্তু অবিদ্যমান থাকে, তখন সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকে না * ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে,—স্বপ্নাবস্থাতে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তথাপিও মনোময় বস্তুদ্বারা জীবগণ সংসারে আবদ্ধ থাকে এবং সমাধি, সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছাকালে বাহ্যবস্তু সকলই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু মনোময় বস্তুর অভাবহেতু তৎকালে জীবগণ বদ্ধ হয় না। অতএব মনোময়বস্তুই যে জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ, তাহা উভয়বিধ অনুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩২ ॥

কোন ব্যক্তির স্নেহভাজন পুত্র দেশান্তরে অবস্থান করিতেছে, এমন সময় যদি কোন মিথ্যাবাদী আগমনপূর্ব্বক বিপ্রলম্ভক বাক্যে তাহার পিতাকে

---

* এইস্থলে মনোময় বস্তুর বিদ্যমানতাদ্বারা যে সুখ দুঃখের অনুমান হয়, তাহাই অন্বয়ানুমান এবং ঐ মনোময় বস্তুর অবিদ্যমানতাদ্বারা যে সুখদুঃখাভাবের জ্ঞান হয়, তাহাই ব্যতিরেকানুমান।

বিপ্রলম্ভবাক্যেন মৃতং মত্বা মরীদিতি ॥ ৩৩ ॥
মৃতেঽপি তস্মিন্ বার্ত্তায়ামমৃতায়াং ন রীদিতি।
অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধজ্ঞানসং জগৎ ॥ ৩৪ ॥
বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থবৈয়র্থ্যাৎ স্যাদিহেতি চেৎ।
ন হ্যাকারমাধাতুং বাহ্যস্যাপেক্ষি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৫ ॥

মিথ্যাবচনৈঃ পরবঞ্চকস্য ত্বৎপুত্রো মৃত ইত্যেবং রূপেণ বাক্যেন স্বপুত্রং মৃতং কল্পয়িত্বা প্রকর্ষেণ রীদিতি ॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্নেব পুত্রে মৃতেঽপি তন্মৃতিবার্ত্তায়ামমৃতায়াং রোদনং ন করোতি। ফলিতমাহ অতঃ সর্ব্বস্যেতি ॥ ৩৪ ॥

মনোময়স্যৈব জগতো বন্ধহেতুত্বাঙ্গীকারে বাহ্যার্থাপলাপাদপসিদ্ধান্তাপত্তিঃ স্যাদিতি মন্যতে বিজ্ঞানবাদ ইতি। পরিহরতি ন হ্যাকারমিতি। যদ্যপি মানসপ্রপঞ্চস্যৈব বন্ধহেতুত্বং তথাপি তদ্ধেতুত্বেন বাহ্যার্থস্যাপি স্বীকারাৎ ন বিজ্ঞানবাদপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

বলে যে তোমার অমুক পুত্র, যিনি বিদেশে ছিলেন, তাঁহার মরণ হইয়াছে; তবে সেই ব্যক্তি প্রিয়পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অবশ্যই আমার পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। অথবা কোন ব্যক্তির পুত্র দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছিল, এইক্ষণ যথার্থই তাহার মৃত্যুঘটনা হইয়াছে; কিন্তু পিতা তাহার পুত্রের মরণসংবাদ না জানিয়া আমার পুত্র জীবিত আছে, এই জ্ঞানেই প্রফুল্লচিত্তে থাকেন। অতএব মনোময় জগৎই যে সর্ব্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ ইহা সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যদি মনোময় জগৎই সর্ব্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে আর বাহ্য পাঞ্চভৌতিক জগতের বিদ্যমানতা প্রতিপাদনের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন,—বাহ্য জগতের বিদ্যমানতা স্বীকারের প্রয়োজন নাই, এই কথা বলিতে পার না। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ বাহ্য জগতের বিদ্যমানতা স্বীকার না করিলে জীবের সংসারবন্ধনের কারণীভূত মনোময় সেই সেই বস্তুর আকার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্বরঃ।
প্রয়োজনমপেক্ষন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ॥ ২৬॥
বন্ধহেত্বামসং দ্বৈতং তন্নো রোধেন যাস্যতি।
অভ্যসেদ্ যোগমিবাতো ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ॥ ২৩॥

ননু ইত্যাকারসমর্পণায় বাহ্যার্থো নাপেক্ষণীয়ঃ পূর্ব্বপূর্ব্বমানসপ্রপঞ্চসংস্কারস্যৈব উত্তরোত্তরমানসপ্রপঞ্চহেতুত্বোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্য গৌড়িবাদিন তদঙ্গীকরোতি বৈয়র্থ্যমস্তু বেতি। তর্হি বিজ্ঞানবাদাত্ কো ভেদ ইত্যত আহ বাহ্যমিতি। বিজ্ঞানবাদিনো বাহ্যার্থমেব ক্ষুণ্ণন্তি বয়ং ন তথৈবেত্যয়মেব ভেদ ইত্যর্থঃ। প্রয়োজনশূন্যস্যাভ্যুপগমোঽপ্যযুক্ত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রয়োজনমিতি। মানাধীনা বস্তুসিদ্ধির্ন প্রয়োজনাধীনা মানসিদ্ধস্য প্রয়োজনশূন্যত্বমাশ্রিত্যাসত্ত্বস্য লৌকিকৈর্বাদিভির্বা নাভ্যুপগমাদিতি ভাবঃ॥ ২৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অন্তঃকরণে মনোময় জগৎ প্রতিভাত হইতে পারে না, এই কথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। পরন্তু যদি বল, বাহ্যবস্তু স্বীকার না করিলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সংস্কারদ্বারাই অন্তঃকরণে মনোময় জগতের প্রতিভা সম্ভবিতে পারে, তবে আর বাহ্য ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপিও বাহ্যভৌতিক জগতের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন নিষ্প্রয়োজন বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রমাণদ্বারাই বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করে না। এই বস্তুদ্বারা কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই যে সেই বস্তুর অস্বীকার করা, তাহা কখনই সম্ভব নহে। যে বস্তু প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে, তাহা কে না স্বীকার করিয়া থাকে? অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, ইহা কদাচ মিথ্যা নহে॥ ৩৬॥

যদি এই দ্বৈতজগৎ সর্ব্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল এবং মনোনিরোধাদিস্বরূপ কোন যোগাভ্যাসদ্বারা মনের নিরোধপূর্ব্বক দ্বৈতনিবৃত্তি করাই যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহাহইলে আর দ্বৈত-নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মবিজ্ঞান পর্য্যালোচনার প্রয়োজন কি? যে দ্বৈতনিবৃত্তির

তাত্কালিকদ্বৈতশান্ত্যাবস্থ্যাপ্তিজনিত্যয়ঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৩৮॥
অনিবৃত্তেঽপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্য মৃষাত্মতাম্।
বুদ্ধা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্ত্বৈক্যবাদিনা॥ ৩৯॥

মানসদ্বৈতস্যৈব বন্ধহেতুত্বে তস্য মনো নিরোধাত্মকেন যোগেনৈব নিবৃত্তিসম্ভবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানস্য বন্ধনিবর্ত্তকত্বাভ্যুপগমো বিরুধ্যেতেতি শঙ্কতে বন্ধস্যেত্যাদি দ্বৈতমিতি॥ ৩৭॥

যোগেন কি দ্বৈতোপশমঃ তাত্কালিক উচ্যতে আত্যন্তিকী বেতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়ং দূষয়তি তাত্কালিকদ্বৈতশান্ত্যাবিতি। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ, জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতীত্যাদিশ্রুতিষ্বন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ব্রহ্মজ্ঞানাদেব বন্ধনিবৃত্তিরভিধীয়ত ইতি ভাবঃ॥ ৩৮॥

ননু বাহ্যদ্বৈতনিবারণমন্তরেণাদ্বিতীয়ব্রহ্মজ্ঞানমেব নোদীয়াদিত্যাশঙ্ক্য তন্নিবারণস্যাবশ্যকত্বেঽপি তস্য মিথ্যাত্বজ্ঞানাদেব পারমার্থিকমদ্বৈতং বোদ্ধুং শক্যত ইত্যাহ অনিবৃত্তেঽপীতি॥৩৯॥

জন্য ব্রহ্মবিজ্ঞান আবশ্যক, তাহাই যদি যোগাভ্যাসদ্বারা সিদ্ধি হইল, তবে আর ব্রহ্মবিজ্ঞান পর্য্যালোচনার কোন প্রয়োজন নাই॥ ৩৭॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন।—মনোনিরোধাদিস্বরূপ যোগাভ্যাস করিলে তদ্দ্বারা সেই সময়ে দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে পুনঃ পুনঃ জীবের জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন নিবারিত হয় না। বেদান্তশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের সংসারবন্ধন নিবৃত্ত হইয়া পরমধাম মোক্ষপদ লাভ হইবার আর উপায় নাই॥ ৩৮॥

যদিও ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতের দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি না হয়, তথাপি সেই বিনশ্বর অচিরস্থায়ী জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান হইলেই অভেদবাদিদিগের অদ্বিতীয় পরংব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। বাহ্য জগতে দ্বৈতজ্ঞান কদাচ অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না॥ ৩৯॥

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ ।
বিরোধিদ্বৈতাভাবেঽপি ন স্যাদ্বোধুমশক্যম্ ॥ ৪০ ॥
অবাধকং সাধকঞ্চ দ্বৈতমীশ্বরনির্ম্মিতম্ ।

ন হি তত্ত্বজ্ঞানম্ অদ্বৈতজ্ঞানপ্রযোজকমপি তু তন্নিবারণমেবেত্যভিনিবেশমানং প্রত্যাহ প্রলয় ইতি। প্রলয়ে প্রলয়াবস্থায়াং তন্নিবৃত্তৌ তু তস্য দ্বৈতস্য নিবৃত্তৌ সত্যান্তু বিরোধি দ্বৈতাভাবেঽপ্যদ্বৈতজ্ঞানবিরোধিত্বেন ভবদভিমতস্য দ্বৈতস্য নিবারণে সত্যপি গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ-গুরুশাস্ত্রাদিরূপস্য জ্ঞানসাধনস্যাভাবাদ্বোধুমশক্যম্ অদ্বয়ং বস্তু বোদ্ধুং শক্যং ন ভবতি অতস্তন্নিবারণমপ্রযোজকমিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

তথাপি সতি দ্বৈতে কথমদ্বৈতজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবাধকমিতি। ঈশ্বরনির্ম্মিতদ্বৈতং সবাধকং তন্মূলভূতজ্ঞানেনৈবাদ্বৈতজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বাৎ সাধকঞ্চ গুরুশাস্ত্রাদিরূপস্য তস্য জ্ঞান-

---

যদি বল, বাহ্যজগতের দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, কারণ দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী; সুতরাং দ্বৈতজ্ঞানের বর্ত্তমানে কখনও অদ্বৈত জ্ঞান হয় না, কেবল যে সময়ে বাহ্যজগতের প্রলয় হইয়া সেই জগদ্বিষয়ক দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেই সময়েই অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু একথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ যে সময়ে বাহ্যজগতের প্রলয় হইয়া যায়, সেই সময়ে ব্রহ্মবিজ্ঞানজনক শাস্ত্রাদি এবং গুরু কিছুই বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং তৎকালে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানও হইতে পারে না। কেবল অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী দ্বৈতজ্ঞানের অভাব হইলে যে অদ্বৈতজ্ঞান হইবে, একথা অগ্রাহ্য। যদি জ্ঞানজনক বস্তুই না থাকিল, তবে কে সেই জ্ঞান জন্মাইবে? কার্য্যের কারণ না থাকিলে কেবল প্রতিবন্ধকের অভাবে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রপঞ্চ বাহ্য দ্বৈতজগৎ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং সেই দ্বৈতজগৎই ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানের কারণ এবং তদ্দ্বারাই অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ববিদ্ গুরু ও শাস্ত্রীয় উপদেশ ব্যতিরেকে সেই দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান না হইলে কদাচ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান সম্ভবিতে পারে না; সুতরাং দ্বৈতজগৎই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরি-

অপনেতুমশক্যত্বাদ্বাস্তবং দ্বিত্বমিষ্যতে ॥ ৪১ ॥
জীবসৃষ্টস্তু যদ্দ্বৈতং শাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা।
উপাদদীত শাস্ত্রীয়মাতত্ত্বস্যাববোধনাৎ ॥ ৪২ ॥
আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ।

সাধনত্বাৎ আকাশাদিরূপং দ্বৈতমস্মাভিরপনেতুমশক্যমেতি হেতোস্তদ্বৈতমাস্তাং কুতঃ কারণাৎ দ্বিত্বং ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ইদানীং জীবসৃষ্টং দ্বৈতং বিভজতে জীবসৃষ্টন্ত্বিতি। কিং দ্বিবিধমপি সদা হেয়মেব? ন ইত্যাহ উপাদদীতেতি। আতত্ত্বস্যাববোধনাৎ তত্ত্বস্যাববোধনপর্য্যন্তম্ ইতি যাবৎ ॥৪২॥

কিং তৎ শাস্ত্রীয়ং দ্বৈতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যমিতি। প্রত্যগ্রূপস্য ব্রহ্মণো বিচারাখ্যং যৎ শ্রবণাদিকং তৎ শাস্ত্রীয়ং মানসং জগদিত্যর্থঃ। ননু আতত্ত্বস্যাববোধনাদিত্যুক্তমনুপপন্নম্ আসুরীরাস্তেঃ কালং নয়েৎ বেদান্তবার্ত্তয়া ইত্যুক্তত্বাৎ

জ্ঞানের কারণ বলিয়া প্রতীত হইল, অতএব বাহ্য দ্বৈতজগৎকে ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বলাযায় না। তবে বিভিন্ন মতাবলম্বীরা দ্বৈতজগতের প্রতি এত দ্বেষ করেন কেন? ॥ ৪১ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রপঞ্চ জগতের ঈশ্বরকর্ত্তৃকসৃষ্ট, দ্বৈতত্ব নিরূপণ করিয়া সেই জগতের জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট দ্বৈতত্বনিরূপণ করিতেছেন।— জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট মনোময় জগতের দ্বৈতত্ব দ্বিবিধ, যথা শাস্ত্রীয় দ্বৈত এবং অশাস্ত্রীয় দ্বৈত। উক্ত দ্বিবিধ দ্বৈতের মধ্যে অশাস্ত্রীয় দ্বৈতপরিত্যাগ করিয়া যতদিন অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের আবির্ভাব না হয়, ততদিন শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পর্য্যালোচনা করিবে। শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান অঙ্কুরিত হইতে থাকে ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈতপর্য্যালোচনা নিরূপণ করিতেছেন। বেদান্তশাস্ত্রে কথিত আছে যে, পরমাত্মার সহিত অভেদজ্ঞানে পরমব্রহ্মবিষয়ক যে বিচার, তাহাকেই শাস্ত্রীয় মানস প্রপঞ্চ বলে, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান পর্য্যন্ত তাহারই অনুশীলন করিবে, অর্থাৎ

বুদ্ধে তত্ত্বে তত্ত্ব ইত্যমিতি স্বয়মনুশ্রাবনম্ ॥ ৪২ ॥
শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় তৎকাবন্যথাত্যজেৎ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যাগমস্যাহ বুদ্ধে তত্ত্ব ইতি। তত্ত্বে ব্রহ্মাত্মৈক্যবস্তুনি স্বাত্মাত্মকে সতীত্যর্থঃ। তর্হি আত্মনি বিতি বাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ দ্বয়াভাবসর কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপীতি পূর্ব্বার্দ্ধে কামাদ্যবসরপ্রদানস্য নিষিদ্ধত্বাৎ তৎপরতৈবেতি বদামঃ অতো ন কাপ্যনুপপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তত্ত্ববোধীত্বরক্ষার্থং তত্ত্বযত্নপ্রতিপাদনপরাঃ স্মৃতীরুদাহরতি শাস্ত্রাণ্যধীত্যেত্যাদি

কিরূপে আত্মারসহিত পরমব্রহ্মের ঐক্য সম্ভবিতে পারে,পুনঃ পুনঃ তাহাই পর্য্যালোচনা করিবে। পরে ঐ সকল বিচারদ্বারা ক্রমশঃ আত্মার সহিত পরমব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অভ্রান্তরূপে নিষ্পন্ন হইলে ঐরূপ পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিবে, ইহাই সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রের সারভূত উপদেশ ॥ ৪৩ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে শাস্ত্রীয় মানস জগতের পর্য্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বিচার পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—ব্রহ্মবিজ্ঞানপিপাসু বিচক্ষণ পণ্ডিত যথানিয়মে সদুপদেশক ব্রহ্মতত্ত্বপারদর্শী গুরুর নিকট বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নপূর্ব্বক সেই সকল শাস্ত্রের সারগ্রহ করতঃ উহা অভ্যাস করিয়া দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞানপূর্ব্বক সযৌক্তিক বিচারদ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রপর্য্যালোচনা ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক বিচারসকল পরিত্যাগ করিবে। যেমন অন্ধকার রজনীতে গমনাশক্ত পথিক ব্যক্তি পথাবলোকন জন্য উল্কাগ্রহণ করে এবং স্বগৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই উল্কা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভে সমুৎসুক, তাহারা যাবৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাবৎ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রপর্য্যালোচনাদি-দ্বারা বিচার করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভে যত্ন করিবে এবং যখন তাহারা স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে চরিতার্থতা লাভ করে, তখন আর তাহাদিগের শাস্ত্রানুশীলন কিম্বা ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক বিচার কিছুই আবশ্যক থাকে না ॥ ৪৪ ॥

যথাসন্ত্যজ্য মেধাবী ধান্যবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেৎ শাস্ত্রমশেষতঃ॥ ৪৫॥
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥ ৪৬॥
তমেবৈকং বিজানীত আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ॥৪৩॥

ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটা ইত্যলমিতি। তমেবৈকং বিজানীত ইত্যনেন তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অন্যতস্তৈষ সেতুরিতি শ্রুতিরূপতঃ পঠিতা॥৪৪॥৪৫॥৪৬॥৪৩॥

যেমন ধান্যার্থী কৃষকগণ ধান্যগ্রহণার্থ পলাল (খড়) আনয়ন করিয়া সেই পলাল মর্দ্দনকরতঃ ধান্যগ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল পলাল বিদূরিত করিয়া দেয়, সেইরূপ সদ্বুদ্ধিশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি বেদবেদান্তাদি গ্রন্থসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া সেই সকল শাস্ত্রের নিত্যানিত্যবিবেচনাদ্বারা গ্রন্থার্থ সমালোচনপূর্ব্বক শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ও অদ্বৈত পরমাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইলে সেই সকল শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজনবিধায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ৪৫॥

ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানপিপাসু সুধীর ব্যক্তি সেই অদ্বৈত সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর পরমব্রহ্মকে জানিয়া সেই দিব্যজ্ঞান বিষয়েই তৎপর থাকেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞাননেত্রে সেই পরমপুরুষের অনন্তমাহাত্ম্য দর্শন করিতে থাকেন। বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক কোন শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করেন না। তাঁহারা বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন যে, শব্দাড়ম্বর কেবল বাক্যের বিড়ম্বনামাত্র তদ্দ্বারা কোন প্রকৃত ফলোদয় হয় না॥ ৪৬॥

বাক্য এবং মনঃ সংযত করিয়া সেই অদ্বিতীয় সনাতনব্রহ্মের পরিজ্ঞানে যত্ন কর। কেবল স্বীয় হৃদয়ে সেই পরমপিতাকে ধ্যান কর, বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা তাঁহারই গুণকীর্ত্তনে তৎপর থাক, অন্য বাক্য মুখেও আনিও না, অর্থাৎ অনর্থক তর্কাদি করিও না অথবা যে বাক্যে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নাই, সেই সকল বাক্য পরিত্যাগ কর। শ্রুতিতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা বাক্য ও মনঃকে সংযত করিয়া রাখিবে॥ ৪৭॥

অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি দ্বিধা।
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনীষাণ্যং তদেতরৎ ॥ ৪৮ ॥
উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।
শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥ ৪৯ ॥
বোধাদূর্দ্ধং তদ্ধেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।

অশাস্ত্রীয়স্যাপি দ্বৈতস্যাবান্তরমেদমাহ অশাস্ত্রীয়মপি। তদ্ দ্বিবিধমপি ক্রমেণোদাহরতি কামক্রোধাদিকমিতি। ইতরৎ মন্দমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

কিমনয়োঃ শাস্ত্রীয়দ্বৈতস্যেব তত্ত্ববোধোত্তরকালমেব হেয়ত্বং নেত্যাহ উভয়মিতি। প্রাক্ নিবার্য্যং কিমর্থমিত্যত আহ বোধসিদ্ধয়ে ইতি। তত্র হিত্বমাহ শম ইতি। যতস্তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ তয়োর্দ্বৈতত্বং তত এব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিষু ব্রহ্মজ্ঞানসাধনেষু মধ্যে শান্তঃ সমাহিত ইতি পদাভ্যাং শান্তিসমাধী শ্রূয়েতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ননু তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ নিবার্য্যমিত্যভিধানাৎ তদুত্তরকালস্য স্বীকার্য্যতা স্যাদিত্যা-

---

এইক্ষণ জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট অশাস্ত্রীয় দ্বৈতত্বের অবান্তর বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন।—অশাস্ত্রীয় দ্বৈতত্ব "তীব্র ও মন্দ" এই দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়, কামক্রোধাদিজনিত মনের দ্বৈতভাব সকলকে "তীব্র" এবং তদ্ভিন্ন মনের দ্বৈত অবস্থাকে "মন্দ" বলা যায়। এই উভয়কে শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের উত্তরকালে পরিত্যাগ করিবে না, তত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্ব্বেই উক্ত অশাস্ত্রীয় দ্বিবিধ দ্বৈত পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু শ্রুতিতে কথিত আছে যে, মনের শান্তি ও সমাধি এই উভয়ই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের কারণ। মনের শান্তি ও সমাধি না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ববোধ হইতে পারে না এবং যাবৎকাল অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ মনের শান্তি ও সমাধি হয় না; সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্ব্বেই অশাস্ত্রীয় দ্বিবিধ দ্বৈতের নিবারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮-৪৯ ॥

কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্ব্বেই যে, কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবে এমত নহে; ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হইলে জীবন্মুক্তিলাভার্থ তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কামক্রোধাদির পরিত্যাগ না হইলে প্রকৃত

কামাদিক্লেশযুক্তস্য ন হি মুক্তিতা ॥ ৫০ ॥
জীবন্মুক্তিরিয়ং মাভূৎ জন্মাভাবি ত্বহং জ্ঞানী।
তর্হি জন্মাপি বীক্ষ্যৈব স্বর্গমাত্রাত্ত্বং জ্ঞানী ভবান্ ॥ ৫১ ॥
ব্যয়াতিশয়দোষৈশ্চ স্বর্গী হেয়ো যদা তদা।

মন্ত্রাদ্ বীজাদুর্দ্ধ্বমিতি। তত্রাপ্যর্থে ব্যতিরেকমুখেন দৃঢ়য়তি কামাদীতি। কামাদিরূপী যঃ ক্লেশঃ স এব বন্ধঃ তেন যুক্তস্য বদ্ধস্য মুক্ততা জীবন্মুক্তত্বং ন হি নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ননু জন্মাদিসংসারাদুদ্বিগ্নস্যাত্যন্তিকপুরুষার্থরূপয়া বিদেহমুক্ত্যৈবাস্তু কিমনয়া আপাতিকয়া জীবন্মুক্ত্যেতি শঙ্কতে জীবন্মুক্তিরিয়মিতি। ঐহিকভীষণক্লিশ্যমানত্বাৎ জীবন্মুক্তিস্তাবৎ আমুষ্মিকভীষণক্লিশ্যমানত্বাৎ বিদেহমুক্তিরপি তাদৃশ্যা স্যাদিতি প্রতিবন্ধ্যা পরিহরতি তর্হি জন্মাপীতি ॥ ৫১ ॥

প্রতিবন্দিনীকরণং ব্রূতে ব্যয়াতিশয়দোষৈশ্চেতি। দোষযুক্তত্বেন স্বর্গাদিব্যাজ্যত্বং সকল-

---

জীবন্মুক্তি হইতে পারে না। যাহারা কামক্রোধাদিরূপ সংসারবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের জীবন্মুক্তির অধিকার থাকে না; বরং তাহাদিগের অজ্ঞানের লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

যদি বল, কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলের বিদ্যমানতাবস্থায় জীবন্মুক্ত বলিয়া খ্যাতি না হউক, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হইলেই সেই জ্ঞানদ্বারা যে, বারম্বার সংসারে জন্মমরণাদি নিবারিত হইবে, তাহাতেই আমার ইষ্টসিদ্ধি আছে। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন,—যদি তুমি এইরূপ বিবেচনা কর যে, তোমার জন্মমরণাদিজনিত সংসার ক্লেশনিবারিত হইলেই তোমার কার্য্য সফল হইল। তাহাহইলে তুমি জন্মমরণস্বরূপ সংসার যাতনা নিবারিত করিতে পারিবে না, তোমাকে অবশ্যই সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে এবং ইহাতে তুমি কেবলমাত্র স্বর্গাদিভোগজনিত সুখ লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু তোমাকে জ্ঞানী বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় না। বরঞ্চ তোমার বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার আছে, ইহাই অনুমিত হইতে পারে। পরন্তু যদি ক্রিয়াজন্য স্বর্গভোগের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং এই সকল দোষ বিবেচনা করিয়া স্বর্গভোগকে তোমার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাহইলে কামক্রোধাদি স্বদেহবর্ত্তী দোষরাশিকে হেয়-

অর্থং দীয়তরাত্মার্থং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে ॥ ৫২ ॥
তস্মাৎ বুদ্ধাপি কামাদীন্ বিরমেয়ং ন ত্যজাম্যহং যৈঃ।
যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎ কর্ম্মমার্গাতিলঙ্ঘিনঃ ॥ ৫৩ ॥
বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনা তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কীদৃগ্ভেদোঽশুচিভক্ষণে ॥ ৫৪ ॥

পুরুষার্থবিঘাতকত্বেনাতীব দীয়ত্বমস্য কামাদেঃ সুতরাং ত্যাজ্যত্বমিত্যাহ তদা স্বার্থং দীয়তমিতি ॥ ৫২ ॥

ননু বৈরাগ্যাদিসম্পাদনেনাত্মার্থত্বেঽপীতি কামাদেস্তদ্ধেতুত্বাৎ ঐহিকভোগমাত্রোপযোগি-কামাদ্যভ্যুপগমে কী দোষ ইত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদ্বুদ্ধাপীতি। তত্ত্ববিত্ত্বাভিমানেন বিধি-নিষেধশাস্ত্রমতিক্রম্য কামাদ্যধীনতয়া স্বৈরমানস্য তব যথেষ্টাচরণং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্তু কী দোষ ইত্যাশঙ্ক্য তদনিষ্টপ্রতিপাদনপরং সুরেশ্বরাচার্য্যবচনমুদাহরতি বুদ্ধা-দ্বৈতসতত্ত্বস্যেতি। বুদ্ধমদ্বৈতসতত্ত্বমদ্বৈতস্বরূপং ব্রহ্ম যেন স বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্তত্ত্ববিদস্য যথেষ্টাচরণং যদি স্যাৎ তর্হি অশুচিভক্ষণাদিকমপি স্যাৎ তথা সতি শুনা তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব ন কোঽপি বিশেষঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞান করিয়া কেননা পরিত্যাগ করিবে। কামক্রোধাদি রূপ দোষসকল সমস্ত পুরুষার্থ বিনাশ করিয়া ফেলে, তাহা পরিত্যাগ করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ॥ ৫১-৫২ ॥

যদি অদ্বৈত পরমাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়াও কামক্রোধাদি দোষপরিত্যাগ করিতে না পার, তাহাহইলে তুমি কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতিপাদক শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইলে। বৈরাগ্যসাধনের প্রতিবন্ধকীভূত কামাদি পরি-ত্যাগ না করিয়া কেবল ঐহিক সুখসাধনার্থকামাদির বশীভূত থাকিলে যথেচ্ছাচারী বলিয়া লোকের নিকট পরিহাসাস্পদ হইতে হয় ॥ ৫৩ ॥

অদ্বৈত পরমব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়াও যদি কামক্রোধাদির বশে বশীভূত হইয়া যথেষ্টাচারী হইলে, তবে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানী মানবের সহিত অশুচি-ভোজী কুক্কুরের কি প্রভেদ রহিল এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই বা কি প্রাধান্য লাভ করিলেন? এবম্বিধ ব্রহ্মজ্ঞানী ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য। যেমন কুক্কুর পুরীষ প্রভৃতি অশুচি বস্তু ভক্ষণ করে, সেইরূপ কামাদির বশীভূত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ

বীধাৎ পুরা মনীদৃশমাত্মানং ক্লিষ্টীকৃতবানসি।
অধৈষ্যলীকনিন্দা চেতরহো তে বীধবৈভবম্ ॥ ৫৫ ॥
বিদ্বরাহাদিতুল্যত্বং মাকাঙ্ক্ষীস্তত্ত্ববিদ্ ভবান্।
সর্ব্বধীদোষসংত্যাগাৎ লোকৈঃ পূজ্যস্ত দৈববৎ ॥ ৫৬ ॥

এবাবতা ক্লিশ্যন্তি সম্পাদিতমিত্যাশয়েন সীদন্তাসন্তুষ্টবন্তশ্চ বীধাৎ পুরেতি। তত্ত্বমাশীদৃশাৎ প্রাক্ কামক্রোধাদিক্লিষ্টদোষৈরেব ক্লিশ্যতে স্ম ইদানীন্তু সর্ব্বলোকনিন্দামপি সহসে ইতি ক্লিশ্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিত্যত আহ বিড়্বরাহাদিতুল্যত্বমিতি। সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যত্বেন মানবাস্তং কামাদিত্যাগাশক্তত্বেন সর্ব্বাধমবিড়্বরাহাদিসাম্যম্ আকাঙ্ক্ষীঃ কিন্তু কামাদিত্যাগসকলমনোদোষত্যাগেন সর্ব্বজনৈর্দৈববৎ পূজ্যস্ত পূজ্যো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

পুরুষও নানারূপ বিগর্হিত কার্য্যস্বরূপ অশুচির ভাজন হইয়া থাকেন। যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই একরূপ আচরণ দেখা গেল, তবে আর তাহাদিগের ইতরবিশেষ কি রহিল? ॥ ৫৪ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াও যদি লোকসমাজে যথেচ্ছাচারদোষে দূষিত থাকিলে, তবে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া তোমার কি লাভ হইল? বরঞ্চ এইক্ষণ পূর্ব্বাবস্থা হইতে তোমার ক্লেশবৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বাবস্থাতে যখন তোমার ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তখন কেবল কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি দোষই তোমাকে ক্লেশ দিত; এইক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়াও যে আরও তোমার অধিক ক্লেশ উপস্থিত হইল এবং লোকসমাজে যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি অশেষ লোকনিন্দাও যে তোমাকে সহ্য করিতে হইল? আহা! তোমার তত্ত্বজ্ঞানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইল। অতএব এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান তোমারই থাকুক, আমরা এইরূপ জ্ঞান প্রার্থনা করি না ॥ ৫৫ ॥

তুমি অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইয়াছ এবং যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান লোকের সর্ব্বোৎকর্ষসাধন করে, তুমি সেই পদের অধিকারী হইয়া যথেচ্ছাচার দোষে শূকরাদির তুল্য হইতে কখনই অভিলাষ করিও না। কামক্রোধাদি মানসিক দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া দেবতার ন্যায় সর্ব্বলোকের পূজ্য হইতে ইচ্ছা কর। যদি তুমি কামক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত

কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাত্মা কামাদিত্যাগহেতবঃ।
প্রসিদ্ধা মীমাংসাদৌ তানবিত্ত্য সুখী ভব ॥ ৫৩ ॥
তাত্ত্বিকানেব কামাদিত্যাগো তু কা গতিঃ।

তত্ত্বাগোপায়মাহ কাম্যাদীতি। কাম্যাঃ কামনাবিষয়াঃ স্বর্গাদয়ঃ আদ্যৌঃ যেষাং ইত্যাদীনাং তে কাম্যাদয়ঃ তেষাং যে দোষাঃ অনিত্যত্বসাতিশয্যত্বাদয়স্তেষাং দৃষ্টিরবলোকনমাত্মা যেষাং কালস্বরূপবিচারাদীনাং তে তথোক্তাঃ। তেষাং কামাদিত্যাগহেতুত্বে প্রমাণমাহ প্রসিদ্ধা ইতি। ভবতু ততঃ কিমায়াতমিত্যত আহ তানবিত্ত্য ইতি ॥ ৫৩ ॥

ননু কামাদীনাম্ অবর্থহেতুত্বাৎ তত্ত্বজ্ঞানস্য তু তথাত্বাভাবাৎ কথং ত্যাগী

তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় সদাচরণ করিতে পার, তাহাহইলে তোমাকে সকলেই দেবতার ন্যায় সমাদর করিবে ॥ ৫৩ ॥

এইক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে কামক্রোধাদি মানসিক দোষ হইতে পরিত্রাণ হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—কাম্যবস্তুতে অনিত্যত্বাদি দোষের অনুসন্ধান করাই কামক্রোধাদি পরিত্যাগের প্রধান উপায়; ঐহিক সুখভোগের কারণ যে সকল বস্তুকে কামনা করা যায়, সেই সকল বস্তু অচিরস্থায়ী, প্রকৃত সুখসাধন করিতে পারে না; কেবল আপাততঃ সুখকর বলিয়া বোধ হয়, এই বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সেই সকল বস্তুর প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইতে থাকে, এইরূপ হইলেই ক্রমশঃ কামক্রোধাদি মানসিক দোষ সকল বিদূরিত হইয়া যায়। বেদ-বেদান্তাদি মোক্ষসাধক শাস্ত্রে এইরূপে কামক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ কথিত আছে। অতএব তোমাকে সদুপদেশ দিতেছি, তুমি উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি দোষ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখে কালযাপন কর, কদাপি কামাদির বশীভূত হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম বিফল করিও না ॥ ৫৩ ॥

যদিও মানসিক দোষরূপ অনিষ্টজনক কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু মানসিক সঙ্কল্প কোন অনিষ্ট উৎপাদন করে না; বরং সেই মানসিক সঙ্কল্পদ্বারা সময় সময় অনেক সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকার মানসিক বৃত্তি অবলম্বনে

অশেষদোষবীজত্বাৎ অনিষ্টমনবস্থিতম্ ॥ ৫৮ ॥
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৫৯ ॥

নাপেক্ষিত ইতি মন্যতে ত্যজ্যতামেষ ইতি। সাক্ষাদনর্থহেতুত্বাভাবেঽপি পরম্পরয়া তদ্ধেতুত্বাৎ ত্যজ্যমেবেত্যভিপ্রেত্য পরিহরতি অশেষদোষজীবত্বাদিতি ॥ ৫৮ ॥

পরম্পরয়া অনর্থহেতুত্বপ্রদর্শনপরং ভগবদ্বাক্যমুদাহরতি ধ্যায়তো বিষয়ানিতি ॥ ৫৯ ॥

ক্ষতি কি আছে? সুতরাং সেই মানসিক সঙ্কল্প কেনই পরিত্যাগ করিব? এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। মানসিক সঙ্কল্পই জীবের অশেষ অনর্থের হেতু, এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাংসারিক সুখসাধন বিষয় অনুধ্যান করে, তাহার সেই সকলবিষয়ে অনুরাগ জন্মে। পরন্তু বিষয়ে দৃঢ় আশক্তি হইলেই সেই সকল বিষয়ভোগে অধিক কামনা হইয়া থাকে। তদনন্তর সেই সকল কামনার বিষয়ীভূত বস্তু সকল লাভ করিয়া কামনা চরিতার্থ করিতে না পারিলেই ক্রোধের আবির্ভাব হয়, ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন সদসৎ বিবেচনা শক্তি বিলুপ্ত হইয়া এককালে মোহ জন্মিয়া থাকে, মোহ উপস্থিত হইলেই স্মৃতি ভ্রম ঘটিয়া থাকে, তখন আর পূর্ব্ব সংস্কার থাকেনা; সুতরাং বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়, বুদ্ধি বিনাশ হইলেই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। পরন্তু বুদ্ধি নাশ পাইলে আর প্রাণকে কে রক্ষা করে? অতএব মানসিক সঙ্কল্প অপেক্ষা আর অনিষ্টজনক বিষয় কি আছে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে এক মানসিক সঙ্কল্প হইতে জীবের যে সর্ব্বস্বান্ত হয়, ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মানসিক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই জীবের শ্রেয়স্কর; যতকাল মানসিক সঙ্কল্প জীবমাত্রকে অধিকার করিয়া রাখিবে, ততদিন আর জীবের সদ্গতির আশা নাই ॥ ৫৯ ॥

यत्नं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः।
सुसम्पादः क्रमात् सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६० ॥
बुद्धतत्त्वेन धीदोषशून्येनैकान्तवासिना।
दीर्घं प्रणवमुच्चार्य्य मनोराज्यं विजीयते ॥ ६१ ॥
जिते तस्मिन् वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्।

तस्यैव मनोराज्यस्य कः परिहारोपाय इत्यत आह यत्नं जेतुमिति। सोऽपि कुतः सिध्यतीत्यत आह सुसम्पादः क्रमात् सोऽपीति ॥ ६० ॥

नन्वष्टाङ्गयोगयुक्तस्य तथास्तु तद्रहितस्य का गतिरित्यत आह बुद्धतत्त्वेनेति। बुद्धमवगतं तत्त्वं ब्रह्मात्मैक्यलक्षणं येन स बुद्धतत्त्वस्तेन कामक्रोधादिबुद्धिदोषरहितेन एकान्तवासिना विजनदेशनिवासशीलेन पुरुषेण दीर्घं षड्दशादिमात्रोपेतं प्रणवमोङ्कारमुच्चार्य्य मनोराज्यं विजीयते निवार्य्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

मनोराज्यविजये किं भवतीत्यत आह जिते तस्मिन्निति। यथा मूकः सकलवाग्-

---

কি উপায় অবলম্বন করিলে জীবের পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টজনক মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—নির্ব্বিকল্পক সমাধি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সেই সমাধি অনুষ্ঠান করিলেই জীবের মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হয়। সেই নির্ব্বিকল্পক সমাধিও অন্য কোন উপায়ে হয় না, কেবল সবিকল্পক সমাধির অভ্যাস করিতে করিতেই ক্রমশঃ নির্ব্বিকল্পক সমাধি সাধিত হয় ॥ ৬০ ॥

যাহারা পূর্ব্বোক্ত সমাধি অনুষ্ঠানে অসমর্থ, অথচ কামক্রোধাদি মানসিক দোষবিহীন, সেই সকল ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের ইচ্ছা হইলে তাহারা সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক বহুকাল প্রণব উচ্চারণ করিবে, এইরূপে দীর্ঘকাল প্রণব উচ্চারণ করিলেই মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হইয়া যায় ॥ ৬১ ॥

এইরূপে মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হইলেই মনঃ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে; তখন আর কোন বাহ্যিক বিষয়ে মনের অনুরাগ থাকে না, কেবল নিশ্চলভাবে সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিন্তনে তৎপর হইয়া মূক (বোবা)-বৎ অবস্থিতি করে। বিবিধ দোষের আকরস্বরূপ

এতৎ পদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতম্ ॥ ৬২ ॥
দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
সম্পদ্যেত তদোৎপন্না পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ।
বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্গাহিতং মিথঃ।
সন্ত্যক্তবাসনাদ্ভীনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্ ॥ ৬৩ ॥

ব্যাপাররহিতঃ স্থিরতি মনীষিণি সর্ব্বব্যাপাররহিতমবতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ অত্রাধিকমনীষিণ স্থানস্য পুরুষার্থত্বং প্রমাণমাহ এতৎ পদমিতি। এতৎ পদমিদং দর্শয়েত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

বাশিষ্ঠাস্মীকরণমুদাহরতি দৃশ্যমিতি। নেহ নানাস্তীত্যাদিশ্রুত্যা দ্বিতীয়ব্রহ্মাতিরিক্তজগদভাবজ্ঞানেন মনসঃ সকাশাৎ দৃশ্যনিবারণং সুসম্পন্নং যদি তর্হি নিরতিশয়মীশ্বরসুখং নিষ্পন্নমিতি জানীয়াদিত্যর্থঃ। অত্র তত্ত্বাস্ত্রমত্যর্থং বিচারিতং তথা মিথঃ পরস্পরং গুরুশিষ্যাদিসংবাদদ্বারা চিরকালং প্রত্যায়িতঞ্চ এবং কৃত্বা কিং নিশ্চিতমিত্যত আহ সন্ত্যক্তবাসনাদিতি। সম্যক্ পরিত্যক্তকামাদিবাসনান্মনসম্মূর্ণী ভাবাদৃতেঽধিকঃ পুরুষার্থো নাস্তীতি নিশ্চিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

মানসিক সঙ্কল্প নিবারণ বিষয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে এই বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

জগতে অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমব্রহ্ম বস্তু ব্যতিরেকে দৃশ্যপদার্থ আর কিছুই নাই। কেবল সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র দৃশ্যপদার্থ, 'সর্ব্বদা জ্ঞাননেত্রে কেবল সেই পরাৎপর পরমব্রহ্মকে দর্শন করিবে। এইরূপ বিবেচনায় যখন চিত্ত হইতে জগতীয় দর্শনাভিলাষ সমুদায় বিদূরিত হইয়া যায়, তখন পরম নির্ব্বাণ মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। তদনন্তর অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্রসকল বিশেষরূপে বিচার করিয়া অন্যান্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুলোকের সহিত ঐ অধ্যাত্মশাস্ত্র সমুদয় পরস্পর আলোচনা করতঃ অসার বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিবে। এইরূপে ঈশ্বরের অনুধ্যান করিলেই মানবের নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে। এইপ্রকারে মৌনভাব অবলম্বন অপেক্ষা মুক্তিসাধনের উত্তম উপায় আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৬৩ ॥

विक्षिप्यते कदाचिद्बुद्धिः कर्मणा भोगदायिना।
पुनः समाहिता सा स्यात् तदैवाभ्यासपाटवात् ॥ ६४ ॥
विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्तं न मन्यते।
ब्रह्मैवायमिति प्राहुर्मुनयः पारदर्शिनः ॥ ६५ ॥
दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः।

एवं निर्वासनिकस्य चित्तस्य प्रारब्धकर्मणा विक्षेपे सति तत्प्रतीकारोपायः क इत्यपेक्षायामाह विक्षिप्यत इति। भोगप्रदेन प्रारब्धकर्मणा बुद्धिः कदाचिद्विक्षिप्यते चेत् तर्हि सा बुद्धिरभ्यासपाटवादभ्यासदार्ढ्यात् तदैव पुनरपि समाहिता स्यादित्यर्थः ॥ ६४ ॥

सदा चित्तविक्षेपरहितस्य ब्रह्मवित्त्वमपि औपचारिकमित्याह विक्षेपो यस्येति। पारदर्शिनः वेदार्थपारं गता इत्यर्थः ॥ ६५ ॥

अत्रापि वशिष्ठवाक्यमुदाहरति दर्शनादर्शने हित्वा इति। यो ब्रह्म जानाति न

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভোগব্যতিরেকে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত যদি কোন সময়ে কোন প্রকার মানসিক সঙ্কল্প উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ পুরুষের অন্তঃকরণকে চঞ্চল করে, তাহাহইলে অভ্যাস নৈপুণ্যদ্বারা পুনর্ব্বার সমাধি অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বানুচিন্তনে নিমগ্ন হইবে; কোনরূপেও অন্য চিন্তাকে অন্তঃকরণে আশ্রয় করিতে দিবেনা। যাহাতে চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্ব-চিন্তনে নিরত থাকে, অভ্যাসসহকারে কায়মনোবাক্যে তাহাই করিবে ॥৬৪॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই পরাৎপর সচ্চিদানন্দময়পরম পুরুষের তত্ত্বচিন্তনে তৎপর থাকেন, যাঁহার মনঃ কদাচ বিষয়ভোগকামনাদি অকিঞ্চিৎ কারণে বিচলিত হয় না, তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা অকর্ত্তব্য; যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে পারদর্শী মুনিগণ সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

উক্তপ্রকারে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরাৎপর পরমাত্মা পরমব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন বিষয়ে বশিষ্ঠদেবের বাক্যকে উদাহরণস্বরূপে বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন।— বশিষ্ঠদেব

যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৬ ॥
জীবন্মুক্তেঃ পরা কাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবর্জনাৎ।
লভ্যতেঽস্মাবতো বেদ্মীদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্ ॥ ৬৭ ॥
ইতি দ্বৈতবিবেকো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

জানামি ইতি ব্যবহারত্রয়ং পরিত্যজ্য স্বয়মদ্বিতীয়চৈতন্যমাত্ররূপেণাবতিষ্ঠতে স স্বয়ং ব্রহ্ম ন তু ব্রহ্মবিদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

সকলদ্বৈতবিবেচনমুপসংহরতি জীবন্মুক্তেঃ পরা কাষ্ঠা ইতি। অস্মাদুক্তপ্রকারা জীবন্মুক্তেঃ পরা কাষ্ঠা নিরতিশয়পর্য্যবসানভূমিঃ জীবদ্বৈতস্য মনোময়প্রপঞ্চস্য বিবর্জনাৎ পরিত্যাগাৎ লভ্যতে প্রাপ্যতে অতঃ কারণাদিদং জীবদ্বৈতমীশ্বরসৃষ্টাৎ দ্বৈতাৎ বিবেচিতং বিবিচ্য প্রদর্শিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি দ্বৈতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্তা।

বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মেতে নিতান্ত অনুরক্ত এবং শাস্ত্রপর্য্যালোচনা ও বিষয়জ্ঞানবিহীন হইয়া তদ্গতচিত্তে কেবল ব্রহ্মস্বরূপ পরিচিন্তনে অবস্থিত হন, তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলা যায় না; যেহেতু যিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ। এই উভয়ের কোন ভেদ নাই ॥৬৬॥

জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চরূপ দ্বৈতজগৎ অন্তঃকরণ হইতে পরিত্যক্ত হইলেই জীবন্মুক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অর্থাৎ যাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজগতের সম্বন্ধ পরিত্যাগ হইয়াছে, কোনরূপেও যাহাদিগের অন্তঃকরণ জগতে লিপ্ত থাকে না, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। অতএব জীবসৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চরূপ উক্তপ্রকার দ্বৈতজগৎকে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্‌রূপে বিবেচিত হইল ॥ ৬৭ ॥

ইতি দ্বৈতবিবেক সমাপ্ত।

महावाक्यविवेकोनाम-
पञ्चमः परिच्छेदः।

येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च।
स्वादस्वादू विजानाति तत् प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ १ ॥

, नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
महावाक्यविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः ॥'

मुमुक्षोर्मोक्षसाधनब्रह्मात्मैक्यावगतिसिद्धये प्रसिद्धानां चतुर्णां महावाक्यानामर्थं क्रमेण निरूपयन् परमकृपालुराचार्यः आदौ तावदैतरेयारण्यकगतप्रज्ञानं ब्रह्म इति महावाक्यस्थप्रज्ञानशब्दस्यार्थमाह येनेक्षते शृणोतीति। येन चक्षुर्द्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपहितचैतन्येन इदं दर्शनयोग्यं रूपजातम् ईक्षते पश्यति पुरुषः तथा श्रोत्रद्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपाधिकेन येन शब्दजातं शृणोति तथैव घ्राणद्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपहितेन औपाधिकेन येन गन्धजातं जिघ्रति येन वागिन्द्रियावच्छिन्नेन व्याकरोति शब्दजातं व्याहरति येन रसनेन्द्रियद्वारा निर्गतान्तःकरणवृत्त्युपहितेन औपाधिकेन स्वादस्वादू रसौ विजानाति अनुभवसुखयोर्यथा शब्दः तथा च उक्तानुक्तः सकलेन्द्रियैरन्तःकरणवृत्तिभिर्यदुपलक्षितं यच्चैतन्यमस्ति तदेवात्र प्रज्ञानमित्युच्यते इत्यर्थः। अनेन येन वा रूपं पश्यतीत्यादेः सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्यन्तस्यावान्तरवाक्यमन्दर्भस्यार्थः सक्षिप्य प्रदर्शितः ॥ १ ॥

যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদিগের মোক্ষসিদ্ধির কারণীভূত আত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত মহাবাক্যচতুষ্টয়ের অর্থ প্রকাশ করিবার মানসে প্রথমতঃ ঋগ্বেদীয়—ঐতরেয়োপনিষদের অন্তর্গত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যস্থিত প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।— যে নিত্য জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যের সাহায্যে চক্ষুঃদ্বারা রূপাদি দৃশ্যপদার্থ সকল দর্শন করা যায়, যাঁহার সাহায্যে কর্ণদ্বারা বাক্যাদি শ্রবণগোচর শব্দসকল শ্রবণ করা যায়, যাঁহার সাহায্যে নাসিকাদ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ হয়, যাঁহার সহায়তায় কণ্ঠনালী প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, যাঁহার সহযোগে রসনেন্দ্রিয়দ্বারা স্বাদু অস্বাদু প্রভৃতি রসের আস্বাদন হয়, সেই বুদ্ধিস্থিত জ্যোতির্ম্ময় জীবচৈতন্যকে প্রজ্ঞান বলাযায় ॥ ১ ॥

চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মমধ্যপি ॥ ২ ॥
পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।

এবং প্রজ্ঞানশব্দস্যার্থমভিধায় ব্রহ্মশব্দস্যার্থমাহ চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষ্বিতি। উত্তমেষু দেবাদিষু মধ্যমেষু মনুষ্যাদিষু অধমেষু গবাশ্বাদিষু দেহধারিষু আকাশাদিভূতেষু চ জগজ্জন্মাদিহেতুভূতং যদেকং চৈতন্যমস্তি তদ্ব্রহ্মেত্যর্থঃ। অনেন চ এষ ব্রহ্মণ ইন্দ্র ইত্যাদিপ্রতিষ্ঠেত্যনস্য বাক্যস্যার্থঃ রুচিম্য দর্শিতঃ। ইত্থং পদার্থমভিধায় বাক্যার্থমাহ অতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মমধ্যপীতি। যতঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ততো মধ্যপি স্থিতং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মৈব প্রজ্ঞানস্যাবিশেষাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এবং ঋগ্বেদাম্নায়গতং মহাবাক্যার্থং নিরূপ্য যজুঃশাখাসু মধ্যে বৃহদারণ্যকীয়োপনিষদ্গতস্য অহং ব্রহ্মাস্মীতি মহাবাক্যস্যার্থবিচারণায়াহং শব্দস্যার্থমাহ পরিপূর্ণ ইতি। পরিপূর্ণঃ মায়াবতী ইত্যাদ্যবয়বৈরপরিচ্ছিন্নঃ পরমাত্মা অস্মিন্ মায়াকল্পিতে জগতি বিদ্যাধি

পূর্ব্বশ্লোকে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যস্থিত প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া এই শ্লোকে ঐ বাক্যস্থিত ব্রহ্মশব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণপূর্ব্বক ঐ উভয় শব্দপ্রতিপাদ্য চৈতন্যের একত্বপ্রতিপাদন করিতেছেন। ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বব্যাপী একমাত্র পরমব্রহ্মই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দে এবং মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুবর্গে এবং অন্যান্য সকল পদার্থেই অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং আমাতে সেই পরমব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব একাধারস্থিত উভয় চৈতন্য অর্থাৎ প্রজ্ঞান ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের একত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহাদ্বারা প্রজ্ঞান ও চৈতন্য উভয়ই যে ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ প্রজ্ঞান চৈতন্যই যে ব্রহ্ম তাহা সহজেই সিদ্ধ হইল ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঋগ্বেদান্তর্গত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থনিরূপণ করিয়া যজুর্ব্বেদীয়-বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের অর্থনিরূপণ মানসে অগ্রে "অহং" এই শব্দের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।— পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা স্বীয় মায়াশক্তির বশীভূত

বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে ॥ ৩ ॥
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ৪ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।

কারিণি শমাদিসাধনসম্পন্নত্বেন বিদ্যাসম্পাদনযোগ্যেঽস্মিন্ অবস্থায়ানুষ্ঠানবতি দেহে মনুষ্যাদিশরীরে বুদ্ধের্বুদ্ধ্যুপলক্ষিতস্য সূক্ষ্মশরীরস্য সাক্ষিতয়া অবিকারিত্বেনাবভাসকতয়া স্থিত্বাবস্থায় স্ফুরন্ প্রকাশমানোঽহমিতীর্য্যতে লক্ষণয়া অহং পদেনীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মশব্দার্থমাহ স্বতঃ পূর্ণ ইতি। স্বতঃ পরিপূর্ণঃ স্বভাবতো দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নঃ পূর্ব্বোক্তঃ পরমাত্মা অত্রাস্মিন্ মহাবাক্যে ব্রহ্মশব্দেন ব্রহ্মত্বেন পদেন বর্ণিতঃ লক্ষণয়েতি ইত্যর্থঃ। এতদ্বাক্যগতেনাস্মীতি পদেন পদদ্বয়সমানাধিকরণ্যলভ্যং জীবব্রহ্মণোরৈক্যং পরামৃশ্যতে ইত্যাহ অস্মীত্যৈক্যপরামর্শ ইতি। ফলিতমাহ তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহমিতি ॥ ৪ ॥

ইদানীং ছান্দোগ্যশ্রুতিগতস্য তত্ত্বমসীতি বাক্যস্যার্থপ্রদর্শনায় তৎপদলক্ষ্যার্থমাহ

হইয়া মায়াময় সংসারমধ্যে শমদমাদি সাধনদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের উপায়স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্ব্বক অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেশকালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করাযায় না, সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই অহং শব্দের বাচ্য ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত ব্রহ্ম এই শব্দের প্রকৃত অর্থনিরূপণ পূর্ব্বক অহং শব্দবাচ্য চৈতন্যের সহিত ব্রহ্মশব্দপ্রতিপাদ্যের একত্ব নির্ণয় করিতেছেন।—যিনি স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্মরূপী পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য; অর্থাৎ ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার বোধ হয় এবং অস্মি এই শব্দদ্বারা অহং শব্দ প্রতিপাদ্যচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যদি অহং শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্যপ্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও সুসিদ্ধ হইল ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে মহাবাক্য চতুষ্টয়ের মধ্যে বাক্যদ্বয়ের অর্থ নিরূপণ করিয়া

সৃষ্টেঃ পুরাস্তনাম্নশ্চ তাদৃশং তদিতীর্য্যতে ॥ ৫ ॥
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুতত্ত্বং ত্বং পদেরিতম্।
একতা লক্ষ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥ ৬ ॥

একমেবাদ্বিতীয়মিতি। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়মিতি বাক্যেন সৃষ্টেঃ পুরা স্বগতাদিভেদশূন্যং নামরূপরহিতং যৎ সদ্বস্তু প্রতিপাদিতম্ অস্য সদ্বস্তুনোঽধুনাপি সৃষ্ট্যুত্তরকালেঽপি তাদৃক্ ত্বং বিচারদৃষ্ট্যা তথাত্বং তদিতি পদেনোচ্যতে, লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৫॥

ত্বং পদলক্ষ্যার্থমাহ শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুত্বমিতি। শ্রোতুঃ শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানেন বাক্যার্থং প্রতিপত্তুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং দেহেন্দ্রিয়োপলক্ষিতং স্থূলাদিশরীরত্রয়সাক্ষিতয়া তদ্বিলক্ষণং সদ্বস্তু তদেব ত্বং পদেরিতং বাক্যগতেন ত্বমিতি পদেন লক্ষিতমিত্যর্থঃ। এতদুক্তেন অসীতিপদেন তত্ত্বং পদসামানাধিকরণ্যলব্ধং জীবপরৈক্যং প্রতিপাদ্যতে ইত্যাহ একতা লক্ষ্যতেঽসীতি। সিদ্ধমর্থমাহ তদৈক্যমনুভূয়তামিতি। তয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োরৈক্যং প্রমাণসিদ্ধমেকত্বমনুভূয়তাং সুধীভিরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ সামবেদীয়-ছান্দোগ্য-উপনিষদের লিখিত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার মানসে প্রথমতঃ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যস্থিত তৎপদের অর্থ নির্ণয় করিতেছেন।— এই প্রত্যক্ষীভূত নামরূপধারী দেদীপ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলমাত্র নামরূপবিবর্জ্জিত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং এক্ষণেও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম সেইরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তিনিই তৎ শব্দের বাচ্য হয়েন ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎ শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বং" এই শব্দের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশপূর্ব্বক তৎ ও ত্বং এই উভয় শব্দ প্রতিপাদ্য পদার্থদ্বয়ের ঐক্যনিরূপণ করিতেছেন।—প্রাণিবর্গের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভিন্ন অন্তঃকরণস্থিত যে চৈতন্য তাহাই "ত্বং" এই শব্দের প্রতিপাদ্য এবং "অসি" এই পদদ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত তৎশব্দ বাচ্য ও এই শ্লোকের অন্তর্গত ত্বং পদবাচ্য এই উভয়ের ঐক্যপ্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব তৎপদবাচ্য পূর্ণব্রহ্ম

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्।
अहङ्कारादिदेहान्तात् प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥
दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्य्यते।

क्रमप्राप्तस्याथर्वणवेदगतस्य अयमात्मा ब्रह्मेति वाक्यस्यार्थं व्याचिकीर्षुरादावयमात्मेति पदद्वयविवक्षितमर्थं क्रमेण दर्शयति स्वप्रकाशापरोक्षत्वमिति। अयमित्युक्तितोऽयमिति शब्देन स्वप्रकाशापरोक्षत्वं स्वयं प्रकाशत्वेनापरोक्षत्वं मतमभिमतम् अदृष्टादिवन्निजपरोक्षत्वं घटादिवत् दृश्यत्वस्य व्यावर्त्तयितुं विशेषणद्वयमिति बोद्धव्यम्। देहादिष्वात्मशब्दप्रयोगदर्शनात् अत्रात्मशब्देन किं विवक्षितमित्याकाङ्क्षायामाह अहङ्कारादीति। अहङ्कार आदिर्यस्य प्राणमन इन्द्रियदेहसंघातस्य सोऽहङ्कारादिः तथा देहोऽन्तो यस्य उक्तसंघातस्य स देहान्तः अहङ्कारादिश्चासौ देहान्तश्चेति तथा तस्मात् प्रत्यगधिष्ठानतया साक्षितया च आन्तर आत्मेति गीयते अस्मिन् वाक्ये इत्यर्थः ॥ ७ ॥

ब्राह्मणत्वादिष्वपि ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगदर्शनात् तद्व्यावर्त्तनायात्र विवक्षितमर्थमाह

এবং "ত্বং" পদবাচ্য অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য অনুভব করা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য, ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে বেদত্রয়োক্ত মহাবাক্যত্রয়ের অর্থনির্ব্বাচন করিয়া এইক্ষণে অথর্ব্ববেদোক্ত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রে "অয়ং ও আত্মা" এই উভয় শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতেছেন।—স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবিষয়ীভূত জীবের যে চৈতন্য তাহাই "অয়ং" এই পদের প্রতিপাদ্য। পরন্তু ঐ জীবচৈতন্যই সূক্ষ্মরূপ অহঙ্কারাদি স্থূলদেহ পর্য্যন্ত সমুদায়ের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে, এইহেতু সেই জীবের অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্যই "আত্মা" এই পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্ণীত হইল। অতএব "অয়ং ও আত্মা" এই উভয় শব্দই জীবচৈতন্যকে প্রতিপাদন করিতেছে। সুতরাং উক্ত উভয় শব্দ প্রতিপাদ্যের ঐক্যপ্রতিপাদন সহজেই হইতেছে, তাহার নিমিত্ত আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বকথিত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যস্থিত ব্রহ্মপদের অর্থ নিরূপণ করিয়া জীব ও পরমব্রহ্ম এই উভয়ের ঐক্য নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি

ব্রহ্মশব্দেন তদ্ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥ ৮ ॥

ইতি মহাবাক্যবিবেকোনাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

দৃশ্যমানস্যেতি। দৃশ্যত্বেন মিথ্যাভূতস্য সর্ব্বস্যাকাশাদের্জগতস্তত্ত্বমধিষ্ঠানতয়া তদ্বাধাবধিত্বেন চ পারমার্থিকং সচ্চিদানন্দলক্ষণং যদ্রূপমস্তি তৎ ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ। বাক্যার্থমাহ তদুক্তেতি। তদুক্তলক্ষণং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মা রূপং স্বরূপং যস্য তৎ স্বপ্রকাশাত্মরূপকং স এবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইতি মহাবাক্যবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতের মূলাধার এবং একমাত্র কারণস্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর পরমব্রহ্মচৈতন্যই উক্ত মহাবাক্যের মধ্যগত ব্রহ্মপদের প্রতিপাদ্য। সেই চৈতন্যস্বরূপ পরংব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত জীবচৈতন্য ও ব্রহ্ম এই উভয়ের স্বরূপের অভিন্নতাহেতু তাঁহাদিগের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

ইতি মহাবাক্যবিবেক সমাপ্ত ॥

चित्रदीपनाम-

षष्ठः परिच्छेदः ।

यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम् ।
परमात्मनि विज्ञेयं तथावस्थाचतुष्टयम् ॥ १ ॥
यथा धौतो घट्टितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः ।
चिदन्तर्य्यामि सूत्राणि विराट् चात्मा तथेर्य्यते ॥ २ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्य्यबोधिनी ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूह परिपूरणाय परमात्मनीति पदेनेष्टदेवतानुसन्धानलक्षणं मङ्गलमाचरन् यस्य ग्रन्थस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैरेव विषयादिभिस्तद्वत्वासिद्धिं मनसि निधाय अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते इति न्यायमनुसृत्य परमात्मन्यारोपितस्य जगतः स्थितिप्रकारं सदृष्टान्तं प्रतिजानीते यथा चित्रपटे दृष्टमिति । चित्रपटे यथा वक्ष्यमाणानामवस्थानां चतुष्टयं तथैव परमात्मन्यपि वक्ष्यमाणमवस्थाचतुष्टयं ज्ञेयमिति ॥ १ ॥

किन्तदित्याकाङ्क्षायां दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरुभयोरप्यवस्थाचतुष्टयं क्रमेणोद्दिशति यथा धौत इति । धौतो घट्टितो लाञ्छितो रञ्जित इत्येवं प्रकारायतस्त्रीऽवस्थाः यथा चित्रपटे उपलभ्यन्ते तथा परमात्मन्यपि चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट् च इत्यवस्थाचतुष्टयं बोद्धव्यमित्यर्थः ॥ २ ॥

ইদানীং আরোপিত সমস্ত জগৎকে পরমব্রহ্মেতে অপবাদ করিবার অভিপ্রায়ে চিত্রদীপক নামক প্রকরণের প্রারম্ভে সেই আরোপিত জগতের স্থিতিক্রম নিরূপণকরিতেছেন।—যেমন চিত্রপটে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই অবস্থাচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তর্য্যামী, সূত্রাত্মা এবং বিরাট, এই অবস্থাচতুষ্টয় অনুমিত হয়। এই পরিচ্ছেদে এই সকল অবস্থার বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে ॥ ১-২ ॥

স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাদ্ ঘট্টিতোঽভিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥ ৩ ॥
স্বতশ্চিদন্তর্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈষ বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টান্তস্থিতানামবস্থানাং স্বরূপং ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি স্বতঃ শুভ্র ইতি। অত্রাবস্থাসু মধ্যে স্বতো দ্রব্যান্তরসম্বন্ধং বিনা শুভ্রীভূত ইত্যুচ্যতে অম্লেন ক্ষিপ্তো ঘট্টিতঃ মসীময়ৈরাকারৈর্যুক্তো লাঞ্ছিতঃ যথাভীষ্টবর্ণৈঃ পূরিতো রঞ্জিতঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

দার্ষ্টান্তিকে তাঃ ব্যুৎপাদয়তি স্বতশ্চিদন্তর্যামীতিতি। পরঃ পরমাত্মা স্বতঃ মায়াতৎকার্য্যরহিতশ্চিদিত্যুচ্যতে মায়াযোগাদন্তর্যামী অঙ্গীকৃতভূতকার্য্যসমষ্টিসূক্ষ্মশরীরযোগাৎ সূত্রাত্মা অঙ্গীকৃতভূতকার্য্যসমষ্টিস্থূলশরীরোপাধিযোগাদ্বিরাড়িতি ॥ ৪ ॥

এইক্ষণে প্রথমতঃ দৃষ্টান্তস্বরূপে কথিত ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই অবস্থাচতুষ্টয়ের স্বরূপ বর্ণনপূর্ব্বক চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট, পরমাত্মার এই অবস্থাচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছেন।—দ্রব্যান্তর-সংযোগ-ব্যতিরেকে মলপ-রিষ্কারাদি রজকীয় কর্ম্মদ্বারা পটাদির* শুক্লীকরণের নাম ধৌতাবস্থা, মণ্ডলেপন সহকারে প্রস্তরাদি কঠিন দ্রব্যদ্বারা সমবিস্তৃতিকরণকে ঘট্টিতাবস্থা বলে, লৌহশলাকাদিদ্বারা রেখাপাতপূর্ব্বক আকৃতিবিশেষ অঙ্কিত করাকে লাঞ্ছিতাবস্থা বলা যায় এবং রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি রাগবস্তুদ্বারা সর্ব্বাবয়ব সম্পাদনপূর্ব্বক কোন একটি প্রতিবিম্ব চিত্রিতকরণের নামকে রঞ্জিত অবস্থা বলিয়া থাকে ॥—

পূর্ব্বশ্লোকে দৃষ্টান্তস্বরূপ চিত্রপটের অবস্থাচতুষ্টয়ের বর্ণন করিয়া এইক্ষণ পরমাত্মার অবস্থাচতুষ্টয়ের বর্ণন করিতেছেন।—স্বয়ং প্রকাশমান অমায়িক পরমব্রহ্মের চৈতন্যকে চিৎ অবস্থা বলে, মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের চৈতন্যকে অন্তর্যামী অবস্থা বলা যায়, সূক্ষ্মসৃষ্টির কারণীভূত হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাবস্থা এবং স্থূলসৃষ্টির হেতুভূত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট অবস্থা বলিয়া থাকে। এইরূপে পরমাত্মার অবস্থাচতুষ্টয় অনুমিত হয় ॥ ৪ ॥

---

* চিত্রিত বস্ত্র।

ब्रह्माद्यास्तम्बपर्य्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि।
उत्तमाधमभावेन वर्त्तन्ते पटचित्रवत् ॥ ५ ॥
चित्रार्पितमनुष्याणां वस्त्राभासाः पृथक् पृथक्।
चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥ ६ ॥
पृथक् पृथक् चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदेहिनाम्।
कल्पान्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥ ७ ॥

ननु परमात्मनः चित्रपटस्थानीयत्वे तदाश्रितानि चित्राणि वस्त्रस्थानीयानि आह ब्रह्माद्या इति। अत्र परमात्मनि उत्तमाधमभावेन वर्त्तमानं ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्यन्तं चेतनात्मकं गिरिनद्यादिजडजातञ्च चित्रस्थानीयमित्यर्थः ॥ ५ ॥

ब्रह्मादिजगतश्चेतनत्वे कारणं वक्तुं दृष्टान्तमाह चित्रार्पितमनुष्याणामिति। यथा चित्रलिखितानां मनुष्यादिशरीराणामेव नानावर्णार्पिता वस्त्रविशेषा लिख्यन्ते च ते शीतादिनिवारकत्वात् वस्त्राभासा एव ॥ ६ ॥

दार्ष्टान्तिकमाह पृथक् पृथगिति। एवं परमात्मन्यारोपितानां देवादीनां शरीराणामेव जीवनामानश्चिदाभासाः प्रत्येकं कल्पान्ते न पर्व्वतादीनाम्। तेषां तत्कल्पने कारणमाह बहुधेति। असौ जीवाः देवतिर्य्यङ्मनुष्यादिशरीरप्राप्ता बहुधा संसरन्ति न परमात्मा तस्य निर्व्विकारत्वादित्यभिप्रायः ॥ ७ ॥

যেমন পটরূপ অধিষ্ঠানে চিত্রিত পুত্তলিকাদি উত্তমাধমভাবে অবস্থিত হয়, সেইরূপ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী এবং গিরিনদী মৃত্তিকাপ্রভৃতি জড়পদার্থ সকল চৈতন্যময় পরমব্রহ্মরূপের অধিষ্ঠানে যথাক্রমে উত্তমাধমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব জগতের সমুদায় পদার্থই সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ॥ ৫ ॥

যেমন চিত্রপটে যে সকল পুত্তলিকাদি চিত্রিত হয় এবং তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পরিধেয় বস্ত্রসকল যেমন নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া সেই চিত্রপটে পৃথক্ পৃথকরূপে বস্ত্রের ন্যায় পরিকল্পিত হয়। পরন্তু যদিও ঐ সকল চিত্রিত বস্ত্র প্রকৃত বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের যে প্রকার শীতাদি নিবারণের যোগ্যতা নাই, সেইরূপ জগতে যাবতীয় প্রাণীর পৃথক্

বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ বস্ত্রাধারবদাত্মনি।
বদন্ত্যজ্ঞাস্তথা জীবসংসারং চিন্নভং বিদুঃ ॥ ৮ ॥
চিত্রস্থপর্ব্বতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন বিদ্যতে।
সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসাস্তথা ন হি ॥ ৯ ॥
সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি।
ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাৎ বিদ্যয়ৈষা নিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

ননু সর্ব্বে বাদিনো লৌকিকাস্তাত্মন এব সংসার ইতি বদন্তি তব কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্যাজ্ঞানমেব কারণমিতি সদৃষ্টান্তমাহ বস্ত্রাভাসস্থিতানিতি স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

গিরিনদ্যাদীনান্তু চিদাভাসকল্পনাভাবং দৃষ্টান্তপুরঃসরমাহ চিত্রস্থপর্ব্বতাদীনামিতি। প্রযোজনাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

এবমাত্মন্যারোপিতস্য সংসারস্য স্বাননিবর্ত্ত্যত্বসিদ্ধয়ে তন্মূলভূতামবিদ্যামাহ সংসার ইতি ॥ ১০ ॥

পৃথক্ জীব চৈতন্য, সকল চৈতন্যময় জগতের আধারভূত পরমব্রহ্ম-চৈতন্যে সমানরূপে পরিকল্পিত হয় এবং ঐ সকল জীব নর, দেব, পশু প্রভৃতির শরীরও রূপ ধারণপূর্ব্বক বহুবিধ পথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৬-৭ ॥

সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারে আত্মারই এই সংসার, এইরূপ বলিয়া থাকে, পরন্তু তাহা ভ্রান্তবাক্য এবং অজ্ঞানই ঐ ভ্রমজ্ঞানের কারণ; যেমন স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা চিত্রিত বস্ত্রের শুক্লকৃষ্ণাদি বর্ণকে প্রকৃত বস্ত্রের বর্ণরূপে জ্ঞান করে, সেইরূপ স্থূলদর্শী অজ্ঞানী লোকসকল জীবগণের সংসারগতিকে পরমব্রহ্মের সাংসারিক গতিরূপে বিবেচনা করে, তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া মায়াময় অলীক সংসারকে পরমব্রহ্মধাম বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ৮ ॥

যেমন চিত্রপটস্থিত চিত্রিত গিরিনদী প্রভৃতির পরিধেয় বস্ত্র নাই, সেইরূপ ঈশ্বর সৃষ্টমৃত্তিকাদি জড়পদার্থ সকলের জীবচৈতন্য নাই; কেবল প্রাণিবর্গেরই জীবচৈতন্য আছে। প্রাণিদিগের শরীর জীবচৈতন্যের আবরণ বস্ত্র স্বরূপ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অসার সংসারের স্থিতি নিরূপণ করিয়া সেই সংসারনিবৃত্তির উপায় নিরূপণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সংসারের কারণীভূত অবিদ্যা

আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাম বস্তুনঃ।
ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারতঃ ॥ ১১ ॥
সদা বিচারয়েত্তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ।

কীদৃশী বিদ্যা তন্নাশোপায়শ্চ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং বিদ্যাস্বরূপং তন্নাশোপায়শ্চ দর্শয়তি আত্মাভাসস্যেতি। বিদ্যাভাসস্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিচারাল্লভ্যতে বিদ্যা ইত্যুক্তং কস্য বিচারাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সদা বিচারয়েদিতি। নন্ত

স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—এই সংসারই পরম পদার্থ, অর্থাৎ সর্ব্বসুখের আকর এবং ইহার সহিত পরমাত্মার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এইরূপ ভ্রান্তি-জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। বিদ্যাদ্বারা সেই ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা এই অনিত্যসংসারের অলীকতা ও পরমাত্মার সহিত ইহার কোন-রূপ সম্বন্ধ নাই, এইরূপ বিদ্যার অর্থাৎ প্রকৃতজ্ঞানের উদয় হইলেই পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যার বিনাশ হয়, তখন আর সংসারকে পরম পদার্থ বলিয়া বোধ থাকে না ॥ ১০ ॥

যেরূপ জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যার বিনাশ হয়, সেই জ্ঞানের স্বরূপ এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত প্রকৃতজ্ঞানের লাভ হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—পরমাত্মার আভাসস্বরূপ যে জীব, তাহারই এই সংসার, জীব এই সংসারে সম্বদ্ধ থাকে; পরমাত্মার সহিত ইহার কোন-রূপ সম্বন্ধ নাই, তিনি সর্ব্বপ্রকারেই সংসারে নির্লিপ্ত। যদি পরমাত্মার সহিত এই সংসারের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিত, তাহাহইলে এই সংসার নিত্য হইত এবং জীবগণ চিরকাল এই সংসারে বাস করিতে পারিত, কদাচ তাহার অন্যথা হইত না, এইপ্রকার বিবেচনাকেই প্রকৃতজ্ঞান বলাযায়। এই সংসারের প্রকৃত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলেই সংসারের অলীকত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ অবি-দ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সংসারের প্রকৃত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া বিচার করিলেই অবিদ্যাবিনাশক যথার্থ জ্ঞান লব্ধ হয়, অতএব এই সংসার, জীব এবং পরমাত্মা, ইহাদিগের স্বরূপ ও ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ

জীবভাবজগদ্ভাবৌ স্বাত্মৈব ন্নিষ্যতে ॥ ১২ ॥
নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ।
নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ মুক্তিঃ স্যাদ্যত্নতো বিনা ॥ ১৩ ॥
পরমাত্মাবশেষোঽপি তত্ত্বসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ।
ন জগদ্বিস্মৃতির্নো চেৎ জীবন্মুক্তির্ন সম্ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

পরমাত্মা বিচার্য্যতাং জীবাবস্থায়াং ফলরূপেষ্বাবস্থানাৎ, জীবজগতোর্বিচারঃ ক্রীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য তথীরপর্বাদৈন পরমাত্মাবশেষে উপযুজ্যত ইত্যাহ জীবভাবেতি ॥ ১২ ॥

নন্তু বিচারেণ জীবজগতোর্বাধে তদপ্রতীত্যা ব্যবহারলোপঃ প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য বাধশব্দস্য বিবক্ষিতমর্থং বিপক্ষে দৃষ্টান্তেন নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ ইতি। সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ স্বত এব তদপ্রতীত্যভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানং বিনাপি মুক্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

আত্মৈব নিষ্যত ইত্যনেনাপি পরমাত্মনঃ সত্যত্বজ্ঞানং বিবক্ষ্যতে ন তদতিরিক্তজগদ্বিস্মৃতিঃ জীবন্মুক্তত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাহ পরমাত্মাবশেষোঽপীতি ॥ ১৪ ॥

এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু জীব ও জগতের প্রকৃত অবস্থা ও স্বভাবাদির যথার্থরূপ বিবেচনা করিলেই ঐ জীব ও জগৎ যে বিনশ্বর, তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাহইলেই জীব ও জগৎকে অকিঞ্চিৎকর ও অলীক বলিয়া বোধ হইবে এবং তখন নিত্য শুদ্ধ পরমব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশ হইবে; সুতরাং তৎকালে আর ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ অবিদ্যা থাকিবে না, তখনই সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, জীব ও জগতের বিনশ্বরত্ব বোধদ্বারা তাহাদিগের স্বরূপ বাধিত হইলেই পরমাত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং পরমাত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। এস্থলে বাধশব্দের অর্থ প্রতীতির অভাব নহে; কিন্তু কেবল তত্তদ্বিষয়ে মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ই বাধশব্দের অর্থ। যদি প্রতীতির অভাবকেই বাধশব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সুষুপ্তি কিম্বা মূর্চ্ছা অবস্থাতে যখন কোন বস্তুবিষয়ক প্রতীতি থাকে না, তখনও লোক সকলকে অনায়াসে মুক্ত বলা যাইতে পারে ॥ ১৩ ॥

অপ্রতীতিরূপ বাধশব্দের অর্থে বাধা দিয়া এইক্ষণ বাধাশব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—পরমাত্মবিষয়ে দৃঢ়রূপে সত্যজ্ঞান নিশ্চয় হইলে

परोक्षा चापरोक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा।
तत्रापरोक्ष विद्यासौ विचारोऽयं समाप्यते ॥ १५ ॥
अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद परोक्षज्ञानमेव तत्।
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६ ॥

सदा विचारयेदित्युक्त्वदेहपातपर्य्यन्तं विचारप्रसक्तौ सत्यां तस्यावधिमाह परोक्षा चेति ॥ १५ ॥

विचारजन्या विद्या परोक्षत्वापरोक्षत्वभेदेन द्विविधेत्युक्तम। तयोर्द्वयोः स्वरूपं क्रमेण दर्शयति अस्तीति ॥ १६ ॥

যে জগতের মিথ্যাজ্ঞান হয়, তাহাকেই জগতের বাধ বলাযায়, নচেৎ কেবল জগতের বিস্মৃতিমাত্রকে বাধ বলাযায় না, তাহাহইলে জীবন্মুক্তির সম্ভব হয় না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, জগতের বাধ না হইলে মুক্তি হয় না, এইক্ষণ যদি বিস্মৃতিকে বাধ বল, তাহাহইলে জীবন্মুক্তির অসম্ভব ঘটিয়া উঠিল, যেহেতু জীবিত কোন পুরুষেরই জগতের বিস্মৃতি হয় না ॥ ১৪ ॥

কতকাল পর্য্যন্ত জীব, জগৎ ও পরমাত্মার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, সেই পরমাত্মতত্ত্ববিচারের কালনিরূপণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।—জগৎ, জীব ও পরমাত্মতত্ত্বপর্য্যালোচনদ্বারা পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে পরমাত্মবিষয়ক দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরমাত্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যতকালপর্য্যন্ত অপরোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন না হয়, ততকালপর্য্যন্ত জগৎ, জীব ও পরমাত্মবিষয়ক বিচার করিবে। পরে যখন পরমাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইবে, তখন আর কোনপ্রকার বিচারের আবশ্যকতা থাকিবে না; সেই সময়ে সর্ব্বপ্রকার বিচারের পরিসমাপ্তি হইবে ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, জীব, জগৎ ও পরমাত্মার বিচারদ্বারা পরমাত্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, এইক্ষণ সেই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরোক্ষজ্ঞান কাহাকে বলে এবং অপরোক্ষ জ্ঞানই বা কি? এই সংশয় নিরাকরণমানসে উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—জগৎকারণস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় একমাত্র পরমব্রহ্ম আছেন,

তত্ত্বঃ আত্মাকারসিদ্ধার্থমাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে।
যেনায়ং সর্ব্বসংসারাৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ১৭ ॥
কূটস্থো ব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্ব্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা ॥ ১৮ ॥

এবং বিধাত্মসাক্ষাৎকারাসাধারণকারণমাত্মতত্ত্ববিবেচনং প্রতিজানীতে তত্ত্বাচ্চাত্মকারেতি। যেন সাক্ষাৎকারেণ পুমান্ সদ্য এব বিমুচ্যতে তত্ত্বাচ্চাত্মকারসিদ্ধ্যর্থমিতি পূর্ব্বেণান্বয় ॥১৭॥

চিদাত্মনঃ পারমার্থিকমেকত্বং নিশ্চিত্য ব্যবহারদশায়াং প্রতীয়মানং চৈতন্যভেদমুপদিশতি কূটস্থ ইতি। একস্যাপ্যেতেষাং চতুর্ব্বিধ্যে দৃষ্টান্তমাহ ঘটাকাশেতি ॥ ১৮ ॥

এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলাযায় এবং আমিই সেই নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ আত্মতত্ত্ব-বিচারের অবশ্যকর্ত্তব্যতাবিষয়ে বিধি নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারই অপরোক্ষজ্ঞান, সেই অপরোক্ষজ্ঞানলাভার্থ সর্ব্বদা অবশ্য আত্মতত্ত্ববিচার্য্য করিবে। যেহেতু বিচারকর্ত্তা সেই বিচারদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অনির্ব্বচনীয় নিত্যানন্দ উপভোগপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মে লীন হইয়া চিন্ময়রূপে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাঁহার আর কদাচ সেই পরমসুখের হ্রাস হয় না ॥ ১৭ ॥

এইক্ষণে পরমাত্মতত্ত্ববিচারের প্রারম্ভে অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মের একমাত্র পারমার্থিক চৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ বাহ্যব্যবহারে প্রতীয়মান চৈতন্যের প্রকারভেদ নির্ণয় করিতেছেন।—যেমন একমাত্র আকাশ উপাধিবিশেষে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ নামে চারিপ্রকারে প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ একমাত্র চৈতন্য চারিপ্রকারে বিভক্ত হয়, যথা কূটস্থচৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বরচৈতন্য। এই চারিপ্রকার চৈতন্য এক চৈতন্যের অন্তর্গত ॥ ১৮ ॥

घटावच्छिन्नजले नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः।
साभ्रनक्षत्र-आकाशो जलाकाश-उदीर्यते ॥ १९ ॥
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते।
प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥ २० ॥
मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम्।
तत्र स्वप्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥ २१ ॥
अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतनः।

घटावच्छिन्नस्य घटाकाशस्य तदनवच्छिन्नस्य महाकाशस्य च प्रसिद्धत्वात् तौ विहाय अप्रसिद्धं जलाकाशं व्युत्पादयति, घटावच्छिन्नेति। घटावच्छिन्ने आकाशे यदुदकमस्ति तत्र जले प्रतिबिम्बितोऽभ्रनक्षत्रसहित आकाशो जलाकाश इत्युच्यते ॥ १९ ॥

अथाकाशं व्युत्पादयति महाकाशस्येति। तत्र मेघमण्डले यज्जलं तस्मिन्नित्यर्थः ॥ २० ॥

ननु मेघे जलस्याप्रतीयमानत्वात् नभसस्तत्र कथं प्रतिबिम्बितत्वज्ञानमित्याशङ्क्याह मेघांशरूपमिति। मेघस्थस्य जलस्य प्रत्यक्षेणानुपलभ्येऽपि दृष्टिलक्षणकार्येण मेघे तदुपादानमुदकं सूक्ष्मावयवरूपमस्तीति अनुमीयते उदकत्वं नैव लिङ्गं विमतं जलम् आकाशप्रतिबिम्बवत् भवितुमर्हति जलत्वात् घटगतजलवदित्यनुमानेन मेघांशरूपे जलेऽप्याकाशप्रतिबिम्बसद्भावोऽवगम्यते इत्यर्थः ॥ २१ ॥

एवं दृष्टान्तभूतमाकाशचतुष्टयं व्युत्पाद्य दार्ष्टान्तिके प्रथमोद्दिष्टं कूटस्थं व्युत्पादयति

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে যে দৃষ্টান্তস্বরূপে একমাত্র আকাশের প্রকারচতুষ্টয় কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই চারিপ্রকার আকাশ নিরূপণ করিতেছেন।—ঘটমধ্যগত পরিচ্ছিন্ন আকাশকে ঘটাকাশ বলে এবং সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ আকাশের নাম মহাকাশ। ঘট এবং শরাবাদির মধ্যস্থিত জলেতে মেঘনক্ষত্রাদিসমন্বিত যে আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাকে জলাকাশ বলিয়া থাকে এবং উপরিভাগে আকাশমণ্ডলমধ্যে বাষ্পরূপে অবস্থিত জলের পরিণাম বিশেষ, যে মেঘরাশি দৃষ্ট হয়, সেই জলময় মেঘ মণ্ডলে যে আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, সেই মেঘমণ্ডলেরমধ্যগত প্রতিবিম্বিত আকাশকে মেঘাকাশ বলিয়া থাকে ॥১৯-২১॥

পূর্ব্বশ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে পরিকল্পিত আকাশের প্রকারচতুষ্টয় নির্ণয় করিয়া

कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२ ॥
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित् प्रतिबिम्बकः ।
प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥ २३ ॥
जलस्थोष्णा घटाकाशीयथा सर्व्वस्तिरोहितः ।

अधिष्ठानतयेति। पञ्चीकृता पञ्चीकृतभूतकार्य्यत्वेन स्थूलसूक्ष्मरूपस्य देहद्वयस्याविद्या कल्पितस्याधारतया वर्त्तमानत्वेन ताभ्यामवच्छिन्न आत्मा कूटस्थ इत्युच्यते। तत्र कूटस्थ शब्दप्रवृत्तौ निमित्तमाह कूटवदिति ॥ २२ ॥

एवं कूटस्थं व्युत्पाद्य जीवस्य कूटस्थे कल्पितबुद्धिप्रतिबिम्बितत्वेन तत्प्रयोजकत्वात् तं व्युत्पादयति कूटस्थ इति। तस्य जीवशब्दाभिधेयत्वे निमित्तमाह प्राणानामिति। कूटस्थातिरिक्तजीवकल्पनमप्रयोजकमित्याशङ्क्य अविकारिणः कूटस्थस्य संसारासम्भवात् तन्निर्वाहार्थं स्वीकर्त्तव्य इत्याह संसारेणेति ॥ २३ ॥

ननु जीवातिरिक्तकूटस्थोऽस्ति चेत् किमिति न प्रतिभासते इत्याशङ्क्य जीवेन तिरोहित-

---

এইক্ষণ বর্ণনীয় চৈতন্যের প্রকারচতুষ্টয় নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে চারি-প্রকার চৈতন্যের মধ্যে প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রধান কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূপ যে অন্নময়কোষ তাহাই স্থূলশরীর এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কার্য্যস্বরূপ যে প্রাণময়াদিকোষ-ত্রয় তাহাই লিঙ্গশরীর; উক্ত উভয়বিধ শরীরে সর্ব্বাধারভূত যে চৈতন্য নির্ব্বিকাররূপে অবস্থিতি করিতেছে, সেই চৈতন্য কূটের ন্যায় অবস্থিত আছে, এইজন্য ঐ চৈতন্যকে কূটস্থচৈতন্য বলিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অন্তঃকরণের প্রতিবিম্বস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই কূটস্থচৈতন্যের নৈকট্যবশতঃ জীবচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্যেতে যে বুদ্ধি কল্পিত হয়, সেই কল্পিত বুদ্ধিতে কূটস্থচৈতন্যের প্রতিবিম্বকে জীবচৈতন্য বলে। যেহেতু উক্ত চৈতন্য প্রাণসকলকে ধারণ করে, এইনিমিত্ত ইহাকে জীবচৈতন্য বলিয়া থাকে। এই জীবচৈতন্যই সংসারে সুখদুঃখে নিমগ্ন হয়। সর্ব্বাধার-ভূত কূটস্থচৈতন্য সংসারে নির্লিপ্ত; অতএব সংসারনির্ব্বাহার্থ জীবচৈতন্য স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

সোপাধিক ও নিরুপাধিক কূটস্থচৈতন্য জীবচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত, ইহাই

তথা জীবেন কূটস্থঃ সীঽন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে ॥ ২৪ ॥
অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনক্তি কদাচন।
অনাদিরবিবেকোঽয়ং মূলাবিদ্যেতি গম্যতাম্ ॥ ২৫ ॥
বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাং দ্বিধাবিদ্যা প্রকল্পিতা।

ত্বাৎ ইতি সদৃষ্টান্তমাহ জলব্যোম্নীতি। নন্বেতৎ তিরোধানং ন ক্বাপি শাস্ত্রে প্রতিপাদিতমিত্যাশঙ্ক্য তস্যান্যোঽন্যাধ্যাসশব্দেনাভিধানাৎ নৈবমিত্যাহ সীঽন্যোঽন্যাধ্যাস ইতি। ভাষ্যাদিষ্বিতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

নন্বয়মেবাধ্যাসশব্দস্য কারণরূপাবিদ্যা বক্তব্যা ইত্যাশঙ্ক্য জীবকূটস্থয়োঃ সংসারদশায়াং ভেদাপ্রতীতিরেবাবিদ্যেত্যাহ অয়মিতি স্পষ্টম্ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্তস্য জীবস্যাবিদ্যাকল্পিতত্বস্পষ্টীকরণায় অবিদ্যা বিভজতে বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যা-

---

পূর্ব্বশ্লোকের ভাবার্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু জীবের অজ্ঞানাধিক্যবশতঃ কূটস্থচৈতন্য জীবচৈতন্যের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না; সুতরাং জীবের অজ্ঞানাধিক্যহেতু কূটস্থচৈতন্যের তিরোভাব স্বীকার করিতে হইবে। যেমন কোন ঘটমধ্যে জল প্রবিষ্ট হইলে, সেই ঘটস্থ আকাশের তিরোভাব হয়, সেইরূপ জীবচৈতন্যের অজ্ঞানদ্বারা কূটস্থচৈতন্যের তিরোভাব হইয়া থাকে। শারীরিকভাষ্যাদিশাস্ত্রকারেরা এই তিরোভাবকেই অন্যোন্যাধ্যাস বলিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে অন্যোন্যাধ্যাসের নাম কথিত হইল, এইক্ষণ সেই অন্যোন্যাধ্যাসের কারণ যে অজ্ঞান, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। —পূর্ব্বোক্ত যে জীব সংসারে লিপ্ত আছে, সেই জীবের কোনরূপেও কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই, সেই অবিবেচনাশক্তিকে অনাদি অবিদ্যা বলিয়া থাকে এবং ঐ অবিদ্যাকেই অজ্ঞানের মূল বলাযায়। এই অজ্ঞানই সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্যকে অনুভব করিতে দেয় না এবং জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ২৫ ॥

অবিদ্যাপরিকল্পিত পূর্ব্বোক্ত জীবচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অবিদ্যার অন্তর্গত শক্তিদ্বয় ও সেই শক্তিদ্বয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যার শক্তি দ্বিবিধ যথা,—আবরণশক্তি

न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमाहुतिः ॥ २६ ॥
अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते ।
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७ ॥

मिति। विक्षेपहेतुत्वे नाव्यहितत्वात् आहुतिं प्रथमं लक्षयति न भाति इति। कूटस्थो न भाति न प्रकाशते नास्ति चेति व्यवहारहेतुरावरणमित्यर्थः ॥ २६ ॥

नन्वविद्यायास्तत्कृतावरणस्य च सद्भावे किं प्रमाणमित्याशङ्क्य लोकानुभव एवेत्याह अज्ञानीति। विदुषा कूटस्थं किं जानासीति पृष्टः अज्ञानी न जानामीति अज्ञानमनुभूय वक्ति अयमविद्यानुभवः न केवलमज्ञानानुभवमेव वक्ति अपि तु नास्ति न भाति कूटस्थ इति कूटस्थाभावाभाने च अनुभूय वदति अयमावरणानुभवः अत उभयत्रानुभवः प्रमाणमिति भावः ॥ २७ ॥

ও বিক্ষেপশক্তি। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, আবরণশক্তি কাহাকে বলে এবং বিক্ষেপশক্তিই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—যে শক্তি কূটস্থচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে এবং যে আবরণশক্তি উক্ত নিত্য স্বপ্রকাশস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যকে প্রকাশ পাইতে দেয় না অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা সেই সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্যের অপ্রকাশ বা অভাব বোধ হয়, সেই শক্তিকেই অবিদ্যার আবরণশক্তি বলে ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত আবরণশক্তিরূপ অবিদ্যাশক্তির বিদ্যমানতাবিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—যদি কোন জ্ঞানীপুরুষ অন্য কোন অজ্ঞানী পুরুষকে কূটস্থচৈতন্য বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই অজ্ঞানীব্যক্তি উত্তরপ্রদান করিবে যে, কূটস্থচৈতন্য কি তাহা আমি জানি না এবং আমার বুদ্ধিতেও কূটস্থচৈতন্য প্রকাশ পায় না এবং কূটস্থচৈতন্য বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহাও আমার বিশ্বাস নাই; সুতরাং কূটস্থচৈতন্য বিষয়ক প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দিতে পারি না। এই সকল অনুসন্ধানদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ বিষয়ে অবিদ্যার আবরণশক্তিই বিরোধিকা; কারণ, উক্ত আবরণশক্তিই ঐ অজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে কূটস্থচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অবিদ্যার যে একটি আবরণশক্তি আছে, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ২৭ ॥

स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमावृतिः।
इत्यादितर्कजालानि स्वानुभूतिर्यसत्यसौ ॥ २८ ॥
स्वानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते।

ननु भवन्मते आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् तस्मिन्नविद्या नोपपद्यते तेजस्तिमिरयोरिव विरुद्धस्वभावत्वे न तयोः सम्बन्धानुपपत्तेः अविद्याभावे च तत्कृतमावरणं दुर्निरूप्यं स्यात् तदभावे च तन्मूलकस्य विक्षेपस्यासम्भवः विक्षेपाभावे च ज्ञाननिवर्त्यस्यानर्थस्याभावात् ज्ञानवैयर्थ्यं ततस्तत्प्रतिपादकशास्त्रमप्रमाणं स्यात् इत्याशङ्क्य एतत् सर्वं पूर्वोक्तानुभववाधितमित्याह स्वप्रकाश इति। न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति न्यायादिति भावः ॥ २८ ॥

नन्वनुभवस्य उक्ततर्कविरोधेनाप्रामाण्यात् न तेन तत्त्वनिश्चय इत्याशङ्क्य अनुभवप्रामाण्या-

---

যদি কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, যেমন ছায়া ও রৌদ্র এক সময়ে একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না, সেইরূপ নিত্য স্বপ্রকাশমান কূটস্থচৈতন্য ও তদ্বিরোধিনী অবিদ্যার একত্র সম্ভব হয় না এবং অবিদ্যার উদ্ভব না হইলে সেই অবিদ্যার আবরণশক্তিও থাকে না। এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, সর্ব্বদাই কূটস্থচৈতন্যের সত্তা আছে; সুতরাং অবিদ্যা ও তাহার আবরণশক্তির একদা সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত আবরণশক্তির অনুভবদ্বারাই উক্ত তর্কজাল নিবারিত হইতেছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদিগের সম্বন্ধে কদাচ কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ হয় না। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকে, তাহারা কদাচ কূটস্থচৈতন্যের অনুভব করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

যদি স্বীয় অনুমানের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহাহইলে কেবল তর্কদ্বারা তার্কিকগণ কোনরূপেও তত্ত্বনিরূপণ করিতে পারে না। যেহেতু তর্কের শেষ নাই এবং অনর্থক কুতর্ক করিয়া কোন পদার্থও স্থির করা যাইতে পারে না। যাহার যত বুদ্ধির প্রখরতা থাকে, সেই ব্যক্তিই অধিক তর্ক করিতে পারে। এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা প্রতিপক্ষ নিবারণ করিয়া একপ্রকার নিশ্চয় করিলে তাহাহইতে অধিক বুদ্ধিশালী অন্য ব্যক্তি আপন বুদ্ধিপ্রাখর্য্যদ্বারা পূর্ব্বকৃত নিশ্চয় খণ্ডন করিয়া অন্যপ্রকারে প্রতিপাদন করিতে পারে। এইরূপ তর্ক করিলে কেবল তর্কশক্তিই বৃদ্ধি হয়, তাহাতে কোন প্রকৃত

कथं वा तार्किकम्मन्यस्तत्त्वनिश्चयमाप्नुयात् ॥ २९ ॥
बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेदपेक्ष्येत तथा सति।
स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम् ॥ ३० ॥
स्वानुभूतिरविद्यायामावृतौ च प्रदर्शिता।
अतः कूटस्थचैतन्यमविरोधीति तर्क्यताम् ॥ ३१ ॥

नभ्युपगमे केवलतर्कस्यानिश्चायकत्वस्य स्वेनैवाभ्युपगतत्वात् न तार्किकस्य तत्त्वनिश्चयः क्वापि स्यादित्याह स्वानुभूतीति ॥ २९ ॥

ननु यद्यनुभवस्तत्त्वनिश्चायक एव तथाप्यनुभूयमानस्य अर्थस्य सम्भावितत्वज्ञानाय तर्कोऽप्यभ्युपेतव्य इत्याशङ्कामनूद्य तर्क्यनुभवानुसारेण तर्को वर्णनीयो न तद्विरोधेन इत्याह बुद्ध्यारोहायेति ॥ ३० ॥

कीदृशावनुभवौ यदनुकूलतर्को वर्णनीय इत्याशङ्कायां पूर्वोक्तमविद्यादिगोचरमनुभवं स्मारयति स्वानुभूतिरिति। फलितमाह अतः कूटस्थचैतन्यमिति ॥ ३१ ॥

পদার্থ নিশ্চিত হয় না; বরং ফলেরও অপলাপ হইতে পারে। অতএব স্বীয় বিশ্বাসদ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ২৯ ॥

যদি বল, কেবল তর্কদ্বারা কোনবিষয়ের তত্ত্বনিশ্চয় হয় না বটে, তথাপি বুদ্ধিতে অনুভবধারণা করিবার নিমিত্ত সম্ভবতঃ তর্ক করা বিধেয় এবং স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে যথোচিত তর্কের আলোচনা করা কর্ত্তব্য, কোনরূপ কুতর্কের আলোচনা করিও না। কুতর্কদ্বারা কোনবিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চিত হইতে পারে না; বরং ফলের অপলাপ হইয়া অশেষ অনিষ্টসাধন হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিবে না। পরন্তু যথোচিত তর্ক করিবে, এই শ্লোকে কোন্ স্থলে কিরূপ তর্ক আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করিতেছেন,—অবিদ্যার আবরণশক্তির বর্ণনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, অবিদ্যার সত্তা ও তাহার আবরণশক্তির প্রতীতি বিষয়ে স্বীয় অনুভবই কারণ, অতএব সেই কূটস্থচৈতন্য যে অবিদ্যার আবরণ শক্তির বিরোধী নহে এই বিষয়ে সুতর্কের পর্য্যালোচনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; আর যদি তাহাকে অবিদ্যার আবরণশক্তির বিরোধী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা

तच्चेद् विरोधि केनेयमावृतिर्न्नानुभूयताम्।
विवेकस्तु विरोधीस्यात्तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम्॥ ३२॥
अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः।
शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि॥ ३३॥

तमेव तर्कमभिनीय दर्शयति तच्चेत् विरोधीति। अविद्यावरणसाधकत्वे तन्यस्यैव तद्विरोधित्वे अविद्याप्रतीतिरेव न स्यादिति भावः तच्चेदविद्यायाः को विरोधीत्यत आह विवेकस्त्विति। विवेकः उपनिषद्विचारजन्यं ज्ञानम्। विवेकस्याविद्याविरोधित्वं क्व दृष्टमित्यत आह तत्त्वज्ञानिनीति॥ ३२॥

एवमविद्यावरणं दर्शयित्वा विक्षेपाध्यासमाह अविद्यावृतेति। पूर्वोक्ताविद्यावरणवति कूटस्थे प्रत्यगात्मनि आरोपितस्थूलसूक्ष्मशरीरसहितचिदाभासो विक्षेपाध्यास इत्यर्थः॥ ३३॥

হইলে আর কোনরূপেও সেই আবরণশক্তির অনুভব হইতে পারে না; সুতরাং অবিদ্যাপ্রকাশক কূটস্থচৈতন্যকে অবিদ্যার বিরোধীরূপে স্বীকার করিতে পার না। তবে এইক্ষণ কাহাকে অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া নিশ্চয় করিবে? এইবিষয়ের মীমাংসা এই যে,—তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিবেকশক্তিই অবিদ্যার যথার্থ বিরোধী। যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট অবিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র মাহাত্ম্যপ্রকাশ পাইতে পারে না; সুতরাং উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠজন্য জ্ঞানরূপ বিবেকশক্তিকেই অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হইল॥ ৩১-৩২॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অবিদ্যার আবরণশক্তি নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন শুক্তিকাদি দর্শন করিলে কোন অলৌকিক কারণবশতঃ তাহাকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ যে শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা সমাবৃত কূটস্থচৈতন্যকে স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট জীবচৈতন্য বলিয়া বোধহয়, সেই শক্তিকে অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি বলিয়া থাকে; পরন্তু ঐ শক্তিকে বিক্ষেপাধ্যাসও বলাযায়॥ ৩৩॥

इदमंशस्य सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते ।
स्वयन्त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम् ॥ ३४ ॥
नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा शुक्तौ तिरोहितम् ।
असङ्गानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम् ॥ ३५ ॥
आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा ।
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥ ३६ ॥
इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यते ।

अस्य विक्षेपस्याध्यासत्वसिद्धये शुक्तिरजताध्याससाम्यं दर्शयति इदमंशस्येति । शुक्तिकायां स्थितं पुरोदेशादिसम्बन्धित्वमबाध्यत्वञ्च यथारोपिते रजते भासते एवं स्वयंत्वं वस्तुत्वञ्च कूटस्थनिष्ठमारोपिते चिदाभासेऽवभासत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

एवं सामान्यांशप्रतीतिमुभयत्र प्रदर्श्य विशेषांशप्रतीतिसाम्यं दर्शयति नीलपृष्ठत्रिकोणत्वमिति ॥ ३५ ॥

साम्यान्तरं दर्शयति आरोपितस्येति । दृष्टान्ते शुक्तिस्थले आरोपितपदार्थस्य रूप्यं नाम यथा एवं कूटस्थे कल्पितचिदाभासरूपविक्षेपस्य पूर्वोक्तस्याहमिति नामेत्यर्थः ॥ ३६ ॥

ननु दृष्टान्ते पुरोवर्त्तिनि शुक्तिसकले इन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति रूप्यमिदमिति तदति-

---

শুক্তিকাদিতে যে সময়ে রজতের ভ্রম জন্মে; পরন্তু যদিও সেই সময়ে রজতের সমুদায় অংশই মিথ্যা হয়, তথাপি সম্মুখে যে কোন একটি পদার্থ আছে, এই জ্ঞানটী যেমন কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, সেইরূপ কূটস্থ-চৈতন্যেতে জীবচৈতন্যের আরোপ যথার্থ না হইলেও সেই কূটস্থচৈতন্যে যে বস্তুস্বরূপের ব্যবহার হয়, তাহা অযথার্থ নহে। আর যেমন শুক্তিকাদিতে যে সময়ে রজতের ভ্রম হয়, সেই সময়ে শুক্তিকার পৃষ্ঠ নীলবর্ণ ও তাহার আকার ত্রিকোণ, এই জ্ঞান তিরোহিত থাকে; সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যে যখন জীবচৈতন্যের আরোপ হয়, তখন কূটস্থচৈতন্য যে সর্ব্ববিষয়ে নিঃসঙ্গ ও পূর্ণানন্দস্বরূপ, এইবিষয়েরও বুদ্ধির বিলুপ্তপ্রায় থাকে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

যেমন ভ্রমস্থলে শুক্তিকাদিতে যে আরোপিত জ্ঞান, তাহাকেই রজত বলা যায়, সেইরূপ অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তিদ্বারা কূটস্থচৈতন্যেতে যে আরো-

तथा स्वस्य स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥ ३७ ॥
इदन्त्वरूप्यते भिन्ने स्वस्वाहन्ते तथैव ताम् ।
सामान्यस्य विशेषस्येत्युभयत्रापि गम्यते ॥ ३८ ॥
देवदत्तः स्वयं गच्छेत् त्वं वीक्षस्व स्वयन्तथा ।
अहं स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥ ३९ ॥

रिक्तरजताभिमानः उपपद्यते नैवं दार्ष्टान्तिके आत्मातिरिक्तवस्त्वभिमानम् इत्याशङ्क्य अत्रापि स्वप्रकाशतया चिदात्मन्यवभासमाने तदतिरिक्ताहमित्यभिमान उपलभ्यते अतो न वैषम्यमित्यभिप्रायेणाह इदमंशमिति ॥ ३७ ॥

ननु स्वयमहंशब्दयोरेकार्थत्वात् कथं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साम्यमित्याशङ्क्य इदंरूपशब्दार्थयोः स्वयमहंशब्दार्थयोश्च सामान्यविशेषरूपत्वेनोभयत्र साम्यान्नैवमित्याह इदन्त्वरूप्यते भिन्न इति ॥ ३८ ॥

स्वयंशब्दार्थस्य सामान्यरूपत्वं स्पष्टीकर्तुं लौकिकं प्रयोगं दर्शयति देवदत्त इति ॥ ३९ ॥

পিত জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই জীব বলিয়া থাকে। আর যে সময়ে শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, সেই সময়ে যেমন শুক্তির পুরোবর্ত্তিত্ব অংশমাত্র প্রত্যক্ষ হইলেই তাহাতে রজতের ভ্রম জন্মে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের স্বয়ং অংশ ও বস্তু অংশমাত্রেই জীবের ভ্রম হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যদিও এক বস্তুকে অন্যপ্রকার বস্তু বলিয়া জ্ঞান করাকে ভ্রম বলে; কিন্তু যে দুইটি বস্তু লইয়া ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সেই বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের সৌসাদৃশ্য না থাকিলে কদাচ ভ্রমজ্ঞান হয় না। পরন্তু যেমন শুক্তি ও রজত এই উভয় পদার্থ বিশেষরূপে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও পুরোবর্ত্তিত্বরূপ সামান্য-অংশে সাদৃশ্য হেতু শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, সেইরূপ "স্বয়ং" শব্দবাচ্য কূটস্থচৈতন্য ও "অহং" শব্দবাচ্য জীব, এই উভয় বিশেষরূপে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সামান্যরূপে সাদৃশ্য থাকাতেই কূটস্থচৈতন্যবাচক "স্বয়ং" শব্দ এবং জীববাচক "অহং" শব্দ, ইহারা একার্থবাচক নহে ইহাও প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৮ ॥

এইক্ষণে লৌকিক ব্যবহারের প্রয়োগ প্রদর্শনদ্বারা কূটস্থচৈতন্যবাচক "স্বয়ং" শব্দের সামান্য বাচিত্ব এবং জীববাচী "অহং" শব্দের বিশেষার্থ

इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदन्तया।
असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥ ४० ॥
अहन्त्वात् भिद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव।
स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत् ॥ ४१ ॥

भवत्वेवं प्रयोगः लोके कथमेतावता स्वयंशब्दार्थस्य सामान्यरूपत्वमित्याशङ्क्य इदं शब्दार्थवदित्याह इदं रूप्यमिति। यथा रूप्यवस्त्रादौ सर्व्वत्रेदंशब्दस्य प्रयुज्यमानत्वात् तदर्थस्य सामान्यरूपत्वं तथासौ त्वमहमित्यादौ सर्व्वत्र स्वयंशब्दप्रयोगात् तदर्थस्यापि सामान्यरूपत्वमवगम्यते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

भवतु स्वयमहंशब्दार्थयोर्लोके भेदः एतावता कूटस्थात्मनि किमायातमिति पृच्छति अहन्त्वादिति। सामान्यरूपः स्वयंशब्दार्थ एव कूटस्थ इतीदृमायातमित्याह स्वयंशब्दार्थ इति ॥ ४१ ॥

বাচিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—"স্বয়ং" শব্দ সামান্যতঃ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়, যেমন—অমুক ব্যক্তি স্বয়ং গমন করিতেছেন, তুমি স্বয়ং দর্শন কর এবং আমি স্বয়ং অসমর্থ ইত্যাদি; লৌকিক ব্যবহারে সকলস্থলেই স্বয়ং শব্দ যে সামান্যবাচক, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এইরূপে "অহং" শব্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় না, কেবল আমি করিব, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলেই অহং শব্দপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব "অহং" শব্দ যে বিশেষ বাচক, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। আর পুরোবর্ত্তি বাচকশব্দও সামান্যতঃ সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হয়, যেমন এই রজত, এই বস্ত্র ইত্যাদি সকলস্থলেই পুরোবর্ত্তিবাচক "এই," "ঐ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়; তদ্রূপ উক্ত পুরোবর্ত্তিবাচক স্বয়ং শব্দ যে সামান্য বাচী তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৩৯-৪০ ॥

যদি বল উক্তপ্রকারে "স্বয়ং" শব্দ ও "অহং" শব্দের পরস্পর বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইল বটে, কিন্তু তাহা হইলেই বা কূটস্থচৈতন্যের আত্মত্ব নিরূপণ বিষয়ে কি প্রমাণ হইল? এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া কূটস্থচৈতন্যের আত্মত্ব প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি জীববাচক "অহং" শব্দ হইতে "স্বয়ং" শব্দার্থ বিভিন্ন হইল, তাহাহইলে সেই কূটস্থচৈতন্যকেই "স্বয়ং" বলা যাইতে পারে। অতএব আমার মতে সেই

अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्।
कूटस्थस्यात्मतां वक्तु रिष्टमेव हि तद् भवेत् ॥ ४२ ॥
स्वयमात्मेति पर्य्यायस्तेन लोके तयोः सह।
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वस्यान्यवारकम् ॥ ४३ ॥
घटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु।
अचेतनेषु दृष्टश्चेद् दृश्यतामात्मसत्त्वतः ॥ ४४ ॥

ननु स्वत्वरूपी धर्मोऽन्यत्वं निवारयति नकूटस्थं बोधयतीति शङ्कते अन्यत्ववारकमिति। स्वयंशब्दार्थस्य कूटस्थस्यैवात्मत्वात् स्वस्मिन्नान्यत्ववारणमिष्टमेवेति परिहरति अन्यवारणं कूटस्थस्येति ॥ ४२ ॥

ननु स्वयमात्मशब्दयोर्भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोर्गवाश्वादिशब्दयोरिवार्थैक्याभावात् कथं स्वयंशब्दार्थस्य कूटस्थस्यात्मत्वमित्याशङ्क्य हलकरादिशब्दवदेकार्थत्वोपपत्तेर्नैवमिति परिहरति स्वयमात्मेति पर्य्याय इति। पर्य्यायत्वे सहप्रयोगाभावहेतुमाह तेन लोक इति। फलितमाह अतः स्वत्वमिति ॥ ४३ ॥

ननु घटादिष्वचेतनेष्वपि स्वयंशब्दस्य प्रयोगदर्शनात् स्वयन्नात्मत्वयोरैकत्वं न घटत इति शङ्कते घटं स्वयमिति। घटादिष्वपि स्फुरणरूपेणात्मचैतन्यस्य सत्त्वात् तेष्वपि स्वयंशब्दस्य प्रयोगो न विरुध्यत इत्याह दृश्यतामिति ॥ ४४ ॥

কূটস্থচৈতন্যই পরমাত্মা; যেহেতু এস্থলে "স্বয়ং" শব্দের অর্থ যে অন্য ব্যবচ্ছেদক তাহাই আমার অভিপ্রেত। এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি "স্বয়ং" শব্দের অর্থ অন্যের ব্যবচ্ছেদক হইল, তাহাহইলে যিনি সকল পদার্থের অতিরিক্ত, তিনিই "স্বয়ং" শব্দপ্রতিপাদ্য ও পরমাত্মা ॥ ৪১-৪২ ॥

"স্বয়ং" ও "আত্মা" এই উভয় শব্দই একার্থবোধক। অতএব লৌকিক প্রয়োগে কোনস্থলেও উক্ত উভয় পদের একত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না; সুতরাং "স্বয়ং" শব্দ ও "আত্ম" শব্দ এই উভয়ই অন্যের নিবারক এবং একার্থবোধক, ইহা প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি স্বয়ং শব্দও আত্মার্থবোধক হইল, তাহাহইলে অচেতন ঘটাদি পদার্থে স্বয়ং শব্দপ্রয়োগ হয় কেন? এবিষয়ে বক্তব্য এই যে,—ঘটাদি অচেতন পদার্থে যে স্বয়ং

चेतनाचेतनभिदा कूटस्थाकृता न हि।
किन्तु बुद्धिकृताभासकृतेत्यवगम्यताम् ॥ ४५ ॥
यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रान्तिकल्पितः।
अचेतनो घटादिष्वं तथा तत्रैव कल्पितः ॥ ४६ ॥
तत्त्वेदन्ते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिषु।
सर्व्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत् ॥ ४७ ॥

ननु घटादिष्वपि आत्मचैतन्यसत्त्वे चेतनाचेतनविभागो भिन्निमित्तकः स्यादित्याशङ्क्य चिदाभासस्वासत्त्वस्वरूपकारणसद्भावात् नैवमिति परिहरति चेतनाचेतनभिदेति ॥ ४५ ॥

ननु चेतनाचेतनविभागस्य चिदाभाससत्त्वासत्त्वप्रयुक्तत्वाभ्युपगमेऽचेतनेष्वात्मसत्त्वाभ्युपगमो निष्प्रयोजनः स्यादित्याशङ्क्य चेतनाचेतनविभागहेतुत्वेन कूटस्थस्यानभ्युपगमत्वेऽप्यचेतनकल्पनाधिष्ठानत्वेन कूटस्थोऽभ्युपगन्तव्य इत्यभिप्रायेण घटादेस्तत्र कल्पितत्वं सदृष्टान्तमाह यथा चेतन आभास इति ॥ ४६ ॥

स्वत्वात्मत्वयोरेकत्वेति प्रसङ्गं शङ्कते तत्त्वेदन्ते अपीति। त्वमहमादिषु सर्व्वत्रानुगतस्य स्वत्वस्येव सर्व्वत्रानुगतयोस्तत्त्वेदन्तयोरप्यात्मस्वरूपता किं न स्यादिति भावः ॥ ४७ ॥

শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা কেবল ঘটাদিতে আত্মার সত্তামাত্র কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

যদি বল, কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বব্যাপী; অতএব ঘটাদি জড়পদার্থেও তিনি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। তথাপি এইটি চেতনপদার্থ ও এইটি জড়পদার্থ, এইরূপ চেতনাচেতন বিভেদ কূটস্থচৈতন্যের কৃত নহে। তিনি কদাচ এইরূপ বিভেদ করেন নাই, কিন্তু ইহা কেবল বুদ্ধিরপ্রতিবিম্বীভূত জীবচৈতন্যের কৃত; অর্থাৎ যে সকল পদার্থে জীবচৈতন্য বর্ত্তমান আছেন, সেই সকল পদার্থকে সচেতন বলা যায় এবং যে যে পদার্থে জীবচৈতন্যের অবস্থান নাই, সেই সেই পদার্থকে অচেতন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যেমন ভ্রান্তিদ্বারা কূটস্থচৈতন্যে জীবচৈতন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন ঘটপটাদি বস্তুসকলও সচেতনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যদি পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই সর্ব্বপদার্থে অনুগত হয়েন, তাহা হইলে যে যে পদার্থ সর্ব্বত্র অনুগত তাহাদিগকেও পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার

ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्त्वंत्वे ततस्तयोः।
आत्मत्वं नैव सम्भाव्यं सम्यक्त्वादेर्यथा तथा ॥ ४८ ॥
तत्त्वंत्वे स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्।
प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥ ४९ ॥

तत्त्वंत्वयोरात्मत्वाधिकवृत्तित्वात् आत्मत्वं न सम्भवतीत्याह ते आत्मत्वेऽपीति। तत्त्वंत्वे स्वत्वमिव यद्यपि त्वमहमादिषु अनुगते तथापि तेष्वनुवर्त्तमाने आत्मत्वेऽप्यनुगते तदात्मत्वमिदमात्मत्वमित्यादिव्यवहारसम्भवात् अतस्तयोरात्मत्वादधिकवृत्तित्वादात्मरूपता न सम्भाव्यते। तत्र दृष्टान्तः सम्यक्त्वादेरिति। आत्मत्वं सम्यगात्मत्वमसम्यगिति व्यवहारवशादात्मत्वेऽप्यनुवर्त्तमानयोः सम्यक्त्वासम्यक्त्वयोरित्यर्थः ॥ ४८ ॥

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य फलितप्रदर्शनाय लोकव्यवहारसिद्धार्थमनुवदति तत्त्वंत्वे इति। तत्त्वप्रतियोगित्वम् इदन्तायास्तदिदमिति स्वत्वप्रतियोगित्वमन्यत्वस्य स्वयमन्य इति। त्वन्ताप्रतियोगित्वमहन्तायास्त्वमहमिति लोके प्रतिद्वन्द्वित्वेन प्रयोगदर्शनात् प्रसिद्धमिति भावः ॥ ४९ ॥

কর। এইরূপে সর্ব্বত্র অনুগত পদার্থমাত্রকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে, তৎপদার্থ এবং এতৎপদার্থও সর্ব্বত্র অনুগত হয়; সুতরাং তাহাদিগকেও পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল পূর্ব্বপক্ষবাদিদিগের প্রতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—"তৎ ও এতৎ" পদার্থ পরমাত্মার ন্যায় সর্ব্বত্র অনুগত বটে, কিন্তু তাহারা যেমন সর্ব্বত্র অনুগত হয়, সেইরূপ পরমাত্মাতেও অনুগত হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, "তৎ ও এতৎ" পদার্থ উভয়েই পরমাত্মা নহে। যে পদার্থ যাহাতে অনুগত হয়, সেই দুই পদার্থ কখনই এক হইতে পারে না। "তৎ ও এতৎ" পদার্থ সম্যক্ শব্দের ন্যায় কেবল সর্ব্বত্র অনুগত হয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে পরমাত্মত্বের আশঙ্কাও হইতে পারে না ॥ ৪৭-৪৮ ॥

তৎপদার্থ সহিত এতৎ পদার্থের, স্বয়ং পদার্থ সহিত অন্য পদার্থের এবং ত্বং পদার্থং অহং পদার্থের বিরোধী বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল বিরোধী পদার্থের মধ্যে অন্য পদার্থের বিরোধী যে স্বয়ং পদার্থ, তাহাকেই কূটস্থচৈতন্য বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং ত্বং পদার্থের বিরোধী

अन्यतायाः प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्।
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहमितात्मनि कल्पितः॥ ५०॥
अहन्तास्त्वत्वयोर्भेदे रूप्यतेदन्तयोरिव।
स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे॥ ५१॥
तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः।
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्य्यं विनिवर्त्तते॥ ५२॥

भवत्वेवं लोके प्रकृते किमायातमित्यत आह अन्यतायां इति। अन्यत्वप्रतियोगी स्वयंशब्दार्थः कूटस्थः त्वन्ताप्रतियोग्यहंशब्दार्थश्चिदाभासः कूटस्थे कल्पित इत्यर्थः॥ ५०॥

ननूक्तप्रकारेण जीवकूटस्थयोर्भेदे सत्यपि सर्व्वे इत्थं किमिति न जानन्तीत्याशङ्क्याह अहन्तास्त्वत्वयोर्भेद इति। बुद्धिसाक्षिणः कूटस्थस्य बुद्ध्या प्रत्यक्चीकर्त्तुमशक्यत्वादहं स्वयमिति प्रतिभासमानयोर्जीवकूटस्थयोर्भान्त्यैकत्वं प्रतिपन्ना इत्यर्थः॥ ५१॥

नन्वस्य जीवकूटस्थयोरैकत्वभ्रमस्य किं कारणमित्यपेक्षायामाह तादात्म्येति। अत्राप्यिन् ग्रन्थेऽनादिरविवेकोऽहमित्यवीक्तया अविद्ययेत्यर्थः। यतोऽविद्याकार्य्यत्वमध्यासस्य अतोऽविद्यानिवर्त्तकतत्त्वज्ञानेनैव तन्निवृत्तिरित्यत आह अविद्यायामिति॥ ५२॥

যে অহং পদার্থ, তাহাকে কূটস্থচৈতন্যে পরিকল্পিত জীবরূপে প্রতিপাদন করা যায়॥ ৪৯-৫০॥

শুক্তি এবং রজত, এই দুই পদার্থের যেরূপ পরস্পর বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেইরূপ অহং পদার্থস্বরূপ জীবচৈতন্য ও স্বয়ং পদার্থ কূটস্থচৈতন্যের পরস্পর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট অনুমিত হয়। কিন্তু ইহা অনুভব করিয়াও মোহান্ধ ব্যক্তিরা সত্যস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যে যে মিথ্যা জীবের আরোপ করিয়া থাকে, তাহাকেই তাদাত্ম্যাধ্যাস বলে। কেবল অজ্ঞানদ্বারাই এইরূপ অধ্যাস (মিথ্যা আরোপ) হয়, যাহার অজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আর উক্তরূপ মিথ্যা আরোপ করে না; সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই জীবকে সত্যজ্ঞান করিয়া জীবে যে কূটস্থচৈতন্যের আরোপ তাহাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন আর কাহারও জীবকে কূটস্থচৈতন্য বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না, তখন সকলের প্রকৃতজ্ঞান জন্মে॥ ৫১-৫২॥

अविद्यावृतितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः।
विक्षेपस्य स्वरूपन्तु प्रारब्धक्षयमीक्ष्यते ॥ ५३ ॥
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्य्यं प्रतीक्ष्यते।
इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किं न सम्भवेत् ॥ ५४ ॥
तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्तादृक् क्षण ईरितः।

नन्वध्यासस्याविद्याकार्य्यत्वात् तन्निवृत्त्या निवृत्तिरित्येतदनुपपन्नं ब्रह्मात्मैकत्वविद्यायामुत्पन्नायामविद्याकार्य्यस्य देहादेरप्युपलभ्यमानत्वात् इत्यत आह अविद्यावृतितादात्म्य इति। अविद्यैककारणयोरावृतितादात्म्ययोर्विद्ययैव निवृत्तिः कर्म्मसहिताविद्याजन्यस्य तु विक्षेपस्वरूपस्य कर्मावसानपर्य्यन्तमवस्थानमित्यविरोध इति भावः ॥ ५३ ॥

ननु प्रारब्धकर्म्मणो निमित्तमात्रत्वात् तत्सद्भावमात्रेण उपादाने विनष्टेऽपि कथं कार्य्यानुवृत्तिरित्याशङ्क्य शास्त्रान्तरसिद्धदृष्टान्तेन तदनुवृत्तिं सम्भावयति उपादाने विनष्टेऽपीति ॥५४॥

ननु तार्किकैः क्षणमात्रं कार्य्यस्यावस्थानमङ्गीकृतं न चिरकालमित्याशङ्क्याह तन्तूना-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনদ্বারা পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেই অজ্ঞান ও আবরণশক্তি এবং তাহার কার্য্য তাদাত্ম্যাধ্যাস অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্যে যে জীবচৈতন্যের ভ্রমজ্ঞান, তাহাও নিবারিত হয়; কিন্তু সেই অজ্ঞানের যে বিক্ষেপশক্তি ও তাহার কার্য্য বিক্ষেপাধ্যাস আছে, তাহা নিবারিত হয় না। ঐ বিক্ষেপশক্তি ও তৎকার্য্য বিক্ষেপাধ্যাস প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে ঐ বিক্ষেপশক্তি ও তৎকার্য্য বিক্ষেপাধ্যাস কখনই স্বয়ং নিবারিত হয় না ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও তাহার বিক্ষেপশক্তির নিবৃত্তি হয় না, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, অজ্ঞান নিবারিত হইলে তাহার শক্তি নিবারিত হয় না কেন? এইবিষয়ে তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে,—সামান্যতঃ সকল পদার্থেরই উপাদান কারণ বিনষ্ট হইলেও সেই উপাদানের কার্য্য কিয়ৎকাল বিদ্যমান থাকে, এই নিমিত্ত বিক্ষেপশক্তির কারণ যে অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তি হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসান অপেক্ষায় কিয়ৎকাল বিক্ষেপ অধ্যাস বিদ্যমান থাকে। পরন্তু সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলেই ঐ বিক্ষেপ অধ্যাস বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৫৪॥

যদি বল কেবল তার্কিকমতে কারণের বিনাশ হইলেও কিয়ৎকালমাত্র

भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम् ॥ ५५ ॥
विना चोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते ।
श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किन्नु दुःशकम् ॥ ५६ ॥

मिति। संसारस्यानादिकालमारभ्यानुवृत्तत्वात् तत् संस्कारवशेन कुलालचक्रभ्रमिवच्चिरकालानुवृत्तिर्न विरुध्यत इति भावः ॥ ५५ ॥

ननु तार्किकैर्यथा अयुक्तमभिहितं तद्वद् भवतापि इत्याशङ्क्य स्वीकौ ततो वैषम्यं दर्शयति विना चोदक्षमिति। चोदक्षमं विचारसहं मानं विना प्रमाणमन्तरेणेत्यर्थः। तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ सम्पत्स्ये इति श्रुतिः चक्रभ्रमादिदृष्टान्तो युक्तिः। अनुभूतिर्विद्वदनुभवः एतेभ्यः प्रमाणेभ्यः किं वक्तुमशक्यमित्यभिप्रायः ॥ ५६ ॥

কার্য্যের অবস্থান স্বীকৃত আছে, তদ্দৃষ্টে যে বেদান্তমতে ব্যাপককাল কার্য্যের অবস্থান স্বীকার করা তাহাও অসঙ্গত; এইবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—তার্কিকমতেও যদি অল্পকালসাধ্য বস্ত্রাদির কারণ সূত্রের বিনাশ হইলেও কিয়ৎকালপর্য্যন্ত সেই সূত্রের কার্য্য বস্ত্র বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার কর, তাহাহইলে অনন্তকালসাধ্য যে অজ্ঞানজন্য ভ্রম, তাহার কারণ অজ্ঞানের বিনাশ হইলেও যে সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ ভ্রান্তি দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিবে, তাহাও অসম্ভব নহে। যে বস্তু যতকাল সাধ্য তাহার প্রতি ততকাল স্বীকার করা অকর্ত্তব্য নহে। যে যে পদার্থ অধিককালে সমুৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশেও অধিক কালের অপেক্ষা করে। মনুষ্যের অজ্ঞানজন্য ভ্রম বহুকালে বদ্ধমূল হয়, তাহা যে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসানকালপর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৫৫ ॥

তার্কিকগণ কারণের বিনাশের পরেও কার্য্যবিনাশের জন্য কালপ্রতীক্ষা স্বীকার করেন, ইহা দেখিয়াই যে বেদান্তমতেও কারণ বিনাশের পর কার্য্য বিনাশের কাল প্রতীক্ষা স্বীকার করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যে কেবল এই স্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন হইল এমত নহে, এই দৃষ্টান্ত স্বীকারের বিশেষ কারণও আছে, যদি তার্কিকগণ বিচারযোগ্য প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াও কেবল উক্তরূপ কল্পনামাত্র অবলম্বনদ্বারাই কালপ্রতীক্ষা স্বীকার করিতে সাহস করেন, তাহাহইলে আমরা শ্রুতিবিহিত যুক্তিযুক্ত অনুভবদ্বারা সেই কালপ্রতীক্ষা কেননা স্বীকার করিব? ॥ ৫৬ ॥

आस्तां दुस्तार्किकैः सार्द्धं विवादः प्रकृतं ब्रुवे।
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ५७ ॥
भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्वे लौकिकतार्किकाः।
अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥ ५८ ॥
पूर्व्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन।
वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया ॥ ५९ ॥

प्रकृतमनुसरति आस्तामिति। स्वयमहंशब्दार्थयोः कूटस्थपरिणामिनोः एकत्वं भान्त्या सिद्धम् ॥ ५७ ॥

ननु कूटस्थजीवयोरेकत्वं भ्रान्तिसिद्धञ्चेत् इदं भ्रान्तमिति केऽपि कुतो न जानन्तीत्याशङ्क्य श्रुतितात्पर्य्यपर्य्यालोचनशून्यत्वादित्याह भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्या इति ॥ ५८ ॥

ननु श्रुत्यर्थप्रवक्तारोऽपि केचिदित्थं कुतो न जानन्तीत्याशङ्क्य तेषां साकल्येन श्रुत्यर्थपर्य्यालोचनाभावात् इत्याह पूर्व्वापरपरामर्शविकला इति ॥ ५९ ॥

কুতর্কবাদী তার্কিকের সহিত নিরর্থক বিচারের আর প্রয়োজন নাই; বিফল কুতর্ক করিয়া কালক্ষেপণ করা উচিত কার্য্য নহে। এইক্ষণ প্রকৃত বিচারের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য; পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা "স্বয়ং" শব্দবাচ্য কূটস্থচৈতন্য ও "অহং" শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য, এই উভয়ের ভ্রান্তিকল্পিত অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইক্ষণে সেই ভ্রমজ্ঞানের উচ্ছেদ করা আবশ্যক ॥ ৫৭ ॥

কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের যে ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদিচ তাহা ভ্রান্তিকল্পিত বটে, তথাপি পণ্ডিতাভিমানী লোকসকল কেবল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থের আলোচনা করিয়া এবং কুতর্ককারী তার্কিকগণ কেবল যুক্তিদ্বারা কখনই ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। ঐ সকল প্রকারে যুক্তিপ্রদর্শন করাতে তাহাদিগের ভ্রম নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহারা যে আর অধিক ভ্রমে পতিত হইয়াছে, ইহাই স্পষ্ট লক্ষিত হয় ॥ ৫৮ ॥

কোন কোন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ শ্রুতিসকলের পূর্ব্বাপর মর্ম্মার্থ আলোচনাতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণবিষয়ে নানা-

कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्वात्मतां जगुः।
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः॥ ६०॥
श्रौतीकर्तुं स्वपक्षस्ते कोषमन्नमयन्तथा।
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे॥ ६१॥

तत्र तावत् प्रत्यक्षैकप्रमाणाभ्युपगमेनातिस्थूलत्वात् लोकायतादिपक्षं प्रथमतोऽनुभाषते कूटस्थादीति। प्रत्यक्षसिद्धत्वे देहादेरात्मत्वं पारमार्थिकं स्यादित्याशङ्क्य उक्तं प्रत्यक्षाभासमिति॥ ६०॥

ते प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनोऽपि परव्यामोहनाय स्वमतं श्रुतिसिद्धमिति दर्शयितुं वाक्यमप्युदाहरन्तीत्याह श्रौतीकर्तुमिति। कोषमन्नमयमिति शब्देनान्नमयकोषप्रतिपादकं स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यादिवाक्यं लक्ष्यते विरोचनस्य सिद्धान्तमिति तत्सिद्धान्तप्रतिपादकं आत्मैवेत्यादिवाक्यं लक्ष्यते एतद्वाक्यद्वयं प्रमाणत्वेन प्रतिजानीते एव न तूपपादयितुं क्षमाः प्रकरणविरोधादिति भावः॥ ६१॥

প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে এবং শ্রুতিসকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতে না পারিয়া কেবল স্বীয় মতের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ অবলীলাক্রমে এক-প্রকরণস্থ শ্রুতিকে অন্যপ্রকরণের উদাহরণরূপে প্রদর্শন করে। তাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মীমাংসার সঙ্গতি ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে না॥ ৫৯॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধমতাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত স্থূল-বুদ্ধিশালী এবং যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণমাত্র স্বীকার করে, তাহাদিগের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—যে সকল লোক কেবল একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণ স্বীকার করে, সেই অসূক্ষ্মদর্শী স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা কূটস্থচৈতন্য হইতে স্থূল-শরীর পর্য্যন্ত সমুদায়ের সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া থাকে॥ ৬০॥

যাহারা প্রত্যক্ষপ্রমাণমাত্রবাদী অনাত্মদর্শী স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি, তাহারা আপনার মতকে শ্রুতির অনুকূল বলিয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে অন্নময় কোষপ্রতিপাদক "এই অন্নময়কোষই সেই পরমাত্মা ইত্যাদি" শ্রুতিবাক্য এবং "আমিই সেই পরমাত্মা" ইত্যাদি বিরোচনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করে। তাহারা উক্ত শ্রুতি ও বিরোচনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণস্বরূপে

जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दर्शनात्।
देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुर्लोकायताः परे ॥ ६२ ॥
प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहम्धीर्देहातिरेकिणम्।
गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥
वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः।
तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥ ६४ ॥

अस्मिन् मते दोषप्रदर्शनपुरःसरं मतान्तरमुत्थापयति जीवात्मनिर्गम इति ॥ ६२ ॥

कीदृशी देहातिरिक्त आत्मा केन वा प्रमाणेनावगम्यते इत्याकाङ्क्षायामाह प्रत्यक्षत्वेनेति अहं वच्मि अहं पश्यामीत्यादिप्रयोगदर्शनात् देहातिरिक्ताहंबुद्धिगम्यानीन्द्रियाणि आत्मेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

ननु इन्द्रियाणामचेतनानां कथमात्मत्वमित्याशङ्क्य श्रुतिष्विन्द्रियसंवादश्रवणादचेतनत्वमसिद्धमित्याह वागादीनामिति। चैतन्यस्यैवात्मलक्षणत्वात् चेतनानामिन्द्रियाणामात्मत्वमुचितमित्याहात्मत्वं तत एव हीति ॥ ६४ ॥

প্রদর্শন করিয়া কূটস্থচৈতন্য প্রভৃতি স্থূলশরীর পর্য্যন্ত সমুদায়ের সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করেন ॥ ৬১॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মতের প্রতি দোষারোপ করিয়া যে সকল অন্যমতাবলম্বীরা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত প্রকাশ করিতেছেন।—ইন্দ্রিয়াত্মবাদী লোকসকল বলিয়া থাকে যে, জীবাত্মা দেহ হইতে বিনির্গত হইলেই মনুষ্যের মরণ হয়। পরন্তু দেহাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়গণের সুস্পষ্ট অহং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা বাক্যাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে, এইনিমিত্ত দেহাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ই আত্মা। অন্যান্যমতাবলম্বীরা এইরূপ ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ৬২-৬৩ ॥

ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে আপাততঃ এই বিরোধ দৃষ্ট হয় যে, ইন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। যদিও অচেতন ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, কিন্তু শ্রুতিতে

হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্তে বভূবিরে।
চক্ষুরাদ্যচলোপেঽপি প্রাণসত্তা তু জীবতি ॥ ৬৫ ॥
প্রাণো জাগর্ত্তি সুপ্তেষু প্রাণশ্রেষ্ঠাদিকং শ্রুতম্।
কোষঃ প্রাণময়ঃ সম্যক্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ ॥ ৬৬ ॥
মন আত্মেতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ।
প্রাণস্যাভোক্তৃতা স্রষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসস্ততঃ ॥ ৬৭ ॥

মতান্তরমুত্থাপয়তি হৈরণ্যগর্ভা ইতি ॥ ৬৫ ॥

প্রাণস্যাত্মত্বে শ্রুতিলিঙ্গানি দর্শয়তি প্রাণো জাগর্ত্তীতি। প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগরতীত্যাদিনা প্রাণজাগরণং শ্রূয়তে তৎপ্রাণে প্রযত্নে কৃত উদতিষ্ঠৎ তদুক্থমভবৎ তদেতদুক্থ-মিতি প্রাণশ্রেষ্ঠাদিকং শ্রূয়তে অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময় ইত্যাদিনা প্রাণময়ঃ কোষঃ প্রপঞ্চিতঃ আদিশব্দেন প্রাণসংবাদপ্রবেশাদিকং গ্রাহ্যম্ ॥ ৬৬ ॥

প্রাণাদপ্যান্তরস্য মনস আত্মত্ববাদিনো মতং দর্শয়তি মন আত্মেতীতি। প্রাণস্যা-নাত্মত্বে যুক্তিমাহ প্রাণস্যাভোক্তৃতেতি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কলহ বর্ণন দেখা যাইতেছে; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণকে সচেতন বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইল। ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্য না থাকিলে তাহাদিগের পরস্পর বিবাদের সম্ভব হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়গণের আত্মত্ব স্বীকার অসঙ্গত বলিতে পার না ॥ ৬৪ ॥

যাহারা হিরণ্যগর্ভোপাসক এবং প্রাণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা বলিয়া থাকে যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলের বিনাশ হইলেও কেবল প্রাণের সত্তাদ্বারাই প্রাণিগণকে জীবিতবান্ বলা যায়, ইন্দ্রিয়াদি সমুদয় নিদ্রিত অবস্থায় লয় হইলেও প্রাণ জাগ্রত থাকে। পরন্তু সকলস্থানেই প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে এবং প্রাণময়কোষ সম্যক্‌রূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে, অতএব প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ৬৫-৬৬ ॥

এইক্ষণে যাহারা মনকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত ব্যক্ত করিতেছেন।—মনের আত্মত্ববাদীরা বলিয়া থাকে যে, কোন কোন মতাবলম্বীরা যে প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহা কখনই হইতে

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
শ্রুতৌ মনোময়ঃ কোষস্তেনাত্মা তীরিতং মনঃ ॥ ৬৮ ॥
বিজ্ঞানমাত্মেতি যদ্ আহুঃ ক্ষণিকবাদিনঃ।
যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্ ॥ ৬৯ ॥
অহং বৃত্তিরিদং বৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

মনস আত্মত্বে যুক্তিমতিপাদিকাং শ্রুতিমাহ মন এবেতি। তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তর আত্মা মনোময় ইতি শ্রুত্যন্তরং দর্শয়তি শ্রুত ইতি। ফলিতমাহ তেনেতি ॥ ৬৮ ॥

মনসোঽপ্যান্তরস্য বিজ্ঞানস্যাত্মত্ববাদিনো বৌদ্ধস্য মতং দর্শয়তি বিজ্ঞানমিতি। বিজ্ঞানস্যান্তরত্বে যুক্তিমাহ যত ইতি ॥ ৬৯ ॥

বিজ্ঞানমনঃশব্দবাচ্যস্যান্তঃকরণস্যৈকত্বাৎ কথং মনোময়বিজ্ঞানময়য়োঃ কার্য্যকারণভাব ইত্যাশঙ্ক্য তদুপপাদয়িতুং তয়োর্ভেদং তাবদ্ দর্শয়তি অহংবৃত্তিরিতি ॥ ৩০ ॥

পারে না। যেহেতু ভোগকর্তৃত্ব ব্যতিরেকে আত্মত্ব সম্ভব হয় না, প্রাণের ভোগকর্তৃত্ব নাই; সুতরাং প্রাণকে আত্মা বলা যায় না। পরন্তু মনের ভোগকর্তৃত্ব আছে এবং মনই মনুষ্যের বন্ধ মোক্ষের কারণরূপে নিশ্চিত আছে, আর মনোময়কোষ নিরূপণস্থলে প্রাণ হইতে মনের অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে, অতএব আত্মোপাসকেরা মনকে আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করেন ॥৬৭-৬৮॥

এইক্ষণে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের আত্মতত্ত্বনিরূপণবিষয়ে মতপ্রদর্শন করিতেছেন।—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানময়কোষকে আত্মা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বমত পরিপোষণার্থ এই যুক্তিপ্রদর্শন করেন যে, আত্মা মনপ্রাণাদি সকলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলের কারণ হয়েন; সুতরাং আত্মা মনেরও অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া মনের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, এইনিমিত্ত বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু সেই বিজ্ঞান ক্ষণিক; সুতরাং তাহাদিগের মতও অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৬৯ ॥

বিজ্ঞানশব্দবাচ্য ও মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণ একই পদার্থ, তবে কি

অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃত্তেরতিস্ফুটম্।
অবিদিত্বা স্বমাকাশং বাহ্যং বেদ ন তু ক্বচিৎ ॥ ৩১ ॥
ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহংবৃত্তির্মিতী যতঃ।
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেঃ ॥ ৩২ ॥
বিজ্ঞানময়কোষোঽয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ।

তয়োঃ কার্য্যকারণত্বমাহ অহংপ্রত্যয়েতি। তদেবোপপাদয়তি অবিদিত্বেতি। অহংবৃত্ত্যুদয়াভাবে ইদংবৃত্ত্যুদয়াদনয়োঃ কার্য্যকারণভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তস্য বিজ্ঞানস্য ক্ষণিকত্বেঽনুভবং প্রমাণয়তি ক্ষণে ক্ষণে ইতি। ক্ষণিকত্বমুপপাদ্য স্বপ্রকাশত্বমুপপাদয়তি স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেরিতি। স্বেনৈব প্রমিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিজ্ঞানস্যাত্মত্বে আগমঃ প্রমাণমিত্যাহ বিজ্ঞানময়কোষোঽয়মিত্যাদি। তস্মাদ্ বা

রূপে মনোময় ও বিজ্ঞানময়, এই উভয়ের কার্য্যকারণভাব সঙ্গত হইতে পারে? এইক্ষণে সেই উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন।—অন্তঃকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত, যথা—অহং বৃত্তি ও ইদং বৃত্তি; ইহাদিগের মধ্যে ইদং বৃত্তিকে বিজ্ঞান বলা যায় এবং অহং বৃত্তিকে মনঃ বলিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে অহং বৃত্তিস্বরূপ বিজ্ঞানের আন্তরিক জ্ঞান ব্যতিরেকে ইদং বৃত্তিস্বরূপ মনের বাহ্যজ্ঞান হয় না, এই নিমিত্ত বিজ্ঞানকে মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী এবং মনের কারণ বলা যায়; সুতরাং সেই বিজ্ঞানকে বৌদ্ধগণ আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

এইক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বীরা যে বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যে কালে বিজ্ঞান বিষয়সকল অনুভব করে, সেই স্থলে উক্ত অহং বৃত্তি স্বরূপ বিজ্ঞানের ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে ক্ষণে বিনাশ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সেই বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বলা যায়। কিন্তু ঐ বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং আগমবাদী পণ্ডিতগণও পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়কোষকে জীবাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, উক্ত

সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ ॥ ৩২ ॥
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদ্ভ্রমনিমেষবৎ।
অন্বয়স্যানুপলব্ধত্বাৎ শূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ ॥ ৩৪ ॥
অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব শ্রুতস্ততঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং সর্বং জগদ্ ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্ ॥ ৩৫ ॥
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরভাবাদাত্মনোঽস্তিতা।

এতদ্ব্যতিরেকেণ ব্যতিরিক্তঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে ইত্যাদি বাক্যং বিজ্ঞানস্যাত্মত্বপ্রতিপাদকমিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

বৌদ্ধাবান্তরভেদস্য শূন্যবাদিনো মতং দর্শয়তি বিজ্ঞানমিতি ॥ ৩৪ ॥

তত্র শ্রুতিমাহ অসদেবেদমিত্যাদাবিতি। শূন্যস্যৈব তদ্রূপত্বে প্রতীয়মানস্য জগতঃ কা গতিরিত্যতঃ আহ জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকমিতি ॥ ৩৫ ॥

তদেতন্মতং দূষয়তি নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরিতি। নিঃস্বরূপস্য শূন্যস্যাধিষ্ঠানত্বায়োগাৎ নিরধিষ্ঠানস্য ভ্রমস্যানুপপত্তের্জগৎকল্পনাধিষ্ঠানস্যাত্মনঃ সত্তাভ্যুপগমব্যা কিঞ্চ শূন্যবাদি-

---

বিজ্ঞানময়কোষরূপ জীবাত্মারই এই নিখিল সংসার এবং তিনিই সংসারে জন্ম বিনাশের অধিকারী ও সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৭২-৭৩ ॥

এইক্ষণে শূন্যবাদী মধ্যবিধ বৌদ্ধগণের মত নিরূপণ করিতেছেন।—শূন্যবাদী বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকে যে, ক্ষণকালস্থায়ী বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেহেতু ঐ ক্ষণিকবিজ্ঞান বিদ্যুৎ, অভ্র ও নিমিষের ন্যায় অতি অল্পকালস্থায়ী। আর যখন ঐ বিজ্ঞানের বিনাশ হয়, তখন আর কোন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, কেবল শূন্যই অনুভূত হয়, অতএব শূন্যই আত্মা ॥ ৭৪ ॥

শূন্যাত্মবাদী বৌদ্ধগণ "এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্যমাত্র ছিল এবং জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মক এই জগৎ যে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র" এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইয়া শূন্যকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে ॥ ৭৫ ॥

এইক্ষণে শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎকে ভ্রমাত্মক বলিয়া শূন্যকেই আত্মা

शून्यस्यापि सत्ताभित्वादन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥ ३६ ॥
अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः।
अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वैदिकदर्शनम् ॥ ३७ ॥
अणुर्महान् मध्यमो वेत्येवं तत्रापि वादिनः।
बहुधा विवदन्ते हि श्रुतियुक्तिसमाश्रयात् ॥ ३८ ॥

नोऽपि शून्यसाक्षित्वेनावश्यम् आत्माभ्युपगन्तव्यः अन्यथा तस्यानभ्युपगमे अस्य शून्यस्योक्तिः शून्यनिलभिधानं ते बौद्धस्य तव मते न सिध्येदिति भावः ॥ ३६ ॥

* कस्तर्ह्यात्मा इत्यत आह अन्यो विज्ञानमयत इति। तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमय इति अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेनेति च श्रुतिसद्भावादानन्दमय आत्मा अभ्युपगन्तव्य इति वैदिकदर्शनं वैदिकसिद्धान्तः ॥ ३७ ॥

एवमात्मस्वरूपे विप्रतिपत्तिं प्रदर्श्य तत्परिमाणविशेषेऽपि वादिविप्रतिपत्तिं दर्शयति अणुर्महानिति ॥ ३८ ॥

স্বীকার করে; কিন্তু শূন্যের কোনরূপ আকার নাই, সুতরাং তাহা ভ্রমের অধিষ্ঠান হইতে পারে না এবং অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ভ্রমেরও সম্ভব হয় না, অতএব শূন্যকে আত্মা বলা যায় না। পক্ষান্তরে শূন্যকে আত্মা বলিলে তাহারও চৈতন্যরূপ সাক্ষী স্বীকার করা আবশ্যক; নতুবা শূন্যের অভিধান অসম্ভব হয় ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর শূন্যাত্মবাদী বৌদ্ধদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিয়া বৈদিক মত নিরূপণ করিতেছেন।—যদি চেতনস্বরূপ আত্মা স্বীকার করিতে হইল, তবে যিনি বিজ্ঞানময়কোষ হইতে বিভিন্ন ও সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী পরন্তু যাঁহাকে সর্ব্বদা বিদ্যমান বলিয়া নিরূপণ করা যায় এবং যিনি আনন্দময়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহাই বৈদিকসিদ্ধান্ত ॥ ৭৭ ॥

এইরূপে আত্মতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে আত্মবাদিদিগের পরস্পর বিবাদ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে আত্মার পরিমাণবিষয়ে ঐরূপ পরস্পর বিরোধ দর্শাইতেছেন।—কোন কোন আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, আত্মার পরিমাণ পরমাণু তুল্য অতিসূক্ষ্ম, কেহ কেহ আত্মার পরিমাণকে মহান্

অণুং বদন্ত্যন্তরাত্মাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ।
রোম্ণঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরত্যয়ম্ ॥ ৭৯ ॥
অণোরণীয়ানেষোঽণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরন্ত্বিতি।
অণুত্বমাহুঃ শ্রুতয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮০ ॥
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥ ৮১ ॥

অবাণুত্ববাদিনস্তাবন্মতং দূষয়তি অণুং বদন্তীতি। অণুত্বাভিধানে হেতুমাহ সূক্ষ্মনাড়ীতি। তদুপপাদয়তি রোম্ণ ইতি। নাড়ীভিরিতিশেষঃ সূক্ষ্মাসু নাড়ীষু সর্ব্বাসীষ্বণুত্বমন্তরেণ ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অণুত্বে কিং প্রমাণমিত্যত আহ অণোরণীয়ানেষোঽণুরিতি। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ এষোঽন্তরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যমিত্যাদি শ্রুতয় ইত্যর্থঃ ॥৮০॥

শ্রুত্যন্তরমুদাহরতি বালাগ্রশতভাগস্যেতি ॥ ৮১ ॥

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অন্য আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ পরিমাণকে মধ্যম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে বহুমতাবলম্বী আত্মতত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ স্বস্ব মতের পোষক শ্রুতিপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুক্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মার পরিমাণ নিশ্চয়বিষয়ে নানামত উদ্ভাবন করিয়া বিবাদ করিয়া থাকেন ॥৭৮॥

পূর্ব্বোক্ত বহুমতাবলম্বী বিবিধবাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ অণুপরিমাণ বাদি-দিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—যাঁহারা আত্মাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট স্বীকার করেন, তাঁহারা এই যুক্তিপ্রদর্শন করেন যে, যেহেতু একখণ্ড কেশের সহস্রাংশের একাংশতুল্য যে সকল নাড়ী শরীরমধ্যে ব্যাপ্ত আছে, আত্মা সেই সকল নাড়ীর মধ্য দিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে যাতায়াত করেন, এই নিমিত্ত আত্মার পরিমাণ যে অতি সূক্ষ্ম, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত অণুপরিমাণবিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—আত্মা অণু হইতেও অণু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর" এইরূপে শতসহস্র শ্রুতিতে আত্মার অণু পরিমাণ প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং অন্যান্য শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, "একখণ্ড

দিগম্বরা মধ্যমত্বমাহুরাপাদমস্তকম্।
চৈতন্যব্যাপিসংদৃষ্টেরানখাগ্রমুভৌরপি ॥ ৮২ ॥
সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্তু সূক্ষ্মৈরবয়বৈর্ভবেৎ।

মধ্যমপরিমাণবাদিনী মতং দর্শয়তি দিগম্বরা মধ্যমত্বমিতি। তমেবপত্তিমাহ আপাদেতি। স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্য ইতি শ্রুতিরপ্যত্র প্রমাণমিত্যাহ আনখা ঘেতি ॥ ৮২ ॥

ননু মধ্যমপরিমাণত্বে শ্রুতিসিদ্ধো নাড়ীপ্রচারো ন ঘটত ইত্যাশঙ্ক্যাহ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচার

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার শতাংশে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক অংশ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, আত্মা সেইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ"। অতএব শ্রুতিপ্রমাণে ও যুক্তিদ্বারা আত্মার পরিমাণ যে অতিসূক্ষ্ম তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮০-৮১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা আত্মপরিমাণের অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে অণুপরিমাণ বাদিদিগের মত নিরূপণপূর্ব্বক যাহারা আত্মার পরিমাণকে মধ্যম পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নির্ণয় করিতেছেন।—দিগম্বরমতাবলম্বী মাধ্যমিকবাদী আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতগণ শরীরের পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চৈতন্যের ব্যাপিত্ব সন্দর্শনপূর্ব্বক আত্মার মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু তাঁহারা এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণের অর্থ উপলব্ধি করিয়া বলেন যে, চৈতন্য শরীরের আনখাগ্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অতএব আত্মা যে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট এতদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮২ ॥

যদ্যপি আত্মাকে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলেও আত্মার অতিসূক্ষ্ম নাড়ীতে গমনাগমন করা এবং পিপীলিকাদির সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করা দুর্ঘট হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতিপ্রমাণে যে, কেশাগ্রের শতশতাংশের একাংশতুল্য পরিমাণবিশিষ্ট নাড়ীতে আত্মার প্রবেশ জানা যায়, তাহাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ এইবিষয়ের মীমাংসা এই যে,—যেমন সর্পকঞ্চুকের (সাপের খোলসের) মধ্যে স্থূলশরীরের সূক্ষ্ম

स्थूलदेहस्य हस्ताग्र्यो कञ्चुकप्रतिमोऽभवत् ॥ ८३ ॥
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः।
आत्मांशानां भवेत् तेन मध्यमत्वं सुनिश्चितम् ॥ ८४ ॥
सांशस्य घटवन्नाशी भवत्येव तथा सति।
कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत् ॥ ८५ ॥

स्थिति। यथा देहावयवयोर्हस्तयोः कञ्चुकप्रवेशेन देहस्य कञ्चुकप्रवेशः तद्वदात्मावयवानां सूक्ष्माणां नाडीषु प्रचारेणात्मनोऽपि प्रचार उपपद्यते इत्यर्थः ॥ ८३ ॥

ननु आत्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वे कर्म्मवशात् न्यूनाधिकशरीरप्रवेशो न घटेत इत्याशङ्क्य अवयवोपगमापचयाभ्यां आत्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वात् देहवत् उभयं न विरुध्यत इत्याह न्यूनाधिकशरीरेष्विति। फलितमाह तेनेति ॥ ८४ ॥

आत्मनः सावयवत्वे घटादिवदनित्यत्वप्रसङ्गेनैतद् दूषयति सांशस्य घटवदिति। भवतु को दोषस्तत्राह तथा सतीति कृतयोः पुण्यपापयोर्भोगसम्पादेन नाशः कृतनाशः अकृतयोरकस्मात् फलभोक्तृत्वमकृताभ्यागम एतद्दोषद्वयमात्मनो नित्यत्वाभ्युपगमे भवेदिति भावः ॥ ८५ ॥

অংশ একটি অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হইলেই সেই স্থূলশরীরের প্রবেশ স্বীকার করা যায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম নাড়ীতে আত্মার সূক্ষ্ম অংশ যাতায়াত করিলেই সেই সূক্ষ্ম নাড়ীতে আত্মার যাতায়াত বলা যায়। এইক্ষণ আত্মার মধ্যপরিমাণ স্বীকার করিলেও সূক্ষ্মশরীরে তাহার প্রবেশ অসম্ভব হইল না ॥ ৮৩ ॥

আর যদি বল, আত্মার মধ্যপরিমাণ স্বীকার করিলে পিপীলিকাদির সূক্ষ্মশরীরে ও হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শরীরে আত্মার প্রবেশ অসম্ভব হয়, তাহাতেও এই বলা যায় যে, আত্মার অংশের প্রবেশেই আত্মার প্রবেশ সিদ্ধ আছে; অতএব আত্মার বৃহৎ ও লঘু শরীরে প্রবেশের অসম্ভব রহিল না। ইহাতেই আত্মার মধ্যপরিমাণ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮৪ ॥

এইক্ষণে যাহারা আত্মার মধ্যপরিমাণ স্বীকার করে, তাহাদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "আত্মার অবয়ব সূক্ষ্মনাড়ীতে যাতায়াত করে," সুতরাং আত্মাকে সাবয়ব স্বীকার করিলে তাঁহাকে অনিত্য বলিয়া মানিতে হয়। যে পদার্থের অবয়ব আছে, সেই পদার্থ কখনই নিত্য হইতে পারে না; তাহা ঘটাদি জড়-

তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ।
আকাশবৎ সর্ব্বগতো নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ॥ ৮৬॥
ইত্যুক্ত্বা তদ্বিশেষেঽপি বহুধা কলহং যযুঃ।
অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপাদ্বিচিদ্রূপ ইত্যপি॥ ৮৭॥

অতঃ পারিশেষ্যাদাত্মনো বিভুত্বং সিদ্ধমিত্যাহ তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যম ইতি। তত্র প্রমাণমাহ আকাশবদিতি। আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্য নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়মিত্যাদাগমঃ প্রমাণমিত্যর্থঃ॥ ৮৬॥

এবমাত্মনো বিভুত্বং প্রসাধ্য তস্য চিদ্রূপত্বং নিশ্চেতুং তাবৎ বাদিবিপ্রতিপত্তিং দর্শয়তি ইত্যুক্ত্বা তদ্বিশেষেঽপীতি॥ ৮৭॥

পদার্থের ন্যায় অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল। ভাল! আমি তোমার মতই সমর্থন করিলাম, কিন্তু তাহাতে দোষ কি? ইহাতে দোষ এই যে,—আত্মাকে অবয়ববিশিষ্ট বলিলে, তাঁহার বিনাশও স্বীকার করিতে হইল। পরন্তু ভোগ ব্যতিরেকেও পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ হইতে পারে; যেহেতু পাপ ও পুণ্য আত্মাতেই বিদ্যমান থাকে, আত্মার বিনাশেই তাহাদিগের বিনাশ হইতে পারে এবং আত্মাকে অনিত্য বলিলে দোষান্তরও আছে। কারণ যদি বল, আত্মার বিনাশ আছে, তাহাহইলে আত্মা যে সকল পাপ ও পুণ্য করে নাই, কোন কারণ বশতঃ তাঁহারও ভোগ হইতে পারে, অতএব আত্মাকে মধ্যপরিমাণ বলা যাইতে পারে না॥ ৮৫॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে অণুপরিমাণবাদী ও মধ্যপরিমাণবাদিদিগের মতের প্রতি দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণে প্রকৃত বৈদিকমত নিরূপণ করিতেছেন।—আত্মার পরিমাণ সূক্ষ্ম কিম্বা মধ্য নহে, তাহার পরিমাণ মহান্; ইহাই বৈদিক মতের স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। পরন্তু তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব ও বিভু অর্থাৎ মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং নিত্য; কদাচ তাঁহার বিনাশ হয় না, তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন॥ ৮৬॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মার মহৎপরিমাণত্ব নিশ্চয় করিয়া তাঁহার চিদ্রূপত্ব নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ চিদ্রূপত্ব নির্ণয় বিষয়ে বিবিধমতাবলম্বী

प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम्।
आकाशवत् द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद्गुणश्चितिः॥ ८८॥
इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखासुखे।
तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः॥ ८९॥

अचिद्रूपत्ववादिनो मतं दर्शयति प्राभाकरा इति। तत्प्रक्रियामनुभाषते आकाशवद् द्रव्यमिति। आत्मा द्रव्यं भवितुमर्हति गुणवत्त्वादाकाशवदित्यनुमानं सूचितम्। आत्मनः पृथिव्यादिभ्यो भेदसाधकं विशेषगुणं दर्शयति शब्दवदिति। आत्मा पृथिव्यादिभ्यो भिद्यते ज्ञानगुणकत्वात् यत् पृथिव्यादिभ्यो न भिद्यते तत् ज्ञानगुणकमपि न भवति यथा पृथिव्यादि इत्यनुमानं द्रष्टव्यम्॥ ८८॥

तस्यैव विशेषगुणान्तराण्याह इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चेति। तत्संस्कारा भावनाः॥ ८९॥

বাদী প্রতিবাদীদিগের নানাপ্রকারে বিবাদ দর্শাইতেছেন।—বিবিধমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মার স্বরূপ ও পরিমাণবিষয়ে স্বস্ব মতের সমর্থনার্থ নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা বিবাদ করিয়া আত্মার চেতনস্বরূপত্ব বিষয়েও নানাপ্রকার কলহ করিয়া থাকেন। বিসংবাদী লোকদিগের মধ্যে কোন কোন মতাবলম্বীরা আত্মাকে চেতনস্বরূপ স্বীকার করে। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আত্মা অচেতন পদার্থ; অন্যান্য কতিপয় আত্মবাদিরা আত্মাকে চিদ্রূপ বলিয়া স্বীকার করে॥ ৮৭॥

প্রথমতঃ যাহারা আত্মাকে অচেতন বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—প্রাভাকর ও তার্কিকমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকে যে, আত্মা অচেতন ও আকাশের ন্যায় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যস্বরূপ এবং আকাশের যেমন শব্দগুণ আছে, আত্মারও সেইরূপ চৈতন্য গুণ আছে। অতএব আত্মা পৃথিব্যাদি পদার্থের ন্যায় জড় নহে, তাহা কোনরূপ বিশেষ গুণশালী। আত্মাতে জ্ঞানাদি গুণের বিদ্যমানতা হেতু তাহা পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু আত্মা যে কেবল চৈতন্যগুণবিশিষ্ট তাহাও নহে, তাঁহাতে আর অনেকগুলি বিষয়ও বিদ্যমান আছে।—যথা ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ ও সংস্কার, এই সমুদায়ই আত্মার গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে॥ ৮৮-৮৯॥

আত্মনো মনসা যোগে স্যাদ্দৃষ্টবশতো গুণাঃ।
আয়ন্তোঽস্য প্রলীয়ন্তে সুষুপ্তে দৃষ্টসংক্ষয়াৎ ॥ ৯০ ॥
চিতিমত্ত্বাচ্চেতনোঽয়মিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্।
স্যাদ্ধর্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ত্তা ভোক্তা দুঃখাদিমত্ততঃ ॥ ৯১ ॥
যথাত্র কর্ম্মবশতঃ কাদাচিৎকং সুখাদিকম্।

এবং গুণানামুৎপত্তিবিনাশকারণমাহ আত্মনো মনসা যোগ ইতি। স্যাদ্দৃষ্টবশত আত্মনো মনসা যোগঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৯০ ॥

আত্মনোঽচিদ্রূপত্বে কথং চেতনাভ্যুপগম ইত্যাশঙ্ক্য চিতিমত্ত্বাদিত্যাহ চিতিমত্ত্বাচ্চেতনোঽয়মিতি। আত্মনশ্চেতনত্বে হেত্বন্তরমাহ ইচ্ছেতি। তস্যেশ্বরাদৃষ্টবত্ত্বমাহ স্যাদ্ধর্মাধর্ম্ময়োরিতি ॥ ৯১ ॥

নন্বাত্মনো বিভুত্বে লোকান্তরগমনাদিকং কথং ঘটত ইত্যাশঙ্ক্যাহ দৃষ্টে কর্ম্ম-

---

সময়বিশেষে আত্মার গুণের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার গুণ সকল উৎপন্ন হয়, কখন বা সেই সকল গুণ বিলীন হইয়া যায়। অতএব তাহাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ নিরূপণ করিতেছেন,—ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্টবশতঃ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার গুণ সকল উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুষুপ্তিকালে অদৃষ্টের অভাব হইলে আত্মা হইতে মনঃ বিযুক্ত হয়, তখনই ঐ সকল গুণ বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

আত্মা স্বয়ং অচেতনস্বরূপ হইলেও চৈতন্যগুণের আধারহেতু তাঁহাকে চেতন বলা যায় এবং আত্মাতে ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। এইনিমিত্ত তাঁহাতে চেতনগুণের অনুমান হইয়া থাকে। আর আত্মাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা, তিনিই ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং সেই আত্মাই সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত আত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন ॥ ৯১ ॥

যেমন আত্মা ইহকালে সদসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহার কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরকালেও সদসৎ

তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণিচ্ছাদি জন্মতি ॥ ৯২ ॥
এবঞ্চ সর্ব্বগস্যাপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ।
কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্র প্রমাণমিতি তেঽবদন্ ॥ ৯৩ ॥
আনন্দময়কোষো যঃ সুষুপ্তৌ পরিশিষ্যতে।
অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈষাং পূর্ব্বকোষোঽস্য তে গুণাঃ ॥ ৯৪ ॥

যথাদিচ্ছাদ্যুৎপত্তৌ সত্যামবাত্মনীঽবস্থানাদিব্যবহার ইব কর্ম্মবশাৎ লোকান্তরে দেহান্তরোৎপত্তৌ তদবচ্ছিন্নাত্মপ্রদেশে সুখাদ্যুৎপত্তিবশাৎ তবাত্মনো গমনাদিব্যবহার ইত্যৌপচারিকমাত্মনো গমনাগমনাদিকমিত্যভিপ্রেত্যাহ যথাব কর্ম্মবশত ইতি সার্দ্ধেন ॥ ৯২ ॥

আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বে কিং প্রমাণমিত্যত আহ কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্রেতি ॥ ৯৩ ॥

ননু অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় ইত্যত্র আনন্দময়স্যাত্মত্বমুক্তম্ ইদানীমিচ্ছাদিমানন্যঃ প্রতিপদ্যতে অতঃ পূর্ব্বোত্তরবিরোধ ইত্যাশঙ্ক্যাহ আনন্দময়কোষো য ইতি। সুষুপ্তাবস্পষ্টচিৎ য আনন্দময়ঃ কোষঃ পরিশিষ্যতে স পূর্ব্বকোষঃ শ্রুতিষু পঞ্চকোষেষু প্রথমঃ এষাং প্রাভাকরাদীনাং আত্মা অস্যাত্মনস্তে পূর্ব্বোক্তাস্তানাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

কর্ম্মবশতঃ দেহেতে ইচ্ছা দ্বেষাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব আত্মা বিভু হইলেও তাহার লোকান্তর গমন অসঙ্গত নহে ॥ ৯২ ॥

প্রাভাকার ও তার্কিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মা সর্ব্বগত এই নিমিত্ত তাঁহার লোকান্তরে গমনাগমন অসম্ভব নহে। যিনি সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন, তাঁহার পরলোকে গমনাগমনের শক্তি অবশ্যই আছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। পরন্তু বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডই এই বিষয়ের প্রমাণ। বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের ফলবর্ণন দৃষ্টি করিলে বোধ হইবে যে, আত্মা জন্মজন্মান্তরে ক্রিয়াজন্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

সুষুপ্তিকালে সকলেরই অভাব হয়, কেবল অস্পষ্ট চেতনস্বরূপ আনন্দময়-কোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পঞ্চকোষের মধ্যে সেই আনন্দময় কোষ সর্ব্ব-প্রথম, এই নিমিত্ত প্রাভাকর ও তার্কিকেরা তাহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য প্রভৃতি সকলই সেই আনন্দময় আত্মার গুণ, অতএব প্রাভাকর ও তার্কিকদিগের মতে আত্মাকে চেতনগুণবিশিষ্ট অচেতনদ্রব্যপদার্থ বলা যায় ॥ ৯৪ ॥

গূঢ়ং চৈতন্যমুন্মীল্য বোধাবোধস্বরূপতাম্।
আত্মনো ব্রুবতে ভাট্টাশ্চিদুন্মীলিতস্মৃতেঃ ॥ ৯৫ ॥
জড়ী ভূত্বা তদাস্বাপমিতি জাগ্রৎস্মৃতিস্তদা।

তস্যৈবাত্মনশ্চিদচিদ্রূপত্বং ভাট্টা বর্ণয়ন্তীত্যাহ গূঢ়ং চৈতন্যমিতি। ভাট্টা আত্মনো গূঢ়মস্পষ্টং চৈতন্যমুত্প্রেক্ষ্য ঊহিত্বা চিজ্জড়ীভয়াত্মকতা বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ। চৈতন্যোত্প্রেক্ষায়াং কারণমাহ চিদুত্প্রেক্ষীলিত স্মৃতেরিতি। উত্থিত স্মৃতেশ্চিদুত্প্রেক্ষ্যা ভবতীতি যোজনা। সুষুপ্তেরুত্থিতস্য জায়মানাত্ স্মরণাত্ সৌষুপ্তচৈতন্যোত্প্রেক্ষ্যা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

চিদুত্প্রেক্ষাপ্রকারমেব স্পষ্টয়তি জড়ী ভূত্বেতি। তদা সুষুপ্তিকালে জড়ী ভূত্বাঽস্বাপ্স-

---

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার অচিদ্রূপত্ব প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে যাহারা আত্মাকে চিদ্রূপ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—ভট্টমতাবলম্বীরা "আত্মাজড়াবৃত চেতনস্বরূপ" এইরূপ অনুমান করিয়া আত্মাকে জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ স্বীকার করেন। তাঁহারা আত্মাকে জড়াবৃত চেতনস্বরূপ স্বীকারবিষয়ে এই অনুমান প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির কেবল জড়তামাত্রেরই স্মরণ হইয়া থাকে এবং অনুভব ব্যতিরেকে স্মৃতিরও সম্ভব হয় না, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, এক আত্মাতেই জড়তা ও অনুভব উভয়ই বিদ্যমান আছে; সুতরাং আত্মাকে জড়াবৃত চেতনস্বরূপ স্বীকার করা অযুক্তিক নহে। যদি আত্মাকে জড়াবৃতচেতনস্বরূপ স্বীকার না কর, তবে এক আত্মাতে জড়তা ও অনুভব এই উভয়ের বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না ॥ ৯৫ ॥

এইক্ষণে সুষুপ্তিকালে আত্মাতে জড়তা ও স্মৃতি উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক বিশেষরূপে আত্মার চিৎস্বরূপত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি এইরূপ স্মরণ করে যে, যখন আমি সুষুপ্তির আক্রমণে অভিভূত হইয়াছিলাম, তখন আমি জড়স্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম; কিন্তু যদি সুষুপ্তিকালে এইরূপ জড়তার অনুভব না থাকে, তাহাহইলে জাগ্রদবস্থায় কোনরূপেও ঐরূপ স্মরণ হইতে পারে না। অতএব সুষুপ্তিকালে আত্মাতে জড়তা ও অনুভব এই উভয়ই বিদ্যমান থাকে; সুতরাং

विना जाड्यानुभूतिं न कथञ्चिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥
द्रष्टुर्दृष्टेरलोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम्।
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्युतः ॥ ९७ ॥
निरंशस्योभयात्मत्वं न कथञ्चिद् घटिष्यते।
तेन चिद्रूप एवात्मेत्याहुः सांख्या विवेकिनः ॥ ९८ ॥

मित्येवंरूपा जाड्यस्मृतिरुत्थितस्य पुरुषस्य जायमाना सुषुप्तिकालीनजाड्यानुभवमन्तरेणानुपपद्यमाना तदानीन्तनजाड्यानुभवं कल्पयतीति भावः ॥ ९६ ॥

सुषुप्तौ चैतन्यलोपाभावे प्रमाणमाह द्रष्टुर्दृष्टेरिति। न हि द्रष्टुर्दृष्टिर्विपरिलोपी विद्यते अविनाशित्वादिति श्रुतौ सुषुप्तौ चैतन्यलोपाभावः श्रूयते ततः कारणादयमात्मा खद्योतवत् स्फुरणास्फुरणाभ्यां युक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ९७ ॥

अस्मिन् मते दूषणाभिधानपुरःसरं सांख्यमतमुत्थापयति निरंशस्येति ॥ ९८ ॥

আত্মার জড়াবৃত চেতনস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। পরন্তু আত্মাকে যে জড়াবৃত চেতনস্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল ॥৯৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার জড়াবৃতচৈতন্যস্বরূপত্ব নিরূপণ করিয়া এইক্ষণে সুষুপ্তিকালে যে, আত্মার চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, সুষুপ্তিকালেও আত্মার চৈতন্যগুণের অভাব হয় না এবং জড়স্বরূপেরও স্মৃতি থাকে। যেমন খদ্যোতিকা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশমাণ ও ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশবিহীন হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিতে আত্মা কখনও সচেতনরূপে স্বপ্রকাশ পান এবং কখন বা জড়বৎ প্রকাশবিহীন হইয়া থাকেন। ইহাতে সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালেও আত্মার চেতনগুণ বিনষ্ট হয় না; তবে সুষুপ্তির আক্রমণে কেবল জড়বৎ বিদ্যমান থাকে ॥ ৯৭ ॥

এইক্ষণে আত্মার অচেতনত্ববাদী ভট্টমতাবলম্বীদিগের মতের প্রতি দোষ প্রদর্শন করিয়া সচেতনবাদী সাংখ্যদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—বিবেকশক্তিসম্পন্ন সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা নিরবয়ব পদার্থ; যে বস্তু অবয়ববিহীন তাহাতে জড়স্বরূপত্ব ও সচেনত্ব কখনই সম্ভ-

আত্মাত্মঃ প্রকৃতিরূপং বিকারি ত্রিগুণাত্মকম্ ॥
চিতো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৯ ॥
অসঙ্গায়াশ্চিতের্বন্ধমোক্ষৌ ভেদাগ্রহাদ্যথা।
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থং পূর্ব্বেষামিব বিদ্বিদা ॥ ১০০ ॥
সত্তঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকৃতিরুচ্যতে।

জাড্যস্মৃতেস্তর্হি কা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জাড্যাংশ ইতি। তৎ প্রকৃতিরূপং সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকম্। প্রকৃতিকল্পনায়াং প্রয়োজনমাহ চিত ইতি। চিতঃ পুরুষস্যেতি যাবৎ ॥ ৯৯ ॥

ননু চিতোঽসঙ্গত্বেন প্রকৃতিপুরুষয়োরত্যন্তবিবিক্তত্বাৎ 'প্রকৃতিপ্রবৃত্ত্যা কথং পুরুষস্য ভোগাপবর্গাবিত্যাশঙ্ক্য তয়োর্ব্বিবেকস্যাগ্রহণাৎ পুরুষে ভোগাপবর্গৌ ব্যবক্রিয়েতে ইত্যাহ অসঙ্গায়া ইতি। তার্কিকাদিভিরিব সাংখ্যৈরাত্মভেদোঽঙ্গীক্রিয়তে ইত্যাহ বন্ধ ইতি ॥ ১০০ ॥

প্রকৃতিসত্ত্বাবে পুরুষস্যাসঙ্গত্বে চ শ্রুতিমুদাহরতি সত্তত ইতি ॥ ১০১ ॥

বিতে পারে না; সুতরাং আত্মাকে জড়স্বরূপ বলা যায় না, তিনি কেবল চেতনস্বরূপ হয়েন। নতুবা আত্মার নিরবয়বত্ব সঙ্গত হয় না ॥ ৯৮ ॥

এইক্ষণে যদিও আত্মার শুদ্ধ চেতনস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল, তথাপি তাহাতে জাড্যস্মৃতির সত্তা অসম্ভব নহে। কারণ আত্মাতে যে জড়ত্বাংশের অনুভব হয়, তাহা কেবল প্রকৃতির স্বরূপমাত্র; উহা বিকারবিশিষ্ট এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়শালী। চেতনস্বরূপ আত্মা ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত ঐ প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, ভোগ ও মোক্ষ ভিন্ন আত্মার প্রকৃতির আশ্রয়ের অন্য কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৯৯ ॥

যদিও আত্মা চেতনস্বরূপ, সঙ্গরহিত ও আনন্দময় এবং এই নিমিত্ত ঐ আত্মা জড়স্বরূপ প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন হয়েন। তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের ভেদজ্ঞানের অভাবহেতু প্রকৃতিকে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং যেমন তার্কিকাদি বিবিধ মতাবলম্বীরা জীবের বন্ধমোক্ষের ব্যবহারের নিমিত্ত আত্মার প্রভেদ স্বীকার করে, সেইরূপ সাংখ্যমতাবলম্বীরাও ব্যবহারিক আত্মার প্রভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥

আত্মাতে যে জড়স্বরূপা প্রকৃতির বিদ্যমানতা আছে এবং আত্মা যে

স্মৃতাবস্থাস্থা লক্ষণস্থো জীবাদ্যঃ স্ফুটা ॥ ১০১ ॥
চিত্তবিদ্যী প্রকৃতায়া প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্ ।
ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ স জীবেভ্যঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ১০২ ॥
প্রধানবৈশ্বরূপতির্গুণেশ ইতি হি স্মৃতিঃ ।
আরণ্যকে স্বমুনেণ হ্যন্তর্যামিপদাহিতঃ ॥ ১০৩ ॥

এবং জীবৈবিষয়া বাদিনিপ্রতিপত্তিং প্রদর্শ্য ঈশ্বরবিষয়া তা প্রদর্শয়িতুমীশ্বরস্বরূপং তাবৎ স্থাপয়তি চিৎসন্নিধাবিতি। ননু প্রকৃতিপুরুষাতিরিক্তেশ্বরকল্পনস্যপ্রমাণাভাবাদ্ব স জীবেভ্য ইতি ॥ ১০২ ॥

তামেবেশ্বরপ্রতিপাদিকাং স্মৃতিং পঠতি প্রধানেতি। প্রধানং গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপং বৈশ্বরূপং জীবাস্তেষাং পতিঃ গুণাঃ [illegible] নিয়ামক ইত্যর্থঃ। ন কেবলমিয়মেব স্মৃতিরীশ্বরপ্রতিপাদিকা অন্তর্যামিব্রাহ্মণবাক্যমপীত্যাহ আরণ্যক ইতি ॥ ১০৩ ॥

চেতনস্বরূপ, অসঙ্গানন্দময় এই উভয়বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—শ্রুতিতে এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ এবং আত্মার অসঙ্গস্বরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে যে, "প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ; এইরূপ শ্রেষ্ঠস্বরূপা প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা যায়" এবং "আত্মা সঙ্গবিহীন চেতনস্বরূপ পুরুষ"। এই রূপ উভয়বিধ প্রমাণই শ্রুতিতে জানা যায় ॥ ১০১ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জীববিষয়ে বিবিধমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের বিবাদ বর্ণন করিয়া এক্ষণে ঈশ্বরবিষয়েও ঐরূপ বিবাদপ্রদর্শনাভিলাষে প্রথমতঃ ঈশ্বরের স্বরূপ সংস্থাপন করিতেছেন।—যাহারা যোগাচার্য্য তাহাদিগের মতে যিনি চৈতন্যের সন্নিধানে চেতনবৎ প্রবৃত্তাপ্রকৃতির নিয়ামক, তিনিই ঈশ্বর, এই ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার জীব হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ১০২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; এক্ষণে তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—"যিনি ঈশ্বর, তিনি প্রধান অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার জীবের অধিপতি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক।" এইরূপে শ্রুতিতে ঈশ্বরের খ্যাতি কীর্ত্তিত আছে এবং বৃহদারণ্য শ্রুতিতেও সেই ঈশ্বরকে অন্তর্যামী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে ॥ ১০৩ ॥

অত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ।
বাক্যান্যপি যথাপ্রশ্নং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি হি ॥ ১০৪ ॥
ক্লেশকর্ম্মবিপাকৈস্তদাশয়ৈরপ্যসংযুতঃ।
পুংবিশেষো ভবেদীশো জীববৎ সোঽপ্যসঙ্গচিৎ ॥ ১০৫ ॥
তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ ঘটতেঽস্য নিয়ন্তৃতা।
অব্যবস্থা বন্ধমোক্ষাবাপতেতামিহান্যথা ॥ ১০৬ ॥

তামেব বাদিপ্রতিপত্তিং প্রতিজানীতে অত্রাপীতি। প্রশ্নানমতিক্রম্য যথাপ্রশ্নম্ ॥ ১০৪ ॥

ইদানীং পতঞ্জলিনীতমীশ্বরপ্রতিপাদকং ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ইত্যেতৎ সূত্রমর্থতঃ পঠতি ক্লেশেতি।। ক্লেশা অবিদ্যাদয়ঃ অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ কর্ম্মাণি কর্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষামিতি সূত্রিতানি সতি মূলে তদ্বিপাকাজাত্যায়ুর্ভোগা ইত্যুক্তাঃ কর্ম্মবিপাকাঃ ফলবিশেষাঃ তদাশয়াস্তেষাং সংস্কারাঃ তৈঃ ক্লেশাদিভিরসংস্পৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরো ভবতি সোঽপি জীববদসঙ্গচিদ্রূপশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

নন্বসঙ্গচিদ্রূপত্বে কথং নিয়ন্তৃত্বমিত্যত আহ তথাপীতি। ঈশ্বরস্য নিয়ন্তৃত্বানভ্যুপগমে দোষমাহ অব্যবস্থেতি ॥ ১০৬ ॥

উক্ত ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ে বিবিধমতাবলীরা স্বীয় স্বীয় মতের অনুকূল যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক নানাপ্রকার কলহ এবং আপন আপন মতের প্রামাণ্য-সংস্থাপনার্থ নিজ নিজ বুদ্ধির শক্তি অনুসারে স্বস্ব মতের উপযোগী যে শ্রুতি-সকল উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এই সকল বিবাদ ও শ্রুতি-প্রমাণের উদাহরণ প্রয়োগ পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে ॥ ১০৪ ॥

এইক্ষণে যোগচারীদিগের মতপ্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরস্বরূপ প্রতিপাদক পাতাঞ্জলসূত্রের তাৎপর্য্যার্থ বর্ণন করিতেছেন।—যিনি সুখ বা দুঃখ, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম, সৎ বা দুষ্ক্রিয়াবিষয়ে অনাসক্ত এবং যিনি সুখদুঃখাদির সংস্কারেও নির্লিপ্ত, সেই সর্ব্বসঙ্গবিহীন কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষই ঈশ্বর শব্দের বাচ্য হয়েন। তিনিও জীবের ন্যায় অসঙ্গানন্দচেতনস্বরূপ, ইহাই পতঞ্জলিপ্রণীত সূত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

যদিও ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে সঙ্গবিহীন, আনন্দময় ও চৈতন্যস্বরূপ, তথাপিও তিনি অনির্ব্বচনীয় অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষ, এইনিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্ব-

ভীষাস্মাদিত্যে বমাদাবসঙ্গস্য পরাত্মনঃ।
শ্রুতং তদ্যুক্তমপ্যস্য ক্লেশকর্ম্মাদ্যসঙ্গমাৎ ॥ ১০৩ ॥
জীবনামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদি ন হ্যথাপি চ।
বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্ম্মাদি প্রাগুদীরিতম্ ॥ ১০৮ ॥

অসঙ্গস্যেশ্বরস্য নিয়ন্তৃত্বং নিঃপ্রমাণকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভীষেতি। তন্নিয়ন্তৃত্বং শ্রুতম্। ননু বাবাতাঃ প্রবন্তে ইতি বৎ শ্রুতমপ্যযুক্তং কথমঙ্গীক্রিয়তে ইত্যত আহ যুক্তমপীতি। জীব ধর্ম্মস্য ক্লেশাদেরভাবাদুপপন্নত্বেত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

ননু জীবা অপি অসঙ্গচিদ্রূপাঃ ক্লেশাদিরহিতা এব তথা চেশ্বরে কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য জীবানাং স্বতঃ ক্লেশাদিরহিতত্বেঽপি বুদ্ধ্যা সহ বিবেকাগ্রহাৎ ক্লেশাদিরস্তীতি পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি জীবানামিতি ॥ ১০৮ ॥

নিয়ন্তা বলা যায়; কারণ এই অনন্ত জগৎ তাঁহারই নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতেছে। যদি সেই প্রভুকে সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহাহইলে বন্ধমোক্ষাদির ব্যবস্থার নিয়ম থাকে না। সেই অলৌকিক শক্তিশালী জগদীশ্বর ভিন্ন কোন্ পুরুষের এমন শক্তি আছে যে, বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে পারে? তিনি নিয়মকর্ত্তা না হইলে কে বা জীবকে সংসারে বদ্ধ রাখে এবং কে বা জীবগণের সংসারের মায়াপাশ ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেয় ॥ ১০৬ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সেই সর্ব্বনিঃসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়মে বশীভূত হইয়া বায়ুপ্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উদিত হইয়া জগৎকে প্রকাশ করিতেছেন এবং ঈশ্বর ভিন্ন এই সংসারে জীববৃন্দের স্বস্ব কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখের বিধাতাও অন্য কেহই নাই। যদি তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার না কর, তাহাহইলে সুখদুঃখের ব্যবস্থাও থাকে না, অতএব ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ১০৭ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জীবগণও অসঙ্গ, আনন্দময় ও চিৎস্বরূপ। অতএব এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, জীব ও ঈশ্বরের ইতরবিশেষ কি আছে? এইবিষয়ে বক্তব্য এই যে, জীবসকল অসঙ্গানন্দ চৈতন্যস্বরূপ; এইনিমিত্ত জীব সুখদুঃখাদিবিহীন হইলেও লৌকিক ব্যবহারে বুদ্ধির সহিত

নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাগুণানীশস্য সম্মতে।
অসঙ্কল্পস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তার্কিকাঃ ॥ ১০৯ ॥
পুংবিশেষত্বমপ্যস্য শ্রুতেরেব ন চান্যথা।
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদিশ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০ ॥
নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বেঽস্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ।

তার্কিকাস্ত্বসঙ্গস্য নিয়ামকত্বমসহমানা জীববিলক্ষণত্বাৎ জ্ঞানাদিগুণবন্তং নিত্যমঙ্গীকুর্ব্বন্ত ইত্যাহ নিত্যজ্ঞানেতি ॥ ১০৯ ॥

নন্বিচ্ছাদিগুণকস্য তস্য কথং জীবাদ্বিলক্ষণমিত্যাশঙ্ক্য গুণানাং নিত্যত্বাদেবেতি পরিহরতি পুংবিশেষত্বমিতি। গুণানাং নিত্যত্বে প্রমাণমাহ সত্যেতি ॥ ১১০ ॥

তত্রাপি দোষসম্ভবাৎ পক্ষান্তরমাহ নিত্যেতি। তস্য হিরণ্যগর্ভস্য কিং রূপমিত্যত

জীবের অভেদজ্ঞানপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। এইক্ষণ জীবের সহিত ঈশ্বরের এই বিশেষ প্রতিপন্ন হইল যে, জীবের ক্লেশাদি ভোগ হয়, ঈশ্বরের সুখদুঃখাদি নাই ॥ ১০৮ ॥

তার্কিকমতাবলম্বীরা নিঃসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করে না। তাহারা ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্য ইচ্ছা ইত্যাদি গুণ স্বীকার করে। তার্কিকগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতি-প্রমাণে ঈশ্বরকে সত্যসঙ্কল্প ও সত্যকাম বলিয়া জানা যায়; অতএব তিনি জীব হইতে পৃথক্। কারণ জীবের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন কিছুই নিত্য নহে, সুতরাং জীবকে সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু তাহারা ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানাদি গুণসত্তাহেতু তাঁহাকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনিই সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প; অতএব তাঁহার জ্ঞানাদি গুণসকলও নিত্য, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে ॥ ১০৯-১১০ ॥

এইক্ষণ উক্ত তার্কিকমতের প্রতি দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক মতান্তর বর্ণন করিতেছেন :—যদি ঈশ্বরের জ্ঞানাদি গুণসকল নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সর্ব্বদাই সৃষ্টিক্রিয়া হইতে থাকুক্, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা হইতেছে

হিরণ্যগর্ভ ঈশোঽসৌ লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ॥ ১১১ ॥
উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মহাত্মামতিবিস্তৃতম্।
লিঙ্গসত্ত্বেঽপি জীবত্বং নাস্য কর্ম্মাদ্যভাবতঃ ॥ ১১২ ॥
স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন ক্বাপি দৃশ্যতে।
বৈরাজো দেহ ঈশোঽতঃ সর্ব্বতো মস্তকাদিমান্ ॥ ১১৩ ॥
সহস্রশীর্ষেত্যেবং হি বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি।
শ্রুতমিত্যাহুরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ ॥ ১১৪ ॥

আহ লিঙ্গদেহেনেতি। মায়োপাধিকঃ পরমাত্মা লিঙ্গশরীরসমষ্ট্যভিমানেন হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

হিরণ্যগর্ভস্যেশ্বরত্বে কিং প্রমাণমিত্যত আহ উদ্গীথেতি। ননু লিঙ্গশরীরযোগে জীবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাবিদ্যাকামকর্মাভাবান্ন জীব ইত্যাহ লিঙ্গসত্ত্বেঽপীতি ॥ ১১২ ॥

কেবললিঙ্গশরীরস্য স্থূলশরীরং বিনাযানুপলভ্যমাণত্বাৎ স্থূলশরীরসমষ্ট্যভিমানী বিরাড়ীশ্বর ইত্যাহ স্থূলদেহং বিনেতি ॥ ১১৩ ॥

তত্সদ্ভাবে প্রমাণমাহ সহস্রশীর্ষেতি। শ্রুতং বাক্যমিতি শেষঃ বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ বিরাড়্উপাসকাঃ ॥ ১১৪ ॥

না। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞানাদি গুণকে নিত্য বলিতে পারনা। তবে লিঙ্গ শরীরের সমষ্টি রূপ হিরণ্য গর্ভকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর ॥ ১১১॥

এইক্ষণে হিরণ্য গর্ভকে ঈশ্বর স্বীকার বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন। উদ্গীথ ব্রাহ্মণে হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য সবিস্তর বর্ণিত আছে, ঐ সকল মাহাত্ম্য বর্ণন বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিরণ্যগর্ভকেই ঈশ্বর বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহার লিঙ্গ শরীর সত্ত্বেও তাঁহাতে কর্ম্মাদির অভাব বিদ্যমান আছে, অতএব তিনি জীব নহেন ॥ ১১২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে যে হিরণ্যগর্ভকে ঈশ্বররূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—স্থূল শরীর ব্যতিরেকে লিঙ্গ শরীরের উপলব্ধি হয় না। অতএব যাঁহারা বিশ্বরূপের উপাসক, তাঁহারা স্থূলশরীরের সমষ্টির অভিমানী মস্তকাদিবিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহারা

সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্বে ক্রিয়াদিরপি বৈশ্বতা।
ততশ্চতুর্ম্মুখী দৈব এবৈশী নেতরঃ পুমান্ ॥ ১১৫ ॥
পুত্রার্থং তমুপাসীনা এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ।
প্রজা অসৃজতেত্যাদিশ্রুতীরাদাহরন্ত্যমী ॥ ১১৬ ॥
বিষ্ণোর্নাভেঃ সমুদ্ভূতো বেধাঃ কমলজস্ততঃ।

অত্রাপি দোষদৃষ্ট্যা দৈবতান্তরমাত্মন্বন্ন ইত্যাহ সর্ব্বত ইতি ॥ ১১৫ ॥

এবং কৈশ্চিদ্যত্ত ইত্যত আহ পুত্রার্থমিতি। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজতেত্যাদিবাক্যং তত্র প্রজাপতিমাহুরিত্যাহ প্রজাপতিরিতি ॥ ১১৬ ॥

ভাগবতমতমাহ বিষ্ণোরিতি। ভাগবতা ভগবদুপাসকাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

এইবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখান যে, সেই বিরাটপুরুষ সহস্রপাদ, সহস্রহস্ত, সহস্রমস্তক এবং সহস্রচক্ষুঃবিশিষ্ট। এইরূপে বিশ্বরূপচিন্তক আচার্য্যগণ বিরাটপুরুষের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১৩-১১৪ ॥

এইক্ষণে বিরাটপুরুষের ঈশ্বরত্বের প্রতি দোষারোপপুরঃসর অন্য উপাসকের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—যদি অনেক হস্তপাদাদিবিশিষ্ট হইলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে শতপাদবিশিষ্ট যে সকল কীট আছে, তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অতএব কেবল সহস্রপাদবিশিষ্ট বিরাটপুরুষকে ঈশ্বর বলা যায় না, পরন্তু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে ঈশ্বররূপে স্বীকার করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ ঈশ্বর হইতে পারেন না। যেহেতু প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে অন্য কাহারও শক্তি নাই, কেবল ব্রহ্মাই প্রজাসৃষ্টি করিতে পারেন, অতএব কোন কোন উপাসক সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মাই ঈশ্বররূপে স্বীকৃত হন ॥ ১১৫ ॥

যাহারা পুত্রকামনা করিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহারা এই শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করে যে, "ব্রহ্মাই প্রজাসকল সৃষ্টি করেন।" অতএব ঐ সকল উপাসকদিগের মতে ব্রহ্মাই ঈশ্বররূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন ॥ ১১৬ ॥

এইক্ষণে যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—বিষ্ণুভক্ত উপাসকগণ বলিয়া থাকে যে, চতুর্ম্মুখব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি-

বিষ্ণুরেবেশ ইত্যাহুর্জীবে আগমবতা জনাঃ ॥ ১১৩ ॥
শিবস্য পাদাবন্বেষ্টুং শার্ঙ্গিণ্যনন্তরূপতঃ শিবঃ।
ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাহুঃ শৈবা আগমমানিনঃ ॥ ১১৮ ॥
পুরত্রয়ং সাধয়িতুং বিঘ্নেশং সোঽপ্যপূজয়ৎ।
বিনায়কং প্রাহুরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ ॥ ১১৯ ॥

শৈবানাং মতমাহ শিবস্যেতি। শৈবাঃ শিবোপাসকাঃ ॥ ১১৮ ॥
গাণপত্যমতমাহ পুরত্রয়মিতি। বিঘ্নেশং গণপতিম্ ॥ ১১৯ ॥

পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। যেহেতু বিষ্ণুব্রহ্মারও জনক; এইনিমিত্ত বিষ্ণু ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন; সুতরাং অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলা যায় না ॥১১৭॥

এইক্ষণে বিষ্ণুভক্ত উপাসকদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক শিবভক্ত উপাসকদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে জানা যায় যে, বিষ্ণু শিবের পাদতল অন্বেষণ করিতে গিয়া সেই অনন্তমূর্ত্তি শিবের পাদান্ত নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; সুতরাং বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিষ্ণু ঈশ্বর হইলে কখনও শিবের পাদতল অন্বেষণ করিতে যাইতেন না। অতএব শিবকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায়। আগমশাস্ত্রাভিজ্ঞ শৈবদিগের মতে যখন শিব বিষ্ণুর আরাধ্য, তখন শিবই ঈশ্বর, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১১৮ ॥

এইক্ষণে যাহারা গণেশকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—গণপতীশ্বরবাদি উপাসকগণ বলিয়া থাকেন যে, শিবও পুরত্রয় সাধন মানসে বিঘ্নেশ্বর গণপতির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; অতএব শিবকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি ঈশ্বর হইলে কদাচ বিঘ্নবিনাশন গণেশের অর্চ্চনা করিতে বাধ্য হইতেন না; সুতরাং সেই সর্ব্ববিঘ্নাধিপতি গণেশ্বরকেই ঈশ্বররূপে স্বীকার করা যায়, অন্য কোন দেবই ঈশ্বর শব্দবাচ্য নহেন ॥ ১১৯ ॥

एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानिनान्यथान्यथा।
मन्त्रार्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥
अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेश्वरवादिनः।
सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवत्वदर्शनात् ॥ १२१ ॥
तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्।
एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ १२२ ॥

उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति एवमिति। अन्ये भैरवभैरवीलाद्युपासकाः। अन्यथान्यथा वर्णने कारणमाह स्वस्वेति। तत्र तत्र प्रमाणानि सन्तीति दर्शयति मन्त्रेति ॥ १२० ॥

एवं सति मतानीत्याशङ्क्यासंख्यानीत्याह अन्तर्यामिणमिति। स्थावरेश्वरवादी न क्वापि दृष्टचर इत्याशङ्क्याह अश्वत्थार्केति ॥ १२१ ॥

नन्वेवं मतभेदे कस्योपादेयत्वं कस्य वा हेयत्वमित्याशङ्कायामाह तत्त्वनिश्चयेति। तत्त्वनिश्चयकामेन तत्त्वनिश्चयेच्छया न्यायागमयोर्विचारशीलानां पुरुषाणां प्रतिपत्तिरेकैव स्यात्। सा कीदृशी इत्यत आह साप्यत्रेति ॥ १२२ ॥

উক্তপ্রকারে অন্যান্য মতাবলম্বী উপাসকগণ আপন আপন অভিমানবশতঃ স্বীয় স্বীয় মতের প্রতি পক্ষপাত করিয়া নানাপ্রকার মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বস্ব অভিমত দেবগণকে ঈশ্বররূপে প্রতিপাদন করেন এবং সকলেই স্বস্ব মতের পোষণার্থ অপরের মতের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন ॥ ১২০ ॥

অনেকে অন্তর্যামী, অব্যক্তপুরুষ হইতে স্থাবরপদার্থপর্য্যন্তকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, যেহেতু অনেককে অশ্বত্থ, আকন্দ এবং বংশপ্রভৃতি বৃক্ষকেও ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করিতে দেখা যায়। এই জগতে নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা আপন আপন ইচ্ছা কিম্বা প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরকে নানারূপে কল্পনা করিয়া আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১২১ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঈশ্বরবিষয়ে অনেকানেক মত প্রচলিত আছে, এইক্ষণ ঐ সকল মতের মধ্যে কোন্‌টী আদরণীয় এবং কোন্ মতই বা অগ্রাহ্য তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।—যাহারা ন্যায় ও আগমবিচারদ্বারা সৎযুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরতত্ত্বনির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা একমাত্র

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ১২৩॥
ইতিশ্রুত্যনুসারেণ ন্যায়ো নির্ণয় ঈশ্বরে।
তথা সত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তেশ্বরবাদিনাম্॥ ১২৪॥

তামেব প্রতিপত্তিং দর্শয়িতুং তদনুকূলাং শ্রুতিং পঠতি মায়ান্বিতি। মায়ামেব প্রকৃতিং জগদুপাদানকারণং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ মায়িনন্তু মায়ীপাধিম্ অন্তর্যামিণম্ এব মহেশ্বরং মায়াধিষ্ঠাতারং নিমিত্তকারণং জানীয়াৎ। অস্য মায়িনো মহেশ্বরস্যাবয়বভূতৈরংশরূপৈ-শ্বরাচরাত্মকৈর্জীবৈঃ ব্যাপ্তমিদং জগদ্ ব্যাপ্তমিত্যস্যাঃ শ্রুতেরর্থঃ॥ ১২৩॥

এতচ্ছ্রুত্যনুসারেণ ঈশ্বরবিষয়নির্ণয়ো যুক্ত ইত্যাহ ইতীতি। কুতো যুক্ত ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বত্রাবিরুদ্ধত্বাদিত্যাহ তথেতি। সর্ব্বেষামপীশ্বরত্বাভ্যুপগমান্ন কেনাপি বিরোধ ইতি ভাবঃ॥ ১২৪॥

সদ্বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগের একই মত এবং তাঁহারা ঈশ্বরবিষয়ে বিবিধ কল্পনা করেন না। এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ সুস্পষ্টরূপে পশ্চাৎ বিবৃত হইবে॥ ১২২॥

"মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ জগদুৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে। যিনি সেই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট অন্তর্যামী পুরুষ, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবে, তিনিই মায়ার অধিষ্ঠাতা এবং জগতের নিমিত্ত কারণ। সেই মায়াবিশিষ্ট মহেশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন সচরাচর জীবসমূহে এই জগৎ ব্যাপ্ত আছে।" এই সকল শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, ঈশ্বর মায়াময়, তিনি মায়াবলে নানারূপ ধারণ করিতে পারেন; সুতরাং যাঁহারা অন্তর্য্যামী হইতে স্থাবরান্ত যাবতীয় পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের সহিত আর কোন বিরোধ রহিল না। এইক্ষণ সর্ব্বমতেই ঈশ্বর এক হইলেন। যাহারা অশ্বত্থাদি বৃক্ষকে ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের মতও নির্দ্দিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল; সেই সকল অশ্বত্থাদি বৃক্ষও ঈশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না॥ ১২৩-১২৪॥

মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।
অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিযন্তি শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১২৫ ॥
জড়ং মোহাত্মকং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ।
আবালগোপং অস্তত্বাদানন্ত্যং তস্য সাধয়েৎ ॥ ১২৬ ॥
অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।
যত্র কুণ্ঠীভবেৎ বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ ॥ ১২৭ ॥

ননু জগৎপ্রকৃতিভূতায়াঃ মায়ায়াঃ কিং রূপম্ ইত্যত আহ মায়া চেয়মিতি। কুত ইত্যত আহ তাপনীয় ইতি। মায়া চ তমোরূপত্বস্যাভিধানাৎ ইত্যর্থঃ। মায়ায়াস্তমোরূপত্বে কিং প্রমাণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্ অনুভূতিরিতি শ্রুতিরেবানুভবঃ প্রমাণমিতি প্রতিজানীত ইত্যাহ অনুভূতিমিতি ॥ ১২৫ ॥

তত্র মায়ায়াস্তমোরূপত্বে কোঽসাবনুভব ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকমিতি শ্রুতিরেবানুভবং স্পষ্টয়তি ইত্যাহ জড়মিতি। অনন্তমিতি শ্রুত্যা সর্বানুভবসিদ্ধত্বমুচ্যত ইত্যাহ আবালেতি ॥ ১২৬ ॥

জড়শব্দস্যার্থমাহ অচিদাত্মেতি। মোহশব্দার্থমাহ যত্রেতি ॥ ১২৭ ॥

ঈশ্বরের মায়িকত্ব নিরূপণ করিয়া সেই ঈশ্বরের মায়াশক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—তাপনীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, সেই মায়া তমোময়, অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপ। এই মায়াকে সর্ব্বপ্রাণী অনুভব করিতে পারে। সেই অনুভবই মায়ার প্রতি প্রমাণ, অনুভব ভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে মায়ার প্রামাণ্য হইতে পারে না, এই বিষয় শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে ॥১২৫॥

শ্রুতিপ্রমাণের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মায়ার তমোরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছেন।—শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মায়া জড়স্বরূপ ও মোহরূপ এবং সেই মায়া এই অনন্তজগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাও সেই শ্রুতিপ্রমাণে উক্ত আছে। যেহেতু বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাপ্রভৃতি সকলেরই মায়া স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতেছে ॥ ১২৬ ॥

কাহাকে জড়পদার্থ এবং কাহাকেই বা মোহ বলা যায়, এইক্ষণে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—অচেতন ঘটাদিপদার্থের যে স্বভাব তাহাকেই

इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत् सर्वैरप्यनुभूयते।
युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदितिश्रुतेः॥ १२८॥
नासदासीद् विभात्वाच्चो सदासीच्च बाधनात्।
विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः॥ १२९॥

उक्तप्रकारेण सर्वानुभवसिद्धलक्षणमानन्त्यं सिद्धमित्याह इत्थमिति। एतज्जाड्यलक्षणं तमोरूपत्वम्। नन्वेवं मायायाः सर्वानुभवसिद्धत्वे घटादिवत् ज्ञानेनानिवर्त्यत्वं स्यादित्याशङ्क्याह युक्तीति। तुशब्दः शङ्काव्यावृत्त्यर्थः। अनिर्वाच्यं सत्त्वेनासत्त्वेन सदसत्त्वेन वा निर्वक्तुमशक्यम्। तत्र किं प्रमाणमित्यत आह नासदिति॥ १२८॥

अस्याः श्रुतेरभिप्रायमाह नासदिति। बाधनान्नेह नानास्ति किञ्चनेति श्रुत्या निषेधनादित्यर्थः। सदसद्रूपत्वं विरुद्धत्वाद्युक्तम् इति श्रुत्योपेक्षितम्। एवं युक्तिदृष्ट्यानिर्वचनीयत्वं प्रदर्श्य तुच्छमिदं रूपमस्येति श्रुतिर्विद्वदनुभवेन तस्याः तुच्छत्वं दर्शयतीत्याह विद्येति। तुच्छत्वे हेतुमाह तस्येति॥ १२९॥

জড় বলিয়া থাকে এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে মোহ বলা যায়। লৌকিক ব্যবহারে কেবল এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে॥ ১২৭॥

যদিও পূর্ব্বোক্তপ্রকার লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ মায়া যে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল; কিন্তু জ্ঞানদ্বারা যে সেই মায়ার বিনাশ হয়, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু কেবল যুক্তিদ্বারা সেই মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে না এবং শ্রুতিতেও সেই মায়ার স্বরূপ অনিশ্চিত বলিয়া কথিত আছে; সুতরাং সেই মায়াকে জ্ঞাননাশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইল॥ ১২৮॥

মায়া সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অসৎ বলা যায় না। যে বস্তু অসৎ তাহা কেহ কখনও অনুভব করিতে পারে না; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না; এবং জ্ঞানের উদয় হইলেই সেই মায়ার বিনাশ হয়; অতএব মায়াকে সৎও বলিতে পারা যায় না; যে বস্তু সৎ তাহার বিনাশ কখন সম্ভব হয় না। অতএব মায়াকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, ঐ মায়াকে জ্ঞান

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
ত্রেধা মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রুতিযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥ ১৩০॥
অস্য সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ জগতো দর্শয়ত্যসৌ।
প্রসারণাচ্চ সঙ্কোচাৎ যথা চিত্রপটস্তথা॥ ১৩১॥
অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদ্‌প্রতীতের্ব্বিনা চিতিম্।

উপপাদিতমর্থমুপসংহরতি তুচ্ছেতি। শ্রুতিবোধেন তুচ্ছা কালত্রয়েঽপ্যসতী যৌক্তিকবোধেনানির্ব্বচনীয়া লৌকিকবোধেন বাস্তবী চ ইত্যেবং ত্রিধা মায়া ত্রেধেত্যর্থঃ॥ ১৩০॥

অস্য সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ দর্শয়তীতি শ্রুতেরর্থমস্যাঃ কৃত্যমাহ অস্যেতি। একস্যা এব মায়ায়া জগতস্ত্বাসত্ত্বপ্রদর্শকত্বে দৃষ্টান্তমাহ প্রসারণাদিতি॥ ১৩১

স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেনেতি শ্রুত্যা মায়ায়াঃ স্বাতন্ত্র্যাস্বাতন্ত্র্যে দর্শিতে তদুভয়ত্বোপপত্তিমাহ

দৃষ্টিতে নিত্য এবং তাহার নিবৃত্তি হয় এই নিমিত্ত তুচ্ছ বলা যায়॥ ১২৯॥

এইক্ষণ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে তিনপ্রকারে বিভক্ত বলা যায়। তুচ্ছ, অনির্ব্বচনীয় ও বাস্তবিক—ইহার বিশেষ এই—জ্ঞান দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে অতিতুচ্ছ পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে। শাস্ত্রীয়শক্তির অনুধাবন করিয়া মায়ার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, ঐ মায়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঐ মায়া যে কোন একটি বাস্তবিক পদার্থ, তাহাই অনুমিত হইবে॥ ১৩০॥

মায়াই জগতের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দৃষ্টির প্রতি কারণ; মায়ার মাহাত্ম্যবলেই জগতের কোন বস্তুকে সৎ ও কোন বস্তুকে অসৎ বলিয়া বোধহয়। যেমন চিত্রপটের সঙ্কোচ ও বিস্তারদ্বারা তত্রস্থ চিত্রপুত্তলিকাকে কদাচিৎ সৎ এবং কখন বা অসৎ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ জগতের সত্ত্বাসত্ত্ব বোধ কেবল মায়ারই কার্য্য॥ ১৩১॥

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, মায়া দ্বিবিধ। স্বাধীন ও পরাধীন; কিন্তু এক পদার্থ উভয়প্রকার হইতে পারে না। এইক্ষণ এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদ-

स्वतन्त्रापि तथैव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥ १३२ ॥
कूटस्थासङ्गमात्मानं जड़त्वेन करोति सा।
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे ॥ १३३ ॥
कूटस्थमनपाकृत्य करोति जगदादिकम्।
दुर्घटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ १३४ ॥

अस्वतन्त्रेति। स्वभासकचैतन्यं विहाय न प्रकाशत इत्यस्वतन्त्रा असङ्गस्यात्मनोऽन्यथाकरणात स्वतन्त्रापीत्यर्थः ॥ १३२ ॥

अन्यथाकरणमेव स्पष्टयति कूटस्थमसङ्गमिति। जीवेशावाभासेन करोतीति सुस्पष्टं जीवेश्वरविभागञ्च करोतीत्याह चिदाभासेति ॥ १३३ ॥

नन्वात्मनोऽन्यथाकरणे कूटस्थत्वहानिः स्यादित्याशङ्क्याह कूटस्थमिति। ननु कूटस्थत्वाविद्या तेन जगदादिस्वरूपत्वापादानं दुर्घटमित्याशङ्क्य मायाया दुर्घटैकविधायित्वान्नेदमाश्चर्यकारणमित्याह दुर्घटेति। अन्यथा मायात्वमेव भज्येतेति भावः ॥ १३४ ॥

র্শন করিয়া এক পদার্থের উভয় প্রকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়ার স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না, এইনিমিত্ত মায়াকে পরাধীন বলা যায় এবং ঐ মায়াই অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যথাভূত করে, এইহেতু মায়াকে স্বাধীনও বলিয়া থাকে। একই মায়া চৈতন্যের আশ্রিতত্ব ও কর্তৃত্ব হেতু পরাধীন ও স্বাধীনরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩২ ॥

কিরূপে মায়া অসঙ্গচৈতন্যকে অন্যথাভূত করিয়া থাকে, তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে।—মায়ার এমন একটি অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে, সেই শক্তিদ্বারা কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য আত্মাকে জড়বৎ প্রতিপাদন করিতে পারে এবং চৈতন্যের আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরেরস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের প্রভেদ প্রতিপাদন করে। মায়ার শক্তিপ্রভাবেই জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত মায়াশক্তির এই একটি আশ্চর্য্য গুণ যে, মায়া আত্মার অন্যথাভাব প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই সেই আত্মাতে জগৎ ভাসমান করে। এইরূপ অঘটনঘটনপটীয়সী

द्रवत्वमुदके वह्नावौष्ण्यं काठिन्यमश्मनि ।
मायाया दुर्घटत्वञ्च स्वतः सिध्यति नान्यथा ॥ १३५ ॥
न वेत्ति मायिनं लोको यावत् तावच्चमत्कृतिम् ।
धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति ॥ १३६ ॥
प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु ।

मायाया दुर्घटकार्य्यकारित्वस्वभावत्वे दृष्टान्तमाह द्रवत्वमिति। उदकादीनां द्रवत्वादि यथा स्वाभाविकं तद्वन्मायाया दुर्घटकारित्वमित्यर्थः ॥ १३५ ॥

ननु मायाया दुर्घटकारित्वमाश्चर्य्यकारणं न भवतीत्युक्तमनुपपन्नं लोके मायायाश्चमत्कारहेतुत्वदर्शनादित्याशङ्क्य मायाप्रयोक्तृसाक्षात्कारपर्य्यन्तमेवास्या आश्चर्य्यकारणत्वं नोपरिष्टादित्याह न वेत्तीति ॥ १३६ ॥

किञ्च जगत्सत्यत्ववादिनो नैयायिकादीन् प्रत्येवंविधानि चोद्यानि कर्त्तव्यानि नो मायावादिनं प्रतीत्याह प्रसरन्तीति ॥ १३७ ॥

মায়ার সেই সমুদায় কার্য্য চমৎকারজনক নহে; কারণ মায়া করিতে না পারে এমন কার্য্যই নাই এবং তাহাতে কোন বিষয়ই অসম্ভব নহে ॥ ১৩৪ ॥

যেমন জলের দ্রবস্বভাব, অগ্নির উষ্ণস্বভাব এবং প্রস্তরের কাঠিন্যস্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ মায়ার অঘটনঘটনস্বভাব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মায়া যেমন অঘটনসংঘটন করিতে পারে, এইরূপ অঘটনঘটনাশক্তি আর কাহারও নাই ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত মায়াকে ঈশ্বরই নিয়োজিত করেন; কিন্তু যতকাল সেই মায়ার প্রয়োজক ঈশ্বরকে লোকে সাক্ষাৎ করিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত সকলেই মায়ার চমৎকার-কারিত্বশক্তি মনে করে। আর যখন লোকে সেই মায়ার নিয়োজক ঈশ্বরকেই সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, তখন মায়ার স্বরূপ ও কার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করে এবং তখন আর মায়ার কার্য্যকে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ থাকে না, সকলেরই ঈশ্বরেরস্বরূপ বলিয়া বোধ হইতে থাকে ॥ ১৩৬ ॥

যাহারা নৈয়ায়িকমতাবলম্বী এবং জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের প্রতিই পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভবপর

ন চোদ্নীয়ং মায়ায়াং তস্যাশ্চোদ্যৈকরূপতঃ ॥ ১৩৭ ॥
চোদ্যেঽপি যদি চোদ্যং স্যাৎ তচ্চোদ্যং চোদ্যতে ময়া।
পরিহার্য্যং ততশ্চোদ্যং ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্ ॥ ১৩৮ ॥
বিস্ময়ৈকশরীরায়া মায়ায়াশ্চোদ্যরূপতঃ।
অন্বেষ্যঃ পরিহারোঽস্যা বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৯ ॥
মায়াত্বমিব নিশ্চেয়মিতি চেৎ তর্হি নিশ্চিনু।

মায়াবাদিনং প্রতি চোদ্যকরণেঽতিপ্রসঙ্গমাহ চোদ্যেপীতি। তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিত্যত আহ পরিহার্য্যমিতি ॥ ১৩৮ ॥

তত্রাপীবার্থং প্রপঞ্চয়তি বিস্ময়েতি ॥ ১৩৯ ॥

মায়াত্বনিশ্চয়ে তৎপরিহারান্বেষণমুচিতং স এব নেদানীং সিদ্ধ ইতি শঙ্কতে মায়াত্বমিতি

হয়। পরন্তু যাহারা বেদান্তমতাবলম্বী এবং জগৎকে মিথ্যা ও মায়াময় বলিয়া জানে, তাহাদিগের প্রতি এই সকল পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত সমুদয়ই অসম্ভব। যেহেতু মায়া স্বয়ংই পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ অর্থাৎ মায়া যে কি পদার্থ, ইহা সর্ব্বদাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ॥ ১৩৭ ॥

যদি সেই পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ মায়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষ করা উচিত বোধ হয়, অর্থাৎ মায়া যে কি পদার্থ, তাহারস্বরূপ কিপ্রকার এবং তাহার কার্য্যই বা কি? এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করাই যদি কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমি তোমার পূর্ব্বপক্ষের প্রতিও পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারি। তুমি যে সকল পূর্ব্বপক্ষ করিবে, তাহার প্রতিও দোষানুসন্ধান করিতে আমার ক্ষমতা আছে। অতএব বিস্ময়াত্মিকা মায়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তের কোন প্রয়োজন নাই, নিরর্থক তর্কবিতর্ক করিয়া বাগ্বিতণ্ডায় কোন ফল দর্শিবে না। পরন্তু মায়াবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মায়ার পরিহার হয়, সেইরূপ অনুসন্ধান করাই বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য। কারণ অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে মানবগণ ঐহিক যন্ত্রণা বিসর্জ্জন পুরঃসর পরমতত্ত্ব লাভ করিয়া মানব জন্মের সাফল্য লাভ করিতে পারে ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

যদি বল মায়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্ত অবিধেয় হইলেও তাহার স্বরূপ

লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্ তদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪০ ॥
ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
সা মায়েত্যৈন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে ॥ ১৪১ ॥
স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্ তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥ ১৪২ ॥

মায়ায়া লক্ষণসদ্ভাবাৎ মায়ার্থং নির্ণীয়তামিত্যভিপ্রায়েণাহ তদীতি। কিং লক্ষণমিত্যত আহ লোকেতি ॥ ১৪০ ॥

তস্যা অপি কিং লক্ষণমিত্যত আহ ন নিরূপয়িতুমিতি ॥ ১৪১ ॥

দৃষ্টান্তে সিদ্ধং লক্ষণং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি স্পষ্টমিতি ॥ ১৪২ ॥

পরিজ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু মায়ার স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইলে তাহার পরিহারের অন্বেষণ হইতে পারে না; এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি তুমি মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করিতে ইচ্ছাকর, তাহাহইলে অগ্রে মায়ার যে সকল লৌকিক লক্ষণ আছে, তাহাই বিবেচনা কর। মায়ার লোকপ্রসিদ্ধ লক্ষণ সকল পরিজ্ঞাত হইলে তাহার স্বরূপ জানিতে পারিবে ॥ ১৪০ ॥

মায়ার লৌকিক লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অথচ সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়। যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাহাকেই লোকে মায়া বলিয়া স্বীকার করে। অতএব কিরূপে তুমি সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিবে? সুতরাং তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে অনুসন্ধান করাও অবিধেয় ॥ ১৪১ ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই জগতের কোন একটি বস্তুর প্রতি সবিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও তাহার বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না, এইনিমিত্ত এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইক্ষণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ যে, মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় কি না? বাস্তবিক সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, কোনরূপেও মায়াস্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না ॥ ১৪২ ॥

নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কস্যাস্তু কাস্তুচিৎ ॥ ১৪৩ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্য্যাণোৎপাদিতাঃ কথম্।
কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্ ॥ ১৪৪ ॥
বীর্য্যস্যৈষ স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্ বিদিতং ত্বয়া।
অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভবন্তৌ তৌ ব্যর্থবীর্য্যতঃ ॥ ১৪৫ ॥

জগতীঽশক্যনিরূপণত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্য তদ্ দর্শয়তি নিরূপয়িতুমিতি ॥ ১৪৩ ॥

অশক্যনিরূপণত্বমেবোদাহরণেন স্পষ্টয়তি দেহেন্দ্রিয়েতি ॥ ১৪৪ ॥

স্বভাববাদী শঙ্কতে বীর্য্যস্যেতি। সিদ্ধান্তী পৃচ্ছতি কথং তদিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জ্ঞানমীত্যাশঙ্ক্য ব্যাপ্তাভাবান্নৈবমিত্যাহ অন্বয়েতি ॥ ১৪৫ ॥

যদিও এই জগতের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গ একত্র হইয়া জগতের কোন একটি পদার্থ লইয়া তাহার তত্ত্বনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাপি তাঁহারা কোনরূপেও সেই পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। অবশ্যই কোন না কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম থাকিয়া যাইবে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহারা জগতের তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ হইবেন ॥ ১৪৩ ॥

যদি সেই সকল পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কিরূপে একবিন্দু রেতঃদ্বারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয় এবং কি কারণেই বা কোথা হইতে সেই দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিবেন? কোনরূপেও উক্ত প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন না ॥ ১৪৪ ॥

যদি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই উত্তর করেন যে, বীর্য্যেরই এইরূপ শক্তি আছে যে, তাহার সেই স্বভাবগুণেই ঐ সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, বীর্য্যের যে ঐরূপ শক্তি আছে, তাহা তুমি কিরূপে নিশ্চয় করিতে পার? কারণ যখন বীর্য্যের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়, তখনই বীর্য্যের ঐ স্বভাবেরও অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তুমি বীর্য্যেরই

न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव।
अत एव महान्तोऽस्याः प्रवदन्तीन्द्रजालताम् ॥ १४६ ॥
एतस्माद् क्रिमिबिन्दुजालमपरं यद् गर्भवासस्थितम्।
दैवेनेति हस्तमस्तकपदं प्रोद्भूतनानाङ्कुरम्।
पर्य्यायेण शिशुत्वयौवनजरारोगैरनेकैर्वृतं
पश्यत्यन्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ १४७ ॥
देहवद् घटधानादौ सुविचार्य्यावलोक्यताम्।

एवं पुनः पुनः पृष्टे सति किमपि न जानामीत्येवोत्तरं देवमिति फलित माह न जानामीति ॥ १४६ ॥

तस्मान्निर्व्वचनीयत्वे हेतुसम्मतिं दर्शयति एतस्मादिति ॥ १४७ ॥

न केवलं देहस्यैकस्यैव दुर्निरूपत्वं किन्तु घटरथादेरपीत्याह देहवदिति ॥ १४८ ॥

যে ঐরূপ স্বভাব ও শক্তি একথা বলিতে পার না। অবশেষে তাঁহারা জানিনা বলিয়া অবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। এই সকল কারণেই যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা অবিদ্যাকে ইন্দ্রজাল এবং এই জগৎকেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৪৫-১৪৬ ॥

ইহাই একটি মহান্ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার যে, স্ত্রীর গর্ভে একবিন্দুমাত্র রেতঃপাত হইলে, সেই রেতোবিন্দু চৈতন্য-প্রাপ্ত হইয়া হস্ত পদ মস্তক প্রভৃতি নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হয়। পরে সমস্ত অবয়বসম্পন্ন হইয়া মনুষ্যাকারে মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া অবশেষে বিবিধরোগে অভিভূত হয়। আর বিশেষ বিশেষ দ্রব্য দর্শন করে, সঙ্গীতাদি নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করে, সৌরভসম্পূর্ণ দ্রব্যের গন্ধ আঘ্রাণ করে, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সেবা করিয়া সুখানুভব করে এবং গমনাগমনাদি বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব ইহা হইতে আর ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার কি আছে? যে পদার্থ মৃৎপাষাণাদি জড়পদার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহাই আবার এবম্প্রকার নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১৪৭ ॥

কেবল মানবাদির দেহবিষয়েই যে, এইরূপ আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার

क्व धाना कुत्र वा ह्यचस्तत्त्वाचार्येति निश्चिनु ॥ १४८ ॥
निरस्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः।
हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः ॥ १४९ ॥
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्।
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत् खलु ॥ १५० ॥

नन्वस्माभिर्निर्व्यक्तुमशक्यत्वेऽपि उदयनादिभिराचार्यैर्निरूप्यते इत्यभिप्रायेण निरस्तावभिमानमिति ॥ १४९ ॥

उक्तार्थे स्याम्मदायिकानां वाक्यं संवादयति अचिन्त्या इति ॥ १५० ॥

লক্ষিত হয়, এমত নহে। বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বৃক্ষাদি ক্ষুদ্র-জীবেরশরীরেও ঐরূপ ভূরি ভূরি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার অনুভূত হইবে। কোন একটি বৃক্ষের বীজ লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, অগ্রে সেই বীজটি কিপ্রকার ছিল এবং কিরূপেই বা সেই বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন হয় এবং ক্রমশ ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া কিরূপেই বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখাদিবিশিষ্ট হইয়া বৃহদাকার বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রতর বীজ হইতে বৃহৎ পরিমাণ বৃক্ষপর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দেখিলে কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই সকলই মায়ার কার্য্য; অতএব এই সকল আলোচনা করিয়া মায়ার ইন্দ্রজালত্ব নিশ্চয় কর ॥ ১৪৮ ॥

যাহারা পদার্থনিরূপণকৌশলে পারদর্শী সেই সকল তার্কিকেরাও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি গ্রন্থকারকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। কারণ তার্কিকগণ সবিশেষ বিচারদ্বারা যে সকল পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, শ্রীহর্ষ পণ্ডিত স্বীয় খণ্ডন গ্রন্থে সেই সকল পদার্থ খণ্ডন করিয়া তার্কিকদিগের মতকে নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ১৪৯ ॥

যে সকল পদার্থ অচিন্তনীয়, তাহা তর্কদ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব অচিন্ত্য জগতের তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ে তর্ক অবিধেয়। এই জগতের রচনার প্রণালী ও কৌশলাদি কেহ কখনই মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারে

অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিনু।
মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ১৫১ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নজগৎ তত্র লীনং বীজ ইব দ্রুমঃ।
তস্মাদ্বিশ্বজগতো বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৫২ ॥
যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বতি।

ননু ভবত্বেবং জগতোঽচিন্ত্যরচনাত্ব মায়ায়া কিমায়াতমিত্যত আহ অচিন্ত্যেতি। অচিন্ত্যরচনাশক্তিমদ্ যদ্ বীজং কারণং সৈব মায়েত্যর্থঃ। সর্ব্বৈববিধং কারণং ক্ব দৃষ্টমিত্যত আহ মায়েতি ॥ ১৫১ ॥

কথং তস্যা জগদ্বীজত্বমিত্যত আহ জাগ্রদিতি। ততঃ কিমিত্যত আহ তস্মাদিতি। যতো জগৎকারণং মায়া অতোঽশেষজগদ্বাসনাস্তস্ত্র মায়ায়া তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

ততোঽপি কিং তবাহ যা বুদ্ধিবাসনা ইতি। ননু তাসু প্রতিবিম্বোঽস্তি চেৎ কুতো নানু-

---

না; সুতরাং ঐ সকল বিষয় তর্ক করিয়া নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবিতে পারে না ॥ ১৫০ ॥

এইক্ষণ অচিন্ত্যরচনারূপ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে তর্কপরিহার করিয়া জগতের রচনাশক্তির কারণস্বরূপ মায়াকে নিশ্চয় কর এবং সুষুপ্তিকালে সেই মায়ার কারণস্বরূপ এক অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্যকে অনুভব কর। মায়াস্বরূপ ও সেই মায়ার কারণ অখণ্ড চৈতন্যের স্বরূপ পরিজ্ঞান নাই, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ১৫১ ॥

যেমন বীজেতে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছে এবং ঐ বীজ প্রত্যক্ষে একরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহাতে যে অব্যক্তরূপে বৃক্ষোৎপাদিকাশক্তি আছে, তাহা সহসা লক্ষিত হয় না। সেইরূপ এই জগৎও জাগ্রদবস্থায় যাহা দৃষ্ট হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় উহা বিস্তৃত প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব এইপ্রকার উভয়বিধ জগতেরই কারণ মায়া এবং সুষুপ্তিকালে এই উভয়বিধ জগৎই সেই চৈতন্যে বিলীন হয়; সুতরাং সমস্ত জগতের বাসনাই সূক্ষ্মরূপে চৈতন্যে অবস্থিতি করে ॥ ১৫২ ॥

অন্তঃকরণেতে যে সকল বাসনা আছে, সেই বাসনা সমূহেতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন মেঘেতে অস্পষ্টরূপে আকাশের প্রতিবিম্ব প্রকাশ

মেঘাকাশবদস্পষ্টচিদাভাসোঽনুমীয়তাম্ ॥ ১৫৩ ॥
সাভাসমেব তদ্বীজং ধীরূপেণ পরিণমতি।
অতো বুদ্ধৌ চিদাভাসো বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে ॥ ১৫৪ ॥
মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ ॥ ১৫৫ ॥

ভূয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাঽস্পষ্টত্বাদিত্যাহ মেঘেতি। তর্হি কুতস্তৎসিদ্ধিরিত্যত আহ অনুমীয়তামিতি ॥ ১৫৩ ॥

ননু মেঘাশ্রীদকাশাস্পষ্টাকাশপ্রতিবিম্বতেঽপি তত্ত্বাতীয়স্য ঘটাদিকস্য স্পষ্টাকাশপ্রতিবিম্বতঃ সদ্ভাবাৎ মেঘাকাশানুমানং ঘটতে ইহ তথাবিধদৃষ্টান্তাভাবাৎ কথমনুমানীদৃশ ইত্যাশঙ্ক্যাবাপি তথাবিধদৃষ্টান্তসম্পাদনায়াহ সাভাস মিতি। চিদাভাসবিশিষ্টং তদ্বীজমানং বুদ্ধিরূপেণ পরিণমমানং বিস্পষ্টচিদাভাসবদ্ভবতীতি ভাবঃ। এবঞ্চেদমনুমানমব সুস্থিরং ভবতি। বিমতা বুদ্ধিবাসনান্বিতপ্রতিবিম্ববত্যো ভবিতুমর্হন্তি বুদ্ধ্যবস্থাবিশেষত্বাৎ বুদ্ধিবৃত্তিবদিতি ॥ ১৫৪ ॥

এবং জীবেশ্বরয়োর্মায়িকত্বং শ্রুত্যুক্তমুপপাদিতমুপসংহরতি মায়াভাসেনেতি। ননু জীবেশয়োর্মায়িকত্বে সমানে কথমবান্তরভেদসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য অস্পষ্টস্পষ্টোপাধিমত্ত্বেন মেঘাকাশজলাকাশাবিব তদ্বিদ্ধিরিত্যাহ মেঘাকাশেতি ॥ ১৫৫ ॥

পায়, সেইরূপ অন্তঃকরণেতে সেই প্রতিবিম্বিত চিদাভাস অস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে; সুতরাং উহা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না ॥ ১৫৩ ॥

জগতের কারণস্বরূপ সেই চৈতন্যাভাসই পশ্চাৎ বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, এইনিমিত্তই সেই চিদাভাস বুদ্ধিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধির বাসনাই চৈতন্যের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট, ইহাই অনুমিত হয় ॥ ১৫৪ ॥

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, মায়াই পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উভয়বিধ আভাসদ্বারা এক অখণ্ডচৈতন্যকে জীব ও ঈশ্বররূপে কল্পনা করে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জীব ও ঈশ্বর উভয়ই এক মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে আর জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি রহিল? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যেমন একই আকাশ মেঘেতে প্রতিবিম্বিত হইলে অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় এবং ঐ আকাশ জলেতে প্রতিবিম্বিত হইলে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়; সেইরূপ একই অখণ্ডচৈতন্য উভয়বিধ আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান

মেঘবদ্ বর্ত্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ।
ধীবাসনাচিদাভাসস্তুষারস্থাম্বুবৎ স্থিতঃ ॥ ১৫৬ ॥
ধীবাসনাচিদাভাসঃ শ্রুতৌ মায়ী মহেশ্বরঃ।
অন্তর্যামী চ সর্ব্বজ্ঞো জগদ্যোনিঃ স এব হি ॥ ১৫৭ ॥
সীষুপ্তমানন্দময়ং প্রকৃত্যৈবং শ্রুতির্জগৌ।

ঈশস্য মেঘাকাশসাম্যং স্ফুটীকরোতি মেঘবদিতি ॥ ১৫৬ ॥

মায়াপ্রতিবিম্বস্যেশ্বরত্বে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিরেবেত্যাহ ন্যায়াধীন ইতি। ন কেবলমীশ্বরত্বমস্য শ্রুতম্ অপি ত্বন্তর্যামিত্বাদিকমপি ধর্ম্মজাতং শ্রুতমস্যেত্যাহ অন্তর্যামীতি ॥১৫৭

ননু ধীবাসনাপ্রতিবিম্বস্যেশ্বরত্বাদিকং কথং শ্রুতিসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য তদুপপাদিকাং শ্রুতিং দর্শয়তি সীষুপ্তমিতি সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো ন্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ

হন। যখন সেই অখণ্ডচৈতন্য বাসনাবিশিষ্ট হয়, তখনই জীব, আর যখন চিদাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ॥ ১৫৫ ॥

মায়া মেঘের ন্যায় অবস্থিত আছে। যেমন মেঘেতে জল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ বাসনাতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যেমন জলেতে আকাশ নির্ম্মলরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে চিদাভাস প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব জীব মেঘাকাশের ন্যায় অব্যক্ত এবং ঈশ্বর জলাকাশের ন্যায় সুব্যক্তরূপে প্রতীয়মান হইল ॥ ১৫৬ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, সেই মায়ার অধীন চিদাভাসই মায়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ এবং জগদ্যোনি নামে কীর্ত্তিত হন। যখন তিনি চিৎশক্তি মায়াকে আশ্রয় দেন তখন তাঁহাকে মায়ী বলা যায়, তিনি মায়াবিহীন হইলেই মহেশ্বর নামে অভিহিত হয়েন, তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা যায়। সেই অন্তর্যামী পুরুষ বিশ্বের সকল বিষয় অবগত আছেন; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব সেই মহাপুরুষকে জগদ্যোনি বলিয়া থাকে ॥ ১৫৭ ॥

বুদ্ধি ও বাসনার প্রতিবিম্বস্বরূপ চিদাভাসকে ঈশ্বরাদি নামে অভিহিত করা যে সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এই বিষয়ে বলিতেছেন।—শ্রুতিতে উক্ত

এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি সোঽয়ং বেদোক্ত ঈশ্বরঃ ॥ ১৫৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকে তস্য নৈব বিপ্রতিপদ্যতাম্।
শ্রুতার্থস্যাবিতর্ক্যত্বান্মায়ায়াং সর্ব্বসম্ভবাৎ ॥ ১৫৯ ॥
অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৬০ ॥

প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ইত্যাদিকা শ্রুতির্ধীবাসনাপ্রতিবিম্বস্বরূপস্যানন্দময়স্যেশ্বরত্বাদিকং প্রতিপাদয়তীত্যাহ ॥ ১৫৮ ॥

ননু আনন্দময়স্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকম্ অনুভববিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিক ইতি। কুত ইত্যত আহ শ্রুতেতি। ইতোঽপি ন বিপ্রতিপত্তিঃ কার্য্যেত্যাহ মায়ায়ামিতি ॥ ১৫৯ ॥

নন্বনুকূলযুক্ত্যভাবে শ্রুতিরপি যাবদ্বচনবাক্যবদর্থবাদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিপ্রামাণ্যসিদ্ধয়ে সর্ব্বেশ্বরত্বাদিকমুপপাদয়তি অয়মিতি। অয়মানন্দময়ো যজ্জায়দাদিবিশ্বং সৃজতি তন্ন কেনাপি অন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে অতোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর ইত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥

হইয়াছে যে, সুষুপ্তিকালে যে আনন্দময়কোষ বর্ত্তমান থাকে, সেই আনন্দময়কোষই সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বজ্ঞ। অতএব তিনিই বেদোক্ত ঈশ্বরশব্দের বাচ্য হন ॥ ১৫৮ ॥

আনন্দময়কোষের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি গুণ সকল অনুভববিরুদ্ধ। অতএব তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বরাদি বলিয়া অভিহিত করা যে অযৌক্তিক নহে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—যেহেতু শ্রুতির কথিত বিষয়ে বিতর্ক করা অকর্ত্তব্য। কোনরূপেও শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থের প্রতি বিতর্ক করা উচিত নহে, শ্রুতিতে যাহা উক্ত আছে, তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। যেহেতু সকলই মায়ার কার্য্য মায়াতে সকলই সম্ভব হয়, তাহাতে কোন কার্য্যই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না ॥ ১৫৯ ॥

শ্রুতিতে যে সেই আনন্দময়কে সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এমন কোন অনুকূল যুক্তি নাই যে, তাহার প্রামাণ্য বোধ হইতে পারে। এই সংশয়ে শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ কহিতেছেন, এই ঈশ্বর বিশ্বরচনাদি যে কিছু কার্য্য করেন, তাহার অন্যথা করিতে

অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাভিস্তু বেষ্টিতা।
তাভিঃ ক্রীড়ীকৃতং সর্ব্বং তেন সর্ব্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥ ১৬১ ॥
বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং ন দৃশ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধিষু তদ্ দৃষ্ট্বা বাসনাস্বনুমীয়তাম্ ॥ ১৬২ ॥
বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোষেষ্বন্যত্র চৈবহি।

ইদানীং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপাদয়তি অশেষেতি। তত্র হেতুং প্রজ্ঞানে কারণভূতে কার্য্যভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনা নিবসন্তি তাভিশ্চ বাসনাভিঃ সর্ব্বং জগৎ ক্রীড়ীকৃতং বিষয়ীকৃতং তেন সর্ব্ববুদ্ধিবাসনাবদ্ধজ্ঞানোপাধিকত্বেন সর্ব্বজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬১ ॥

ননু যদি সর্ব্বজ্ঞত্বমস্তি তৎ কুতো নানুভূয়তে ইত্যাশঙ্ক্য তদুপাধীনাং বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ নানুভব ইত্যাহ বাসনানামিতি। কথং তর্হি তদবগম ইত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্ববুদ্ধিষ্বিতি। সর্ব্ববুদ্ধিনিষ্ঠং সর্ব্বজ্ঞত্বং স্বকারণভূতবাসনাগতসর্ব্বজ্ঞত্বপুরঃসরং ভবিতুমর্হতি অন্যথা নিষ্ঠকর্ত্তৃবিশিষ্টত্বাৎ পটগতরূপাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬২ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপাদ্য এষোঽন্তর্যামীতি শ্রুত্যুক্তমন্তর্যামিত্বমুপপাদয়তি বিজ্ঞানময়েতি। অন্যত্র পৃথিব্যাদৌ তিষ্ঠন্ যময়তি যতস্তেনৈবান্বয়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্টেই শ্রুতিতে তাঁহাকে ঈশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ শব্দে উক্ত করিয়াছেন ॥ ১৬০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদনবিষয়ে প্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু জগতের প্রাণিবর্গের বুদ্ধি; বাসনা সকলই সেই ঈশ্বরে অবস্থিত হয় এবং সেই সকল বুদ্ধির বাসনাদ্বারাই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে; সুতরাং সেই সকল বুদ্ধি ও বাসনা ঈশ্বরের অধীন, এই নিমিত্ত সেই ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় ॥ ১৬১ ॥

যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে যে তাঁহার অনুভব হয় না, এই সংশয়ে বলিতেছেন—বুদ্ধি ও বাসনা সকল প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্বেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু সকলের বুদ্ধিতেই সর্ব্বজ্ঞত্বের উপলব্ধি করিয়া সকল পদার্থেই সর্ব্বজ্ঞত্বের অনুমান কর ॥ ১৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণে ঈশ্বরের

অন্তরিষ্ঠম্ নয়তি বিশ্বমন্তর্যামিতা স্মৃতঃ ॥ ১৫২ ॥
বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নন্তরোঽন্যো যমাত্মা বুদ্ধিমন্তরঃ।
যমন্তরয়তে বুদ্ধিং বেদেন বোধিতম্ ॥ ১৫৪ ॥
তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা।
সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥ ১৫৫ ॥
পটাদপ্যন্তরস্তন্তুস্তন্তোরপ্যংশুরান্তরঃ।

অস্মিন্নর্থেঽন্তর্যামিব্রাহ্মণং কৃত্স্নং প্রমাণমিতি দর্শয়িতুং তদেকদেশভূতয়ো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্নিত্যাদিবাক্যম্ অর্থতোঽনুক্রামতি বুদ্ধাবিতি ॥ ১৫৪ ॥

ইদানীমন্তর্যামিব্রাহ্মণস্য প্রতিপর্য্যায়ব্যাখ্যানে গ্রন্থবাহুল্যভয়াৎ ব্যাখ্যানস্য সর্ব্বপর্য্যায়সঞ্চারিত্বসিদ্ধয়ে যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বিতি ব্যাচচক্ষাণায়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নিত্যস্যার্থং সদৃষ্টান্তমাহ তন্তুঃ পট ইতি ॥ ১৫৫ ॥

ননূপাদানতয়া সর্ব্বত্রায়মবস্থিতশ্চেৎ কিমিতি সর্ব্বত্র নোপলভ্যত ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বান্তর-

---

অন্তর্যামিত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—সেই ঈশ্বরই বিজ্ঞানময়কোষ প্রভৃতি পঞ্চকোষ ও অন্যান্য বস্তু সকলের অন্তরেতে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে যথানিয়মে নিযুক্ত করেন, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে অন্তর্যামী বলা যায়। সেই ঈশ্বরই যে পৃথিবী প্রভৃতি সকল পদার্থের অন্তরে অবস্থিত আছেন, ইহাই সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ॥ ১৬৩ ॥

বেদে উক্ত আছে যে যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তর হয়েন এবং যিনি বুদ্ধিময় হইয়াও বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন, তিনিই বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধিকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই নিয়োগানুসারে কার্য্যবিশেষে বুদ্ধি সকল বিশেষ বিশেষরূপে পরিণত হয়। যেমন বস্ত্রের উপাদান কারণ সূত্র সকল বস্ত্রেতে অবস্থিতি করে, সেইরূপ জগতের সর্ব্বপদার্থের উপাদান কারণস্বরূপ সেই ঈশ্বর সকল পদার্থেই অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

যদি ঈশ্বর সকল পদার্থেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বদা সকল পদার্থে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এই সংশয়ে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরই যাবতীয় পদার্থের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অন্ত-

আন্তরত্বস্য বিশ্বাদের্যত্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬ ॥
দ্বিত্রান্তরত্বকষ্টাদ্যা দর্শনেঽপ্যয়মান্তরঃ।
ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামিব নির্ণয়ঃ ॥ ১৬৭ ॥
পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোর্বপুর্যথা।
সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ সর্ব্বমস্য বপুস্তথা ॥ ১৬৮ ॥

ত্বাদিত্যাহ পটাদপীতি। অবেদমনুমানম্ আন্তরত্বতারতম্যং ক্বচিদ্ বিশ্বাদ্যং তারতম্যত্বাদনুত্বতারতম্যবদিতি ॥ ১৬৬ ॥

নন্বান্তরত্বেঽপ্যস্যাভিবদন্তর্যামিণো দর্শনং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিব বাহ্যত্বাভাবান্ন দৃশ্যত ইত্যভিপ্রায়েণাহ দ্বিত্যান্তরত্বেতি। কুতস্তর্হি তন্নির্ণয় ইত্যত আহ তত ইতি। অচেতনস্য চেতনাধিষ্ঠানমন্তরেণ প্রত্যক্ষানুপপত্তিযুক্তি. শ্রুতিস্তু উদাহৃতৈব ॥ ১৬৭ ॥

যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরমিত্যস্যার্থমাহ পটরূপেণেতি। পটরূপেণাবস্থিতস্য তন্তোঃ পটঃ বপুঃ যথা এবং সর্ব্বরূপেণাবস্থিতস্য সর্ব্বং শরীরমিত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥

স্তরে কোন পদার্থই নাই। যেমন বস্ত্রের অভ্যন্তরে তন্তু অবস্থিত আছে এবং সেই তন্তুর অভ্যন্তরে অংশু অবস্থিতি করে, ইত্যাদিরূপে যাহাতে অভ্যন্তরত্বের নিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে এইরূপে অনুমান কর ॥ ১৬৬ ॥

যদি ঈশ্বরের সর্ব্বান্তর্যামিত্ব স্বীকার করিলে, তবে তাঁহার দর্শন হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও তিনি সকলের অন্তর্যামী বটেন, তথাপি তাঁহার দুই তিন ব্যবধান আছে, তাহাতেই ঈশ্বরকে কেহ দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না। সেই সকল ব্যবধানদ্বারা তাঁহাকে অন্তর করিয়া রাখে। সর্ব্বান্তর্যামি পরমেশ্বর রূপবিহীন; সুতরাং তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না, কেবল শ্রুতি ও যুক্তিপ্রমাণদ্বারা তাঁহাকে নিরূপণ করিতে হয় ॥ ১৬৭ ॥

যেমন সূত্র সকল বস্ত্ররূপে পরিণত হইলে, সেই সকল বস্ত্রকে সূত্রের শরীরমাত্র বলা যায়, সেইরূপ ঈশ্বর জগতের যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করেন, এইনিমিত্ত সকল পদার্থকেই ঈশ্বরের শরীর বলিয়া গণনা করা যায়। জগতের সমুদায় পদার্থই তাঁহার অংশস্বরূপ, কোন বস্তুই ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহে; সুতরাং ঈশ্বরকে জগন্ময় বলা যায় ॥ ১৬৮ ॥

তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারবলনাদৌ পটস্তথা।
অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥ ১৬৯ ॥
তথান্তর্যাম্যয়ং যত্র যথা বাসনয়া যথা।
বিক্রীয়তে তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৭১ ॥
সর্ব্বভূতানি, বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ।

যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তীতি বাক্যস্য তাৎপর্য্যং সদৃষ্টান্তমাহ তন্তোরিতি শ্লোকদ্বয়েন। তন্তুসঙ্কোচাদিনা পটসঙ্কোচাদির্যথা ভবতি ॥ ১৬৯ ॥

এবং পৃথিব্যাদিষূপাদানত্বেন স্থিতোঽন্তর্যামী যথা যথা বাসনয়া যথা যথা ঘটাদিকার্য্যরূপেণ বিক্রিয়তে তথা তত্তৎকার্য্যজাতং তথা তথাঽবশ্যং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৭০ ॥

এবমন্তর্যামিপ্রতিপাদিকাং শ্রুতিমুপন্যস্য স্মৃতিমপ্যুপন্যস্যতি ঈশ্বর ইতি ॥ ১৭১ ॥

সর্ব্বভূতানীতি পদস্যার্থমাহ সর্ব্বভূতানীতি। তে চ হৃদয়পুণ্ডরীকে স্থিতাঃ। ননু

যেমন সূত্র সকল সঙ্কুচিত হইলেই বস্ত্রও সঙ্কুচিত হয়, সূত্রের বিস্তারদ্বারা বস্ত্রও বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং সেই সকল সূত্র আন্দোলিত হইলেই বস্ত্রও আন্দোলিত হয়; সুতরাং সূত্রের যেরূপ শক্তি, বস্ত্রেরও সেই সেই শক্তি আছে, তদ্ভিন্ন বস্ত্রের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। সেইরূপ যে যে বাসনা যে যে স্থানে যে যেরূপে বিকৃত হয়, এই অন্তর্যামী ঈশ্বরও নিশ্চয়ই সেই সেই রূপ হয়েন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, অর্থাৎ অন্তর্যামী ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি যেরূপে ভাবনা করে, তাহার নিকটে তিনি সেইরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

উক্তপ্রকারে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের ব্যাখ্যাদ্বারা তাঁহার অন্তর্যামিত্ব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণে সেই অন্তর্যামিত্ব প্রতিপাদনবিষয়ে ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একষষ্টিতম শ্লোক উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মানবাদি প্রাণিবর্গের দেহযন্ত্রে আরূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়াচক্রদ্বারা পরিভ্রামিত করিয়া তাহাদিগের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৭১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে সর্ব্বভূত শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সর্ব্বভূত শব্দের অর্থ

तदुपादानमूतेयस्तु विक्रियते खलु ॥ १७२ ॥
देहादिपञ्जरं यत्र तदारोहोऽभिमानिता ।
विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत् ॥ १७३ ॥
विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः ।
स्वयमन्येव विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत् ॥ १७४ ॥

तेषां कृती हृद्यवस्थानमित्याशङ्क्य हृद्यन्तर्यामिणो विज्ञानमयाकारेण परिणामादित्याह तदुपादानेति ॥ १७२ ॥

यत्राकढ़ानीत्यत्र पञ्जरोहशब्दयोरर्थमाह देहादीति। भ्रामयन्निति पदस्य प्रकृतार्थं विहितेति ॥ १७३ ॥

इदानीं णिच्प्रत्ययमायापदयोरर्थमाह विज्ञानमयेति ॥ १७४ ॥

বিজ্ঞানময়কোষ; ঐ বিজ্ঞানময়কোষাত্মক ভূতসকল প্রাণিবর্গের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করে এবং তাহাদিগের উপাদান কারণ ঈশ্বর; সুতরাং তিনিও সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতে করিতে বিজ্ঞানময়কোষাত্মক সর্ব্বভূতের বিকারদ্বারা বিকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বিকার শূন্য। কেবল ভূতবর্গের বিকারেই তাঁহাকে বিকৃত বোধ হয়, তাঁহাতে কদাচও বিকার সম্ভবিতে পারে না ॥ ১৭২ ॥

এইক্ষণে পূর্ব্বশ্লোকের উল্লিখিত যন্ত্র শব্দ, আরোহণ শব্দ ও ভ্রমণ শব্দ এই শব্দত্রয়ের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এস্থলে জীববৃন্দের দেহাদিকে যন্ত্র বলা যায়, সেই সেই দেহে যে আত্মার অভিমান, তাহাই আরোহণ শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং বিহিত বা অবিহিত কর্ম্মে যে তাঁহার প্রবৃত্তি তাহাকে ভ্রমণ শব্দের অর্থ বলা যায়। এইক্ষণে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেহেতে আত্মার অভিমানপ্রযুক্তই জীবসকল বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সেই সকল কর্ম্মজনিত সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করত নানাপ্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৭৩ ॥

আত্মা বিজ্ঞানময়রূপে স্বীয় শক্তি মায়াদ্বারা অভিভূত হইলেই তাঁহার বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়; আত্মার ঐ সকল প্রবৃত্তিরূপ বিকারকেই আত্মাকে ভ্রমণ বলা যায়। যেমন কোন একটি যন্ত্র চক্রসংযুক্ত হইলে,

अन्तर्यमयतीत्युक्त्वा यमिनार्थः श्रुती श्रुतः।
पृथिव्यादिषु सर्व्वत्र स्थायीऽयं बोध्यतां धिया ॥ १७५ ॥
जानामि धर्म्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्म्मं न च मे निवृत्तिः।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥ १७६ ॥
नार्थः पुरुषकारेणेत्येवं मा मन्यतां यतः।

श्रीतस्य यमयतीति पदस्याप्ययमेवार्थः इत्याह अन्तर्यमयतीति। उक्तव्याख्यानं पर्य्यायान्तरेऽप्यतिदिशति पृथिव्यादिष्विति ॥ १७५ ॥

प्रवृत्तिजातस्य सर्व्वेश्वराधीनत्वं वचनान्तरमुदाहरति। जानामि धर्म्ममिति ॥ १७६ ॥

তাহা পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ আত্মাও মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ১৭৪ ॥

অন্তর্যামী শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থেই এই প্রকারে অন্তর্যামীর সত্ত্বা আছে, প্রাজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুব্যক্তি স্বীয় প্রজ্ঞা শক্তিদ্বারা এইরূপে বিচার করিয়া এতদ্বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ করিবে ॥ ১৭৫ ॥

সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর জীবের শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করেন, এইবিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—কোন ধর্ম্মসাধক বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, ইহা বিশেষরূপে অবগত আছি, তথাপি বিহিত কর্ম্ম করিতে আমার স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি নাই এবং সাধুবিগর্হিত অধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিলে পরিণামে ক্লেশসাধক পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে, ইহা বিলক্ষণরূপে জানিয়াও সেই পাপজনক নিষিদ্ধ কর্ম্মে আমার নিবৃত্তি হয় না। অতএব কোন অতীন্দ্রিয় পুরুষ আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, আমি তাহাই করি। আমার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুই নাই; কেবল সেই হৃদয়স্থ দেবের নিয়োগানুসারেই শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকি। তিনি যখন যেরূপ বুদ্ধিপ্রদান করেন, আমি তাহাই করি; সুতরাং পুরুষের কৃতিসাধ্য কিছুই নাই, হৃদয়স্থ অন্তর্যামী পুরুষের আজ্ঞাতেই সকল কার্য্য হইয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তিও যদি ঈশ্বরের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে

ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে ॥ ১৩৩ ॥
ইদৃগ্‌বোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্নৈব বাধ্যতাম্।
তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ ॥ ১৩৮ ॥
তাবতা মুক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।
শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্ ॥ ১৩৯ ॥

ননু প্রবৃত্তেরীশ্বরাধীনত্বে পুরুষপ্রযত্নো ব্যর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পুরুষপ্রযত্নস্যাপীশ্বররূপত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি নার্থ ইতি। অর্থঃ প্রয়োজনং পুরুষকারঃ পুরুষপ্রযত্নঃ ॥ ১৩৩ ॥

ননু পুরুষপ্রযত্নস্যাপীশ্বররূপত্বে যময়তি শাসয়তীতি প্রতিপাদিতমন্তর্যামিপ্রেরণং তথা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তদ্বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বজ্ঞানলক্ষণফলস্য সত্ত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি। ইদৃগিতি। ইদৃগ্‌বোধেনেশস্য পুরুষকারাদিরূপেণাবস্থানজ্ঞানেন প্রবৃত্তিঃ অন্তর্যামিরূপেণ প্রেরণা ॥ ১৩৮ ॥

আত্মনোঽসঙ্গত্বজ্ঞানেনাপি কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ তাবতেতি। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতস্যানতিক্রমণীয়ত্বে স্মৃতিং দর্শয়তি শ্রুতিস্মৃতীতি ॥ ১৩৯ ॥

পুরুষের যত্নও বিফল বলিয়া বোধ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় পুরুষপ্রযত্নের ঈশ্বরস্বরূপত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যদি অন্তর্যামী ঈশ্বরস্বরূপ আত্মাই জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া জীবগণকে সর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং এইরূপে ঈশ্বরেরই সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়, তথাপি পুরুষের কৃতিসাধ্য যে কিছুই নাই, এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরই পুরুষের কৃতিসাধ্যরূপে পরিণত হয়েন, অতএব সকল কার্য্যে পুরুষের প্রযত্নই প্রধান কারণ ॥ ১৭৭ ॥

যদি সর্ব্বকার্য্যেই পুরুষপ্রযত্ন প্রধান কারণ এবং সেই ঈশ্বরই পুরুষ প্রযত্নরূপে পরিণত হয়েন; ইহাই প্রতিপন্ন হইল, তথাপিও ঈশ্বরই যে জীব সকলকে সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভকার্য্যে নিয়োগ করেন, ইহার অন্যথা হয় না। যেহেতু ঈশ্বরই সর্ব্বকার্য্যে সকলকে নিযুক্ত করেন, এইরূপ বোধ হইলেই অনায়াসে জীবের অসঙ্গানন্দরূপত্ব বোধগম্য হয় ॥ ১৭৮ ॥

ঈশ্বরই সকলকে সর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করেন, এইরূপ জ্ঞান হইয়া জীবের

आज्ञाया भीतिहेतुत्वं भीषास्मादिति हि श्रुतम्।
सर्व्वेश्वरत्वमेतत् स्यादन्तर्यामित्वतः पृथक्॥ १८०॥
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः।
अन्तः प्रविष्टः शास्तायं जनानामिति च श्रुतिः॥ १८१॥
जगद्योनिर्भवेदेष प्रभवाप्ययकृद् यतः।

श्रुत्यापीश्वरस्य भीतिहेतुत्वमुक्तमित्याह आज्ञाया इति। ईश्वरस्य भीतिहेतुत्वं किमर्थमुक्तमित्याशङ्क्य सर्व्वेश्वरत्वस्यान्तर्य्यामित्वतः पार्थक्यसिद्धय इति मत्वाह सर्व्वेश्वरत्वमिति॥१८०॥

बहिरन्तश्चेश्वर एव नियामक इत्यतः श्रुतिद्वयमाह एतस्य वा इति॥ १८१॥

क्रमप्राप्तस्य एष योनिरित्यस्यार्थमाह जगद्योनिरिति। प्रतिज्ञातार्थं प्रभवाप्ययौ हि

অসঙ্গানন্দরূপ বোধ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বপ্রকার শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। আর সেই সকল শ্রুতি স্মৃতিও ঈশ্বরের আজ্ঞা-সূচক বাক্যস্বরূপ, অতএব কদাচ তাহা অনাদরণীয় নহে। শ্রুতি ও স্মৃতি কথিত বাক্য সকলও ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া জানিবে॥ ১৭৯॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঈশ্বরের আজ্ঞাপ্রতিপালন না করিলে বিশেষরূপ অমঙ্গলঘটনা হয়; সুতরাং ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘনে সকলেরই অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব অন্তর্যামী পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব স্পষ্ট-প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি যদি সকলের প্রভু না হইবেন এবং সাধারণের প্রতি তাঁহার শাসনের ক্ষমতা না থাকিবে, তবে তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন কাহারও ভয়ের কারণ হইত না॥ ১৮০॥

শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, সেই অনাদিনিধন ঈশ্বরের অপ্রতিহত শাসনেই এই অপরিসীম জগতের কার্য্য চলিতেছে এবং এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই শাসনের অধীন, আর সেই ঈশ্বরই জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে শাসন করিতেছেন। তিনি প্রাণিবর্গের বাহ্যে ও অন্তরের শাসনপ্রণালী বিধান করিয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে অন্তর্য্যামী পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইল॥ ১৮১॥

সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কর্ত্তা; অতএব

আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ মতৌ ॥ ১৮২ ॥
আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ পটো যদ্বৎ প্রসারিতঃ ॥ ১৮৩ ॥
পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মক্ষয়বশাৎ সংকোচিতপটো যথা ॥ ১৮৪ ॥

ভূতানামিতি বাক্যং হেতুত্বেন যোজয়তি প্রভবেতি। প্রভবাপ্যয়ৌ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ তৎকর্তৃত্বা-জ্জগদ্যোনিরিত্যর্থঃ উৎপত্তিপ্রলয়শব্দাবাবির্ভাবতিরোভাবমর্থমাহ আবির্ভাবেতি। উৎপত্তিপ্রলয়ৌ আবির্ভাবতিরোভাবৌ প্রসাধিতি যোজনা ॥ ১৮২ ॥

আবির্ভাবকারিত্বং দৃষ্টান্তমুপপাদয়তি আবির্ভাবয়তীতি। যথা সঙ্কুচিতচিত্রপটঃ স্বস্য প্রসারণেন স্বনিষ্ঠানি চিত্রাণ্যাবির্ভাবয়তি এবমীশোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৮৩ ॥

তস্যৈব প্রলয়কারণত্বং দর্শয়তি পুনরিতি। স এব পটঃ সঙ্কুচিতচিত্রাণি যথা তিরোভাবয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

তাঁহাকে জগৎযোনি বলা যায়। তিনি ভিন্ন এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই; সুতরাং জগতের কর্ত্তা আর কাহাকেও বলা যায় না। জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই উৎপত্তি ও প্রলয় বলিয়া থাকে। বাস্তবিক এই জগতে কোন পদার্থের উৎপত্তিও নাই এবং কোন পদার্থের বিনাশও নাই, যখন কোন পদার্থ আবির্ভূত হয়, তখনই তাহার উৎপত্তি এবং যখন সেই পদার্থের তিরোভাব হয়, তখনই সেই পদার্থের বিনাশ হইল, ইহাই প্রতীয়মান হয় ॥ ১৮২ ॥

যেমন একখণ্ড বস্ত্র প্রসারিত করিলে, সেই বস্ত্রমধ্যগত চিত্রিত পুত্তলিকা সকল প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর প্রলয়কালে জীবের কর্ম্ম পরিপাক বশতঃ স্বীয় শরীরে বিলীন এই জগৎকে প্রকাশিত করেন, ইহাকেই জগতের উৎপত্তি বলা যায়। এই জগতের যাবতীয় পদার্থ ঈশ্বরেতে বিদ্যমান আছে, তিনিই সময় সময় প্রকাশ ও সময় সময় স্বীয় শরীরে বিলীন করিয়া থাকেন ॥ ১৮৩ ॥

যেমন প্রসারিত বস্ত্রখণ্ড সঙ্কুচিত করিলে ঐ পটস্থিত চিত্রপুত্তলিকা সকল তিরোহিত হয়, সেইরূপ জীবদিগের কর্ম্মক্ষয় হইলেই প্রলয়কালে

रात्रिवत्सौ सुप्तिजागरावुन्मीलननिमीलने।
तूष्णीम्भावमनोराज्ये इव दृष्टिलयाविमौ ॥ १८५ ॥
आविर्भावतिरोभावशक्तिमत्त्वेन हेतुना।
आरम्भपरिणामादिवीद्यानां नात्र सम्भवः ॥ १८६ ॥
अचेतनानां हेतुः स्याज्जाड्याद्यैनेश्वरस्तथा।

आविर्भावतिरोभावयोर्दृष्टान्तान्तराणि दर्शयति रात्रिवत्सावेति ॥ १८५ ॥

नन्वीश्वरस्य जगद्योनित्वं किमारम्भकत्वेन किं वा तदाकारपरिणामित्वेन नाद्यः अद्वितीयस्य द्वितीयारम्भकत्वायोगात् न द्वितीयः निरवयवस्य परिणामासम्भवादित्याशङ्क्य विवर्त्तवादाश्रयणान्नार्य दोष इति परिहरति आविर्भावेति ॥ १८६ ॥

नन्वेक एवेश्वरः कथं चेतनाचेतनजगदुपादानं भविष्यतीत्याशङ्क्य उपाधिप्राधान्येना-

---

পুনর্ব্বার এই জগৎকে জগদীশ্বর স্বীয় শরীরে বিলীন করেন। ইহাকেই জগতের প্রলয় বলে, এইরূপে আবির্ভাব তিরোভাবদ্বারাই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥১৮৪॥

যেমন জীবদিগের রাত্রি ও দিবা, সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থা, চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন এবং তুষ্ণীম্ভাব ও মুখরতা এই সকল অবস্থাতে জ্ঞানের তিরোভাব ও আবির্ভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেতে জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাবকে প্রলয় ও উৎপত্তি বলা যায় ॥ ১৮৫ ॥

ঈশ্বরকে যে জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি কি জগতের নিমিত্তকারণ কিম্বা পরিণামীকারণ? এই আশঙ্কায় বক্তব্য এই যে,—তাঁহাকে নিমিত্তকারণ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তিনি অদ্বিতীয় কারণ, সুতরাং তাঁহার নিমিত্তকারণত্ব সম্ভব হয় না এবং ঈশ্বরকে পরিণামীকারণও বলিতে পারা যায় না; কারণ যিনি নিরবয়ব, তাঁহাকে পরিণামীকারণরূপে স্বীকার করা অবিধেয়। ঈশ্বরের জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব করিতে শক্তি আছে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ কিম্বা পরিণামীকারণ কিছুই বলিতে পারা যায় না। পরন্তু ইহাতেই নিমিত্তকারণবাদী ও পরিণামীকারণবাদীদিগের মত নিরস্ত হইয়াছে ॥১৮৬॥

এক ঈশ্বর কিরূপে চেতন ও অচেতনাত্মক জগতের কারণ হইতে পারেন,

चिदाभासांशतस्त्वेव जीवानां कारणं भवेत् ॥ १८७ ॥
तमः प्रधानः चेत्राणां चिन्प्रधानश्चिदात्मनाम् ।
परः कारणतामेति भावनाज्ञानकर्म्मभिः ॥ १८८ ॥
इति वार्त्तिककारेण जड़चेतनहेतुता ।
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥ १८९ ॥
अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ।

चेतनोपादानं चित्प्राधान्येन चेतनोपादानञ्च भविष्यतीत्याह अचेतनानामिति ॥ १८७ ॥

नन्वु मायाविन ईश्वरस्य जगत्कारणत्वप्रतिपादनमनुपपन्नं सुरेश्वराचार्यैः परमात्मन एव तदभिधानादिति शङ्कयेन शङ्कते तमः प्रधान इति। तमः प्रधानः तमोगुणप्रधानः मायोपाधिकः चेत्राणां शरीरादीनां भावनाज्ञानकर्म्मभिः भावनाः संस्काराः ज्ञानं देवताज्ञानादि, कर्म्म पुण्यापुण्यलक्षणं तैर्निमित्तभूतैरित्यर्थः ॥ १८८ ॥ १८९ ॥

त्वं पदार्थ इव तत्पदार्थेऽप्यधिष्ठानारोप्ययोरन्योऽन्याध्यासस्य विवक्षितत्वात् नैवमिति परिहरति अन्योऽन्याध्यासमिति ॥ १९० ॥

এই আশঙ্কায় মীমাংসা করিতেছেন।—সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর জড়স্বরূপ উপাধিদ্বারা অচেতন বস্তুর হেতু হয়েন এবং চিদাভাসদ্বারা সচেতন জীবদিগের কারণ হয়েন। অতএব একই ঈশ্বর উভয়বিধ উপাধিদ্বারা উভয়াত্মক জগতের উপাদান বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন ॥ ১৮৭ ॥

সুরেশ্বরাচার্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, এক পরব্রহ্মই জড় ও জীব উভয়ের কারণ। তিনি মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া শরীরাদি জড়পদার্থের এবং চিৎস্বরূপ রূপে চিন্ময়জীবের কারণস্বরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। অতএব একই ঈশ্বর যখন মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহাকে শরীরাদি জড়পদার্থের কারণ বলা যায় এবং যখন তিনি নিরুপাধি চিৎস্বরূপ হন, তখনই চিন্ময়জীবের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৮৮ ॥

বার্ত্তিক সূত্রকার সুরেশ্বরাচার্য্য এইরূপে এক পরব্রহ্মকেই জড় ও চেতন উভয়পদার্থের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও জগতের কর্ত্তৃত্ব নাই। কেবল অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই অখিল জগতের কর্ত্তা ॥ ১৮৯ ॥

সুরেশ্বরাচার্য্য আরও বলিয়া থাকেন যে, যেমন জীব ও কূটস্থচৈতন্য

ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিদ্ধং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ ॥ ১৯০ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম তস্মাত্ সমুত্থিতাঃ ।
খং বায়ুগ্নিজলোর্ব্বীষধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১৯১ ॥
আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা ।
হেতীষ্ব সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস দুষ্যতে ॥ ১৯২ ॥

ননু সুরেশ্বরাচার্য্যৈরীশ্বরব্রহ্মণোরন্যোঽন্যাধ্যাসঃ সিদ্ধবৎকৃত্য ব্যবহৃত ইতি কুতোঽবগম্যতে ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুত্যর্থপর্য্যালোচনবশাদিতি দর্শয়িতুং শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি সত্যমিতি ॥ ১৯১ ॥

ভবত্বেষা শ্রুতিরনয়া কথমন্যোঽন্যাধ্যাসাবগতিরিত্যত আহ আপাতেতি। যদি তস্মাৎ শ্রুতৌ সত্যাদিলক্ষণস্য নির্গুণস্য ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বং জগৎকারণস্য মায়াধীনচিদাভাসস্য চ সত্যত্বমাপাততঃ প্রতীয়মানমন্যোঽন্যাধ্যাসমন্তরেণ ন ঘটত ইতি ভাবঃ ॥১৯২ ॥

ইহাদিগের অন্যোন্যধ্যাস আছে, সেইরূপ ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াই ঈশ্বরের শরীরাদি জড়পদার্থ ও চিন্ময়জীবের কারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯০ ॥

সুরেশ্বরাচার্য্য যে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যিনি সনাতন চিন্ময় অনন্তরূপী পরমব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সকল ভূত এবং ওষধি, অন্ন ও দেহ এই সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯১ ॥

শ্রুতিপ্রমাণদৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পরমব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস কিরূপে প্রতিপন্ন হইল, এই আশঙ্কায় ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস নিরূপণ করিতেছেন।—সামান্য দৃষ্টিতে অনুভব হয় যে, পরমব্রহ্ম হইতে এই অনন্ত জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে ও সেই সনাতন পরমব্রহ্মই এই জগতের কারণ; বাস্তবিক তাহা নহে, ঈশ্বর হইতেই এই অপরিসীম জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ঐরূপ জ্ঞানকে অন্যোন্যাধ্যাস বলা যায়, যেহেতু অন্যোন্যাধ্যাস ব্যতিরেকে সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ নির্গুণ জগৎকারণ ব্রহ্মের চিদাভাসত্ব জ্ঞানের সম্ভব হয় না ॥ ১৯২ ॥

অন্যোন্যাধ্যাসকৃতীঽস্যাবস্থিতিঃ পটী যথা।
ঘট্টিতৈকতামেতি তদ্বদ্ ভ্রান্ত্যৈকতাগতঃ ॥ ১৯৩ ॥
মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ।
তদ্বদ্ ব্রহ্মেশয়োরৈক্যং পশ্যন্ত্যাপাতদর্শিনঃ ॥ ১৯৪ ॥
উপক্রমাদিভির্লিঙ্গৈস্তাত্পর্য্যস্য বিচারণাৎ।
অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেষ মহেশ্বরঃ ॥ ১৯৫ ॥

এবমন্যোঽন্যাধ্যাসসিদ্ধমীশ্বরব্রহ্মণোরৈকত্বং পূর্ব্বোদাহৃতঘট্টিতপটদৃষ্টান্তস্মরণেন দৃঢ়য়তি অন্যোঽন্যেতি ॥ ১৯২ ॥

ভ্রান্ত্যৈকত্বাপত্তৌ দৃষ্টান্তমভিধায়াপাতদর্শিনাং ভেদাপ্রতীতৌ পূর্ব্বোক্তমেব দৃষ্টান্তান্তরং দর্শয়তি মেঘাকাশেতি। ঐক্যং পশ্যন্তি ন ভেদমিত্যর্থঃ ॥ ১৯৪ ॥

কুতস্তর্হি ব্রহ্মেশয়োর্ভেদাবগতিরিত্যত আহ উপক্রমেতি। উপক্রমোপসংহারাভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাত্পর্য্যনির্ণয় ইত্যুক্তেঃ ষড়্বিধৈর্লিঙ্গৈঃ শ্রুতিতাত্পর্য্যবিচারণে সতি ব্রহ্মাসঙ্গং মায়াবী সৃজত্যেবমবগম্যত ইতি শেষঃ ॥ ১৯৫ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার অন্যোন্যাধ্যাসদ্বারাই ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের একত্ব প্রতীয়মান হয়, এই বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন,—যেমন পট্টখণ্ডকে মণ্ডদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে তাহা একাকার হয়, সেইরূপ অন্যোন্যাধ্যাস বশতঃ লোকের ভ্রান্তি উপস্থিত হইলেই ঈশ্বর ও পরমব্রহ্ম এই উভয়ের স্বরূপে একরূপত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ১৯৩ ॥

যেমন সামান্য বুদ্ধিতে মেঘাকাশ ও মহাকাশ এই উভয়ের যে কি প্রভেদ আছে, তাহা প্রতিভাত হয় না, অর্থাৎ সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ মেঘাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ অনুভব করিতে পারে না। সেইরূপ যে সকল লোক সামান্য বুদ্ধিশালী, সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিতে পারে না, তাহারা ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের প্রভেদ অনুভব করিতে পারে না, তাহারা কেবল ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের ঐক্য অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৯৪ ॥

যাহারা সামান্য বুদ্ধির লোক অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিতে অশক্ত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের প্রভেদ প্রতিভাত হয় না, তথাপি উপক্রম ও উপসংহার প্রভৃতি চিহ্নদ্বারা সূক্ষ্ম রূপ বিচার করিয়া দেখিলে

सत्यं ज्ञानमनन्तञ्चेत्युपक्रम्योपसंहृतः।
यतो वाचो निवर्त्तन्ते इत्यसङ्गत्वनिर्णयः॥ १९६॥
मायी सृजति विश्वं संनिरुद्धस्तत्र मायया।
अन्य इत्यपरा ब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत्॥ १९७॥
आनन्दमय ईशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत।

श्रुतावुपक्रमोपसंहारैकरूप्यप्रदर्शनेनोक्तं ब्रह्मणोऽसङ्गत्वं स्पष्टयति सत्यमिति। अतोऽसङ्गत्वनिर्णयो भवतीति शेषः॥ १९६॥

मायाविन ईश्वरस्य स्रष्टृत्वप्रतिपादिकां श्रुतिमर्थतो दर्शयति मायीति। अज्ञात् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुध्यत इति श्रुतिरीश्वरस्य स्रष्टृत्वं जीवस्य तत्र जगति बहुत्वं दर्शयतीत्यर्थः॥ १९७॥

পরমব্রহ্মের অসঙ্গানন্দস্বরূপত্ব ও মায়াবী ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের কি প্রভেদ হইল? যিনি পরমব্রহ্ম তিনি অসঙ্গানন্দ স্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ও সচ্চিদানন্দ ময়; আর যিনি ঈশ্বর তিনি মায়াবী ও এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগতের কর্তা; সুতরাং পরমব্রহ্ম ও ঈশ্বরের প্রভেদ প্রতিপন্ন হইল॥ ১৯৫॥

শ্রুতিতে যে উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা পরমব্রহ্মের অসঙ্গানন্দরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—উপক্রমেতে নির্ণীত হইয়াছে যে, পরমব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় ও অনন্তস্বরূপ এবং উপসংহারে নিরূপিত হইয়াছে যে, মনঃ ও বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ মনে ধারণ করা যায় না এবং বাক্যদ্বারা বর্ণন করিতে পারা যায় না, তিনি পরমব্রহ্ম; ইহাতেই তাঁহার অসঙ্গানন্দস্বরূপত্ব নিরূপিত হইল॥ ১৯৬॥

অপরাপর শ্রুতিপ্রমাণে জানাযায় যে, মায়াবী ঈশ্বর স্বীয় মায়ায় অবরুদ্ধ হইয়া এই অনন্ত বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ঈশ্বরই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, জগৎ সৃষ্টিবিষয়ে পরমব্রহ্মের কারণতা নাই॥ ১৯৭॥

হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূত্ সূত্রিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥ ১৯৮ ॥
ক্রমেণ যুগপদ্ বৈষা সৃষ্টির্দ্বৈধা যথাশ্রুতি।
দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাৎ দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥ ১৯৯ ॥
সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ।

এবমানন্দময়স্যেশ্বরস্য জগৎকারণত্বং প্রতিপাদ্য তস্মাজ্জগদুৎপত্তিপ্রকারমাহ আনন্দময় ইতি। ইচ্ছিত্বা চ হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূদিত্যন্বয়ঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ সূত্রিরিতি ॥ ১৯৮ ॥

তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাদৌ ক্রমেণ সৃষ্টিশ্রবণাৎ ইদং সর্বমসৃজতেতি যুগপচ্ছ্রবণাচ্চ দ্বৈধ্যোপাদেয়ত্বং কস্য বা হেয়ত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুতিযুক্ত্যুপেতত্বাদুভয়ং যাথার্থ্যমিত্যাহ ক্রমেণেতি। এষা জগৎসৃষ্টির্দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাৎ ক্রমেণ যুগপদ্ বা যথাশ্রুতি দ্বৈধেতি যোজনা। তদুপপত্তির্দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাদিতি। লৌকিকক্রমযুক্তস্য বাক্রমযুক্তস্য চ স্বপ্নপদার্থজাতস্য দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯৯ ॥

হিরণ্যগর্ভস্য স্বরূপং নিরূপয়তি সূত্রাত্মেতি। সূত্রাত্মা পটে সূত্রমিব জগত্যনুস্যূতো আত্মা

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরের জগৎ কারণত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই ঈশ্বর হইতে কিরূপে জগদুৎপত্তি হইয়াছে, তৎপ্রকার প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন সুষুপ্তি অবস্থা ক্রমেতে স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ আনন্দময় ঈশ্বর "আমি বহুশরীরে প্রবিষ্ট হইব" এই সঙ্কল্প করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ হইয়াছেন ॥ ১৯৮ ॥

এই জগৎ সৃষ্টিপ্রকরণ শ্রুতিতে দুই প্রকারে উক্ত হইয়াছে।—প্রথমতঃ সেই ঈশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, ঐ আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, ইত্যাদিক্রমে উত্তরোত্তর অখিল জগৎ সমুৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই ঈশ্বর হইতেই এককালীন জগতের সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌মতই বা আদরণীয় এবং কোন্‌মতই বা উপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন যে, শ্রুতিযুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, উক্ত উভয়মতই আদরণীয়, কোনমতই উপেক্ষিত নহে। এই জগৎসৃষ্টি ক্রমেতেই হউক আর একদাই হউক, শ্রুতিপ্রমাণে উভয়মতেরই প্রামাণ্য জানা যায় এবং স্বপ্নকালে যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহার ও দ্বৈবিধ্য দেখায় ॥ ১৯৯ ॥

এইক্ষণে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন বস্ত্রমধ্যে সূত্র

सर्व्वाहंमानधारित्वात् क्रियाज्ञानादिमत्त्वमात् ॥ २०० ॥
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम्।
लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥ २०१ ॥
सर्व्वतो लाञ्छितो मस्या यथा स्याद् घटितः पटः।
सूक्ष्माकारैस्तथैवास्य वपुः सर्व्वत्र लाञ्छितम् ॥ २०२ ॥

स्वरूपं यस्य सः सूक्ष्मदेहाख्यः सूक्ष्मदेह इत्याख्या यस्य स तथाविधः सर्वजीवघनात्मकः सर्वेषां जीवानां लिङ्गशरीरोपाधिकानां घनात्मकः समष्टिस्वरूपः तत्र हेतुः सर्वाहंमानेति। सर्वेषु व्यष्टिलिङ्गशरीरेषु अहमभिमानत्वादिति भावः। इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वं ॥ २०० ॥

हिरण्यगर्भावस्थायां जगत्प्रतीतौ दृष्टान्तमाह प्रत्यूष इति। प्रत्यूषे उषःकाले ॥ २०१ ॥

एवं लोकप्रसिद्धदृष्टान्तमभिधाय यथा धौत इति पूर्वोक्तस्त्रीकोऽभिहितं लाञ्छितपटं दृष्टान्तयति सर्व्वत इति। तथा घटितः पटो मसीमयैराकारविशेषैर्लाञ्छितो भवति तथा मायिन ईश्वरस्य वपुरपञ्चीकृतभूतकार्यैर्लिङ्गशरीरैर्लाञ्छितमित्यर्थः ॥ २०२ ॥

সকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভও জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। তিনি সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন বটে, অথচ কোনরূপেও লক্ষিত হন না এবং তিনি লিঙ্গশরীরোপাধিক জীবসমূহের সমষ্টিস্বরূপ। সেই হিরণ্যগর্ভই সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গশরীরের অভিমানী এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াদি শক্তিমান্ ॥ ২০০ ॥

যেমন প্রভাতকালে কিম্বা সায়ংসময়ে অল্প অল্প অন্ধকারে জগৎ আবৃত থাকে এবং সেই সময়ে সকল পদার্থই অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, কোনবস্তুই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থাতেও এই অনন্ত জগৎ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ২০১ ॥

যেমন চিত্রিত পটখণ্ডকে মণ্ডদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে সেই বস্ত্রগতমসী পাতাদি চিত্রবর্ণ সকল অব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ঈশ্বরাবয়বদ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সূক্ষ্মরূপ এই জগৎ পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূপ লিঙ্গশরীরদ্বারা লাঞ্ছিত হইলে অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ২০২ ॥

শস্যं वा शाकजातं वा सर्व्वतोऽङ्कुरितं यथा।
कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः॥ २०३॥
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः।
शस्यं वा फलितं यद्वत् तथा स्पष्टवपुर्व्विराट्॥ २०४॥
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तोऽपि पौरुषे।
धात्रादिस्तम्बपर्य्यन्तानेतस्यावयवान् विदुः॥ २०५॥

बुद्ध्यारोहाय वैभवं दृष्टान्तान्तरमाह शस्यमिति॥ २०३॥

एवं सूत्रात्मस्वरूपं विशदीकृत्य तस्यैवावस्थाभेदं पञ्चीकृतभूतकार्य्योपाधिकं विराजं दृष्टान्तद्वयेन विशदयति आतपेति। सूर्य्योदयानन्तरमातपेन प्रकाशितलोक आतपाभालोकः॥ २०४॥

तत्सद्भावे प्रमाणमाह विश्वरूपेति। विश्वरूपाध्यायादौ कीदृक् रूपमुदितमित्याकाङ्क्षायां ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्यन्तं जगत् तद्रूपमुदितमित्याह धात्रादीति॥ २०५॥

শস্য বা শাকজাতি সকল প্রথমাবস্থাতে যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন যেমন ঐ শস্য বা শাকজাতি সকল কোমল থাকে, সেইরূপ এই জগৎও প্রথমাবস্থাতে অতিকোমলরূপে প্রকাশ পায়॥ ২০৩॥

যখন সূর্য্যের প্রখরতর কিরণে জগৎ আলোকিত হয়, তখন যেমন জগতের যাবতীয় পদার্থ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, যেমন বিবিধ বর্ণদ্বারা রঞ্জিত পটখণ্ডের চিত্রপুত্তলিকা সকল সুব্যক্ত প্রকাশ পায় এবং যেমন শস্য ও শাকজাতি সকল ফলবান্ হইলে ঐ শস্য ও শাক সুস্পষ্টপ্রকারে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিরাট্ অবস্থাতে এই জগৎ অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ২০৪॥

পুরুষসূক্তের বিশ্বরূপবর্ণনাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত এই বিশ্ব সেই বিরাটপুরুষের অবয়বস্বরূপ। এই জগতে আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্ত যত পদার্থ আছে, তন্মধ্যে তাঁহার অবয়বভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং এই জগতের সকল স্থানেই সেই বিরাটপুরুষ বিদ্যমান আছেন, কোনস্থলেও তাঁহার অভাব নাই॥ ২০৫॥

ईशसूत्रविराट्वेधोविष्णुरुद्रेन्द्रवह्नयः ।
विघ्नभैरवमैरालमारिका यक्षराक्षसाः ॥ २०६ ॥
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा गवाश्वमृगपक्षिणः ।
अश्वत्थवटचूताद्या यवव्रीहितृणादयः ॥ २०७ ॥
जलपाषाणमृत्काष्ठवास्यकुद्दालकादयः ।
ईश्वराः सर्व्व एवैते पूजिताः फलदायिनः ॥ २०८ ॥
यथा यथोपासते तं फलमीयुस्तथा तथा ।
फलोत्कर्षापकर्षौ तु पूज्यपूजानुसारतः ॥ २०९ ॥

एतावता प्रकृते किमायातमित्याशङ्क्य अन्तर्यामिप्रभृति कुद्दालकादिपर्य्यन्तं वस्तुजातं प्रत्येकमीश्वरत्वेन पूज्यतामित्याह ईशेत्यादिना श्लोकत्रयेण ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ २०८ ॥

तं यथा यथोपासते तदेव भवति इति श्रुतिस्तत्तत्पूजायां तत्तत्फलसम्भावे प्रमाणमित्याह यथा यथेति । ननु सर्वेषामीश्वरत्वे फलवैषम्यं कुत इत्याशङ्क्य पूज्यानामाधिष्ठानानां पूजानामर्चनादीनाञ्च सात्त्विकादिभेदेन वैषम्यमित्याह फलोत्कर्षेति ॥ २०९ ॥

এই অনন্তবিশ্ব ঈশ্বরের অবয়বস্বরূপ প্রতিপাদিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরারাধনায় কি উপকার হইল, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ ও রাক্ষস, এই সকল দেব ও উপদেব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়, গো, অশ্ব এবং মৃগপ্রভৃতি পশুবর্গ, পক্ষীগণ, অশ্বত্থ, বট ও আম্রাদি বৃক্ষসকল, যব, ধান্য, তৃণপ্রভৃতি ওষধিবর্গ এবং জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ ও কুদ্দালপ্রভৃতি সকলই ঈশ্বরের অংশ। সেই সর্ব্বময় ঈশ্বর উক্ত সকল পদার্থেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, অতএব এই সকলই পূজনীয়। এই সকল পদার্থের মধ্যে যে কোন পদার্থই হউক, তাহাতে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলে তিনি ফলপ্রদান করিয়া থাকেন॥ ২০৬-২০৮ ॥

সকলের উপাসনাই ফলপ্রদ এবং সকলপ্রকার ঈশ্বরারাধনাই সাধকের অভিলাষ পরিপূর্ণ করে।—যে ব্যক্তি যে কোনবস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা করে, তাহারই কাম্যফল সিদ্ধি হয়, আর যে ব্যক্তি যে প্রকারে ঈশ্বরের

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা ॥ ২১০ ॥
অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নীবমখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥ ২১১ ॥

সাংসারিকফলসিদ্ধিরেবং ভবতু মুক্তিঃ কস্যোপাসনাদ্ ভবতীত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানব্যতিরেকেণ ন কেনাপি ভবতীত্যাহ মুক্তিরিতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ স্বপ্রবোধমিতি। স্বজাগরণমন্তরেণ স্বনিদ্রাকল্পিতস্বপ্নো যথা ন নিবর্ত্ততে তথা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণ তদজ্ঞানকল্পিতঃ স্বসংসারো ন নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ২১০ ॥

ননু দ্বৈতনিবৃত্তিলক্ষণায়ামুক্তেঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন তত্ত্ববোধসাধ্যত্বাভিধানমনুপপন্নং নিবর্ত্ত্যস্য দ্বৈতস্য স্বপ্নতুল্যত্বাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যান্যথায়ত্বরূপত্বেনাস্য স্বপ্নতুল্যত্বমস্ত্যেব। তথমেতৎ সুষুপ্তং স্বপ্নমায়ামাত্রমিতি শ্রুত্যাভিহিতত্বাৎ মৈবমিত্যাহ অদ্বিতীয়েতি। ঈশজীবাদিরূপেণ বর্ত্তমানং চেতনাচেতনাত্মকং যদখিলং জগদস্তি স্বয়মদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্ন ইতি যোজনা ॥ ২১১ ॥

উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সেই উপাসনার অনুরূপ ফলভোগ করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু পূজ্যবস্তুর স্বরূপ এবং পূজানুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে আরাধনার ফলেরও উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ কাম্যফল সাধনের নিমিত্ত নানারূপ উপায় আছে। কিন্তু মুক্তিফল সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই মুক্তিফললাভের অবিতীয় কারণ। যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণভিন্ন অন্য উপায় নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান না হইলে কদাচ মুক্তিফল লাভ হইতে পারে না ॥ ২০৯-২১০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই মুক্তিসাধন হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞাননিবৃত্তি না হইলে কেবল ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বৈতনিবৃত্তিস্বরূপ মুক্তির কারণ হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই ঈশ্বর, জীব ও দেহপ্রভৃতি চেতনাচেতনাত্মক এই অখিলবিশ্ব মায়াকল্পিত স্বপ্নরূপে প্রতীয়মান হয়। তখন এই

आनन्दमयविज्ञानमयावीश्वरजीवकौ ।
मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम् ॥ २१२ ॥
ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता ।
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥ २१३ ॥

नन्वीश्वरजीवयोर्ब्रह्माभिन्नयोः कथं जगदन्तःपातित्वमित्याशङ्क्य तयोर्मायाकल्पितत्वेन जगदन्तःपातित्वमित्याह आनन्दमयेति ॥ २१२ ॥

ताभ्यां सर्वं कल्पितमित्युक्तम् । तत् केन कियत् कल्पितमित्याकाङ्क्षायामाह ईक्षणादीति । स ईक्षत लोकान् नु सृजा इत्यादिकया एतया द्वारा प्रपद्यत इत्यन्तया श्रुत्या प्रतिपादिता सृष्टिरीश्वरकर्तृका । तस्य त्रय आवसथा इत्यादिकया स एतमेव पुरुषं ब्रह्मतत्त्वमपश्यदित्यन्तया प्रतिपादितः संसारो जीवकर्तृक इत्यर्थः ॥ २१३ ॥

অখিল জগতের দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিশ্বময় এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান হইতে থাকে ॥ ২১১ ॥

এইক্ষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়রূপে প্রতিপন্ন হইল এবং ঈশ্বর ও জীব এই উভয়ই ব্রহ্মহইতে অভিন্ন ; সুতরাং তাহাদিগের জগদন্তঃপাতীত্ব সম্ভবিতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেহেতু আনন্দময়স্বরূপ ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময়রূপ জীব, এই উভয়ই মায়াদ্বারা পরিকল্পিত এবং মায়াপরিকল্পিত জীব ও ঈশ্বর হইতেই এই জগৎ রচিত হইয়াছে; সুতরাং আনন্দময়স্বরূপ ঈশ্বর ও বিজ্ঞানময়রূপ জীব, এই উভয়ই জগতের অন্তঃপাতী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ২১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর ও জীব হইতেই এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহাদ্বারা কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ? ঈশ্বরদ্বারাই বা কি কি পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জীব হইতেই বা কোন্ কোন্ পদার্থ জন্মিয়াছে ? এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্প হইতে সর্ব্ববস্তুতে অনুপ্রবেশপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য ; ঈশ্বরই সর্ব্ববস্তু সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই বস্তুতে অনুপ্রবেশ করেন, ঈশ্বর-সঙ্কল্প ব্যতিরেকে কোন পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে

অদ্বितीयं ब्रह्मतत्त्वमसङ्गं तत्र जानते।
जीवेशयोर्मायिकयोर्वृथैव कलहं ययुः ॥ २१४ ॥
ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठाननुमोदामहे वयम्।
अनुशोचाम एवान्यान् न भ्रान्तैर्विवदामहे ॥ २१५ ॥
तृणार्चकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्तिमाश्रिताः।

ननु ब्रह्मण एव पारमार्थिकत्वे वादिनां जीवेश्वरतत्त्वविषया विप्रतिपत्तिः कुत इत्याशङ्क्य श्रुतिसिद्धतत्त्वज्ञानशून्यत्वादित्याह अद्वितीयमिति ॥ २१४ ॥

जीवेश्वरविषयायाः वादिविप्रतिपत्तेरज्ञानमूलत्वे तथाविधतत्त्वेन ते बोधनीया इत्याशङ्क्य तथाश्रमत्वान्नेत्याह ज्ञात्वेति ॥ २१५ ॥

ईश्वरे जीवे च भ्रान्त्या विप्रतिपन्नान् वादिनो विभज्य दर्शयति तृणार्चकादिति ॥ २१६ ॥

না এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিপ্রভৃতি অবস্থা অবধি মুক্তিপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে ॥ ২১৩ ॥

যাহারা ঈশ্বরবিষয়ে নানাবিধ মত অবলম্বন করিয়া কেহবা বিষ্ণু, কেহবা ব্রহ্মা এবং কেহ কেহ বা শিব প্রভৃতি দেবগণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, সেই সকল বিবিধ মতাবলম্বীরা অখণ্ড চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপ জানে না, তাহারা কেবল ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া মায়িকজীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে বৃথা বিবাদ করিয়া থাকে ॥ ২১৪ ॥

যাহারা ঈশ্বরবিষয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত করিয়া নানারূপে কলহ করিয়া থাকে, আমরা তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা নানারূপ কুতর্ক করিয়া বৃথা কলহ করে, তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ দেওয়া অসাধ্য, তাহাতে কেবল বৃথা পরিশ্রম করিবা কোন ফল নাই; বরং তাহাদিগকে দর্শন করিলে আমাদিগের শোক উপস্থিত হয়। যেহেতু তাহারা যে বৃথা তর্ক করিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে, ইহাই শোকের কারণ। আর যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমাদিগের অপার আনন্দ উপস্থিত হয় ॥ ২১৫ ॥

যাহারা তৃণবৃক্ষাদিকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করে, সেই সকল জড়ো-

लोकायतादिसांख्यान्ता जीवविभ्रान्तिमाश्रिताः ॥२१६॥
अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यदा तदा।
भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्तिः क्व वा सुखम् ॥२१७॥
उत्तमाधमभावश्चेत् तेषां स्यादस्तु तेन किम्।

कुतो भ्रान्तत्वं तेषामित्यत आह अद्वितीयेति। ततः किंतत्राह तेषामिति। परिगृहीत-पक्षप्रतिपादनाभिनिवेशेन चित्तविभ्रान्त्यभावान्नैहिकमपि सुखं तेषामित्याह क्व वा सुखमिति ॥ २१७ ॥

ननु तेषां ब्रह्मविद्याभावेऽपि इतरविद्यायुक्त उत्तमाधमभावो दृश्यते अत उत्तमत्वप्रयुक्तं

পাসক হইতে শাণ্ডিল্য বিদ্যাবিধানে যোগাচার তৎপর ব্যক্তিপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার উপাসক সম্প্রদায়ই ভ্রান্তির বশীভূত; কেহই অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরের উপাসনা জানে না এবং যাহারা লৌকিকাচার-নিয়মে ঈশ্বরারাধনা করে, সেই সকল লোকায়তবাদি উপাসক হইতে সাংখ্যমতাবলম্বী উপাসক পর্য্যন্ত সকলেই জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন, কেহই জীবের স্বরূপ-বিচারে অভ্রান্ত নহেন। ইহাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপে ঈশ্বর ও জীবতত্ত্ব-বিচার করুন না কেন, কেহই যথার্থরূপে জীব ও ঈশ্বর তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন না ॥ ২১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধবাদিগের মতের প্রতি ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু উপাসকগণ যে পর্য্যন্ত অদ্বিতীয় অসঙ্গানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম-তত্ত্বনির্ণয় করিতে না পারেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলা যায় না, তখনও তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়াই পরিগণিত হয়েন। অতএব তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে, কারণ, তাঁহারা যদি অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরোপাসনা ও জীবতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিতেন, তবে অবশ্য তাঁহাদিগের পরমব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইত। যাঁহারা প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নির্ম্মলসুখ ও মুক্তির আশা কোথায়? কখনও তাঁহারা যথার্থ সুখভোগ করিতে এবং মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। কেবল ভ্রমের আক্রমণে অভিভূত হইয়া অন্ধের ন্যায় অবস্থিত থাকেন ॥ ২১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধবাদিগের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে, উপাস্য

স্বপ্নস্বরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ সৃজ্যতে খলু ॥ ২১৮ ॥
তস্মান্মুমুক্ষুভির্নৈব মতির্জীবেশ্ববাদয়োঃ।
কার্য্যা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্যং বুধ্যতাঞ্চ তৎ ॥ ২১৯ ॥
পূর্ব্বপক্ষতয়া তৌ চেৎ তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্।
প্রাপ্নুতোঽস্তু নিমজ্জস্য তয়োর্নৈতাবতা বশঃ ॥ ২২০ ॥

সুখং কেষাঞ্চিৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তস্য মুমুক্ষুভিরনাদরণীয়ত্বং দৃষ্টান্তেনাহ উত্তমেতি ॥ ২১৮ ॥

জীবেশ্বরবাদয়োর্মুক্তিহেতুত্বাভাবাৎ ন মুমুক্ষুভিস্তত্র মতির্নিবেশনীয়েতি উপসংহরতি তস্মাদিতি। তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিবিচারেণ ব্রহ্মবীধ এব কর্ত্তব্যঃ ইত্যাহ কিন্তু ব্রহ্মেতি ॥ ২১৯ ॥

ননু ব্রহ্মতত্ত্বনিশ্চয়ায় তয়োঃ স্বরূপং জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতব্যমিত্যাশঙ্ক্য তথাত্বে জীবেশ্ববাদয়োরেব বুদ্ধির্ন পরিসমাপনীয়েত্যাহ পূর্ব্বেতি। এতাবতা পূর্ব্বপক্ষতয়া তত্ত্বনিশ্চয়হেতুত্বসম্ভবেন তয়োর্জীবেশ্ববাদয়োরেব বশো বিবেকজ্ঞানশূন্যো ন নিমজ্জেতি যোজনা ॥ ২২০ ॥

ও উপাসনাপ্রণালীর তারতম্যে সেই সকল উপাসক সম্প্রদায়ের উত্তমাধমভাব দৃষ্ট হয়। কেহ কোন উপাসনার প্রণালী-বিশেষ উদ্ভাবন করিয়া দেবতাবিশেষের আরাধনাদ্বারা সকলের প্রাধান্যপদ লাভ করিয়াছে। পরন্তু ইহাও যদি তাহাদিগের উপাসনার ফল বলিতে হয়, তবে আর তাহারা কিরূপে ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—কেবল উত্তমাধম পদলাভই ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত ফল নহে; যেহেতু ঐ সকল পদলাভ স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থের ন্যায় অচিরস্থায়ী, কারণ স্বপ্নাবস্থাতে কখনও রাজ্যলাভ হয় এবং কখন বা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করে, কিন্তু ঐ রাজ্যলাভ ও ভিক্ষাবৃত্তি স্বপ্নাবস্থা পর্য্যন্তই থাকে, জাগ্রদবস্থাতে আর উহা থাকে না॥২১৮॥

যাঁহারা প্রকৃত মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে বাদানুবাদ না করিয়া কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন এবং ইহাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানেন। যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, বাদানুবাদদ্বারা কোন ফল দর্শে না ॥ ২১৯ ॥

জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই পূর্ব্বোক্ত পরমব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণের প্রধান কারণ। যদি তর্কবিতর্ক করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তদ্বারা সেই জীব ও ঈশ্বরের

असङ्गचिद्विभुर्जीवः सांख्योक्तस्तादृगीश्वरः।
योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥ २२१ ॥
न तत्त्वमोरभावार्थावस्मन्मिद्धान्ततां गतौ।
अद्वैतबोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२२ ॥

ननु सांख्ययोगशास्त्रोक्तयोर्जीवेशयोः शुद्धचिद्रूपत्वेन भवद्भिरभ्युपाद्यत्वान्न तयोः पूर्व्वपक्षत्वमिति शङ्कते असङ्गेति ॥ २२१ ॥

सांख्ययोगशास्त्रोक्तयोर्जीवेशयोः शुद्धचिद्रूपत्वेऽपि तयोर्वास्तवभेदस्य तैरङ्गीकृतत्वान्नायमस्मत्सिद्धान्त इत्याह नेति। तत्त्वम्पदयोरभावार्थौ अस्मत्सिद्धान्तत्वं न गताविति योजना। ननु कूटस्थब्रह्मशब्दाभ्यां शुद्धौ तत्त्वम्पदार्थौ भवद्भिरपि भिन्नौ निरूपिताविति आशङ्क्याह अद्वैतबोधनायैवेति। लोकप्रसिद्धभेदनिरासद्वारा तदैक्यप्रतिपादनायैव तौ भेदेनोदितौ न तु तयोर्भेदः प्रतिपाद्यत इति भावः ॥ २२२ ॥

স্বরূপ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাই কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু বিচার করিতে করিতে যেন সেই বিচারের বশীভূত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইও না। পরন্তু বৃথা বিচারের বশে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্ববিস্মরণ হইলে তাহার মুক্তিলাভের আশা কি? ॥ ২২০ ॥

যদি বল, অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ জীব ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর এই উভয়ের স্বরূপ নির্ণয়দ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত ফল সাধিত হয়। জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারিলেই "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইয়া যোগানুষ্ঠানের ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। তবে এই বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা শ্রবণ কর।—জীব ও ঈশ্বর এই উভয় পদার্থ পরিজ্ঞান আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, উক্ত উভয় বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, আমাদিগের কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় না। তবে আমরা কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের নিমিত্ত কখন কখন সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের সোপানস্বরূপ জীব ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করিমাত্র। ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আমাদিগের প্রকৃত কার্য্য এবং জীব ও ঈশ্বরের, স্বরূপ পরিজ্ঞানে আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পরন্তু সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান বিষয়ে জীব ও ঈশ্বর এই উভয় কারণমাত্র; যাবৎ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হয়, তাবৎ আমরা কখন কখন জীব ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২২১-২২২ ॥

অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ।
মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ ॥ ২২৩ ॥
অত এবাত্র দৃষ্টান্তো যোগ্যঃ প্রাক্সম্যগীরিতঃ।
ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ ॥ ২২৪ ॥
জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাভ্রখে তয়োঃ।
আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ ॥ ২২৫ ॥

তর্হি পদার্থশোধনং কিমর্থমিত্যত আহ অনাদীতি। অত মায়াশব্দেন স্বাশ্রয়ব্যামোহিকাবিদ্যা লক্ষ্যতে তয়া বিপরীতজ্ঞানং প্রাপ্তাঃ কর্ত্তৃত্বাদিমত্ত্বং জীবস্য সর্বজ্ঞত্বাদিগুণযোগিত্বঞ্চেশ্বরস্য পারমার্থিকং মন্যন্তে অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমেব শোধনং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ ॥ ২২৩ ॥

পদার্থশোধনপ্রকারমেব দিদর্শয়িষুস্তদুপায়ত্বেন পূর্ব্বোক্তদৃষ্টান্তং স্মারয়তি অত ইতি। যতঃ পদার্থশোধনং কর্ত্তব্যমত এবেত্যর্থঃ ॥ ২২৪ ॥

পদার্থশোধনপ্রকারমাহ জলেতি। যে জলাকাশাভ্রখে তে জলাভ্রোপাধ্যধীনত্বাদ্পারমার্থিকে তয়োরাধারভূতৌ ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ জলাভ্রোপাধিনিরপেক্ষাকাশমাত্ররূপাবিত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

যাহারা অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় মায়ার আক্রমণে বিমোহিত হইয়া আছে, তাহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিলক্ষণরূপে প্রতিপাদন করিতে পারে না। কারণ অবিদ্যাদ্বারা প্রকৃতরূপে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। কেবলমাত্র এই বোধহয় যে, জীবের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব আছে; কিন্তু আমরা উক্তরূপ জ্ঞানের নিবৃত্ত্যর্থ পদার্থ নির্ণয় করিয়া থাকি। পদার্থনির্ণয় ব্যতিরেকে কোনরূপেও ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয় না ॥ ২২৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পদার্থনির্ণয় ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণের প্রধান কারণ; অতএব সেই পদার্থ নির্ণয়প্রদর্শনার্থ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ বর্ণনপ্রসঙ্গে এইবিষয়ের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২২৪ ॥

যেমন জলাকাশ ও মেঘাকাশ এই উভয়ই জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন। যেখানে মেঘ ও জল না থাকে, সেই স্থানে মেঘাকাশ ও জলাকাশ অনুভূত হয় না; কিন্তু উক্ত মেঘাকাশ ও জলাকাশ এই উভয়ের আধারভূত

एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ।
तदधिष्ठानकूटस्थब्रह्मणी तु सुनिर्मले ॥ २२६ ॥
एतत्कक्षीपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि।
देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वे नाभ्युपेयताम् ॥ २२७ ॥
आत्मभेदो जगत् सत्यमीशोऽन्य इति चेत् त्रयम्।

दार्ष्टान्तिकमाह एवमिति ॥ २२६ ॥

ननु पदार्थद्वयशोधनकक्षीपयोगित्वेनापि सांख्ययोगमतद्वयमङ्गीकार्यमिति चेत् अत्रास्य-मिदमुच्यते इतरेषामपि शास्त्राणां तत्तत्कक्षीपयोगित्वेनास्माभिरभ्युपेयत्वादित्याह एत-दिति ॥ २२७ ॥

कुतस्तर्हि सांख्ययोर्वेदान्तविरोधित्वमित्याशङ्क्य जीवभेदजगत्सत्यत्वेश्वरताटस्थ्यलक्षणोऽग्रे इत्याह आत्मभेद इति ॥ २२८ ॥

ঘটাকাশ ও মহাকাশ, ইহারা সুনির্ম্মল, কোন উপাধির অধীন নহে। সেইরূপ আনন্দময় জীব ও বিজ্ঞানময় ঈশ্বর ইহারা মায়া ও বুদ্ধির অধীন। কিন্তু সেই আনন্দময় জীব ও বিজ্ঞানময় ঈশ্বরের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য ইহারা কোন উপাধির অধীন নহেন, তাঁহারা নির্ম্মলরূপে অবস্থিত আছেন। অতএব এইরূপে সমস্ত পদার্থ শোধন করিবে ॥ ২২৫-২২৬ ॥

উক্তরূপ পদার্থদ্বয় শোধনপক্ষে সাংখ্যদর্শন ও যোগশাস্ত্র এই উভয়ই উপযোগী। এই স্থলে উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের কিয়দংশমাত্র আদৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দূষণীয় নহে; যেহেতু স্বীয় মতের উপযোগী শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অংশ গ্রহণ করা অবিধেয় নহে। যে শাস্ত্রের যে অংশ আপন মতের উপযোগী, লোকে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। যে অংশে যাহার কোন প্রয়োজন নাই, সেই অংশ কেহ গ্রহণ করে না। অতএব স্থূলদেহকেও অন্যান্যমতে অন্নময় আত্মারূপে গ্রহণ করা যায় ॥ ২২৭ ॥

যদি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কোন কোন অংশ পরিগৃহীত হইল, তবে আর বেদান্তের সহিত তাহাদিগের বিরোধ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? বেদান্তের সহিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কোন কোন অংশের অবিরোধ

त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसम्मतिः ॥ २२८ ॥
जीवासङ्गत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा ।
स्रक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २२९ ॥
यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसम्पाद्यं तथात्मनः ।

ननु जीवस्यासङ्गत्वज्ञानादेव मुक्तिसिद्धेः किमद्वैतबोधेनेत्याशङ्क्य अद्वैतज्ञानमन्तरेणासङ्गत्वादिकं न सम्भाव्यत इत्यभिसन्धिं हृदि निधायोत्तरमाह जीवेति ॥ २२९ ॥

अभिसन्धिमाविष्करोति यथेति । जीवतीर्विशेष्यविशेषणाकारेण भासमानयोः ॥२२३०॥

থাকাতেই বেদান্তের সহিত উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যে যে অংশে বেদান্তের সহিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের বিরোধ আছে, তাহা প্রকাশ করিতেছেন।—সাংখ্যেরা আত্মার ভেদ স্বীকার করে, কিন্তু বেদান্তে ও যোগশাস্ত্রে তাহা বলে না, যোগশাস্ত্রে জগৎকে সত্যরূপ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু সাংখ্যে ও বেদান্তে তাহা মানে না এবং বেদান্তে ঈশ্বরকে অতিরিক্ত জ্ঞান করে, কিন্তু সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরকে অতিরিক্ত বলে না। এই সকল বিষয়েই সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও বেদান্তের পরস্পর বিরোধ আছে, আর কোন বিষয়েই তাহাদিগের বিরোধ নাই। সাংখ্যেরা যদি আত্মার ভেদজ্ঞান না করিত, যোগশাস্ত্রে যদি জগৎকে সত্য বলিয়া না মানিত এবং বেদান্তে যদি ঈশ্বরকে অতিরিক্ত জ্ঞান না করিত, তবে আর সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত এই তিন শাস্ত্রের কোন বিষয়ে অনৈক্য থাকিত না, অপর সর্ব্বপ্রকারেই উক্ত শাস্ত্রত্রয়ের ঐক্য আছে ॥ ২২৮ ॥

যদি জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হইতে পারে, তবে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। এই আশঙ্কায় অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে যে অসঙ্গত্বজ্ঞানের সম্ভব হয় না, এই অভিসন্ধি চিন্তা করিয়া উক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন।—যদি বল, জীবের অসঙ্গত্ব জ্ঞানমাত্রেই মুক্তি হয়, তাহাহইলে ঐহিক স্রক্‌চন্দনাদি ভোগ্যবিষয়ের নিত্যত্ব পরিজ্ঞানেও মুক্তি হইতে পারে। বাস্তবিক তাহা নহে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে কদাচ কেবল অসঙ্গত্বজ্ঞানে মুক্তি হয় না ॥ ২২৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ভিন্ন কেবল

असङ्गत्वं न सम्भाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः ॥ २३० ॥
अवश्यं प्रकृतिः सङ्गं पुरेवापादयेत् तथा।
नियच्छत्वे तमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २३१ ॥
अविवेकाकृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत् तदा।

असम्भवमेव स्पष्टयति अवश्यमिति। फलितमाह कोऽस्येति ॥ २३१ ॥

सङ्गनियमयोरविवेककार्य्यत्वाद् विवेकाज्ञानेन चाविवेकनिवृत्तौ कुतःपुनः सङ्गाद्युत्पत्तिरिति शङ्कते अविवेकेति। एवं सत्यपसिद्धान्तापात इति परिहरति तदा बलादिति। अयम्भावः अविवेको नाम किं विवेकाभावः किं वा तदन्यः उत तद्विरोधी, नाद्यः अभाव-

---

অসঙ্গত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয় না, এইবিষয়ের যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন স্রক্‌চন্দনাদি বিষয় ও ভোগ্য বস্তু সকলের নিত্যজ্ঞান সম্ভব হয় না, সেইরূপ জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞানও হইতে পারে না। এই উভয় বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্ব, ঈশ্বর ও জগৎ এই উভয় বিশেষ্য বিশেষণভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞান অসম্ভব। অতএব অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে কোনরূপেও মুক্তি হইতে পারে না ॥ ২৩০ ॥

এক্ষণে জীবের অসঙ্গত্ব স্পষ্টরূপে বিবৃত হইতেছে।—জীব প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতির স্বভাব এই যে, জীবের সংসর্গ উৎপাদন করে; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্ব সম্ভব হয় না। ঐ প্রকৃতিকে ঈশ্বর নিয়োগ করেন, অতএব জীবের মোক্ষ কোনরূপেও সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৩১ ॥

যদি বল, সঙ্গ ও নিয়ম এই উভয়ই অবিবেকের কার্য্য, বিবেক উপস্থিত হইলেই অবিবেকের নিবৃত্তি হয়, অতএব সঙ্গাদি উৎপত্তি হইতে পারে না, পরন্তু দুর্ম্মতি সাংখ্যেরা কেবল বলপূর্ব্বক মায়াবাদ স্বীকার করে। যেহেতু অবিবেককে বিবেকাভাব কিম্বা বিবেকের অন্য অথবা বিবেকের বিরোধী কিছুই বলা যায় না। অবিবেককে বিবেকাভাব বলিতে পার না, কারণ অভাব পদার্থ কখনও ভাবরূপ কার্য্যের জনক হয় না, বিবেকাভাব যদি অবিবেক শব্দের অর্থ হইত, তাহাহইলে সঙ্গ ও নিয়ম এই দুইটী ভাবকার্য্য অবিবেকের জন্য এই কথা বলিতে পারা যায় না। যদি বল, অবি-

বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্মতেঃ ॥ ২৩২ ॥
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্মনানাত্বমিচ্ছতাম্।
ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা ॥ ২৩৩ ॥
দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি।
বাস্তবী বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্ ॥ ২৩৪ ॥

মায়ায়া ভাবকার্য্যজনকত্বাযোগাৎ ন দ্বিতীয়ঃ বিবেকাদন্যস্য ঘটাদেঃ সঙ্গহেতুত্বাদর্শনাৎ তৃতীয়ে তু তস্য ভাবরূপাজ্ঞানত্বমেবেতি মায়াবাদপ্রসঙ্গ ইতি ॥২৩২ ॥

অদ্বৈতাভ্যুপগমে বন্ধমোক্ষব্যবস্থানুপপত্তেরাত্মানেকত্বাঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি চোদয়তি বন্ধমোক্ষেতি। একস্যাপ্যাত্মনো মায়য়া বন্ধমোক্ষব্যবস্থোপপত্তের্নৈবমিতি পরিহরতি ন যত ইতি ॥ ২৩৩ ॥

মায়াপি কথং ব্যবস্থাপয়েদিত্যাশঙ্ক্য তস্যা দুর্ঘটকারিত্বস্বভাবত্বাদিত্যভিপ্রেত্যাহ দুর্ঘটমিতি। বন্ধস্যাবিদ্যকত্বেঽপি মোক্ষো বাস্তবীভ্যুপেতব্য ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিবিরোধান্নৈবমিত্যাহ বাস্তবা-

---

বেক বিবেকের অতিরিক্ত পদার্থ তাহাও সঙ্গত বোধহয় না। কারণ ঘটাদিও বিবেকের অতিরিক্ত পদার্থ, কিন্তু তাহাকে সঙ্গহেতু বলিয়া প্রতীত হয় না, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবিবেকই সঙ্গের কারণ। বিবেক ভিন্নই অবিবেক এই কথা অসঙ্গত হইল এবং অবিবেক বিবেকের বিরোধী, এই অর্থও অসম্ভব যেহেতু অবিবেক ভাব পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় না; সুতরাং সাংখ্যের মায়াবাদ নির্দ্দুষ্ট নহে ॥ ৩৩২ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থার অনুপপত্তি হয়, যদি বল বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত জীবের নানাত্ব স্বীকার করি, তাহাও নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু মায়াই বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে সমর্থ আছে। অতএব বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত জীবের নানাত্ব কল্পনা করিতে হয় না ॥ ২৩৩॥

মায়াই বা কিরূপে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মায়ার যে দুর্ঘটঘটনারূপ বিরুদ্ধ স্বভাব আছে, তাহা কি দেখিতে পাও না? মায়া করিতে না পারে, এমন কার্য্যই নাই। মায়াতে

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः।
न मुमुक्षुर्नवै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ २३५ ॥
मायाख्याया कामधेनो वत्सौ जीवेश्वरावुभौ।
यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्त्वस्यद्वैतमेव हि ॥ २३६ ॥
कूटस्थब्रह्मणोर्भेदो नाममात्रादृते न हि।

विति। न सहते तरामपि वरां नैव सहते इत्यर्थः। वस्तुमिव मीचमपि वास्तवं न सहत इतिभावः ॥ २३४ ॥

नीचादेर्वास्तवत्वप्रतिषेधिकां श्रुतिं पठति न निरोध इति। निरोधो नाशः उत्पत्तिर्देह-सम्बन्धः बद्धः सुखदुःखादिधर्मवान् साधकः श्रवणाद्यनुष्ठाता मुमुक्षुः साधनचतुष्टयसम्पन्नः मुक्तः निवृत्ताविद्यः इत्येतत् सर्वं वस्तुतो नास्तीत्यर्थः ॥ २३५ ॥

एवं जीवेश्वराभेदस्य मायामयत्वमुपसंहरति मायाख्याया इति ॥ २३६ ॥

ननु जीवेशयोर्मायिकत्वेन तद्भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि कूटस्थब्रह्मणोः पारमार्थिकः

কিছুই অসম্ভব নহে; অতএব মায়া বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থাও করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিতে বন্ধমোক্ষের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বন্ধমোক্ষের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে ॥ ২৩৪ ॥

প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টরূপ প্রতীয়মান হইবে যে, জীবের বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, সাধন নাই, মুক্তির ইচ্ছা নাই অথবা মুক্তিও নাই। জীব সর্ব্বদাই একরূপ থাকে, তাহার কিছুই অন্যথা হয় না, কোনপ্রকার দেহাকারে পরিণত হয় না, জীব সুখদুঃখাদি ধর্ম্মভাগী নহে এবং মোক্ষের অভিলাষী হইয়া কোনরূপ সাধনদ্বারা মুক্ত হইয়া যায় না ॥ ২৩৫ ॥

জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই মায়ারূপিণী কামধেনুর দুইটী বৎসস্বরূপ। ইহারা সেই কামধেনুর দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ মায়াদ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের ভেদজ্ঞান হয়, ইহাতে তাহাদিগের অদ্বৈততত্ত্বের কোন হানি হয় না; যথার্থরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অদ্বৈতজ্ঞানই হইয়া থাকে ॥২৩৬॥

যেমন উপাধির প্রভেদ ব্যতিরেকে ঘটাকাশ ও মহাকাশের কোন বিভি-

घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते न हि क्वचित् ॥ २३७ ॥
यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक् तदेवाद्य चोपरि।
मुक्तावपि तथा माया भ्रामयत्यखिलान् जनान् ॥ २३८ ॥
ये वदन्तीत्यमेतेऽपि भ्राम्यन्तेऽविद्ययाव किम्।

आदित्याग्रह्य भेदप्रयोजकस्य स्वरूपवैलक्षण्यस्याभावान्नैवमिति परिहरति कूटस्थेति। नाम मात्रात् भेदप्रतीतावपि वस्तुतो भेदाभावे दृष्टान्तं पूर्वोक्तं स्मारयति घटाकाशेति ॥ २३७ ॥

एवं भेदस्य मिथ्यात्वसमर्थनेन किं फलमित्यत आह यदद्वैतमिति। सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति श्रुतौ यत्सदद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादितं तदेव कालत्रयेऽप्यबाध्यत्वेन वास्तवं न भेद इति भावः। कुतस्तर्हि सर्वैर्भेदोऽभिनिवेशः क्रियते इत्यत आह तथा मायेति तत्त्वज्ञानरहितत्वात् अभिनिवेशं कुर्वन्तीति भावः ॥ २३८ ॥

ननु प्रपञ्चस्य मायामयत्वं तत्त्वस्याद्वितीयत्वञ्च ये वर्णयन्ति तेऽपि संसरन्तो दृश्यन्ते

ন্নতা নাই, কেবল ঘটাদি উপাধিদ্বারাই ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ নামগত ভেদ ব্যতিরেকে কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মের কোন প্রভেদ নাই। কেবল নামমাত্র ভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত কোন ভেদ নাই উভয়ই এক পদার্থ; অতএব দ্বৈতজ্ঞান কেবল মায়ারই কার্য্য ॥ ২৩৭ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানাযায় যে, অদ্বৈত পরমব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেরূপে বিরাজিত ছিলেন, তিনি এইক্ষণেও সেইরূপে বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যৎ-কালে এবং মুক্তিকালেও সেই পরমব্রহ্ম সমানভাবে থাকিবেন। কখনও যে তাঁহার কোন অন্যথাভাব হয় না, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু কেবল মায়াই এই অখিলব্রহ্মাণ্ডকে বৃথা পরিভ্রামিত করিতেছে। মায়ার আক্রমণেই লোকে প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া নানারূপ অলীক কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ২৩৮ ॥

যাঁহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার অবগত আছেন, তাঁহারাও যে অবিদ্যার আক্রমণে মুগ্ধ হয়েন না এমত নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের ভ্রান্তি থাকে না বলিয়াই তাঁহারা নিতান্ত মুগ্ধ হয়েন না। এই জগৎ সমস্তই মায়ার কার্য্য, মায়াদ্বারা

न यथा पूर्वमेतेषामत्र भ्रान्तेरदर्शनात् ॥ २३९ ॥
ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः।
न भाति नास्ति चाद्वैतमित्यज्ञानिविनिश्चयः ॥ २४० ॥
ज्ञानिनां विपरीतोऽस्मान्निश्चयः सम्यगीक्ष्यते।

अतस्तत्त्वज्ञानेन किं प्रयोजनमिति शङ्कते ये वदन्तीति। कर्मवशात् केषाञ्चित् व्यवहारे सत्यपि पूर्ववदभिनिवेशाभावान्नैवमिति परिहरति न यथेति ॥ २३९ ॥

ज्ञानिनां भ्रान्त्यभावं दर्शयितुमज्ञानिनां संसारे निश्चयं तावदाह ऐहिकेति। इह लोके भवः ऐहिकः पुत्रकलत्रादिपोषणरूपः अमुष्मिन् परलोके भवः आमुष्मिकः स्वर्गसुखाद्यनुभवरूपः ॥ २४० ॥

तत्त्वज्ञानिनिश्चयस्य ततो वैलक्षण्यं दर्शयति ज्ञानिनामिति। अद्वैतं पारमार्थिकम्

লোকের নানাপ্রকার অলীক জ্ঞান হয়, ইহা জানিয়াও কেহ মায়ার বাধ্য না হইয়া পারে না, তবে যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাদিগকে নিতান্ত অভিভূত করিতে পারে না ॥ ২৩৯ ॥

অজ্ঞানীরাই এই সংসারকে নিত্য বলিয়া মনে করে; তাহাদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় আছে যে, ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ দুঃখাদিময় এই সমুদায় সংসারই নিত্যপদার্থ। তাহারা মনে করে যে, ইহকালে পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণে যে সুখ হয়, তাহাই প্রকৃত সুখ এবং তাহাদিগের বিনাশে যে দুঃখ হয়, তাহাই পরম দুঃখ এবং পরকালেও স্বর্গভোগে যে সুখ হয়, তাহাই পরম সুখ ও নরকভোগাদি জন্য দুঃখই নিতান্ত দুঃখ। এইরূপ সুখদুঃখই চিরকাল চলিতেছে; সুতরাং তাহাদিগের মনে অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিভাত হয় না ॥ ২৪০ ॥

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহাদিগের নিশ্চয় অজ্ঞানিদিগের বোধের বিপরীত। তাহারা এই মায়াময় সংসারকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে। পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণজন্য ঐহিক সুখ ও স্বর্গভোগাদিরূপ পারত্রিক সুখ উভয়ই অচিরস্থায়ী, এই সকলের মধ্যে কোনপ্রকার সুখই চিরস্থায়ী ও প্রকৃত সুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অতএব লোকে স্বস্ব নিশ্চয় বোধদ্বারা বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহারা ভ্রান্তিবশতঃ এই সংসারকে নিত্য-

स्वस्वनिश्चयतो बद्धो मुक्तोऽहं वेति मन्यते ॥ २४१ ॥
नाद्वैतमपरोक्षत्वे चिद्रूपेण भासनात् ।
अंशेषेण न भातत्वे द्वैतं किं भासतेऽखिलम् ॥ २४२ ॥
दिङ्मात्रेण विभानन्तु द्वयोरपि समं खलु ।

अस्ति भाति च संसारस्वपारमार्थिक इति निश्चय इत्यर्थः । ततः किमित्याशङ्क्य स्वस्वनिश्चयानुसारेण फलं भवतीत्याह स्वस्वेति ॥ २४१ ॥

अद्वैतं भातीत्युक्तिः शास्त्रत एव नानुभवतः अतो न तन्निश्चय इति शङ्कते नाद्वैतमिति । अनुभवागोचरत्वमसिद्धमिति परिहरति न चिद्रूपेणेति । घटः स्फुरति पटः स्फुरतीति घटादिष्वनुस्यूतस्फुरणरूपेण भासनादित्यर्थः । ननु चिद्रूपत्वस्य भानेऽपि तस्य कार्त्स्न्येन न प्रतीयत इति शङ्कते अंशेषेणेति । साकल्येन भानाभावः द्वैतेऽपि समान इत्याह द्वैतं किमिति ॥ २४२ ॥

एवं दोषसाम्यम् अविधाय परिहारसाम्यमाह दिङ्मात्रेणेति । दिङ्मात्रेणैकदेशेन

জ্ঞান করে, তাহারাই চিরকাল এই সংসারে বদ্ধ থাকে, আর যাহারা এই সংসারকে অলীক মনে করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের অধিকারী, তাহারা মুক্ত হইয়া নিত্যধামে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দভোগ করিতে থাকে ॥ ২৪১ ॥

যদি বল যে বস্তু অদ্বৈত, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না ; ইহা বলিতে পার না, যেহেতু যিনি অদ্বৈতবস্তু তিনি সর্ব্বদাই চিদ্রূপে ভাসমান আছেন। অদ্বৈত বস্তু সর্ব্বদা চিদ্রূপে ভাসমান আছেন, ইহা যে কেবল শাস্ত্রপ্রমাণেই জানা যায় এমত নহে, সূক্ষ্মরূপে অনুভব করিয়া দেখিলেও তাঁহার সর্ব্বদা ভাসমানত্ব প্রতীয়মান হইবে। যেমন বাহ্য চক্ষুতে ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ জ্ঞাননেত্রে সেই অদ্বৈতবস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর যদি বল অদ্বৈতবস্তু সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয়েন না, কেবল সামান্যরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু তোমার দ্বৈত বস্তুও সাকল্যরূপে প্রকাশিত হয় না। যেমন আমার অদ্বৈতবস্তুর একদেশমাত্র প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তোমার দ্বৈতবস্তুরও একদেশমাত্র প্রতিভাত হয় ॥ ২৪২ ॥

দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় বস্তুরই একদেশমাত্র প্রকাশিত হয়, ইহাই যদি

द्वैतसिद्धिवदद्वैतसिद्धिस्त्वे तावता न किम् ॥ २४३ ॥
द्वैतेन हीनमद्वैतं द्वैतज्ञाने कथं त्विदम्।
चिद्भानत्वविरोध्यस्य द्वैतस्यातोऽसमे उभे ॥ २४४ ॥
एवं तर्हि शृणु द्वैतमसन्मायामयत्वतः।
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद् विभासते ॥ २४५ ॥

द्वयोर्द्वैताद्वैतयोरित्यर्थः। एतावता कथं परिहारसाम्यमित्याशङ्क्याह द्वैतसिद्धिवदिति। ते तव पक्षे तावता एकदेशप्रतीतिसद्भावेन द्वैतसिद्धिवत् द्वैतनिश्चय इवाद्वैतसिद्धिरद्वैतनिश्चयोऽपि न किं सम्भवति किन्तु सम्भवत्येवेत्यर्थः॥ २४३ ॥

पूर्ववादी प्रकारान्तरेणाद्वैतासिद्धिं शङ्कते द्वैतेनेति। अद्वैतं द्वैतरहितं तथीः परस्परविरोधात् तथा सति द्वैतप्रतीतावद्वैतं न सम्भवतीत्यर्थः। ननु तर्हि द्वैतस्याप्यद्वैतविरोधित्वादद्वैते प्रतिभासमाने द्वैतस्यासिद्धिरिति चोद्यं समानमित्याशङ्क्याह पूर्ववादी चिद्भानत्विति। भवन्मते चिद्रूपप्रतीतेरेवाद्वैतप्रतीतित्वात् तस्याश्च द्वैतविरोधित्वाभावान्नोभयोः साम्यमिति भावः॥ १४४ ॥

प्रतीयमानस्यापि द्वैतस्य वास्तवत्वाभावान्न वास्तवाद्वैतविघातित्वमिति परिहरति सिद्धान्ती एवमिति। प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः॥ १४५ ॥

প্রতিপন্ন হয়, তাহাহইলে উভয়মতেরই সমানরূপ মীমাংসা দেখা যাইতেছে। অতএব তুমি যেরূপে দ্বৈতবস্তুর অবভাস নিশ্চয় কর, সেইরূপ অদ্বৈতবস্তুর অবভাস কেননা নির্ণয় করিতে পার? যদি তোমার দ্বৈতবস্তুর প্রকাশ হইতে পারে, তবে আমার অদ্বৈতবস্তুর প্রকাশ হইতে বাধা কি আছে? ॥ ২৪৩॥

যদি বল, দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় বস্তু পরস্পর বিরোধী, অর্থাৎ দ্বৈত হইতে অদ্বৈতবস্তু বিভিন্ন পদার্থ; অতএব অদ্বৈতের জ্ঞান হইলেও দ্বৈতের জ্ঞান হইতে পারে না এবং অবিরোধী চৈতন্যের অবভাস উভয়ত্র সমান হইলেও স্বরূপতঃ উভয় পদার্থ সমান নহে। তবে এই বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ কর,—দ্বৈতবস্তুসকল মায়াময়; সুতরাং তাহা অনিত্য। অতএব অদ্বৈতবস্তু যে স্বরূপতঃ নিত্য তাহা এতদ্দ্বারাই সিদ্ধ হইল। দ্বৈতবস্তুকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেই অদ্বৈত পদার্থকে নিত্য বলিয়া মানিতে হইবে ॥২৪৪-২৪৫॥

अचिन्त्यरचनारूपं मायैव सकलं जगत् ।
इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशिष्यताम् ॥ २४६ ॥
पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्तत्त्वं तथा पुनः ।
परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वद ॥ २४७ ॥
कियन्तं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वैत इष्यताम् ।

परिशेषप्रकारमेव दर्शयति अचिन्त्येति । न चिन्त्याचिन्त्या रचनारूपं यस्य तत् तथाविध सकलं जगन्मायैव मिथ्यैवेत्यनेन प्रकारेणानिर्वचनीयत्वान्मिथ्यात्वं द्वैतस्य निश्चित्य वास्तवमद्वैतमेव परिशिष्यतामित्यर्थः ॥ २४६ ॥

नन्वेवमद्वैतनिश्चये कृतेऽपि पुनर्द्वैतसत्यत्वं पूर्ववासनया भातीत्याशङ्क्य तन्निवृत्तये पुनः पुनर्मिथ्यात्वं विचारयेदित्याह पुनर्द्वैतस्येति । अविवृत्तिरसकृदुपदेशादिति चतुर्थाध्याये व्यासेन अवस्थाधारणस्य विहितत्वादिति भावः ॥ २४७ ॥

कियन्तं कालमित्यं विचारणीयमित्याशङ्क्य तत्रापरोक्षविद्यामी विचारोऽयं समाप्यत

অচিন্ত্যরচনারূপ এই সমুদায় জগৎই মায়ার কার্য্য; মায়াবলেই এই জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি হয়, বাস্তবিক সকলই মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেখিলে, সেই অদ্বৈত বস্তুতে নিত্যত্ব বোধ হইবে। যদি এই সমুদায় জগৎই মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হয়, তাহাহইলে অবশিষ্ট একমাত্র অদ্বৈতবস্তুই কেবল নিত্যরূপে প্রতিভাত হইবে ॥ ২৪৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দ্বৈতবস্তু অনিত্য এবং অদ্বৈতবস্তুই নিত্য; তথাপিও যদি তোমার বুদ্ধিতে দ্বৈতপদার্থের নিত্যত্ব প্রতিভাত হয়, তবে তুমি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র প্রয়াস হইবে না। বরং তাহাহইলেই অদ্বৈতবস্তুর নিত্যত্ব এবং দ্বৈতপদার্থের অনিত্যত্ব জানিতে পারিবে ॥ ২৪৭ ॥

যদি তোমার মনে এইরূপ খেদ উপস্থিত হয় যে, কতকাল পর্য্যন্ত এইরূপ তত্ত্ব অনুশীলনকরিব? তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই এবং পরিশ্রমের কোন ফল হইবে কি না, তাহাও জানি না। অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে এইরূপ খেদ করা উচিত নহে, যেহেতু দ্বৈতবিষয়ে এই-

अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात् ॥ २४८ ॥
क्षुत्पिपासादयो दृष्टा यथापूर्वं मयीति चेत्।
मच्छब्दवाच्येऽहङ्कारे दृश्यतां नेति को वदेत् ॥ २४९ ॥
चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरन् तादात्म्याध्यासतो यदि।

इति विचारकालावधेरुक्तत्वान्नाद्वैतविचारेऽयं खेदो युक्तः किन्तु द्वैतप्रतिभास एव युक्त इत्याह कियन्तमिति ॥ १४८ ॥

नन्वेवमद्वैतात्मतत्त्वापरोक्षज्ञानवत्यपि मयि क्षुत्पिपासादिनर्थस्य पश्चिद्दृश्यमानत्वादनर्थनिवारकत्वमात्मज्ञानस्यासिद्धमिति शङ्कते क्षुत्पिपासादय इति। किं मच्छब्दवाच्येऽहङ्कारे दृश्यन्ते उत मच्छब्दोपलक्षिते चिदात्मनीति विकल्प्याद्यमङ्गीकरोति मच्छब्दवाच्य इति। न द्वितीयः तस्यासङ्गत्वाच्चेति वह्निरिव दृष्टव्यम् ॥ २४९ ॥

वस्तुतस्तत्प्रत्यक्षभावेऽपि भ्रान्त्या तत्प्रसक्तिः स्यादिति शङ्कते चिद्रूपेऽपीति। एवं तन्मूलानर्थहेतोरध्यासस्य निवृत्तये सदा विवेकः क्रियतामित्याह साध्यासमिति ॥ २५० ॥

প্রকার খেদ যুক্ত বটে, কারণ দ্বৈতবস্তুর তত্ত্ব অনুশীলনে কোন ফল নাই; কিন্তু সকলপ্রকার অনর্থ নিবারণের কারণীভূত যে অদ্বৈতপদার্থের তত্ত্বানুশীলন তাহাতে এই খেদরূপ অনর্থঘটনার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু যদি সেই দ্বৈতপদার্থের তত্ত্বানুশীলন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পার, তাহাহইলে আর কোনপ্রকার খেদ মনে হইবে না এবং সকল পরিশ্রম সফল হইবে? কিন্তু তাহা অসম্ভব ॥ ২৪৮ ॥

যদি বল, ক্ষুধা ও পিপাসারূপ অনর্থ যেমন জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে, সেইরূপ জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও ক্ষুৎপিপাসারূপ অনর্থ দৃষ্ট হয়, তবে আর জ্ঞানোৎপত্তি হইলে কি অনর্থ নিবৃত্তি হইল? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, "অহং" শব্দবাচ্য অহঙ্কারেই যাবতীয় অনর্থ সংঘটন হয়। যাবৎ অহঙ্কার থাকে, তাবৎই নানারূপ অনর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যখন আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া সেই অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, তখন আর কোনরূপ অনর্থ থাকে না। অতএব অহঙ্কারই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, কিন্তু আত্মতত্ত্বপ্রভাবে অহঙ্কার বিনাশ হইলেই সকল অনর্থের বিনাশ হয় ॥ ২৪৯ ॥

যদিব অহঙ্কারের সহিত অহঙ্কারের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ চিদ্রূপ পরমাত্ম-

মাধ্যাসং কুরু কিন্তু ত্বং বিবেকং কুরু সর্ব্বদা ॥ ২৫০ ॥
ঝটিত্যধ্যাস আয়াতি দৃঢ়বাসনয়েতি চেৎ।
আবর্ত্তয়েদ্ বিবেকঞ্চ দৃঢ়ং বাসয়িতুং সদা ॥ ২৫১ ॥
বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যৈবেতি ন ভণ্যতাম্।
অচিন্ত্যরচনাত্বস্যানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী ॥ ২৫২ ॥
চিদ্ব্যচিন্ত্যরচনা যদি তর্হ্যস্তু নো বয়ম্।

অনাদিবাসনাবেগাৎ পুনরধ্যাসস্যাগমনে তন্নিবৃত্তয়ে বিবেক এবাবর্ত্তনীয়ো দীপাদ্যাবর্ত্তনবিষ্যাদ্ ঝটিতীতি ॥ ২৫১ ॥

ননু বিচারেণৈব তত্ত্বং মায়াময়ং যুক্ত্যৈব মিথ্যেতি নানুভবত ইত্যাশঙ্ক্যাচিন্ত্যরচনাত্বস্যাথমিথ্যাত্বানুভবস্য স্বসাক্ষিকত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি বিবেক ইতি ॥ ২৫২ ॥

নন্বচিন্ত্যরচনাত্বং মিথ্যাপদার্থলক্ষণমুক্তং চিদাত্মন্যতিব্যাপ্তমিতি শঙ্কতে চিদ্ব্যেতি।

জন্য উদিত হইলেও অনর্থ ঘটনার সম্ভব হয়। অহঙ্কারেতে অনর্থ ঘটনা হয় এবং সেই অহঙ্কার তত্ত্বজ্ঞান হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ বিদ্যমান থাকে; সুতরাং অনর্থনিবৃত্তির সম্ভব নাই। ইহার উত্তর এই যে, তবে তুমি তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অহঙ্কারের তাদাত্ম্যাধ্যাস কল্পনা করিও না, পরন্তু সর্ব্বদাই বিবেকের আলোচনা কর ॥ ২৫০ ॥

সর্ব্বদা বিবেকের আলোচনা করিলেও যদি চিরসঞ্চিত দৃঢ়বাসনা বশতঃ ঝটিতি তাদাত্ম্যাধ্যাসই উপস্থিত হয়, তবে দৃঢ়রূপে বিবেক অভ্যাসে যত্নবান্ হও, পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস করিলেই তাদাত্ম্যাধ্যাস সংস্কার বিদূরিত হইয়া গেলেই সকল অনর্থ নিবারিত হইবে ॥ ২৫১ ॥

তত্ত্ববিষয়ক বিবেকের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলেই অদ্বৈত তত্ত্ববিবেক অভ্যস্ত হইয়া দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইবে। এই বিষয়ে যে কেবল যুক্তিই প্রমাণ এমত নহে; দ্বৈতবস্তুর অচিন্ত্য রচনাবিষয়ক যে অনুভব তাহাকেও এই বিষয়ের প্রমাণ বলিয়া জানিবে। এই জগৎ অচিন্ত্য রচনারূপ মায়ার কার্য্য, এইবিষয় সূক্ষ্মরূপ অনুভব করিয়া দেখিলেই দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে ॥ ২৫২ ॥

যদি বল, অদ্বৈত চৈতন্যেরও অচিন্ত্য রচনাত্ব স্বীকৃত আছে, তাহাতেই

चितिं स्वचिन्त्यरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात् ॥ २५३ ॥
प्रागभावो नानुभूतश्चितेर्नित्या ततश्चितिः।
द्वैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥ २५४ ॥

प्रागभावयुक्तत्वे सति अचिन्त्यरचनात्वं मिथ्यात्वलक्षणमिति विवक्षुरचिन्त्यरचनात्वमात्मनीऽङ्गीकरोति तच्चेति। एवमङ्गीकारेऽपसिद्धान्त आपतेत् इत्याशङ्क्य परिहरति नीवयमिति। तत्र हेतुमाह नित्यत्वेति। वयं चितिं स्वचिन्त्यरचनां नीब्रूम इति योजना ॥ २५३ ॥

चितेर्नित्यत्वं कुत इत्याशङ्क्य प्रागभावानुभवादित्याह प्रागभाव इति। यतः चितः प्रागभावो नानुभूतस्ततो नित्येति योजना। इदमवाक्तं चितेः प्रागभावोऽस्तीति वदन् प्रष्टव्यः चित् प्रागभावः किं चितानुभूयते उतान्येन तस्य जडत्वेनानुभवितृत्वानुपपत्तेः, चितानुभूयते इत्यपि पक्षे किं चिदन्तरेण उतं स्वेनैव नाद्यः अद्वैतवादे चिदन्तरस्याभावात् तत्स्वीकारेऽपि चित्प्रतियोगिकस्याभावस्य चिदद्वयमन्तरेण ग्रहीतुमशक्यत्वात् तस्या अपि ग्रहणमात्रत्वे घटादिवदचित्त्वापत्तेः नापि द्वितीयः स्वभावस्य स्वेन ग्रहीतुमशक्यत्वादिति। न तु द्वैतस्य प्रमात्रादिभेदरूपत्वात् तदभावस्य च तेनैवानुभवितुमशक्यत्वात् तदनुभवितृत्वाभावाच्च चैतन्यवदेव द्वैतस्यापि नित्यत्वापत्तिरित्याशङ्क्यानुभवितृत्वाभावो सिद्ध इति परिहरति द्वैतस्येति। जाग्रदादिद्वैताभावस्य सुषुप्तौ साक्षिणानुभूयमानत्वात् तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षीति श्रुतेरिति भावः ॥ २५४ ॥

বা হানি কি? যেহেতু সেই অখণ্ড চৈতন্যের নিত্যত্ব আছে। অতএব আমরাও তাহার অচিন্ত্যরচনাত্ব স্বীকার করিয়া থাকি; অচিন্ত্যরচনা স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্ব হয় না ॥ ২৫৩ ॥

এইক্ষণে চৈতন্যের নিত্যত্ব ও জড়পদার্থের অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যেহেতু চৈতন্যের অভাব অনুভূত হয় না, কারণ চৈতন্যের অভাবের অনুভব কে করিবে? চৈতন্যই অনুভব কর্ত্তা এবং জড়পদার্থের অনুভবশক্তি নাই; সুতরাং চৈতন্যের অভাবও নাই; অতএব চৈতন্যকে নিত্য বলা যায়। কিন্তু চৈতন্যদ্বারা দ্বৈত জড়পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, অতএব ঘটপটাদি জড়পদার্থকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ২৫৪ ॥

প্রাগভাববযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।
তথাপি রচনা চিন্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ ॥ ২৫৫ ॥
চিৎ প্রত্যক্ষা ততোঽন্যস্য মিথ্যাত্বং চানুভূয়তে।
নাদ্বৈতমপরোক্ষত্বেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ॥ ২৫৬ ॥
ইত্থং জ্ঞাত্বাপ্যসন্তুষ্টাঃ কেচিৎ কুত ইতীর্য্যতাম্।

এবং প্রাগভাববযুতত্বে সতি অচিন্ত্যরচনাত্বস্য মিথ্যাত্বলক্ষণস্য সদ্ভাবাৎ দ্বৈতমিথ্যাত্বং সিদ্ধমিত্যাহ প্রাগভাবেতি। প্রাগভাবযুতমিতি হেতুগর্ভিতং বিশেষণং দ্বৈতং প্রাগভাবযুতত্বাৎ ঘটাদিবৎ রচ্যতে হি তথাপি রচ্যমানত্বেঽপি তস্য দ্বৈতস্য রচনা অচিন্ত্যা তেন রচ্যমানত্বেঽপ্যচিন্ত্যরচনাত্বেনেন্দ্রজালবদৈন্দ্রজালিকপ্রাসাদাদিবন্মিথ্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫৫ ॥

চিতিস্বভাবং স্বপ্রকাশত্বেন নিত্যা পরোক্ষা চ ভাসতে চিদ্ব্যতিরিক্তস্য চ মিথ্যাত্বং তথৈব চিদ্ব্যতিরিক্তমনুভূয়তে ইতি দর্শিতম্। এবঞ্চ সত্যদ্বৈতস্যাপরোক্ষত্বং নাস্তীতি বদতো ব্যাঘাতস্য স্যাদিত্যাহ চিৎপ্রত্যক্ষেতি। নাদ্বৈতমপরোক্ষত্বেন চিদ্রূপেণ ভাসনাদিত্যভিহিতযুক্তিসমুদ্বয়ার্থপ্রশব্দঃ অদ্বৈতমপরোক্ষং নেত্যেতন্ন কথং ন ব্যাহতমিতি যোজনা ॥ ২৫৬ ॥

এবং বেদান্তার্থং জানতামপি পুরুষাণাং কেষাঞ্চিদেব বিশ্বাসঃ কুতো ন জায়তে ইতি

যে দ্বৈতজড়পদার্থ পূর্ব্বে ছিল না, ঈশ্বর ঘটপটাদির ন্যায় তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকেও যদি অচিন্ত্যরচনা বলিয়া স্বীকার করা গেল, তাহাহইলে তাহার মিথ্যাত্বও নিরূপিত হইল। যেমন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সকল আপাততঃ অচিন্ত্যরচনা বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক ঐ সকল কার্য্যই মিথ্যা, সেইরূপ এই দ্বৈত জগতের সকলই মিথ্যা ॥ ২৫৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা চৈতন্যের স্বয়ম্প্রকাশতা ও অপরোক্ষতা প্রমাণীকৃত হইল এবং সেই বিচারদ্বারাই অন্য জড়পদার্থের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যায়। অতএব ইহাতেও যাহারা অদ্বৈতপদার্থের অপরোক্ষতা স্বীকার না করে, তাহারা স্বয়ংই আপন বাক্যের ব্যাঘাত করে; কারণ যাহারা যে বস্তুর স্বয়ম্প্রকাশকতা স্বীকার করে, তাহারাই পুনর্ব্বার সেই বস্তুর অপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করে, ইহা কিরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা হয়, তাহা বিবেচনা কর। একবার যাহাকে স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়, তাহাকে পুনরায় অপ্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ২৫৬ ॥

चार्वाकाद्यैः प्रबुद्धस्याप्याज्ञा दृढः कुतो वद ॥ २५७ ॥
सम्यक् विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत् तथा।
असन्तुष्टाश्च शास्त्रार्थं न त्वीक्षन्ते विशेषतः ॥ २५८ ॥
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः।

पृच्छति इत्यमिति। सम्यग्विचारशून्यत्वादिति विवक्षुः प्रतिवक्ति गृह्णाति चार्वाकादिरिति आदिशब्देन पामरा गृह्णन्ते प्रबुद्धस्यीहापीहकुशलस्य ॥ २५७ ॥

प्रतिवक्ती मीचनं शङ्कते सम्यगिति। साम्येन समाधत्ते तथेति। धीदोषादित्यनुषज्यते तुशब्द एव शब्दार्थः ॥ २५८ ॥

इत्थं तत्त्वं विचार्य्यं तज्जन्यतत्त्वज्ञानफलं विचारयितुं तत्प्रतिपादिकां श्रुतिं पठति यदेति। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इत्यस्य मन्त्रस्योत्तरार्द्धम्, अस्य सुसुचीर्द्धि

যদি বল, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বেদান্তের তাৎপর্য্যার্থ অবগত হইয়াও সেই বেদান্তবাক্যের প্রতি অনেকের বিশ্বাস হয় না কেন? এই কথার সিদ্ধান্ত এই যে, যাহারা নাস্তিক, ঈশ্বর স্বীকার করে না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে যুক্তিনিপুণ হইয়াও স্থূলদেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে কেন? চার্ব্বাক, পামর প্রভৃতি নাস্তিকগণ যুক্তিসক্ষম হইয়াও সম্যক্‌রূপে বিচার করিতে তাহাদিগের শক্তি নাই; সুতরাং তাহারাই বেদবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া থাকে ॥ ২৫৭ ॥

যদি বল, চার্ব্বাকাদির বুদ্ধির মালিন্যহেতু তাহারা সম্যক্ বিচার করিতে পারে না, বুদ্ধিমালিন্যদোষই তাহাদিগের যথার্থ বিচারশক্তির প্রতিবন্ধক। তবে এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত এই—উহারা বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করে নাই। যদি তাহারা সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করিত, তাহা হইলে আর বুদ্ধির মালিন্যদোষ বিচারশক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারিত না। যেহেতু শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনার এই এক মহৎ গুণ আছে যে, যাহারা মনঃসংযোগ পুরঃসর প্রকৃত শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করে, তাহাদিগের বুদ্ধির মালিন্য দূরীভূত হইয়া বিচারশক্তি প্রবল হইয়া উঠে ॥ ২৫৮ ॥

অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে যখন কামাদি রিপুসকল নিবারিত হইয়া যায়, তখন মনুষ্য জীবন্মুক্তি লাভ করে এবং মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইলে

इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेद् दृष्टमेव तत् ॥ २५९ ॥
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयश्चिति ।
कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥
अहङ्कारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः ।
इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥२६१॥

श्रिता ये कामास्तदात्माध्यासमूला इच्छादयः सन्ति ते सर्वे यदा यस्मिन् काले प्रमुच्यन्ते तत्त्वज्ञानेनाध्यासनिवृत्तौ निवर्त्तन्ते अथ तदानीमेव मर्त्यः पूर्वदेहतादात्म्याध्यासेन मरणधर्मा पुरुषः अमृतः अध्यासाभावेन तद्रहितो भवति। तत्र हेतुमाह अत्र ब्रह्म समश्नुत इति यतोऽस्मिन्नेव देहे ब्रह्मसत्यादि लक्षणं समश्नुते सम्यगाप्नोतीत्यस्याः श्रुतेरर्थः। श्रुत्या प्रतिपादितं फलं ज्ञानसिद्धत्वादिलक्षणं नानुभवसिद्धं किन्तु शाब्दमेवेति शङ्कते इति श्रौतमिति। समनन्तरं श्रुतिवाक्यतात्पर्यालोचनया तस्य दृष्टत्वं सिध्यतीत्यभिप्रायेण परिहरति दृष्टमेव तदिति ॥२५९॥

तस्य दृष्टत्वस्पष्टीकरणाय तद्वाक्यमुदाहृत्य तस्यार्थमाह यदा सर्वे इति। अनेन वाक्यशेषेण [illegible]स्य ग्रन्थिभेदत्वेन व्याख्यातत्वात् ग्रन्थिभेदस्य चाहङ्कारचिदात्मनोस्तादात्म्याध्याम[illegible]स्यानुभवसिद्धत्वान्नाप्रत्यक्षतेति भावः. वाक्यशेषत इत्यनेन वाक्येनेत्यर्थः ॥२६०॥

ननु स्त्रीके कामशब्दे नेच्छाभेद एवोच्यते अतः कथं तस्य ग्रन्थित्वेन व्याख्यानमित्याशङ्क्याध्यासमूलत्वेच्छाविशेषस्य कामशब्दवाच्यत्वं नेच्छामात्रस्येत्याह अहङ्कारेति ॥ २६१ ॥

ঐ কালেই অপরিসীম ও অচিন্তনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব-পর্য্যালোচনার এইরূপ ফল উক্ত আছে যে, যাঁহারা নিয়তরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা অবশ্যই উক্তরূপ ফললাভ করিতে পারেন। এইরূপ আনন্দলাভ দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল, সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের অসম্ভব স্বীকার করা যায় না ॥ ২৫৯ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপর্য্যালোচনাদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক হইলে, কামনাদি হৃদয়ের গ্রন্থিসকল সমূলে বিনষ্ট হয়। শ্রুতিবাক্যের শেষাংশে কামাদি রিপুসকল হৃদয়ক্ষেত্রে সংসারবন্ধনের গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থি ছিন্ন হইলেই সংসার হইতে অন্তঃকরণ অপসারিত হইয়া থাকে, তাহাহইলেই মনুষ্য প্রকৃত সুখলাভ করিতে পারে ॥ ২৬০ ॥

এই স্থলে অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চৈতন্যের ঐক্য জ্ঞানহেতু "আমি

अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन्नहङ्कृतिम्।
इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः॥ २६२॥
ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः।
बुद्धापि पापबाहुल्यादसन्तोषो यथा तव॥ २६३॥

नन्वध्यासमूलस्यैव कामस्य त्याज्यत्वे सतीतरेऽभ्युपेतव्यः स्यादित्याशङ्क्याबाधकत्वादभ्युपेत एवेत्याह अप्रवेश्येति। अहङ्कारे चिदात्मानम् अप्रवेश्य तादात्म्याध्यासेनानन्त-भाव्येत्यर्थः॥ २६२॥

नन्वध्यासाभावे कामनानामनुदय एव स्यादित्याशङ्क्याप्रारब्धकर्मवशात् तेषामुत्पत्तिः सम्भविष्यतीत्याह ग्रन्थिभेदेऽपीति। तव दृष्टान्तमाह बुद्धापीति॥ २६३॥

আমার" ইত্যাদিরূপ যে ইচ্ছা ব্যবহার হয়, তাহাই কামনা শব্দের বাচ্য। "আমিই এই সংসারের কর্ত্তা এবং আমারই এই সকল পুত্রকলত্রাদি সুখ-সম্পত্তি, এইরূপ ইচ্ছাই কামনা। এই কামনাই মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং ঐ কামনাই সর্ব্বদোষের আকর॥ ২৬১॥

যদিও পূর্ব্বোক্ত কামনা শব্দবাচ্য ইচ্ছা সর্ব্বপ্রকার দোষের কারণ বটে, তথাপি অহঙ্কারপক্ষে চৈতন্যকে প্রবেশিত না করিয়া সেই অহঙ্কারকে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান করিলে, যদি কোটি কোটি বস্তুও ইচ্ছা করা যায়, তথাপি ঐ ইচ্ছা জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না; কেবল ইচ্ছা কোন কার্য্যকারিণী হয় না। অহঙ্কারের সহিত যোগ হইলে যে নানাপ্রকার ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছাই মনুষ্যকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায় এবং জ্ঞানসাধনের বাধা জন্মায়। কেবল ইচ্ছার সেই শক্তি নাই। যেহেতু পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জ্ঞানের পরিপাক হইলেই হৃদয়ের গ্রন্থি সকল বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ২৬২॥

যেমন অদ্বৈততত্ত্ব বোধ হইলেও যদি পাপবাহুল্য থাকে এবং তদ্বিষয়ে যেমন তোমার সন্তোষ জন্মিবে না, সেইরূপ হৃদয়গ্রন্থি সকল বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের দোষে কখন ইচ্ছাদি উপস্থিত হয়। যেমন পাপী ব্যক্তির অদ্বৈততত্ত্ব বোধ হইলেও তাহার সন্তোষ হয় না, তাঁহার পাপই সন্তোষের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ সংসারমায়া পরিত্যাগ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ফল-ভোগের নিমিত্ত ইচ্ছাদি হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মই মনুষ্যকে নানাবিধ কার্য্যে অভিলাষী করে॥ ২৬৩॥

अहङ्कारगतेच्छाद्यैर्देहव्याध्यादिभिस्तथा।
वृक्षादिजन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत् ॥ २६४ ॥
ग्रन्थिभेदात् पुराप्येवमिति चेत् तत्र विस्मर।
अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान् ॥ २६५ ॥
नैवं जानन्ति मूढाश्चेत् सोऽयं ग्रन्थिर्नचापरः।

अध्यासाभावेऽहङ्कारगतेच्छादेरबाधकत्वं दृष्टान्तद्वयप्रदर्शनेन विशदयति अहङ्कारेति। यथा देहगतव्याध्यादिभिरहङ्कारसाक्षिणो बाधोनास्ति देहसम्बन्धरहितत्वात् यथा वृक्षादिगतैर्जन्मादिभिरेवम् अध्यासनिवृत्तावहङ्कारगतेच्छादिभिरपीतिभावः ॥ २६४ ॥

चिदात्मानोऽसङ्गत्वैकरूपत्वात् पूर्वमपि कामादिभिर्बाधो नास्तीति शङ्कते ग्रन्थिभेदादिति। एवंविधधीधर्मैव ग्रन्थिभेदत्वे नास्माभिरभिधीयमानत्वादिदं चोद्यमस्मदनुकूलमित्याह तत्र विस्मरेति ॥ २६५ ॥

एवंविधज्ञानाभाव एव ग्रन्थिरित्याह नैवमिति। ननु ज्ञानिनोऽपीच्छाभ्युपगमे ज्ञान्य-

---

যেমন শরীরে কোনপ্রকার রোগাদি জন্মিলে সেই সকল রোগাদিদ্বারা আত্মার কোনরূপ বিকার হয় না, সেই রোগে কেবল দেহই বিকৃত হইয়া থাকে এবং যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি ও বিনাশে আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, সেইরূপ অহঙ্কারগত ইচ্ছাদ্বারা চিন্ময় পরমাত্মার কোনরূপ বিকার হইতে পারে না। কারণ ইচ্ছা অহঙ্কারের ধর্ম্ম, আত্মা সেই অহঙ্কারে সাক্ষীস্বরূপ ॥ ২৬৪ ॥

যদি বল, হৃদয়গ্রন্থিবিনাশের পূর্ব্বেও অসঙ্গানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত ইচ্ছাদি সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই, যেহেতু হৃদয়গ্রন্থির বিনাশ না হইলেও যে অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাদি হয় না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিও, এইরূপ জ্ঞানের নাম হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ। অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার কোন বিষয়ে ইচ্ছা হয় না, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলেই হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ হইল বলা যায়। হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে ॥ ২৬৫ ॥

যদি বল, অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাদি হয় না, এইরূপ জ্ঞানাভাবই হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ; তাহাহইলে অজ্ঞানী ব্যক্তির ঐরূপ জ্ঞান হয় না,

ग्रन्थितद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ २६६ ॥
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रियमनोधियाम्।
न किञ्चिदपि वैषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥ २६७ ॥
ब्राह्मश्रौतिययोर्वेदपाठापाठकृताभिदा।
नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम् ॥ २६८ ॥

ज्ञानिनोः कुतो वैलक्षण्यमित्याशङ्क्य ग्रन्थिभेदाभेदातिरेकेण न कुतोऽपीत्याह ग्रन्थितद्भेदेति ॥ २६६ ॥

कारणान्तराभावमेव विशदयति प्रवृत्ताविति ॥ २६७ ॥

उक्तार्थे दृष्टान्तमाह ब्राह्मेति ॥ २६८ ॥

অতএব তাহাদিগেরও হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ হইয়াছে বলিতে হইবে এবং মূঢ় ব্যক্তির ঐরূপ অজ্ঞানই হৃদয়গ্রন্থি; সুতরাং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন ভেদ রহিল না। এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাহাদিগের ঐরূপ হৃদয়গ্রন্থি আছে, তাহারাই অজ্ঞানী এবং যাহাদিগের ঐরূপ হৃদয়গ্রন্থির বিনাশ হইয়াছে, তাহারাই জ্ঞানী ॥ ২৬৬ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি, ইহাদিগের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই, কেবল বোধের তারতম্যেই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ জানা যায়। যেমন জ্ঞানীরও দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ এবং বুদ্ধি আছে, সেইরূপ অজ্ঞানীরও দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি আছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, কেবল জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বোধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের বিভিন্নতা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। আর কোন বিষয়েই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পার্থক্য নাই ॥ ২৬৭ ॥

যেমন সংস্কারহীন ও সংস্কারশালী ব্যক্তির আহারাদি কোন বিষয়ে বিভিন্নতা নাই; কেবল বেদপাঠে অধিকারিতা ও অনধিকারদ্বারাই তাহাদিগের বিভিন্নতা জানা যায়, সেইরূপ বোধের ইতরবিশেষদ্বারা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী জানাযায়। যাহারা সবিশেষ সংস্কারশালী তাহারাও যেরূপ আহারাদি করে, আর যাহাদিগের কোনরূপ সংস্কার নাই, তাহারাও সেইরূপ আহারাদি

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদুচ্যতে ॥ ২৬৯ ॥
ঔদাসীন্যং বিধেয়ঞ্চেদ্ বচ্ছব্দ্যর্থতা তদা।
ন শক্তা স্যাস্য দৃষ্টান্তা ইতি চেদ্যোগ এব সঃ ॥ ২৭০ ॥

জ্ঞানিনো গ্রন্থিভূয়ত্বং গীতাবাক্যং প্রমাণয়তি ন দ্বেষ্টীতি। সংপ্রবৃত্তানি প্রাপ্তানি দুঃখানি ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি সুখানি ন কাঙ্ক্ষতি উদাসীনবদ্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। গ্রন্থিভিদা গ্রন্থিভেদঃ ॥ ২৬৯ ॥

ইদং বাক্যমৌদাসীন্যবিধিপরং ন তু গ্রন্থিভেদে প্রমাণমিতি শঙ্কতে ঔদাসীন্যমিতি। বিধিপরত্বে তচ্ছব্দো ব্যর্থঃ স্যাদিতি পরিহরতি বচ্ছব্দেতি। জ্ঞানিনো দৃষ্টাদিকার্য্যক্ষমত্বা দ্বস্তুনির্ণয়ে তু গ্রন্থিভেদাদিত্যাশঙ্ক্যাপহ্নুতমিতি ন শক্তা ইতি ॥ ২৭০ ॥

করিয়া থাকে। কিন্তু সংস্কারশালী ব্যক্তি যেরূপ বেদ পাঠ করিতে পারে, সংস্কারবিহীন ব্যক্তি সেইরূপ বেদপাঠ করিতে পারে না এবং যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারে সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী, আর যে ব্যক্তি তাহা পারে না, তাহাকে অজ্ঞানী বলা যায় ॥ ২৬৮ ॥

যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাহাদিগেরই হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হয়, এই বিষয়ে ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোক প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাহারা প্রবৃত্ত কর্ম্মের দ্বেষ করে না এবং নিবৃত্ত কর্ম্মেরও আকাঙ্ক্ষা করে না। সমস্ত কর্ম্মেই তাহাদিগকে উদাসীনবৎ দৃষ্ট হয়; ইহাকেই জ্ঞানিগণের হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ বলা যায়। জ্ঞানিগণ কোনপ্রকার দুঃখজনক কর্ম্মেও দ্বেষ করে না এবং সুখেরও ইচ্ছা করে না, সকল কার্য্যেই তাহারা নির্লিপ্ত থাকে। যাঁহারা এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হইয়াছে বলা যায় ॥ ২৬৯ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত অর্থ আলোচনাদ্বারা এইরূপ বিবেচনা কর যে, সকল কার্য্যেই জ্ঞানিগণের ঔদাসীন্য আশ্রয় করা বিধেয়, তাহাহইলে দৃষ্টান্তসূচক "বৎ" শব্দ ব্যর্থ হয়। অতএব জ্ঞানিগণ সকল কার্য্যে উদাসীন না হইয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিবে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ বিবে

तत्त्वज्ञानं भवव्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः ।
तेषां प्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशकं भवेत् ॥ २७१ ॥
भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत् तदा ।

भवतु क्रीडोपलक्षणात् तत्त्वज्ञानमिति । दुःशकमसाध्यमित्यर्थः ॥ २७१ ॥

नन्वस्थाने परिहासोऽयं ज्ञानिनां प्रवृत्त्यभावस्य पुराणसिद्धत्वादिति शङ्कते भरतादेरिति । श्रुतिमजानंश्चोदयसीति परिहरति जक्षदिति । जक्षत् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञानिभिर्वा वयस्यैर्वा नोपजनं अरन्निदंशरीरमिति श्रौतवाक्यं नाश्रौषीरित्यर्थः । जक्षद् भक्षयन् जक्षभक्षहसनयोरिति धातुः क्रीडन् स्वेच्छया विहरन् रममाणः स्त्र्यादिभिः नोप-

---

চনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞানিগণ দেহের অশক্ততানিবন্ধনই সকল কার্য্যে বিরত থাকেন। হৃদয়গ্রন্থি বিনাশবশতঃ তাঁহারা সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করেন না। এইক্ষণ যদি দেহের অসমর্থতাই সর্ব্বকার্য্যে বিরতির হেতু হইল, তবে আর তাহাদিগকে উদাসীন বলা যায় না, পরন্তু উহাদিগকে রোগী বলা যায়। যে ব্যক্তি শক্তিসত্ত্বে কার্য্য পরিত্যাগ করে, তাহাকেই উদাসীন বলা সঙ্গত হয়, আর দেহের অশক্তিতে কার্য্যারম্ভে পরাঙ্মুখ হইলে সেই অশক্তিকে লোকে রোগ বলিয়া থাকে ॥ ২৭০ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যে সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্যস্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে যাহারা কোন রোগ বিশেষ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের বোধের প্রভাব অতি চমৎকার!!! এইরূপ নির্ম্মল জ্ঞান তাঁহারা কোথায় পাইল এবং তাহাদিগের বাক্যের অসাধ্য আর কি আছে? তাহারা বলিতে না পারে, এমন কথাই নাই। কারণ যাহারা তত্ত্বজ্ঞানীর ঔদাসীন্য স্বভাবকেও রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, তবে আর তাহাদিগের বাক্যের দুঃসাধ্য কি রহিল ॥ ২৭১ ॥

যদি বল, পুরাণেতে যে তত্ত্বজ্ঞানী ভরতাদির ঔদাসীন্য কথিত আছে, তাহার প্রতি রোগই কারণ; যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানী ভরত চিররোগী ছিলেন, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। তবে এই বিষয়ে উত্তর এই যে,—যাহারা ভরতাদির ঔদাসীন্যকে রোগহেতু বলিয়া প্রমাণ প্রদর্শন করে, তাহারা কি এই শ্রুতি দেখিতে পায় না যে, আহারাদি সমস্ত বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানিদিগের ঔদাসীন্য হইয়া

জগৎ ক্রীড়ন্ রতিং বিন্দন্নিত্যশ্রীষীর্ন কিং শ্রুতিম্ ॥ ২৩২॥
ন হ্যাহারাদি সংত্যজ্য ভরতাদ্যাঃ স্থিতাঃ ক্বচিৎ।
কাষ্ঠপাষাণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা তদাসতে ॥ ২৩৩ ॥
সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকৈর্নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে।

জগৎ অরন্নিদং শরীরমিত্যুপজনং জনানাং সমীপে বর্ত্তমানমিদং স্বং শরীরং ন স্মরন্ সানুসন্দধানস্তত্যর্থঃ স্ত্রীকে রতিং বিন্দন্নিতি শ্রীতস্য রমমাণ ইতি পদস্য ব্যাখ্যানম্॥ ২৩২ ॥

নন্ু তর্হি পুরাণস্য কা গতিরিত্যাশঙ্ক্য পুরাণমপ্যৌদাসীন্যবোধনপরং ন প্রস্তুতভাব পরমিত্যভিপ্রেত্যাহ ন হ্যাহারাদীতি ॥ ২৩৩ ॥

সঙ্গীঽপি কৃতস্তত্যুত ইত্যত আহ সঙ্গী হীতি ॥ ২৩৪ ॥

থাকে। উত্তম দ্রব্য আহার, স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া, বয়স্যবর্গের সহিত যানাদিতে ভ্রমণ, এই সকল কার্য্যেই কেবল যোগিগণের ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ২৭২ ॥

আহারবিহারাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ভরতাদি জীবিত ছিলেন, এমত নহে এবং তাহারা যে আহারাদি বিষয়ে ঔদাসীন্য করিতেন, তাহাও নহে; ভরতাদি মহর্ষিগণ কেবল সংসর্গদোষের ভয়ে ভীত হইয়া কাষ্ঠপাষাণাদিবৎ ন্যায় ঔদাসীন্য করিতেন *। সংসর্গদোষে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিতে পারে, এইনিমিত্ত ভরতাদি যোগিগণ সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হইয়াছিলেন ॥ ২৭৩ ॥

মনুষ্যগণ কুসঙ্গের সঙ্গী হইলেই নানাপ্রকার পাপকর্ম্মে রত হয় এবং

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম, স্কন্ধে অষ্টম ও নবমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে,—রাজর্ষি ভরত তাঁহার সমস্ত রাজ্যসুখ পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে পুলহাশ্রমে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং একটা হরিণশাবকের প্রতি স্নেহবশতঃ অহরহ তাহার সংসর্গে অত্যন্ত মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মৃত্যু সময়ে ধ্যানযোগে কেবল মৃগশাবক যেন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে, ইহাই দেখিতে পাইতেন, ইত্যাদি নানারূপে মৃগেতেই আশক্তচিত্ত হইয়া সেই মৃগশাবক সহিত আত্মদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃতপুরুষের ন্যায় মৃগশরীর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তদনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মফলে পুনরায় ভরতের জড়বিপ্রস্বরূপে জন্মগ্রহণ হইয়াছিল এবং সঙ্গবশতঃ পাছে পূর্ব্বজন্মের ন্যায় তাঁহার পতন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ভগবানের চরণযুগল স্মরণপূর্ব্বক লোকদিগের নিকট আপনাকে জড়, অন্ধ অথবা বধির স্বরূপে দেখাইয়াছিলেন।

तेन सङ्गः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥ २७४ ॥
अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्त्यन्यथान्यथा।
मूर्खाणां निर्णय स्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते ॥ २७५ ॥
वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम्।
प्रायेण सह वर्त्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित् ॥ २७६ ॥

ननु तर्हि मानससङ्गस्यैव त्यज्यतेऽन्तःसङ्गशून्यानां बहिर्व्यवहारवतां सङ्गित्वादिकं जनैः कथमुच्यत इत्याशङ्क्य शास्त्रतात्पर्य्यज्ञानशून्यत्वादित्याह अज्ञात्वेति। अतो मूढव्यवहारो नात्र विचारणीय इत्याह मूर्खाणामिति। तर्हि किमनुसन्धेयमित्याकाङ्क्षायां शास्त्रहृदयमित्याह अस्मत्सिद्धान्त इति ॥ २७५ ॥

कीदृशावित्यत आह वैराग्येति ॥ २७६ ॥

সঙ্গপরিত্যাগ করিলেই সুখী হইতে পারে। অতএব যাঁহারা প্রকৃতসুখের অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু সাধারণ জনসমাজমধ্যে থাকিলে কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া সদ্বৃত্তির হ্রাস হয় এবং সমাজসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকিলে সদ্বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া কুপ্রবৃত্তির হ্রাস হয় ॥ ২৭৪ ॥

যদি মূঢ় ব্যক্তিরা শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা অন্তঃকরণে সঙ্গরহিত এবং বাহ্যব্যাপারে সঙ্গবিশিষ্ট, সেই সকল জ্ঞানিগণকে সংসর্গী বলিয়া তাহাদিগের প্রতি যে নানাপ্রকার দোষকল্পনা করিয়া থাকে, তাহা করুক; তাহাতে আমাদিগের কোনপ্রকার অনিষ্ট নাই। বাহ্যব্যাপারে আমাদিগকে সংসর্গী বল কিম্বা অসংসর্গী বল, তাহাতে আমরা কোন দুঃখ পাই না, আমাদিগের অন্তরাত্মা নিঃসঙ্গ থাকেন, ইহাই আমাদিগের স্থির-সিদ্ধ। আত্মাকে নিঃসঙ্গ রাখিতে পারিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইব ॥ ২৭৫ ॥

বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি ইহারা পরস্পরের সাপেক্ষ, অর্থাৎ একে অন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং প্রায়ই ইহারা একাধারে অবস্থিত হয় এবং কখন কখন বিযুক্ত হইয়া পৃথক্ আধারেও অবস্থিতি করে। বৈরাগ্যাদিকে প্রায় সর্ব্বত্রই অন্যোন্যের সাহায্যে একত্র অবস্থিতি করিতে দেখা

হেতুস্বরূপকার্য্যাণি মিথোঽন্যেষামসঙ্করঃ।
যথাবদবগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থপ্রবিবিক্ষয়া ॥ ২৩৩ ॥
দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ পুনর্ভোগেষ্বদীনতা।
অসাধারণহেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োঽপ্যমী ॥ ২৩৮ ॥
শ্রবণাদিত্রয়ং তদ্বৎ তত্ত্বমিত্যাবিবেচনম্।

বৈরাগ্যাদীনামন্যোন্যাপরিহারেণাবস্থানদর্শনাদভেদাশঙ্কায়াং তদ্ধেত্বাদীনাং ভেদাৎ ভেদোঽবগন্তব্য ইত্যাহ হেতুস্বরূপেতি ॥ ২৩৩ ॥

তত্র বৈরাগ্যস্য হেত্বাদিত্রয়ং দর্শয়তি দোষদৃষ্টিরিতি ॥ ২৩৮ ॥

ইদানীং তত্ত্ববোধস্য কারণাদীনি দর্শয়তি শ্রবণাদীতি। আদিশব্দেন মনননিদিধ্যাসনে

যায়, কিন্তু অতিঅল্প স্থানেই তাহারা পৃথক্‌রূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ২৭৬ ॥

বৈরাগ্যাদির কারণ, স্বভাব ও কার্য্যসকল বিভিন্ন, কখনও একপ্রকার হয় না। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই সকল যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ জানিবে। বৈরাগ্যাদির স্বভাবও নানারূপ এবং তাহাদিগের কার্য্যও অনেকপ্রকার দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে ॥ ২৭৭ ॥

এইক্ষণে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতির কারণ, স্বভাব ও কার্য্যসকল ক্রমশঃ নিরূপণ করিতেছেন।—বিষয়েতে দোষদৃষ্টিই বৈরাগ্যের কারণ, যে ব্যক্তি পুত্রকলত্রাদি বিষয়কে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার দোষের আকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারই বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছাই বৈরাগ্যের স্বভাব। বৈরাগ্য হইলে সর্ব্বদাই বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা হইয়া থাকে, কখনও বৈরাগ্যশালী ব্যক্তির বিষয়ভোগের অভিলাষ হয় না। পরিত্যক্তবিষয়েতে ভোগের ইচ্ছার অনুদয়ই বৈরাগ্যের কার্য্য। বৈরাগ্যশীল ব্যক্তির একবার বিষয় পরিত্যক্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই বিষয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না ॥ ২৭৮ ॥

ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই সকলই জ্ঞানের কারণ। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই জ্ঞানের উৎ-

पुनर्ग्रन्थेरनुदयो बोधस्येति त्रयी मता॥ २७९॥
यमादिर्धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः।
सुहृत्त्वाद्या उपरतेरित्यसङ्ग इरितः॥ २८०॥
तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः।
बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभौ॥ २८१॥

गच्छेति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यात्मदर्शनसाधनत्वेन श्रवणादिविधानात् श्रवणादेर्ज्ञानहेतुत्वं तत्त्वमित्याविवेचनं कूटस्थस्याहङ्कारादेश्च भेदज्ञानं ग्रन्थेरनुदयोऽन्योन्याध्यासानुत्पत्तिः॥ २७९॥

उपरतेस्तानि दर्शयति यमादिरिति। आदिशब्देन नियमादयो गृह्यन्ते धीनिरोधश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणो योगः॥ २८०॥

किमेतेषां समप्राधान्यमुत नेत्याशङ्क्याह तत्त्वबोध इति। तमेव विदित्वातिमृत्युमेति। नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेति श्रुतेरित्यर्थः। इतरयोस्तूपकारित्वं ब्रह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्, शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येदिति श्रुतिभ्यामवगम्यते॥ २८१॥

পত্তি হয়। আত্মতত্ত্ববিচারই জ্ঞানের স্বভাব, জ্ঞানের উদয় হইলেই আত্মতত্ত্ববিচারের অভিলাষ হইয়া থাকে। নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয়কে জ্ঞানের কার্য্য বলে। জ্ঞানোৎপন্ন হইলে একবার যে হৃদয়গ্রন্থির নিবৃত্তি হয়, পুনর্ব্বার তাহার উদয় হয় না॥ ২৭৯॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সকলই উপরতির কারণ; যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করিলেই উপরতি হইয়া থাকে। ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতাই উপরতির স্বভাব; উপরতি হইলেই বুদ্ধি ঈশ্বরেতে নিশ্চল হইয়া থাকে, তখন আর অন্য বিষয়ে বুদ্ধির সঞ্চার হয় না এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্যই উপরতির কার্য্য; উপরতি হইলে অশন বসনাদি লৌকিক কার্য্যে শৈথিল্য জন্মিয়া থাকে॥২৮০॥

পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানই কৈবল্য সুখের মুখ্য কারণ, যেহেতু জ্ঞানের উদয় না হইলে অন্যকোন কারণে

त्रयोऽप्यत्यन्तसङ्गाद्येन्महतस्तपसः फलम्।
दुरितेन क्वचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिबध्यते ॥ २८२ ॥
वैराग्योपरती पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यतु।
यस्य तस्य नमोघोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात् ॥ २८३ ॥

प्रायेण सह वर्त्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचिदित्युक्तं तत्र कारणमाह त्रयोऽपीति। अनेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्जपरिपाके त्रयाणां सहभावी भवति अन्यथा तु प्रतिबन्धकपापानुसारेण पुरुषविशेषे कालविशेषेण कस्यचित् प्रतिबन्धी भवतीति भावः ॥ २८२ ॥

तत्रापि तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धे मोक्षो नास्तीत्याह वैराग्येति. तर्हि वैराग्यादिसम्पादनं निष्फलमित्याशङ्क्य प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते इति भगवद्वचनात् पुण्यलोकप्राप्तिर्भवतीत्याह पुण्यलोकस्तपोबलादिति ॥ २८३ ॥

কৈবল্য সুখ হয় না; সুতরাং ঐ জ্ঞানই বৈরাগ্য ও উপরতি ইহাদিগের মধ্যে প্রধান এবং বৈরাগ্য ও উপরতি ইহারা সেই জ্ঞানের উপকারী অর্থাৎ বৈরাগ্য ও উপরতিদ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহাদিগের কৈবল্য সুখোৎপাদনের শক্তি নাই, এই নিমিত্ত ইহারা জ্ঞানের সহকারীমাত্র ॥২৮১॥

মহৎ তপস্যার ফলে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই সকল সর্ব্বদা একব্যক্তিতে অত্যন্ত প্রবল থাকে। অল্প তপস্যার ফলে এক ব্যক্তিতে সর্ব্বদা বৈরাগ্যাদি প্রবল থাকে না। জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকবশতঃ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে বৈরাগ্যাদির সমাবেশ হইয়া থাকে। পরন্তু পাপরূপ প্রতিবন্ধকদ্বারা কখন কখন বৈরাগ্যাদিরও হ্রাস হয়। পাপের আধিক্য থাকিলে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই তিন পদার্থ সমভাবে থাকে না ॥ ২৮২ ॥

যে ব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হইয়া জ্ঞানের হ্রাস হয়, সেই ব্যক্তির তৎকালে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল তপোবলদ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্তিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। বৈরাগ্য ও উপরতিদ্বারা কৈবল্য সুখ হইতে পারে না, কেবল জীবন্মুক্তই হইয়া থাকে ॥ ২৮৩ ॥

पूर्णे बोधे तदन्यौ द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा।
मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति ॥ २८४ ॥
ब्रह्मलोकतृणीकारो वैराग्यस्यावधिर्मतः।
देहात्मवत् परात्मत्वदार्ढ्यं बोधः समाप्यते ॥ २८५ ॥
सुप्तिवत् विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि।
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्य मवान्तरम् ॥ २८६ ॥
आरब्धकर्मनानात्वात् बुद्धानामन्यथान्यथा।

वैराग्योपरत्योस्तु प्रतिबन्धे जीवन्मुक्तिसुखं न सिध्यतीत्याह पूर्णे बोधे इति ॥ २८४ ॥
इदानीं वैराग्यादीनामवधिं दर्शयन्ति ब्रह्मलोकेति सार्द्धेन ॥ २८५ ॥
अवान्तरतारतम्यं स्वस्वबुद्ध्या निश्चेयमित्याह दिशेति ॥ २८६ ॥
ननु तत्त्वबोधवतामपि रागादिमत्त्वेन वैषम्योपलम्भात् ज्ञानस्यापि मुक्तिहेतुत्वं न निश्चेतुं

যাহার জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ বৈরাগ্য ও উপরতির হ্রাস হইয়া থাকে, তাহার নিশ্চয়ই নির্ব্বাণমুক্তির সুখলাভ হয়; কিন্তু তাহাদিগের দৃষ্ট দুঃখ-বিনাশরূপ জীবন্মুক্তির সুখভোগ হয় না ॥ ২৮৪ ॥

ভূরাদি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিপর্য্যন্ত ফলের তৃণত্বজ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা। বৈরাগ্য হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ও তৃণবৎ তুচ্ছবোধ হয়। আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবে সমান প্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের সমাপ্তি, আপনার প্রীতিতে যেরূপ যত্ন থাকে, জ্ঞানোদয় হইলে অপরের প্রীতিতেও সেইরূপ যত্ন থাকে; ইহাই জ্ঞানের অবধি এবং সুষুপ্তিকালে যেরূপ বাহ্যবিষয়ের বিস্মৃতি হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রৎকালেও বিষয়ভোগের যে বিস্মৃতি হয়, তাহাকে উপরতির শেষ ফল বলা যায়। উপরতি হইলে কোনরূপ বিষয়ে আপত্তি থাকে না, সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগ একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহাদিগের অবশিষ্ট অবান্তর তারতম্য এইরূপে নির্ণয় করা যায়। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতির অন্যান্য ধর্ম্মসকল আপন আপন বুদ্ধিদ্বারা অনুসন্ধান করিলেই নির্ণীত হইবে ॥ ২৮৫-২৮৬ ॥

জ্ঞানিদিগেরও বিষয়ানুরাগবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তিরকারণ বলিয়া

বর্ত্তমানেন শাস্ত্রার্থে অবিশ্বাস্যং ন পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৮৩॥
স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ বর্ত্তন্তাং বা যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্ব্বলোকঃ সদা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ ॥ ২৮৮ ॥
জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতম্।

যদ্যপি ইত্যাশঙ্ক্য রাগাদের্ব্যাধ্যাদিবদারব্ধকর্ম্মফলত্বান্মুক্তিপ্রতিবন্ধকত্বমসিদ্ধমতো ন শাস্ত্রার্থে বিপ্রতিপত্তব্যমিত্যাহ আরব্ধকর্ম্মণানাত্বাদিতি ॥ ২৮৩ ॥

কিং তর্হি প্রতিপত্তব্যমিত্যত আহ স্বস্বেতি। সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাহমস্মীতি জ্ঞানমেকাকারং নিরবয়বব্রহ্মরূপেণাবস্থানঞ্চ সমানমিতি ভাবঃ ॥ ২৮৮ ॥

প্রকরণস্যাস্য তাৎপর্য্যং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি জগদিতি ॥ ২৮৯ ॥

নিশ্চয় করা যাইতে পারে না, এই আশঙ্কায় রাগাদির মুক্তিপ্রতিবন্ধকত্ব নিরাস করিয়া শাস্ত্রার্থের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের আবশ্যকত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও জ্ঞানিগণের নানাপ্রকার প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যমান থাকা প্রযুক্তই তাহাদিগের কখন কখন রাগাদির সঞ্চার হয়, তথাপি শাস্ত্রার্থের প্রতি অন্যথা জ্ঞান করা অকর্ত্তব্য। কখন কখন যে জ্ঞানিগণের বিষয়ানুরাগ দেখা যায়, তাহা কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থের প্রতি অবিশ্বাস করিবে না। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের ক্ষয় হইলেই তত্ত্বজ্ঞানিদিগের মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ২৮৭ ॥

জ্ঞানিগণের প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের অনুরোধে সময় সময় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বটে, তাহাদিগের যখন যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক না কেন, কিন্তু কখনও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না; তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণের জ্ঞান জন্মিলে তাহা এক অবস্থাতেই থাকে, সুতরাং তাহাদিগের মুক্তিরও অসম্ভাবনা নাই। তত্ত্বজ্ঞানের একরূপ অবস্থা থাকিলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ হইতে পারে, কিন্তু অন্য কোন কারণেও তাহার প্রতি ব্যাঘাত হয় না ॥ ২৮৮ ॥

এইক্ষণে উপসংহারে চিত্রদীপ প্রকরণের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে নির্ণয় করিতেছেন।—যেমন পটেতে পুত্তলিকা সকল চিত্রিত হয়, সেইরূপ চিন্মিত এই

मायया तद्वपेक्षैव चैतन्ये परिमिष्यताम् ॥ २८९ ॥

चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः।

पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते न मुह्यन्ति पूर्ववत् ॥ २९० ॥

इति चित्रदीपोनाम षष्ठः परिच्छेदः।

अस्याभ्यासफलमाह चित्रदीपमिति ॥ २९० ॥

इति चित्रदीपव्याख्या समाप्ता ॥

দ্বৈতজগৎ সমুদায় স্বীয় পরমাত্ম-চৈতন্যে মায়াদ্বারা অধ্যারোপিত হইয়াছে, তাহাকে অনাদর করিয়া চৈতন্যকে নির্ব্বিশেষ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পটস্থিত চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এই মায়াময় সংসারকে অসারজ্ঞান করিয়া পরমাত্ম চৈতন্যকে সর্ব্বত্র অবিশেষরূপে ধ্যান করিবে, তাহাহইলেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, ইহাই চিত্রদীপ প্রকরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥ ২৮৯ ॥

এইক্ষণে এই চিত্রদীপ প্রকরণাভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন,—যে সকল সূক্ষ্মদর্শী ধীরব্যক্তিরা এই চিত্রদীপ প্রকরণের নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ সর্ব্বদা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা বিচিত্র এই দ্বৈতজগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অজ্ঞানিদিগের ন্যায় কদাচ তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। অজ্ঞানীরাই এই জগৎকে সারভূত জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা চিত্রদীপ প্রকরণের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হয়েন, তাঁহাদিগের সদসদ্বোধের শক্তি জন্মে ; সুতরাং সেই সকল ব্যক্তি আর অসার সংসারে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন না, তাঁহারা নিরঞ্জন সনাতন ব্রহ্মপদার্থের তত্ত্ব লাভ করিয়া ভববন্ধন ছেদনপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, পরন্তু তাহাদিগের সেই সুখেরও কদাচ হ্রাস হয় না ॥ ২৯০ ॥

ইতি চিত্রদীপ সমাপ্ত।

তৃপ্তিদীপোনাম-

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥ ১ ॥
অস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্য্যতে।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ক্রিয়তে তৃপ্তিদীপস্য ব্যাখ্যানং গুরুতো মহাৎ ॥

তৃপ্তিদীপাখ্যং প্রকরণমারভমাণঃ শ্রীভারতীতীর্থগুরুস্তস্য শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ ব্যাখ্যেয়াং শ্রুতিমাদৌ পঠতি আত্মানঞ্চেদিতি ॥ ১ ॥

ইদানীং চিকীর্ষিতং বিচারং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি অস্যা ইতি। অত্র তৃপ্তিদীপাখ্যে গ্রন্থে

ইতিপূর্ব্বে চিত্রদীপ প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর তৃপ্তিদীপপ্রকরণ বর্ণিত হইবে। এইক্ষণে তৃপ্তিদীপপ্রকরণে যাহা বর্ণিত হইবে, প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রুতিতে উক্ত আছে, যে পুরুষ পরমাত্মাকে স্বীয় জীবাত্মা হইতে অভিন্নরূপে জানেন, তিনি আর এই জগতে কি ইচ্ছা করিয়া থাকেন? এবং কোন্ বস্তু কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হইবেন? যাহারা জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান করিয়া থাকে, তাহাদিগের এই জগতে কোনবস্তুই প্রার্থনীয় দেখিতেছি না এবং তাহারা কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীরের সহিত জীর্ণ হয় না। তাহারা এইরূপ অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দভোগ করিতে থাকে যে, সেই আনন্দভোগ হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠবস্তুই জগতে নাই, সুতরাং তাহাদিগের আর কোন বস্তুতেই অভিলাষ হইতে পারে না ॥ ১ ॥

এই তৃপ্তিদীপ প্রকরণে শ্রুতির অভিপ্রায় সকল সম্যক্‌রূপে বিচারিত হইবে এবং উক্তবিচারদ্বারা জীবন্মুক্তদিগের যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহাও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিয়া

জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে ॥ ২ ॥
মায়া ভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
কল্পিতাবেব জীবেশৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩ ॥

অস্য আত্মানং চেৎ বিজানীয়াদিত্যাদিকায়া শ্রুতেরভিপ্রায়স্তাৎপর্য্যং সম্যগ্বিচার্য্যতে, তেনাভিপ্রায়বিচারেণ জীবন্মুক্তস্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধা যা তৃপ্তিঃ সা বিশদায়তে স্পষ্টীভবতি ॥ ২ ॥

পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিবক্ষা বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণমিতি ব্যাখ্যানলক্ষণস্যোক্তত্বাৎ পুরুষ ইতি পদস্যার্থমভিধাতুং তদুপোদ্ঘাতত্বেন সৃষ্টিং সঙ্ক্ষিপ্য দর্শয়তি মায়াভাসেনেতি। প্রতিপাদ্যমর্থং বুদ্ধৌ সংগৃহ্য তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতঃ, অত্র মায়াশব্দেন চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা জগদুপাদানভূতা প্রকৃতিরুচ্যতে, সা চ সত্ত্বগুণস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধিভ্যাং দ্বিধা ভিদ্যমানা ক্রমেণ মায়া চাবিদ্যা চ ভবতি, তয়োর্মায়াবিদ্যয়োঃ প্রতিবিম্বিতং ব্রহ্মচৈতন্যমেবেশ্বরো জীবশ্চেত্যুচ্যতে, তদিদং তত্ত্ববিবেকাখ্যে গ্রন্থে শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যগুরুভির্নিরূপিতং, চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা। তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা। সত্ত্বশুদ্ধ্যশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা। সা কারণশরীরং স্যাদিতি। ইমমেবার্থং মনসি নিধায় জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি শ্রুতিরপি প্রবৃত্তা অতো জীবেশ্বরয়োর্মায়াকল্পিতত্বমন্যত্র কৃৎস্নং জগৎ তাভ্যামেব কল্পিতম্ ॥ ৩ ॥

দেখিলেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা যে কি পরমানন্দ ভোগ করে, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে, ইহাই এই তৃপ্তিদীপ প্রকরণের বক্তব্য ॥ ২ ॥

প্রথমশ্লোকে যে শ্রুত্যুক্তপুরুষ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সংক্ষেপে সৃষ্টিপ্রকরণ নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে যে, অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ মায়া চৈতন্যের আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করে এবং সেই জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই সমুদায় জগৎ কল্পনা করেন। সেই মায়াই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা এবং জগতের উপাদানভূত প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্বগুণের শুদ্ধি ও অবিশুদ্ধিদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হয়েন—মায়া ও অবিদ্যা উভয়ই প্রকৃতি। উক্তমায়া ও অবিদ্যার প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যকেই ঈশ্বর

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ৪ ॥

তত্র কেন কিয়ৎ কল্পিতমিত্যত আহ ঈক্ষণাদীতি। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি শ্রুতেরীক্ষণমাদির্যস্যাঃ সৈক্ষণাদিঃ অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্যেতি শ্রুতেঃ প্রবেশোঽন্তো যস্যাঃ সা প্রবেশান্তা ঈক্ষণাদিশ্চাসৌ প্রবেশান্তা চেতি পশ্চাৎ কর্মধারয়ঃ সেয়ং সৃষ্টিরীশ্বরেণ কল্পিতা জাগ্রদাদির্যস্য সংসারস্যাসৌ জাগ্রদাদিঃ বিমোক্ষো মুক্তিরন্তো যস্য স বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবেন কল্পিতস্তদভিমানিত্বাজ্জীবস্য ইত্যর্থঃ, তৌ চ জাগ্রদাদয় ইত্যং স্মূয়ন্তে, স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্বম্। বস্ত্রান্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্যতীতি। স্বপ্নেঽপি জীবঃ সুখ দুঃখভোক্তা স্বমুৎসৃজ্য কল্পিতবিশ্বজীবী। সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্মযোগাৎ স এবজীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ। পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যস্য জীবস্তত্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্। জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে। তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ইতি ॥ ৪ ॥

ও জীব বলা যায়। শ্রুতিতেও জীব ও ঈশ্বরকে মায়াকল্পিত বলিয়া উক্ত আছে, অতএব এই সমস্ত জগৎই জীব ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক কল্পিতরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎই জীব ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিকল্পিত, তন্মধ্যে ঈশ্বরকর্ত্তৃক কোন্ কোন্ পদার্থ এবং জীবকর্ত্তৃকই বা কোন্ কোন্ পদার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা অবধি সৃষ্টির পর তাহাতে অনুপ্রবেশপর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিকল্পিত এবং এই সংসারে জাগ্রদবস্থা অবধি মুক্তিপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই জীবই জাগ্রৎকালে মায়ার বিমোহনে স্ব স্ব রূপ বিস্মৃত হইয়া শরীর ধারণপূর্ব্বক সকল কার্য্য করে এবং সেই জীব অন্নবস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্য ভোগদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে, স্বপ্নকালেও সেই জীব সুখ দুঃখভোগ করে; পরন্তু ঐ জীবই সুষুপ্তিকালে সকল বিলীন হইলে তমোভিভূত হয়, পুনর্ব্বার জন্মান্তর লাভ করিয়া জাগ্রদাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীবই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ।
অন্যোন্যাধ্যাসতোঽসঙ্গধীস্থজীবোঽত্র পূরুষঃ॥ ৫॥
সাধিষ্ঠানো বিমোচাদৌ জীবোঽধিক্রিয়তে ন তু।
কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ ক্বাপ্যসিদ্ধিতঃ॥ ৬॥

এবং পুরুষশব্দার্থাবগতীপযোগিনীং সৃষ্টিমভিধায়েদানীং পুরুষশব্দার্থমাহ ভ্রমাধিষ্ঠানেতি। যঃ কূটস্থাসঙ্গচিদপুরবিকার্যসঙ্গচিৎস্বরূপঃ ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা ভ্রমস্য দেহেন্দ্রিয়াদ্যধ্যাসস্যাধিষ্ঠানভূতোঽধিষ্ঠানত্বেন বর্ত্তমানঃ পরমাত্মাস্তি সোঽসঙ্গ এবান্যোন্যাধ্যাসতঃ অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্মাধ্যাস্য ইত্যাচার্যৈর্নিরূপিতেন তাদাত্ম্যাধ্যাসেনাসঙ্গধীস্থজীবোঽত্র স্বেন ৫। পার্থিকমন্বন্ধশূন্যায়াং বুদ্ধৌ বর্ত্তমানো জীবঃ সন্নবাস্থা শ্রুতৌ পুরুষ ইত্যুচ্যতে স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয় ইতি শ্রুত্যা পুরুষশব্দস্য ব্যুৎপাদিতত্বাৎ পুরুষস্যৈব চ পুরুষত্বাৎ পুরুষে এব পুরুষঃ বুদ্ধ্যাদিকল্পনাধিষ্ঠানং কূটস্থচৈতন্যমেব বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতত্বেন প্রাপ্তজীবভাবং সৎ পুরুষশব্দেনোচ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫॥

নন্বত্র পুরুষশব্দেন কেবলচিদাভাসরূপো জীব এবোচ্যতাং কিমনেন কূটস্থচৈতন্যেনাধিষ্ঠানভূতেনেত্যাশঙ্ক্য তস্য মোচাদ্যন্বয়িত্বসিদ্ধয়ে তদপি স্বীকর্ত্তব্যমিত্যাহ নিরধিষ্ঠানেতি। সাধিষ্ঠানোঽধিষ্ঠানেন কূটস্থচৈতন্যেন সহিতো জীবো বিমোচাদৌ স্বর্গাদিসাধনানুষ্ঠানেঽধিক্রিয়তেঽধিকারী ভবতি ন তু কেবলচিদাভাসঃ। কুত ইত্যত আহ নিরধিষ্ঠানেতি। অধিষ্ঠানরহিতস্যারোপ্যস্য লোকে দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে পুরুষ শব্দার্থ বোধের উপযোগী সৃষ্টিবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণ সেই পুরুষ শব্দার্থ নিরূপিত হইতেছে।—যিনি অবিকারী অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি ভ্রমের আধারভূত পরমাত্মা, তিনি বাস্তবিক সম্বন্ধ রহিত, তাঁহার কোন বিষয়েই সম্বন্ধ নাই; কিন্তু পরস্পর অভ্যাসবশতঃ স্বীয় সংসর্গশূন্য বুদ্ধিতে অবস্থিত হন। এইরূপ অবস্থাপন্ন পরমাত্মাই জীবশব্দের বাচ্য হয়েন, পরন্তু জীবকেই এইস্থলে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করা যায়॥ ৫॥

স্বীয় আধারভূত বুদ্ধি সমন্বিত জীবাত্মা বদ্ধ মোক্ষাদিতে অবিকৃত থাকেন, তিনি কখন সংসারে বদ্ধ হয়েন না, এবং কদাচ তাহার মুক্তিও নাই। যেহেতু অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কখনও ভ্রমের সম্ভব হয় না। অতএব জীবাত্মা সর্ব্বদাই একরূপ থাকেন॥ ৬॥

অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে।
যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোঽভিমন্যতে ॥ ৭ ॥
ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা।
যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যতে ॥ ৮ ॥
নাসঙ্গেঽহঙ্কৃতির্যুক্তা কথমস্মীতি চেচ্ছৃণু।

ইদানীং স্বাধিষ্ঠানস্য তস্যৈব সংসারাদ্যন্বয়িত্বং স্বীকারদ্বয়েন বিভজ্য দর্শয়তি অধিষ্ঠানাংশযুক্তমিতি। জীবো যদাধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং কূটস্থসহিতং ভ্রমাংশং চিদাভাসোপেতং শরীরদ্বয়মবলম্বতে স্বস্বরূপেণ স্বীকরোতি তদাহং সংসারীত্যভিমন্যতে ॥ ৭ ॥

যদা পুনর্ভ্রমাংশস্য দ্বিতীয়সহিতস্য চিদাভাসস্য তিরস্কারাদ্বিস্মৃত্যাত্মানাত্মাবধারণাদধিষ্ঠানপ্রধানতা অধিষ্ঠানভূতস্যৈব কূটস্থস্য স্বরূপং জীবেন স্বীক্রিয়তে তদাহং চিদাত্মাসঙ্গস্যাস্মীতি বুধ্যতে জানাতি ॥ ৮ ॥

নন্বধিষ্ঠানচৈতন্যস্যজীবস্বরূপত্বস্বীকারে চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যত, ইতি যদুক্তং তদনুপপন্নং স্যাৎ অসঙ্গচিদ্রূপস্য কূটস্থস্যাহঙ্কারাত্যন্তবিষয়ত্বাভাবাদিতি মন্যতে নাসঙ্গ

যে সময়ে জীবচৈতন্য আপনার অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ চৈতন্যের সহিত ভ্রমাংশ অবলম্বন করে, অর্থাৎ আমিই শরীরী, এইরূপে শরীরকে আপন জ্ঞান করে, সেই সময়েই আমি সংসারী এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। শরীরেতে আত্মবোধ হইলেই সংসারেতেও আত্মবোধ হয়। এই উভয় জ্ঞানই ভ্রমাত্মক; ভ্রান্তিবশতঃই শরীরে ও সংসারে আত্মবোধ হয় ॥ ৭ ॥

যখন জীব চৈতন্যের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমজ্ঞান দূরীভূত হইয়া আপনাকে অধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে, তখন আমিই অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ এইপ্রকার বুঝিতে পারিয়া জীবচৈতন্য কৃতার্থ হয়। যাবৎ মোহের আক্রমণে জীবভ্রান্তির বশীভূত থাকে, তাবৎ শরীরকে আত্মজ্ঞান করিয়া সংসারে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ঐ ভ্রান্তি দূরীভূত হইলেই আপনাকে অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে; তাহাতেই জীবের সাফল্য সম্পাদিত হয় ॥ ৮ ॥

যদি বল, অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে কোনরূপেও অহঙ্কারের সম্ভব হইতে পারে না, তাহাহইলে "আমিই অসঙ্গচৈতন্য" এইরূপ জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? "আমিই অসঙ্গচৈতন্য" এইরূপ জ্ঞানবশতঃ অহ-

एकी मुख्यो भावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधोऽहमः ॥ ९ ॥
अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः।
एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र भूटैः प्रयुज्यते ॥ १० ॥
पृथगाभासकूटस्थावमुख्यौ तत्र तत्त्ववित्।

इति। असङ्गे चिदात्मन्यविषयेऽहंप्रत्ययो न युज्यते यतोऽतः कथमहमस्मीति जानीयात् न कथमपीत्यर्थः। मुख्यया वृत्त्याहंप्रत्ययविषयत्वाभावेऽपि लक्षणया तदस्मीति विवक्षुरहंशब्दार्थं तावत् विभजते मुख्यति अहमोऽहंशब्दस्येत्यर्थः ॥ ९ ॥

कीदृशी मुख्योऽर्थः इत्याकाङ्क्षायां तं दर्शयति अन्योन्येति। कूटस्थचिदाभासयोः स्वरूपमन्योन्याध्यासेनैक्यं प्राप्तमहंशब्दस्य वाच्यत्वेन मुख्यार्थो भवति। अस्य कुतो मुख्यत्वमित्यत आह तत्र भूटैरिति। यत इत्यध्याहारः तत्र तस्मिन् अविविक्ते कूटस्थचिदाभासयोः स्वरूपे यतो विवेकज्ञानशून्यैः सर्वैरप्यहंशब्दः प्रयुज्यतेऽतोऽस्य मुख्यत्वमित्यर्थः ॥ १० ॥

इदानीममुख्यार्थौ द्वौ दर्शयति पृथगिति। आभासकूटस्थौ प्रत्येकमहंशब्दार्थत्वेन यदा वे वक्षितौ तदा अमुख्यार्थौ भवतः। अनयोरमुख्यत्वे कारणमाह तत्रेति। अत्रापि यत इत्यध्याहारः तत्त्ववित् यतः तत्र तयोः कूटस्थचिदाभासयोरहंशब्दं लौकिके लौकिके वैदिके च व्यवहारे पर्य्यायेण प्रयुञ्जते इति योजना, अयमाव. चिदाभासकूटस्थयोरविविक्तरूपस्य सर्वै-

---

ঙ্কার বলা যায়, যদি পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কারবর্জ্জিত হয়, তবে "আমিই অসঙ্গচৈতন্য" এইরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না। অতএব এই সংশয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই স্থলে অহং শব্দের তিনপ্রকার অর্থ নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে একটি মুখ্য অর্থ, অপর দুইটি গৌণ অর্থ। পরস্পর অধ্যাসবশতঃ কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের যে ঐক্যভাব তাহাকে অহং শব্দের মুখ্য অর্থ বলা যায়, যেহেতু সাধারণ অজ্ঞলোক সকল উক্তরূপ ঐক্যভাবে অহং শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥ ৯-১০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অহং শব্দের মুখ্যার্থ নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই অহং শব্দের দ্বিবিধ গৌণ অর্থ নিরূপিত হইতেছে।—আভাস চৈতন্য ও কূটস্থ-চৈতন্য এই উভয়ই পৃথক্‌রূপে অহং শব্দের বাচ্য হয়, অর্থাৎ অহং শব্দে কেবল আভাস চৈতন্যকে বুঝায় এবং কখন বা কেবল কূটস্থচৈতন্যের বোধক হয়। অতএব কেবল আভাসচৈতন্য ও কেবল কূটস্থচৈতন্য এই উভয়ই অহং শব্দের

পর্য্যायेण प्रयुञ्क्तेऽहंशब्दं लौकिके च वैदिके ॥ ११ ॥
लौकिकव्यवहारेऽहङ्गच्छामीत्यादिके बुधः ।
विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात् तं विवक्षति ॥ १२ ॥
असङ्गोऽहं चिदात्माहमिति शास्त्रीयदृष्टितः ।
अहंशब्दं प्रयुञ्क्तेयं कूटस्थे केवले बुधः ॥ १३ ॥

अनीनव्यवहारविषयत्वात् मुख्यार्थत्वं विविक्तरूपस्य तु कतिपयैर्जनैः कदाचिदेव व्यवहियमाणत्वादमुख्यार्थमिति ॥ ११ ॥

पर्य्यायेण प्रयुञ्क्त इत्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति प्रतिपत्तिसौकर्य्याय श्लोकद्वयेन लौकिकेत्यादिना। बुधो विद्वानहं गच्छामीत्यादिके लौकिकव्यवहारे कूटस्थाच्चिदाभासं विविच्य तमेवाहंशब्देन विवक्षति वक्तुमिच्छति ॥ १२ ॥

अयमेव बुधः शास्त्रीयदृष्टितो वेदान्तश्रवणजनितज्ञानेन केवले चिदाभासाद् विविक्ते कूटस्थेऽसङ्गोऽहं चिदात्माहमिति लक्षणयाहंशब्दं प्रयुञ्क्ते यतो लक्षणया अहंशब्दार्थत्वेनाहंप्रत्ययविषयत्वसम्भवादसङ्गोऽहमस्मीति ज्ञानमुपपद्यत इति भावः ॥ १३ ॥

গৌণার্থ। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিক প্রয়োগে ও বৈদিক উদাহরণে পর্য্যায়ক্রমে আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য এই উভয়েতে অহং শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিক ব্যবহারে "আমি গমন করিতেছি" ইত্যাদি বাক্যে কূটস্থচৈতন্য হইতে আভাসচৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া সেই আভাসচৈতন্যকে অহং শব্দের বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন। যেহেতু "আমি গমন করিতেছি" ইত্যাদি স্থলে আভাসচৈতন্য ভিন্ন অহং শব্দের অর্থসঙ্গতি হয় না ॥ ১২ ॥

বৈদিক উদাহরণে "আমিই অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিদ্বারা কেবল কূটস্থচৈতন্যে অহং শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। যেহেতু উক্ত বাক্যে কূটস্থচৈতন্যকে অহং শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে কোনরূপে "আমিই সেই অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য সংগত হয় না ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানিত্বাজ্ঞানিত্বে জ্ঞানাভাসস্যৈব ন জীবস্য।
তথা চ জীবভাবাভাসঃ কূটস্থোঽস্মীতি বুধ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
নায়ং হ্যেবচিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্।
আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষতাৎ ॥ ১৫ ॥
কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি মিথ্যা চেন্নেতি কো বদেৎ।

ননু পৃথগাভাসকূটস্থাবহংশব্দস্যামুখ্যার্থাবিত্যুক্তৌ তয়োর্মধ্যে কূটস্থঃ কিমস্মাকমিব-সন্নীঽস্মীতি জানাতি কিং বা চিদাভাসঃ ন তাবৎ কূটস্থঃ তস্যাসঙ্গচিদ্রূপত্বেন জ্ঞানিত্বাজ্ঞানিত্বয়োরনুপপত্তেঃ অতশ্চিদাভাসস্য জ্ঞানিত্বাদিকং বক্তব্যং তথা চ সতি কূটস্থা-দন্যশ্চিদাভাসোঽহং কূটস্থোঽস্মীতি ন জানুমর্হতি ইতি শঙ্কতে জ্ঞানিতেতি ॥ ১৪ ॥

তস্য কূটস্থাদন্যত্বমেবাস্তিত্বমিতি পরিহরতি নায়মিতি। তদীয়পত্তিমাহ আভাস-ত্বস্যেতি। যথা দর্পণে প্রতীয়মানস্য মুখাভাসস্য যদ্বাস্তবং মুখমেব তত্ত্বং তদ্বদিতি ভাবঃ ॥১৫॥

ননু চিদাভাসস্য মিথ্যাত্বে তদাশ্রিত কূটস্থোঽস্মীতি জ্ঞানমপি মিথ্যা স্যাদিতি শঙ্কতে কূটস্থ ইতি। কূটস্থস্বরূপাতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্যাপি মিথ্যাত্বাভ্যুপগমাৎ তন্মিথ্যাত্বমঙ্গীক-

---

যদি বল, জ্ঞানিত্ব ও অজ্ঞানিত্ব এই উভয়ই জীবচৈতন্যের ধর্ম্ম, ইহা কখনও কূটস্থচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে, অর্থাৎ "আমি জ্ঞানী ও আমি অজ্ঞানী" এইরূপ বোধ জীবচৈতন্যেরই হইয়া থাকে, কদাচ কূটস্থচৈতন্যের উক্তরূপ জ্ঞান হয় না, তাহাহইলে কূটস্থচৈতন্যের আভাসস্বরূপ জীবচৈতন্যকে কি প্রকারে আমিই কূটস্থচৈতন্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়? ॥ ১৪ ॥

উক্ত দোষকে দোষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। যেহেতু আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য উভয়ের একই স্বভাব, আভাস কেবল মিথ্যা নামমাত্র অবসানে কূটস্থমাত্রে অবিশেষ হয়। ইহাদিগের উভয়ের নামই কেবল পৃথক্; প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়ই এক বলিয়া প্রতীতি হইবে ॥ ১৫ ॥

"আমিই কূটস্থচৈতন্য" এই প্রকার জ্ঞানকেও যদি মিথ্যা বল, তাহা আমি অস্বীকার করি না, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, সেই সর্পও মিথ্যা এবং তাহার গমনাগমনাদি ও ফণাধারণ প্রভৃতি সকলই মিথ্যা হয়, সেইরূপ

ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ ॥ ১৬ ॥
তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো নিবিবর্ত্ততে।
যথানুরূপো হি বলিরিত্যাহুর্লৌকিকা জনাঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মাদাভাসপুরুষঃ স্বকূটস্থো বিবিচ্য তম্।
কূটস্থোঽস্মীতি বিজ্ঞাতুমর্হতীত্যভ্যধাৎ শ্রুতিঃ ॥ ১৮ ॥

নিষ্টসীবেতি পরিহরতি নেতীতি। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি নহীতি। রজ্জৌ কল্পিতস্য সর্পস্য সত্যাদিকমপি প্রতীয়মানং বাস্তবং নাঙ্গীক্রিয়তে যথা তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানস্য মিথ্যাত্বে তেন সংসারনিবৃত্তির্ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য নিবর্ত্ত্যস্য সংসারস্যাপি তথাত্বাৎ তন্নিবৃত্তিরুপপদ্যতে স্বপ্নব্যাঘ্রদর্শনেন নিদ্রানিবৃত্তিবদিত্যভিপ্রায়েণাহ তাদৃশেনাপীতি। তত্র যাদৃশো যত্তস্তাদৃশী বলিরিতি লৌকিকগাথা সংবাদয়তি যথানুরূপো হীতি ॥ ১৭ ॥

উপপাদিতমর্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি। যস্মাৎ কূটস্থ এব চিদাভাসস্য নিজং স্বরূপং তস্মাৎ পুরুষশব্দবাচ্যং কূটস্থসহিতচিদাভাসং কূটস্থং মিথ্যাভূতাৎ স্বস্মাদ্ বিবিচ্য লক্ষয়িত্বা কূটস্থোঽহমস্মীত্যবগন্তুং শক্নোতীত্যভিপ্রায়েণ শ্রুতিরস্মীত্যুক্তবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

আভাসচৈতন্যে অথবা কূটস্থচৈতন্যে যে অহঙ্কার যোগ তাহাও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায়। কদাচ কূটস্থচৈতন্যের অহঙ্কার যোগ সম্ভব হয় না ॥১৬॥

যদিও "আমি নিত্য কূটস্থচৈতন্য" এই প্রকার বোধ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তথাপিও উক্তপ্রকার জ্ঞানদ্বারা ভ্রমজ্ঞানজনিত সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে, যেহেতু লোকে এই একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, "যিনি যেরূপ দেবতা তাঁহার সেইরূপ উপহার।" অতএব যেরূপ জ্ঞানে সংসারের প্রতীতি হয়, সেইরূপ জ্ঞানেই সেই সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে ॥ ১৭ ॥

শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত আছে যে, যিনি আভাসচৈতন্যরূপ জীব, তিনিই কূটস্থচৈতন্যরূপ পরমব্রহ্ম, ইহাই পূর্ব্বরীতি অনুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, উক্তরূপ বোধদ্বারাই "আমিই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। নতুবা আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই একাত্মজ্ঞান সম্ভবিতে পারে না। যদি জীবচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্যের ঐক্যজ্ঞান না হইল, তবে আর কাহাকে একাত্মজ্ঞান বলিবে? ॥ ১৮ ॥

असन्दिग्धाविपर्य्यस्तबोधो देहात्मनीक्षते।
तद्वदत्रेति निर्णेतुमयमित्यभिधीयते ॥ १९ ॥
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्।
आत्मन्येव भवेद् यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ २० ॥
अयमित्यपरोक्षत्वमुच्यतेचेत्तदुच्यताम्।

एवं पुरुषोऽस्मीति पदद्वयप्रयोगाभिप्रायमभिधाय अयमिति पदप्रयोगाभिप्रायमाह असन्दिग्धेति। लौकिकानां प्रसिद्धे देहरूपे आत्मनि संशयविपर्य्ययरहितोऽयमस्मीति बोधो यद्वदुपलभ्यते अत्र प्रत्यगात्मनि विषये तद्वत् तथाविधं ज्ञानं मुक्तिसिद्धये संपाद्यमिति निर्णेतुमयमित्यभिधीयते श्रुत्येति शेषः ॥ १९ ॥

ईदृशस्यैव बोधस्य मोक्षसाधनत्वे आचार्य्यवाक्यं संवादयति देहात्मेति। अहं मनुष्य इति देहात्मविषयो दृढप्रत्ययो यथैवं प्रत्यगात्मन्येव देह एवात्मेत्येवं देहात्मत्वज्ञानापबाधनेन ब्रह्माहमस्मीति ज्ञानं यस्य जायते स विद्वान्नेच्छन्नपि मोक्षेच्छारहितोऽपि मुच्यते संसार-हेतोरज्ञानस्य ज्ञानेनापबाधितत्वादिति भावः ॥ २० ॥

अयमिति पदप्रयोगस्याभिप्रायान्तरं शङ्कते अयमिति। यद्यायं घट इत्यादिप्रयोगेष्विदमा

লোকসকল যেমন দেহাত্মজ্ঞান বিষয়ে সন্দেহ বা বিপর্য্যয়রহিত হয়, সেইরূপ কূটস্থ আত্মজ্ঞানেতেও অসন্দিগ্ধ বা অবিপর্য্যস্ত হইয়া বিবেচনা করিবে। সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই "এই আমি" ইত্যাদিরূপে দেহেতে আত্মবোধ করে, তাহাতে কোনরূপ সংশয় বা অন্যথা ভাব হয় না, কিন্তু কূটস্থ আত্মাতেও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত, তাহাতে সংশয় কিম্বা অন্যথা ভাব এককালে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৯ ॥

যেমন দেহাত্মজ্ঞান অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ যাহার আত্মাতে দেহাত্মজ্ঞানের বাধক কূটস্থাত্মজ্ঞানের উদয় হয়, সেই ব্যক্তি মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া থাকে। যাহার ভাগ্যে দেহাত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্যরূপ পরব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমধামে গমন করিতে পারে ॥ ২০ ॥

যদি "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকে অপরোক্ষ

স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ ॥ ২১ ॥
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ।
নিত্যাপরোক্ষরূপেঽপি দ্বয়ং স্যাদ্ দশমে যথা ॥ ২২ ॥
নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিশ্বমাত্ সদা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষমাণোঽপি তান্ নব ॥ ২৩ ॥

নির্দিষ্টস্য বস্তুন আপরোক্ষ্যং দৃষ্টং তথায়মস্মীত্যবাপীতি ভাবঃ। তদপ্যস্মাকমিষ্টমেবেত্যাহ তদ্ব্যতানিতি। কুত্র ইত্যত আহ স্বয়ংপ্রকাশেতি। সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়াবভাসমানং চৈতন্যং ব্যবধায়কাভাবান্নিত্যমপরোক্ষমিত্যস্মাভিরভ্যুপগতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নন্বাত্মনঃ স্বপ্রকাশচিদ্রূপত্বেন নিত্যাপরোক্ষ্যাভ্যুপগমেঽযমিতি পদপ্রয়োগস্যাভিপ্রায়বর্ণনা স্বীকারবলাদাগতমাত্মনঃ পরোক্ষবিষয়ত্বং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানাজ্ঞানাশ্রয়বিষয়ত্বানুপপন্নং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দশম ইব সর্ব্বমুপপদ্যত ইত্যাহ পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চেত্যেকং যুগলং জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যপরম্ ইদং দ্বয়ং নিত্যাপরোক্ষরূপেঽপ্যাত্মনি দশম ইব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দৃষ্টান্তং ব্যুৎপাদয়তি নবসংখ্যেতি। পরিগণনীয়পুরুষনিষ্ঠয়া নবসংখ্যয়াপহৃতবিবেকবিজ্ঞানো দশমস্তদা তান্ পরিগণনীয়ান্ নবসংখ্যকান্ বীক্ষমাণোঽপি সম্যক্ পশ্যন্নপি আত্মা গণয়িতারং স্বাত্মানং দশমোঽহমস্মীতি নৈব বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

জ্ঞান বলিয়া স্বীকার কর, তাহাতে আমার ইষ্টসাধন ভিন্ন অনিষ্টাশঙ্কা নাই; যেহেতু স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বদাই অপরোক্ষ। যিনি সর্ব্বদাই অপরোক্ষ, তাহাকে অপরোক্ষ বলিলে ক্ষতি কি? ॥ ২১ ॥

যেমন দশ জন পুরুষ একত্র থাকিলেও নিত্য প্রত্যক্ষ দশমপুরুষবিষয়ে অজ্ঞানের সম্ভব হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বদা অপরোক্ষ হইলেও তাহাতে পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্ব এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান সকলই সম্ভব হইতে পারে ॥২২॥

এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষবিষয়ে অজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন।— কোন স্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পারে গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের সংখ্যানির্ণয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহাদিগের মধ্যে যিনিই গণনা করেন, তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর নয় ব্যক্তিকে গণনা করিয়া নয় জনকেই দেখেন, কেহই দশসংখ্যা পূর্ণ করিতে

न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा।
मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः॥ २४॥
नद्यां ममार दशम इति शोचन् प्ररोदिति।
अज्ञानकृतविक्षेपं रोदनादिं विदुर्बुधाः॥ २५॥
न मृतो दशमोऽस्तीति मुक्तामवचनं तदा।

एवं दशमीऽज्ञानं प्रदर्श्य तत्कार्य्यमावरणं दर्शयति न भातीति। तदा दशमः स्वं दशमं सन्नं दशमी न भाति नास्तीति मत्वा वक्ति अस्य व्यवहारस्य यत् कारणं तदज्ञानकृतमज्ञानकार्य्यमावरणं विदुर्बुधा इतिशिखः॥ २४॥

अज्ञानस्यैव कार्य्यविशेषं विक्षेपं दर्शयति नद्यामिति॥ २५॥

दशमस्यासत्त्वाज्ञनिवर्त्तकं परीक्षणमाह न मृत इति॥ २६॥

পারেন না। এইরূপে নয় জনকে দেখিয়া নয়সংখ্যাতেই বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম, ইহা জানিতে পারেন না॥ ২৩॥

তখন তাহারা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া দশমপুরুষকে কেহই নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন, যে আমরা দশ জন আসিয়াছি, একথা মিথ্যা নহে; কিন্তু এইক্ষণ দশজনকে দেখিতেছি না, সুতরাং আমাদিগের মধ্যে যিনি দশম তিনি নাই। ইহা কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য, অতএব এইরূপ অজ্ঞানের শক্তিকে আবরণশক্তি বলিয়া থাকে॥ ২৪॥

পরে সকলে একত্রীভূত হইয়া এই স্থির করিলেন যে, যিনি আমাদিগের মধ্যে দশম ছিলেন, নদীজলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাহারা এইরূপ অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া সকলেই শোকবিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রন্দনকে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়॥ ২৫॥

এবম্প্রকারে যখন সকলেই আপনাদিগের দশম ব্যক্তিকে হারাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন অভ্রান্তপুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা কেন নিরর্থক রোদন করিতেছ? তোমাদিগের দশমপুরুষ মরে নাই, সে এখনও জীবিত আছে। তখন

परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत् ॥ २६ ॥
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शितः ।
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥ २७ ॥
अज्ञानावृतिविक्षेपद्विविधज्ञानहृष्टयः ।
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि ॥ २८ ॥

तस्येषामानांशनिवर्त्तकमपरोक्षज्ञानं दर्शयति त्वमेवेति। स्वेन परिगणितैर्नवभिः सह स्वात्मानं गणयित्वा त्वमेव दशमोऽसीति दर्शितोऽहं दशमोऽस्मीत्यपरोक्षतया ज्ञात्वा हर्षं प्राप्नोति रोदनञ्च त्यजति ॥ २७ ॥

एवं दृष्टान्तभूते दशमे प्रदर्शितमवस्थासप्तकमनूद्य दार्ष्टान्तिके आत्मन्यपि तद् योजनीयमित्याह अज्ञानावृतीति। अज्ञानस्यावृत्तिश्च विक्षेपश्च द्विविधज्ञानस्य हृष्टिश्चेति द्वन्द्वसमासः ॥ २८ ॥

তাহারা সেই অভ্রান্তপুরুষের বাক্য শুনিয়া স্বর্গলোকের ন্যায় তাহাদিগের পরোক্ষজ্ঞান হইল, অর্থাৎ যেমন স্বর্গলোককে কেহ দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু "স্বর্গলোক আছে" বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস আছে, সেইরূপ তখন কেহই দশমপুরুষকে জানিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু "আমাদিগের দশমপুরুষ আছে" বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর সেই অভ্রান্তপুরুষ ক্রমান্বয়ে একে একে প্রত্যেককে গণনা করিয়া "তুমিই দশমপুরুষ" এই বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন তাহাদিগের ভ্রান্তি দূর হইল এবং প্রত্যক্ষরূপে দশমপুরুষকে দেখিতে পাইয়া রোদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই অভ্রান্তপুরুষের বাক্যে প্রবোধিত হইয়া সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন ॥ ২৭ ॥

এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষেতে অজ্ঞান, আবরণশক্তি, বিক্ষেপশক্তি, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, হর্ষদৃষ্টি এবং শোকাপনোদন এই সপ্তপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইল। তদনুসারে উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা ক্রমশঃ স্বীয় আত্মাতে নিয়োজিত করিয়া কিরূপে সেই সপ্ত অবস্থার বিবেচনা করিতে হয়, তাহা পরশ্লোকে বর্ণিত হইবে ॥ ২৮ ॥

संसारासक्तचित्तः संचिदाभासः कदाचन ।
स्वयंप्रकाशकूटस्थं स्वतत्त्वं नैव वेत्त्यवम् ॥ २९ ॥
न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसङ्गतः ।
कर्त्ता भोक्ताहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥
अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्षं वेत्ति वार्त्तया ।
पश्चात् कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ ३१ ॥
कर्त्ता भोक्तेत्येवमादिशोकजातं प्रमुञ्चति ।

तत्रात्मन्यज्ञानादिकं भ्रमेषु दर्शयति संसारसक्तेत्यादिचतुर्भिः । अयं चिदाभासो विषयसम्पादनादिष्वासक्तचित्तः सन् कदाचन श्रुतिविचारात् पूर्वं कदाचिदपि स्वतत्त्वं स्वस्य निजं रूपं स्वप्रकाशचिद्रूपं कूटस्थं प्रत्यगात्मानं नैव वेत्ति न जानातीति यत् तदज्ञानम् ॥ २९ ॥

चिदात्मविषये प्रसङ्गे जाते कूटस्थो नास्ति न भातीति मत्वा ब्रूते इदमज्ञानकार्य्यमावरणं कूटस्थासत्त्वाभानाभिधानवत् कर्तृत्वादिकमात्मन्यारोपयति अस्यारोपस्य हेतुर्देहद्वययुतचिदाभासो विक्षेपः ॥ ३०

अस्ति कूटस्थ इति । परेण बोधितः कूटस्थोऽस्मीति जानातीदं परोक्षज्ञानं श्रवणादिपरिपाकवशात् कूटस्थोऽहमेवास्मीति जानातीदमपरोक्षज्ञानम् ॥ ३१ ॥

कूटस्थासङ्गात्मज्ञानानन्तरं कर्त्तृत्वादिशोकजातं त्यजतीति यदयं शोकापगमः ज्ञात्वं

জীবগণের চিত্ত সংসারে আসক্ত হইলে, কখনও স্বপ্রকাশমান কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ জানিতে পারে না, এইরূপ অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। আর কূটস্থচৈতন্যের অজ্ঞানপ্রসঙ্গে সেই কূটস্থচৈতন্যের যে অপ্রকাশ বা অভাব ব্যক্ত হয়, তাহাকে আবরণশক্তি বলা যায় এবং "আমিই কর্ত্তা আমিই ভোক্তা" এইরূপ যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বিক্ষেপশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

কোন অভ্রান্তপুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া "একমাত্র কূটস্থচৈতন্য আছেন" এইপ্রকার যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলিয়া থাকে। কূটস্থচৈতন্যের পরোক্ষজ্ঞান হইলে সবিশেষ বিচারদ্বারা "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান বলা যায় ॥ ৩১ ॥

"আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হইলে "আমি কর্ত্তা

ज्ञातं ज्ञात्वं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ ३२ ॥
अज्ञानमावृतिस्तद्वद् विक्षेपश्च परोक्षधीः।
अपरोक्षमतिः शोकमोहतृप्तिर्निरङ्कुशा ॥ ३३ ॥
समावस्था इमाः सन्ति चिदाभासस्य तास्त्विमौ।
बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः ॥ ३४ ॥
न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्।

कर्तव्यजातं कृतं निष्पादितं प्रापणीयं फलजातं प्राप्तं लब्धमिति तुष्यतीयं दृष्टिरित्यर्थः ॥३२॥

दार्ष्टान्तिकेऽप्युक्तमवस्थासप्तकमनुवदति अज्ञानमिति ॥ ३३ ॥

ननूक्तावस्थासप्तकस्यात्मधर्मत्वाङ्गीकारे तस्य कूटस्थत्वं व्याहन्येतेत्याशङ्क्य एताः समावस्था चिदाभासस्यैव न कूटस्थस्येत्याह समावस्था इति। सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायेन चिदाभासस्यैवेत्यवधार्यते न कूटस्थस्य। समावस्थानामनौपन्यासो वृथेत्याशङ्क्य न वृथा बन्धमोक्षकारित्वदीपनफलत्वादुपन्यासस्येत्यभिप्रायेणाह तास्त्विमाविति। किमासां समानामप्यविशेषेण बन्धमोक्षकारित्वं नेत्याह तत्र तिस्र इति। अज्ञानावरणविक्षेपरूपास्तिस्र इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

आसां बन्धकारित्वदर्शनाय तिसृणामपि स्वरूपं प्रत्येकं कार्यप्रदर्शनेन अष्टौचिकित्सु-

---

ও আমি ভোক্তা” ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর শোক-মোহাদি কিছুই থাকে না, সকলপ্রকার শোকমোহাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ শোকমোহাদির অপনয়নকে শোকাপনোদন বলিয়া থাকে। পরে উক্তরূপে শোকাপনয়ন হইলে আত্মাতে যে পরিতোষ জন্মে, তাহাকে তৃপ্তি বলে এবং সেই তৃপ্তিকেই হর্ষদৃষ্টি বলিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ অবস্থা অর্থাৎ অজ্ঞান, আবরণশক্তি, বিক্ষেপশক্তি, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শোকাপনোদন এবং হর্ষদৃষ্টিরূপ নিরঙ্কুশ তৃপ্তি, এই সকল কেবল জীবের অবস্থামাত্র, কূটস্থচৈতন্যের উক্ত সপ্তপ্রকার অবস্থার কোন একটি অবস্থাও নাই। উক্ত সপ্তপ্রকার অবস্থাই সামান্যতঃ জীবের বন্ধ ও মোক্ষ এই উভয়ের কারণ হয়। ইহাদিগের মধ্যে অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ, এই অবস্থাত্রয়ই জীবের সংসারবন্ধনের কারণ এবং তদ্ভিন্ন সমুদায় অবস্থাই জীবের মোক্ষের হেতু ॥ ৩৩-৩৪ ॥

এইক্ষণে অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ এই অবস্থাত্রয় যে জীবের সংসার-

বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥ ৩৫ ॥
অমার্গেণ বিচার্য্যাথ নাস্তি নো ভাতি চেত্যসৌ।
বিপরীতব্যবহৃতিরাবৃতিঃ কার্য্যমিষ্যতে ॥ ৩৬ ॥
দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিক্ষেপ ইরিতঃ।

অজ্ঞানস্য স্বরূপং তাবদ্ দর্শয়তি ন জানামীতি। আত্মতত্ত্ববিচারস্য প্রাগভাবসহিত-মুদাসীনব্যবহারস্য কারণং ন জানামীত্যনুভূয়মানমজ্ঞানমীরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

আবৃতেঃ কার্য্যং দর্শয়তি অমার্গেণেতি। শাস্ত্রীয়প্রকারমতিলঙ্ঘ্য কেবলং তর্কেণ বিচার্য্যা-নন্তরং কূটস্থো নাস্তি ন ভাতি ইত্যেবংরূপো বিপরীতব্যবহারঃ আবৃতিকার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিক্ষেপস্য স্বরূপং তৎকার্য্যঞ্চ দর্শয়তি দেহদ্বয়েতি। স্থূলসূক্ষ্মাখ্যশরীরদ্বয়সহিতচিদা-

---

বন্ধনের কারণ, তাহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—তত্ত্বনির্ণয়ের পূর্ব্ব অবস্থাতে ঔদাসীন্য ব্যবহার অর্থাৎ "আমি কিছুই জানি না" এইপ্রকার নিশ্চয়ের যে কারণ, তাহাকে অজ্ঞান বলা যায়। অজ্ঞানসত্ত্বে কখনও তত্ত্বনির্ণয় হয় না, পরন্তু তত্ত্বনির্ণয় না হইলে মুক্তিও হইতে পারে না; সুতরাং জীব অজ্ঞানদ্বারাই সংসারে বদ্ধ থাকে ॥ ৩৫ ॥

এইক্ষণে আবরণ শক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত নির্ণয় উল্লঙ্ঘন করিয়া অসৎ তর্কদ্বারা বিচারপূর্ব্বক কূটস্থ চৈতন্যের সত্তা অথবা প্রকাশের অভাব নিশ্চয়স্বরূপ বিপরীত ব্যবহারের যে কারণ, তাহাকে আবরণ শক্তি বলিয়া থাকে। এই আবরণ শক্তিপ্রভাবেই সাধারণের বুদ্ধিতে কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ হয় না এবং সেই কূটস্থচৈতন্যের সত্তাবিষয়েও বৈপরীত্যভাব প্রকাশ হয়। যাহাদিগের বুদ্ধি এই আবরণ শক্তিদ্বারা আবৃত, তাহারা স্বভাবতঃ কুতর্কের বশীভূত হইয়া পরিশেষে ঈশ্বর নাই, এইরূপ নিশ্চয় করে ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে অজ্ঞান ও আবরণ শক্তি এই উভয় অবস্থার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, এইক্ষণ বিক্ষেপ শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—জীব চৈতন্যের অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ চৈতন্যেতে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং আভাস চৈতন্যস্বরূপ জীবের যে কল্পনা হয়, তাহারই নাম বিক্ষেপশক্তি, এই বিক্ষেপশক্তিই বন্ধনের কারণ এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ যে সংসার, তাহাই বিক্ষেপশক্তির কার্য্য;

কর্ত্তৃত্বाद्यखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः ॥ ३७ ॥
अज्ञानमावृतिश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिध्यतः ।
यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥ ३८ ॥
विक्षेपोत्पत्तितः पूर्व्वमपि विक्षेपसंस्कृतिः ।
अस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्धं ततस्तयोः ॥ ३९ ॥
ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ।

भास एव विक्षेपे बन्धकः बन्धहेतुः संसाराख्यः कर्त्तृत्वाद्यखिलः शोकस्य चिदाभासस्य कार्य्यमिति शेषः कर्त्तृत्वादीत्यादिशब्देन प्रमातृत्वादयो गृह्यन्ते ॥ ३७ ॥

ननु सप्तावस्थाश्चिदाभासस्येत्युक्तमनुपपन्नम् अज्ञानावरणयोर्विक्षेपोत्पत्तेः पुरावस्थितत्वाच्चिदाभासस्य च विक्षेपान्तःपातित्वात् तदवस्थात्वानुपपत्तेरित्याशङ्क्याह अज्ञानमिति। अनयोर्विक्षेपात् पुरा स्थितत्वेऽपि नात्मावस्थात्वं तस्यासङ्गत्वेनावस्थावत्त्वानुपपत्तेः अतः परिशेषाच्चिदाभासावस्थात्वमेव तयोर्वक्तव्यमिति भाव. ॥ ३८ ॥

अवस्थावती विक्षेपस्य तदानीमभावात् तदवस्थात्वाभिधानमनुपपन्नमित्याशङ्क्य विक्षेपाभावेऽपि तत्संस्कारस्य तदानीं सत्त्वाद् विक्षेपावस्थात्वाभिधानं न विरुध्यत इत्याह विक्षेपेति। ततः कारणात् तयोस्तदवस्थात्ववर्णनमविरुद्धमिति ॥ ३९ ॥

नन्वप्रसिद्धसंस्काराभ्युपगमदोषा विक्षेपावस्थात्ववर्णनाद् वरम् अधिष्ठानतया प्रसिद्धब्रह्मावस्थात्वकल्पनमित्याशङ्क्याप्रसिद्धात् मैवमिति परिहरति ब्रह्मणीति ॥ ४० ॥

বিক্ষেপশক্তির আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া সাধারণ লোক "আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা" ইত্যাদি রূপ কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া সংসারে বদ্ধ থাকিয়া কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

যদিও বিক্ষেপ অবস্থা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই অজ্ঞান ও আবরণ এই উভয় অবস্থা বর্ত্তমান থাকে, তথাপি উক্ত দ্বিবিধ অবস্থা বিক্ষেপরূপ জগতেরই অবস্থামাত্র উক্ত অবস্থাদ্বয় আত্মচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে ॥ ৩৮ ॥

আর বিক্ষেপ অবস্থার উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সেই অবস্থার সংস্কার বিদ্যমান থাকে, তাহাতে উক্ত অজ্ঞান ও আবরণ এই অবস্থাদ্বয় স্বীকার করিলেও কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩৯ ॥

যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে, একমাত্র অপ্রসিদ্ধ বিক্ষেপ সংস্কার স্বীকার

নাম্নাঽনীথং সর্ব্বাণি ব্রহ্মণ্যেবাধিরোপণাৎ ॥ ৪০ ॥
সংসার্য্যহং বিবুদ্ধোঽহং নিঃশোকস্তুষ্ট ইত্যপি।
জীবগা উত্তরাবস্থা ভান্তি ন ব্রহ্মগা যদি ॥ ৪১ ॥
তর্হ্যজ্ঞোঽহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্দৃষ্টিতো ন হি।
ইতি পূর্ব্বে অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খলু ॥ ৪২ ॥

ননু ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বাবিশেষেঽপি বিক্ষেপোত্পত্ত্যুত্তরকালভাবিনীনাং সংসারিত্বাদ্যবস্থানাং জীবাশ্রিতত্বেনানুভূয়মানত্বান্ন ব্রহ্মাবস্থাত্বমিতি শঙ্কতে সংসার্য্যহমিতি। সংসারী কর্ত্তৃত্বাদি-ধর্ম্মবান্ বিবুদ্ধস্তত্ত্বসাক্ষাত্কারবান্ নিঃশোকঃ শোকরহিতঃ, তুষ্টঃ বক্ষ্যমাণকৃতকৃত্য-ত্বাদিজনিতসন্তোষবান্ অহমস্মীতি উত্তরাবস্থা জীবগা জীবাশ্রিতা ভান্তি ন ব্রহ্মাশ্রিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

এবং তর্হ্যজ্ঞানাবরণয়োরপি জীবাশ্রিতত্বেনানুভূয়মানত্বাজ্জীবাবস্থাত্বমেবেতি পরিহরতি তর্হ্যজ্ঞ ইতি। মদ্দৃষ্টিতো মমানুভবেন ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

করিয়া অজ্ঞান ও আবরণ শক্তিকে সেই সংস্কারের অবস্থা বলিয়া স্বীকার করা অপেক্ষা বরং পরংব্রহ্মেতেই উক্ত উভয় অবস্থা স্বীকার করা যায়; যেহেতু সকল অবস্থাই পরমব্রহ্মেতে আরোপিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু জগতের সমুদায় পদার্থই পরমব্রহ্মতে আরোপিত আছে, অতএব পরংব্রহ্ম জগতের সকল পদার্থেরই আশ্রয়। কিন্তু তাহার কোন অবস্থা নাই, সকলই জীবের অবস্থামাত্র ॥ ৪০ ॥

যদি বল বিক্ষেপশক্তির উৎপত্তির উত্তরকালে যে সকল অবস্থা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ "আমি জ্ঞানী, আমি সংসারী আমি শোকরহিত এবং আমি পরিতৃপ্ত" ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জীবেরই দেখা যায়। অতএব ঐ সকল অবস্থাও পরব্রহ্মের অবস্থা হইতে পারে না; ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। যেহেতু আমি অজ্ঞানী এবং পরম ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ আমার বুদ্ধিগোচর হয় না ইত্যাদি পূর্ব্বকালীন অবস্থা সকলও জীবের অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব অজ্ঞান ও আবরণ এই উভয় অবস্থাই জীবের ধর্ম্ম, কখনও উহা পরম ব্রহ্মের অবস্থা বলিয়া অনুমান হয় না ॥ ৪১-৪২ ॥

অজ্ঞানস্যাশ্রয়ো ব্রহ্মেত্যধিষ্ঠানতয়া জগুঃ।
জীবাবস্থাত্বমজ্ঞানাভিমানিত্বাদবাদিষম্ ॥ ৪৩ ॥
জ্ঞানদ্বয়েন নষ্টেঽস্মিন্নজ্ঞানে তৎকৃতাবৃতিঃ।
ন ভাতি নাস্তি চেত্যেষা দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪ ॥
পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেদসত্ত্বাবৃতিহেতুতা।

ননু তর্হ্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বং ব্রহ্মণঃ পূর্বাচার্য্যৈঃ কথমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিবক্ষাং দর্শয়তি অজ্ঞানস্যেতি ব্রহ্মণোঽজ্ঞানাধিষ্ঠানত্ববিবক্ষয়া তদাশ্রয়ত্বমুক্তমিত্যর্থঃ। ভবত্বিত্যস্তু কিং বিবক্ষয়া জীবাবস্থাত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য স্ববিবক্ষাং দর্শয়তি জীবাবস্থাত্বমিতি ॥ ৪৩ ॥

এবং বন্ধহেতুমবস্থাত্রয়ং প্রদর্শ্যাবশিষ্টাস্ববস্থাসু মধ্যে পূর্বোক্তাজ্ঞানাবরণনিবৃত্তিদ্বারা মুক্তিহেতুমবস্থাদ্বয়ং দর্শয়তি জ্ঞানদ্বয়েনেতি পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বলক্ষণেন জ্ঞানদ্বয়েনাবরকাজ্ঞানে নষ্টে সতি তৎকৃতাবৃতিস্তেনাজ্ঞানেনোত্পাদিতা ন ভাতি নাস্তীতি ব্যবহারকারণং দ্বিবিধমপ্যাবরণং কারণাভাবান্নশ্যতীতি ॥ ৪৪ ॥

কস্যাংশস্য কেন নিবৃত্তিরিত্যপেক্ষায়াম্ উভয়ং বিভজ্য দর্শয়তি পরোক্ষজ্ঞানত ইতি।

পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যে পরম ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কেবল অধিষ্ঠানরূপে, অর্থাৎ পরমব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠাতা। অতএব তাঁহাকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান পরম ব্রহ্মের অবস্থা নহে। জীবসকল অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া অভিমান করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত প্রাচীন আচার্য্যগণ অজ্ঞানকে জীবের অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই এইস্থলে বিশেষরূপে নিরূপিত হইল ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবের সংসারবন্ধনের কারণ অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন করিয়া এইক্ষণ অজ্ঞান ও আবরণশক্তির নিবারক মোক্ষের অসাধারণ কারণস্বরূপ পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এই দ্বিবিধ অবস্থা নিরূপণ করিতেছেন।—পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হইলে, পরমব্রহ্মবিষয়ে ভানাবরণ ও স্বরূপাবরণ এই উভয় প্রকার আবরণই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বে কেবল অজ্ঞানের বিনাশ হইলে আবরণ শক্তির বিনাশ হয়, ইহাই

অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা জ্ঞানাদ্বিনিবৃত্তিহেতুতা ॥ ৪৫ ॥
অভানাবরণে নষ্টে জীবত্বারোপসংক্ষয়াৎ।
কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যো নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
নিবৃত্তে সর্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ।
নিরঙ্কুশা ভবেৎ তৃপ্তিঃ পুনঃ শোকাসমুদ্ভবাৎ ॥ ৪৭ ॥

কূটস্থোঽস্তীত্যেবংরূপাৎ পরোক্ষজ্ঞানাৎ অজ্ঞানস্যাসত্ত্বাবরণকারণত্বং নিবর্ত্ততে কূটস্থোঽস্মীত্য-পরোক্ষজ্ঞানেন তু কূটস্থস্য ভাতীত্যেবং ভানাবরণকারণত্বং নিবর্ত্ততে ॥ ৪৫ ॥

ইদানীং জ্ঞানস্য ফলরূপাবস্থাদ্বয়প্রথমাবস্থামাহ অভানেতি। অভানাবরণে নিবৃত্তে সতি আত্মা প্রতীয়মানস্য জীবস্যাপি নিবৃত্তত্বাৎ তন্নিমিত্তকঃ কর্ত্তৃত্বাদিলক্ষণঃ সংসারাখ্যঃ শোকঃ সর্বোঽপি নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এবং শোকাপগমরূপাবস্থাং প্রদর্শ্য নিরঙ্কুশতৃপ্তিলক্ষণাং দ্বিতীয়াং দর্শয়তি নিবৃত্তে ইতি ॥ ৪৭ ॥

উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ কোন্ প্রকার জ্ঞানদ্বারা কোন্ কোন্ আবরণ বিনষ্ট হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—"কূটস্থচৈতন্য আছেন" এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান-দ্বারা সেই কূটস্থ চৈতন্যের সত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত অভাবরূপ আবরণ শক্তির কারণস্বরূপ অজ্ঞানের বিনাশ হয় এবং "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা কূটস্থচৈতন্য যে প্রকাশমান হয়েন না, এইরূপ কূটস্থ চৈতন্যের ভানাবরণ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের আবরণ শক্তির কারণীভূত অজ্ঞানের বিনাশ হয়। "কূটস্থচৈতন্য আছেন" এইরূপ জ্ঞান হইলেই কূটস্থচৈতন্যের বিদ্যমানতাবিষয়ে বিশ্বাস জন্মে এবং "আমিই সেই কূটস্থ-চৈতন্য" এইরূপ জ্ঞান হইলেই কূটস্থচৈতন্য স্বয়ং প্রকাশমান হয়েন ॥ ৪৫ ॥

কূটস্থচৈতন্যের অপ্রকাশরূপ ভানাবরণ শক্তি বিনষ্ট হইলে জীবস্বরূপ যে অধ্যারোপ তাহাও নিবারণ হইয়া যায় এবং "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞানঘটিত শোকমোহাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার সংসারও নিবৃত্ত হয় ॥৪৬॥

সংসারবন্ধন সমুদায় নিবৃত্ত হইলে নিত্য মুক্তির প্রকাশ হয়, তাহাতে আর পুনর্ব্বার সংসারবন্ধন হয় না এবং শোক মোহাদি সর্ব্বপ্রকার সংসার-

অপরোক্ষজ্ঞানমশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে তথা ইমে।
অবস্থে জীবনো ব্রূতে আত্মানঞ্চেদিতি শ্রুতিঃ॥ ৪৮॥
অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তং তদ্ দ্বিবিধং ভবেৎ।

নন্বাত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াদিতি মন্ত্রব্যাখ্যানে প্রস্তুতত্বাৎ তদ্বিহায় মধ্যেঽজ্ঞানাদ্যবস্থা-সপ্তকনিরূপণং প্রকৃতাসঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্য আত্মনশ্চেদিত্যস্যাঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যনির্ণয়ঞ্চৈতল্লোকাভিহিতত্বান্ন প্রকৃতাসঙ্গতমিত্যভিপ্রেত্য শ্রুতিতাৎপর্য্যমাহ অপরোক্ষেতি। চিদাভাসনিষ্ঠং যদবস্থা-সপ্তকম্ অস্তি তত্রাপরোক্ষজ্ঞানমশোকনিবৃত্তিলক্ষণমবস্থাদ্বয়ং প্রতিপাদয়িতুময়ং মন্ত্রঃ প্রবৃত্তঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪৮॥

• অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তমেব চেৎ তদুক্তমিত্যন্বয়মিতি পদৈরাত্মনোঽপরোক্ষত্বমুক্তমিত্যুক্তং তথা সত্যপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমেব স্যান্ন পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদুপপাদনায়াপরোক্ষজ্ঞানং বিভজতে অয়মিতি। দ্বৈবিধ্যে কারণমাহ বিষয়েতি। বিষয়স্য চিদ্রূপস্যাত্মনঃ

যাতনারও নিবৃত্তি হইয়া নিরতিশয় তৃপ্তিরূপ আনন্দ অনুভব হইতে থাকে, তখন আর কোনপ্রকার দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না॥ ৪৭॥

যদি বল, আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ পুরঃসর অজ্ঞানাদি সপ্ত অবস্থা নিরূপণ নিতান্ত অসঙ্গত; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে যে, অপরোক্ষজ্ঞান এবং শোক-মোহাদির নিবৃত্তিরূপ যে তৃপ্তি, তাহা জীবেরই অবস্থামাত্র। অতএব আত্ম-তত্ত্বনিরূপণ-প্রসঙ্গে অজ্ঞানাদি সপ্ত অবস্থা নিরূপণ অনুচিত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রুতিতে আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি "আমিই নিত্যমুক্ত পরম ব্রহ্মের স্বরূপ" এইরূপে আত্মাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি আর কোন বস্তু ইচ্ছা করিয়া অথবা কি কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইবে? সে আর কিছুই কামনা করে না এবং তাহার কোন বিষয়েও ইচ্ছা হয় না। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করতঃ সর্ব্বদা সাতিশয় আনন্দ-ভোগ করিতে থাকে॥ ৪৮॥

• পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে অপরোক্ষজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়। কখন কখন বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, ইহাই অপরোক্ষ-

विषयस्वप्रकाशत्वाद्धियाप्येवं तदीक्षणात् ॥ ४९ ॥
परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्वप्रकाशता।
समाब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात् ॥ ५० ॥
अहं ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखेत्।
परोक्षज्ञानमेतन्न भ्रान्तं बाधानिरूपणात् ॥ ५१ ॥

स्वप्रकाशत्वात् स्वव्यवहारे साधनान्तरनिरपेक्षत्वात् धिया बुद्ध्या एवं स्वप्रकाशत्वेन तदीक्षणा तस्य विषयस्यात्मनोऽवलोकनाच्चेत्यर्थः ॥ ४९ ॥

भवतु द्वैविध्यमेतावता परोक्षज्ञानविषयत्वे किमायातमित्याशङ्क्य विषयस्वप्रकाशत्वं परोक्षज्ञानविषयत्वे विरोधि न भवति इत्याह परोक्षेति। अपरोक्षज्ञानकाल इव परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशतामेव। अवीपपत्तिमाह ब्रह्मेति ॥ ५० ॥

प्रत्यगभिन्नब्रह्मगोचरस्य ज्ञानस्य कुतः परोक्षत्वमिति आशङ्क्य प्रत्यगंशाग्रहणादित्याह अहं ब्रह्मेति। नन्विदं भ्रान्तमित्याशङ्क्याह भ्रान्तत्वं किं बाध्यत्वात् उत व्यक्त्यनुल्लेखात् अथवाऽपरोक्षेण ग्रहणयोग्यस्य परोक्षेण ग्रहणात् यद्वांशाग्रहणादिति चतुर्द्धा विकल्प्य प्रथमं प्रत्याह एतन्नेति ॥ ५१ ॥

জ্ঞানের প্রথম প্রকার এবং কোন সময় বুদ্ধিদ্বারা তদ্রূপের দর্শন হয়, ইহাই অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার ॥ ৪৯ ॥

যেমন অপরোক্ষজ্ঞানের প্রথম প্রকারে বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানকালেও বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব অপরোক্ষজ্ঞান ও পরোক্ষজ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানদ্বারাই স্বপ্রকাশমান পরম ব্রহ্মের সত্তা সিদ্ধ হইল। পরোক্ষজ্ঞানেও তিনি স্বয়ং প্রকাশ পান এবং অপরোক্ষজ্ঞানে সেই পরমব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন; সুতরাং কোনপ্রকার জ্ঞানেও পরম ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে সংশয় রহিল না ॥ ৫০ ॥

আমিই পরম ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ উল্লেখ না করিয়া "পরমব্রহ্ম আছেন" এইরূপে যে পরম ব্রহ্মের সত্তামাত্রের উল্লেখ তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞানে কোনপ্রকার বাধ দৃষ্ট হয় না, অতএব ইহাকে ভ্রমাত্মক বলা যায় না। এই জ্ঞানদ্বারাই পরমব্রহ্ম অভিন্নরূপে গোচরীভূত হন ॥ ৫১ ॥

ब्रह्म नास्तीति मानस्य स्याद् बाधेत तदा ध्रुवम् ।
न चैवं प्रबलं मानं पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ ५२ ॥
व्यक्त्यनुल्लेखमात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि ।
भ्रान्तिः स्याद् व्यक्त्यनुल्लेखात् सामान्योल्लेखदर्शनात् ॥५३॥
अपरोक्षत्वयोग्यस्य न परोक्षमतिर्भ्रमः ।

इतु त्रिष्वीति ब्रह्म नास्तीति ॥ ५२ ॥

द्वितीयमतिप्रसङ्गेन दूषयति व्यक्त्यनुल्लेखेति । अयं स्वर्ग इत्येवमाकारेण यद्वस्त्वाभावात् किन्तु स्वर्गोऽस्तीत्येवं सामान्याकारेण प्रतीतेः स्वर्गबुद्धेरपि भ्रमत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ ५३ ॥

तृतीयं निराकरोति अपरोक्षत्वेति । अपरोक्षत्वेन यद्वस्त्वयोग्यस्य प्रत्यगभिन्नब्रह्मविषयस्य परोक्षज्ञानस्य भ्रमत्वं न सम्भवति । कुत इत्यत आह, परोक्षमिति ब्रह्म परोक्षमित्येवमाकारेण

যেমন "ব্রহ্ম নাই" এইরূপ পরম ব্রহ্মের অভাবের উল্লেখ নানাপ্রকার প্রধান প্রধান কারণদ্বারা বাধিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে তাহার বাধক কোন প্রমাণ নাই, অতএব কথনই ব্রহ্মের সত্তার কোন বাধ সম্ভব হয় না,। "ব্রহ্ম নাই" এ কথা বলিলে তাহাতে নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন-দ্বারা নিরস্ত করা যায়, কিন্তু "ব্রহ্ম আছেন" এই বাক্যের প্রতি কেহ কোন বাধ প্রদর্শন করিতে পারে না ; অতএব ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরোক্ষ-জ্ঞান অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫২ ॥

কোন বস্তুর উল্লেখ না করিয়া সামান্যাকারে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান-কেই যদি ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে শব্দ জন্য জ্ঞানমাত্রকেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই স্বর্গ ইত্যাদিরূপ বিশেষাকার জ্ঞান না হইলেও "স্বর্গ আছে" এইরূপ সামান্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে। যদি সামান্যাকার জ্ঞানমাত্রই ভ্রমাত্মক হয়, তবে "স্বর্গ আছে" এই সামান্যাকার জ্ঞানও ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার কর ॥ ৫৩ ॥

অপরোক্ষজ্ঞানের যোগ্য যে পদার্থ, তাহার পরোক্ষজ্ঞানকেও ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু পরোক্ষ জ্ঞানকালে সেই বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানের উল্লেখ না থাকিলেও সেই বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানের সম্ভব হয়।

परोक्षमित्यनुक्ते खादर्थात् पारोक्ष्यसम्भवात् ॥ ५४ ॥
अंशाग्रहीतिर्भ्रान्तिश्चेद् घटज्ञानं भ्रमो भवेत्।
निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावर्त्तांशविभेदतः ॥ ५५ ॥
असत्त्वांशो निवर्त्तेत परोक्षज्ञानतस्तथा।
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥ ५६ ॥

ग्रहणाभावात्। कुतस्तर्हि तस्य परोक्षत्वमित्याशङ्क्याह अर्थादिति। इदं ब्रह्मेत्येवं व्यक्त्युल्लेखाभावसामर्थ्यात् परोक्षत्वसिद्धिरिति भावः ॥ ५४ ॥

परममाशङ्कते अंशाग्रहीतिरिति। ब्रह्मांशग्रहणेऽपि प्रत्यगंशाग्रहणात् भ्रमत्वमित्यर्थः। एवं तर्हि घटादिज्ञानस्यापि भ्रमत्वप्रसङ्ग इति परिहरति घटेति अन्तरावयवानामग्रहणादिति भावः। ननु घटस्य सावयवत्वदंशग्रहणेऽप्यंशाग्रहण सम्भवति ब्रह्मणस्तु निरंशत्वात् कथमंशाग्रहणसम्भव इत्याशङ्क्य व्यावर्त्तांशोपाधिनिमित्तकं सांशत्वं तस्य भविष्यतीत्याह निरंशस्येति ॥ ५५ ॥

तौ कौ व्यावर्त्तांशावित्याकाङ्क्षायामाह असत्त्वांश इति ॥ ५६ ॥

"ब्रह্ম পরোক্ষ" এইরূপে উল্লেখ না থাকিলেও "ব্রহ্ম আছেন" এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব পরোক্ষজ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলা যায় না ॥ ৫৪ ॥

বস্তু জ্ঞানকালে কোন অংশে অজ্ঞান থাকিলেও যদি তাহাকেই ভ্রম বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থের জ্ঞানকেও ভ্রম বলিতে হয়, কারণ ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থেরও সকল অংশের জ্ঞান হয় না। তাহাদিগের বাহ্য অংশেরই জ্ঞান হইয়া থাকে, আভ্যন্তরিক অংশের জ্ঞান হয় না। যদি বল ঘটপটাদি পদার্থ সাবয়ব, অতএব তাহার একাংশের পরিজ্ঞান ও অন্য অংশের অজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পরং ব্রহ্ম নিরংশ, তাঁহার জ্ঞানে অংশাংশিভাব সম্ভবে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, পরংব্রহ্ম নিরংশ হইলেও তাঁহার ব্যাবর্ত্ত্য উপাধি অংশ লইয়া সাংশত্ব কল্পিত হয়, কিন্তু তাঁহার অংশ জ্ঞানকেও ভ্রমাত্মক বলা যায় না ॥৫৫॥

পরম ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্ত্য অংশ কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা পরংব্রহ্মের অসত্ত্বাংশের নিবৃত্তি হয় এবং অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা

दशमोऽस्तीत्यविभ्रान्तं परोक्षज्ञानमीक्ष्यते।
ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् स्यादज्ञानावरणं समम् ॥ ५७ ॥
आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते।
व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद् दशमस्त्वमसीत्यतः ॥ ५८ ॥

অপরোক্ষত্বেন গ্রহণযোগ্যবিষয়ং পরোক্ষজ্ঞানং ভ্রমো ন ভবতীত্যেতদ্ দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেনাপি দৃঢ়য়তি দশমোঽস্তীতি দশমোঽস্তীত্যাপ্তবাক্যজন্যং পরোক্ষজ্ঞানমভ্রান্তং যথা ব্রহ্মাস্তীতি বাক্য-জন্যজ্ঞানমপি তদ্বদভ্রান্তং স্যাৎ অজ্ঞানকৃতস্যাসত্ত্বাবরণাংশস্য সমত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

ননু বাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমুৎপদ্যতে ন ত্বপরোক্ষজ্ঞানং কুতো জায়তে ইত্যাশঙ্ক্য বিচার সহিতাদেব বাক্যাৎ ইত্যাহ আত্মা ব্রহ্মেতীতি। অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি মহাবাক্যার্থে সম্যগ্বিচার্য্যমাণে পূর্ব্বমস্তীতি পরোক্ষতয়াবগতস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যগভিন্নত্বং সাক্ষাৎ ক্রিয়তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ তদ্বদিতি। দশমস্ত্বমসীত্যতো বাক্যাদাত্মনি দশমত্বং যথা সাক্ষাৎ ক্রিয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৫৮॥

তাঁহার অপ্রকাশাংশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা পরমব্রহ্মের অংশাংশিভাব কল্পনা সিদ্ধ হইল ॥ ৫৬ ॥

যে পদার্থ অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়, তাহারও পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জ্ঞানও ভ্রমাত্মক নহে; এই বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন পূর্ব্বোক্ত দশম পুরুষবিষয়ে "দশম পুরুষ আছে" এই-রূপ অভ্রান্তজ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে "ঈশ্বর আছেন" এইরূপ জ্ঞানকেও পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। আর এই উভয়বিধ জ্ঞানবিষয়েই আবরণশক্তিরকার্য্য সমানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ পূর্ব্বোক্ত দশম পুরুষ জ্ঞানবিষয়েও যেরূপ আবরণশক্তি, ঈশ্বরের সত্তা-বিষয়েও সেইরূপ আবরণশক্তি আছে ॥ ৫৭ ॥

যদি বল, বাক্যদ্বারা পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান কোন্ কারণে উৎপন্ন হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেমন দশম পুরুষবিজ্ঞান-বিষয়ে "তুমিই দশম পুরুষ" এই বাক্যদ্বারা দশম পুরুষের সাক্ষাৎ উল্লেখ হইলেই দশম পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞানবিষয়েও আত্মাই পরংব্রহ্ম এই বাক্য বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখিলেই পরং ব্রহ্মের

दशमः क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते।
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत् ॥ ५९ ॥
दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते।
आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ॥ ६० ॥

विचारसहकृतेन वाक्येनापरोक्षज्ञानोत्पत्तिप्रकारं तावद् दृष्टान्तेन दर्शयति दशमः क इति त्वया निरूपितोदशमः कः इति प्रश्ने कृते तस्य त्वमेवेति परिहारेऽभिहिते स्वात्मना सहितैरात्मैव गणयित्वाऽहं दशमोऽस्मीति स्वमेव दशमं स्मरेदित्यर्थः ॥ ५९ ॥

अस्य दशमोऽस्मीति ज्ञानस्य विचारसहितवाक्यजनितत्वान्न विपर्य्ययादिरूपतेत्याह दशमोऽस्मीति। अस्य दशमस्य त्वमेव दशमोऽसीति वाक्यात् परिगणनादिलक्षणविचार सहितादुत्पन्नाहं दशमोऽस्मीति बुद्धिर्न विहन्यते न केनापि ज्ञानेन बाध्यते परिगणन क्रियायां च नवानामादिमध्यावसानेषु परिगणनेऽप्यहं दशमो न वेति संशयश्च न भवेत् अतः सा दृढापरोक्षरूपेत्यर्थः ॥ ६० ॥

সাক্ষাৎ উল্লেখ প্রতীয়মান হইবে। অতএব সবিচার বাক্যদ্বারাই অপরোক্ষ-জ্ঞান সিদ্ধ হইল ॥ ৫৮ ॥

বিচারসহকৃত বাক্যদ্বারা কিরূপে ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন,—যেমন "দশম পুরুষ কে?" এইরূপ প্রশ্নকালে "তুমিই দশম পুরুষ" এই বলিয়া উত্তর করিলে পরে আপনার সহিত গণনা করিয়া দশমপুরুষের স্মরণ হয়, সেইরূপ "পরং ব্রহ্ম" আছেন, এই বাক্যের সবিশেষ বিচার করিয়া দেখিলেই পরং ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

সম্যক্‌রূপ বিচারদ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং কোনপ্রকারেও যে সেই জ্ঞানের সংশয় অথবা বিপর্য্যয় হয় না, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষ নির্ণয় বিষয়ে সম্যক বিচারদ্বারা "আমিই দশম পুরুষ" এইরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে সংশয় ও বিপর্য্যয় রহিত বলা যায়, কোন প্রকারেও উক্তজ্ঞানে সংশয় অথবা তাহার অন্যথা হয় না। এবং সেই জ্ঞান অভ্রান্তজ্ঞান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যেহেতু সেই জ্ঞানের আদি, মধ্য ও অন্তে কখনও আর নবসংখ্যাতে ভ্রম হয় না, অর্থাৎ "আমি দশম" কি না

सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः।
गृहीत्वा तत्त्वमस्यादिवाक्याद् वाक्यं समुल्लिखेत् ॥ ६१ ॥
आदिमध्यावसानेषु यस्य ब्रह्मत्वधीरियम्।
नैव व्यभिचरेत् तस्मादापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितम् ॥ ६२ ॥
जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भृगुः पुरा।

यद्यत् सर्वं दार्ष्टान्तिके योजयति सदेवेत्यादीति आदिमध्यावसानेष्विति च श्लोकद्वयेन। सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमित्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं प्रथमं निश्चित्य तस्य जीवरूपेण प्रवेशादियुक्तिप्रत्यालोचनया प्रत्ययपूर्वं सम्पाद्य तत्त्वमस्यादिवाक्येनाद्वितीयब्रह्मरूपमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति साक्षात् कुर्यात् ॥ ६१ ॥

अत इयमात्मनो ब्रह्मत्वबुद्धिः पञ्चानां कोषाणाम् आदिमध्यावसानेष्वात्मनीव्यवहारेऽपि नैवान्यथा भवति अतोऽस्या बुद्धेरपरोक्षज्ञानत्वं सुस्थितमित्यर्थः ॥ ६२ ॥

नन्वेवं प्रथमतः केवलवाक्यात् परोक्षज्ञानमुत्पद्यते पश्चात् विचारसहिताद्परोक्षज्ञानमुत्पद्यते विचारसहिताद्परोक्षज्ञानमित्येतत् कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य तैत्तिरीयकादि-

---

এইরূপ সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং সেই জ্ঞান দৃঢ় ও অপরোক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৬০ ॥

প্রথমে "সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম আছেন" এই বাক্যদ্বারা পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব-বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হয়। "পরমব্রহ্ম আছেন" এই বাক্যে "পরম ব্রহ্ম আছেন" ইহাই স্পষ্টরূপে জানা যায়, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পাওয়া যায় না। পরে "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিই পরমব্রহ্ম" এইরূপ বাক্যদ্বারা ব্যক্তির উল্লেখপূর্ব্বক পরম ব্রহ্মে যে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে, তাহাতেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় এবং ইহাই অপরোক্ষজ্ঞান ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে পরমব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাতে আদি, মধ্য ও অবসানে কোনরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। অতএব ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। যখন পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখনই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মেতে লীন হইয়া যায় ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরম ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হইলে বিচারদ্বারা

परोक्षेण परोक्षात्वं विचारात् व्यक्तिमीक्षत ॥ ६३ ॥
यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता।
तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य्यस्थलमुक्तवान् ॥ ६४ ॥
अन्नप्राणादिकोषेषु सुविचार्य्य पुनः पुनः।

श्रुत्यर्थपर्य्यालोचनयेत्याह जन्मादीति। भृगुनामैकः कश्चिदृषिः पुरा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति वाक्यश्रुतेन जगज्जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन जगत्कारणं ब्रह्म परोक्षतयावगम्य अन्नमयादिपञ्चकोषविचाराद् व्यक्तिं प्रत्यगात्मनो रूपं ब्रह्म दृष्टवानित्यर्थः ॥ ६३ ॥

नन्वस्मिन् प्रकरणे त्वं ब्रह्मासीत्येवमाद्युपदेशवाक्याभावात् कथं भृगोरात्मतत्त्वसाक्षात्कार इत्याशङ्क्यात्मसाक्षात्कारहेतुविचारयोग्यस्थल दर्शनादित्याह यद्यपीति ॥ ६४ ॥

नन्वन्नमयादिकोषेषु विचारितेषु प्रतीचः साक्षात्कारो भवतु ब्रह्मणस्तु कथमित्याशङ्क्य प्रतीच एव ब्रह्मत्वात् पञ्चकोषविचारेणानन्दात्मव्यक्तिं साक्षात् कृत्वा आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि

অপরোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ প্রভৃতির শ্রুতি-প্রমাণ দর্শাইতেছেন,—পূর্ব্বকালে ভৃগুনামে কোন ঋষি "যে পরম ব্রহ্ম হইতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ জীবিত আছে এবং অবসানকালে যে পরম ব্রহ্মেতে এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়" এইরূপ লক্ষণদ্বারা প্রথমতঃ পরংব্রহ্মকে পরোক্ষরূপে জানিয়া পশ্চাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা অপরোক্ষরূপে অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

যদি বল, ভৃগুর পিতা ভৃগুকে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু "তুমিই পরমব্রহ্ম" এইরূপে পরমব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানের উপদেশ করেন নাই; তথাপি অন্ন ও প্রাণাদি বিচার্য্য-বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি কিরূপে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার করিয়া পরংব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তদ্বিষয়ে স্বীয় পুত্র ভৃগুকে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

মহামুনি ভৃগু পিতার সেই উপদেশেই প্রথমতঃ পরোক্ষরূপে পরম-ব্রহ্মকে জানিয়া অন্নময়াদি পঞ্চকোষের পুনঃ পুনঃ বিচারদ্বারা সেই কোষপঞ্চ-

আনন্দব্রহ্মিণীচিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্যাপ্যযূযুজৎ ॥ ৬৫ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্।
উক্ত্বা গুহাহিতত্বেন কোষেষ্বেতৎ প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৬ ॥
পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রো য আত্মেত্যাদিলক্ষণাৎ।

ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইত্যেবং ব্রহ্মলক্ষণমপি প্রতীচ্যেব যোজিতবানিত্যাহ অন্নপ্রাণাদীতি ॥ ৬৫ ॥

নন্বু ব্রহ্মলক্ষণস্যানন্দাত্মরূপে প্রতীচি যোজনং ন ঘটতে ব্রহ্মণঃ তটস্থত্বেন প্রতীচো ভিন্নত্বাদিত্যাশঙ্ক্য ন ভেদঃ সত্যাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যগ্রূপেণাবস্থানসম্ভবাদিত্যাহ সত্যং জ্ঞানমিতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণং ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণমভিধায় যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্নিত্যনেন বাক্যেন ঋষ্যুক্তগুহান্তঃস্থিতত্বেন তস্যৈব প্রত্যগ্রূপত্বমভিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

এবং তৈত্তিরীয়কশ্রুতিপর্য্যালোচনয়া ভৃগোঃ পরীক্ষাজ্ঞানপূর্ব্বকং বিচারজন্যত্বং সাক্ষাৎকারস্য দর্শয়িত্বা ছান্দোগ্যশ্রুতিপর্য্যালোচনয়াপি তদ্ দর্শয়তি পারোক্ষ্যেণেতি। ইন্দ্রোয় আত্মাপহত-

---

কের অনিত্যতা নিশ্চয় করিয়া অপরোক্ষরূপে পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া স্বীয় আত্মাতে অতুল আনন্দ অনুভব করেন। তাহাতেই আত্মার সহিত পরমব্রহ্মের স্বরূপের ঐক্য স্থির করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

মুনিবর ভৃগু, "পরম ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ হয়েন" এই প্রকারে পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সেই পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিগতরূপে অন্নময়াদি পঞ্চকোষরূপ গুহাভ্যন্তরস্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার করিয়া পরং ব্রহ্মকে সেই কোষপঞ্চকের অন্তরস্থ বলিয়া জানিয়াছেন। সুতরাং স্বীয় আত্মাতে যে অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার সহিত উক্ত পরমব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের ঐক্য প্রতিপাদিত হইল ॥৬৬॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরোক্ষজ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এই বিষয়ে ছান্দোগ্য নামক শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—ছান্দোগ্যাখ্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "যিনি নিষ্পাপ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব রহিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ,

अपरोक्षीकर्तुमिच्छंश्चतुर्वारं गुरुं ययौ ॥ ६७ ॥
आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम्।
अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितम् ॥ ६८ ॥
अवान्तरेण वाक्येन परोक्षब्रह्मधीर्भवेत्।

पाभ्राजरी विमृत्युर्विशोक इत्यादिवाक्यप्रतिपादितेन लक्षणेनात्मानं परोक्षतयावगम्य विचारात् शरीरत्रयनिराकरणेन तत्साक्षात् करणाय गुरुं ब्रह्माणं चतुर्वारमुपपन्न इति छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये श्रूयते ॥ ६७ ॥

इदानीमैतरेयकश्रुतावपि तद् दर्शयति आत्मेति। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत् किञ्चिन्न मिषदित्यनेन वाक्येन ब्रह्मणो लक्षणमभिधाय स ईक्षत लोकान् नु सृजा इत्युपक्रम्य तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः अयमावसथोऽयमावसथ इत्यनेन परमात्मनि जगदध्यारोपप्रकारमभिधाय स जातो भूतान्यभिव्यैक्षत् किमिहान्यं वावदिषदिति तस्यारोपितस्यापवादमभिधाय स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यदिदमदर्शमितीति प्रत्यगात्मनो ब्रह्मरूपत्वमभिहितं पुनश्च पुरुषोऽहमेवेत्यादिना ज्ञानसाधनवैराग्यजननाय गर्भवासादिदोषं प्रदर्श्य कीयमात्मेति

তিনিই সনাতন পরমব্রহ্ম," ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা ইন্দ্র পরোক্ষরূপে পরমব্রহ্মকে জানিয়া অপরোক্ষরূপে জানিবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ লালসায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমতঃ চারিবার গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। অতএব পরোক্ষজ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৬৭ ॥

পরোক্ষজ্ঞানানন্তর বিচারদ্বারা পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে অপরোক্ষজ্ঞানে পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ ঐতরেয় শ্রুতির প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—উক্ত শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরংব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, এই লক্ষণদ্বারা পরমব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হইলে পরে অধ্যারোপ ও অপবাদন্যায়দ্বারা পরমব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

সর্ব্বত্রৈব মহাবাক্যবিচারাত্ত্বপরীক্ষধীঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মাপারোক্ষসিদ্ধ্যর্থং মহাবাক্যমিতীরিতম্।
বাক্যবৃত্তাবতী ব্রহ্মাপারোক্ষ্যে বিমতির্নহি ॥ ৭০ ॥
আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।

বয়মুপাস্মহে ইত্যাদিনা বিচারিত তত্ত্বম্পদার্থপরিশোধনপুরঃসরং প্রমানং ব্রহ্মেতি প্রমানরূপস্বাত্মনো ব্রহ্মত্বং দর্শিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

তত্রন্যায়মিতরাসু শ্রুতিষ্বপ্যতিদিশতি অবান্তরেণেতি। সর্ব্বত্র সর্ব্বাসু শ্রুতিষ্বিত্যর্থঃ ॥৬৯॥

ননু মহাবাক্যবিচারস্যাপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং স্বকপোলকল্পিতমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যবৃত্তাচার্য্যৈস্তথা প্রতিপাদিতত্বাদেবমিত্যাহ ব্রহ্মাপরোক্ষেতি। অতো মহাবাক্যাৎ ব্রহ্মাপরোক্ষ্যজ্ঞানে বিপ্রতিপত্তির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

বাক্যবৃত্তাবুপপাদনপ্রকারং দর্শয়তি আলম্বনতয়েতি। যোঽন্তঃকরণসম্মিশ্রধীঽন্তঃকরণোপাধিকশ্চিদাত্মাঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োরর্থমিতি জ্ঞানস্যাত্মমিতি শব্দস্য চালম্বনতয়া

—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা শ্রুতিতেও উক্ত আছে।—যেমন তৈত্তিরীয়াদি শ্রুতিবাক্যে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হইলেই বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য বৈদিক বাক্যদ্বারাও পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হইলে বিচারদ্বারা তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিতেই মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, ইহাই উক্ত আছে। অতএব সেই সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভার্থ সর্ব্বদা মহাবাক্য বিচার করিবে। মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাতে কোনপ্রকার বিরোধের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, তাহা স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রসিদ্ধ বাক্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬৯-৭০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এইক্ষণ মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—"তত্ত্বমসি" এই একটি মহাবাক্য, এই মহাবাক্যের

अन्तः करणसम्भिन्नबोधः सत्त्वम्पदाभिधः ॥ ७१ ॥
मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः ।
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥ ७२ ॥
प्रत्यक्परोक्षतैकस्य सद्वितीयत्वपूर्णता ।

विषयत्वेन भाति स तथाविधो बोधस्त्वंपदाभिधत्वमिति पदमभिधा वाचकं यस्य स त्वंपदाभिधः त्वंपदवाच्य इत्यर्थः ॥ ७१ ॥

एवं त्वंपदवाच्यार्थमभिधाय तत्पदवाच्यार्थमाह मायोपाधिरिति। पारोक्ष्यशबलः परोक्षत्वधर्मविशिष्ट इत्यर्थः। एवं तटस्थलक्षणम् अभिधाय स्वरूपलक्षणमाह सत्याद्यात्मक इति। सत्यमादि येषां ज्ञानादीनां ते सत्याद्यः आत्मा स्वरूपं यस्य स तथाविधः तत्पदाभिधः तत्पदमभिधा वाचकं यस्य स तत्पदाभिधः तत्पदवाच्य इत्यर्थः ॥ ७२ ॥

एवं पदार्थावभिधाय वाक्यार्थबोधनाय लक्षणावृत्तिराश्रयणीयेत्याह प्रत्यगिति। प्रत्यक्त्व-

---

অন্তর্গত "ত্বং" শব্দের অর্থ এই,—যে অন্তঃকরণোপাধি জীবচৈতন্য অস্মৎশব্দ ও তৎজ্ঞানের আলম্বনরূপে প্রতীত হয়, সেই জীবচৈতন্যই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থিত "ত্বং" পদের বাচ্য হয়েন ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থিত "ত্বং" পদের অর্থ নিরূপণ করিয়া এই শ্লোকে সেই মহাবাক্যান্তর্গত "তৎ"পদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতেছেন।— যিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণবিশিষ্ট, জগতের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপ, মায়ারূপ উপাধি সমন্বিত, পরোক্ষত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট এবং সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম, তিনিই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তঃস্থ "তৎ"পদের প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৭২ ॥

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অন্তর্গত "ত্বং ও তৎ" পদের অর্থ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ উক্ত বাক্যের অর্থ নিরূপণের নিমিত্ত যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়, তাহাই নির্ণীত হইতেছে।—পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব এই উভয় ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, অর্থাৎ উক্ত উভয় ধর্ম্ম একদা একবস্তুতে সম্ভবে না, যাহাকে প্রত্যক্ষ করি না, তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, এইরূপ জ্ঞান অসম্ভব এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব এই উভয় ধর্ম্মও এককালে এক বস্তুতে সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রিত তাহাকে স্বাধীন বলা যায় না। যেহেতু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একমাত্র পরমব্রহ্মেতে

विरुध्येते यतस्तस्मात्तत्त्वमस्यादिवाक्यगा ॥ ७३ ॥
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा।
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥ ७४ ॥
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्भवतः।

परोक्षत्वे सद्वितीयत्वेन सहिता पूर्णतेति मध्यमपदलोपी समासः सद्वितीयपूर्णत्वे चैकस्य वस्तुनो यतो विरुध्यते अतो लक्षणावृत्तिराश्रयणीयेत्यर्थः ॥ ७३ ॥

सा च कीदृशीत्यत आह तत्त्वमस्यादीति। भागलक्षणा भागत्यागेन लक्षणेत्यर्थः। तत्र दृष्टान्तः सोऽयमिति। सोऽयं देवदत्त इति वाक्यस्थायाः सोऽयमिति पदयोर्यथा जहदजहल्लक्षणावृत्तिराश्रिता नापरा न जहल्लक्षणा नाप्यजहल्लक्षणा तद्वदपीत्यर्थः ॥ ७४ ॥

ननु गामानयेत्यादिवाक्येषु लक्षणावृत्त्या विनापि वाक्यार्थबोधो दृश्यते तद्वदत्रापि किं न

সম্ভব হইতেছে না। অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থেরও সুসঙ্গতি হয় না, সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত লক্ষণার * আশ্রয় লইতে হয় ॥ ৭৩ ॥

—পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু লক্ষণা অনেকপ্রকার আছে, তন্মধ্যে এই স্থলে কোন্‌প্রকার লক্ষণা আদরণীয়, তাহাই এইক্ষণে নিরূপিত হইতেছে।—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যে ভাগ লক্ষণাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্ত" অর্থাৎ "সেই ব্যক্তিই এই," এইস্থলে যেমন পূর্ব্বকালীনত্ব ও এতৎকালবর্ত্তিত্ব এই বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগলক্ষণা স্বীকার করা যায়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যেতেও পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বাদি এবং বিরুদ্ধ উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগলক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ॥ ৭৪ ॥

যেমন "গামানয়" অর্থাৎ "গো আনয়ন কর" ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণা

---

* কোন বাক্যের অর্থসঙ্গতির অসম্ভব হইলে সেই বাক্যান্তর্গত কোন কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে অর্থান্তর কল্পনা করিতে হয়, তাহার নাম লক্ষণা। যেমন "গঙ্গায় বাস করিতেছে" এইস্থলে গঙ্গাতে বসতি করা অসম্ভবহেতু গঙ্গাতীরে গঙ্গাশব্দের অর্থ করিতে হয়।

অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রত্যগ্‌বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।

স্যাদিত্যত আহ সংসর্গ ইতি। যথা লোকে গামানয়েত্যাদৌ পদৈঃ আরিতানামাকাঙ্ক্ষাসাধ্যাদিমতাং গবাদিপদার্থানামন্বয়ো বাক্যার্থত্বেন স্বীকৃতঃ যথা বা নীলং মহৎ সুগন্ধ্যুৎপলম্ ইত্যাদৌ নীলত্বাদিবিশিষ্টস্যোৎপলস্য বাক্যার্থত্বং স্বীকৃতং নৈবমত্র মহাবাক্যেষু সংসর্গবিশিষ্টয়োরন্যতরস্য বাক্যার্থত্বমভ্যুপগম্যতে কিন্তু অখণ্ডৈকরসত্বেন স্বগতাদিভেদশূন্যবস্তুমাত্ররূপেণ বাক্যার্থো বিদ্বদ্ভিরভ্যুপেয়তে অতো লক্ষণাশ্রয়ণীয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অখণ্ডৈকরসং বাক্যার্থং দর্শয়তি প্রত্যগ্‌বোধো য ইতি। যঃ প্রত্যগ্‌বোধঃ সর্বান্তরশ্চিদাত্মা আভাতি বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিত্বেন স্ফুরতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণোঽদ্বিতীয় আনন্দরূপঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ তথাবিধঃ পরমাত্মা প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণশ্চিদেকরসঃ প্রত্যগাত্মৈবেত্যর্থঃ ॥৩৬ ॥

এবমখণ্ডার্থবোধেন কিং স্যাদিত্যত আহ ইত্থমিতি। ত্বমর্থস্য প্রত্যগাত্মনোঽব্রহ্মত্বং

ব্যতিরেকেও বাক্যের অর্থসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যেতেও সংসর্গ অথবা বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থের সম্ভব হয় না। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ এইস্থলে অখণ্ডৈক রসরূপ বাক্যার্থ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে অখণ্ডৈক রসরূপ বাক্যার্থ স্বীকার করিতেহয়, এই শ্লোকে সেই অখণ্ডৈক-রসরূপ বাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন যে জীবচৈতন্য, তিনি অদ্বয়ানন্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ হয়েন এবং অদ্বয়ানন্দস্বরূপ যে পরমব্রহ্ম তিনিই জীবচৈতন্য স্বরূপ। এইরূপ জীবচৈতন্যের ও পরব্রহ্মের যে ঐক্যজ্ঞান, তাহাই অখণ্ডৈকরস শব্দের অর্থ; সুতরাং জীবচৈতন্য ও পরমব্রহ্মের একত্ব পরিকল্পনাই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ ॥ ৭৬ ॥

এইক্ষণ জীবচৈতন্য ও পরমব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যখন পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জীবচৈতন্য ও পরমব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান জন্মে, তখন "ত্বং" শব্দবাচ্য জীবের অনীশ্বরত্ব এবং ব্রহ্মচৈতন্যের পরোক্ষত্ব এই উভয়ই নিবারিত হয়। জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের

অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি।
তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোধোঽবশিষ্যতে ॥ ৩৩ ॥
এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমীর্য্যতে।
যৈস্তেষাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্ ॥ ৩৮ ॥
আস্তাং শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো যুক্ত্যা বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ।

শ্রান্তিসিদ্ধা ব্রহ্মরূপতা তদর্থস্য ব্রহ্মণশ্চ পারোক্ষ্যং পরোক্ষজ্ঞানৈকবিষয়ত্বঞ্চ নিবর্ত্তেত। যদীঽপি কিমিতি পৃচ্ছতি যদ্যেবমিতি। উত্তরমাহ শৃণ্বিতি ॥ ৩৩ ॥

ননু সময়বলেন সম্যক্ পরোক্ষানুভবসাধনমাগম ইত্যাগমলক্ষণমতো বাক্যস্যাপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং কথমুচ্যত ইত্যাশঙ্ক্য সিদ্ধান্তপরিজ্ঞানশূন্যোঽয়মিতি মনসি নিধায়োপহসতি এবং সতীতি। এবং বদন্তঃ সিদ্ধান্তরহস্যং নৈব জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ননু সিদ্ধান্তস্তাবৎ তিষ্ঠতু বাক্যস্য পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বমনুমানসিদ্ধমিতি শ্রদ্দধতে আত্মা

একত্ব বোধ হইলে জীব ও ঈশ্বর যে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান থাকে না। পরন্তু পরমব্রহ্ম আছেন জানিতেছি, কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তখন এইরূপ জ্ঞানও দূরীভূত হয় এবং সকলই ব্রহ্মময় দৃষ্ট হইতে থাকে। তদনন্তর যখন জীবচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব বোধ হইয়া পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হইতে থাকেন, তখন পূর্ণ আনন্দস্বরূপ একমাত্র অখণ্ডচৈতন্যের জ্ঞান হইয়া সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মরূপে জীব অবস্থিত হয় ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরংব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু তথাপিও যাহারা বলিয়া থাকে যে, মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কেবল পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে, তাহারা যে শাস্ত্রের কিপ্রকার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাহা বিবেচনা কর। যাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্টেও পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করে না, তাহারা শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ কিঞ্চিন্মাত্রও জানে না ॥ ৭৮ ॥

যদি বল, আমি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করি না, ঐ সিদ্ধান্ত তোমারই

স্বর্গাদিবাক্যবন্নৈব দশমে ব্যভিচারতঃ ॥ ৭৯ ॥
স্বতোঽপরোক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ।
ব্রূয়েত্ সিদ্ধপরোক্ষত্বমিতি যুক্তির্মহত্যহো ॥ ৮০ ॥
বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতীরিতম্।

মিতি। বিমতং বাক্যং পরোক্ষজ্ঞানজনকং ভবিতুমর্হতি বাক্যত্বাৎ স্বর্গাদিপ্রতিপাদকবাক্যবৎ ইত্যনুমানেন পরোক্ষজ্ঞানজনকত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। অনৈকান্তিকীঽয়ং হেতুরিতি পরিহরতি নৈবমিতি। দশমস্ত্বমসীতি বাক্যে বাক্যত্বে সমানে সত্যপরোক্ষজ্ঞানজনকত্বস্যোপলম্ভাদিতি ভাবঃ ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ ত্বংপদার্থস্য জীবস্যাপরোক্ষত্বাভাবপ্রসঙ্গাদপি ন মদ্বাক্যং পরোক্ষজ্ঞানজনকমিত্যঙ্গীকার্যমিত্যাহ স্বত ইতি ॥ ৮০ ॥

ইষ্টাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বৃদ্ধিমিতি ॥ ৮১ ॥

থাকুক্; কিন্তু "স্বর্গ আছে" এই বাক্যদ্বারা যেমন স্বর্গের পরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যদ্বারাও পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানই হয়, কখনও তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। এই কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, ইহা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষ বাক্যেতেও ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞান অসম্ভব হয়। যেমন তুমিই দশমপুরুষ এই বাক্যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারাও পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের সংশয় দূরীভূত হইল ॥ ৭৯ ॥

আর যদি "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারাও পরংব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানমাত্র স্বীকার কর, তাহাহইলে তুমি যে স্বভাবতঃ অপরোক্ষস্বরূপ জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তদ্বিষয়েও তোমার পক্ষে জীবের স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষত্ব বিনষ্ট হইল, অর্থাৎ তুমি স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ জীবকেও অপরোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না।—আহা!! তুমি কি চমৎকার যুক্তিই প্রদর্শন করিলে। আর "ধনবৃদ্ধির লোভে মূলধন হারাইল" এই যে একটি লোকপ্রসিদ্ধ বাক্য আছে, এইক্ষণে তুমিই উক্ত বাক্যের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইলে। যেহেতু তুমিও লাভ করিতে গিয়া মূলধনপর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া আসিলে।

লৌকিকং বচনং বাদং সম্যগ্ জ্ঞানমবাপ্নুতঃ ॥ ৮১ ॥
অন্তঃকরণসম্বিদ্বিবোধো জীবোঽপরোক্ষতাম্।
অর্হত্যুপাধিসম্ভাবাৎ তু ব্রহ্মাত্মোপাধিতঃ ॥ ৮২ ॥
নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ।
যাবদ্বিদেহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ ॥ ৮৩ ॥

নন্ু সোপাধিকত্বাৎ জীবস্যাপরোক্ষত্বং যুক্তং ব্রহ্মণস্তু নিরুপাধিকস্য তন্ন যুজ্যতে ইতি শঙ্কতে অন্তঃকরণেতি ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মণো নিরুপাধিকত্বমসিদ্ধমিতি পরিহরতি নৈবমিতি। জীবস্য ব্রহ্মরূপত্বাদ্ যদস্তি তস্য সোপাধিকত্ববদুপাধিবিষয়ত্বাৎ তদ্বিষয়স্য ব্রহ্মণোঽপি সোপাধিকত্বং জ্ঞানস্য সোপাধিকবিষয়ত্বঞ্চ জ্ঞেয়স্য সোপাধিকত্বমন্তরেণ ন ঘটত ইতি ভাবঃ। তদেব কুত ইত্যত আহ যাবদিতি ॥ ৮৩॥

তুমি পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সাধন করিতে গিয়া জীবের স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানও প্রতিপাদন করিতে পারিলে না। অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হয়, এই কথা কখনও স্বীকার করিও না। অসঙ্গত কুযুক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সদ্যুক্তির উপর নির্ভরকরতঃ পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভে যত্ন কর ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

যদি বল, জীবচৈতন্য অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট, অতএব তাহার অপরোক্ষজ্ঞান সম্ভবপর বটে, কিন্তু পরমব্রহ্ম উপাধিবিশিষ্ট নহেন, অর্থাৎ তাহার কোনপ্রকার উপাধি নাই, অতএব পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না; যাহার কোন উপাধি নাই, সেই বস্তু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না এবং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তুর অপরোক্ষজ্ঞান সম্ভবে না। অতএব কিরূপে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে? ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রশ্নের পরিহার করিতেছেন।—পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত নহে; যেহেতু সোপাধি ব্যতিরেকে ব্রহ্মত্ব বোধ হয় না, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্মস্বরূপ এবং সেই জীব উপাধিবিশিষ্ট, সুতরাং পরংব্রহ্মও উপাধিবিশিষ্ট হইলেন। অতএব পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় না, এই কথা বলিতে পার না।

অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভ্যাং বিশিষ্যতে।
উপাধির্জীবভাবস্য ব্রহ্মভাবস্য নান্যথা ॥ ৮৪ ॥
যথা বিশিষ্যতে ধীঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিম্।
সুবর্ণলৌহমিতেন শৃঙ্খলত্বং ন ভিদ্যতে ॥ ৮৫ ॥

ননু তর্হি জীবব্রহ্মণোর্বিলক্ষণমুপাধিদ্বয়ং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অন্তঃকরণেতি। জীবভাবব্রহ্মভাবয়োরন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যে এবোপাধী ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

নন্বন্তঃকরণসম্বন্ধস্য ভাবরূপত্বাদুপাধিত্বমস্তু নাভাবরূপস্য তদ্রাহিত্যস্য তদুচিতমিত্যাশঙ্ক্য যাবৎ কার্য্যমবস্থায়ি ভেদহেতীকৃত্যাধিতিষ্ঠতীত্যুক্তোপাধিলক্ষণস্য সাহিত্যরাহিত্যয়োরুভয়োরপি সত্ত্বাদুচিতমেবোপাধিত্বমিত্যভিপ্রায়েণ পরিহরতি যথেতি। বিধিভাবরূপোঽন্তঃকরণসম্বন্ধো যথোপাধিঃ স্যাৎ তথা প্রতিষেধোঽভাবরূপোঽন্তঃকরণবিয়োগ উপাধিঃ কিং ন স্যাৎ কিন্তু স্যাদেব ইত্যর্থঃ। তথাপি ভাবাভাবরূপত্বলক্ষণমবান্তরবৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে এবেত্যাশঙ্ক্য তস্যাকিঞ্চিৎকরত্বে নানাদরণীয়ত্বমিত্যভিপ্রেত্য দৃষ্টান্তমাহ সুবর্ণেতি। পুরুষপ্রচারবৈধকত্বাদ্যনুপযুক্তং সুবর্ণত্বলৌহত্বাদিকং বৈলক্ষণ্যং যদ্বদনাদরণীয়ং তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

কিন্তু ঐ উপাধি পরমব্রহ্মের নিয়ত ধর্ম্ম নহে, বিদেহকৈবল্যপর্য্যন্তই ঐ উপাধি থাকে। যাবৎকালপর্য্যন্ত বিদেহকৈবল্য না হয়, তাবৎকাল ঐ উপাধি নিরাকরণ করা কাহারও সাধ্য নাই, বিদেহকৈবল্য হইলেই উপাধির নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ৮৩ ॥

জীব ও ব্রহ্মের উপাধিদ্বয় প্রদর্শন করিতেছেন।—জীব অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং ব্রহ্ম অন্তঃকরণবিহীন। অতএব অন্তঃকরণসাহিত্য ও অন্তঃকরণরাহিত্য এই উভয়ই জীব ও ব্রহ্মের উপাধি। জীব ও ব্রহ্মের উপাধির এইমাত্র প্রভেদ যে জীবের উপাধি ভাবস্বরূপ এবং ব্রহ্মের উপাধি অভাবস্বরূপ ॥৮৪॥

অন্তঃকরণ সাহিত্যরূপ উপাধি ভাবস্বরূপ; সুতরাং তাহারই উপাধিত্ব সম্ভব হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ রাহিত্যরূপ উপাধি অভাবস্বরূপ হইলেও কি তাহার উপাধিত্ব উচিত হয় না? ভাবরূপই হউক, আর অভাবরূপই হউক, উভয়েরই তুল্যরূপ উপাধিত্ব আছে। পাদদ্বয়ে শৃঙ্খল থাকিলে সেই শৃঙ্খল লৌহময়ই হউক, আর সুবর্ণনির্ম্মিতই হউক, উভয়ই শৃঙ্খলের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণ সাহিত্যরূপ ভাবস্বরূপ যেমন উপাধি, অন্তঃকরণ-

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ।
বেদান্তানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ দ্বিধেত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৮৬ ॥
অহমর্থপরিত্যাগাদহং ব্রহ্মেতি ধীঃ কুতঃ।

বিধেরিব নিষেধস্যাপি ব্রহ্মবোধোপায়ত্বেন ব্রহ্মোপাধিত্বং দৃঢ়য়িতুং বিধিনিষেধয়োরপি ব্রহ্মবোধোপায়ত্বমাচার্য্যৈর্নিরূপিতমিতি দর্শয়তি অতদিতি। তচ্ছব্দেন ব্রহ্মাভিধীয়তে। অতচ্ছব্দেন তদতিরিক্তজ্ঞানাদি, ন তৎ অতৎ তস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাবৃত্তির্নিরসনং তদেব রূপমুপায়স্তেন সাক্ষাৎ বিধিমুখেন চ বিধির্বিধানং সাক্ষাৎ বাচকশব্দপ্রয়োগঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যেবমাদিরূপেণ চ বিধিমুখেন তদ্দ্বারেণাপীত্যর্থঃ বেদান্তানামুপনিষদাং প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং ব্রহ্মণীতীষঃ ॥ ৮৬ ॥

ননু বেদান্তানাম্ অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা ব্রহ্মবোধকত্বাঙ্গীকারেঽহংশব্দার্থস্য কূটস্থস্যাপি ত্যাগপ্রসঙ্গাদহং ব্রহ্মাস্মীতি সামানাধিকরণ্যেন জ্ঞানং নোদেতুমর্হতীতি শঙ্কতে অহমর্থেতি। অহংশব্দার্থস্য সর্বস্যাত্মকত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি নৈবমিতি। হি যস্মাৎ কারণাৎ ভাগলক্ষ-

---

রাহিত্যরূপ অভাবস্বরূপও সেইরূপ উপাধি। উপাধিবিষয়ে ভাবস্বরূপত্ব ও অভাবস্বরূপত্বের কোনি বৈলক্ষণ্য নাই ॥ ৮৫ ॥

ভাবস্বরূপ উপাধিও যেমন জ্ঞানের কারণ হয়, সেইরূপ অভাবস্বরূপ উপাধিও ব্রহ্মপরিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে, এই বিষয় নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ে প্রাচীন আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন।—অন্যপদার্থের প্রতিষেধ এবং প্রতিপাদ্য পদার্থের সাক্ষাৎকার, এই উভয়প্রকার কারণদ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদনে বেদান্ত সকলের প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে আচার্য্যগণ বেদান্তের দুইপ্রকার প্রবৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন। তন্ন তন্নরূপে যাবতীয় পদার্থ নিবারণ করিয়া ঈশ্বরনিরূপণে এবং সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় বেদান্তের প্রবৃত্তি দেখা যায় ॥ ৮৬ ॥

যদি বল, বেদান্তে তন্ন তন্নরূপে ব্রহ্মপরিজ্ঞান স্বীকৃত আছে, এইক্ষণে ভাগলক্ষণাতে কূটস্থ "অহং" শব্দার্থের পরিত্যাগহেতু "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদজ্ঞান হইতে পারে না। এই আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু এস্থলে ভাগলক্ষণাতে এরূপ অংশত্যাগ অভিমত নহে। পরন্তু এস্থলে অন্তঃকরণ সাহিত্যরূপ উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট

নৈবমংশস্য হি ত্যাগো ভাগলক্ষণয়োদিতঃ ॥ ৮৩ ॥
অন্তঃকরণসন্ত্যাগাদবশিষ্টে চিদাত্মনি।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিণোচ্যতে ॥ ৮৪ ॥
স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেষ ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ।
ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্ ॥ ৮৫ ॥
বুদ্ধিতত্স্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।

যথা জহদজহল্লক্ষণয়া অংশস্যাহংশব্দার্থৈকদেশস্য জড়াংশস্য ত্যাগ ইতিঃ ন তু কূটস্থস্য অতোঽহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অংশত্যাগেন বীধপ্রকারম্ অভিনীয় দর্শয়তি অন্তঃকরণেতি ॥ ৮৪ ॥

ননু কেবলস্য প্রত্যগাত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বাদ্ বুদ্ধিবৃত্তিবিষয়ত্বং ন ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ স্বপ্রকাশোঽপীতি। অন্যবৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ। স্বপ্রকাশোঽপি নির্বিকারবুদ্ধিসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তর্হ্যপসিদ্ধান্তাপাত ইত্যাশঙ্ক্য পূর্বাচার্যৈরপি বৃত্তিব্যাপ্যত্বস্যাঙ্গীকৃতত্বান্নায়মপসিদ্ধান্ত ইতি পরিহরতি ফলব্যাপ্যত্বমিতি। ফলং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচিদাভাসস্তদ্ব্যাপ্যত্বমেবাস্য প্রত্যগাত্মনো নিরাকৃতং স্বস্যৈব স্ফুরণরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৮৫ ॥

আত্মনি ফলব্যাপ্যত্বাভাবং দর্শয়িতুমনাত্মনো দ্বয়া ফলেন চ ব্যাপ্যত্বং দর্শয়তি বুদ্ধীতি। উভয়ব্যাপ্তিঃ প্রয়োজনমাহ তত্রেতি। তত্র তয়োঃ বুদ্ধিচিদাভাসয়োর্মধ্যে ধিয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যা প্রমাণ-

---

চৈতন্যেতে "অহংব্রহ্ম" এই বাক্য প্রয়োগ করাতে ব্রহ্মচৈতন্য লক্ষিত হয়েন। সুতরাং "অহংব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যার্থ বোধে কোন বাধা থাকিল না ॥৮৭-৮৮॥

প্রাচীন আচার্য্যগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ হইলেও অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়েন, কিন্তু তিনি কখনই জীবচৈতন্যের ব্যাপ্য হয়েন না। ঘটপটাদি অন্যান্য সাধারণ পদার্থও যেমন বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমব্রহ্মও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হইতে পারেন। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিস্থ কূটস্থচৈতন্যরূপ জীব উভয়ই ঘটপটাদি বিষয়কে প্রাপ্ত হয়, পরে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জীবচৈতন্য কেবল ঘটপটাদিবিষয়কে প্রকাশ করে। সেইরূপ পরব্রহ্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হইলে ঘটপটাদিগত অজ্ঞান নষ্ট হয়

তস্মাদ্ধ্যানং বিনা নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥ ৯০ ॥
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপিরপেক্ষিতা।
স্বয়ং স্ফুরদ্রূপত্বাদাভাসং ন প্রযুঞ্জতে ॥ ৯১ ॥
চক্ষুর্দীপাবপেক্ষেতে ঘটাদের্দর্শনে তথা।
ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষতে ॥ ৯২ ॥

ভূতবা স্বয়ং নশ্যতি স্বাভাবিকাবিরোধাৎ। আভাসেন চিদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ জড়েন সতঃ স্ফুরণাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯০ ॥

ইদানীমাত্মনি সতী বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি ব্রহ্মণীতি। প্রত্যক্‌ব্রহ্মণোরেকত্বস্যাজ্ঞানেনাবৃতত্বাৎ তস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্তয়ে বাক্যজন্যয়াহং ব্রহ্মাস্মীত্যেবমাকারয়া ধীবৃত্ত্যা ব্যাপিরপেক্ষ্যতে স্বয়মেব স্ফুরদ্রূপত্বাৎ সৎস্ফুরণায় চিদাভাসো নাপেক্ষ্যতেঽতো যুজ্যমানোঽপি চিদাভাসো নোপযুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

তত্রাদমর্থং দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন বিশদয়তি চক্ষুরিতি। অন্ধকারাবৃতঘটাদিদর্শনে চক্ষুর্দীপাবুভাবপ্যপেক্ষ্যেতে দীপদর্শনে ন তু তথা কিন্ত্বেকং চক্ষুরেবাপেক্ষ্যতে যথা তথা ব্রহ্মণ্যজ্ঞানং নাশায়েতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৯২ ॥

বটে, কিন্তু জীবচৈতন্য সেই পরব্রহ্মচৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেহেতু সেই ব্রহ্মচৈতন্য স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ ॥ ৮৯-৯০ ॥

এইক্ষণে জীবচৈতন্য ও পরব্রহ্মচৈতন্যের বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত সেই, পরব্রহ্মেতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায়, আর যেহেতু সেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, এই নিমিত্ত তাঁহাতে জীবচৈতন্যের প্রকাশ সম্ভব হয় না। (যিনি স্বয়ং প্রকাশ পান, তাঁহার প্রকাশের নিমিত্ত অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য অজ্ঞানদ্বারা আবৃত থাকে, সেই অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য "আমিই সেই পরব্রহ্ম" এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তিমাত্র অপেক্ষা করে) ॥ ৯১ ॥

যেমন ঘটপটাদিপদার্থের দর্শনের নিমিত্ত চক্ষু ও আলোক (প্রদীপ) অপেক্ষা করে, অর্থাৎ আলোক ও চক্ষু না থাকিলে কোন পদার্থের দর্শন হয় না; কিন্তু প্রদীপ দর্শন করিতে অন্য আলোক অপেক্ষা করে না, কেবল চক্ষুমাত্রকে অপেক্ষা করে। সেইরূপ পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের

স্থিতোঽপ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণৈকীভবেৎ স্বয়ম্।
ন তু ব্রহ্মাত্মতিমাত্রং ফলং কুর্য্যাৎ ঘটাদিবৎ ॥ ৯২ ॥
অপ্রমেয়মনাদ্যেতদ্ব্রহ্ম, শ্রুতেরদ্বীরিতম্।
মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা ॥ ৯৪ ॥

ননু বুদ্ধিবৃত্তীনাং চিদাভাসবৈশিষ্ট্যস্বাভাব্যাৎ ঘটাদিষ্বিব ব্রহ্মণ্যপি ফলব্যাপ্তির্ন স্যাদ্ ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ স্থিতোঽপীতি। যদ্যপি ঘটাদ্যাকারবৃত্তিবৎ ব্রহ্মণীশ্বরস্বভাবেঽপি চিদাভাসোঽস্তি তথাপি নাসৌ ব্রহ্মণো ভেদেন ভাসতে কিন্তু প্রচণ্ডাতপমধ্যবর্ত্তিপ্রদীপপ্রভাবৎ তেন একীভূত এব ভবতি অতো ন স্ফুরণলক্ষণাতিশয়জনকো ব্রহ্মণীত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

ননু ব্রহ্মণি ফলব্যাপ্তির্নাস্তি বৃত্তিব্যাপ্তিস্তু বিদ্যত ইত্যুক্তং তব কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাগমঃ প্রমাণমিত্যাহ অপ্রমেয়মিতি। শিষ্যবিকল্পমনন্তরং হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্। অপ্রমেয়মনাদ্যেতদ্ব্রহ্ম শ্রুতো বুধ ইত্যত্রাস্মিন্ মন্ত্রে শ্রুত্যাত্মবিন্দূপনিষদা অপ্রমেয়শব্দেনেদং ফলব্যাপ্তিরাহিত্যমুক্তম্। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি কঠবল্ল্যা ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা বৃত্তিব্যাপ্যত্বং শ্রুতমিত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিমাত্র অপেক্ষা করে, কিন্তু তাঁহার স্বপ্রকাশমানস্বরূপ—দর্শনের নিমিত্তে আর জীবচৈতন্যের প্রকাশ অপেক্ষা করে না ॥ ৯২ ॥

জীবচৈতন্য প্রত্যেক শরীরে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করে এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরক্ষণেই পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যেমন ঘটপটাদিবিষয় পরিজ্ঞাত হইলে তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, পরব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সেইরূপ বিশেষ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। ঘটপটাদি যেমন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সেইরূপ পৃথক্ পদার্থরূপে জ্ঞান থাকে না, যেমন মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-কিরণজালমধ্যে একটি প্রদীপ রাখিলে সেই প্রদীপ ঐ মার্ত্তণ্ডকিরণে বিলয় পাইয়া একীভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে জীবচৈতন্য ও পরব্রহ্ম একীভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—শ্রুতিতে অমৃতবিন্দূপনিষদে উক্ত আছে যে, সেই পরব্রহ্ম অপ্রমেয়, তাহার কোনরূপ প্রমাণ নাই, তিনি

আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
ব্রহ্মাত্মবস্তুনিষ্ঠিত্য যো বোধঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৯৫ ॥
অস্তু বোধোঽপরোক্ষোঽত্র মহাবাক্যাৎ তথাপ্যসৌ।

আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াদিতি মন্বীণাপরোক্ষজ্ঞানশীকনিষ্ঠত্যাত্মং জীবগতমবস্থাদ্বয়-মভিধীয়ত ইত্যুক্তমপরোক্ষজ্ঞানশীকনিষ্ঠত্যার্থে উভে ইমে অবস্থে জীবগে ব্রূতে আত্মানঞ্চে-দিতি শ্রুতিরিত্যনেন শ্লোকেন তয় কিমতাগিনাপরোক্ষজ্ঞানমুচ্যতে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ আত্মান-ঞ্চেদিতি। ব্রহ্মাত্মবস্তুনি সত্যাদিলক্ষণব্রহ্মাভিন্নপ্রত্যগাত্মস্বরূপমুল্লিখ্য বিষয়ীকৃত্য যো বোধো জায়তে ব্রহ্মাহমস্মীতি সোঽভিধীয়তে অনেন বাক্যেনেত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

নন্বস্তি পুরীকরীত্যা সকৃদ্বাক্যবিচারাদেবাপরোক্ষজ্ঞানসিদ্ধে আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাদি-ত্যাদৌ বিহিতং শ্রবণাদ্যাবর্তনমননুদেয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানদার্ঢ্যায় তদাবর্তনানুষ্ঠানস্যা-বশ্যকৈরভিহিতত্বাদনুষ্ঠেয়মেবেত্যাহ অস্তিতি। অত্র ব্রহ্মাত্মনি বিষয়ে মহাবাক্যাৎ সকৃচ্ছ-

---

অনাদি। তাঁহাকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাই লাভ করা যায়। তিনি জীব-চৈতন্যের ব্যাপ্য নহেন, কিন্তু সেই অধিকৃত পরব্রহ্ম বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়েন ॥ ৯৪ ॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে স্বীয় জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে জানেন, তিনি আর কি কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হয়েন?" পরন্তু এই শ্লোকেও সেই অভিন্নজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—"অহমস্মি" এইরূপ বাক্য-দ্বারা জীবাত্মার সহিত পরব্রহ্মের যে অভেদজ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকেই অপরোক্ষজ্ঞান বলে। যাহার এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তি কখনও কোন অকিঞ্চিৎকর বিষয়সুখভোগ কামনা করিয়া শরীরের অনু-বর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হয় না ॥ ৯৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত "অহমস্মি" এই বাক্য বিচারদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ আছে; সুতরাং শ্রবণমননাদির অনুষ্ঠান নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও পূর্ব্বোক্ত "অহমস্মি" এই বাক্য বিচার-দ্বারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে, তথাপি সেই উৎপন্নজ্ঞানের দৃঢ়তা সাধনার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। "অহমস্মি"

ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনামাচার্য্যৈঃ পুনরীরণাৎ ॥ ৯৬ ॥
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্ দৃঢ়ীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেৎ শ্রবণাদিকম্ ॥ ৯৭ ॥
বাঢ়ং সন্তি হ্যদার্ঢ্যস্য হেতবঃ শ্রুত্যনেকতা।

তাদৃ বিচারসহিতাদপরোক্ষবোধোঽস্তু ভবত্বেবং তথাপি নাসৌ দৃঢ়োঽতঃ শ্রবণাদ্যাবর্ত্তনীয়ং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈঃ পুনর্বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরমপি শ্রবণাদ্যাবর্ত্তনাভিধানাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানদার্ঢ্যায় ইতি অর্থাল্লভ্যতে ॥ ৯৫ ॥

আচার্য্যৈঃ কিং বাক্যেনাভিহিতমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বাক্যং পঠতি অহমিতি ॥ ৯৬ ॥

ননু বাক্যপ্রমাণজনিতস্য জ্ঞানস্যাদার্ঢ্যং কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ বাঢ়মিতি। হি যস্মাৎ কারণাৎ শ্রুত্যনেকতা শ্রুতীনাং নানাত্বলক্ষণা হেতুরর্থস্যাখণ্ডৈকরসস্যাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপস্যালৌকিকত্বেনাসম্ভাবিতত্বমপরো হেতুঃ বিপরীতভাবনা চ পুনঃ কর্তৃত্বাদ্যভিমানরূপা তু

এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা জীবব্রহ্মের যে ঐক্যজ্ঞান সাধিত হয়; শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারাই সেই জ্ঞানের দৃঢ়তা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "অহমস্মি" এই বাক্যার্থজ্ঞানের পর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা সেই উৎপন্নজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবে ॥ ৯৬ ॥

যাবৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই সেই পরব্রহ্ম" এই বাক্যার্থোৎপন্নজ্ঞান দৃঢ়ীভূত না হয়, তাবৎ শমদমাদি সাধনের সহিত শ্রবণ, মননাদির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক আছে। যেহেতু শ্রুতি নানাপ্রকার; সর্ব্বপ্রকার শ্রুতির একরূপ অভিপ্রায় নহে। কোন শ্রুতিতে জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের প্রধানতা উক্ত আছে, কোন শ্রুতিতে বা ক্রিয়াকাণ্ডের ফলদ্বারা স্বর্গভোগাদির প্রাশস্ত্য কীর্ত্তিত আছে, আর কোন শ্রুতিতে যিনি অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তাঁহার লোকগ্রাহ্যত্ব অসম্ভব এবং কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান অর্থাৎ "আমিই সকল করিতেছি, আমি ভিন্ন আর কোন কর্ত্তা নাই," ইত্যাদি নানা কারণে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার ব্যাঘাত করিতে পারে।

অবস্থাত্মত্বমর্থস্য বিপরীতা চ ভাবনা ॥ ৯৮ ॥
শাখাভেদাৎ কামভেদাৎ শ্রুতং কর্ম্মান্যথান্যথা।
এবমপ্যপি সামঞ্জস্যাৎ স্ববশমাচরেৎ ॥ ৯৯ ॥
বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ।

তৃতীয়ী হেতুঃ। ইত্যেবংবিধা অদার্ঢ্যস্য হেতবো বাঢ়ং সন্তি সর্ব্বথাপি বিদ্বান্ অতীঽপরীক্ষাতুভবদার্ঢ্যায় স্ববশাদিকমাবর্ত্তনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৯৮ ॥

এবং ত্রিবিধানদার্ঢ্যস্য হেতূনুপন্যস্য শ্রুতিনানাত্বপ্রযুক্তাদার্ঢ্যনিরূপণে স্ববশাদ্বৃত্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ শাখাভেদাদিতি। যথা শাখাভেদাৎ কর্ম্মভেদঃ শ্রূয়তে যথা চৈতৎ ক্রিয়তে যজুষাঽয়ং সামীদ্ধীয়মিতি যথা বা কামভেদাৎ কাবীর্য্যা বৃষ্টিকামো যজেত অতরুণ্যমায়ুঃকাম ইত্যাদিকর্ম্মভেদঃ শ্রুত এবমুপনিষৎস্বপি প্রতিপ্রত্যয়বস্তু ভেদশঙ্কায়াং তন্নিবারণায় স্ববশং পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

কিন্ত্বস্ত্ববশমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তত্রত্যমাহ বেদান্তানামিতি। সর্ব্বাসামপ্যুপনিষদামুপ-

---

অতএব সেই সকল প্রতিবন্ধক নিবারণ করিয়া পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯৮ ॥

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক নিরূপণ করিয়া এই শ্লোকে শ্রুতির নানাত্বকারণে যে সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রুতির শাখাবিশেষে যে কামনাভেদে বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের উক্তি আছে, যদি সেই সকল শাখাবিশেষোক্ত শ্রুতিবাক্যশ্রবণে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার হানি হয়, তবে সেই সকল প্রতিবন্ধক নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক নিবারণার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান করিবে, এক্ষণে সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধকনিবর্ত্তক শ্রবণের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—বেদান্তসকলের আদি, মধ্য ও অবসানে, অর্থাৎ উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা

ব্রহ্মাত্মন্যেব তাৎপর্য্যমিতিধীঃ শ্রবণং মতম্ ॥ ১০০ ॥
সমন্বয়াধ্যায় এতৎ সূত্রং ধীস্থাস্যকারিভিঃ।
যুক্তৈঃ সম্ভাবনার্থস্য দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা ॥ ১০১ ॥
বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিষ্বাত্মধীঃ স্বতঃ।
পুনঃ পুনরুদেত্যেষা জগৎসত্যত্বধীরপি ॥ ১০২ ॥

ক্রমোপসংহারাদিপর্য্যালোচনায়াং ব্রহ্মরূপে প্রত্যগাত্মন্যেব তাৎপর্য্যমৈদম্পর্য্যেণ পর্য্যবসানমিত্যেবংরূপো নিশ্চয়ঃ শ্রবণমিত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

এবংবিধং শ্রবণং কুত্র নিরূপিতমিত্যত আহ সমন্বয়েতি। এতৎ শ্রবণং সমন্বয়াধ্যায়ে সূত্রং ব্যাসাদিভিরিতি শেষঃ। অথাসম্ভাবনানিবৃত্তিহেতুমননন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ে নিরূপিতমিত্যাহ ধীস্থাস্যেতি। প্রমেয়গতানুপপত্তিপরিহারদ্বারা বুদ্ধিস্থাস্যকারিভিস্তর্কৈর্যুক্তিশব্দাভিধেয়ৈরর্থস্য সম্ভাবনা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননং দ্বিতীয়াধ্যায়ে নিরূপিতমিত্যর্থঃ ॥১০১॥

তদানীং বিপরীতভাবনা তন্নিবৃত্ত্যুপায়ঞ্চ দর্শয়তি বহুজন্মেতি সার্দ্ধেন ॥ ১০২ ॥

যায় যে, স্বপ্রকাশমান ব্রহ্মেই সমস্ত পর্য্যবসান হয়। এইরূপ জ্ঞানকে শ্রবণ বলে ॥ ১০০ ॥

এইক্ষণ মননের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—শারীরিকসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, শ্রবণদ্বারা সম্ভাবিত যে পরব্রহ্মচৈতন্য, যুক্তি ও তর্কাদিদ্বারা সেই পরব্রহ্মচৈতন্যের যে সর্ব্বদা অনুসন্ধান তাহার নাম মনন। (নিরন্তর পরব্রহ্মচৈতন্যের অনুসন্ধানে মনন করিলেই ব্রহ্মচৈতন্যের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তা হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ প্রতিবন্ধক বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ১০১ ॥

এইক্ষণে বিপরীতভাবনা ও সেই ভাবনার নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিতেছেন,—এই বিপরীতভাবনাই চিত্তের একাগ্রতার প্রতি অপর প্রতিবন্ধক এবং এই বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হইলে একাগ্রতা সাধিত হয়, এই একাগ্রতাকেই নিদিধ্যাসন বলে। জন্মজন্মান্তরকৃত সংস্কারবশতঃ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহাদিতে আত্মজ্ঞান জন্মে এবং দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হইলে জগতের সত্যজ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হয়, ইহাকেই বিপরীতভাবনা বলা যায়। অন্তঃকরণের একাগ্রতারূপ ধ্যান শব্দবাচ্য নিদিধ্যাসনদ্বারা সেই বিপরীতভাবনার

বিপরীতা ভাবনিবর্ত্তকাদ্যাত্ সা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাত্ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাত্ ॥ ১০৩ ॥
উপাস্তয়োঽতএবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঽপি চিন্তিতাঃ।
প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাত্ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্ ভবেত্ ॥ ১০৪ ॥
তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।

বিপরীতভাবনানিবর্ত্তকং যদৈকাগ্র্যং তৎ কুতো জায়ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ তত্ত্বেতি। এতদৈকাগ্র্যং ব্রহ্মোপদেশাত্ প্রাগেব সগুণব্রহ্মোপাসনাদ্ ভবতি ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

নন্বেতৎ কুতোঽবগতমিত্যাশঙ্ক্যোপাসনাবিচারস্য বেদান্তশাস্ত্রে কৃতত্বাদিত্যাহ উপাস্তয় ইতি। অকৃতোপাস্তিকস্য কুতস্তজ্জন্ম ইত্যত আহ প্রাগিতি ॥ ১০৪ ॥

ব্রহ্মাভ্যাসস্য কীদৃশ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তচ্চিন্তনমিতি ॥ ১০৫ ॥

নিবৃত্তি হয়। যাবৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদিত না হয়, তাবৎ সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতেই অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস হয়। এইরূপে অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস হইলেই নির্গুণ পরব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১০২-১০৩ ॥

যেহেতু সগুণব্রহ্মের উপাসনাদ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস হয়, এই নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমতঃ সগুণব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাসের অবশ্য কর্ত্তব্যতা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে সগুণব্রহ্মোপাসনাদ্বারা অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস না করিয়াই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলেও সেই ব্যক্তির ঐ নির্গুণব্রহ্মোপাসনার অভ্যাসদ্বারা অন্তঃকরণের একাগ্রতার অভ্যাস হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই। (সগুণ উপাসনাদ্বারা কিম্বা নির্গুণ উপাসনাদ্বারা যে ভাবেই হউক চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে) ॥ ১০৪ ॥

এইক্ষণে কিরূপে নির্গুণব্রহ্মের উপাসনার অভ্যাস করিতে হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তন, ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যের আলোচনা ও পরস্পর তর্কবিতর্কাদি করিয়া বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মের বোধ এবং নিয়ত ব্রহ্মধ্যান

এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০৫ ॥
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ১০৬ ॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

এতদেকপরত্বং বিশদয়িতুং স্মৃতিমাহ তমেবেতি। ধীরঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নঃ ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্ম ভবিতুমিচ্ছুঃ মুমুক্ষুস্তমেব প্রত্যয়ূপং পরমাত্মানমেব বিজ্ঞায় সংশয়াদ্যভাবী যথা ভবতি তথা জ্ঞাত্বা প্রজ্ঞাং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানসন্ততিরূপমেকাগ্র্যং কুর্ব্বীত সম্পাদয়েৎ। অনাত্মগোচরান্ বহূন্ শব্দান্নানুধ্যায়ান্ন স্মরেৎ ধ্যানেনাভিধানমপ্যুপলক্ষ্যতে নাভিদধ্যান্নান্যথা শব্দধ্যানেন বাগ্বিগ্লাপনানুপপত্তেঃ। কুত ইত্যত আহ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি। হি যস্মাত্তদভিধানং মনসা স্মরণমপ্যুপলক্ষ্যতে বাচ ইতি মনসোঽপ্যুপলক্ষণং বিগ্লাপয়তীতি বিগ্লাপনং অসমর্থং। অয়মভিপ্রায়ঃ ইতরশব্দানুসন্ধানে মনসঃ শ্রমো ভবতি তদভিধানে তু বাচ ইতি ॥ ১০৬ ॥

এবমেকাগ্র্যপ্রতিপাদিকাং স্মৃতিমভিধায় স্মৃতিমপ্যাহ অনন্যা ইতি। যে জনাঃ অনন্যাঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন মদভিন্নাঃ সন্তস্তথৈব মাং চিন্তয়ন্তঃ অখণ্ডানুসন্ধানেন চিন্তনং

তৎপরতা, সর্ব্বদা নিয়তরূপে এই সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস হয়, অতএব ব্রহ্মচিন্তনাদিকে নির্গুণব্রহ্মোপাসনাভ্যাসের কারণ বলা যায় ॥ ১০৫ ॥

মুক্তিকামী ধীর ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিঃসংশয়রূপে স্বপ্রকাশমান পরমাত্মাকে জানিয়া পরব্রহ্ম ও আত্মাতে ঐক্যজ্ঞানসাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস করিবে। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাতে বহু বাক্যব্যয় করিবে না, ঈশ্বরারাধনাতে বহু বাগ্বিতণ্ডা কেবল বাক্যের গ্লানিমাত্র, তাহাতে কোন ফলসাধনের বিশেষ সাহায্য হয় না। বহু বাক্যব্যয়ে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমমাত্র হয়, অতএব ব্রহ্মধ্যানের অভ্যাসকালে বহু বাগ্বিন্যাস পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০৬ ॥

পূর্ব্বোক্তবিষয়ে ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোক প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া উক্ত শ্রুতি স্মৃতির ফল নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, অনেকেই আমার স্বরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা

তেষां নিত্যাভিযুক্তানां যোগক্ষেমं বহাম্যহম্ ॥ ১০৩ ॥
ইতি স্মৃতিস্মৃতী নিত্যমাত্মন্যেকাগ্রতां ধিয়ঃ।
বিধত্তো বিপরীতাযা ভাবনাযাঃ ক্ষযায় হি ॥ ১০৮ ॥
যদ্ যথা বর্ত্ততে তস্য তত্ত্বং হিত্বান্যথাত্বধীঃ।

কুর্বন্তঃ পর্য্যুপাসতে পরিতঃ সর্ব্বেষ্বপি কালেষূপাসতে মদ্রূপা এব বর্ত্তন্তে নিত্যাভিযুক্তানাং সদা সন্নিহিতানাং তেষান্তদাত্মত্বেনানুসন্ধীয়মানোঽহং যোগক্ষেমমলব্ধলাভলব্ধপরিরক্ষণরূপৌ যোগ ক্ষেমৌ বহামি সম্পাদয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

তদ্ব্যাকৃতয়োঃ স্মৃতিস্মৃত্যোস্তাত্পর্য্যমাহ ইতীতি। এতে স্মৃতিস্মৃতী বিপরীতভাবনানিবৃত্তয়ে আত্মনি সদা চিত্তৈকাগ্র্যং প্রতিপাদয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

নন্বহং দেহাদ্যাত্মত্ববুদ্ধের্জগদাত্মত্ববুদ্ধেশ্চ কর্ত্রী বিপরীতভাবনাত্মকম্ ইত্যাশঙ্ক্য তন্নিবর্ত্তকযোগাদিতি দর্শয়িতুং তস্যা লক্ষণমাহ যদ্যথেতি। যদ্ বস্তু যত্রাদি যথা যেন যত্রাদিরূপেণ বর্ত্ততে তস্য তত্ত্বং যত্রাদিরূপত্বং পরিত্যজ্য অন্যথাত্বধীরন্যথাত্বস্য রজতাদি-

---

করিয়া থাকে। পরন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা "অহংব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপে আত্মার সহিত অভেদজ্ঞান করিয়া নিত্য আমার আরাধনা করে, আমি তাহাদিগকে প্রকৃত যোগসাধনের ফল প্রদান করি। যাহারা নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান-লাভ করে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব ব্রহ্ম বিষয়ে চেতির একাগ্রতা অভ্যাস করিবে ॥ ১০৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্মৃতি আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্রতা সাধনকরে। আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্রতা সাধিত হইলেই বিপরীত ভাবনার ক্ষয় হয়। যদি অন্তঃকরণ নিয়তরূপে সেই আত্মতত্ত্ব চিন্তনে অনুরক্ত থাকে, তাহাহইলে অন্য কোন ভাবনা আসিয়া সেই অন্তঃকরণ অধিকার করিতে পারে না; সুতরাং পরব্রহ্ম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা থাকিলে কোন প্রতিবন্ধক যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে পারে না। বরং ক্রমশঃ স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য হৃদয়াকাশে উদিতে হইতে থাকে ॥ ১০৮ ॥

যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, সেই বস্তুকে সেইরূপে না জানিয়া কখন কখন তাহাকে যে অন্যপ্রকার জ্ঞান করা যায়, এইরূপ অযথাভূতজ্ঞানকে বিপরীত

विपरीता भावना स्यात् पित्रादाविव धीर्यथा ॥ १०९ ॥
आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत् तयोः।
देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीर्विपर्ययभावना ॥ ११० ॥
तत्त्वभावनया नश्येत् सातो देहातिरिक्तताम्।
आत्मानो भावयेत् तद्वन्मिथ्यात्वं जगतोऽनिशम् ॥ १११ ॥

रूपत्वस्य धीर्ज्ञानं विपरीतभावना स्यात् यतस्तिंसद्बुद्धिरिति यावत्। तामुदाहरति पित्रादाविति ॥ १०९ ॥

उक्तलक्षणं प्रकृते योजयति आत्मेति। अयमात्मा देहादिभ्यो वस्तुतो भिन्नं इदं जगच्च मिथ्या एवं सत्यपि तयोरात्मजगतोर्यथाक्रमं देहादिरूपत्वबुद्धिः सत्यत्वबुद्धिश्च या सा विपरीता भावनेत्यर्थः ॥ ११० ॥

पूर्वमेकार्थ्यात् सा निवर्तते इति सामान्येनोक्तमर्थं विशेषाकारेणाह तत्त्वभावनयेति। सा देहाद्यात्मत्वजगत्सत्यत्वरूपा विपरीतभावना तत्त्वभावनया आत्मनो देहातिरिक्तत्वस्य जगतो मिथ्यात्वस्य च भावनया निरन्तरध्यानेन नश्येत् अत आत्मनो देहाद्यतिरिक्तत्वं देहादेर्जगतो मिथ्यात्वञ्च सदा भावयेदित्यर्थः ॥ १११ ॥

ভাবনা বলা যায়। যেমন সময়ানুসারে কখন কখন পিতাকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ সময় বিষয়ে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

বাস্তবিক আত্মা দেহাদি হইতে বিভিন্ন এবং জগৎ মিথ্যা। তাহাতে আত্মাকে দেহাদি হইতে অভিন্ন ও জগৎকে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকেই এস্থলে বিপরীতভাবনা বলা যায় ॥ ১১০ ॥

এইক্ষণ কি উপায়ে সেই বিপরীতভাবনা বিদূরীত হয়, তাহা বলিতেছেন।—নিরন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব ভাবনা করিলেই উক্তরূপ বিপরীতভাবনা নষ্ট হইয়া যায়। বিবেকী ব্যক্তি দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করিবে এবং নিরন্তর জগতের মিথ্যাত্বও অনুশীলন করিবেক; তাহাতেই দেহাদির আত্মত্ব ও জগতের সত্যত্ব জ্ঞানস্বরূপ বিপরীতভাবনা নিবারণ হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তার অভ্যাস দৃঢ়তর হইবেক। তখন আর কোন বিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান থাকিবে না ॥ ১১১ ॥

কিं मन्त्रजपवन्मूर्तिध्यानवच्चात्मभेदधीः ।
जगन्मिथ्यात्वधीवच्च ह्यावश्यं स्यादुतान्यथा ॥ ११२ ॥
अन्यथेति विजानीहि दृष्टार्थत्वेन भुक्तिवत् ।
बुभुक्षुर्जपवत् भुङ्क्ते न क्वचित् नियतः क्वचित् ॥ ११३ ॥
अश्नाति वा न वाश्नाति भुङ्क्ते वा स्वेच्छयान्यथा ।

सदा भावयेदित्युक्तं तत्र जपादाविव नियमापेक्षास्ति न वेति पृच्छति किमिति। आत्मभेदधीः आत्मधी देहादिभ्यो विभिन्नज्ञान जगतो मिथ्यात्वानुसन्धानञ्च मन्त्रजपदेवताध्यानादिवत् किं नियमेनानुष्ठातव्य उत लौकिकव्यवहारवन्नियममन्तरेणापि कर्तुं शक्यत इति ॥११२॥

दृष्टफलकत्वान्नात्र नियमः क्वचिदस्तीत्याह अन्यथेतीति। अन्यथा नियमं विनेत्यर्थः। तत्र हेतुमाह दृष्टार्थत्वेनेति। तत्र दृष्टान्तमाह भुक्तिवदिति। दृष्टार्थेऽपि भोजने नियमाः श्रुतिस्मृत्योरुपलभ्यन्ते इत्याशङ्क्याह बुभुक्षुरिति। क्षुदपनयनाय भोक्तुमिच्छन् पुरुषो जपं कुर्वाण इव न नियमेन भुङ्क्ते अपितु यथा क्षुद्बाधोपशान्तिः स्यात् सा तथा भोजनं करोतीत्यर्थः ॥ ११३ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति अश्नातीति। अश्नाति वा अन्ने सति कदाचित् भुङ्क्ते न वाश्नाति

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বদা পরব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে, এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মচিন্তা ও জগতের মিথ্যাত্ব অনুশীলন বিষয়ে মন্ত্র জপাদির ন্যায়, অথবা কোন মূর্ত্তিধ্যানাদির ন্যায় কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না? কিম্বা লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় কোনরূপ নিয়মের অধীন না হইয়াই কি ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তনের অনুষ্ঠান করিবে? এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ ১১২ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তন করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়, অতএব তাহাতে কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় না। যেমন ভোজনকালে প্রতিগ্রাসেই ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচিন্তনেও প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনকালে উপরি উক্ত কোনরূপ নিয়ম বিহিত নাই। আর যেমন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ভোজনকালে জপাদিরন্যায় কোনরূপ নিয়ম করিয়া ভোজন করে না, সেইরূপ যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লিপ্সু, তাঁহারা কদাচ উপরি উক্ত কোন নিয়মের অধীন হইবে না ॥ ১১৩ ॥

येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥ ११४ ॥
नियमेन जपं कुर्याद्भक्तौ प्रत्यवायतः ।
अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपर्ययात् ॥ ११५ ॥
क्षुधेव दृष्टबाधाकृद् विपरीता च भावना

तस्मिन्नसति क्षुद्बाधाविस्मारयतादिचेष्टयाऽनन्नेन कालं नयति अन्यथा वा तिष्ठन् गच्छन् शयानो वा स्वेच्छया भुङ्क्ते एवं येन केन प्रकारेण तात्कालिकीं क्षुधाम् अपनेतुमिच्छति। अयमभिसन्धिः क्षुधानिवृत्तिलक्षणदृष्टफलाय भोजनमेव कार्यं नियमास्तु परलोकहेतव इति ॥ ११४ ॥

अपादौ भोजनात् वैलक्षण्यं दर्शयति नियमेनेति। तत्र हेतुमाह भक्तौ प्रत्यवायत इति। भवत्येवमकरणे प्रत्यवायः अन्यथाकरणे तु स नास्तीत्याशङ्क्याह अन्यथेति। "मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् इत्युक्तत्वादिति भावः ॥ ११५ ॥

ननु क्षुद्बाधाया दृष्टबाधाहेतुत्वात् तन्निवृत्तये अनियमेनापि भोक्तव्यमेव विपरीतभाव-

---

সাক্ষাৎ অন্ন উপস্থিত থাকিলে সেই অন্ন ভোজন করুক, অথবা অন্নের অপ্রাপ্তিতে ভোজন না করিয়া ক্ষুধাজনিতক্লেশ-বিস্মরণার্থ দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা ক্ষুধার কাল অতিবাহিত করুক, কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করিয়া আহার স্পৃহা নিবৃত্তি করুক, যে কোন প্রকার উপায়েই হউক বলবতী ক্ষুধারোধ নিবারণ করিতে পারিলেই হয়, তাহাতে কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না ॥ ১১৪ ॥

ভোজনাদি কার্য্যে কোনরূপ নিয়ম করিতে হয় না, কিন্তু মন্ত্রজপাদিতে নিয়ম করা আবশ্যক; যেহেতু অনিয়মে মন্ত্রজপ করিলে সেই জপে কোন ফল হয় না, বরং প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে। অতএব মন্ত্রজপে যে সকল নিয়ম আছে, কোনরূপেও তাহার অন্যথা করিবে না এবং মন্ত্রেতে যেরূপ স্বরাদিবর্ণ বিন্যস্ত আছে, তাহার অন্যথা করিয়া জপ করিলে সাধকের অনর্থ সংঘটন হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

ক্ষুধারন্যায় বিপরীত ভাবনাও প্রত্যক্ষ পীড়াদায়ক। ক্ষুধা উপস্থিত হইলে যদি ভোজনাদি দ্বারা সেই ক্ষুধার নিবারণ না কর, তাহাহইলে যেমন তৎ-

জীবা যেনাপ্যুপায়েন [illegible]তুষ্টিতঃ [illegible] ॥ ১১৬ ॥
উপায়ঃ পূর্ব্বমেবোক্তস্তস্মিন্নাত্মপরাদিকঃ ।
এতদেকপরত্বেঽপি নির্ব্বন্ধো ধ্যানবন্ন হি ॥ ১১৭ ॥
মূর্ত্তিপ্রত্যয়সান্তত্যমন্যানন্তরিতং ধিয়ঃ ।

ন্যায়াস্তু তথালাভাবাৎ স্বস্নিবর্ত্তকং ধ্যানমদৃষ্টফলায় নিয়মেনানুষ্ঠেয়মিত্যাশয়েনাহ সুখেবেতি। বিপরীতভাবনায়া দুঃখহেতুত্বস্যানুভবসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৬ ॥

তর্হি স উপায়ঃ প্রদর্শনীয় ইত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বমেব প্রদর্শিত ইত্যাহ উপায় ইতি। ননু জপবৎ প্রাপ্তুত্বাদিনিয়মো মাভূৎ ধ্যানবদেতদেকপরত্বলক্ষণৈকাগ্র্যতানির্ব্বন্ধোঽস্ত্বীত্যাশঙ্ক্যাহ এতদিতি ॥ ১১৭ ॥

ননু ধ্যানস্য ধ্যেয়চিন্তানামাত্মকত্বাৎ তত্র কো নির্ব্বন্ধ ইত্যাশঙ্ক্য ধ্যানে নির্ব্বন্ধং দর্শয়িতুং ধ্যানস্বরূপং তাবদাহ মূর্ত্তীতি। ধিয়ো বুদ্ধেঃ সম্বন্ধিনো মূর্ত্তিপ্রত্যয়ানাং ইত্যাদিমূর্ত্তিগোচরাণাং প্রত্যয়ানাং যৎ সান্তত্যমবিচ্ছিন্নতয়া বর্ত্তনমাত্মং তদন্যানন্তরিতমন্যেন বিজা-

---

ক্ষণাৎ শরীর ক্ষীণ হয়, সেইরূপ বিপরীতভাবনাও সমাধির ব্যাঘাত করে। অতএব যেমন অন্নাদিভোজন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়, সেইরূপ যে কোন উপায়েই হউক বিপরীতভাবনার নিবারণ করা আবশ্যক। পরন্তু তাহাতে কোন নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। যে প্রকারেই হউক বিপরীতভাবনা অবশ্যই নিবারণ করিতে হইবে ॥ ১১৬ ॥

পরমব্রহ্মের স্বরূপচিন্তা এবং সেই পরমব্রহ্ম বিষয়ক বাক্যালোচনা প্রভৃতি বিপরীতভাবনার নিবারণের উপায় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যেমন অন্তঃকরণের একাগ্রতা সাধনবিষয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব পরিচিন্তনের ন্যায় কোনরূপ নিয়মের আশ্রয় লইতে হয় না, সেইরূপ এই বিপরীতভাবনার নিবারণেও কোন প্রকার নিয়মের অধীনতাস্বীকার করিতে হয় না। যাহার যেরূপ অভিরুচি সেই ব্যক্তিই আপন ইচ্ছানুসারে বিপরীতভাবনার নিবারণ করিতে পারে ॥ ১১৭ ॥

অন্যান্য বস্তুবিষয়ক চিন্তারূপ ব্যবধান পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন অভিমত মূর্ত্তি চিন্তাতে সর্ব্বদা যে মনের একাগ্রতা জন্মে, তাহাকেই ধ্যান বলে। ধ্যান কালে কেবল সেই ধ্যেয় বিষয়েই অন্তঃকরণ অনুরক্ত থাকে, তখন অন্য কোন

ধ্যানং তন্নাতিনির্বন্ধী মনসস্তচ্চলাচলম্ ॥ ১১৮ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ১১৯ ॥
অপ্যব্ধিপানাদ্বহ্নেঃ সুমেরুমূলনাদপি।

তীয়প্রত্যয়েনাব্যবহিতং সৎ ধ্যানমিত্যুচ্যতে। এবং ধ্যানস্বরূপং নিরূপ্য তস্য নির্ব্বন্ধং দর্শয়তি তন্নেতি। সদা পর্য্যটনশীলস্য করিতুরগাদেরেকস্য স্তম্ভাদৌ বন্ধনে যথোপরোধস্তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ১১৮ ॥

মনসশ্চাঞ্চল্যাদৌ গীতাবাক্যং প্রমাণয়তি চঞ্চলং হীতি। প্রমাথি প্রমথনশীলং পুরুষস্য ব্যাকুলত্বকারণং বলবৎ সমর্থমনিয়ন্ত্রমিত্যর্থঃ। দৃঢ়ং সত্যসতি বা বিষয়ে স্বয়ং নত্ত্বং ভঙ্গুরমশক্যমিত্যর্থঃ। অতস্তস্য মনসো নিগ্রহো বায়োর্নিগ্রহ ইব সুদুষ্করঃ ॥ ১১৯ ॥

মনসো দুর্নিগ্রহত্বে বশিষ্ঠবাক্যমপি প্রমাণয়তি অপ্যব্ধিপানাদিতি ॥ ১২০ ॥

বিষয়ের চিন্তা চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং চঞ্চল মনঃ নিরন্তর স্থিরভাবে থাকে, তখন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্য থাকে না। যেমন সর্ব্বদা পর্য্যটনশীল করিতুরগাদি একমাত্র স্তম্ভেতে নিবদ্ধ থাকে, সেইরূপ ধ্যানকালে চঞ্চল মনঃও একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে স্থৈর্য্য অবলম্বন করে ॥ ১১৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত মনের চাঞ্চল্য বিষয়ে গীতাবাক্য প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, যেমন বায়ুনিরোধ অতিদুষ্কর কার্য্য, সেইরূপ পুরুষের ব্যাকুলতার কারণীভূত চঞ্চলপ্রবৃত্তি দৃঢ় ও বলবান্ মনের নিগ্রহ করা অতিকষ্টকর ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করি। একমাত্র মনই পুরুষকে ব্যাকুল করে, সেই মনঃ সকল বিষয় হইতে অধিক বলবান্; সুতরাং মনঃই সকলকে আয়ত্ত করিতে রাখে, তাহাকে কেহ সহজে বশীভূত করিতে পারে না। মনঃ বিষয়েতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে হঠাৎ কেহ সেই বিষয় হইতে উদ্ধার করিতে পারে না, কিন্তু এইরূপ অনিগ্রাহ্য মনও ধ্যানেতে স্থির হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত মনের দুর্নিবারতা বিষয়ে বশিষ্ঠমুনির বাক্য প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—মহামুনি বশিষ্ঠঋষি বলিয়াছেন, হে সাধো! সমুদ্রপান, সুমেরু উন্মূলন ও অগ্নিভক্ষণ করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, মনের নিগ্রহও ততোঽধিক

অপি বক্তুমশনাদ্ সাধ্বী বিষমবিত্তনিগ্রহঃ ॥ ১২০ ॥
কথনাদৌ ন নির্বন্ধঃ শৃঙ্খলাবদ্দেহবৎ।
কিন্ত্বনন্তেতিহাসাদ্যৈর্বিনোদো নাত্মবদ্ধিয়ঃ ॥ ১২১ ॥
চিদেবাত্মা জগন্মিথ্যেত্যত্র পর্য্যবসানতঃ।

প্রকৃতে ততো বৈষম্যং দর্শয়তি কথনাদাবিতি। শৃঙ্খলাবদ্দেহস্য যথা নির্বন্ধো ন তথা কথনাদাবিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন তচ্চিন্তনাদিকং গৃহ্যতে ন কেবলং নির্বন্ধাভাবঃ প্রত্যুত ধিয়ো বিনোদ ইত্যাহ কিন্ত্বিতি। ইতিহাসঃ পূর্ব্বেষাং কথা আদ্যা যেষাং লৌকিককথানুকূলযুক্তিদৃষ্টান্তপ্রদর্শনাদীনাং তে তথা অনন্তাঃ অসংখ্যাতাঃ অনন্তাশ্চ তে ইতিহাসাদ্যাশ্চেতি অনন্তেতিহাসাদ্যাস্তৈর্ধিয়ো বুদ্ধের্বিনোদঃ ক্রীড়াবিশেষো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ নাত্মবদিতি। নৃত্যক্রিয়ানিরীক্ষণমিবেত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

ননু কথাদিভিরপ্যেতদেকপরত্বব্যাঘাতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ চিদেবেতি। ইতিহাসাদীনা

দুঃসাধ্য কার্য্য। বরং সমস্ত সাগরও যদি কেহ পান করিতে পারে, অত্যুচ্চ গিরিশিখর উল্লঙ্ঘনেও যদি কাহার শক্তি থাকে এবং কেহ যদি অগ্নিভক্ষণ করিয়াও পরিপাক করিতে পারে, তথাপিও মনকে যে কেহ বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না ॥ ১২০ ॥

যদিও মনঃকে অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করা দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু পরমব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা সেই দুর্নিবার মনঃকে নিগৃহীত করা যায়। যেমন কোন প্রাণীর দেহকে শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করিলে সেই প্রাণী যেরূপ বশীভূত থাকে, কিন্তু উপদেশ বাক্যাদিদ্বারা সেইরূপ বাধ্য হয় না। সেইরূপ অন্তঃকরণও অনন্ত ইতিহাস শ্রবণাদিদ্বারা নিগৃহীত হয় না। ইতিহাসাদি শ্রবণে বরং অন্তঃকরণের আমোদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন রঙ্গভূমিতে নটের গীত শ্রবণ ও নূতন নূতন অভিনয় এবং নৃত্যাদি দর্শনে চিত্তের বিনোদন হয়, সেইরূপ অনন্তপৌরাণিক-ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলেও কেবল বুদ্ধির বিনোদনমাত্র ফল হইয়া থাকে। তাহাতে মনের নিগ্রহ হওয়া দূরে থাকুক, বরং চিত্তের চাঞ্চল্যই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১২১ ॥

ইতিহাসাদিতে এইমাত্র জানা যায় যে, কেবল নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই সত্য আর সমুদায় জগৎ মিথ্যা। অতএব ইতিহাসাদিদ্বারা

নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্ভবেৎ ॥ ১২২ ॥
কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ।
বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্তা ধীস্তেষ্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ ॥ ১২৩ ॥
অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্ত্তিতুম্।
ত্যজ্যতেঽত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ ॥ ১২৪ ॥

আত্মা চিন্মাত্ররূপী ন দেহাদিরূপী জগত্ত্ব মিথ্যেত্যস্মিন্নর্থে পর্য্যবসানাৎ ন তৈরেতদ্বিপরীতগ্রন্থাভিধেয়স্য নিদিধ্যাসনস্য বিক্ষেপ ইত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

নন্বিতিহাসাদীনামঙ্গীকারে কৃষ্যাদেরপি প্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ কৃষীতি ॥ ১২৩ ॥

কৃষ্যাদীনা তত্ত্বানুসন্ধানবিঘাতিত্বেন ত্যাজ্যত্বে ভোজনাদেরপি তথাত্বাৎ তদপি ত্যজ্যমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ অনুসন্দধতৈবেতি। কুত ইত্যত আহ অত্যন্তেতি। বিক্ষেপাভাবোঽপি কুত ইত্যত আহ আশু পুনঃ স্মৃতেরিতি ॥ ১২৪ ॥

নিদিধ্যাসনবাচ্য ধ্যানের বিক্ষেপ হয় না। সুতরাং কথনাদিদ্বারা যে একাগ্রতার ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কা দূরীকৃত হইল ॥ ১২২ ॥

যদ্যপি প্রাচীন ইতিবৃত্তাদি আলোচনাতে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, ইহাই স্থিরীকৃত হইল, তবে কৃষ্যাদিকার্য্যেও যে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, ইহাও স্বীকার কর; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—কৃষিকার্য্য, বাণিজ্যব্যবসায়, প্রভুসেবা এবং কাব্য ও তর্কাদিশাস্ত্রের আলোচনাতে চিত্ত নিরত হইলে কদাচিৎ চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়; যেহেতু কৃষ্যাদিবিষয়ে কোন ব্রহ্মতত্ত্ব স্মরণের সম্ভাবনা নাই, তাহাতে লৌকিক বিষয়ই সবিস্তর জানা যায়। কৃষ্যাদিকার্য্যে পরমার্থতত্ত্বের নামও উল্লেখ নাই; সুতরাং ইহাতে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভব আছে; অতএব ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেই কৃষ্যাদিকার্য্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ১২৩ ॥

যেমন কৃষ্যাদিকার্য্যে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনাহেতু সমাধির প্রতিবন্ধক কৃষ্যাদিকার্য্য পরিত্যাগ করিবে, সেইরূপ ভোজনাদিকার্য্যও পরিত্যাগ করিবে কি—না, এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—ভোজনাদিকার্য্যে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না এবং ভোজনাদিদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ হইলেও পুনর্ব্বার ব্রহ্মতত্ত্বস্মরণের সম্ভব আছে, অতএব পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা ভোজনে প্রবৃত্ত

তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্য্যয়াৎ।
বিপর্য্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ ॥১২৫॥
তত্ত্বস্মৃতেরবসরো নাস্ত্যন্যাভ্যাসমানিনঃ।
প্রত্যুতাভ্যাসঘাতিত্বাদ্ বলাৎ তত্ত্বমপেক্ষ্যতে ॥১২৬॥
তমেবৈকং বিজানীত ত্বন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।

ননু তদানীং বিক্ষেপাভাবেঽপি তত্ত্ববিস্মৃতিসদ্ভাবাৎ পুরুষার্থহানিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্ত্বেতি। কুতস্তর্হ্যনর্থ ইত্যত আহ কিন্ত্বিতি। বিপরীতে সতি বিপর্য্যয়োঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিপর্য্যেতুমিতি ॥ ১২৫ ॥

ননু ভোজনাদিষু প্রবৃত্তস্যেব তর্কাদ্যভ্যাসপ্রবৃত্তস্যাপি তত্ত্বস্মরণং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্ত্বস্মৃতেরিতি। ন কেবলং তত্ত্বানুসন্ধানাবসরাভাব এব কিন্তু কাব্যতর্কাদ্যভ্যাসস্য তত্ত্বাভ্যাসবিরোধিত্বাৎ তদানীং স্মৃতমপি তত্ত্বং বলাদুপেক্ষ্যত ইত্যাহ প্রত্যুতেতি ॥ ১২৬ ॥

তত্ত্বানুসন্ধানবিরোধিবাগ্ব্যবহারস্য ত্যাজ্যত্বে প্রমাণত্বেন তমেবৈকং জানীত আত্মানমন্যা

হইলেও তাহাদিগের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয় না; সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ যোগিগণের ভোজন পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক করে না ॥ ১২৪ ॥

ভোজনকালে একবার মাত্র চিত্তবিক্ষেপ হইয়া তত্ত্ববিস্মরণ হইলে অনর্থ হয় না; কেবল বিপরীত ভাবনাই অনর্থের মূল। তত্ত্ববিস্মরণ হইলে তাহা পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত ভাবনাসত্ত্বে কোনরূপেও একাগ্রতা সাধন হইতে পারে না। ভোজনকালে তত্ত্ববিস্মরণ হইলেও ঝটিতি চিত্তেতে সেই পরব্রহ্মতত্ত্বের স্মরণ হয়, এই নিমিত্ত ভোজনাদিকার্য্যে বিপরীতজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ১২৫ ॥

যেমন ভোজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তত্ত্ববিস্মরণ হইলেও পুনর্ব্বার তাহার স্মরণ হয়, সেইরূপ তর্কাভ্যাসে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তত্ত্ববিস্মরণ হইলেও কি পুনর্ব্বার তাহার স্মরণ হয় না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—তর্কাদি অভ্যাসে প্রবৃত্ত অন্যান্য উপাসকদিগের পরমাত্মতত্ত্বস্মৃতির অবসর নাই। বরং কাব্যতর্কাদি অভ্যাসের তত্ত্ববিরোধিত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মতত্ত্বের বিস্মৃতি হইয়া পরমাত্ম-তত্ত্বনিরূপণ বিষয়েই উপেক্ষা হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

যেহেতু অন্যান্য উপাসকের তত্ত্ববিস্মৃতি হইয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব পরিচিন্তনে

ইতি শ্রুতে তথান্যত্র বাচো বিম্লাপনম্বিতি ॥ ১২৩ ॥
আহারাদি ত্যজন্ নৈব জীবেচ্ছাস্ত্রান্তরং ত্যজন্।
কিং ন জীবসি যেনৈবং করোষ্যত দুরাগ্রহম্ ॥ ১২৮ ॥

বাচো বিমুঞ্চথ অন্যতস্যৈষ সেতুঃ ইতি শ্রুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি তমেবৈকমিতি। নানুধ্যায়াদ্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিম্লাপনং হি তৎ ইত্যেতদপি বাক্যং শ্রূয়ত ইত্যাহ তথান্যত্রেতি ॥১২৩॥

ননু তত্ত্বানুসন্ধানাতিরিক্তমাহারাদি যথা ন ত্যজ্যতে প্রকৃতিতরশাস্ত্রাণ্যভ্যাসীঽপি ক্রিয়তামিত্যাশঙ্ক্য তুর্ব্যার্থং প্রত্যাহ আহারাদীতি ॥ ১২৮ ॥

উপেক্ষা হয়, এই নিমিত্ত শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত আছে যে, "কেবল পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, অন্য কোন বিষয়ে অনুরক্ত হইও না। অন্য বাক্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মতত্ত্বনিরূপক বাক্যের আলোচনা কর এবং বাক্যের গ্লানিজনক বাক্য ও ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব-চিন্তায় নিযুক্ত হও।" "বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া লোকের গ্লানির ভাজন হইওনা" এবং "অসাধু ব্যবহার করিয়া স্বার্থ চিন্তার পরিহার করিওনা" ॥ ১২৭ ॥

যদি বল, যেমন পরমাত্মতত্ত্ববিস্মৃতির সম্ভাবনা হইলেও আহারাদি পরিত্যাগ করিবে না, সেইরূপ পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রাদির আলোচনাও পরিত্যাগ না করুক। ইহার সিদ্ধান্ত এই,—যেহেতু আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না, আহার না করিলে সকল জীবই বিনাশ পায়; সুতরাং যে অন্ন বিরোধী তাহার পরিত্যাগের সম্ভব হয় না, পরন্তু যে বিষয়ে যে অত্যন্ত বিরোধী তাহাই পরিত্যাগ করিবে। পরমাত্ম-তত্ত্বচিন্তনে আহার নিতান্ত বিরোধী নহে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু তর্ককাব্যাদি অন্যান্য শাস্ত্র পর্য্যালোচনা পরমাত্ম-তত্ত্বচিন্তনের নিতান্ত প্রতিকূল, এইনিমিত্ত ইহাই অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। এইক্ষণে উপাসনার বিরোধী, তর্ককাব্যাদি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনার নিমিত্ত যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, সেই আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্য্যালোচনার পরিহারপূর্ব্বক উপাসনা করিলেই তুমি মৃত্যুকে জয়করিতে পারিবে। ইহাতেই তোমার নির্ব্বিঘ্নে পরমাত্ম-

জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্ দৃঢ়বোধতঃ।
তথা তথাপি চেৎ তর্কং ত্যজ মা তর্কি কুর্ব্বে ॥ ১২৯ ॥
মিথ্যাত্মবাসনাদার্ঢ্যং প্রারব্ধস্যাবকাশতা।

নন্ু তর্হি জনকাদীনাং তত্ত্ববিদাং কথং রাজ্যপরিপালনাদৌ প্রবৃত্তিরিতি চেন্নেতি জনকাদেরিতি। দৃঢ়পরীক্ষাদিত্বাৎ তেষাং সা ন বাধিকেত্যভিপ্রায়েণ পরিহরতি দৃঢ়েতি। তর্হি তথাপি দৃঢ়বোধাদিতি বদন্তং প্রত্যাহ তথেতি ॥ ১২৯ ॥

নন্ু তত্ত্ববিদঃ সংসারাসারতা জানন্তঃ কথং তত্র প্রবর্ত্তিষ্যন্ত ইত্যাশঙ্ক্য প্রারব্ধস্যাবশ্যম্ভাবিফলত্বাৎ ভোগেন তন্নাশায় প্রবৃত্তিরিত্যাহ মিথ্যেতি ॥ ১৩০ ॥

তত্ত্বচিন্তা সিদ্ধ হইবে। অতএব তর্ককাব্যাদি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ১২৮ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা ও বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনের প্রতিকূল, তবে জনকাদি রাজর্ষিগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুচিন্তনে তৎপর হইয়াও কিরূপে তত্ত্ববিরোধী রাজ্যপালনাদিকার্য্য করিয়াছেন? তাহাদিগের-ত সেই রাজ্যপালনাদি ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিন্তনের কোন ব্যাঘাত করিতে পারে নাই, তবে তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা কেন ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনের বাধা করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—জনকাদি রাজর্ষিবর্গের ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনে এইরূপ দৃঢ়জ্ঞান হইয়াছিল যে, রাজ্যপালনাদিকর্ম্ম তত্ত্বচিন্তনের অত্যন্তবিরোধী হইলেও তাহাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যে কোন বাধা জন্মাইতে পারে নাই। (তাঁহারা রাজ্যপালনাদি করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে জনকাদির অনুরাগমাত্রও ছিল না, কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনাতে তাহাদিগের চিত্ত অনুরক্ত ছিল; সুতরাং রাজ্যপালনাদি বিরোধী কর্ম্ম তাহাদিগের চিত্তানুরাগ হ্রাস করিতে পারে নাই। তোমরাও যদি জনকাদিরন্যায় দৃঢ় অধ্যাবসায় সহকারে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনে চিত্তকে অনুরক্ত রাখিতে পার, তাহাহইলে তোমরাও আপন ইচ্ছানুসারে তর্ককাব্যাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা কর, কিম্বা কৃষিকার্য্যাদি সাধন কর। তাহাতে হানি কি? চিত্তকে সেই পরব্রহ্মে অনুরক্ত রাখিয়া যে কার্য্যই কর না কেন, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না ॥ ১২৯ ॥

অজ্ঞিন্যস্তা প্রবর্ত্তন্তে স্বস্বকর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৩০ ॥
অতিপ্রসঙ্গী কামস্তু স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনাম্ ।
অস্তু বা যেন যত্নেন কর্ম্ম বারয়িতুং মহৎ ॥ ১৩১ ॥
জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেঽপ্যারব্ধকর্ম্মণি ।
ন ক্লেশী জ্ঞানিনো ধৈর্য্যান্মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্য্যতঃ ॥ ১৩২ ॥

তস্মিন্নাচারেঽপি প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অতিপ্রসঙ্গ ইতি। প্রারব্ধবশাদেবাতিপ্রসঙ্গেঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাঙ্গীকরোতি অস্তু বেতি ॥ ১৩১ ॥

নন্বজ্ঞানিনোঃ প্রারব্ধকর্ম্মণি অবশ্যভোক্তব্যতয়া সমানে তয়োঃ কুতঃ বৈলক্ষণ্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানিন ইতি ॥ ১৩২ ॥

যেহেতু জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দৃঢ়তর হইলেই প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়কামনায় স্বস্বকর্ম্মানুসারে অনায়াসে সকল কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিয়া অন্যান্য কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্মধ্যানে কোন ব্যাঘাত হয় না ॥ ১৩০ ॥

যদিও জ্ঞানিগণের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের অনুরোধে অন্যান্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু কোনপ্রকার গর্হিতকার্য্যে কখনও তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। অথবা নানাপ্রকার প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ কুৎসিত কার্য্যেও জ্ঞানিদিগের কখন কখন প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে; যেহেতু কেহই প্রারব্ধ কর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না, সকলকেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। (জ্ঞানিগণ যে কখন কখন কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদিও তাহারা প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু তাহাতে তাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়েন না) ॥ ১৩১ ॥

জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই প্রারব্ধকর্ম্ম সমান। সকলকেই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়, কেহই প্রারব্ধকর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। অজ্ঞানীরাও যেমন প্রারব্ধকর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করে, জ্ঞানিগণও সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। উভয়েই প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করে বটে, কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে প্রারব্ধ-

মার্গে গচ্ছোর্দ্বয়োঃ শ্রান্তী সমাবাবপ্যদূরতাম্।
জানন্ ধৈর্য্যাৎ দ্রুতং গচ্ছেদ্যস্তিষ্ঠতি হীনধীঃ॥ ১২৩॥
সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সম্যগ্বিপর্য্যয়বাধিতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ॥ ১২৪॥
জগদ্বিস্মৃত্যাত্মধীভাবাদাত্মিনী কাম্যকামুকী।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ মার্গে ইতি॥ ১২৩॥

ইত্যনুপপাদিতমাত্মানস্তৈর্জ্ঞানীয়াদিতি মন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধার্থমনুবদন্ ফলপ্রদর্শনপরমুত্তরার্দ্ধম্ অবতারয়তি সাক্ষাৎ কৃতাত্মধীরিতি। সম্যক্ সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সাক্ষাৎকৃত আত্মা যয়া সা সাক্ষাৎকৃতাত্মা তাদৃশী ধীর্যস্য স সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ। অবিপর্য্যয়বাধিতঃ বিপর্য্যয়েণ দেহাদ্যাত্মত্বুদ্ধ্যা বাধিতো ন ভবতীত্যবিপর্য্যয়বাধিতঃ। উভয়ং হেতুগর্ভিতং বিশেষ্যম্॥ ১২৪॥

কর্ম্ম ভোগবিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে। জ্ঞানীগণের ধৈর্য্যহেতু কোন কর্ম্মেই তাহাদিগের ক্লেশ হয় না, আর অজ্ঞানিদিগের অধৈর্য্যবশতঃ তাহারা প্রায় সকলকর্ম্মেই ক্লেশ পাইয়া থাকে॥ ১৩২॥

যেমন সকল পথিকই দূরপথে গমন করিয়া থাকে এবং পথপর্য্যটনে সকলের পক্ষেই সমান পরিশ্রম হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সেই পথের পরিমাণাদি জানে, তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দ্রুতপদে গমন করিয়া অতিশীঘ্রই আপন অভীষ্টস্থানে উত্তীর্ণ হয়, তাহাতে তাহাদিগের তত ক্লেশ অনুভূত হয় না। আর যাহারা সেই পথের পরিমাণাদি জানে না, তাহারা কেবল উদ্বিগ্নচিত্তেই গমন করিতে থাকে, ইহাতেই তাহারা পথপর্য্যটনে ক্লিষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল সেই পথিমধ্যেই অবস্থান করে; সুতরাং পথপরিজ্ঞানে অপটু ব্যক্তিদিগের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা বিপরীতভাবনাশূন্য ও সাক্ষাৎ পরমাত্মজ্ঞানী, তাঁহারা কোন ইচ্ছা বা কোনরূপ কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্লেশ ভোগ করেন না। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা কেবল সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিন্তনেই নিরত থাকেন, তাঁহারা অন্য কোন অভিলাষ করেন না॥ ১৩৩-১৩৪॥

তদীরভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্নিস্তৈলদীপবৎ ॥ ১৩৫ ॥
গন্ধর্ব্বপত্তনে কিঞ্চিদেন্দ্রজালিকনির্ম্মিতম্।
জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্ ॥ ১৩৬ ॥

অস্য মন্ত্রার্থস্য তাৎপর্য্যমাহ জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদিত্যাদিনা। কাম্যস্য কামুকস্য কাম্য-কামুকৌ তাবাশ্রিতৌ। তন্নিবারণে কারণমাহ জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদিতি। ততঃ কিমিত্যত আহ তদীরভাব ইতি। তয়োঃ কাম্যকামুকয়োরভাবে সন্তাপঃ কামনানিমিত্তকঃ কারণা-ভাবাৎ নিস্তৈলদীপবৎ শাম্যেদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

কাম্যাভাবাৎ কামনাভাবঃ ক্ব দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ গন্ধর্ব্বপত্তন ইতি। মায়াবিনির্ম্মিতে পত্তনে স্থিতং বস্তু কিঞ্চিদপি ইদমৈন্দ্রজালিকনির্ম্মিতমিতি জানন্ নু কাময়তে ন কেবলং, কামনাভাবঃ প্রত্যুত ইদমসত্যমিতি হসন্ জিহাসতি পরিত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ১৩৬ ॥

যাহারা বিপরীতভাবনাশূন্য ও পরমাত্মতত্ত্বচিন্তনে তৎপর, সেই সকল জ্ঞানির কামনা নিবারিত হইয়া যে সন্তাপ নিবৃত্ত হয়, এইক্ষণ তাহাই সবিস্তর বর্ণনা করিতেছেন।—জগতে যতপ্রকার ব্যবহারোপযোগী বস্তু আছে, সেই সকল বস্তুকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে কোন বস্তুর প্রতি অভিলাষ হয় না, যেহেতু কাম্যবস্তুর অভাবেই কামনার নিবৃত্তি হইয়া যায়। যেমন তৈলশূন্য প্রদীপের সন্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, সেইরূপ কাম্যবস্তু ও কামনার অভাব হইলেই সন্তাপাদিরূপ ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া যায়। (কামনা ও কাম্যবস্তুই সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের কারণ, যদি সেই কাম্য-বস্তু ও কামনা উভয়ই নিবৃত্ত হইল, তবে অনায়াসেই ক্লেশের নিবৃত্তি হইতে পারে) ॥ ১৩৫।

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, কাম্যবস্তুর অভাবেই কামনার নিবৃত্তি হয়, এই শ্লোকে কিরূপে কাম্যবস্তুর অভাবে কামনার নিবৃত্তি হয়, দৃষ্টান্ত প্রদ-র্শনপূর্ব্বক তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি জগতের ব্যবহারোপ-যোগী বস্তুকে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়াময় বলিয়া জানেন, তিনি আর সেই বস্তুকে কামনা করেন না, তিনি সেই সকল বস্তুকে অসার জ্ঞান করিয়া পরি-হাসপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। সুধী ব্যক্তি কখনও অসার বস্তুর প্রতি আদর প্রকাশ করেন না ॥ ১৩৬ ॥

আপাতরমণীয়েষু ভোগেষ্বিব বিচারবান্।
নানুরজ্যতি কিন্ত্বেতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি ॥ ১৩৭ ॥
অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥ ১৩৮ ॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি আপাতেতি। এবম্ আপাতরমণীয়েষু প্রতীতিমাত্ররম্যেষু ভোগেষু সুখস্য স্থিতি ভোগাঃ বিষয়াঃ স্রক্‌চন্দনবনিতাদয়ঃ তেষু এবং বিচারবান্ আপাতরমণীয়ত্বানুসন্ধানবান্ নানুরজ্যতি নাসক্তিং করোতি কিন্তু দোষদর্শনেন তান্ পরিত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ১৩৭ ॥

কে তে দোষা ইত্যত আহ অর্থানামিতি ॥ ১৩৮ ॥

যেমন কোন বস্তুকে সারবিহীন ও অনিত্য জানিলেই তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরিণামবিরস, আপাতরমণীয় স্রক্-চন্দন-বনিতাদিরূপ বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনই অনুরক্ত হয়েন না, বরং সেই স্রক্‌চন্দনবনিতাদিরূপবিষয়ের অনিত্যত্বাদি দোষরাশি দর্শন করিয়া ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করেন। (যাঁহারা বিচারদ্বারা পদার্থ সকলের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে পারদর্শী, তাঁহারা কখনও বিষয়লালসায় প্রমত্ত হইয়া পরমার্থ বিস্মৃত হয়েন না) ॥ ১৩৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, স্রক্‌চন্দন বনিতাদিরূপ বিষয়ের দোষ বিচার করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে, এই শ্লোকে সেই সকল বিষয়ের দোষ নিরূপণ করিতেছেন।—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে দেশান্তরগমন ও ধনীদিগের উপাসনাদি করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিতে হয়। পরন্তু সেই অর্থ রক্ষা করিতেও অশেষপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, ঐ দুঃখসঞ্চিত অর্থ যদি চৌরাদিতে অপহরণ করে, তাহাতেও মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইয়া থাকে এবং সেই দুঃখোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেও অশেষ মনস্তাপ উপস্থিত হয়। অর্থের উপার্জ্জন হইতে তাহার ব্যয়পর্য্যন্ত সকলই দুঃখকর। অতএব যে অর্থ সর্ব্বদাই ক্লেশপ্রদান করে, সেই অর্থের প্রতি ধিক্কার দিতে হয় এবং যাহারা সেই অর্থলালসায় পরমতত্ত্ব বিস্মৃত হয়, তাহাদিগের প্রতিও ধিক্ ॥ ১৩৮ ॥

मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रस्त्रीलोलपञ्जरे।
स्नायुस्थिग्रन्थिमालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम् ॥१३९॥
एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपञ्चिताः।
विमृशन्ननिशन्तानि कथं दुःखेषु मज्जति ॥ १४० ॥
क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विषं भुक्तुमिच्छति।

एवं विषयाणां दुःखहेतुत्वं पदार्थे अशोभनत्वञ्च क्वचिद् दर्शयति मांसपाञ्चालिकायास्त्विति। स्नायवः शिरा अस्थीनि प्रसिद्धानि ग्रन्थयो मांसनिचयरूपाः नितम्बस्तनादयः एतैः सहितायाः मांसपाञ्चालिकायाः पुत्तलिकायाः स्त्रियाः यन्त्रस्त्रीलो यन्त्रवञ्चलनशीलो अङ्गपञ्जरे अङ्गान्येव पञ्जरं नीडं तस्मिन् शरीरे किं शोभनमिव न किमपीत्यर्थः ॥ १३९ ॥

एवमादिष्विति। आदिशब्देन त्वङ्मांसरक्तवाण्यास्थि पृथक् कृत्वा विलोचने समालोक्य रम्यञ्चेत् किं मुधा परिमुह्यसीत्येवमादयो गृह्यन्ते ॥ १४० ॥

विषयदोषदर्शने सति भोगेच्छाभावे युक्तिसहितं दृष्टान्तमाह क्षुधया पीड्यमानोऽपीति।

পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়ের দুঃখজনকত্ব প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে সেই বিষয়ের ঘৃণিতত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—এই সংসারে বনিতাই লোকের প্রধান বিষয়, সেই বনিতাও ঘৃণার আস্পদ; যেহেতু উহার স্বভাব কোন আশ্চর্য্য-যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চল এবং শরীর, মাংস, শিরা ও গ্রন্থি প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মিত; অতএব উহা কেবল মাংসময় পুত্তলিকাস্বরূপ। সুতরাং স্ত্রীলোকেই বা কি সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে? সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না ॥ ১৩৯ ॥

যেমন অর্থ ও স্ত্রীবিষয়ে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ অন্যান্য সকল বিষয়ের দোষ শাস্ত্রে উক্ত আছে। পরন্তু বিষয়মাত্রই দোষের আকর, তাহা সেবা করিতে গেলে দুঃখ ভিন্ন সুখের লেশমাত্রও নাই। অতএব মনুষ্য এই সকল দোষ বিচার করিয়াও কেন সেই দোষসমাকুল বিষয়ে অনুরক্ত হয়? ॥ ১৪০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া সেই বিষয়ভোগের লালসা পরিত্যাগে যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন ক্ষুধাদ্বারা পরিপীড়িত হইলেও বুদ্ধিভ্রংশ ব্যতিরেকে কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তিও বিষভোজন

মিষ্টান্নধ্বস্তষড়্জানন্নামূঢ়স্তজ্জিঘত্সতি ॥ ১৪১ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদ্ ভোগেচ্ছা ভবেদ্ যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুঙ্ক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ ॥ ১৪২ ॥
ভুঞ্জানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ।

স্বয়মমূঢ়ঃ বিবেকী মিষ্টান্নভোজনেন ধ্বস্তা বিনষ্টা ষট্ ষড়্রসা আকাঙ্ক্ষা যস্য স তথোক্তঃ ইদং বিষমিত্যেবং জানন্ তদ্ বিষং ন জিঘত্সতি নাত্তুমিচ্ছতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

ননু প্রারব্ধকর্ম্মণঃ প্রবলত্বাৎ জ্ঞানিনোঽপীচ্ছা ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য সত্যামপীচ্ছায়াং প্রীতিপুরঃসরং ন ভুঙ্ক্তে ইত্যাহ প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদিতি ॥ ১৪২ ॥

কথমেতদবগম্যত ইত্যাশঙ্ক্য লোকদর্শনাদিত্যাহ ভুঞ্জানাস্তানপি বুধা ইতি ॥ ১৪৩ ॥

করিতে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা বিবিধ মিষ্টান্নভোজন করিয়া যাহার উদর পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কখনই বিষকে জানিয়া তাহা পান করিতে উদ্‌যোগী হয় না। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকীব্যক্তি স্রক্‌চন্দনবনিতাদিরূপ বিষয়ের অনিত্যত্ব জানিয়া সেই বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়েন না, বরং তাহা পরিত্যাগ করিতেই যত্ন করিয়া থাকেন। (যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বাভিলাষী তাহারা বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, কখনও তাহারা বিষয়ে অনুরক্ত হয়েন না ॥ ১৪১ ॥

যদি কখন কখন জ্ঞানীব্যক্তিদিগেরও প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ বিষয়ভোগের বাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াই বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন। বিবেকীব্যক্তিরা যে প্রারব্ধকর্ম্মের অনুরোধে বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা সুখী হয়েন না, বরং নিতান্ত ক্লেশই অনুভব করেন। কোন ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া বিনা বেতনে কোন কর্ম্ম করিতে দিলে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই কর্ম্ম করিতে নিরন্তর সাতিশয় ক্লেশ অনুভব করে, কখনও সেই কার্য্যে তাহার প্রীতি অনুভূত হয় না, কেবল দায়ে ঠেকিয়াই কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি যে প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যহেতু বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতেও তাঁহার ক্লেশ ভিন্ন মনের সন্তোষ হয় না ॥ ১৪২ ॥

যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে শ্রদ্ধাবান্ অথচ সংসারী, তাঁহারা প্রারব্ধকর্ম্মের

नाद्यापि कर्म नश्छिन्नमिति क्लिश्यन्ति सन्ततम् ॥ १४३ ॥
नायं क्लेशोऽत्र संसारतापः किन्तु विरक्तता ।
भ्रान्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥ १४४ ॥
विवेकेन परिक्लिश्यन्नल्पभोगेन तृप्यति ।
अन्यथानन्तभोगेऽपि नैव तृप्यति कर्हिचित् ॥ १४५ ॥

ननु तत्त्वविदां संसारनिमित्तकस्तापोऽनुपपन्नः ज्ञानवैयर्थ्यापातादित्याशङ्क्याह नायमिति अयं क्लेशो नाद्यापि कर्म न छिन्नमित्येवमनुतापात्मकः संसारतापो न भवति किन्त्वत्र संसारे विरक्तता आसक्तिरहितता। तापकत्वाभावे युक्तिमाह भ्रान्तीति। हि यस्मात् कारणात् सांसारिकस्तापो भ्रान्तिज्ञाननिदानः भ्रान्तिज्ञानकारणकः स्मृतः पूर्वाचार्यैः अयन्तु विवेकज्ञानमूलत्वान्न तथाविध इत्यर्थः ॥ १४४ ॥

अयं क्लेशो विवेकमूलोऽविवेकीमूलो वेति कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य कामनिवर्तकत्वाद् विवेकमूल इत्याह विवेकेनेति ॥ १४५ ॥

ফলভোগ করিতে করিতে এই বলিয়া খেদপ্রকাশ করিয়া থাকেন যে, "আর কত দিনে এই প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ হইবে এবং কত কালই বা এই সংসারের যন্ত্রণাভোগ করিব।" (এই সকল কারণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিবেকশীল মহাত্মারা যে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহাতে তাহাদিগের অনুরক্তি-মাত্রও নাই, কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যহেতুই নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন) ॥ ১৪৩ ॥

জ্ঞানিগণের প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে যে পূর্ব্বোক্ত-প্রকার খেদ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকে সংসারতাপ বলা যায় না, উহাকে জ্ঞানিদিগের পক্ষে সংসারবিরক্তি বলা যায়। যেহেতু জ্ঞানিগণের সংসারপরিতাপের কারণীভূত ভ্রান্তি নাই, ভ্রান্তি থাকিলেই সংসারের তাপ হইয়া থাকে এবং ভ্রান্তিজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হয় ॥ ১৪৪ ॥

যাঁহারা প্রকৃত বিবেকশালী তাঁহারা ভোগকালে ক্লেশ অনুভব করিয়া বিবেকবশতঃ অল্পভোগেই পরিতৃপ্ত হন। বিবেকিদিগের কিঞ্চিন্মাত্র বিষয় ভোগ হইলেই তাঁহারা "যথেষ্ট হইয়াছে" মনে করিয়া বিষয়ভোগের বাসনা

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪৫ ॥
পরিত্রায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্ ॥ ১৪৬ ॥

বিবেকিন ইবাবিবেকিনোঽপি ভোগেনৈব তৃপ্তিঃ স্যাৎ অতো বিবেকোঽপ্রয়োজক ইত্যাশঙ্ক্য ভোগস্য তৃপ্তিহেতুত্বাভাবপ্রতিপাদিকাং স্মৃতিং পঠতি ন জাতু কাম ইতি ॥ ১৪৫ ॥

বিবেকমূলস্য ভোগস্য তৃপ্তিহেতুত্বমনুভবসিদ্ধমিত্যাহ পরিত্রায়োপভুক্তো হীতি। অয়ং ভোগ এতাবান্ এবং প্রয়াসসাধ্য ইত্যেবমনুভবপূর্ব্বকশ্চেদলং বুদ্ধিহেতুর্ভবত ইত্যর্থঃ। ননু তৃষ্ণাহেতো-র্ভোগস্য বিবেকসাহচর্য্যমাত্রেণ কথং তুষ্টিকরত্বমিত্যাশঙ্ক্য সহকারিবিশেষবশাৎ বিপরীত-কার্য্যকরত্বং লোকে দৃষ্টমিত্যাহ বিজ্ঞায়েতি। অয়ং চৌর ইতি জ্ঞাত্বা তেন সহ বর্ত্তমানস্য পুরুষস্য চৌরো ন চৌরতামেতি কিন্তু মিত্রতামেতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥

পরিত্যাগ করে। আর যাহারা অবিবেকী তাহারা অনন্তকাল বিষয়ভোগ করিলেও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, অবিবেকীরা যত বিষয়ভোগ করে, ততই তাহাদিগের ভোগবাসনা বলবতী হইতে থাকে ॥ ১৪৫ ॥

ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করিলে কখনও ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না। বরং বিষয়ভোগ করিতে করিতে সেই বাসনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে সেই অগ্নির নিবৃত্তি না হইয়া অধিকতর প্রজ্বলিত হইতে থাকে, সেইরূপ বিষয়ভোগদ্বারা কেহ কখনও ভোগবাসনার নিবৃত্তি করিতে পারে না। অতএব বিষয়ভোগের বাসনা পরিহারের চেষ্টাই বিধেয় ॥ ১৪৬ ॥

ভোগ্যবস্তুর অনিত্যত্ব জানিয়া ভোগ করিলেই সেই ভোগ তুষ্টিপ্রদ হয়। যাহারা এইরূপ মনে করিয়া বিষয়ভোগ করে যে, "আমি এই যে বিপুল বিষয়ভোগ করিতেছি, ইহা চিরকাল থাকিবে না, কেবল কতিপয় দিনমাত্র এইরূপ ভোগ করিতে পারিব" তাহাদিগের অল্পভোগেই বাসনার নিবৃত্তি হয়। যেমন লোকের স্বভাব জানিয়া তাহার সেবা করিলে সেই ব্যক্তি চৌর হইলেও মিত্র হইয়া তাহার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, আর কখনও

মনসো নিগৃহীতস্য স্বল্পোঽপ্যল্পকোঽপি যঃ।
তমেবালব্ধবিস্তারং ক্লিষ্টত্বাদ্ বহু মন্যতে ॥ ১৪৮ ॥
বহুসুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈর্ন বদ্ধো নাক্রান্তো ন রাষ্ট্রং বহু মন্যতে ॥ ১৪৯ ॥
বিবেকে জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে।

ননু কামনাস্বভাবত্বাৎ মনসঃ কথং অল্পেন ভোগেন তৃপ্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিদ্বিদ্ভ্যাসেন নিগৃহীতস্যাতথাত্বাদ্ ভবত্যেব তত্তৃপ্তিরিত্যাহ মনসো নিগৃহীতস্যেতি। নিগৃহীতস্য যোগাভ্যাসেন বশীকৃতস্য মনসোঽল্পকোঽপি স্বল্পোঽপি ভোগো ভোগানুভবো যোঽস্তি অলব্ধবিস্তারসম্প্রাপ্তবাহুল্যং তমেব ভোগং ক্লিষ্টত্বাৎ দোষযুক্তত্বাদ্ বহু মন্যতেঽধিকত্বেন জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৮ ॥

নিগৃহীতস্য মনসঃ স্বল্পেনাপি ভোগেন তৃপ্তির্ভবতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ বহুসুক্তো মহীপাল ইতি ॥ ১৪৯ ॥

চৌর্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয় না। সেইরূপ বিষয়ের অনিত্যত্বস্বভাব জানিয়া ভোগ করিলে তাহার আর ভোগের ইচ্ছা থাকে না ॥ ১৪৭ ॥

শমদমাদি যোগসাধনদ্বারা যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তাহারা স্বল্প ও অবিস্তৃত বিষয়ভোগকেও বহুজ্ঞান করে; যেহেতু নিগৃহীতচিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ভোগে সাতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অল্প বিষয়-ভোগও বহুজ্ঞান হয়। (যাহার যে কার্য্য করিতে ক্লেশ হইতে থাকে, তাহার সেই কার্য্য স্বল্প হইলেও বহু বলিয়া বোধ হয়) ॥ ১৪৮ ॥

যেমন কোন সবল রাজা অন্য কোন দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য গ্রহণ করিলে সেই দুর্ব্বল রাজার যে কিছু রাজ্য অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই দুর্ব্বল রাজা তাহার স্বল্পায়ত্ত রাজ্যকেই বিস্তৃতরাজ্য মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আর যত দিন সেই সবল রাজার রাজ্য অন্য রাজা আক্রমণ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বহ্বায়ত সাম্রাজ্যও তাহার স্বল্পজ্ঞান হয়। সেইরূপ যাহার চিত্ত নিগৃহীত হয় নাই, তাহার বিপুলবিষয়ভোগও মনের তুষ্টিসাধন করিতে পারে না, আর যাহার চিত্ত শমদমাদিদ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার স্বল্প বিষয়ভোগও বহুভোগ বলিয়া বোধ হয়) ॥ ১৪৯ ॥

কথমারব্ধকর্ম্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতি ॥ ১৫০ ॥
নৈষ দোষো যতোঽনেকবিধং প্রারব্ধমীষ্যতে।
ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥২৫১॥
অপথ্যসেবিনশ্চৌরা রাজদারৈরতা অপি।
জানন্ত এব স্বানর্থমিচ্ছন্ত্যারব্ধকর্ম্মতঃ ॥ ১৫২ ॥

ননু প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাৎ ভোগেচ্ছা ভবেৎ যদি ইত্যেব কর্ম্মবশাৎ ইচ্ছা ভবেদিত্যুক্তং তদনুপপন্নম্ ইচ্ছাবিঘাতিনি বিবেকজ্ঞানে সতি তদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ইতি শঙ্কতে বিবেকে জায়তি সতীতি ॥ ১৫০ ॥

দোষদর্শনে সত্যপীচ্ছাজন্ম সম্ভবিষ্যতি প্রারব্ধস্য নানাপ্রকারত্বাদিতি পরিহরতি নৈষ দোষ ইতি। নানাপ্রকারত্বমেব দর্শয়তি ইচ্ছানিচ্ছেতি। ইচ্ছাজনকম্ অনিচ্ছয়া ভোগপ্রদং পরেচ্ছয়া ভোগপ্রদং চেতি ত্রিবিধমিত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥

ইচ্ছাপ্রারব্ধং দর্শয়তি অপথ্যসেবিন ইতি ॥ ১৫২ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানীরও ভোগেচ্ছা হইয়া থাকে।—এই কথা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তিদিগের সর্ব্বদাই বিবেক জাগ্রত থাকে এবং বিবেকের প্রাবল্য থাকিলেই বিষয়েতে নানাপ্রকার দোষ দর্শন হয়। অতএব তাঁহাদিগের প্রারব্ধকর্ম্ম কিরূপে ভোগেচ্ছা জন্মাইতে পারে? (যে বিষয়ে সর্ব্বদা দোষ দর্শন হয়, সেই বিষয়ে কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না) ॥ ১৫০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকীব্যক্তির প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ কিপ্রকারে ভোগের ইচ্ছা হইতে পারে? এই শ্লোকে সেই সংশয়ভঞ্জন করিতেছেন।—প্রারব্ধকর্ম্ম অনেকপ্রকার "ইচ্ছাজনক, অনিচ্ছায়-ভোগপ্রদ এবং পরেচ্ছায় ভোগপ্রদ এই ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্ম উক্ত আছে। পরে উক্ত ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্মের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে ॥১৫১॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্মের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ইচ্ছাজনক" প্রারব্ধকর্ম্মের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—রোগী ব্যক্তিদিগের যে অপথ্য দ্রব্য আহার করিতে ইচ্ছা হয়, তস্করের পরস্ব অপহরণে যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং লম্পট ব্যক্তির যে রাজদারাতেও অভিলাষ হয়, তাহাকেই "ইচ্ছা-

न चात्रैतद् वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते।
यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति ॥ १५३ ॥
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ १५४ ॥
अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद् यदि।

अपथ्यसेवादाविच्छायाः प्रारब्धफलत्वं कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्कापरिहार्यत्वादित्यभिप्रेत्याह न चात्रैतद्वारयितुमिति। अत्रास्मिन् लोके अपथ्यादि इच्छन्तीत्येतत् कुत इत्यत आह ईश्वर एवाहेति ॥ १५३ ॥

गीतावाक्यञ्च पठति सदृशं चेष्टते स्वस्या इति। विवेकज्ञानवानपि पुरुषः स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः सदृशमनुरूपं चेष्टते प्रकृतिर्नाम पूर्व्वकृतधर्म्माधर्म्मादिसंस्कारो वर्त्तमानजन्मादावभिव्यक्तः किमुतमूर्खः तस्मात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः प्रवृत्तिनिवृत्तीर्निरोधीमया अन्येन वा कृतः किं करिष्यति न किमपीत्यर्थः ॥ १५४ ॥

प्रारब्धस्यापरिहार्य्यत्वे वचनान्तरसम्मतिमाह अवश्यमिति अवश्यम्भाविभावानां दुःखादीनामित्यर्थः ॥ १५५ ॥

জনক" প্রারব্ধকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়। কারণ রোগী প্রভৃতি ব্যক্তিরা অপথ্য সেবনাদি কর্ম্মকে আপনার অনিষ্টজনক জানিয়া কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ অপথ্যাদি সেবনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৫২ ॥

সকলেরই পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাজনক প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে, সেই ইচ্ছাজনক প্রারব্ধকর্ম্ম নিবারণ করিতে ঈশ্বরও সমর্থ হয়েন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক্। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন যে,—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাব অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মের অনুগামী হয়েন। অতএব সকল ভূতই যদি স্বভাবতঃ প্রারব্ধকর্ম্মের অনুগত হইল, তবে যোগদ্বারা অন্তঃকরণ নিগ্রহাদি আর কি করিতে পারে পারিবে? ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধকর্ম্মের কেহ প্রতীকার করিতে পারে না, সকল ব্যক্তিকেই অবশ্য প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। যদি যোগদ্বারাই প্রারব্ধ-

তদা দুঃখৈর্ন শিষ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ ॥ ১৫৫ ॥
ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ।
অবশ্যম্ভাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা ॥ ১৫৬ ॥
প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবৈতদ্ গম্যতেঽর্জুনকৃষ্ণয়োঃ।
অনিচ্ছাপূর্ব্বকঞ্চাস্তি প্রারব্ধমিতি তচ্ছৃণু ॥ ১৫৭ ॥

প্রারব্ধস্যাপরিহার্য্যত্বে তৎপরিহারাসমর্থস্য ঈশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেশ্বরত্বমিতি। কুত ইত্যত আহ যত ইতি। যতঃ কারণাৎ এষাং দুঃখাদীনাম্ অবশ্যম্ভাবিতাপি ঈশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা অতো নানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

এবং সম্প্রপঞ্চম্ ইচ্ছাপ্রারব্ধমভিধায়ানিচ্ছাপ্রারব্ধং বক্তুমারভতে প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবাবগম্যতে আয়ত ইতি যোজনা তদভিধানায় শিষ্যমভিমুখীকরোতি তচ্ছৃণ্বিতি ॥ ১৫৭ ॥

কর্ম্মের প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ও নলরাজা প্রভৃতি দুঃখে পতিত হইতেন না। যখন পুরাণেতে প্রসিদ্ধ আছে যে রামচন্দ্র প্রভৃতিও প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ দুঃখভোগ করিয়াছেন, তখন কেহই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ না করিয়া পারেন না ॥ ১৫৫ ॥

ঈশ্বর যদি অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ খণ্ডন করিতে না পারেন, তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের মাহাত্ম্য কি রহিল? এই কথার সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর যে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়েন না, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্বের কোন হানি হয় না। যেহেতু ঈশ্বরই প্রারব্ধকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিত্ব গুণ প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি তাহার অন্যথা করিতে না পারিলেও তাঁহার মাহাত্ম্যের হ্রাস হয় না ॥ ১৫৬ ॥

ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্মের মধ্যে "ইচ্ছাজনক" প্রারব্ধকর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকে "অনিচ্ছাপূর্ব্বক" প্রারব্ধকর্ম্মের নিরূপণ করিতেছেন।—ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোক হইতে কতিপয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহামতি অর্জ্জুন ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রারব্ধকর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন, এইক্ষণ সেই গীতোক্ত বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১৫৭ ॥

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপচরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ১৫৮॥
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ১৫৯॥

তব অর্জুনস্য প্রশ্নং তাবদ্ দর্শয়তি অথ কেনেতি। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিসম্বন্ধিন্ অয়ং পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্ অনিচ্ছন্নপি ইচ্ছামকুর্ব্বন্নপি রাজ্ঞা বলান্নিয়োজিত ইব পাপচরতি আচরতীতি॥ ১৫৮॥

কৃষ্ণস্যোত্তরমাহ কাম এষ ইতি। এষ পুরুষপ্রবর্ত্তকঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ রজোগুণাদুৎপত্তির্যস্য স রজোগুণসমুদ্ভবঃ কাম এষ প্রসিদ্ধোঽয়ং কামঃ কদাচিৎ ক্রোধরূপেণাপি পরিণমতে তত. ক্রোধঃ স পুনঃ কীদৃশঃ মহাশনঃ মহদশনং বিষয়জাতং যস্য স মহাশনঃ মহাপাপ্মা মহতঃ পাপস্য হেতুত্বাদুপচারান্মহাপাপ্মত্বমস্য অত ইহ সংসারে এনং কামং ক্রোধরূপিণং বৈরিণং বিদ্ধি। অয়মভিপ্রায়ঃ প্রারব্ধবশাদ্রজোগুণকার্য্যয়োঃ কামক্রোধয়োরন্যতরস্যৈব পুরুষপ্রবর্ত্তকত্বং ন প্রবৃত্তীচ্ছায়া ইতি॥ ১৫৯॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বার্ষ্ণেয়। ধার্ম্মিকপুরুষগণও কেন পাপকর্ম্ম আচরণ করে? সাধুব্যক্তিদিগের পাপকার্য্যে ইচ্ছা না থাকিলেও যে তাহারা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারই বা কারণ কি? তাহাদিগের পাপাচরণ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহাদিগকে কোন বলবান্ রাজা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক পাপাচরণ করিতে নিয়োজিত করে, অতএব সেই পুরুষই বা কে? এই সকল বিষয় সবিস্তর আমার নিকট বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ-ভঞ্জন করুন॥ ১৫৮॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন। মনুষ্যের কাম ও ক্রোধ এই যে দুইটি রিপু আছে, ঐ দুই রিপু রজোগুণোৎপন্ন, ইহারা উভয়েই শুভকার্য্য নষ্ট করিয়া মহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। কাম-রিপু স্বয়ং প্রসিদ্ধ আছে, ঐ কামই সময়বিশেষে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ইহারাই মনুষ্যদিগকে পাপকর্ম্মে নিয়োজিত করে। এই কাম ও ক্রোধ [illegible]বম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবে॥ ১৫৯॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ১৬০ ॥
নানিচ্ছন্তো ন চেচ্ছন্তঃ পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ।
সুখদুঃখে ভজন্তীতি তৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকর্ম্ম হি ॥ ১৬১ ॥

নন্বেব কামক্রোধয়োরেব পুরুষপ্রবর্ত্তকত্বমুপলভ্যতে নানিচ্ছাপ্রারব্ধস্যেত্যাশঙ্ক্য তস্যৈব প্রবর্ত্তকত্বপ্রতিপাদিকং তদ্বাক্যং পঠতি স্বভাবজেনেতি। হে কৌন্তেয় স্বেনৈবানুষ্ঠিতেন অত এব স্বকীয়েন প্রারব্ধেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ সন্ যৎ কর্ত্তুং নেচ্ছসি তদপি মোহাদবিবেকতঃ অবশঃ পরবশঃ করিষ্যসীতি অতোঽনিচ্ছাপ্রারব্ধমস্তীত্যুপগন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৬০ ॥

ইদানীং পরেচ্ছাপ্রারব্ধমপ্যস্তীত্যাহ নানিচ্ছন্ত ইতি। অনিচ্ছন্তোঽপি ন ভবন্তি ইচ্ছন্তোঽপি ন ভবন্তি কিন্তু পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ সন্তস্তৎপ্রীত্যর্থমেব সুখদুঃখেঽনুভবন্তি অত এতৎ সুখাদিভোগহেতুভূতং পরেচ্ছাপূর্ব্বকং প্রারব্ধং হি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। অত এব দোষদর্শনে সত্যপি প্রারব্ধস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ তস্যেচ্ছাজনকত্বং ন নিবারয়িতুং শক্নোতীতি ভাবঃ ॥ ১৬১ ॥

হে অর্জ্জুন! উক্ত কাম ও ক্রোধ এই রিপুদ্বয় সকলের প্রবর্ত্তক। যে কর্ম্ম করিতে তোমার অভিলাষ নাই, স্বভাবজাত [illegible] প্রারব্ধ-বশতঃ কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া তোমাকে সেই [illegible] করিতে হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহাকেই "অনিচ্ছা প্রারব্ধ[illegible]" বলে ॥ ১৬০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে "ইচ্ছাপ্রারব্ধ ও অনিচ্ছাপ্রারব্ধ[illegible]" নিরূপণ [illegible] এইক্ষণ "পরেচ্ছা প্রারব্ধকর্ম্মের" নিরূপণ করিতেছেন।—[illegible] আপনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই, কেবল অন্যের [illegible] সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সুখ বা দুঃখভোগ করিতে হয়, [illegible] আপনার ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই, তাহাকে "পরেচ্ছা[illegible] প্রারব্ধ[illegible]" বলা যায়। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগে দোষরাশি দৃষ্ট হইলেও তাহা কেহই [illegible] ত্যাগ করিতে পারে না, এই প্রারব্ধকর্ম্মই মনুষ্যের বিষয়ভোগের ইচ্ছা সমুৎপাদন করে, কেহই সেই প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগেচ্ছা[illegible] করিতে পারে না। সকলকেই প্রারব্ধকর্ম্মের অনুরোধে [illegible] হয় ॥ ১৬১ ॥

কথং তর্হি কিমিচ্ছন্নিত্যেবমিচ্ছা নিষিধ্যতে।
নেচ্ছানিষেধঃ কিন্ত্বিচ্ছাবাধো ভর্জ্জিতবীজবৎ॥ ১৬২॥
ভর্জ্জিতানি তু বীজানি সত্যকার্য্যকরাণি চ।
বিদ্বদিচ্ছা যথেষ্টব্যা সত্ত্ববোধাৎ ন কার্য্যকৃৎ॥১৬৩॥

ননু তত্ত্ববিদোঽপীচ্ছাঙ্গীকারে কিমিচ্ছন্নিতি শ্রুতিবিরোধ ইতি শঙ্কতে কথং তর্হি কিমিতি। কিমিচ্ছন্নিত্যনেন বাক্যেন কথমিচ্ছাভাবো বর্ণিত ইত্যর্থঃ। অনেন নেচ্ছাভাবোঽভিধীয়তে কিন্তু সত্যা অপি তস্যাঃ সামর্থ্যং প্রবৃত্তিজনকত্বং নাস্তীতি বোধ্যতে ইতি পরিহরতি নেচ্ছানিষেধ ইতি। স্বরূপেণ সত্যা অপি তস্যাঃ সামর্থ্যরাহিত্যে দৃষ্টান্তমাহ ভর্জ্জিতবীজবদিতি॥ ১৬২॥

সঙ্কেপোক্তমর্থং প্রপঞ্চয়তি ভর্জ্জিতানি ত্বিতি। যথা ভর্জ্জিতানি বীজানি স্বরূপেণ বিদ্যমানান্যপি নাঙ্কুরাদিকার্য্যকরাণি ভবন্তি তথা বিদ্বদিচ্ছা স্বয়ং বিদ্যমানাপি দৃশ্যমানস্য পদার্থস্যাসত্ত্বজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ ন ব্যসনাদিকার্য্যকৃদিত্যর্থঃ॥ ১৬৩॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের ভাবার্থদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, প্রারব্ধকর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানীকেও বিষয়ভোগে প্রবর্ত্তিত করে। এইক্ষণ যদি কেহ এমত প্রশ্ন করে যে, যদ্যপি এস্থলে তত্ত্বজ্ঞানীরও বিষয়ভোগেচ্ছা প্রতিপন্ন হইল, তবে পূর্ব্বে যে প্রথম শ্লোক অবধি পুনঃ পুনঃ ভোগেচ্ছার নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কিপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বে ভোগেচ্ছার নিষেধ উক্ত হইয়াছে বটে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানীর একেবারে ভোগেচ্ছা নিবারণ করিতে বলি নাই, কেবল ভর্জ্জিতবীজের ন্যায় ইচ্ছার বাধামাত্র নিরূপণ করিয়াছি। (তত্ত্বজ্ঞানীরা যে কেবল ভোগবিষয়ে ইচ্ছামাত্রও করিবে না এমত নহে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাকে অবশ্যই বাধা দিতে যত্ন করিবে)॥ ১৬২॥

পূর্ব্ব শ্লোকে ভর্জ্জিতবীজের ন্যায় এইরূপ দৃষ্টান্তমাত্র উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই দৃষ্টান্ত প্রপঞ্চরূপে বিবৃত হইতেছে।—যেমন কোন বৃক্ষের বীজ আনয়ন করিয়া তাহা ভর্জ্জিত করিলে সেই বীজ হইতে আর অঙ্কু[illegible]াকে না; সেইরূপ বিষয়ের অনিত্যতা বোধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান[illegible]র সেই ইচ্ছা আর অকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না।

দগ্ধবীজমরোহেঽপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে।
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগং কুর্য্যান্ন ব্যসনং বহু ॥ ১৬৪ ॥
ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম হীয়তে।
ভোক্তব্যসত্যতাভ্রান্ত্যাব্যসনং তত্র জায়তে ॥ ১৬৫ ॥

ননু তর্হি বিদুষ ইচ্ছৈব নাঙ্গীকর্ত্তব্যা ফলাভাবাদিত্যাসঙ্ক্য ফলাভাবো সিদ্ধঃ ভোগলক্ষণফলসদ্ভাবাদিতি সদৃষ্টান্তমাহ দগ্ধমিতি। দগ্ধং ভর্জ্জিতমিতি যাবৎ ব্যসনং বিপদাদিরূপং বহুবিধং ব্যসনং। বিপদি ব্যসনে দোষে কামজকোপজে ইত্যভিধানাৎ ॥ ১৬৪ ॥

ননু তর্হি কর্ম্মৈব ভোগদ্বারা ব্যসনমপি জনয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ ভোগেনেতি প্রারব্ধকর্ম্মণো ভোগমাত্রহেতুত্বাৎ ন ব্যসনজনকত্বমিত্যর্থঃ। কুতস্তর্হি ব্যসনস্য জন্মেত্যত আহ ভোক্তব্যসত্যতাভ্রান্ত্যেতি। তত্র তস্মিন্ বিষয়ে ॥ ১৬৫ ॥

(তখন যদিও জ্ঞানিগণের ভোগেচ্ছা থাকে বটে, কিন্তু সেই ইচ্ছা এইরূপ কার্য্য উৎপাদন করে, যাহাতে আর ফলভোগ করিতে না হয়) ॥ ১৬৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভর্জ্জিতবীজের ন্যায় ফলাভাবহেতু জ্ঞানিদিগের ভোগেচ্ছা হয় না। এইক্ষণে যদি ইচ্ছাই স্বীকার [illegible] তবে প্রারব্ধকর্ম্মের ফলও অসিদ্ধ হইল। এই আশঙ্কায় [illegible] ভর্জ্জিতবীজ সকল অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্যের উপযোগী [illegible] কার্য্যের উপযুক্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের ইচ্ছাও [illegible] হয়। তাহাদিগের ইচ্ছা বহুবিস্তৃত ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। [illegible] যথোচিত ভোগদ্বারা নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে, কখনও [illegible] কার্য্য করে না) ॥ ১৬৪ ॥

যদি বল, প্রারব্ধকর্ম্মই ভোগদ্বারা ব্যসনাদি কার্য্য সম্পাদন করে, [illegible] কর্ম্মানুরোধেই লোক সকল ব্যসনাদিকার্য্যে নিয়োজিত [illegible] জ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগদ্বারা চরিতার্থ হইয়া থাকে [illegible] তাহাদিগের প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ হয়, পরন্তু যাহারা [illegible] ভ্রান্তিবশতঃ ভোজ্যবিষয়ে বহুভোগেও তৃপ্তি হয় না। [illegible]

मा विनश्यत्वयं भोगो वर्द्धतामुत्तरोत्तरम्।
मा विघ्नाः प्रतिबन्धन्तु धन्योऽस्मात्स्मादिति भ्रमः ॥१६६॥
यदभावि न तद् भावि भावि चेन्न तदन्यथा।

व्यसनहेतुं भ्रमं दर्शयति मा विनिश्यत्वयमिति। अयं भोगो मा विनश्यत्वयमिति। अयं भोगो मा विनश्यतु एष उत्तरोत्तरम् वर्द्धतां विघ्नाश्चैनं माप्रतिबन्धन्तु अस्य प्रतिबन्धं मा कुर्वन्तु अस्मादेव भोगादहं धन्यः कृतार्थोऽस्मीति एवंरूपो भ्रमो भवति ततश्च व्यसनमित्यर्थः ॥ १६६ ॥

प्रसङ्गादस्य परिहारोपायमाह यदभावीति। यद्भवितुमयोग्यं तन्न भवेदेव भवितुं योग्यं चेन्न तदन्यथा भवेदेव इति एवंरूपचिन्ताविषघ्नः इदं मे श्रेयः कदा भविष्यति इदमनिष्टं कदा निवर्त्तिष्यते इत्येवमादिचिन्तैव विषमिव स्वसंस्पृष्टपुरुषस्य नाशहेतुत्वात् विषम्

কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানিগণ কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের পরিক্ষয়ার্থই বিষয়ভোগে ইচ্ছা করে) ॥ ১৬৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানীরা ভ্রান্তিবশতঃই ব্যসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এইক্ষণ সেই ব্যসনকার্য্যের কারণীভূত ভ্রম দর্শাইতেছেন।—"আমরা [illegible] করিতেছি, তাহা যেন সর্ব্বদাই ভোগ করিতে পারি, [illegible] যেন আমাদিগের এই ভোগ্যবস্তুর অপ্রাপ্তি না হয়; আমাদিগের [illegible] ভোগ্যবস্তু [illegible] শঃ বৃদ্ধিলাভ করুক, কখনও যেন ইহার হ্রাস না [illegible] কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া যেন আমাদিগের এই ভোগের বাধা না [illegible] যেন এই সকল বিষয়ভোগ করিতে পারি, তাহা- [illegible] হইব এবং আমার মনঃ পরিতুষ্ট থাকিবে।" এইরূপ [illegible] বলা যায়। এই ভ্রমজ্ঞানই ব্যসনাদির কারণ বলিয়া [illegible]

[illegible] কারণীভূত ভ্রমের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে [illegible] নিরূপণ করিতেছেন।—"প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্য- [illegible] তাহা হইবেই হইবে, কেহ তাহার অন্যথা করিতে [illegible] হইবার নহে, তাহা ঘটিবে না। পরন্তু কখন আমা- [illegible] অনিষ্ট নিবৃত্ত হইয়া যাইবে? এবং কবে আমাদিগের

इति चिन्ताविषण्णोऽयं बोधो भ्रमनिवर्त्तकः ॥ १६७ ॥
समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छेन्न बुद्धिमान्।
अशक्यार्थस्य सङ्कल्पाद् भ्रान्तस्य व्यसनं बहु ॥ १६८ ॥
मायामयत्वं भोग्यस्य बुद्ध्वास्यामुपसंहरन्।
भुञ्जानोऽपि न सङ्कल्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥ १६९ ॥

इदं चिन्ताविषं इत्तीति चिन्ताविषण्णः एवंभूतो यो बोधः सोऽयं भ्रमनिवर्त्तकः पूर्वोक्तस्य भ्रमस्य निवर्त्तक इत्यर्थः ॥ १६७ ॥

ननु विद्वदविदुषोरुभयोरपि भोगित्वाविशेषे एकस्य व्यसनम् अपरस्य तु तन्नेत्येतत् कुत इत्याशङ्क्य विपरीतज्ञानसत्त्वासत्त्वाभ्यां तत्सिद्धिरित्याह समेऽपीति। बुद्धिमान् ज्ञानवान् ज्ञानीत्यर्थः। भ्रान्तः कथं व्यसनहेतुत्वमित्यत आह अशक्यार्थस्येति ॥ १६८ ॥

विवेकिनस्तदभावं दर्शयति मायामयत्वमिति ॥ १६९ ॥

এই বিষভোগের লালসার নিবৃত্তিরূপ মঙ্গলসাধন হইবে ?" এইরূপ চিন্তাই বিষণ্ণবিষণ্ণ। উক্ত চিন্তাদ্বারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তখন আর কোনরূপ ব্যসনাদিকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না ॥ ১৬৭ ॥

যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই ভোগবিষয়ে অবিশেষ হইল, তাহাতে জ্ঞানীর যে ভোগ তাহা ব্যসন এবং অজ্ঞানিগণের যে ভোগ তাহা ব্যসন নহে, ইহার কারণ কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এই উভয়ের ব্যবহারিকবিষয়ে ভোগ সমান হইলেও অজ্ঞানী ব্যক্তিরা মায়াপরিকল্পিত অলীকপদার্থে দৃঢ়সঙ্কল্পহেতু নানাবিধ দুঃখভোগ করে। (যাহারা ভ্রান্তপুরুষ সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না, তাহারা এই অসার সংসারকে সত্য ও সারবান জ্ঞান করিয়া সেই সংসারের মায়াপাশে বদ্ধ থাকিয়া চিরকাল অসীম ক্লেশভোগ করে) অভ্রান্ত জ্ঞানিগণের সেইরূপ হয় না। তাহারা এই সংসারকে মায়াপরিকল্পিত জানিয়া উপেক্ষা করে ॥ ১৬৮ ॥

যাহারা অজ্ঞানী তাহারাই এই অনিত্য সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া নানারূপ দুঃখভোগ করে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা ভোগ্যবিষয়কে মায়াময় জানিয়া সেই সকল ভোগ্যবস্তুকে উপেক্ষা করে, তাহারা কদাপি অজ্ঞানীব্যক্তির ন্যায় এই সংসারমায়ায় আশ্রয়

স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাত্মকম্।
দৃষ্টনষ্টং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রানুরজ্যতি ॥ ১৩০ ॥
স্বস্বপ্নমাপরোক্ষেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।

ননু মায়াময়বাধে সত্যপি ভোগস্য তদানীন্তনসুখহেতুত্বাৎ কুত আস্থীপমর্দ্দার ইত্যাশঙ্ক্য বহুবিধদোষদর্শনাৎ ইত্যাহ স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমিতি ॥ ১৩০ ॥

ননূক্তস্বপ্নেন্দ্রজালসাদৃশ্যাদিজ্ঞানে সতি আসক্ত্যভাবো ভবেৎ তদেব কুতো জায়তে ইত্যা-

---

বিষয়ভোগের নিমিত্ত কোনরূপ দুঃখ পায়েন না, তাঁহারা সংসারের অনিত্যত্ব বিলক্ষণ অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানিদিগের ক্লেশভোগের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬৯ ॥

যদিও জ্ঞানিগণের এই সংসারের মায়াময়ত্ব বোধ হয়, তথাপিও ভোগকালে সুখ হইয়া থাকে, অতএব কিরূপে জ্ঞানিগণের এই সংসারে অনাস্থা হইতে পারে? এই আশঙ্কায় সাংসারসুখভোগের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন [illegible] বিচার করিতেছেন।—জ্ঞানিগণ এই ভোগ্যবিষয়কে [illegible] ভোগকালে সেই সকল বিষয় তাঁহাদিগের সুখ- [illegible] অল্পবিৎপণ্ডিতগণ এই ভোগ্যবিষয়ে নানাপ্রকার [illegible] অপেক্ষা করেন, তাঁহারা কদাচ এই মায়াময় অনিত্য [illegible] যেমন স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ সকল অলীক হইলেও স্বপ্নকালে [illegible] বলিয়া বোধ হয় এবং যেমন ঐন্দ্রজালিক পদার্থ [illegible] থাকিলেও তাহাতে সত্যত্বের ভ্রম হয়; সেইরূপ [illegible] রচনারূপ অসত্য, কেবল ভ্রান্তিবশতঃই জগৎকে [illegible] অভ্রান্ত জ্ঞানিগণ এই জগতের অসারত্ব বিলক্ষণ [illegible] জ্ঞানীপুরুষেরা সেই সংসারে অনুরক্ত হইবেন ॥১৩০॥ [illegible] যে, ভ্রমপ্রমাদশূন্য তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ এই সংসা- [illegible] সদৃশ জ্ঞান করিয়া তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ [illegible] আসক্তির অভাব হয়, তাহা দেখাইতেছেন।— [illegible] জ্ঞানীপুরুষ আপনার স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা এই

चिन्तयेदप्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं मुहुः ॥ १७१ ॥
चिरं तयोः सर्व्वसाम्यमनुसन्धाय जागरे ।
सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नानुरज्जति पूर्व्ववत् ॥ १७२ ॥
इन्द्रजालमिदं द्वैतमचिन्त्यरचनात्मतः ।

शङ्क्य तज्जन्मोपायमाह स्वप्नमिति। स्वकीयस्वप्नमपरीक्षतया दृष्ट्वा स्वकीयस्य जागरमनुभवन् स्वप्नजागरावुभावपि अप्रमत्तः सन् मुहुश्चिन्तयेत् स्वप्नतुल्योऽयं जागर इति ॥ १७१ ॥

चिरं तयोरिति। एवं तयोः सर्व्वसाम्यं तात्कालिकभोगहेतुत्वपरिणत्यचिरसत्त्वविनाशित्वादिलक्षणं चिरमनुसन्धाय जागरितेऽपि सत्यत्वबुद्धिं परित्यज्य जाग्रद्वत्सुप्तेऽपि पूर्व्ववत् जगत्सत्यत्वज्ञानदशायामिव नानुरज्जति अनुरक्तो न भवति इत्यर्थः ॥ १७२ ॥

ननु प्रपञ्चगोचरस्य मिथ्यात्वज्ञानस्य विषयसत्यत्वलोषजीवनी भोगस्य परस्परविरोधात् मिथ्यात्वज्ञाने सति कथं भोगसिद्धिरित्याशङ्क्य भोगस्य विषयसत्यत्वापेक्षाभावात् न विरोध इति परिहरति इन्द्रजालमिति। इदं द्वैतं भोग्यजातम् अचिन्त्यरचनात्वात् इन्द्रजालवन्मिथ्या इति युक्त्यानुसन्धयाविस्मरतो विदुषः प्रारब्धभोगतः प्रारब्धकर्म्मफलयोः सुखदुःखयो

উভয়কে পর্য্যালোচনা করিয়া জাগ্রদবস্থাকে অনুক্ষণ স্বপ্নতুল্য চিন্তা করেন। (অপ্রমত্ত জ্ঞানিগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা এই যে, জাগ্রদবস্থা রহিয়াছি ইহাও স্বপ্নতুল্য ॥ ১৭১ ॥

জ্ঞানিগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সর্ব্বদাই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার চিরকাল আলোচনা করিয়া জাগ্রদবস্থার সত্যত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগের আর জগতের অনিত্যত্ববিষয়ে কখনই অনুরাগ জন্মে না। পরন্তু জাগ্রৎও স্বপ্নাদি অবস্থার ন্যায় এই জগতও জ্ঞানিগণের অনিত্যরূপে প্রতীত হয় ॥ ১৭২ ॥

"আমরা এই যে দ্বৈত প্রপঞ্চ জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহা মায়ানির্ম্মিত, ইহার রচনা অচিন্তনীয়। যেমন, অলীক ঐন্দ্রজালিকপদার্থ সকল সত্য বলিয়া বোধ হয়, এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎও সেইরূপ অসত্য" যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ বোধ আছে, তাহাদিগের কখনও সেই বোধের বিস্মরণ হয় না, তাহারা যে প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ ব্যবহারিক বস্তু ভোগ করে তাহাতে

इत्थविस्मरतो हानिः का वा प्रारब्धभोगतः॥ १७३॥
निर्व्वन्धस्तत्त्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्मृतौ।
प्रारब्धस्यायहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः॥ १७४॥
विद्यारब्धे विरुध्येते न भिन्नविषयत्वतः।

अनुभवेन मिथ्यात्वानुसन्धानस्य का हानिः वाशब्दान्मिथ्यात्वानुसन्धानेन वा भोगस्य का हानिर्व्विभिन्नविषयत्वादिति भावः॥ १७३॥

भिन्नविषयत्वमेव दर्शयति निर्व्वन्धस्तत्त्वविद्याया इति। तत्त्वविद्याया जगत्तत्त्वगोचरस्य ज्ञानस्य इन्द्रजालवज्जगतो मिथ्यात्वानुसन्धाने निर्व्वन्धः न तु भोगाप्रलापे प्रारब्धकर्म्मणो जीवस्य सुखदुःखयोः प्रदाने ह्यायहः; न तु भोग्यस्य सत्यत्वापादने इति भावः॥ १७४॥

एवं विभिन्नविषयत्वं प्रदर्श्य प्रयोगमाह विद्यारब्धे इति। विद्याप्रारब्धकर्म्मणी परस्परं न विरुध्येते विभिन्नविषयत्वात् सम्प्रत्युत्पन्नरूपरसज्ञानवदित्यर्थः। भोग्यमिथ्यात्वज्ञानं भोग-

---

তাহাদিগের কোন হানি হয় না। (জ্ঞানিগণ এই জগৎকে অসত্য বলিয়া জানেন; সুতরাং তাঁহারা বিষয়ভোগে অনুরক্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হন না)॥ ১৭৩॥

জগতের সমস্ত বিষয়ে ঐন্দ্রজালিকত্ব জ্ঞানই আত্মতত্ত্ববিদ্যার সহকারী। (এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ইন্দ্রজালবৎ অনিত্যজ্ঞান করিলেই আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান হয়।) আর প্রারব্ধকর্ম্ম কেবল জীবের সুখদুঃখভোগের হেতু হয়। (জীবগণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফলেই সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে পরমার্থের কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না)॥ ১৭৪॥

প্রারব্ধকর্ম্ম ও আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান এই উভয়ের পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সত্তা হইলেও ইহারা পরস্পরের বিরোধী হয় না। জ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখভোগ করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের অন্যথা করিতে পারে না। যেহেতু লোকমধ্যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তির ঐন্দ্রজালিকপদার্থের স্বরূপ পরিজ্ঞাত আছে, অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকব্যাপার দর্শন করিতে করিতে যে ব্যক্তি সেই ব্যাপারকে অলীক বলিয়া জানেন, সেই ব্যক্তিও ঐন্দ্রজালিকপদার্থ দর্শন করিয়া কেবল আমোদ অনুভব করেন, অতএব প্রারব্ধকর্ম্ম বিভিন্ন

जानद्भिरप्यैन्द्रजाली विनोदो दृश्यते खलु ॥ १७५ ॥
जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि ।
तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ १७६ ॥
अन्यूनो जायते भोगः कल्पितैः स्वाप्नवस्तुभिः ।

बाधकं न भवतीत्येतत् क्व दृष्टमित्याशङ्क्याह जानद्भिरिति । ऐन्द्रजाली विनोद इन्द्रजाल-सम्बन्धिचमत्कारविशेषः जानद्भिरप्यवलोक्यते इति प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ १७५ ॥

किञ्च विद्यारब्धकर्मणोर्विरोधोऽस्तीति वदन् वादीप्रष्टव्यः किं प्रारब्धं कर्म विद्याविरोधीत्युच्यते उत विद्या प्रारब्धकर्मविरोधिनीति, नाद्य इत्याह जगत्सत्यत्वमिति । प्रारब्धं कर्म जगती भोग्यजातस्य सत्यत्वमबाध्यत्वमापाद्य सम्पाद्य यदि भोजयेज्जीवस्य सुखदुःखे दद्यात् तदा विद्याविषयस्य मिथ्यात्वस्यापहारात् विद्यायाविरोधि स्यात् न च तथा करोति किन्तु भोगमेव प्रयच्छति अतो न विद्याविरोधि प्रारब्धमिति भावः । भोगबलादेव भोग्यस्य सत्यत्वमपि स्यादित्याशङ्क्याह भोगमात्रादिति । विमतं भोग्यं सत्यं भोग्यत्वादित्यत्र दृष्टान्ताभाव इति भावः ॥ १७६ ॥

ननु मिथ्यापदार्थैर्भोगो भवति इत्यत्रापि दृष्टान्तो नास्तीत्याशङ्क्याह अन्यून इति ॥ १७७ ॥

বিষয় প্রযুক্ত আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। (জ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়েন না) ॥ ১৭৫ ॥

যে সকল অজ্ঞানী মনুষ্য এই বিনশ্বর জগৎকে সত্য বোধ করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করে এবং এই অসার সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া তাহাতেই অনুরক্ত থাকে, তাহাদিগের পক্ষেই প্রারব্ধকর্ম্মকে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বিরোধী বলা যায়। (যেহেতু জগৎসত্যবাদী মনুষ্য কখনও আত্মপরিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, তাহারা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের অনুরোধেই নিয়ত সংসারে আবদ্ধ থাকে।) আর এই জগৎকে সত্যজ্ঞান করিয়া ভোগ করিলেই যে এই জগৎ সত্য হইবে, এমত নহে, প্রকৃতপক্ষে জগৎ যে মিথ্যা তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৭৬ ॥

যেমন স্বপ্নাবস্থাতে জগতের যাবতীয় পদার্থকেই সত্যজ্ঞান করিয়া ভোগ

জাগ্রত্বস্তুভিরপ্যেবমসত্যৈর্ভোগ ইষ্যতাম্ ॥ ১৭৭ ॥
যদি বিদ্যাপকুর্বীত জগদারব্ধঘাতিনী।
তদা স্যাদ্বস্তু মায়াত্ববোধেন তদপক্রবঃ ॥ ১৭৮ ॥
অনপক্রুত্য লোকাস্তদিন্দ্রজালমিদন্বিতি।

নাপি দ্বিতীয় ইত্যাহ যদি বিদ্যাপকুর্বীতেতি। বিদ্যা যদি জগদ্ভোগ্যজাতমপকুর্বীত নেদং রজতমিতি নিষেধকজ্ঞানবৎ প্রতীয়মানস্য ভোগ্যস্য স্বরূপং বিলোপয়েৎ তদা প্রারব্ধকর্ম্মভোগস্য সুখদুঃখানুভবস্য সাধনাপহারেণ প্রারব্ধকর্ম্মবিঘাতিনী স্যাৎ ন চ তথা করোতি কিন্তু মিথ্যাত্বমেব বোধয়তি অতো ন প্রারব্ধকর্ম্মবিরোধিনীতি ভাবঃ। ননু মিথ্যাত্ববোধনাদেব স্বরূপমপি বিলোপয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ নন্বিতি। ইন্দ্রজালাদৌ স্বরূপবিলোপমন্তরেণাপি মিথ্যাত্বজ্ঞানদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৭৮ ॥

এতদেব প্রপঞ্চয়তি অনপক্রুত্যেতি। লোকা জনাস্তদিন্দ্রজালস্বরূপমনপক্রুত্য অনিরস্য

করা যায় বটে, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের স্বরূপতঃ সকলই মিথ্যা, তাহার কিছুই সত্য নহে। সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতেও যে সকল বস্তু ভোগ করা যায়, তাহার সমুদায় পদার্থই মিথ্যা, ইহার কিছুই সত্য নহে। (জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুই যে মিথ্যা, ইহা নিশ্চয়জ্ঞান করিবে) ॥ ১৭৭ ॥

যদি পরমাত্মতত্ত্ববিদ্যা জগতের ভোগ্যবস্তু সকলকে নাশ করিতে পারিতেন, তাহাহইলে আত্মতত্ত্ববিদ্যাকে প্রারব্ধকর্ম্মের নাশক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক তাহা নহে, আত্মতত্ত্ববিদ্যা কখনও প্রারব্ধকর্ম্মের নাশ করে না, কেবল আত্মতত্ত্ববিদ্যাদ্বারা ভোগ্যবস্তু সকলের মায়িকত্ব বোধ হয়। যেহেতু আত্মতত্ত্ববিদ্যাদ্বারা ভোগ্যবস্তু সকলের বিনাশ হয় না। অতএব আত্মতত্ত্ববিদ্যাকে প্রারব্ধকর্ম্মের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না ॥ ১৭৮ ॥

যখন লোকে ঐন্দ্রজালিকব্যাপার দর্শন করে, তখন যেমন কোন ঐন্দ্রজালিকপদার্থের বিনাশ না করিয়া সেই সকল পদার্থের ঐন্দ্রজালিকত্ব অবগত হইয়াও লোকে সেই সকল ঐন্দ্রজালিকপদার্থ দর্শনে আনন্দিত হয়। সেইরূপ জগতের ভোগ্যবস্তু সকলের অপলাপ না করিয়া কেবল সেই সকল

আনন্দ্যেবানপহ্নুত্য ভোগং মায়াত্বধীস্তথা ॥ ১৩৯ ॥
যত্র ত্বস্য জগৎ স্বাত্মা পশ্যেৎ কস্তত্র কেন কিম্।
কিং জিঘ্রেৎ কিং বদেদ্ বেতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্ ॥১৮০॥
তেন দ্বৈতমপহ্নুত্য বিদ্যোদেতি ন চান্যথা।

ইদমিন্দ্রজালমিতি আনন্দ্যেব যথা তথা ভোগং ভোগ্যমনপহ্নুত্য অবিলাপ্য মায়াত্বধীর্জগন্মিথ্যাত্বজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদি শ্রুতির্দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যভাবং বোধয়ন্তী বিদ্যোদ্যমানা জগদ্ বিলাপয়েদেব এবং শ্রুতি বিদুষো ভোগ কথং স্যাদিতি পুনর্বচনেন গ্রন্থতে স্বীকরণেন যত্র ত্বস্যেতি। যত্র তু যস্য বিদ্যাবস্থায়াং কৃৎস্নং জগদস্য বিদুষ স্বাত্মৈবাভূৎ ইদং সর্বং যদয়মাত্মেতি জ্ঞানেন স্বরূপমেব ভবতি তত্র তস্যা দশায়াং কো দ্রষ্টা কেন সাধনেন চক্ষুষা কিং দৃশ্যং রূপজাতং পশ্যেৎ এবং ঘ্রাণলক্ষণেন কিং কুসুমাদিকং জিঘ্রেৎ কিং বাক্যং কেন বাগিন্দ্রিয়েণ বদেৎ এবমিতরেন্দ্রিয়ব্যাপারাভাবদ্যোতনায় বাগ্রহণং: ইত্যেবং প্রকারেণ শ্রুতৌ বহু বারমভিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮০ ॥

ততঃ কিমিত্যত আহ তেন দ্বৈতমিতি। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃত ইত্যস্মিন্

পদার্থের মায়িকত্ব অবগত হইয়াও প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করে। তাহাতে জ্ঞানিগণের পক্ষে ঐ সকল প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ পরমাত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনার বিরোধী হয় না, বরং ঐ সকল ফল ভোগ করিতে করিতে জগতের ভোগ্যবস্তু সকলের অসারত্বজ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া পরমাত্মতত্ত্বচিন্তায় অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৭৯ ॥

শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, যে অবস্থাতে বিবেকী ব্যক্তির স্বীয় আত্মার সহিত জগতের সর্ব্ববস্তুতে অভেদজ্ঞান হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখিবে? কে কোন্ বস্তুর ঘ্রাণ লইবে? এবং কে কি বাক্য বলিবে। (যদি জগতের যাবতীয় বস্তুই আত্মার সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইল, কোনবস্তুরই কিছু বিশেষ রহিল না, তবে শ্রবণদর্শনাদি সমস্ত কার্য্যই অসম্ভব হইয়া উঠিল।) অতএব সেই অবস্থাতে দ্বৈতজ্ঞানের বিনাশ না হইলে কখনই আত্মবিদ্যার উদয় হইতে পারে না; সুতরাং

তথা চ বিদুষো ভোগঃ কথং স্যাদিতি চেৎ শৃণু ॥ ১৮১ ॥
সুষুপ্তিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্ত্বিতি।
উক্তা স্বাপ্যয়সম্পত্যোরিতি সূত্রে স্ফুটম্ ॥ ১৮২ ॥
অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরাচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ।

সূত্রে যত্র ত্বস্যেত্যুদাহৃতায়াঃ শ্রুতেঃ সুষুপ্তিমীক্ষয়োরন্যতরবিষয়ত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ ন বিষয়া জগদ্বস্তুব ইতি পরিহরতি শৃণ্বিতি ॥ ১৮২ ॥

সুষুপ্তীতি। স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তিঃ সম্পত্তির্মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

অন্যথা শ্রুতেঃ সুষুপ্ত্যাদিবিষয়ত্বানঙ্গীকারে বাধকমাহ অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরিতি।

অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ভোগও অসম্ভব হইয়া উঠিল। (যদি বিবেকী ব্যক্তিদিগের কোন পদার্থেই আত্মার সহিত পার্থক্য রহিল না, তবে কে কোন্ বস্তু ভোগ করিবে? অতএব কি প্রকারে অদ্বৈতবাদী বিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয়ভোগ সম্ভবিতে পারে?) ॥ ১৮০-১৮১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদী বিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয় সম্ভোগ হইতে পারে না, এই শ্লোকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—তুমি পূর্ব্বোক্তবিষয়ে যে শ্রুতি প্রদর্শন করিলে, জ্ঞানসাধন অবস্থা তাহার উদাহরণস্থল নহে। যেহেতু শারীরিকসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষোড়শসূত্রে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সুষুপ্তি অবস্থাবিষয়ত্ব অথবা মুক্তি অবস্থাবিষয়ত্ব সবিস্তর নির্ণীত হইয়াছে। (সুষুপ্তিকালে অথবা মুক্তিকালেই আত্মার সহিত জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর অবিশেষজ্ঞান হয় এবং সেই সেই অবস্থাতেই ভোগকর্ত্তা বা ভোগ্যবস্তুর বিভিন্নজ্ঞান থাকে না; সুতরাং সেই সুষুপ্তি অবস্থাতে কিম্বা মুক্তি অবস্থাতেই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীদিগের বিষয়ভোগ অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উক্ত অবস্থাতে বিষয়ভোগের আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ সেই সেই অবস্থাতে কাহারও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ হয় না। জ্ঞানসাধনকালেই বিষয়ভোগ হইয়া থাকে, সেই সময়ে আত্মার সহিত জগতের বস্তু সকলের অভেদজ্ঞানও হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন নির্ব্বিবাদে মীমাংসিত হইল) ॥ ১৮২ ॥

द्वैतदृष्टावविद्वत्ता द्वैतादृष्टौ न वाग्वदेत् ॥ १८३ ॥
निर्विकल्पसमाधौ तु द्वैतादर्शनहेतुतः ।
सैवापरोक्षविद्येति चेत् सुषुप्तिस्तथा न किम्॥ १८४ ॥

तदीपपत्तिमाह द्वैतदृष्टाविति। याज्ञवल्क्यादिर्यदि द्वैतं पश्येत् तर्हि तद्द्वैतज्ञानाभावान्नाचार्य्यो भवेत् अथ द्वैतं न पश्येत् बोध्यशिष्याद्युपलम्भात् आचार्य्यवाक्यं शिष्यं प्रतिबोधनाय न प्रवर्त्तेत अतो विद्यासम्प्रदायोच्छेदप्रसङ्ग इति भावः ॥ १८३ ॥

ननु याज्ञवल्क्यादीनामाचार्य्यदशायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य विद्यात्वमस्त्येव तथापि तस्य नापरोक्षविद्यात्वं द्वैतप्रतीतिसम्भवात् निर्विकल्पसमाधौ तु द्वैतदर्शनाभावात् सैवापरोक्षविद्येति शङ्कते निर्विकल्पसमाधौ त्विति। द्वैताप्रतीतेर्द्वैतप्रसङ्गापादकत्वात् नैवमिति परिहरति सुषुप्तिस्तथा न किमिति ॥ १८४ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "যে অবস্থাতে বিবেকী ব্যক্তির আত্মার সহিত জগতের সকল বস্তুর অবিশেষজ্ঞান হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখিবে? কে কোন্ বস্তুর আঘ্রাণ লইবে? এবং কে বাক্য বলিবে?" কিন্তু এই শ্রুতির জ্ঞানসাধনবিষয়ত্ব নহে, ঐ শ্রুতি কেবল সুষুপ্তি অবস্থা অথবা মুক্তি অবস্থাবিষয়ক, ইহাই শারীরিকসূত্রের মর্ম্মার্থে জানা যায়। এইক্ষণ যদি উক্ত শারীরিকসূত্রের মীমাংসা স্বীকার না কর, তবে প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিরা যে বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, তাহাও বলিতে পার না। কারণ তোমার মতে দ্বৈতজ্ঞান থাকিলে তাহাকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না, আর দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইলে তাহাদিগের বাক্য কথনাদি সম্ভব হয় না। (কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহামান্য সুপ্রসিদ্ধ মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রবণদর্শনাদি ও বাক্য কথনাদি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কার্য্যই করিতে পারিতেন) ॥ ১৮৩ ॥

(যদি বল, যে সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানী আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের যে জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, তাহাকেই আত্মবিদ্যা বলা যায়, কিন্তু ঐরূপ আত্মবিদ্যাকে অপরোক্ষবিদ্যা বলা যায় না। তাহাহইলে দ্বৈতপ্রতীতির সম্ভব হয়, কিন্তু নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে দ্বৈত-

আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুপ্তৌ যদি তদা ত্বয়া।
আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যং ন দ্বৈতবিস্মৃতিঃ॥ ১৮৫॥
উভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়ঃ।
অর্দ্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যুঃ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ॥ ১৮৬॥
সর্ব্বকধ্বনিসুব্যাপ্তানাং বিক্ষেপাণাং বহুত্বতঃ।

অতিপ্রসঙ্গপরিহারং শঙ্কতে আত্মতত্ত্বং ন জানাতীতি। সুষুপ্তৌ দ্বৈতদর্শনাভাবেঽপি আত্মগোচরজ্ঞানাভাবাৎ ন বিদ্যাত্বং তস্যা ইত্যর্থঃ। তর্হি প্রমাপ্রমাবিবেকেন জ্ঞানস্যৈব বিদ্যাত্বং ন দ্বৈতদর্শনাভাবস্যেত্যাহ তদা ত্বয়েতি॥ ১৮৫॥

নন্ দ্বৈতাদর্শনাত্মজ্ঞানয়োরুভয়োর্মিলিতয়োরেব বিদ্যাত্বং ন একৈকস্যেতি শঙ্কতে উভয়মিতি দ্বৈতবিস্মৃতেরপি বিদ্যাঙ্গত্বাঙ্গীকারে ঘটস্যাপ্যর্দ্ধবিদ্যাত্বপ্রসঙ্গ ইতি পরিহরতি তর্হীতি। তদুপপত্তিমাহ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেরিতি॥ ১৮৬॥

জ্ঞানের অভাবই সর্ব্বনাশদিসম্মত।) যদি দ্বৈতবস্তুর অদর্শনহেতু নির্ব্বিকল্পক সমাধি অবস্থাকেও অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা-হইলে সেই দ্বৈতবস্তুর অদর্শনহেতুই সুষুপ্তি অবস্থাকেও সেইরূপে অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া কেননা স্বীকার করিবে? ॥ ১৮৪॥

যদি বল, সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান থাকে না বলিয়া তাহাকে অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যারূপে স্বীকার করি না; তবে তুমি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান-কেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা বল, দ্বৈতবিস্মরণকে আর আত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিও না; এইরূপ সিদ্ধান্ত আমারও অভিপ্রেত বটে॥ ১৮৫॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপন্ন হইল যে, অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ এই উভয়ের মধ্যে কেহকেই আত্মবিদ্যা বলা যায় না। এইক্ষণ যদি অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ মিলিত এই উভয়কে পরমাত্মবিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাদি জড়পদার্থকেও অর্দ্ধবিদ্যাভাজন বলিতে হয়, যেহেতু ঘটাদি জড়পদার্থ সকলের অদ্বৈতজ্ঞান না থাকিলেও দ্বৈতজ্ঞানের বিস্মরণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। অতএব তোমার মতে ঘটাদি জড়পদার্থ-আত্মবিদ্যাবান্ বলা যাইতে পারে॥ ১৮৬॥

তত্ত্ববিদ্যা তথা ন স্যাৎ ঘটাদীনাং যথা দৃঢ়া ॥ ১৮৭ ॥
আত্মধীরেব বিদ্যেতি যদি তর্হি সুখী ভব।
দুষ্টচিত্তং নিরুন্ধ্যাস্ত্বেবিরুন্ধি ত্বং যথাসুখম্ ॥ ১৮৮ ॥

অস্মিন্নেব মতে সমাধিমতাং পুরুষাণামদ্বৈতবিদ্যাত্বমপি ন স্যাদিতি শ্রীপদ্মপাদাচার্য্য মশকধ্বনিমুখ্যানামিতি। ঘটাদীনাং যথা দ্বৈতবিস্মরণং দৃঢ়ং তথা তব সমাধৌ দ্বৈতবিস্মরণং ন সম্ভবতি মশকধ্বন্যাদীনামনেকেষাং বিক্ষেপাণাং সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৮৭ ॥

নন্বাত্মজ্ঞানস্যৈব বিদ্যাত্বং ন দ্বৈতবিস্মৃতেরিতি শঙ্কতে আত্মধীরেবেতি। তদস্মাকমিষ্টমিত্যভিপ্রায়েণাশীর্ব্বাদয়তি তর্হি সুখীভবেতি। নন্বাত্মধীরেব বিদ্যা সা ন দুষ্টচিত্তে সম্ভবতি অতশ্চিত্তদোষপরিহারায় চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ কার্য্য ইতি শঙ্কামনুভাষতে দুষ্টচিত্তমিতি। তদঙ্গীকরোতি নিরুন্ধি ত্বমিতি ॥ ১৮৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারে বরং এমত বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনরূপ বিঘ্নের অভাব হইলেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা হইতে পারে এবং যে কোন সামান্য প্রতিবন্ধকও আত্মবিদ্যার বাধা জন্মায়, তাহাহইলে মশকধ্বনি প্রভৃতি বিঘ্নও তোমার আত্মবিদ্যার প্রতিবন্ধক হইয়া তাহার ব্যাঘাত করিতে পারে। যেমন দ্বৈতস্মরণের অভাবই ঘটাদি জড়পদার্থের আত্মবিদ্যাভাজনতার কারণ হইল, সেইরূপ মশকধ্বনি প্রভৃতি বিঘ্নসম্ভাবনা হেতু তোমারও তাদৃশী দৃঢ় আত্মবিদ্যা সম্ভবিতে পারে না ॥ ১৮৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মজ্ঞানকেই আত্মবিদ্যা বলা যায়, দ্বৈতবিস্মরণকে তাহা বলিতে পারে না। যদি পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মজ্ঞানকেই পরমাত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে কালযাপন কর, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিলাম। যেহেতু তুমি আমারই মতে প্রবিষ্ট হইলে। (এইক্ষণ আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আত্মবিদ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, এই আত্মবিদ্যা দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সম্ভবিতে পারে না, অতএব চিত্তগত দোষের পরিহারার্থ চিত্তবৃত্তিনিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্য।) পরমাত্মজ্ঞানকে আত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার

तदिष्टमिष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्।
इच्छन्नप्यन्नवन्नेच्छेत् किमिच्छन्निति हि श्रुतम्॥ १८९॥
रागो लिङ्गमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे।

तदिष्टमिति। अस्माकमपीति शेषः। कुत इत्यत आह एष्टव्यमायामयत्वमिति। चित्तदोषापगमे सति अद्वितीयात्मज्ञानाय इष्टव्यमाणं जगन्मायामयत्वं समीक्ष्यते यतः अत इष्टमित्यर्थः। एवं किमिच्छन्निति मन्त्रांशेनाभिप्रेतमर्थमुपसंहरति इच्छन्नप्यन्नवदिति। इच्छन्नपि अन्नवन्नेच्छेत् अत किमिच्छन्निति श्रुतमिति योजना॥ १८९॥

एतदभिप्रायवर्णने कारणमाह रागो लिङ्गमिति। रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु। कुतः स्वाङ्गलता तस्य यस्मन्मिः कीटरे तरोः। इति तत्त्वविदो रागविषयपरं शास्त्रम्। शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वान्मुक्तिः स्यात् तावता मुनेः। रागादयः सन्तु कामं न तद-

---

করিলে আমার মতে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক হয়, ইহা তুমি অনায়াসেই প্রতিপাদন করিতে পারিবে॥ ১৮৮॥

যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণদ্বারা জগতের মায়াকল্পিতত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব প্রারব্ধকর্ম্মের অপরিহার্য্যতাবশতঃ পরমাত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কখন কখন অনিত্য বিষয়ভোগে অভিলাষ হয়, কিন্তু জ্ঞানিদিগের অভিলাষ অজ্ঞদিগের অভিলাষের ন্যায় দৃঢ়তর নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অজ্ঞানীরা এই মায়াময় অনিত্যবিষয়কে সত্যজ্ঞান করিয়া তাহাতে দৃঢ়তর অনুরাগে আবদ্ধ হয়, আর যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাহারা তাহা করে না। জ্ঞানীরা কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের বশীভূত হইয়াই বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে তাহাদিগের আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয় না॥ ১৮৯॥

শ্রুতি প্রভৃতির প্রমাণ দৃষ্টে উভয়প্রকার শাস্ত্রার্থ দেখায় যে, কোন কোন শাস্ত্রে জানা যায় যে, কামক্রোধাদি অজ্ঞানিগণেরই চিহ্ন, আর অন্যান্য শাস্ত্রপ্রমাণে দেখা যায় যে, জ্ঞানিগণেরও কামক্রোধাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় বর্ণনদ্বারা শাস্ত্রোক্ত উভয়প্রকার অর্থেরই অবিরোধে সমাধান করা হইল। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই কামক্রোধাদি আছে, অজ্ঞানী ব্যক্তিরা শরীরসত্ত্বে সেই সেই কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা যাবজ্জীবন কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণের পক্ষে সেই

ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমেবং তত্ত্ববিরোধতঃ ॥ ১৯০ ॥
জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
কস্য কামাদয়েতি বশী ভোক্তৃভাববিবক্ষয়া ॥ ১৯১ ॥

ভাবোঽপরাধ্যতে। ইতি তস্যৈব রাগাঙ্গীকারপরস্য শাস্ত্রম্ এবং সতি তত্ত্ববিদো দৃঢ়রাগাভাবে সতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমর্থবদ্ ভবতি অবিরোধতঃ রাগনিষেধপরস্য শাস্ত্রস্য দৃঢ়রাগবিষয়ত্বাৎ তদভ্যুপগমপরস্য রাগাভাসবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯০ ॥

এবং কিমিচ্ছন্ ইত্যস্যাভিপ্রায়মুপবর্ণ্য কস্য কামাদয়েত্যস্যাভিপ্রায়মাহ জগন্মিথ্যাত্ববদিতি। যথা জগন্মিথ্যাত্ববোধেন বাস্তবকাম্যাভাববিবক্ষয়া কিমিচ্ছন্নিত্যুক্তং এবমাত্মনোঽসঙ্গত্ববোধেন বাস্তবভোক্তৃভাববিবক্ষয়া কস্য কামাদয়েতি যুক্তমভিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৯১ ॥

কামক্রোধাদি আত্মতত্ত্ববিদ্যার বিরোধী হইতে পারে না, কারণ তাঁহারা কদাচ কামক্রোধাদির বশীভূত হয়েন না; বরং কামাদি রিপুসকল তাঁহাদিগেরই বশীভূত থাকে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে কামক্রোধাদি আত্মবিদ্যার বাধা জন্মাইতে পারে না ॥ ১৯০ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যেমন পরিদৃশ্যমান অনন্তজগতের অনিত্যত্বজ্ঞান দৃঢ়তর হয়, সেইরূপ আত্মার অসঙ্গত্বজ্ঞানও বদ্ধমূল হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অনিত্য কোন বস্তুর প্রতিই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অভিলাষ জন্মে না; সুতরাং জ্ঞানিগণ আর কোনবস্তুতেও কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হয়েন না। (তাঁহারা জগতের বিষয়ভোগাদিকে অনিত্যজ্ঞান করিয়াই শরীরপরিগ্রহ কামনায় নিবৃত্ত থাকেন)। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যে ঐহিক অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগকামনার নিবৃত্তি হয়, বস্তুর অভাব তাহার কারণ নহে, তাহারা ভোগ্যবস্তুর সদ্ভাবেও তাহা ভোগ করিতে কামনা করেন না। কেবল ভোক্তার অভাবই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ভোগ্যবিষয়ে অনুরাগ নিবৃত্তির কারণ। এই স্থলে ভোক্তার বিনাশকে "ভোক্তার অভাব" এই শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, ভোক্তৃত্বের অভাবই "ভোক্তার অভাব" এই শব্দের প্রতিপাদ্য। (জ্ঞানিগণের সমক্ষে বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপস্থিত থাকিলেও সেই সকল ভোগ্যবস্তুর প্রতি তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না) ॥ ১৯১ ॥

পতিজায়াদিকং সর্ব্বং তত্তদ্ভোগায় নেচ্ছতি।
কিন্ত্বাত্মভোগার্থমিতি শ্রুতাবুদ্ঘোষিতং যতঃ ॥ ১৯২ ॥
কিং কূটস্থচিদাভাসৌঽথ বা কিমুভয়াত্মকঃ।
ভোক্তা তত্র ন কূটস্থোঽসঙ্গত্বাদ্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ ॥ ১৯৩ ॥

নন্বাত্মনো ভোক্তৃত্বপ্রতিষেধস্তৎপ্রসক্তিপূর্ব্বকো বক্তব্যঃ সা তু ন বিদ্যতেঽসঙ্গত্বাদাত্মন ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাঃ স্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ নৈবমিত্যভিপ্রেত্য তদনুবাদিকাং শ্রুতিমর্থতোঽনুক্রামতি পতিজায়াদিকমিতি। ন বা অরে প্রত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যারভ্য আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতীত্যন্তেন বাক্যসন্দর্ভেন পতিজায়াদিপ্রপঞ্চস্যাত্মনো ভোগসাধনত্বং প্রতিপাদ্যতে তত আত্মনো ভোক্তৃত্বপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৯২ ॥

এবমাত্মনো ভোক্তৃত্বং প্রদর্শ্য তদপবাদেন ভোক্তারং বিকল্পয়তি কিমিতি। কিং কূটস্থস্য ভোক্তৃত্বম্ উত চিদাভাসস্য কিং বোভয়াত্মকস্যেতি বিকল্পার্থঃ। তত্র প্রথমং প্রত্যাহ ন কূটস্থ ইতি ॥ ১৯৩ ॥

যদি কেহ এইরূপ মনে করেন, যে আত্মার যদি ভোক্তৃত্বই না থাকিল, তবে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার ভোক্তৃত্ব নিবারণের আবশ্যক কি? এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—অনেকানেক শ্রুতিতে কথিত আছে যে, বাস্তবিক আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় অজ্ঞানবশতই জ্ঞানিগণ পতি, পুত্র প্রভৃতি যাহা কিছু কামনা করেন, সে কেবল আপনার ভোগের নিমিত্তই জানিবে। নতুবা সেই পতিপুত্রাদির ভোগের নিমিত্ত যে তাহাদিগকে কামনা করেন, এমত নহে ॥ ১৯২ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভোক্তার অভাবই ভোগ্যবিষয়ে অভিলাষ নিবৃত্তির কারণ, এইক্ষণ বিচারপূর্ব্বক সেই ভোক্তার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—কূটস্থচৈতন্যকে কি ভোক্তা বলা যায়? কি আভাসচৈতন্যকে অথবা কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকে ভোক্তা বলা যায়। এইক্ষণ কাহাকে ভোক্তা বলা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু কূটস্থচৈতন্য অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ ॥ ১৯৩ ॥

সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারী ভোগ উচ্যতে।
কূটস্থস্য বিকারী চেত্যেতদ্ব্যাহতং বচঃ ॥ ১৯৪ ॥
বিকারিত্বস্যাধীনত্বাদাভাসে বিকৃতাবপি।
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা নহি তিষ্ঠতি ॥ ১৯৫ ॥
উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে ॥

অসঙ্গত্বমস্তু ভোক্তৃত্বমপ্যস্তু কো দোষ ইত্যাশঙ্ক্যাহ সুখদু খাভিমানাখ্য ইতি। সুখিত্ব দুঃখিত্বাভিমানলক্ষণো বিকারী ভোগ সোঽসঙ্গস্য ন যুজ্যতে কূটস্থত্বনির্বিকারত্বয়োরেকত্র সমাবেশাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯৪ ॥

ননু তর্হি বিকারিত্বস্যাভাসস্য ভোক্তৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিকারিত্বেঽপি নিরধিষ্ঠানস্য তস্যৈবাসিদ্ধের্নৈবমিতি পরিহরতি বিকারিত্বস্যাধীনত্বাদিতি। চিদাভাসস্য বিকারিত্বস্যাধীনত্বাৎ স্বস্মিন্ বিকারে সম্ভবত্যপি তস্যারোপিতত্বারোপিতস্বরূপত্বেনাধিষ্ঠানভূত কূটস্থং বিহায় স্বাতন্ত্র্যেণাবস্থানসম্ভবাৎ কেবলচিদাভাসস্যাপি ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতীতি ভাব ॥ ১৯৫ ॥

তস্মাৎ তৃতীয় পক্ষ পরিশিষ্যত ইত্যাহ উভয়াত্মক এবেতি। যত এবৈকস্য ভোক্তৃত্ব ন

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কূটস্থচৈতন্য অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ, অতএব তাহাকে ভোক্তা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিলে কি দোষ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে কূটস্থচৈতন্যের বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু সুখদুঃখতে অভিমানরূপ যে বিকার, তাহারই নাম ভোগ; সুতরাং কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া যে তাহার বিকারিত্ব স্বীকার করা, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ॥ ১৯৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা যদি কূটস্থচৈতন্যের ভোক্তৃত্ব খণ্ডিত হইল, তবে বিকারী আভাসচৈতন্যকেই ভোক্তা বলিয়া স্বীকার কর, কিন্তু তাহাও বলিতে পারে না। যেহেতু আভাসচৈতন্য কূটস্থচৈতন্যের প্রতিবিম্বমাত্র; সুতরাং তাহাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সেই কূটস্থচৈতন্যই আভাসচৈতন্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ, তাহার আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে আভাসচৈতন্যের অবস্থান সম্ভব হয় না এবং অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও ভ্রান্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৯৫ ॥

তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১৯৬ ॥
আত্মা কতম ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যো বিবোধয়ন্।
বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্য্যশেষয়ৎ ॥ ১৯৭ ॥

সম্ভবতি অত উভয়াত্মকঃ সাধিষ্ঠানবিদাভাস এব লোকে ব্যবহারদশায়াং ভোক্তেত্যভিধীয়তে পরমার্থতস্তু উভয়াত্মকত্বমেব ন ঘটত ইতি ভাবঃ। নন্বসঙ্গী হ্যয়ং পুরুষ ইত্যাদাবসঙ্গত্বস্যৈব যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিত্যাদৌ বুদ্ধিসাক্ষিত্বস্যাপি শ্রবণাদুভয়াত্মকং ভোক্তৃস্বরূপমপি পারমার্থিকমেব স্যান্ন লৌকিকব্যবহারমাত্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতেস্তত্র তাৎপর্য্যাভাবান্নৈবমিত্যাহ তাদৃগাত্মানমারভ্যেতি। তাদৃগাত্মানং বুদ্ধ্যুপাধিকং ভোক্তারমাত্মানমারভ্যানূদ্য কূটস্থঃ বুদ্ধ্যাদিকল্পনাধিষ্ঠানভূতশ্চিদাত্মা শেষিতঃ বুদ্ধ্যাদ্যনাত্মনিরসনেন পরিশেষিতঃ শ্রুতৌ বৃহদারণ্যকাদাবিত্যর্থঃ ॥ ১৯৬ ॥

তত্র বৃহদারণ্যকবাক্যার্থং তাবৎ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি আত্মা কতম ইতি। জনকেন কতম আত্মেত্যেবমাত্মনি পৃষ্টে সতি যাজ্ঞবল্ক্যস্তং বিবোধয়ন্ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিত্যাদিনা বিজ্ঞানময়মুপক্রম্য অসঙ্গী হ্যয়ং পুরুষ ইত্যসঙ্গং কূটস্থং পরিশেষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৯৭ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ই পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভোক্তৃপদের বাচ্য না হইল, তবে কূটস্থচৈতন্য ও আভাস-চৈতন্য এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকেই লোকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করে। এই নিমিত্ত উক্তরূপ উভয়াত্মক আত্মাকে উপক্রম করিয়া অন্তশেষে শ্রুতিতে কূটস্থচৈতন্যেতে ভোক্তৃত্বের পরিশেষ করিয়াছেন। ইহাতেই ভোক্তার উভয়াত্মকতা সিদ্ধ হইল। (বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও কূটস্থচৈতন্য ও আভাস-চৈতন্য এই উভয়ের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ১৯৬ ॥

এই স্থলে বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যার্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন।— রাজর্ষিজনক স্বীয় গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে এইরূপে আত্মতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মতত্ত্ববিষয়ে রাজর্ষি জনকের বিশেষ-রূপে পরিবোধনার্থ বিজ্ঞানময় অবধি আরম্ভ করিয়া তন্মতন্নরূপে বিচারপূর্ব্বক অবশেষে অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপে পর্য্যবসান করিয়াছিলেন। (যাজ্ঞবল্ক্য জন-কের নিকট যতপ্রকার আত্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে

क्रीऽयमात्मेत्येवमादौ सर्वत्रात्मविचारतः।
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेषतां श्रुतौ॥ १९८॥
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्मा विवेकतः।

एवं बृहदारण्यकेऽसङ्गात्मपरिशेषप्रकारं प्रदर्श्य ऐतरेयादिश्रुत्यन्तरेष्वपि तद्दर्शयति क्रीऽयमात्मेत्येवमादाविति। क्रीऽयमात्मेति वयमुपास्यः कतरः स आत्मेत्येवमादावात्मविचारे-ष्वात्मःकरणोपाधिमात्मानमारभ्य प्रज्ञानमात्रात्मकः कूटस्थः परिशेषितः एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् एवं श्रुतियुक्तिपर्य्यालोचनायाम् उभयात्मकस्य भोक्तुर्मिथ्यात्वं पारमार्थिकस्यासङ्गस्य कूटस्थस्याभोक्तृत्वं सिद्धम्॥ १९८॥

ननु कथमात्मा भोक्तुर्मिथ्यात्वे प्राणिनां तस्मिन् सत्यत्वबुद्धिः कुतो जायत इत्याशङ्क्याह कूटस्थसत्यतामिति। आत्मा लोकप्रसिद्धो भोक्ता विवेकतः स्वस्य कूटस्थादिविवेकज्ञानाभावेन

সকলমতই খণ্ডিত হইয়া আত্মা যে অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ, এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইল। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় রহিল না)॥ ১৯৭॥

আত্মার অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপতা বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, এইক্ষণ ঐতরেয় শ্রুতির প্রমাণদ্বারা আত্মার অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—আত্মার স্বরূপ কি প্রকার? আমরা তাঁহার কোন্ প্রকার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিব? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরকালে বহু তর্কবিতর্কের পর ইহাই মীমাংসিত হইল যে, "আত্মা কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ"। এইরূপ সর্ব্বত্র আত্মতত্ত্ব বিচারস্থলে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হইলে উভয়াত্মক অবধি নানারূপ আত্মস্বরূপের বিচার করিয়া কূটস্থচৈতন্যেতে পর্য্যবসান হইয়াছে। (পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিযুক্তির পর্য্যালোচনদ্বারা উভয়াত্মক আত্মার ভোক্তৃত্ব নিরাকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কূটস্থচৈতন্যের ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইল)॥ ১৯৮॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, উভয়াত্মক আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই। তবে প্রাণিদিগের কেন সেই আত্মার প্রতি সত্যত্ব বুদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা উভয়াত্মকরূপে আত্মার ভোক্তৃস্বরূপের মিথ্যাত্ব প্রতীত হইল, তথাপিও লোকে ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা অবিবেকবশতঃ কূটস্থ-

তাত্ত্বিকী ভোক্তৃতা মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি ॥ ১৯৯ ॥
ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি।
এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ ॥ ২০০ ॥
ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেষ্বনুরজ্যতাম্।
ভোক্তর্য্যেব প্রধানেঽতোঽনুরাগং তং বিধিষ্যতি ॥ ২০১ ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।

কূটস্থনিষ্ঠ সত্যত্বমাত্মন্যধ্যস্য তদ্দ্বারা স্বনিষ্ঠস্য ভোক্তৃত্বস্যাপি সত্যতা কদাচিদপি ন হাতুমিচ্ছতি ॥ ১৯৯ ॥

ননু তর্হি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতীত্যাত্মশেষত্বং ভোগ্যস্য কথং প্রতিপাদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ন কূটস্থাত্মশেষত্বং প্রতিপাদ্যতে কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধীভয়াত্মকভোক্তৃশেষত্বমেব শ্রুত্যানূদ্যত ইত্যাহ ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায়েতি। লোকে যো ভোক্তা স স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিভোগোপকরণমিচ্ছতীত্যয়ং লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ ন্যূর্থান্তরং প্রতিপাদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য ভোক্তর্য্যেব প্রেমবিধানায়েত্যাহ ভোগ্যানামিতি। ভোগ্যানাং পতিজায়াদীনাং ভোক্তুঃ স্বস্য ভোগোপকরণত্বাৎ ভোগ্যেষ্বনুরাগো ন কর্ত্তব্যঃ কিন্তু প্রধানভূতে ভোক্তর্য্যেবানুরাগঃ কর্ত্তব্যঃ ইতি বিধানায়েত্যর্থঃ ॥ ২০১ ॥

ভোগ্যেষু প্রেমত্যাগপুরঃসরমাত্মপ্রেমকর্ত্তব্যতায়া দৃষ্টান্তত্বেনেশ্বরে প্রেমপ্রার্থনাপুরঃসরং পুরাণ-

---

চৈতন্যের যে সত্যত্ব আছে, তাহা সেই উভয়াত্মক মিথ্যাভূত আত্মাতে আরোপ করিয়া তাহাকেই সত্য জ্ঞান করে। (অবিবেকী লোক ভ্রান্তির বশীভূত হইয়াই এইরূপ মিথ্যাভূত উভয়াত্মক আত্মাকে সত্যজ্ঞান করে ॥ ১৯৯ ॥

শ্রুতিতে এইরূপ লৌকিক বৃত্তান্ত সম্যকরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভোক্তা আপনার ভোগের নিমিত্তই পতিপত্নী প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের আপনার কামনা পরিপূরণার্থই সর্ব্বপ্রকার প্রিয়বস্তুর অভিলাষ হয় ॥ ২০০ ॥

সেই ভোক্তা আত্মার প্রতি প্রেম বিধানার্থ তাহাতে অনুরাগ করা বিধেয়। পতিপত্নী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু সকল ভোক্তার অধীন, অতএব তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ করা বৃথা। অতএব স্বাধীন ও প্রধান ভোক্তার সত্যস্বরূপের প্রতিই অনুরাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২০১ ॥

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥ ২০২ ॥
ইতি ন্যায়েন সর্ব্বস্মাত্ ভোগ্যজাতাদ্ বিরক্তধীঃ।
উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তর্য্যেবং বুভুক্ষতে ॥ ২০৩ ॥
স্রক্চন্দনবধূবস্ত্রসুবর্ণাদিষু পামরঃ।

বচনমুদাহরতি যা প্রীতিরিতি। অবিবেকিনামাত্মজ্ঞানশূন্যানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী দৃঢ়া যা প্রীতিরস্তি হে নাথ ত্বচ্ছীপতে সা প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতস্ত্বাং সদা চিন্তয়তো মম হৃদয়াৎ মনসঃ সর্পতু অপগচ্ছতু মম মনোবিষয়েষ্বাসক্তিং পরিত্যজ্য ত্বয্যেব তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। যদ্বা অবিবেকিনাং বিষয়েষু যা যাদৃশী দৃঢ়া প্রীতিরস্তি সা তাদৃশী বিষয়েষু বিদ্যমানা প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতো মে হৃদয়ান্নাপগচ্ছতু সদা তিষ্ঠত্বিত্যর্থঃ ॥ ২০২ ॥

ভবত্বেবং পুরাণে শ্রুতৌ কিমায়াতমিত্যত আহ ইতি ন্যায়েনেতি। ইত্যনেন পুরাণোক্ত-ন্যায়েন সর্ব্বস্মাৎ ভোগ্যজাতাৎ পতিজায়াদিলক্ষণাৎ বিরক্তধীঃ বিরক্তা ধীর্যস্যাসৌ বিরক্তধীঃ পুরুষঃ তাং ভোগ্যগোচরাং প্রীতিং ভোক্তর্য্যাত্মন্যুপসংহৃত্য এবমাত্মানং বুভুক্ষতে ভোক্তুমিচ্ছতি ॥ ২০২ ॥

এবমাত্মন্যেব প্রেমোপসংহারে ফলিতং সদৃষ্টান্তমাহ স্রক্চন্দনেতি। পামরঃ পৃথগ্জনঃ

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভোগ্যবস্তুতে অনুরাগ-ত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন ও প্রধান ভোক্তার সত্যত্বের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ করিবে, এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপে পুরাণ বচন প্রদর্শন করিতেছেন।—হে ঈশ্বর! আমি তোমাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়েতে যে প্রকার দৃঢ় প্রীতি জন্মে, আমার যেন সেইরূপ প্রীতি তোমার প্রতি দৃঢ়রূপে থাকে, কখনও যেন তোমার প্রীতি অন্তঃকরণ হইতে বিযুক্ত না হয় এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ন্যায় অসত্য বিষয়ে যেন কখনও প্রীতি না জন্মে। অজ্ঞানিদিগের চিত্ত যেরূপ বিষয়েতে অনুরক্ত হয়, আমার চিত্ত সেইরূপে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকুক ॥ ২০২ ॥

বিবেকী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিবেক জ্ঞানদ্বারা পতিপত্নী প্রভৃতি অনিত্য ভোগ্যবস্তুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ঐ সকল বিনশ্বর ভোগ্যবস্তু হইতে দৃঢ়তর প্রীতিকে আনয়ন করিয়া ভোক্তার সত্যস্বরূপে স্থাপন করিবে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ উক্ত অনিত্য ভোগ্যবস্তুর প্রতি অনুরাগ করিবে না ॥ ২০৩ ॥

অপ্রমত্তো যথা তদ্বৎ প্রমাদ্যতি ভোগিষু ॥ ২০৪ ॥
কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যস্যতি নিরন্তরম্।
বিজিগীষুর্যথা তদ্বন্মুমুক্ষুঃ স্বং বিচারয়েৎ ॥ ২০৫ ॥
জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা।
স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া তদ্বৎ শ্রদ্ধ্যাৎ স্বে মুমুক্ষয়া ॥ ২০৬ ॥

স্বর্গাদিবিষয়ে যথা অপ্রমত্তঃ সাবধানো ভবতি এবং মুমুক্ষুরপি আত্মনি বিষয়ে ন প্রমাদ্যতি অনবধানং ন করোতি কিন্তু তস্মিন্নেবৈব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ২০৪ ॥

অনবধানাভাবমেব বহুভির্দৃষ্টান্তৈঃ স্পষ্টয়তি কাব্যনাটকেতি। যথা বিজিগীষুঃ প্রতিবাদিজয়কামঃ স্বস্য স্বীয়ে প্রধানঃ পুরুষো নিরন্তরং কাব্যাদীনভ্যস্যতি এবং মুমুক্ষুরপি সদাত্মানং বিচারয়েৎ ॥ ২০৫ ॥

জপযাগেতি। যথা বৈদিকঃ স্বর্গার্থী তৎসাধনানি জপাদীনি শ্রদ্ধাপুরঃসরম্ অনুতিষ্ঠতি যথা মুমুক্ষুর্মোক্ষেচ্ছয়া স্বে স্বীয়ে আত্মনি বিশ্বাসং কুর্য্যাৎ ॥ ২০৬ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিরা যেরূপ স্রক্‌চন্দন, বনিতা, বস্ত্র ও সুবর্ণ প্রভৃতি অনিত্য-বিষয়ের প্রতি সাবধানতাপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে দৃঢ়তর প্রীতি স্থাপন করে, তত্ত্বদর্শী বিবেকশালী ব্যক্তিরাও সেইরূপ ভোক্তার সত্যস্বরূপের প্রতি সাবধান হইয়া দৃঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিবেন। (অবিবেকীরা যেমন সর্ব্বদা স্রক্‌চন্দন বনিতাদি অনিত্যবিষয়চিন্তায় অনুরক্ত থাকে, বিবেকীরাও সেইরূপ সর্ব্বদা ভোক্তার সত্যস্বরূপ চিন্তায় নিরত থাকিবে) ॥ ২০৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অনবধানতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোক্তার সত্যস্বরূপে নিরত থাকিবে, এইক্ষণ কিরূপ মনঃ সংযোগপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে, তাহার বহুবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন সর্ব্বত্র বিজয়কামী ব্যক্তি প্রতিবাদীর জয়কামনায় একাগ্রচিত্তে নিরন্তর কাব্য, নাটক ও তর্কাদি বিবিধ শাস্ত্র অভ্যাস করে, সেইরূপ চিত্তের একাগ্রতাসহকারে মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তির নিমিত্তে আত্মতত্ত্ববিচার অভ্যাস করিবে ॥ ২০৫ ॥

যেমন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা করিয়া স্বর্গলাভের সাধনীভূত জপ, যজ্ঞ ও উপাসনাদি কার্য্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরত সেই সকল জপযজ্ঞা-

চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদিপ্রসিদ্ধ্যৈ বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া ॥ ২০৭ ॥
কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ।
যথা তদ্বদ্ বিবেকোঽস্যাপ্যভ্যাসাদ্ বিশদায়তে ॥ ২০৮ ॥

চিত্তৈকাগ্র্যমিতি। যোগী যোগাভ্যাসবান্ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলাভেচ্ছয়া মহায়াসেন চিত্তৈকাগ্র্যং যথা সম্পাদয়েৎ তদ্বদয়মপ্যাত্মানং সদা বিবিচ্যাৎ ইত্যাদিভ্যো বিবিচ্য জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥

নন্বেবম্ এতেষাং সদাভ্যাসেন কিং ফলম্ ইত্যত আহ কৌশলানীতি। যথা তেষাং কার্য্যাভ্যাসবতামভ্যাসপাটবেন তস্মিংস্তস্মিন্ বিষয়ে কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে এবমস্যাপি মুমুক্ষোরভ্যাসাদ্ বিবেকো দেহাদিভ্য আত্মনো ভেদজ্ঞানং বিশদায়তে স্পষ্টং ভবতি ॥ ২০৮ ॥

দির অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ মুক্তিকামী ব্যক্তিরা মোক্ষকামনায় শ্রদ্ধাপুরঃসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধানপুরুষ আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। (স্বর্গকামীরা স্বর্গসাধন জপযজ্ঞাদিতে যেরূপ অনুরাগ করে, মুমুক্ষুরাও মুক্তির সোপানস্বরূপ আত্মচিন্তায় অনুরাগ করিবে) ॥ ২০৬ ॥

যেমন যোগিগণ যোগসাধনে তৎপর হইয়া অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত মহাপরিশ্রম স্বীকার করিয়াও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করে, সেইরূপ মুমুক্ষুব্যক্তিরাও মুক্তিলাভার্থ অশেষ আয়াসসহকারে আত্মতত্ত্ব বিবেচনা করেন, অর্থাৎ তাঁহারা যোগিগণের ন্যায় দেহাদির বিচার করিয়া তন্মধ্যগত আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করেন ॥ ২০৭ ॥

যেমন বিজয়কামী, শ্রদ্ধাবান্ ও যোগিদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্যবিষয়ে অভ্যাসের পটুতাদ্বারা ক্রমশঃ সেই সেই বিষয়ে কৌশল ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ তাহারা আপন আপন কার্য্যসাধনে যত আলোচনা করে, ততই তাহাদিগের সেই বিষয়ে যেমন দক্ষতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মুমুক্ষুব্যক্তিরও আত্মবিচার অভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ বিবেকজ্ঞান নির্ম্মলীকৃত হয়। (মুমুক্ষুব্যক্তিরা যতই আত্মতত্ত্ব বিচারের পর্য্যালোচনা করিবে, ততই তাহাদিগের বিবেক শক্তির বৃদ্ধি হইয়া জ্ঞানের পরিপাক হইতে থাকে) ॥ ২০৮ ॥

विविञ्चता भोक्तृतत्त्वं जाग्रदादिष्वसङ्गता।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥ २०९ ॥
यत्र यद् दृश्यते द्रष्टा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु।
तत्रैव तत्रेतरत्रेत्यनुभूतिर्हि सम्मता ॥ २१० ॥

विवेकवैशद्यस्य फलमाह विविञ्चतेति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भोक्तृतत्त्वं भोक्तुः पारमार्थिकस्वरूपं विविञ्चता भोग्यजडजातेभ्यो भेदेन जानता पुरुषेण जाग्रदादिषु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिष्ववस्थासु साक्षिण्यसङ्गताध्यवसीयते निश्चीयत इत्यर्थः ॥ २०९ ॥

अन्वयव्यतिरेकौ दर्शयति यत्रेति। जाग्रदादिषु मध्ये यत्र यस्मिन् स्थाने जाग्रति स्वप्ने सुषुप्तौ वा यत् स्थूलं सूक्ष्ममानन्दश्चेति विविधं द्रष्टा साक्षिणा दृश्यतेऽनुभूयते तत्तत्त्वं तत्रैव तस्यामवस्थायां तिष्ठति इतरत्र न इतरस्यामवस्थायां नास्ति द्रष्टा तु सर्व्वत्रानुगतत्वया वर्त्तते इत्यनुभवः सर्व्वसम्मतः हि प्रसिद्धमेतदित्यर्थः ॥ २१० ॥

আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনাদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক হইলে, ভোক্তার তত্ত্ববিচারবশতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের অসঙ্গস্বরূপের পরিজ্ঞান নিশ্চয় হইতে থাকে। (পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অন্বয়ানুমান ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা জাগ্রদাদি অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ অসঙ্গচৈতন্যের স্বরূপজ্ঞান বদ্ধমূল হয়; কখনও সেই জ্ঞানে সংশয় থাকে না)॥ ২০৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অন্বয়ানুমান ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ আত্মার স্বরূপের পরিজ্ঞান নিশ্চয় হয়। এই শ্লোকে সেই অন্বয়ানুমান ও ব্যতিরেকানুমান নিরূপণ করিতেছেন।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে কি জাগ্রৎ অবস্থাতে, কি স্বপ্নাবস্থাতে, কি সুষুপ্তি অবস্থাতে, অথবা যে যে স্থানে স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দ এই ত্রিবিধ বস্তু দেখা যায় এবং সকল অবস্থাতে ও সকল স্থানেই যে যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহা সেই অবস্থারই পদার্থ। সেই সকল অবস্থার পদার্থের অন্য অবস্থায় উপলব্ধি হয় না। কিন্তু দ্রষ্টা জীব স্বয়ং সকল অবস্থাতেই গমন করেন, এই প্রকার যে অনুভবজ্ঞান, তাহাকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমান বলা যায়॥ ২১০ ॥

স যত্ তত্রেক্ষতে কিঞ্চিন্নেনানন্বাগতো ভবেৎ।
দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং পাপঞ্চেত্যেবং শ্রুতিষু ডিণ্ডিমঃ॥ ২১১॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২১২॥
এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।

ন কেবলমনুভবঃ কিন্ত্বাগমোঽপীত্যভিপ্রায়েণ স যত্ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যন্ননন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গী হ্যয়ং পুরুষঃ স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতীত্যাদি বাক্যব্যূহেন পঠতি স যত্ তত্রেতি। স আত্মা তত্র তস্যাঁ অবস্থায়াং যৎ কিঞ্চিৎ ভোগ্যম্ ঈক্ষতে পশ্যতি তেন দৃশ্যেনানন্বাগতো ভবেদনুগতো গতো ন ভবেৎ কিন্তু স্বয়মেবাবস্থান্তরং গচ্ছতীত্যর্থঃ পুণ্যং পুণ্যফলং সুখং পাপং তৎফলং দুঃখঞ্চ দৃষ্ট্বৈবানাদাবিত্যর্থঃ॥ ২১১॥

ভীক্তস্তত্ত্ববিবেচনপরাণি শ্রুত্যন্তরাণি দর্শয়তি জাগ্রৎস্বপ্নেতি। যৎ সত্যজ্ঞানানন্দলক্ষণং ব্রহ্ম সাক্ষিরূপেণাবস্থিতং তৎ জাগ্রদাদিপ্রপঞ্চং প্রকাশতে প্রকাশয়তি তৎ ব্রহ্মাহমস্মি মনুষ্যচিদাভাসাত্মকমস্মীতি জ্ঞাত্বা শ্রুত্যনুভবাভ্যাং নিশ্চিত্য সর্ব্বপ্রতিবন্ধৈঃ প্রমাত্বকর্ত্তৃত্বাদিভিঃ প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ সর্বাত্মনা মুচ্যতে॥ ২১২॥

এক এবাত্মেতি। জাগ্রদাদিষ্ববস্থাসু এক এবাত্মা মন্তব্যঃ এবং বিবেকজ্ঞানেন স্থান

শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টাজীব সেই সকল স্বপ্নাদি অবস্থাতে যে সকল বিষয় উপলব্ধি করেন, সেই সকল বিষয়ের অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তাহাদিগের সহিত সেই দ্রষ্টাজীবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি যে অবস্থাতে যে সকল বিষয়ভোগ করেন, সেই সকল বিষয় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেও তিনি সেই পূর্ব্ব অবস্থাতেই থাকেন। কিন্তু কখন কখন স্বয়ংই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ২১১॥

"পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়স্বরূপ এই প্রপঞ্চবিশ্ব যিনি প্রকাশ করিতেছেন, আমি সেই নিত্যচৈতন্য পরমব্রহ্মস্বরূপ" যিনি এই প্রকার জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া নিত্যধামে গমন করিতে পারেন॥ ২১২॥

"আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়েই একরূপে থাকেন, তিনি

স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২১৩ ॥
ত্রিষু ধামসু যৎ ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিদ্ধাতোঽহং সদাশিবঃ ॥ ২১৪ ॥
এবং বিবেচিতে তত্ত্বে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ।
চিদাভাসো বিকারী যো ভোক্তৃত্বং তস্য শিষ্যতে ॥ ২১৫ ॥

ব্যতীতস্যাবস্থাত্রয়াৎ বিবিক্তস্যাত্মনঃ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে এতচ্ছরীরপাতানন্তরং শরীরান্তরপ্রাপ্তির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১২ ॥

ত্রিষু ধামস্বিতি। ত্রিষু ধামসু ত্রিষ্ববস্থানেষু যদ্ ভোগ্যং স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দরূপং যশ্চ ভোক্তা বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞরূপী যশ্চ ভোগস্তদুভয়রূপশ্চেতি বিদ্যন্তে তেভ্যঃ স্থানাদিভ্যো বিলক্ষণো যশ্চিদ্ধাতুরূপঃ সাক্ষী সদাশিবঃ নিরতিশয়ানন্দরূপত্বেন সর্ব্বদা শোভনঃ পরমাত্মাস্মি সোঽহমস্মীত্যর্থঃ ॥ ২১৪ ॥

এবং বিবেকেনাত্মতত্ত্বেঽসঙ্গে নিশ্চিতে সতি ভোক্তৃত্বং কস্য ইত্যত আহ এবমিতি। যো বিজ্ঞানময়শব্দেনাভিধীয়মানঃ চিদাভাসস্তস্য বিকারিত্বাৎ ভোক্তৃত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২১৫ ॥

অদ্বিতীয়” যে ব্যক্তি এইরূপে তিন অবস্থাতেই তাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন, সেই ব্যক্তি সংসারে জন্মমৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম বা মৃত্যু যাতনাভোগ হয় না। (তাহার এই শরীরের পতন হইলে পুনর্ব্বার শরীরান্তর পরিগ্রহ হইতে পারে না) ॥ ২১৩ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে, আত্মা সেই সকল পদার্থের অতীত। তিনি মঙ্গলময় ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং উক্তরূপ আত্মাই আমি, এইরূপ বিচারকে আত্মতত্ত্ব-বিচার বলা যায় ॥ ২১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা অসঙ্গচৈতন্যের আত্মত্ব স্থিরীকৃত হইল, এইক্ষণ কাহাকে ভোক্তা বলা যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় ভোক্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তি অনুসারে আত্মতত্ত্ববিচার করিয়া এই প্রতিপন্ন হইল যে, যিনি বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য, বিকারী, উভয়াত্মক ও আভাস-

মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি।
ইন্দ্রজালং জগৎ প্রোক্তং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ ॥ ২১৬ ॥
বিলীনোঽস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা হ্যনুভূয়তে।
এতাদৃশং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১৭ ॥
বিবিচ্য নাশং নিশ্চিত্য পুনর্ভীষং ন বাঞ্ছতি।

ননু চিদাভাসস্য ভোক্তৃত্বাঙ্গীকারে কস্য কামায়েতি বচো ভোক্তৃভাববিবক্ষয়েতি পূর্ব্বোক্তং বিরুণ্ধীত ইত্যাশঙ্ক্য তস্য বচনস্য পারমার্থিকভোক্তৃভাবপরত্বমভিপ্রেত্য ভোক্তৃচিদাভাসস্য মিথ্যাত্বং সাধয়তি মায়িকোঽয়মিতি। অয়ং চিদাভাসো মায়িকো মৃষাত্মক শ্রুতেঃ জীবেশ্বরাভাসেন করোতীতি শ্রুতেঃ অনুভবাদপি দ্রষ্টাদিত্রিতয়মধ্যবর্ত্তিত্বেনানুভূয়মানত্বাদপীত্যর্থঃ। তদেবোপপাদয়তি ইন্দ্রজালমিতি। ইন্দ্রজালবন্মিথ্যাভূতে জগদন্তর্ভূতত্বাদস্যাপি মিথ্যাত্বং তত্ত্বতোঽনুভূয়তে বিদ্বদ্ভিরিতি শেষঃ। যস্মাজ্জগদন্তঃপাতী হ্যতো মৃষেতি যোজনা ॥ ২১৫ ॥

অস্য জগত ইব বিনাশিত্বানুভবাদপি মৃষাত্বমিত্যাহ বিলীনোঽস্যেতি। মূর্চ্ছাদিরাদিশব্দার্থঃ। ভবতু মৃষাত্বং ততঃ কিমিত্যত আহ এতাদৃশমিতি। যদা কূটস্থাদ্ বিবেচিতশ্চিদাভাসো মায়িকো জাতস্তদা স্বস্বভাবং স্বতত্ত্বম্ এতাদৃশং মৃষাত্মকং পুনঃ পুনর্ব্বিবিনক্তি কূটস্থাদ্ বিবিচ্য জানাতি ॥ ২১৭ ॥

চৈতন্যস্বরূপ জীব, তিনিই এই জগতে ভোক্তা। জীবভিন্ন ভোক্তা আর কেহ হইতে পারে না, অতএব জীবেরই ভোক্তৃত্ব নিরূপিত হইল ॥ ২১৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে জীবের ভোক্তৃত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, এই শ্লোকে সেই জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রুতিপ্রমাণ ও অনুভবদ্বারা জানা যায় যে, জীবের স্বরূপ মায়াময়; যেহেতু এই জগৎ ইন্দ্রজালরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব সেই জগতের অন্তঃপাতী এই জীবকেও মায়াময় বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ২১৬ ॥

এই জীব সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে লয়প্রাপ্ত হয়, কেবল সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য তাহা অনুভব করেন। জীব এই প্রকার স্বীয় অনিত্যমায়িক স্বভাব পুনঃ পুনঃ আলোচনা করেন ॥ ২১৭ ॥

মুমূর্ষু ব্যক্তি যখন মৃত্যু অবস্থায় ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, তখন যেমন

সুমূর্ষুঃ প্রাবিতী ভূমৌ বিবাহং কোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ২১৮ ॥
জিঘ্রেতি ব্যবহর্ত্তুঞ্চ ভোক্তাহমিতি পূর্ব্ববৎ।
ছিন্ননাস্য ইব ক্লীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে ॥ ২১৯ ॥
যদা স্বস্যাপি ভোক্তৃত্বং মন্তুং জিঘ্রেত্যয়ং তদা।

ততোঽপি কিমিত্যত আহ বিবিচ্য নাশমিতি। স্ববিনাশনিশ্চয়ে ভোগেচ্ছাভাবে দৃষ্টান্তমাহ সুমূর্ষুরিতি ॥ ২১৮ ॥

কিঞ্চ পূর্ব্ববদহং ভোক্তেতি ব্যবহর্ত্তুমপি লজ্জত ইত্যাহ জিঘ্রেতীতি। তর্হি জ্ঞানীত্যস্য ততঃ প্রারব্ধাবসানপর্য্যন্তং কথং ব্যবহরতীত্যত আহ ছিন্ননাস্য ইতি। ক্লীতো লজ্জিতঃ ক্লিশ্যন্নেদানীমপি কর্ম্ম ক্ষীয়তে ইতি ক্লেশমনুভবন্ প্রারব্ধমশ্নুতে প্রারব্ধকর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২১৯ ॥

ইদানীং জ্ঞানানন্তরং সাক্ষিণো ভোক্তৃত্বাভাবঃ কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধ ইত্যাহ যদেতি। অয়ং

তাহার আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ জীব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বিচারদ্বারা আপনার অনিত্যমায়িকস্বভাব নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার আর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। (যে আপনার অবশ্যম্ভাবী বিনাশ নিশ্চয় করিয়াছে, সে কখনও বিষয়ভোগ করিতে চাহে না) ॥ ২১৮ ॥

জ্ঞানিগণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে যখন বিষয়ের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করেন, তখন তিনি আপনাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিতেও ঘৃণাবোধ করিয়া থাকেন। যদি জ্ঞানিদিগের আপনাকে ভোক্তা বলিতেও ঘৃণাবোধ হয়, তবে তাহারা প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগাবসানপর্য্যন্ত কিরূপে বিষয়ভোগ করেন? ইহার উত্তর এই যে, যেমন কোন ব্যক্তির নাসিকা কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত লজ্জায় জড়ীভূত হইয়াই লোকসমাজে মুখ দেখায়, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তিও নিতান্ত লজ্জায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ অগত্যা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলমাত্র ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১৯ ॥

"আমিই জগতের যাবতীয় বিষয়ভোগ করি, সুতরাং আমিই ভোক্তা।" জীব যখন এইরূপে আপনাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করে, তখন সাক্ষিস্বরূপ অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে ভোক্তৃত্বের যে আরোপ হয়, তাহা মিথ্যা এই কথা অযথার্থ হইতে পারে না। "অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ

साक्षिण्यारोपयेदेतदिति कैव कथा इयं ॥ २२० ॥
इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशङ्कया।
कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥ २२१ ॥
स्थूलं सूक्ष्मं कारणञ्च शरीरं त्रिविधं स्मृतम्।
अवश्यं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ २२२ ॥

चिदाभासः स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुम् अहं भोक्तेति भातुं जिह्रेति विलज्जते यदा तदा एतत् स्वगतं भोक्तृत्वं साक्षिण्यसङ्गे आरोपयदिति इयं कथार्थशून्या कैव न कापीत्यर्थः ॥ २२० ॥

उक्तमर्थं श्रुत्यारूढं करोति इत्यभिप्रेत्येति। कस्य कामायेति श्रुतिरित्यर्थः कूटस्थस्य चिदाभासस्य वा पारमार्थिकभोक्तृत्वाभावमभिप्रेत्याविशङ्कया शङ्काराहित्येन भोक्तारमाक्षिपति निराकरोति। भवत्येवं भोक्तर्यपः ततः किमित्यत आह तत्र इति। ज्वरो ज्वरणं सन्तापः ॥ २२१ ॥

तत्त्वविदः शरीरानुज्वराभावं दर्शयितुं शरीरभेदं तत्र तत्र ज्वरसद्भावञ्च दर्शयति स्थूलमिति ॥ २२२ ॥

সর্ব্বসাক্ষী আত্মা কোন বিষয়ভোগ করেন না” এই কথাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ২২০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবচৈতন্য বাস্তবিক অসঙ্গকূটস্থচৈতন্যের স্বরূপমাত্র। অজ্ঞানবশতই তাঁহাতে মিথ্যা ভোক্তৃত্বের আরোপ হয়। এই তাৎপর্য্য অভিপ্রায় করিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীব সর্ব্ববিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞানোদয়ের পর জীবের কোন বিষয়ে কামনামাত্রও থাকে না; সুতরাং তখন জীব আর কি কামনায় বা কোন্ বিষয়ে স্পৃহা করিয়া শরীরের অনুগামী হইয়া জীর্ণ হইবে?। স্বরূপতঃ জীব অসঙ্গ। (শরীরের অনুবর্ত্তী না হইলে জীবের কোনরূপ দুঃখভোগ হইতে পারে না) ॥ ২২১ ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা যে কেবল শরীরমাত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াই এই সংসারে জীর্ণ ও সন্তাপিত হয়েন না, তাহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ত্রিবিধ শরীর ও সেই সেই শরীরের অভ্যন্তরস্থ জ্বর নিরূপণ করিতেছেন।—প্রাণিমাত্রেরই স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীর এই তিনপ্রকার শরীর আছে,

वातपित्तश्लेष्मजन्या व्याधयः कोटिशस्तनौ।
दुर्गन्धत्वं कुरूपत्वं दाहभङ्गादयस्तथा ॥ २२३ ॥
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः।
ज्वरादयोऽपि बाधन्ते प्राप्यप्राप्या नरं क्रमात् ॥ २२४ ॥

तत्र स्थूलशरीरे ज्वरास्तावदाह वातपित्तेति ॥ २२३ ॥

सूक्ष्मशरीरे ज्वरान् दर्शयति कामेति। कामादीनां शान्त्यादीनाञ्च ज्वरत्वमुपपादयति द्वयेइति। द्वयेऽपि द्विधा अपि क्रमेण प्राप्यप्राप्तिभ्यां नरं बाधन्ते अतो ज्वरसाम्यात् ज्वरा इत्युच्यन्त इत्यर्थः ॥ २२४ ॥

এবং এই তিনপ্রকার শরীরেই সেই সেই শরীরের উপযুক্ত তিনপ্রকার জ্বর অবশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২২২ ॥

প্রথমতঃ স্থূলশরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন,—স্থূলশরীরের যে জ্বর আছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যেহেতু বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত কোটি কোটি ব্যাধি স্থূলশরীরকে আক্রমণ করে এবং তাহাতে দুর্গন্ধত্ব, কুরূপত্ব, গাত্রদাহ ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষ জন্মে, এই সকলই স্থূলশরীরের জ্বর। এতদ্ভিন্ন কতপ্রকার অসংখ্য যন্ত্রণা যে শরীরে উপস্থিত হয়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? প্রায় সকল জীবের শরীরেই উক্ত দোষসকল অনুভূত হয়, অতএব স্থূলশরীরে যে জ্বর আছে, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২২৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে স্থূলশরীরের জ্বর নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা সূক্ষ্মশরীরবর্ত্তী জ্বর এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা ইহাদিগকে লিঙ্গশরীরের জ্বর বলা যায়, যেহেতু কামাদি সকলই আপন অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে জীবের ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। (যখন অভিলষিত বস্তুর লাভ হয় না এবং অনভিমত বস্তুর প্রাপ্তি হয়, তখন সকলেরই মনে ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সকল জীবই অনুভব করিতে পারে; সুতরাং কামক্রোধাদিদ্বারা যে, লিঙ্গশরীর জীর্ণ হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইল।) অতএব কামক্রোধাদিকে লিঙ্গশরীরের জ্বর বলা যায় ॥ ২২৪ ॥

स्वं परञ्च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे।
आगामिदुःखबीजञ्चेत्येतदिन्द्रेण दर्शितम् ॥ २२५ ॥
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः।
वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नासते ॥ २२६ ॥

कारणशरीरगतौ ज्वरः छान्दोग्यश्रुतावुक्त इत्याह स्वं परञ्चेति। नहि खलूयमेव सम्प्रत्यात्मानं जानात्यवमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति वाक्येन स्वपरज्ञानशून्यत्वमज्ञाने नष्टप्रायत्वं परेद्युरागामिदुःखबीजवासनासद्भावश्च इन्द्रेण शिष्येण गुरोः प्रजापतेः पुरतो निवेदितमित्यर्थः ॥ २२५ ॥

एवं त्रिष्वपि शरीरेषु ज्वरानभिधाय तेषामपरिहार्यत्वमाह एत इति। त्रिष्वपि शरीरेषु प्रतीयमाना एते ज्वराः शरीरैः सहोत्पत्तेन स्वाभाविकाः सम्मताः। स्वाभाविकत्वं व्यतिरेकमुखेन दृढयति वियोगेतिति। यतः कारणात् एभिर्ज्वरैः सेषां शरीराणां वियोगे तानि शरीराणि नासते एव नैव भवन्ति अतः स्वाभाविका इत्यर्थः ॥ २२६ ॥

এইক্ষণে ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা কারণ শরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন।—ঐ শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র কহিয়াছেন, সুষুপ্তিসময়ে জগতের কারণ অজ্ঞান বিনষ্টপ্রায় হইলেই জীব আপনাকে কিম্বা অপরকে জানিতে পারে না; (যখন জীবের অজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তখনই আত্মপর বোধ হয়। অজ্ঞানের বিনাশে কেবা আপন, কেবা পর কিছুই বোধ হয় না।) কিন্তু সেই সময়েও ভবিষ্যৎকালে দুঃখের কারণস্বরূপ যে বাসনারূপ বীজ বিদ্যমান থাকে, এই বাসনাকেই কারণ শরীরের জ্বর বলা যায় ॥ ২২৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে যে তিনপ্রকার শরীরের তিনরূপ জ্বর নিরূপিত হইয়াছে, ঐ সকল জ্বর সেই সেই শরীরের স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া জানিবে। কারণ ঐ সকল জ্বরের অভাবে শরীর সকল কোনরূপেও থাকিতে পারে না। (ঐ সকল জ্বর শরীরের সহিত উৎপন্ন হয় এবং উহাদিগের নাশেই শরীরের বিনাশ হইয়া থাকে) ॥ ২২৬ ॥

तन्तोर्व्वियुज्येन्न पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा।
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम् ॥ २२७ ॥
चिद्भासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः।
प्रकाशैकस्वभावत्वमेव दृष्टं न चेतरत् ॥ २२८ ॥
चिदाभासेऽप्यसम्भाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा।

तत्र दृष्टान्तमाह तन्तोरिति ॥ २२७ ॥

इदानीं कूटस्थे ज्वराभावं कैमुतिकन्यायेन दिदर्शयिषुश्चिदाभासे तावज्ज्वराभावं दर्शयति चिदाभासे इति। चिदाभासे स्वतः शरीरत्रयगतज्वरसम्बन्धमन्तरेण न कोऽपि ज्वरः विद्यते। कुत इत्यत आह यतश्चित इति। चितः प्रकाशैकस्वभावस्य विद्वदनुभवसिद्धत्वात् तत्प्रतिबिम्बितस्यापि चिदाभासस्य तथात्वमेष्टव्यमित्यभिप्रायः ॥ २२८ ॥

यदर्थं चिदाभासे ज्वराभाव उपपादितस्तदिदानीं दर्शयति चिदाभास इति। यदा

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরগত জ্বরসকল শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাদিগের নাশেই শরীরের বিনাশ সাধন হয়, এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে।—যেমন বস্ত্রমধ্যগত সূত্রসকল বিযুক্ত হইলে আর সেই বস্ত্র থাকে না, কম্বলস্থ লোমসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই কম্বলকে আর কম্বল বলা যায় না এবং ঘটগত মৃত্তিকা বিনষ্ট হইলে পুনর্ব্বার সেই ঘটকে দেখা যায় না। সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী বাত-পিত্তাদি জ্বরসকল বিনষ্ট হইলে আর সেই শরীরও থাকিতে পারে না ॥২২৭॥

এইক্ষণ আভাসচৈতন্যরূপ জীবের স্বরূপে এবং সাক্ষিচৈতন্যরূপ পর-ব্রহ্মেতে জ্বরাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন।—জীবের চৈতন্যস্বরূপে পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার জ্বর সম্ভব হয় না, যেহেতু চৈতন্যের প্রকাশস্বভাব ব্যতীত তাঁহার আর স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না। (তিনি সর্ব্বদাই একরূপ অবস্থাতে থাকেন; সুতরাং তাঁহার অন্য কোন জ্বর নাই, কেবল শরীরত্রয় সম্বন্ধকেই জীবের জ্বর বলা যাইতে পারে) ॥ ২২৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবের জ্বরাভাব প্রতিপাদন করা হই-য়াছে, এই শ্লোকে সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্বরাভাব প্রতিপাদন করি-

एवमेवैकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥ २२९ ॥
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये ।
तत् सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ २३० ॥
एतस्मिन् भ्रान्तिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ।
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत् ॥ २३१ ॥

चिदाभासेऽपि ज्वराः न सम्भाव्यन्ते तदा न साक्षिणि सम्भवन्तीति किमुत वक्तव्यमिति भावः। ननु नर्त्यहं ज्वरामीत्यनुभवस्य का गतिरित्यत आह एवमिति ॥ २२९ ॥

एकतां मेन इति संक्षेपोक्तमर्थं प्रपञ्चयति साक्षीति। चिदाभासः स्वेन सहिते शरीरत्रये साक्षियत सत्यत्वम् अध्यस्य तत् सर्वं ज्वरवत् शरीरत्रयं स्वस्य वास्तवं रूपम् इति मन्यत इत्यर्थः ॥ २३० ॥

एवं भ्रान्तिज्ञाने सति किं भवतीत्यत आह एतस्मिन्निति। अयं चिदाभासः अस्यां भ्रान्तिवेलायां शरीरनिष्ठं ज्वरं स्वात्मन्यारोपयतीत्यर्थः। तत्र दृष्टान्तमाह कुटुम्बिवदिति ॥ २३१

তেছেন।—যদি আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবের জ্বর অসম্ভব হইল, তবে সাক্ষি-চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্বর নাই, ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। জীবের যে কখন কখন জ্বর অনুভূত হয়, তাহা অজ্ঞানের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জীবের জ্বর স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ২২৯ ॥

সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের যে সত্যত্ব আছে, অজ্ঞানবশতঃ ঐ সত্যত্ব স্থূলশরীর, লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর এই শরীরত্রয়ে আরোপ করিয়া অজ্ঞানীরা ঐ শরীরত্রয়কে সত্যজ্ঞান করে এবং ঐ সকল শরীরকে আভাসচৈতন্যের স্বরূপ বলিয়া জানে। এই সকল জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ হয় ॥ ২৩০ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শরীরের জ্বর দর্শন করিয়া "আমি জীর্ণ হইলাম" লোকের এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ত্রিবিধ শরীরের জ্বরদ্বারাই জীব স্বয়ং জীর্ণ বলিয়া জ্ঞান করে; স্বরূপতঃ তাহা সত্য নহে। যেহেতু জীবের জ্বর যে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেমন অসংসারী চৈতন্যেতে সংসারিত্বের মিথ্যা

पुत्रदारेषु दृष्टेषु दृष्टामीति यथा तथा।
मन्यते पुरुषस्तद्वदाभासोऽप्यभिमन्यते ॥ २३२ ॥
विविच्य भ्रान्तिमुज्झित्वा स्वमप्यगणयन् सदा।
चिन्तयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ २३३ ॥
अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने।

दृष्टान्तं विशदयति पुत्रेति ॥ २३२ ॥

एवमविवेकदशायां चिदाभासे भ्रान्त्या ज्वरं प्रदर्श्य विवेकदशायां तदभावं दर्शयति विविच्येति। चिदाभासः कूटस्थं स्वात्मानं शरीराणि च विविच्य भेदेन ज्ञात्वा इदं सर्वं मम वास्तवरूपमिति मन्यते इत्युक्तां भ्रान्तिं परित्यज्य स्वस्याभासरूपत्वज्ञानेन स्वस्मिन्नप्यादरमकुर्वन् स्वस्य निजं रूपं ज्वरादिरहितं साक्षिणं सदा चिन्तयन् कस्मात् शरीरमनुसंज्वरेत् इति जुरवत् शरीरमनुसृत्य स्वयं कस्मात् संज्वरेत् न संज्वरेदेवेत्यर्थः ॥ २३३ ॥

भ्रान्तिज्ञानतत्त्वज्ञानयोर्जुरतदभावकारणत्वं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति अयथावस्तुति रज्ज्वादौ कल्पितस्य सर्पादेर्ज्ञानं पलायने कारणं भवति आदिशब्देन स्थाणौ कल्पितचौरो

আরোপ হয়, সেইরূপ জরশূন্য জীবের জ্বরের মিথ্যা আরোপ হইয়া থাকে ॥ ২৩১ ॥

যেমন পুত্রকলত্রাদি পরিবারের মধ্যে কাহারও জ্বরাদি হইলে অজ্ঞানবশতঃ "আমিই জীর্ণ হইলাম" এইরূপ বৃথা পরিতাপ ও শোক উপস্থিত হয়, সেইরূপ শরীরত্রয়ের জ্বর অনুভব করিয়াই অজ্ঞানবশতঃ জীব সেই সকল জ্বর আপনার জ্বর বলিয়া স্বীকার করে। ইহা কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য ॥২৩২॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই স্বীয় শরীরে আপনার জ্বরবোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানীদিগের সেইরূপ বোধ হয় না। কারণ তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই আপনার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে; সুতরাং তখন আর তাঁহারা শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হইবেন কেন? ॥ ২৩৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানীব্যক্তিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহারা আর শরীরের অনুবর্ত্তী হয়েন না। এইক্ষণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা উক্ত

रज्जुज्ञानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥ २३४ ॥
मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्तत्वसिद्धये ।
क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥ २३५ ॥
आवृत्तपापनुत्यर्थं स्नानाद्यावर्त्तते यथा ।

रज्जुते रज्ज्वादिज्ञानेन सर्पादिबुद्धिनिवृत्तौ तदपि पलायनमनुशोचति तथा कृतं मयेत्यनुतप्यत इत्यर्थः ॥ २३४ ॥

साक्षिणं सदा चिन्तयन्नित्युक्तं दृष्टान्तेन स्पष्टयति मिथ्याभियोगदोषस्येति। यथा लोके मिथ्याभियोगकर्त्ता तद्दोषस्य प्रायश्चित्तार्थं पुनः पुनः क्षमापयति एवमयं चिदाभासोऽपि साक्षिण्यसङ्गात्मनि भीकृत्वाध्यारोपलक्षणमिथ्याभियोगदोषप्रायश्चित्तार्थं साक्षिणमात्मानं क्षमापयन्निव शरणं गतः ॥ २३५ ॥

तत्रैव दृष्टान्तान्तरमाह आवृत्तेति आवृत्तपापनुत्यर्थं। यथा पापकारिणा पुरुषेणावृत्त

অর্থের সপ্রমাণ প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি হইলে সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের কারণ হয় এবং যখন সেই ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়া প্রকৃত রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তখন পূর্ব্বে যে সর্পভ্রমে পলায়ন করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও লজ্জা উপস্থিত হয় এবং বৃথা পলায়ন করা হইয়াছিল, এই বলিয়াও অনুশোচনা হইতে থাকে; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে পূর্ব্বে যে অজ্ঞানবশতঃ জ্বরাদির অনুভব হইয়াছিল, তাহাতেও ঘৃণা উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ২৩৪ ॥

যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা অপবাদ করিলে সেই অপবাদরূপ দোষের শান্তির নিমিত্ত অপবাদকর্ত্তা সেই ব্যক্তির নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, সেইরূপ যদি কেহ ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া জীবেতে মিথ্যা সংসারিত্ব আরোপস্বরূপ অপবাদ করেন, তবে সেই মিথ্যা আরোপিত অপবাদদোষের শান্তির নিমিত্ত জীবের সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার শরণাগত হইতে হইবে। (যদি জীবের সংসারিত্ব ভ্রম হয়, তাহাহইলে আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই সেই ভ্রম বিনাশ পায়) ॥ ২৩৫ ॥

যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পাপকার্য্য করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই সকল

आवर्त्तयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ २३६ ॥
उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विलज्जते।
जानतोऽपि तथाभासः स्वप्रख्यातौ विलज्जते ॥ २३७ ॥
गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः प्रायश्चित्तं चरन् पुनः।
म्लेच्छैः सङ्गीर्य्यते नैव तथाभासः शरीरकैः ॥ २३८ ॥

पापनुत्यर्थमभ्यस्तपापापनोदनाय विहितं स्नानादिकं प्रायश्चित्तमावर्त्तते पुनः पुनरनुष्ठीयते तथायमपि चिरं साक्षिणि संसारित्वारोपणदोषपरिहाराय ध्यानं परिवर्त्तयन्निव सदा साक्षिपरायणो भवति ॥ २३६ ॥

एवं साक्षिपरत्वं दृष्टान्तैरुपवर्ण्य स्वगुणप्रख्यापने लज्जावत्त्वं सदृष्टान्तमाह उपस्थेति ॥२३७॥

इदानीं शरीरत्रयाद् विविचितस्य चिदाभासस्य पुनस्तैः सह तादात्म्याभिमानाभावे दृष्टान्तमाह गृहीत इति ॥ २३८ ॥

পূর্ব্বাচরিত পাপের বিনাশের নিমিত্ত বারম্বার স্নানদানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ জীবের মিথ্যা সংসারিত্ব আরোপরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত জীব সর্ব্বদা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বচিন্তনে তৎপর হইবে। (তাহাতেই জীবের মিথ্যা সংসারিত্ব ভ্রম নিবারিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে থাকে) ॥ ২৩৬ ॥

যেমন কোন বারবিলাসিনীর কোন অঙ্গবিশেষে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, সেই বারাঙ্গনা কোন পরিচিত পুরুষের সহিত বিলাস করিবার সময়ে সেই কুষ্ঠরোগ স্মরণ করিয়া লজ্জাবোধ করে, সেইরূপ জীবের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সেই জীব আপনার অজ্ঞানিত্বরূপ পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিতেও লজ্জা অনুভব করে ॥ ২৩৭ ॥

কোন ব্রাহ্মণ দৈবাৎ ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়াছিল, এই নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিলে পর, তখন যেমন সে আর পুনর্ব্বার ম্লেচ্ছসংসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সেইরূপ জীব একবার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, সে আর ত্রিবিধ শরীরেতে অভিমান করিতে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে আর "আমি শরীরী" জীবের এইরূপ অভিমান হইতে পারে না ॥ ২৩৮ ॥

যৌবরাজ্যে স্থিতো রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবাঞ্ছয়া।
রাজানুকারী ভবতি তথা সাক্ষ্যনুকার্য্যয়ম্ ॥ ২৩৯ ॥
যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেষ ইতি শ্রুতিম্।
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরত্ ॥ ২৪০ ॥

ন কেবলং স্বাপরাধনিবৃত্তয়ে সাক্ষ্যনুকরণং কিন্তু মহৎপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থমপীতি সিংহাবলোকনন্যায়েন সদৃষ্টান্তমাহ যৌবরাজ্য ইতি। রাজানুকারী ভবতি রাজেব প্রজানুরঞ্জনাদিগুণবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩৯ ॥

ননু যুবরাজস্য রাজানুসরণে সাম্রাজ্যং ফলং দৃশ্যতে নৈবং সাক্ষ্যনুসরণে অতঃ কথং প্রবর্ত্তত ইত্যাশঙ্ক্যাহ যো ব্রহ্ম বেদেতি। স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহায়ন্থিভ্যো বিমুক্তো মৃতো ভবতীতি শ্রুতৌ ব্রহ্মভাবাদিরূপস্য ফলস্য শ্রূয়মাণত্বাৎ তৎফলবাঞ্ছয়া সাক্ষ্যনুসরণে প্রবর্ত্তনং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৪০ ॥

যখন কোন রাজা স্বীয় পুত্রকে আপন সহকারী করিবারউদ্দেশে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে; তখন যেমন সেই রাজপুত্র ভাবী সাম্রাজ্যলালসায় রাজার অনুকরণ করেন, অর্থাৎ রাজা যেমন সর্ব্বদা প্রজারঞ্জনাদি কার্য্যে সতর্ক ছিলেন, রাজপুত্রও তদ্রূপ প্রজাবর্গের প্রিয়পাত্র হইতে যত্ন করেন। সেইরূপ জীবসকল নিয়মিত কার্য্যে নিরত হইয়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পূর্ণানন্দ উপভোগের বাসনায় জীবের সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের উপাসনা বিষয়ে তদনুকারী হয় ॥ ২৩৯ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং জ্ঞানিগণ তাঁহাদিগের জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞানাবস্থায় যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাদিগের যেরূপ ঘৃণা উপস্থিত হয়, এই সকল বিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সকল শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাদিগের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন; এই শ্রুতি শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই পরমব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অন্য কোন বিষয়ে অনুরাগ করিবে না। (এইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই আত্মতত্ত্বানু-

দেবত্বকামা ক্রব্যাদী প্রবিশন্তি যথা তথা।
সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাঞ্ছতি ॥ ২৪১ ॥
যাবৎ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।
যাবদারব্ধদেহঃ স্যাদাভাসত্ববিমোচনম্ ॥ ২৪২ ॥

ননু ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তৌ চিদাভাসত্বমেব বিনশ্যেৎ অতঃ স্বনাশায় কথং প্রবর্ত্তেত ইত্যাশঙ্ক্যাহ দেবত্বকামা ক্রব্যাদাবিতি। যথা লোকে দেবত্বপ্রাপ্তিকামা মনুষ্যাঃ হব্যবহ্নি-প্রয়াগগঙ্গাপ্রবেশাদৌ প্রবর্ত্তন্তে এবং সাক্ষিরূপেণাবস্থানলক্ষণস্যাধিকফলস্য বিদ্যমানত্বাৎ চিদাভাসত্বাপগমহেতৌ ব্রহ্মজ্ঞানেঽপি প্রবৃত্তির্ঘটত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৪১ ॥

ননু তত্ত্বজ্ঞানেন আভাসত্বমপগচ্ছতি চেৎ কথং তত্ত্ববিদো জীবত্বব্যবহার ইত্যাশঙ্ক্য প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়পর্য্যন্তং তদুপপত্তিং সদৃষ্টান্তমাহ যাবদিতি। যথাঽগ্ন্যাদৌ প্রবিষ্টঃ পুরুষঃ দাহাদিনা স্বদেহনাশপর্য্যন্তং নরত্বং নরত্বব্যবহারযোগ্যত্বং নৈব মুঞ্চতি এবং প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়-পর্য্যন্তং চিদাভাসত্বব্যবহারী স নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪২ ॥

সবণের ফল জানিবে; সুতরাং যুবরাজের সাম্রাজ্যলাভ যেমন রাজার অনুকরণের ফল, সেইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই আত্মতত্ত্বানুসরণের ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ২৪০ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে চিদাভাসের বিনাশ হয়, যেহেতু তখন আর চিদাভাসরূপ আত্মার পার্থক্য থাকে না, তবে আত্মবিনাশ কার্য্যে লোকের কেন প্রবৃত্তি হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন দেবত্ব লাভের কামনায় লোকে অগ্নিতে প্রবেশ করে এবং গঙ্গাপ্রয়াগাদি মহাতীর্থে অবগাহনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ, সাক্ষি চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির অভিলাষে জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা উপাধি বিনাশ প্রার্থনা করেন। (কিন্তু ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে আত্মার নাশ হয় না, কেবল উপাধির বিনাশ-মাত্র হয়) ॥ ২৪১ ॥

যেমন যাবৎ মনুষ্যের শরীর দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ হয় না। সেইরূপ যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া উপাধির বিনাশ না হয়, তাবৎ জীবের জীবত্ব পরিত্যাগ হয় না ॥ ২৪২ ॥

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্বিন্নোরগী ভবেৎ ॥ ২৪৩ ॥
এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।
ভোগকালে কদাচিৎ তু মর্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥ ২৪৪ ॥
নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।

ননু ভোক্তৃত্বাদিসমীপাদানস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্তত্বাৎ পুনঃ কথং ভোগানুবৃত্তিঃ কথং বা মর্ত্যোঽহমিতি বিপরীতপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন এতৎ সম্ভাবয়তি রজ্জুজ্ঞানেঽপীতি ॥ ২৪৩ ॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি এবমারব্ধভোগেঽপীতি ॥ ২৪৪ ॥

ননু পুনর্মর্ত্যত্ববুদ্ধ্যুদয়ে তত্ত্বজ্ঞানং বাধ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতাবতেতি। কদাচিদহং মর্ত্য ইত্যেবং বিজ্ঞানোদয়মাত্রেণাগমপ্রমাণজনিতং তত্ত্বজ্ঞানং ন বাধ্যতে। কুত ইত্যত আহ জীবন্মুক্তীতি। ইদং মর্ত্যত্ববুদ্ধ্যপাকরণলক্ষণং জীবন্মুক্তিব্রতং নিয়মেনানুষ্ঠেয়ং ন ভবতি

যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি হইলে হঠাৎ সেই রজ্জু দেখিয়াই মনুষ্যের হৃৎকম্পাদি উপস্থিত হয় এবং পরে সেই সর্পভ্রান্তি দূর হইয়া যথার্থ রজ্জুরূপে জ্ঞান হইলেও সহসা তাহার হৃৎকম্পাদির নিবৃত্তি হয় না, ক্রমে ক্রমে রজ্জুজ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই সেই হৃৎকম্পের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার যদি কখনও অল্প অন্ধকারমধ্যে কোন রজ্জু বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তখন হঠাৎ তাহা দেখিলেও পুনর্ব্বার সর্প বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না, ক্রমশঃ তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং সেই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে কখনও আপনার জীবত্বজ্ঞান হয় ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত আছে যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগকালে আপনার জীবত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন।—যদি তত্ত্বজ্ঞান হইলেও আপনার জীবত্বজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হয় না। যেহেতু জীবন্মুক্তি কোন ব্রত নহে, যে নিয়ম অতিক্রম করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে,

জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥ ২৪৫ ॥
দশমোঽপি শিরস্তাড়ন্ রুদন্ বুদ্ধা ন রোদিতি।
শিরোব্রণস্তু মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা ॥ ২৪৬ ॥
দশমাস্মৃতিলাভেন জাতো হর্ষো ব্রণব্যথাম্।
তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদুঃখিতাম্ ॥ ২৪৭ ॥

কিন্তু সম্যক্ জ্ঞানেন ভ্রান্তিজ্ঞাননিবৃত্তিরিত্যয়ং বস্তুস্বভাবঃ অতঃ কদাচিদ্ভ্রান্তত্বাবুদ্ধ্যুদয়েঽপি পুনস্তত্ত্বজ্ঞানান্তরেণ তস্যা এব বাধ্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ২৪৫ ॥

ভবতু রজ্জুসর্পাদিস্থলে বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তাবপি তৎকার্য্যকম্পাদ্যনুবৃত্তিঃ প্রকৃতদৃষ্টান্তে দশমে দশমত্বমস্তীতি বাক্যবিচারজন্যজ্ঞানেন ভ্রমনিবৃত্তৌ তৎকার্য্যানুবৃত্তির্নোপলভ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ দশমোঽপীতি। দশমোঽস্তীতি জ্ঞানোদয়ে সতি শিরস্তাড়নপূর্ব্বকং রোদনমাত্রং নিবর্ত্ততে তাড়নজন্যব্রণস্তু অনুবর্ত্তত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৪৬ ॥

ননু জ্ঞানোত্তরকালেঽপি অবিদ্যানুবৃত্তৌ মুক্তিঃ কুতঃ পুরুষার্থতা ইত্যাশঙ্ক্য মুক্তিলাভজন্যহর্ষস্য দুঃখাচ্ছাদকত্বস্য সত্ত্বাৎ পুরুষার্থতেতি দৃষ্টান্তপূর্ব্বকমাহ দশমাস্মৃতিলাভেন জাত ইতি ॥ ২৪৭ ॥

ইহা কেবল পদার্থের যথার্থস্বরূপে অবস্থিতি মাত্র। অতএব যদি কখনও জীবত্বজ্ঞান হয়, তাহাহইলেও সেই জীবত্বজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বাধিত হয় ॥ ২৪৫ ॥

যেমন পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষবিচারস্থলে আপনাদিগের দশমপুরুষকে বিস্মৃত হইয়া তাহারা কপালে করাঘাত করিয়া খেদে রোদন করিয়াছিলেন, পরে যখন উপদেশদ্বারা তাহাদিগের দশমপুরুষের স্মরণ হইয়াছিল, তখন তাঁহারা রোদন পরিত্যাগ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ তাহাদিগের শিরস্তাড়নজনিত বেদনার নিবৃত্তি হয় নাই। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির জীবন্মুক্তিলাভ হইলেও সহসা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগবশতঃ সাংসারিক সুখদুঃখাদির নিবৃত্তি হয় না। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগপর্য্যন্তই জীবের সুখদুঃখভোগ থাকে ॥ ২৪৬-২৪৭ ॥

ব্রতাভাবাদ্ যদাভ্যাসস্তদা ভূয়ো বিবিচ্যতাম্।
রসসেবী দিনে ভুঙ্ক্তে ভূয়ো ভূয়ো যথা তথা ॥ ২৪৮ ॥
শময়ত্যৌষধেনায়ং দশমঃ স্বপ্নগং যথা।
ভোগেন শময়িত্বৈতৎ প্রারব্ধং মুচ্যতে তথা ॥ ২৪৯ ॥

জীবন্মুক্তিব্রতং নেদম্ ইত্যুক্তং তত্র ব্রতত্বাভাবে কিমায়াতমিত্যত আহ ব্রতাভাবাদিতি। পুনঃ পুনর্ব্বিচারকরণে দৃষ্টান্তমাহ রসসেবীতি। যথা রসসেবী নরঃ একস্মিন্ দিনে ক্ষুধাপরিহারায় পুনঃ পুনঃ ভুঙ্ক্তে তদ্বদধ্যাসনিবৃত্তয়ে পুনঃ পুনর্ব্বিবেকঃ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥২৪৮॥

জ্ঞানেদ্ধানিবৃত্তস্য প্রারব্ধকর্ম্মফলস্য কেন তর্হি নিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তাড়নজন্যব্রণস্যৌষধেনেব ভোগেনৈব নিবৃত্তিরিত্যাহ শময়ত্যৌষধেনায়মিতি ॥ ২৪৯ ॥

জীবন্মুক্তি অবস্থা কোন ব্রত নহে, ইহা কেবল বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থানমাত্র। যেমন রসসেবীপুরুষের ক্ষুধা উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি যেরূপেই হউক, সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির নিমিত্তে আপন ইচ্ছানুসারে দিবসের মধ্যে বারম্বার পান ভোজনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ যখন আত্মাতে জীবত্বের অধ্যাস হইবে, তখন পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্বপর্য্যালোচনা করিবে। (যেমন পান ভোজনাদিদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বপর্য্যালোচনাদ্বারা আপনার জীবত্বঅধ্যাস নিবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ২৪৮ ॥

যেমন দশমপুরুষের বিস্মৃতিকালে ভ্রান্তিবশতঃ এক জনের মরণ নিশ্চয় করিয়া খেদে শিরোদেশে আঘাত জন্য কপালের বেদনা অনুভূত হইলে পরে জ্ঞানীর উপদেশবাক্যদ্বারা শোক ও রোদন নিবারণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়াও ঔষধাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ সেই বেদনার শান্তি করিতে হয়। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের বিনাশ করিয়া পরে নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। (কদাচ ফলভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হয় না এবং প্রারব্ধকর্ম্মের অবসান না হইলে মুক্তিলাভও হইতে পারে না) ॥ ২৪৯ ॥

किमिच्छन्निति वाक्यान्तः शोकमोक्ष उदीरितः।
आभासस्य ह्यवस्थेषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी ॥ २५० ॥
साकुशा विषयैस्तृप्तिरियं तृप्तिर्निरङ्कुशा।
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तृप्यति ॥ २५१ ॥

अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उभे इमे। अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानस्वेदिति श्रुतिः। इत्यनेन शोकेन आत्मानस्वेद विजानीयादयमस्मीति पूरुषः। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्चरेत्। इत्यस्मिन् मन्त्रे अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये जीवावस्थे द्वे अभिहिते इत्युक्तम् इदानीं तदभिधानमुचितं शोकस्य सप्तमीं तृप्तिलक्षणामवस्थां वक्तानुकीर्तनपूर्व्वकं वक्तुमारभते किमिच्छन्निति। किमिच्छन्नित्युत्तरार्द्धेनाहितो यः शोकमोक्षः स एतावत्-ग्रन्थसन्दर्भेण उदीरितः अभिहितः। एषाभ्यज्ञानमात्रतिरस्तदवहिक्षेपश्च अपरोक्षधीः अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृप्तिर्निरङ्कुशा इत्यनेन शोकेनाभिहितासु सप्तसु जीवावस्थासु षष्ठीत्याह आभासस्य हीति। तृप्तिस्त्विति सप्तमी व्याख्यायते इति शेषः ॥ २५० ॥

अपरोक्षज्ञानजन्यायास्तृप्तेर्निरङ्कुशत्वं प्रतियोगिप्रदर्शनपुरःसरं प्रतिजानीते साङ्कुशेति विषयलाभजन्यायास्तृप्तेर्विषयान्तरकामनया कुण्ठितत्वात् साङ्कुशत्वम् अस्यास्तु तदभावान्निरङ्कुशत्वं तदेव दर्शयति कृतं कृत्यमिति ॥ २५१ ॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের প্রথমশ্লোক হইতে শোকনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই জীবের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পরন্তু আভাসচৈতন্যরূপ জীবের যতপ্রকার অবস্থা হইতে পারে, তাহাদিগের মধ্যে এই মুক্তিরূপ অবস্থাকেই ষষ্ঠ অবস্থা বলিয়া থাকে। আর ঐ জীবের যে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ তৃপ্তি হয়, তাহাই জীবের সপ্তম অবস্থা, ইহাকেই নির্ব্বাণমুক্তি বলা যায় ॥২৫০॥

বিষয়ভোগদ্বারা যে তৃপ্তি হয়, তাহা সাকাঙ্ক্ষ। (কদাচ এই তৃপ্তির নিবারণ হয় না, যতই ভোগ করা যায়, ততই এই বিষয়ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।) কিন্তু এই সপ্তমী তৃপ্তি নিরাকাঙ্ক্ষ, যেহেতু প্রাপ্যবিষয়ের প্রাপ্তি হইলেই কৃতকৃত্য হইয়া পরম তৃপ্ত হওয়া যায়, তখন স্পৃহামাত্রও থাকে না ॥ ২৫১ ॥

ঐহিকামুষ্মিকবাসনসিদ্ধৈ সুক্তৈশ্চ সিদ্ধয়ে।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূৎ তৎ সর্ব্বমধুনা কৃতম্ ॥ ২৫২ ॥
তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥ ২৫৩ ॥

কৃতকৃত্যত্বমেবোপপাদয়তি ঐহিকামুষ্মিকেতি। অস্য বিদুষস্তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বমিহ লোকে ইষ্টপ্রাপ্তয়েঽনিষ্টনিবৃত্তয়ে বাণিজ্যকৃষ্যাদিকং স্বর্গাদিসিদ্ধয়ে যাগোপাসনাদিকং মোক্ষসাধনজ্ঞানসিদ্ধয়ে শ্রবণাদিকঞ্চেতি বহুবিধকর্ত্তব্যমাসীৎ। ইদানীন্তু সাংসারিকফলেচ্ছাভাবাৎ ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারস্য সিদ্ধত্বাচ্চ তৎ সর্ব্বং কৃষিযাগশ্রবণাদিকং কৃতং কৃতপ্রায়মভূৎ ইতঃ পরম্ অনুষ্ঠেয়ত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

এবং কৃতকৃত্যত্বমুপপাদ্য তৎফলভূতাং তৃপ্তিং দর্শয়তি তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বমিতি। প্রতিযোগিপুরঃসরং প্রতিযোগ্যনুসন্ধানপূর্ব্বকং যথা ভবতি তথা এবং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ সর্ব্বদা তৃপ্যতি ॥ ২৫৩ ॥

যতকাল জ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, ততকাল পুরুষ ঐহিকসুখভোগের নিমিত্ত যে সকল কৃষ্যাদি কার্য্য করে, অথবা পরকালে স্বর্গাদিভোগের অভিলাষে যে সকল যাগাদির অনুষ্ঠান করে, কিম্বা জ্ঞানসাধনের নিমিত্ত যে সকল উপাসনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে এককালেই সেই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। অতএব এই সকল কৃষ্যাদি কার্য্যকে কৃতকার্য্য বলা যায় এবং এই সকল কার্য্যদ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। (লোকে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, জ্ঞানসাধনই সেই সকল কার্য্যের ফল, অতএব জ্ঞানসাধন হইলেই কৃতকৃত্যলাভ হয়) ॥ ২৫২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে লোকের কৃতকৃত্যতা নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই কৃতকৃত্যতার ফলভূত তৃপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তরূপে কৃতকৃত্যতার আলোচনা এবং তত্ত্বজ্ঞানসহকারে ঈশ্বরের স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, যাহারা অজ্ঞানী তাহারা অনিত্য পুত্রকলত্রাদি কামনা করিয়া অসার সংসারসাগরে নিমগ্ন হয় এবং

দুঃখিনোঽন্যে সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ২৫৪ ॥
অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিয়াসবঃ।
সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥ ২৫৫ ॥
ব্যাচক্ষতান্যে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা।
যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ ॥ ২৫৬ ॥

তদেবানুসন্ধানং প্রপঞ্চয়তি দুঃখিনোঽন্যে ইত্যাদিনা কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনরিত্যন্তেন গ্রন্থেন। তত্র তাবদৈহিকসুখার্থিভ্যো বৈলক্ষণ্যং স্বস্য দর্শয়তি দুঃখিনোঽন্যে ইতি ॥ ২৫৪ ॥

স্বর্গাদ্যর্থং কর্ম্মানুষ্ঠাতৃভ্যো বৈলক্ষণ্যমাহ অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণীতি ॥ ২৫৫ ॥

ননু স্বার্থপ্রবৃত্ত্যভাবেঽপি পরার্থপ্রবৃত্তিঃ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অধিকারাভাবাৎ সাপি নাস্তি ইত্যাহ ব্যাচক্ষতান্যে শাস্ত্রাণীতি ॥ ২৫৬ ॥

অনন্তকাল নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিয়া থাকে। আমরা জ্ঞানী, হিতাহিত-বিবেচনা করিতে পারি এবং সর্ব্বদা পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া পরম সুখ ভোগ করিতেছি, অতএব আমরা আর কি কামনা করিয়া সংসারে নিমগ্ন হইব? (আমরা যে অতুল আনন্দভোগ করিতেছি, সংসারিক সুখ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। এইরূপে ভাবনা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং উক্ত সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহত্বই প্রকৃত তৃপ্তি) ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

যাহারা পরকালে স্বর্গভোগাদি ফল কামনা করে, সেই সকল লোক আপন অভিলষিত পারত্রিক সুখভোগকামনায় যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক্। আমি অনিত্য স্বর্গভোগাদি ফল কামনা করি না, কেবল একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আমার অভিলষিত এবং আমি যখন সেই আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে অধিকারী হইয়াছি; তখন আর কি নিমিত্তে স্বর্গভোগপ্রদ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? ॥ ২৫৫ ॥

যাহারা শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনার অধিকারী, তাহারা তর্কাদি শাস্ত্রের আলোচনা করুক্, অথবা বেদ অধ্যয়ন করুক্। কিন্তু আমি তাহা করিব না;

নিদ্রাभिषे स्नानमोषे नेच्छामि न करोमि च।
द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात् ॥ २५७ ॥
गुञ्जापुञ्जादि दहेत नान्यारोपितवह्निना।
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे ॥ २५८ ॥
मृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन् कस्मात् मृणोम्यहम्।

ननु स्वदेहनिर्वाहार्थं भिक्षाहरणादिकं परलोकार्थं स्नानादिकञ्च भवता क्रियमाणम् उपलभ्यते अतोऽक्रियत्वमसिद्धमित्याशङ्क्य तदपि स्वतन्त्रा नैवास्ति किन्त्वन्यैरेव कल्पितम् इत्याह निद्राभिषे इति ॥ २५७ ॥

अन्यकल्पनयापि बाधोऽस्तीत्याशङ्क्य तदभावे दृष्टान्तमाह गुञ्जागुञ्जादीति ॥ २५८ ॥

ननु फलान्तरेच्छाभावे कर्मानुष्ठानं माभूत् तत्त्वसाक्षात्काराय श्रवणादिकं कर्त्तव्यमेव

কারণ আমার জ্ঞানের পরিপাক হইয়াছে, সুতরাং আমি অক্রিয় হইয়াছি। অতএব আমার ব্রহ্মতত্ত্বপর্য্যালোচনা ভিন্ন আর কিছুতেই অধিকার নাই ॥২৫৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তুমি জ্ঞানের পরিপাকবশতঃ অক্রিয় হইয়াছে, সুতরাং তোমার কোন ক্রিয়াই নাই। কিন্তু তোমার শরীররক্ষার্থ নিদ্রাসেবা ও ভিক্ষাচরণ উপলব্ধি হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— বাস্তবিক আমি নিদ্রার সেবা করি না, শরীর পোষণার্থ ভিক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হই না, শরীর সংস্কারক স্নানাদি অন্য কোন কার্য্যও করি না এবং সেই সকল কার্য্য করিতে আমার অভিলাষও হয় না। তথাপিও যদি অন্য কোন লোকে আমাতে ভিক্ষাচরণাদি কার্য্য আরোপ করে, করুক, প্রকৃতপক্ষে আমি যে কার্য্য করি না, তাহাতে অন্যের আরোপে আমার কি অনিষ্ট হইবে? যেমন কোন স্থানে অনেকগুলি গুঞ্জা (কুঁচ) একত্রিত হইয়া থাকিলে, তাহা লোকে দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া অগ্নি বলিয়া জ্ঞান করে বটে, কিন্তু তাহাতে সেই গুঞ্জাপুঞ্জের দাহিকাশক্তি জন্মে না। সেইরূপ যদিও অন্য কোন লোক আমাতে ভিক্ষাচরণাদি সংসারধর্ম্ম আরোপ করে, করুক, তাহাতে আমি সংসারী হইব না ॥ ২৫৭-২৫৮ ॥

যদিও ফলান্তরের ইচ্ছাভাবপ্রযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না হউক, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান

মন্বন্তাং সংশয়াপন্না ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥ ২৫৯ ॥
বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়ে।
দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ ভজাম্যহম্ ॥ ২৬০ ॥
অহং মনুষ্য ইত্যাদিব্যবহারো বিনাপ্যমুম্।
বিপর্য্যাসং বিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্পতে ॥ ২৬১ ॥

ইত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানাভাবাৎ শ্রবণাদিকর্ত্তব্যমপি নাস্তীত্যাহ মন্বন্তিতি। অজ্ঞাততত্ত্বা অজ্ঞাতং ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং তত্ত্বং যৈস্তে তথাভূতাঃ শ্রবণং কুর্ব্বন্তু তত্ত্বমিত্যন্যথা বেতি সংশয়ন্তো মননং কুর্ব্বন্তু মম তু তদুভয়াভাবান্নোভয়ত্র প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ২৫৯ ॥

মাভূতাং শ্রবণমননে বিপর্য্যয়নিরাসার্থং নিদিধ্যাসনং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিলক্ষণস্য বিপর্য্যয়স্যাভাবাৎ তদপি নানুষ্ঠেয়মিত্যাহ বিপর্য্যস্ত ইতি ॥ ২৬০ ॥

ননু বিপর্য্যয়াভাবাৎ অহং মনুষ্য ইতি ব্যবহারঃ কথং ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্য বাসনাবশাৎ ভবতীত্যাহ অহং মনুষ্য ইত্যাদীতি ॥ ২৬১ ॥

লাভের নিমিত্ত শ্রবণাদি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, তথাপি বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের অভাবহেতু শ্রবণাদি কার্য্যেরও আবশ্যকতা নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নহে, তাহারা শ্রবণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক্; আমি পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তবে আর আমি কি নিমিত্তে শ্রবণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর যাহাদিগের চিত্তে সর্ব্বদা সংশয় রহিয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে স্থিরতা নাই, তাহারা মনন ও যোগসাধনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক্; আমি সর্ব্ববিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছি, তবে আর আমি কি নিমিত্তে মননাদি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইব? ॥ ২৫৯ ॥

যাহারা বিপরীত জ্ঞানবান্ অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি করে, ঈশ্বর বিষয়ে যাহাদিগের জ্ঞান নাই, তাহারা নিদিধ্যাসন করুক্; আমি বিপরীত জ্ঞানশূন্য, ঈশ্বরবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তবে আর আমি কি নিমিত্তে নিদিধ্যাসন করিব? (অজ্ঞানীরা দেহেতে আত্মজ্ঞান করে, এইনিমিত্ত তাহাদিগকে বিপরীত জ্ঞানবান্ বলা যায়) কিন্তু আমি তাহা করি না ॥ ২৬০ ॥

দেহেতে আত্মজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান না থাকিলেও জ্ঞানিগণের

প্রারব্ধকর্ম্মণি জীবে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে।
কর্ম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেৎ ধ্যানসহস্রতঃ॥ ২৬২॥
বিরক্তত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টঞ্চেৎ ধ্যানমস্তু তে।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ॥ ২৬৩॥
বিক্ষেপো নাস্তি যস্যাস্মি ন সমাধিস্তু মে মম।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্ বিকারিণঃ॥ ২৬৪।

নন্বেবং ব্যবহারস্য বিরোধিসিদ্ধয়ে ধ্যানং সম্পাদ্যমিত্যাশঙ্ক্য প্রারব্ধক্ষয়মন্তরেণাস্য নিবৃত্তির্নাস্তীত্যাহ প্রারব্ধকর্ম্মণীতি॥ ২৬২॥

নন্বেবং প্রারব্ধনিমিত্তকস্যাপি ব্যবহারস্য বিরক্তত্বায় ধ্যানং কর্ত্তব্যমেব ইত্যাশঙ্ক্য ব্যবহারস্যাবাধকত্বদর্শনাৎ তন্নিবৃত্তয়ে ন ধ্যানমস্তু তে মিত্যাহ বিরক্তত্বমিতি॥ ২৬৩॥

ধ্যানস্যাকর্ত্তব্যত্বেঽপি বিক্ষেপপরিহারায় সমাধি কর্ত্তব্য ইত্যাশঙ্ক্য বিক্ষেপসমাধান যোর্ম্মনোধর্ম্মত্বাৎ ন বিক্ষেপনিবারকোঽপি সমাধী মমাধিকার ইত্যাহ বিক্ষেপো নাস্তীতি॥২৬৪॥

চিরকালের অভ্যাসবশতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে কখন কখন "আমি মনুষ্য" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। (যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারাও সময় সময় ঐরূপ ব্যবহার না করিয়া পারেন না)॥ ২৬১॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বিপর্য্যয় জ্ঞান ব্যতিরেকেও জ্ঞানিগণের "আমি মনুষ্য" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে উক্ত ব্যবহারের নিবৃত্তি হয়। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় ব্যতিরেকে যুগসহস্র ধ্যান করিলেও ঐরূপ ব্যবহার নিবারিত হয় না॥ ২৬২॥

যদি তুমি "আমি মনুষ্য" ইত্যাদিরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞানের ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া জান এবং উক্ত ব্যবহারের নিবারণার্থ ধ্যান সাধন করা তোমার অভীষ্ট হয়, তাহাহইলে তুমি উক্ত ব্যবহার নিবারণের নিমিত্ত ধ্যানসাধনা কর; কিন্তু আমি উক্ত ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া জানি। আমার মতে উক্ত বিপর্য্যয় জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না, অতএব আমি কেন আর ধ্যানসাধন করিব?॥ ২৬৩॥

যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোনরূপ বিকার নাই, অতএব সমাধি-

नित्यानुभवरूपस्य को मेऽन्यानुभवः पृथक्।
कृतं कृत्यं प्राप्तनीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः॥ २६५॥
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयोऽप्यन्यथापि वा।
ममाकर्त्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्त्तताम्॥ २६६॥
अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया।

ननु तथापि समाधिफलमनुभवः सम्पादनीय इत्याशङ्क्य तस्य तत्स्वरूपत्वान्न सम्पाद्य इत्याह नित्यानुभवरूपस्येति। उपपादितं कृतकृत्यत्वं निगमयति कृतं कृत्यमिति॥ २६५॥

एवं सर्व्वत्र कर्त्तृत्वानभ्युपगमेऽनियतवृत्तित्वं प्रसज्येतेत्याशङ्क्य प्रारब्धकर्म्मवशात् प्राप्तमनियतवृत्तित्वमङ्गीकरोति व्यवहारो लौकिको वेति। लौकिको भिक्षाहारादिः शास्त्रीयो जपध्यानादिरन्यथापि वा प्रतिसिद्धहिंसादिर्व्यवहारः, कर्त्तृत्वाभोक्तृत्वरहितस्य मम प्रारब्धकर्म्मानतिक्रम्य प्रवर्त्तताम्इत्यर्थः॥ २६६॥

एवं वस्तुतत्त्वमभिधाय पौढिवादेनाह अथवेति। लोकानुग्रहकाम्यया प्राण्यनुग्रहेच्छया इत्यर्थः॥ २६७॥

সাধনের কোন প্রয়োজন নাই। যাহাদিগের অন্তঃকরণে বিকার আছে, তাহাদিগেরই সমাধিসাধন আবশ্যক। (যাহাদিগের চিত্তবিক্ষেপ নাই, তাহারা কেন সমাধিসাধনের চেষ্টা করিবে?)॥ ২৬৪॥

আমি নিত্য অনুভবস্বরূপ, কেবল সূক্ষ্ম জ্ঞানদ্বারাই আমার অনুভব হইয়া থাকে। অতএব আমার আর পৃথক্ অনুভব কোথায়? আমি একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং আমার পৃথক্ বুদ্ধি হইতে পারে না। আমি কেবল এইমাত্র নিশ্চয় জানি যে, নিত্যসুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারিলে কৃতকৃত্য হইব॥ ২৬৫॥

আমি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ে নির্লিপ্ত এবং কোন কার্য্যেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বপ্রযুক্ত যদি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহার করি, তাহাতে আমার কোন হানি নাই এবং যদি অন্য কোনপ্রকার ব্যবহারও আমার করিতে হয়।—তাহা হউক্; তাহাতেও আমার তত্ত্বজ্ঞানের কোন বিঘ্ন হইবে না॥ ২৬৬॥

তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা কৃতকৃত্য হইয়াও যদি লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকা-

শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তেঽহং কা মম ক্ষতিঃ ॥ ২৬৭ ॥
দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্ ॥ ২৬৮ ॥
বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে ॥ ২৬৯ ॥
এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ কর্ম্মিণা মম।

শাস্ত্রীয়মার্গে প্রবর্ত্তনাঙ্গীকারে তর্হি তদভিমানপ্রযুক্তো বিকারস্তু স্যাদেব ইত্যাশঙ্ক্যাহ দেবার্চ্চনেত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। তারং প্রণবম্ আম্নায়মস্তকং বেদান্তশাস্ত্রম্ ॥ ২৬৮ ॥
বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বেতি সুগমম্ ॥ ২৬৯ ॥
ফলিতমাহ এবঞ্চেতি ॥ ২৭০ ॥

শেষ বাসনায় আমি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? যদি আমি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে অন্যের কোনরূপ কার্য্যসাধন হইতে পারে, তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না, যেহেতু আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি; (কোনরূপেও আমার সেই লব্ধজ্ঞানের অন্যথা হইবে না) ॥ ২৬৭ ॥

আমার এই শরীর দেবপূজা, স্নান, শৌচ অথবা ভিক্ষাচরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক; আমার বাক্য প্রণবাদিমন্ত্রজপ, কিম্বা উপনিষৎ পাঠে নিযুক্ত থাকুক এবং আমার বুদ্ধি বিষ্ণুকে ধ্যান করুক, অথবা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক। কিন্তু আমি নিত্যশুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং আমি আর কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না এবং অপর কাহাকেও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিব না ॥ ২৬৮-২৬৯ ॥

যাহারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী, সর্ব্বদা ক্রিয়ামার্গে অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা আমার মতের বিরুদ্ধবাদী। তাহাদিগের সহিত আমার মতের কিঞ্চিন্মাত্রও ঐক্য নাই। যেমন পূর্ব্বসাগর ও পশ্চিমসাগর পরস্পর অতিব্যবধানবর্ত্তী, সেইরূপ ক্রিয়ামার্গিদিগের মত ও আমার মত সাতিশয় দূরবর্ত্তী,

विभिन्नविषयत्वेन पूर्व्वापरसमुद्भवम् ॥ २७० ॥
वपुर्व्वाग्धीषु निर्व्वन्धः कर्म्मिणो न तु साक्षिणि।
ज्ञानिनः साक्षलेपत्वे निर्व्वन्धो नेतरत्र हि ॥ २७१ ॥
एवमन्योन्यवृत्तान्तानभिज्ञौ बधिराविव।
विवदेतां बुद्धिमन्तौ हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥ २७२ ॥

विभिन्नविषयत्वमेव व्यनक्ति वपुर्व्वाग्धीषु निर्व्वन्ध इति ॥ २७१ ॥

तथापि यौ ज्ञानिकर्म्मिणौ कलहं कुर्व्वाते तौ विदुषः परिहसनीयावित्याह एवमिति ॥ २७२ ॥

অতএব আমি উক্ত বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের সহিত বিবাদ করিতে চাহি না এবং তাহারা বিভিন্ন বিষয়প্রযুক্ত তাহাদিগের সহিত আমার বিবাদের সম্ভাবনাও নাই। যেহেতু যাহারা ক্রিয়াপরায়ণ, শরীর, বাক্য ও বুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েই তাহাদিগের নির্ব্বন্ধ। তাহারা সর্ব্বদা কেবল কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়াই করিয়া থাকে। আর যাঁহারা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ, তাহাদিগের নির্লেপ সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়েই বিশেষ আগ্রহ। (সুতরাং কর্ম্মমার্গিদিগের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বিষয় সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল এবং বিবাদেরও সম্ভাবনা রহিল না) ॥ ২৭০-২৭১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন বিষয় হইলেও যদি বধিরের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করে, (অর্থাৎ যেমন দুই বধির একবিষয় লইয়া তর্ক করিলে তাহাদিগের বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ তাহাদিগের একের কথা অপরে শুনিতে পায় না, আপন আপন পক্ষই সমর্থন করিতে থাকে এবং অপরের কথাদ্বারাও তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা হয় না,) সেইরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল উপহাস করিয়া থাকে। (যেহেতু তাহাদিগের বিবাদের কোন মূল নাই। নির্ব্বিষয়বিবাদ সাধারণেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে) ॥ ২৭২ ॥

যাহারা ক্রিয়াপরায়ণ, সর্ব্বদা যাগাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,

যং কর্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তত্ত্ব তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে ॥ ২৭৩ ॥
দেহবাগ্বুদ্ধ্যবস্থাত্মা জ্ঞানিনাহৃতবুদ্ধিতঃ।
কর্মী প্রবর্ত্তয়ত্যাভির্জ্ঞানিনো হীয়তেঽত্র কিম্ ॥ ২৭৪ ॥
প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ কোপযুজ্যতে।
বোধে হেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্ বুভুৎসায়াং তথেতরা ॥ ২৭৫ ॥

কুতঃ পরিহাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য নির্ব্বিষয়কলহকারিত্বাদিত্যাহ যং কর্মী ন বিজানাতি ইতি। কর্মী যং সাক্ষিণং কর্মানুষ্ঠানোপযোগিদেহবাগ্বুদ্ধ্যতিরিক্তং প্রত্যগাত্মানং ন বিজানাতি তত্ত্ববিদা তস্য ব্রহ্মত্বে বুদ্ধে কর্ম্মিণঃ কর্মানুষ্ঠানে কিং হীয়তে ॥ ২৭৩ ॥

জ্ঞানিনা মিথ্যাত্মবুদ্ধ্যা পরিত্যক্তাভির্দেহবাগ্বুদ্ধিভি কর্মানুষ্ঠানে জ্ঞানিনো বা কি হীয়তে যতো নির্ব্বিষয়কলহকারিণো: পরিহসনীয়ত্বমিত্যর্থ. ॥ ২৭৪ ॥

কর্মানুষ্ঠানং প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ ন জ্ঞানিনাভ্যুপগম্যতে ইতি শঙ্কতে প্রবৃত্তিরিতি। তথ যোগাভাবী নিবৃত্তাবপি সমান ইতি পরিহরতি নিবৃত্তিরিতি। নিবৃত্তির্বোধহেতুত্বাৎ নোপযোগাভাব ইতি শঙ্কতে বোধে হেতুরিতি। তর্হি প্রবৃত্তিরপি বুভুৎসাহেতুত্বাদুপযোগবতীত্যাহ বুভুৎসায়ামিতি ॥ ২৭৫ ॥

জ্ঞানিগণ যাঁহাকে জানেন না, জ্ঞানিগণ যদি সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তাহাতে কর্ম্মমার্গীদিগের কোন হানি নাই এবং অসত্য প্রতীতিদ্বারা 'জ্ঞানিগণ যদি দেহাদিতে আত্মজ্ঞান পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অজ্ঞানীরা সেই অসত্য দেহাদিতে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাতেও জ্ঞানিদিগের কোন হানি নাই। (তবে যদি জ্ঞানীরাও কর্ম্মীদিগের কোন হানি না করিল এবং কর্ম্মীরাও যদি জ্ঞানিদিগের কোন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত না হইল, তবে তাহাদিগের নিষ্প্রয়োজনে কলহ করা কেন, ইহাতে যে অন্য জ্ঞানী ব্যক্তি উপহাস করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?) ॥ ২৭৩-২৭৪ ॥

জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন, এইনিমিত্ত তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে না। এইক্ষণে যদি বল, জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন ফলই না থাকিল, সুতরাং জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিও উচিত নহে; তবে তাহাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্তিরই বা উপযোগিতা কি? (এইক্ষণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

বুদ্ধস্যৈব বুভুৎসৈব নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ।
অবাধাদনুবর্ত্তেত বোধো ন ত্বন্যসাধনাৎ ॥ ২৩৫ ॥
নাবিদ্যা নাপি তৎকার্য্যং বোধং বাধিতুমর্হতি।
পুরৈব তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে তমো যতঃ ॥ ২৩৬ ॥

ননু বুদ্ধস্য বুভুৎসাভাবাৎ প্রবৃত্তেরুপযোগিত্বমিতি পুনঃ শঙ্কতে বুদ্ধস্যৈবেতি। তর্হি বুদ্ধস্য পুনর্বোধাভাবাৎ তদ্বৃত্তির্নিবৃত্তিরপি বুদ্ধং প্রত্যনুপযোগিনীত্যাহ নাপ্যসাবিতি। সকৃজ্জাতস্য বোধস্য স্থিরত্বায় নিবৃত্তিরপেক্ষতে ইত্যাশঙ্ক্য স্থিরত্বং বাধকাভাবমপেক্ষতে ন সাধনান্তরমিত্যাহ অবাধাদিতি। বাক্যপ্রমাণজন্যজ্ঞানস্য বস্তুবতা প্রমাণেন বাধাভাবাদনুবৃত্তিঃ অতো ন সাধনান্তরং তদর্থমনুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩৫ ॥

ননু প্রমাণান্তরেণ বাধাভাবেঽপ্যবিদ্যয়া তৎকার্য্যেণ কর্ত্তৃত্বাদ্যধ্যাসেন বাধঃ আদিত্যাশঙ্ক্যাহ নাবিদ্যেতি। তত্র হেতুমাহ পুরৈবেতি ॥ ২৩৬ ॥

উভয়ই সমান হইল। যদি প্রবৃত্তির কোন উপযোগিতা না থাকিল, তবে নিবৃত্তিও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়।) এইক্ষণ যদি এই আশঙ্কা কর যে, নিবৃত্তিই জ্ঞানের অসাধারণ কারণ; তবে আর নিবৃত্তির নিষ্প্রয়োজনতা হইল না, তাহাহইলে প্রবৃত্তিও জ্ঞানের ইচ্ছার কারণ হইতে পারে ॥ ২৩৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তিই জ্ঞানের ইচ্ছা কারণ, এইক্ষণ যদি বল, আমার জ্ঞান হইয়াছে, তবে আর ইচ্ছার কারণ প্রবৃত্তির প্রয়োজন কি? জ্ঞান হইলে আর তাহার ইচ্ছার কারণ প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, তবে জ্ঞানের কারণ নিবৃত্তিরও কোন আবশ্যকতা নাই। যেহেতু যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, বাধকাভাবপ্রযুক্ত সেই জ্ঞানের অন্যথা হইতে পারে না ॥ ২৩৬ ॥

অন্যকোন কারণে উৎপন্ন জ্ঞানের বাধা হইতে পারে না, কিন্তু অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান জ্ঞানের বাধা করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—অবিদ্যা ও তৎকার্য্য অহঙ্কারাদি জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্বেই জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যা ও অহঙ্কার এই উভয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব যে অবিদ্যা ও অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা

बाधितं दृश्यतामस्यैवेन बाधो न युज्यते ।
जीवन्नाखुर्न मार्जारं हन्ति हन्यात् कथं मृतः ॥ २७८ ॥
अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न ममार यः ।
निस्फलेषुवितुन्नाङ्गो नङ्क्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ २७९ ॥
आदावविद्यया चित्रैः स्वकार्यैर्जृम्भमाणया ।
युद्धा बोधोऽजयत् सोऽद्य सुदृढो बाध्यतां कथम् ॥ २८० ॥

नन्वविद्याया बाधितेऽपि तत्कार्यस्य प्रतीयमानस्य बाधितत्वासम्भवात् तेन बोधस्य बाधो भवेदित्याशङ्क्य उपदानविनाशेनैव तस्यापि बाधितत्वात् न तेनापि बाधः शङ्कितुं शक्य इत्याह बाधितं दृश्यतामिति । तत्र दृष्टान्तमाह जीवन्नाखुरिति । आखुर्मूषिकः ॥ २७८ ॥

इतदर्शनेन तत्त्वबोधस्य बाधाभावं कैमुतिकन्यायदर्शनेन दृढयितुं तदनुकूलं दृष्टान्तमाह अपीति । यः समर्थः पाशुपतास्त्रेण विद्धोऽपि न ममार चेत् किल स निष्फलेषु वितुन्नाङ्गः शल्यरहितेनेषुणा व्यथितदेहः सन् नङ्क्ष्यतीति नाशं प्राप्स्यतीत्यत्र प्रमा प्रमाणं नास्तीत्यर्थः ॥ २७९ ॥

दृष्टान्तसिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति आदावविद्ययेति । आदौ विद्याभ्याससमये चित्रैः बहुविधैः स्वकार्यैः प्रमादालस्यभीकृत्यकर्तव्यादिभिर्जृम्भमाणया वर्धमानयाऽविद्यया बोधो युद्धा युद्धं कृत्वा अजयत् स एवाभ्यासपाटवेन सुदृढः इदानीमविद्यानिवृत्तौ सत्यां निर्मूलेन तत्कार्येणाध्यासेन कथं बाध्यतां न कथमपि बाध्यते इत्यर्थः ॥ २८० ॥

আর কোনরূপেও জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। যখন জীবিত মূষিকই মার্জ্জারকে দেখিয়া পলায়ন করে, তখন মৃতমূষিক যে সেই মার্জ্জারকে বিনাশ করিবে, ইহা অতিআশ্চর্য্যের কথা।' (যে অবিদ্যা ও অহঙ্কার জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, সে যে পুনরায় সেই জ্ঞানকে বিনাশ করিবে, ইহা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে) ॥ ২৭৭-২৭৭৮ ॥

যেমন পাশুপতমহাস্ত্রদ্বারা শরীর বিদ্ধ হইলেও যাহার মরণ হয় নাই, সেই ব্যক্তি যে সাধারণ নিষ্ফল বাণদ্বারা কণ্টকিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। সেইরূপ যিনি স্বীয় বহুবিধ অসাধারণ কার্য্যদ্বারা প্রবর্দ্ধিত অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, এইক্ষণে তিনি যে পরাজিত অবিদ্যাদ্বারা বাধিত হইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। (এক-

तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कार्य्यमवाबोधेन मारिताः।
न हानिर्बोध सम्राजः कीर्त्तिः प्रत्युत तस्य तैः ॥ २८१ ॥
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते।
निवृत्त्या वा प्रवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम् ॥ २८२ ॥
प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्व्वथा।

उपपादितमर्थं श्रोतृबुद्ध्यारोहाय रूपकेणाह तिष्ठन्त्विति ॥ २८१ ॥

भवत्वेवं प्रकृते किमायातमित्याह य एवमिति। यः पुमानेवमुक्तप्रकारेणातिशूरेणाविद्यातत्कार्य्यघातकेन ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानेन न वियुज्यते कदापि वियुक्तो भवति अस्य पुंसो देहादिनिष्ठया निवृत्त्या वा प्रवृत्त्या वा किं न किमपि इष्टमनिष्टं वेत्यर्थः ॥ २८२ ॥

तर्हि ज्ञानिवदज्ञानिनोऽपि प्रवृत्तावाग्रहो न युक्त इत्याशङ्क्याह प्रवृत्ताविति। तदौपपत्तिमाह स्वर्गाय वेति ॥ २८२ ॥

বার যে অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে, পুনর্ব্বার সেই অবিদ্যা লব্ধতত্ত্বজ্ঞানের কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ২৭৯-২৮০ ॥

তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অহঙ্কারাদি মৃতশরীরের ন্যায় বিদ্যমান থাকে, তাহাতে জ্ঞানসম্রাটের কোন হানি হয় না, বরং তদ্দ্বারা জ্ঞান সম্রাটের কীর্ত্তি প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। (তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অহঙ্কারাদি বর্ত্তমান থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগের কোন ক্ষমতা থাকে না, বরং জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানাদির বিনাশ হইয়াছে, ইহাই প্রকাশ পায়) ॥ ২৮১ ॥

যে ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অহঙ্কারাদিকে বিনাশ করিতে পারে, সেই প্রবলপরাক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যে ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, দেহাদিগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি তাহার কি করিবে ?। (স্বদেহগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মুক্তিবিমুখ পুরুষের কোনপ্রকার ইষ্ট বা অনিষ্টসাধন করিতে পারে না) ॥ ২৮২ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বর্গ ও অপবর্গসিদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্বদা যাগাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, ইহা উচিত কার্য্য বটে এবং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরাও যখন সেই-

स्वर्गाय वापवर्गाय योजितव्यं यतो दृभिः ॥ २८३ ॥
विद्वांस्तेत् तादृशां मध्ये तिष्ठेत् तदनुरोधतः ।
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ २८४ ॥
एष मध्ये बुभुक्षूनां यदा तिष्ठेत् तदा पुनः ।
बोधायैषां क्रियाः सर्व्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम् ॥ २८५ ॥
अविद्वदनुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते ।

विदुष आयद्दो न युक्त इत्युक्तं तर्हि कर्म्मिणां मध्ये वर्त्तमानेन किं कर्त्तव्यमित्यत आह विद्वांस्तेति। विद्वान् तादृशानां कर्म्मिणां मध्ये तिष्ठेत् तदनुरोधतः तेषामनुसारेण शरीरादिभिः सर्वाः क्रियाः करोत्येव तान् कर्म्मिणो न निवारयेदित्यर्थः ॥ २८४ ॥

अस्यैव तत्त्वबुभुत्सूनां मध्येऽवस्थितस्य कृत्यमाह एष इति। एष विद्वान् बुभुत्सूनां मध्ये यदा तिष्ठेत् तदा एषां बुभुत्सूनां बोधाय तत्त्वज्ञानजननाय ताः क्रिया दूषयन् स्वयमपि त्यजतु ॥ २८५ ॥

कुत एवं कर्त्तव्यमित्याह अविद्वदनुसारेणेति। अज्ञानानुसारेण ज्ञानिनो वर्त्तनमुचितं

রূপ যাগাদিকার্য্যে নিরত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকেন, তখন যদি সেই অজ্ঞানিদিগের অনুরোধে তত্ত্বজ্ঞানীরাও কায়মনোবাক্যে যাগাদিকার্য্য করে, তাহাতে কোন দোষ নাই। (তত্ত্বজ্ঞানীরাও যদি কখন যাগাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হইতে পারে না) ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানিদিগের সহবাসে থাকিয়া যাগাদিকার্য্য করিলে কোন দোষ নাই বটে ; কিন্তু জ্ঞানিগণ যখন জ্ঞানিদিগের মধ্যে বাস করে, তখন জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যাগাদি কার্য্যে দোষপ্রদর্শন করিয়া সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। তখন আর যাগাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানমাত্রও করিবে না ॥ ২৮৫ ॥

যখন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তখন অজ্ঞানীব্যক্তিদিগের অনুরোধে যদি তত্ত্বজ্ঞানীরা যাগাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত

स्तनन्धयानुसारेण वर्त्तते तत्पिता यतः ॥ २८६ ॥
अधिक्षिप्तस्ताड़ितो वा बालेन स्वपिता तदा।
न क्लिश्यति न कुप्येच्च बालं प्रत्युत लालयेत् ॥ २८७ ॥
निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञैर्न निन्दति।
न स्तौति किन्तु तेषां स्याद् यथा बोधस्तथाचरेत् ॥२८८॥
येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्य्यमेव तत्।

कृपालुत्वात् तेषामनुकम्पनीयत्वाच्चेति भावः। एवं क्व दृष्टमित्यत आह स्तनन्धयेति। स्तनन्धयाः स्तन्यपानकर्त्तारः शिशव इत्यर्थः ॥ २८६ ॥

पितुः स्तनन्धयानुसारित्वमेव दर्शयति अधिक्षिप्त इति ॥ २८७ ॥

दार्ष्टान्तिके योजयति निन्दित इति। विद्वानज्ञैर्निन्दितः स्तूयमानो वा स्वयं न निन्दति न स्तौति किन्तु एषामज्ञानिनां यथा बोध उपजायते तथाचरेत् ॥ २८८ ॥

एवमाचरणे निमित्तमाह येनायमिति। अयमज्ञानी अत्राक्षिन् लोके विदुषो येन यादृशेन नटनेनाचरणेन बुध्यते तत्त्वमवगच्छति तथाचरणं तेन कर्त्तव्यमेव। तर्हि तद्वदेव

হয়েন, তাহা দূষণীয় নহে। যেমন পিতা স্তন্যপায়ী শিশুর অনুবর্ত্তন করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীরা অজ্ঞানীর অনুসরণ করিলেও কোন দোষ হইতে পারে না ॥ ২৮৬ ॥

যদি বালক আপন পিতাকে বিরক্ত করে কিম্বা তাড়ন করে, তাহাতে যেমন পিতা কোন ক্লেশ অনুভব করেন না, বা কুপিত হয়েন না, বরং সেই বালককে লালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানিকে নিন্দা বা স্তব করিলে তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীকে নিন্দা বা স্তব করে না। যাহাতে সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ২৮৭-২৮৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা যে অজ্ঞানিদিগের জ্ঞানসমুৎপাদনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, এইক্ষণ তাহার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যেরূপ আচরণ করিলে অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকার হইতে

अज्ञप्रबोधान्नैवान्यत् कार्य्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥ २८९ ॥
कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः।
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम् ॥ २९० ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि।
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम् ॥ २९१ ॥

कार्य्यान्तरमपि प्रसज्येत इत्यत आह अज्ञप्रबोधादिति। यतस्तद्विदस्तत्त्वविदः अत्र लोके अज्ञप्रबोधादन्यत् कर्त्तव्यं नैवास्ति अतस्तदनुसारेण तत्त्वबोधनं कर्त्तव्यमित्यर्थः ॥ २८९ ॥

वृत्तवृत्तिष्यमानयोस्तात्पर्य्यमाह कृतकृत्यतयेति। असौ विद्वान् पूर्वोक्तप्रकारेण कृतकृत्यतया कृतं कृत्यं येनासौ कृतकृत्यस्तस्य भावस्तत्ता तया तृप्तः सन् पुनर्व्यक्ष्यमाणप्रकारेण प्राप्तप्राप्यतया प्राप्तं प्राप्यं येन सः प्राप्तप्राप्यस्तस्य भावस्तत्ता तया तृप्यन् स्वमनसा निरन्तरमेवं मन्यते ॥ २९० ॥

किं मन्यते तदित्यत आह धन्योऽहमिति। धन्यः कृतकृतार्थः आदरार्था वीप्सा नित्यमनवरतं स्वात्मानं स्वस्य निजं रूपं देशाद्यनवच्छिन्नं प्रत्यगात्मानमञ्जसा साक्षात् यती वेद्मि जानाम्यहं धन्य इत्यर्थः। एवमात्मज्ञानलाभनिमित्तां तुष्टिमभिधाय तत्फललाभनिमित्तां तां दर्शयति धन्योऽहमिति। ब्रह्मानन्दः ब्रह्मभूतानन्दः मे स्पष्टं विभाति स्पष्टं यथा भवति तथा स्फुरतीत्यर्थः ॥ २९१ ॥

পারে, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাই করা কর্ত্তব্য, কারণ অজ্ঞানীর জ্ঞানোৎপাদন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অন্য অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য আর কিছুই নাই ॥ ২৮৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানীদিগের জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারিলেই "আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং "আমরা প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি" এইরূপে অন্তঃকরণে বক্ষ্যমাণ বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন ॥ ২৯০ ॥

যাঁহারা পরমব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা এইরূপ মনে করেন,—"আমি সর্ব্বদা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি, অতএব আমি ধন্য হইয়াছি"। "আর সর্ব্বদা আমার সমক্ষে ব্রহ্মানন্দ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাই-

धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य।
धन्योऽहं धन्योऽहं सम्यग्ज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ २९२ ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं कर्त्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित्।
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्व्वमद्य सम्पन्नम् ॥ २९३ ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तिर्मे कोपमा भवेल्लोके।
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यो धन्यः पुनः पुनः ॥ २९४ ॥

एवमिष्टप्राप्तौ तुष्टिमभिधायानिष्टनिवृत्त्यापि तुष्यतीत्याह धन्योऽहमिति। अद्य इदानीं दुःखं दुःखरूपं संसारं न वीक्षे न पश्यामि अतः कृतार्थ इत्यर्थः। दुःखाप्रतीतौ कारणमाह धन्योऽहमिति। अनेकवासनाजातमज्ञानं क्वापि पलायितं नष्टमित्यर्थः ॥ २९२ ॥

अज्ञाननिवृत्तिफलं कृतकृत्यत्वं प्राप्तप्राप्यत्वञ्च दर्शयति धन्योऽहमिति ॥ २९३ ॥

इदानीं कृतकृत्यत्वमित्यादिना जातायास्तृप्तेर्निरतिशयत्वमाह धन्योऽहमिति। इतः परं वक्तव्यादर्शनात् तृप्तिरेव परिस्फुरतीति दर्शयति धन्योऽहमिति ॥ २९४ ॥

গেছে, অতএব আমি ধন্য হইয়াছি"। (এইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানীদিগের অন্তঃকরণে অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে) ॥ ২৯১ ॥

জ্ঞানিগণ আত্মজ্ঞান-লাভজন্য সন্তোষ লাভ করিয়া এইরূপ মনে করেন,—"সাংসারিক দুঃখ সকল আমাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, আমি সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়াছি, অতএব আমি ধন্য হইলাম" এবং "আমার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিয়াছে, আমি সর্ব্বদা জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত আছি, অতএব আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি" ॥ ২৯২ ॥

জ্ঞানিদিগের অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে তাহারা এইরূপ মনে করেন যে,—"এই জগতে আমার আর কর্ত্তব্য কার্য্য অবশিষ্ট নাই, আমি সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি, অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমি যাবতীয় প্রার্থনীয় বিষয় লাভ করিয়াছি, এইক্ষণে আমার প্রার্থয়িতব্য আর কিছুই নাই, অতএব আমি ধন্য হইলাম" ॥ ২৯৩ ॥

"এইক্ষণ আমি যেরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছি, এই প্রীতির উপমা ত্রিজগতে

अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दृढम्।
अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम् ॥ २९५ ॥
अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः।
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम् ॥ २९६ ॥
तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः।

अस्य सर्व्वस्य कारणभूतपुण्यपुञ्जपरिपाकमनुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अहो पुण्यमिति। एवंविधपुण्यसम्पादकमात्मानमनुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अस्य पुण्यस्येति ॥ २९५ ॥

इदानीं सम्यग् ज्ञानसाधनं शास्त्रं तदुपदेष्टारमाचार्य्यञ्चानुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अहो शास्त्रमिति। पुनश्च शास्त्रजन्यज्ञानं तज्जन्यसुखञ्चानुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अहो ज्ञानमिति ॥२९६॥

নাই; অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমি এইক্ষণ অনন্ত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছি। অতএব আমাতে আর ধন্যবাদের পরিসীমা নাই" ॥ ২৯৪ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান লাভ করিয়া মনে করেন যে, "আমার ~~প্রীতি বৃদ্ধি~~ কি আশ্চর্য্য পুণ্যফল ফলিত হইয়াছে? আমার এই পুণ্য পরম আশ্চর্য্য পদার্থ। এই আশ্চর্য্য পুণ্যসম্পত্তিদ্বারা আমিও পরম আশ্চর্য্য হইয়াছি"। (আমি এই পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকবশতঃ যেরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তাহা বর্ণনানীত) ॥ ২৯৫ ॥

এইক্ষণ সম্যগ্ ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের কারণীভূত শাস্ত্র ও উপদেশক গুরুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া বলিতেছেন।—এই ব্রহ্মবিজ্ঞান শাস্ত্র অতি-আশ্চর্য্য এবং যিনি এই ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশক গুরু, তিনিও পরম আশ্চর্য্য (তাঁহার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নাই)। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যে কি আশ্চর্য্য পদার্থ তাহা বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। আমি ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া এইক্ষণ যেরূপ সুখভোগ করিতেছি, এই সুখও পরম আশ্চর্য্য ॥ ২৯৬ ॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের শেষভাগে এই পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপপ্রকরণ অধ্যায়নের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণ

ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते तृप्यन्ति निरन्तरम् ॥ २९७ ॥

इति तृप्तिदीपोनाम सप्तमः परिच्छेदः ।

ग्रन्थाभ्यासफलमाह तृप्तिदीपमिति ॥ २९७ ॥

इति तृप्तिदीपव्याख्या समाप्ता ॥

সর্ব্বদা আলোচনা করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর পরমতৃপ্তি লাভ করিয়া অনন্তকাল সেই তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত থাকেন। (পরন্তু তাঁহার সেই তৃপ্তির কখনও হ্রাস হয় না) ॥ ২৯৭ ॥

ইতি তৃপ্তিদীপ সমাপ্ত ॥

कूटस्थदीपोनाम-

अष्टमः परिच्छेदः।

खादित्यदीपिते कुड्ये दर्पणादित्यदीप्तिवत्।
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
कुर्वे कूटस्थदीपस्य व्याख्यां तात्पर्यदीपिकाम् ॥

मुमुक्षोर्मोक्षसाधनब्रह्मात्मैकत्वज्ञानस्य त्वं पदार्थशोधनपूर्वकत्वात् त्वंपदार्थशोधनपरं कूटस्थदीपाख्यं ग्रन्थमारभमाण आचार्योऽस्य ग्रन्थस्य वेदान्तप्रकरणत्वेन तदीयैरेव विषयादिभिस्तद्वत्तासिद्धिमभिप्रेत्य त्वंपदलक्ष्यवाच्यौ कूटस्थजीवौ सदृष्टान्तं भेदेन निर्दिशति खादित्येति। खादित्यदीपिते खे आदित्यः खादित्यः प्रसिद्धः सूर्य इत्यर्थः तेन च तत्सम्बन्धालोको लक्ष्यते तेन दीपिते प्रकाशिते कुड्ये दर्पणादित्यदीप्तिवत् दर्पणेषु निपत्य पर्यावृत्तैः कुड्यसम्बन्धैरादित्यरश्मिभिस्तत्प्रकाशनमिव कूटस्थभासितः कूटस्थेनाविकारिचैतन्येन भासितः प्रकाशितो देहः धीस्थजीवेन बुद्धिस्थचिदाभासेन भास्यते प्रकाश्यते अनेन सामान्यतो विशेषतश्च कुड्यावभासकादित्यप्रकाशद्वयमिव देहावभासकचैतन्यद्वयमस्तीति प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥

"तत्" ও "ত্বং" এই পদদ্বয়ের পরিশোধন ব্যতিরেকে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের মোক্ষসাধনের কারণীভূত আত্মৈকত্বজ্ঞানের সম্ভব হয় না। অতএব এই কূটস্থদীপপ্রকরণে সেই "তৎ ও ত্বং" এই উভয় পদের শোধন মানসে প্রথমতঃ "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য ও জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন ভিত্তিপ্রভৃতিতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে, তাহা সামান্যতঃ প্রকাশ পায় এবং ঐ ভিত্তিপ্রভৃতিতে যদি পুনর্ব্বার দর্পণ প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তাহাহইলে ঐ ভিত্তিপ্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইরূপ এই শরীর কূটস্থচৈতন্যের আভাসদ্বারা সামান্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতে যদি পুনর্ব্বার জীবচৈতন্য প্রতিবিম্বিত

অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাং বহুসন্ধিষু।
ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেঽপি প্রকাশ্যতে ॥ ২ ॥
চিদাভাসবিশিষ্টানাং তথানেকধিয়ামসৌ।
সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিবিচ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

ননু তব দর্পণাদিত্যদীপ্তিব্যতিরেকেণ আদিত্যদীপ্তির্নোপলভ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তাভ্যস্তাং বিভজ্য দর্শয়তি অনেকেতি। অনেকা বহুদর্পণজন্যাঃ কুড্যে তব তব মণ্ডলাকারবিশেষপ্রভা দৃশ্যন্তে তাসাং সন্ধৌ মধ্যে ইতরা সামান্যপ্রকাশরূপা আদিত্যপ্রভা ব্যজ্যতে অভিব্যক্তীপলভ্যতে তাসাং দর্পণজন্যপ্রভাণামভাবে দর্পণাপগমাদিনা অসত্ত্বে চ স্বয়ং সর্ব্বত্র প্রকাশ্যতে ॥ ২ ॥

দৃষ্টান্তসিদ্ধমর্থং দার্ষ্টান্তিকে দর্শয়তি চিদাভাসবিশিষ্টানামিতি। তথা তেনৈব প্রকাশেন চিদাভাসবিশিষ্টানাং চিৎপ্রতিবিম্বযুক্তানাম্ অনেকধিয়ামনেকাসাং বুদ্ধিবৃত্তীনাং ঘটজ্ঞানাদিশব্দবাচ্যানাং সন্ধিমন্তরালং জাগ্রদাদৌ ধিয়াং তাসামেব বুদ্ধিবৃত্তীনাম্ অভাবঞ্চ সুষুপ্ত্যাদৌ ভাসয়ন্ প্রকাশয়ন্নসৌ কূটস্থঃ প্রবিবিচ্যতাং তাভ্যো ভেদেন জ্ঞায়তামিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কূটস্থচৈতন্যের প্রভা পতিত হয়, তাহাহইলে ঐ শরীর পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণরূপে বিশেষ প্রকাশিত হইয়া থাকে। (ইহাতে এই বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন সূর্য্যকিরণগ্রহণে ভিত্তিপ্রভৃতি হইতে দর্পণের অধিক শক্তি আছে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের প্রভাগ্রহণে শরীর হইতে জীবচৈতন্যের সমধিক শক্তি আছে) ॥ ১ ॥

ভিত্তিপ্রভৃতির নিকটে বহু দর্পণ রাখিলে প্রত্যেক দর্পণেই সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া সেই ভিত্তিপ্রভৃতির উপরে পতিত হয় এবং সেই বহুদর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণের সন্ধির মধ্যে মধ্যে সামান্যাকার সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া থাকে। পরন্তু সেই দর্পণসকল দূরীভূত করিলেও সেই সামান্য সূর্য্যকিরণের অপগম হয় না, সেই ভিত্তিপ্রভৃতিকে প্রকাশ করিতে থাকে ॥ ২ ॥

যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণ ভিত্তিমধ্যে পতিত হইলে, তাহার মধ্যে মধ্যে সাধারণ সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া সেই ভিত্তিকে প্রকাশ করে এবং দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের অভাব হইলেও সাধারণ সূর্য্যকিরণ প্রকাশের অভাব হয় না। সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের চিদাভাস অনেক বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবকে প্রকাশ করে এবং অনেক বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত

ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ ঘটমেবাবভাসয়েৎ।
ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেনাবভাস্যতে ॥ ৪ ॥
অজ্ঞাতত্বেন ভাতোঽয়ং ঘটো বুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরা।
ব্রহ্মণৈবোপরিষ্টাৎ তু জ্ঞাতত্বেনৈত্যসৌ ভিদা ॥ ৫ ॥

ইদানীং দেহান্তঃকূটস্থচিদাভাসয়োর্ভেদপ্রদর্শনায় দেহাদ্ বহিরপি চিদাভাসব্রহ্মণী বিভজ্য দর্শয়তি ঘটৈকাকারধীস্থেতি। ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ ঘটস্যৈকস্যাকার ইবাকারো যস্যাঃ সা ঘটৈকাকারা তথাবিধায়াং বুদ্ধৌ বর্ত্তমানশ্চিদাভাসঃ ঘটমেকমেবাবভাসয়েৎ তস্য ঘটস্য জ্ঞাততাখ্যো ধর্ম্মঃ ঘটো জ্ঞাত ইতি ব্যবহারহেতুর্যঃ স ঘটকল্পনাধিষ্ঠানেন ব্রহ্মচৈতন্যেন সাধনভূতেনাবভাস্যতে প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ননু জ্ঞাততাবভাসকচৈতন্যেনৈব ঘটপ্রতীতিসম্ভবাৎ বুদ্ধিঃ কিমর্থেয়মিত্যাশঙ্ক্য ঘটস্য জ্ঞাততাদিভেদসিদ্ধ্যর্থেত্যাহ অজ্ঞাতত্বেনেতি। বুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরাঽয়ং ঘটো ব্রহ্মণৈবাজ্ঞাতত্বেন প্রকাশিতো বুদ্ধ্যুৎপত্তৌ সত্যাং জ্ঞাতত্বেন ব্রহ্মণৈব প্রকাশ্যত ইতীয়ানেব ভেদঃ নান্য ইত্যর্থঃ ॥৫॥

চিদাভাসের মধ্যে মধ্যে সাধারণ চিদাভাস পতিত হইয়াও জীবকে প্রকাশ করে। আর সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের অভাবেও কূটস্থ-চৈতন্যের চিদাভাসের প্রকাশ অবগত হয় না। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির প্রকাশক কূটস্থচৈতন্যকে সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া জান ॥ ৩ ॥

এই দেহান্তর্গত আভাসচৈতন্য ও কূটস্থব্রহ্মচৈতন্যের ভেদপ্রদর্শনার্থ দেহের বাহ্যে চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্যকে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন।—বুদ্ধিস্থ আভাসচৈতন্য কেবল ঘটের আকারমাত্র প্রকাশ করে। (যখন বুদ্ধিতে ঘটের আকার পতিত হয়, তখন ঘটের আকারের জ্ঞান হইয়া থাকে।) প্রকৃত ঘটপদার্থকে ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশ করে, ঘট কিরূপ পদার্থ ইহা কেবল ব্রহ্মচৈতন্যেরই গ্রাহ্য। (আমি ঘটকে জানিলাম, এইরূপ ব্যবহার ব্রহ্মচৈতন্যেরই হইয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

যে পর্য্যন্ত আভাসচৈতন্যের ঘটবিষয়ক বুদ্ধির উদয় না হয়, তাবৎ সেই ঘট অজ্ঞাতরূপেই থাকে। পরে যখন আভাসচৈতন্যের বুদ্ধিবৃত্তিতে সেই ঘট

चिदाभासान्तधीवृत्तिर्ज्ञानं लौहान्तकुन्तवत्।
जाड्यमज्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कुम्भो द्विधीच्यते ॥ ६ ॥
अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्भस्तथा न किम्।

नन्वेकस्यैव घटस्य ज्ञातत्वाज्ञातत्वलक्षणं द्वैरूप्यं कथं सम्भवतीत्याशङ्क्य तदवबोधनाय ज्ञातताज्ञाततानिमित्तयोर्ज्ञानाज्ञानयोः स्वरूपं तावद् दर्शयति चिदाभासान्तधीवृत्तिरिति। चिदाभासश्चित्प्रतिबिम्बः सोऽन्ते पुरोभागे यस्याः सा धीवृत्तिर्ज्ञानम् इत्युच्यते बोधो धीवृत्तिरिति आचार्यैरभिधानात्। तत्र दृष्टान्तो लौहान्तकुन्तवदिति। जाड्यं स्वतः स्फूर्तिरहितत्वमज्ञानमित्युच्यते एताभ्यां पर्य्यायेण व्याप्तः सर्व्वतः सम्बद्धः कुम्भो ज्ञातोऽज्ञात इति चोच्यत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

ननु अज्ञातस्य कुम्भस्याज्ञानव्याप्तत्वाद्वत् ब्रह्मावभास्यत्वं ज्ञानव्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुम्भस्य

প্রকাশ পায়, তখন ব্রহ্মচৈতন্যের সেই ঘটের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইক্ষণ অন্তঃকরণস্থ জীবচৈতন্য ও নিরুপাধিক কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের এই মাত্রভেদ প্রকাশ হইল যে, অন্তঃকরণস্থ আভাসচৈতন্য কেবল ঘটের প্রকাশক এবং নিরুপাধি কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য সেই ঘটের জ্ঞাতা ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, একই ঘট চিদাভাস-কর্ত্তৃক অজ্ঞাত ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য-কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়। এইক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, এক ঘটে কিরূপে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণপূর্ব্বক এক ঘটের জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব এই উভয়ের নিমিত্ত জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ দর্শাইতেছেন।—যেমন কুন্তের (লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষের) এক দেশে তীক্ষ্ণ ধার ও অপরাংশ কুণ্ঠিত, সেইরূপ, আভাসচৈতন্যের একদেশে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞান ও অপরাংশে জড়তারূপ অজ্ঞান রহিয়াছে। এই চিদাভাসের একদেশবর্ত্তী জ্ঞান ও অপরাংশবর্ত্তী জড়তাদ্বারা একই ঘট পরিব্যাপ্ত আছে; সুতরাং একই ঘট জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়রূপে প্রতিপন্ন হইল। (চিদাভাসের জ্ঞানাংশদ্বারা পরিব্যাপ্ত ঘট জ্ঞাত এবং জড়াংশদ্বারা পরিব্যাপ্ত ঘট অজ্ঞাত) ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার উভয় অবস্থাপন্ন ঘট সামান্যতঃ কেবল ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারাই পরিজ্ঞাত হয়। চিদাভাস কেবল সেই জ্ঞানজননের অনুকূলমাত্র। (যদি

ज्ञातत्वजननेनैव चिदाभासपरिचयः ॥ ७ ॥
आभासहीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते।
तादृग्बुद्धेर्विशेषः को मृदादेः स्याद् विकारिणः ॥ ८ ॥
ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो मृदा लिप्तो न कुत्रचित्।
धीमात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥ ९ ॥
ज्ञातत्वं नाम कुम्भेऽतश्चिदाभासफलोदयः।

कुतो ब्रह्मचैतन्यावभास्यत्वमित्याशङ्क्याज्ञानस्याज्ञाततानजनने इव ज्ञानस्यापि ज्ञाततानजननसामीपत्वीपत्वादज्ञानकुम्भवत् ज्ञातस्यापि ब्रह्मावभास्यत्वं भवतीत्याह अज्ञाती ब्रह्मणा भास्य इति। यथा अज्ञातः कुम्भो ब्रह्मावभास्यस्तथा ज्ञातः कुम्भो न किं ब्रह्मावभास्यो भवति किन्तु भवत्येवेत्यर्थः। कुत इत्यत आह ज्ञातत्वेति ॥ ७ ॥

नन्वज्ञाततानजननायाज्ञानमिव ज्ञाततानजननायापि बुद्धेरावश्यकं किमनेन चिदाभासेनेत्याशङ्क्य चिदाभासरहिताया बुद्धेर्घटादिवदप्रकाशरूपत्वेन ज्ञाततानजननं न सम्भवतीत्याह आभासहीनयेति ॥ ८ ॥

चिदाभासरहितबुद्धिव्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्वाभावं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति ज्ञात इत्युच्यत इति। लोके कुत्रचिदपि घटो मृदा शुक्लरक्तरूपयालिप्तो लिपनं प्राप्तो ज्ञात इति नोच्यते यथा तथा चिदाभासरहितबुद्धिव्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्वं नाभ्युपगन्तव्यमिति भावः ॥ ९ ॥

फलितमाह ज्ञातत्वमिति। यतः केवलाया बुद्धेर्ज्ञातत्वजननासमर्थत्वमतः कुम्भे

অজ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মচৈতন্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহাহইলে জ্ঞাতঘট কি ব্রহ্মচৈতন্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে না? সুতরাং পরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত উভয়ঘটই ব্রহ্মচৈতন্য-কর্ত্তৃক প্রকাশ পাইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

আভাসচৈতন্য ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধিদ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং মৃদ্বিকার স্বরূপ যে ঘট প্রতীয়মান হইতেছে, সেই অবস্থায় আভাসচৈতন্য সহকৃত বুদ্ধিবৃত্তির সহিত আর তাহার কোন বিশেষ থাকে না ॥ ৮ ॥

যেমন জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটকে কেহ জ্ঞাত বলিয়া স্বীকার করে না, সেইরূপ আভাসচৈতন্য ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি পরিব্যাপ্ত ঘটও আর পরিজ্ঞাতরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

न फलं ब्रह्मचैतन्यं मानात् प्रागपि सत्त्वतः ॥ १० ॥
परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता।
संवित् सैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥
इति वार्त्तिककारेण चित्सादृश्यं विवक्षितम्।
ब्रह्मचित्फलयोर्भेदः साहस्र्यां विश्रुतो यतः ॥ ११ ॥

चिदाभासलक्षणस्य फलस्योत्पत्तिरेव ज्ञातत्वं नाम प्रसिद्धमित्यर्थः। ननु तथापि चिदाभासो न कल्पनीयः ब्रह्मचैतन्यस्यैव फलस्य सद्भावादित्याशङ्क्याह न फलमिति। ब्रह्मचैतन्यं फलं घटादिस्फुरणं न भवतीति। कुत इत्यत आह मानात् प्रागिति। प्रमाण प्रवृत्तेः पूर्वमपि विद्यमानत्वात् फलस्य तु तदुत्तरकालीनत्वनियमादिति भावः ॥ १० ॥

ननु किं परागर्थप्रमेयेष्वित्यादिसुरेश्वरवार्त्तिकविरुद्धमित्याशङ्क्य तद्विवक्षानभिज्ञातस्य चोद्यमिति परिहरति परागर्थप्रमेयेष्विति। अस्य चायमर्थः परागर्था बाह्या घटादयः पदार्थास्तेषु प्रमेयेषु प्रमाणविषयेषु सत्सु या प्रमाणफलत्वेनाभ्युपेता संविदस्ति सैवेहास्मिन् शास्त्रे वेदान्तोक्तिप्रमाणतः वेदान्तवाक्यलक्षणप्रमाणेन मेयोऽर्थः ज्ञातव्योऽर्थः इतीति इत्यनेन वार्त्तिकेन ब्रह्मचैतन्यसदृशश्चिदाभासः प्रमाणफलत्वेन विवक्षितो न ब्रह्मचैतन्यमिति भावः। वार्त्तिककारायामीदृशी विवक्षेति कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य तद्गुरुभिः श्रीमदाचार्यैरुपदेश-साहस्र्यां ब्रह्मचैतन्यचिदाभासयोर्भेदस्य प्रतिपादितत्वात् इत्याह ब्रह्मचित्फलयोरिति। ब्रह्मचिच्च फलञ्च ब्रह्मचित्फले तयोरिति विग्रहः ॥ ११ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল বুদ্ধির জ্ঞাতত্ব জননের সামর্থ্য নাই, এইনিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিসহকারে আভাসচৈতন্যের যে বস্তুর আকারগত বিজ্ঞান, তাহাকেই সেই সেই বিষয়ে জ্ঞাতত্বরূপে নির্ণয় করা যায়। অতএব কেবল কূটস্থচৈতন্যদ্বারা সেইরূপ বস্তুর জ্ঞাতত্ব সম্ভবিতে পারে না। যেহেতু সেই সেই বস্তু জ্ঞানের পূর্ব্বেও সেই সেই বস্তুর বিদ্যমানতা থাকে। (যদি কেবল কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারাই বস্তুর জ্ঞান হইত, তাহাহইলে সর্ব্বদাই সকল পদার্থের জ্ঞান হইতে পারিত) ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বার্ত্তিকমত প্রদর্শন করিতেছেন।—বার্ত্তিকসূত্রকার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে আভাসচৈতন্য বাহ্যপদার্থের জ্ঞানবিষয়ে কারণরূপে নিরূপিত হয়েন, তিনিই এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হয়েন।

আভাস উদিতস্তস্মাৎ জ্ঞাতত্বং জনয়েদ্ ঘটে।
তৎ পুনর্ব্রহ্মণো ভাস্যমজ্ঞাতত্ববদেব হি ॥ ১২ ॥
ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাং সমূহো ভাস্যতে চিতা।
কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ স এক আভাসতঃ স্ফুরেৎ ॥ ১৩ ॥

এবঞ্চ সতি প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত আহ আভাসেতি। যস্মাৎ ব্রহ্মচিৎফলয়োর্ভেদঃ সিদ্ধস্তস্মাৎ ঘটে উদিত উৎপন্ন আভাসস্তু ঘটে জ্ঞাতত্বং জনয়েৎ উৎপন্নং তজ্জ্ঞাতত্বং পুনরজ্ঞাতত্ববৎ ব্রহ্মণৈব ভাস্যং ভবতি হি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

এবং ব্রহ্মচিদাভাসয়োর্ভেদমুপপাদিতং বিষয়ভেদপ্রদর্শনেন স্পষ্টয়তি ধীবৃত্তীতি। চিতা ব্রহ্মচৈতন্যেনেত্যর্থঃ চিদাভাসস্য কুম্ভমাত্রনিষ্ঠফলরূপত্বাৎ তেনাভাসেন ঘট এক এব স্ফুরেৎ ভাসতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

(বেদান্তবাক্য প্রমাণদ্বারা সেই আভাসচৈতন্যের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এইরূপে বার্ত্তিককার ব্রহ্মচৈতন্যের সদৃশ চিদাভাসের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন।) কারণ বার্ত্তিকসূত্রকারকে স্বীয় গুরু শ্রীমদাচার্য্যগণ সহস্র সহস্র উপদেশকালে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য ও আভাসচৈতন্যের প্রভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। (অতএব ইহাদ্বারাই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের ভেদ সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে) ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ব্রহ্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্য এই উভয়ের প্রভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইনিমিত্ত ইহাই স্থির হইল যে, আভাসচৈতন্যদ্বারা ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয় এবং সেই আভাসচৈতন্য ও ঘটাদি এই উভয়ই অজ্ঞাত ঘটাদিপদার্থের ন্যায় কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। (কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য ঘট ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের প্রকাশক, সুতরাং কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের প্রভেদ সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল) ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাস এই উভয়ের ভেদ উপপন্ন হইয়াছে, এই সূত্রে বিষয়ভেদ প্রদর্শনদ্বারা সেই ভেদ স্পষ্টরূপে নিরূপিত হইতেছে।—বুদ্ধিবৃত্তি, আভাসচৈতন্য ও ঘটাদি পদার্থ ইহারা সকলই ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য। আর আভাসচৈতন্যই কেবল একমাত্র ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশ করেন ॥ ১৩ ॥

चैतन्यं द्विगुणं कुम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरेत् ततः।
अन्योऽनुव्यवसायाख्यमाहुरेतद् यथोदितम् ॥ १४ ॥
घटोऽयमित्यसावुक्तिराभासस्य प्रसादतः।
विज्ञातो घट इत्युक्तिर्ब्रह्मानुग्रहतो भवेत् ॥ १५ ॥
आभासब्रह्मणी देहात् बहिर्यद्वत् विवेचिते।

कुम्भस्य चिदाभासब्रह्मीभयभास्यत्वे लिङ्गमाह चैतन्यमिति। ततो घटस्य ब्रह्मचिदाभासीभयभास्यत्वात् कुम्भे ज्ञातत्वेन द्विगुणं चैतन्यं भाति इदमेव घटज्ञाततात्वभासकं चैतन्यं तार्किकैर्मानान्तरेण व्यवस्थियते इत्याह अन्योऽनुव्यवसायाख्यमिति। यथोदितं यथोक्तमेतदेव ब्रह्मचैतन्यमन्ये तार्किका अनुव्यवसायाख्यं ज्ञानान्तरं प्राहुरिति योजना ॥ १४ ॥

अयं घट इति ज्ञातो घट इति च व्यवहारभेदादपि चिदाभासब्रह्मणोर्भेदोऽवगन्तव्य इत्याह घटोऽयमित्यसाविति ॥ १५ ॥

देहाद् बहिश्चिदाभासब्रह्मणी विविच्येते यथा तथा देहान्तश्चिदाभासकूटस्थौ विवेचनीयावित्याह आभासब्रह्मणी देहादिति ॥ १६ ॥

একমাত্র ঘট যে চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়দ্বারা প্রকাশিত হয়, তদ্বিষয়ে কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, জ্ঞাত ঘটেতে আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ই প্রকাশ পায়, ইহাতে এক ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যের প্রকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। এই উভয় চৈতন্যের প্রকাশকে নৈয়ায়িকেরা "অনুব্যবসায়" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

"এই ঘট ও বিজ্ঞাত ঘট" এই উভয়রূপেই লৌকিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়, উক্ত উভয়বিধ ব্যবহারদ্বারা আভাসচৈতন্য ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের প্রভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন।—আভাসচৈতন্যদ্বারা ঘটাদিবিষয়ের বিশেষ প্রত্যক্ষ হয়, আর কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা তাহার সামান্যরূপে জ্ঞানমাত্র হইয়া থাকে। (যখন "এই ঘট ও জ্ঞাত ঘট" এই উভয়রূপ ব্যবহারের ভেদ প্রসিদ্ধ আছে, তখন আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ে যে ভেদ আছে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই) ॥ ১৫ ॥

তদ্বদাভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাং বপুষ্যপি ॥ ১৬ ॥
অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকাসু চ।
সংব্যাপ্য বর্ত্ততে তপ্তে লোহে বহ্নির্যথা তথা ॥ ১৭ ॥
স্বমাত্রং ভাসয়েত্ তপ্তং লোহং নান্যত্ কদাচন।
এবমাভাসসহিতা বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ ॥ ১৮ ॥

ননু দেহাদ্ বহিশ্চিদাভাসস্য ব্যাপ্যঘটাকারবৃত্তিবদান্তরবিষয়গোচরবৃত্ত্যভাবাৎ কথং তদ্ব্যাপকশ্চিদাভাসোঽভ্যুপগম্যতে ইত্যাশঙ্ক্য বিষয়গোচরবৃত্ত্যভাবেঽপ্যহমাদিবৃত্তিসদ্ভাবাৎ তদ্ব্যাপকশ্চিদাভাসোঽভ্যুপগন্তুং শক্যতে ইতি সদৃষ্টান্তমাহ অহংবৃত্তাবিতি ॥ ১৭ ॥

অহমাদিবৃত্তীনামিব চিদাভাসভাস্যত্বং দৃষ্টান্তদ্বয়েনৈব স্পষ্টয়তি স্বমাত্রমিতি ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপে ঘটাদি বহির্বিষয়েতে আভাসচৈতন্য ও কূটস্থ-ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপে স্বীয় শরীরে সেই উভয় চৈতন্যের ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। যেহেতু স্বীয় শরীরে উভয় চৈতন্যের ভেদ নির্ণয় হইলেই "তৎ ও ত্বং" এই উভয় পদের শোধন করিয়া আভাসচৈতন্য ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের ঐক্যজ্ঞান সহজে নিষ্পন্ন হইবে। এই-নিমিত্ত স্বীয় শরীরে উভয় চৈতন্যের ভেদনির্ণয় করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

যেমন দেহের বহির্গত ঘটাদি পদার্থ চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্ত আছে, সেই-রূপ আন্তরিক পদার্থে বিষয় গোচর বৃত্তির অভাবহেতুক চিদাভাসকে তাহার ব্যাপ্য বলিতে পারে না। এই আশঙ্কায় আন্তরিক পদার্থে বিষয়গোচর বৃত্তির অভাব থাকিলেও অহঙ্কারাদিবৃত্তির সদ্ভাব আছে, এইবিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডে সর্ব্বতো-ভাবে ওতপ্রোতরূপে অগ্নিমিশ্রিত হইয়া ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ আন্তরিক আভাসচৈতন্য অহঙ্কার ও কামক্রোধাদি বৃত্তিতে মিশ্রিত হইয়া ব্যাপ্ত আছেন ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন।—যেমন সেই প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড কেবল আপনাকে মাত্র প্রকাশ করে, অন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আভাসচৈতন্য মিশ্রিত বৃত্তিসকল কেবল আপনাকে মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

क्रमाद् विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः।
सर्व्वा अपि विलीयन्ते सुप्तिमूर्च्छासमाधिषु ॥ १९ ॥
सन्धयोऽखिलवृत्तीनामभावाद्यावभासिताः।
निर्व्विकारेणयेनासौ कूटस्थ इति गीयते ॥ २० ॥
घटे द्विगुणचैतन्यं यथा बाह्ये तथान्तरे।

एवं चिदाभासं व्युत्पाद्य कूटस्थस्वरूपं व्युत्पादयितुं तदुपयोगिनं वृत्त्यभावावसरं दर्शयति क्रमाद् विच्छिद्येति ॥ १९ ॥

भवत्वेवं समाध्यादौ वृत्तिविलयोऽनेन कथं कूटस्थोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य वृत्त्यभावसाक्षिवेनासावगम्यते इत्याह सन्धयोऽखिलवृत्तीनामिति। वृत्तिसन्धयो वृत्त्यभावाश्च येन चैतन्येनावभास्यन्ते स कूटस्थोऽवगन्तव्य इत्यर्थः ॥ २० ॥

एवञ्च सति किं फलितमित्यत आह घटे द्विगुणेति। बाह्ये घटे यथा घटभावावभासकचिदाभासः घटस्य ज्ञातताबभासकं ब्रह्मचैतन्यञ्चेति चैतन्यद्वैगुण्यं तथान्तरेऽहङ्कारादि-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে চিদাভাসকে প্রতিপন্ন করিয়া কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ ও তদুপযোগী বৃত্তির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকল ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা অথবা সমাধি অবস্থাতে সেই অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকল একেবারে বিলীন হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥

যে নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা সেই অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকল ও তাহাদিগের সন্ধি এবং অভাব প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। (যখন সেই সকল বৃত্তি উৎপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয় এবং একবৃত্তির অভাব হইয়া অন্য বৃত্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যই সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন। যিনি সেই সর্ব্বসাক্ষিমান্, তিনিই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য) ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঘটাদি বাহ্যবিষয়ে দ্বিগুণচৈতন্য বিদ্যমান আছে। যেমন ঘটাদি বাহ্যবিষয়ে আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই দ্বিগুণচৈতন্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আন্তরিক অহঙ্কারাদিবৃত্তি সমুদায়ে দ্বিগুণচৈতন্য স্বীকার করা যায়। বাহ্যঘটাদি বিষয় ও আভ্যন্তরিক অহ-

वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वैशद्यं सन्वितोऽधिकम् ॥ २१ ॥
ज्ञाततज्ज्ञातते न स्तो घटवद् वृत्तिषु क्वचित् ।
स्वस्य स्वेनाग्रहीतत्वात् ताभिर्ज्ञानाज्ञनाशनात् ॥ २२ ॥
द्विगुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः ।
अकूटस्थं तदन्यत् तु कूटस्थमविकारितः ॥ २३ ॥

वृत्तिष्वपि कूटस्थचैतन्यं वृत्त्यवभासकश्चिदाभासश्चेति द्विगुणं चैतन्यमस्ति । तत्रोपपत्तिमाह ततस्तत्र वैशद्यमिति । यतो द्विगुणं चैतन्यमस्ति ततः सन्वितः सन्विदंशस्तत्र वृत्तिषु वैशद्यमधिकं दृश्यत इति शेषः ॥ २१ ॥

नन्वेवं वृत्तौ घटादिष्विव ज्ञाताज्ञाततावभासकत्वेन कूटस्थं किं नेष्यत इत्याशङ्क्य तत्र ज्ञाततादाभावादेवेत्याह ज्ञाततज्ज्ञातते नेति । तत्रोपपत्तिमाह स्वस्य स्वेनाग्रहीतत्वादिति । ज्ञानाज्ञानव्याप्तिभ्यां ज्ञाततज्ज्ञातते भवतः, वृत्तीनान्तु स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानव्याप्तिर्नास्ति ताभिः वृत्तिभिः स्वोत्पत्तिमात्रेण स्वगोचराज्ञानस्य निवर्त्तितत्वात् अज्ञानस्य व्याप्तेरपि नास्तीति भावः ॥ २२ ॥

ननु कूटस्थचिदाभासयोरुभयोरपि चित्ते समाने एकस्य कूटस्थत्वमपरस्याकूटस्थत्वमित्येतत् कुतः इत्याशङ्क्य चिदाभासनिष्ठयोर्जन्मनाशयोरनुभूयमानत्वादस्याकूटस्थत्वमितरस्य विकारित्वे प्रमाणाभावात् कूटस्थत्वमित्याह द्विगुणीकृतेति ॥ २३ ॥

কারাদিবৃত্তিসমুদায়ে উভয় চৈতন্য সমভাবে থাকিলেও অন্তরস্থবৃত্তিতে সন্বিদংশ থাকাতে বাহ্যবিষয় হইতে অন্তরস্থবৃত্তিতে প্রকাশের আধিক্য স্বীকার করা যায় ॥ ২১ ॥

যেমন বাহ্যঘটাদি বিষয়ে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব নির্ণয় করা যায়না, সেইরূপ অন্তরস্থ অহঙ্কারাদি বৃত্তিতেও জ্ঞাতত্ব বা অজ্ঞাতত্ব কিছুই নির্ণয় করা যায় না। যেহেতু আপনি আপনাকে জানিতে পারে না, জ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যাপ্তিদ্বারাই জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব হয় এবং সেই সকল বৃত্তিদ্বারা কেবল অজ্ঞানের নাশই হইয়া থাকে। (বৃত্তিসকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, অতএব তাহাদিগের জ্ঞান ব্যাপ্তি নাই) ॥ ২২ ॥

যদি চিদাভাস ও কূটস্থ উভয়েরই চিৎস্বরূপত্ব সমান প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে একের কূটস্থত্ব ও অপরের অকূটস্থত্ব হয় কেন? এই আশঙ্কায়

अन्तःकरणतद्वृत्तिसाक्षीत्वादामनेकधा।
कूटस्थ एव सर्व्वत्र पूर्व्वाचार्य्यैर्व्विनिश्चितः॥ २४॥
आत्माभासाश्रयाश्चैवं मुखाभासाश्रया यथा।
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामित्याभासश्च वर्णितः॥ २५॥

चिदाभासव्यतिरिक्तकूटस्थाभ्युपगमः स्वकपोलकल्पित इत्याशङ्क्याचार्य्यैश्च कूटस्थोपपादितत्वान्नैवमित्याह अन्तःकरणेति। अन्तःकरणतद्वृत्तिसाक्षी चैतन्यविग्रहः। आनन्दरूपः सत्यः सन् किं नात्मानं प्रपद्यसे इत्यादावित्यर्थः॥ २४॥

कूटस्थातिरिक्तश्चिदाभासोऽपि तैर्व्वर्णित इत्याह आत्माभासेति। आत्मा च आत्माभासश्च आश्रयश्च आत्माभासाश्रयाः इति द्वन्द्वसमासः। मुखाभासाश्रया इत्यत्रापि तथा मुखं प्रसिद्धमाभासी मुखप्रतिबिम्ब आश्रयी दर्पणादिश्चेति त्रयं यथा प्रत्यक्षेणावगम्यते एवमात्मा कूटस्थ आभासश्चिदाभासः आश्रयोऽन्तःकरणादिरिति त्रयोऽपि शास्त्रयुक्तिभ्यामवगम्यन्ते इत्यर्थः। अत्र च आभासशब्देन कूटस्थातिरिक्तश्चिदाभासो वर्णित इति भावः मनसः साक्षी बुद्धेश्च साक्षीति बुद्धिसाक्षिणः प्रतिपादकं शास्त्रं रूपं रूपं प्रतिरूपी बभूव इति चिदाभासप्रतिपादकं विकारित्वाविकारित्वादिरूपा युक्तिः पूर्व्वमेवोक्तेति भावः॥ २५॥

বলিতেছেন।—যেহেতু চিদাভাসেতে জন্ম ও মরণ অনুভূত হয়, অতএব সেই চিদাভাসই জীব এবং তদ্ভিন্ন অধিকারী কূটস্থচৈতন্যই পরমব্রহ্ম॥ ২৩॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যিনি চিদাভাসের অতিরিক্ত, তিনিই কূটস্থচৈতন্য পরমব্রহ্ম, এইবিষয়ে আচার্য্যদিগের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—"যিনি অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তিসকলের সাক্ষিস্বরূপ" ইত্যাদিরূপে নানাপ্রকারে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ স্থানে স্থানে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। (অতএব পূর্ব্বে যে কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বকপোলকল্পিত নহে)॥ ২৪॥

যেমন মুখ, প্রতিবিম্বিত ও দর্পণ ইহারা পরস্পর পৃথক্‌রূপে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য, আভাসচৈতন্য ও অন্তঃকরণ ইহারা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্র ও নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা আভাসচৈতন্যরূপ জীবেরও স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন॥ ২৫॥

बुद्ध्यवच्छिन्नकूटस्थो लोकान्तरगमागमौ।
कर्त्तुं शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वह ॥ २६ ॥
अखण्डसङ्गः परिच्छेदमात्राज्जीवो भवेन्न हि।
अन्यथा घटकुड्याद्यैरवच्छिन्नस्य जीवता ॥ २७ ॥
न कुड्यसदृशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत् तथा।
अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छ्येन भवेत् तव ॥ २८ ॥

तत्र चिदाभासमाक्षिपति बुद्ध्यवच्छिन्नेति। स्वस्मिन् कल्प्यमानया बुद्ध्यवच्छिन्नः कूटस्थ एव घटद्वारा घटाकाश इव बुद्धिद्वारा लोकान्तरे गमनागमने कर्तुं शक्नोतीति अतश्चिदाभासकल्पनायां गौरवमिति भावः ॥ २६ ॥

असङ्गस्य कूटस्थस्य बुद्ध्यवच्छेदमात्रेण जीवत्वं न घटतेऽन्यथातिप्रसङ्गादिति परिहरति अखण्डसङ्ग इति ॥ २७ ॥

बुद्धिकुड्ययोः स्वाच्छ्यास्वाच्छ्याभ्यां वैषम्यं शङ्कते न कुड्यसदृशीति। उक्तं स्वच्छत्वं परिच्छेदप्रयोजकं न भवतीत्याह तथेति ॥ २८ ॥

যদি বল, সর্ব্বত্র সমভাবে কূটস্থচৈতন্যের সত্তা আছে, অতএব যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ বুদ্ধিস্থ কূটস্থচৈতন্যই লোকান্তরে গমন করিতে সমর্থ হয়েন, তবে আর আভাসচৈতন্যরূপ জীবের কল্পনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্রেই যে তাহার জীবত্ব হয় এমত নহে। আর যদি তাহাই স্বীকার করে যে, অসঙ্গচৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্রেই জীবত্ব হয়, তাহাহইলে ভিত্তি বা ঘটাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্যেরও জীবত্ব হইতে পারে ॥ ২৬-২৭ ॥

যদি বল, ভিত্তি ও ঘটাদিপদার্থ অস্বচ্ছ; সুতরাং তদবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্যের জীবত্ব হইতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধি স্বচ্ছপদার্থ, অতএব সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্যের জীবত্ব সম্ভবিতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, তুমি কূটস্থচৈতন্যের পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতেছ, তাহাই কর, তোমার আর পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতার বিচারের প্রয়োজন কি? (পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতাই হউক্, আর অস্বচ্ছতাই থাকুক্, তাহাতে ফলের কোন হানি হইবে না) ॥ ২৮ ॥

प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि।
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥ २९ ॥
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते।
कांस्ये यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद् बलात् ॥ ३० ॥
ईषद्भासनमाभासः प्रतिबिम्बस्तथाविधः।
बिम्बलक्षणहीनः सन् बिम्बवद् भासते स हि ॥ ३१ ॥

उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति प्रस्थेनेति। दारुकांस्यजन्ययोः प्रस्थयोः स्थितेऽपि स्वच्छत्वास्वच्छत्वे तण्डुलपरिमाणे न्यूनाधिकभावहेतू न भवत इत्यर्थः ॥ २९ ॥

कांस्यप्रस्थे तण्डुलपरिमाणाधिक्याभावेऽपि सति प्रतिबिम्बलक्षणमाधिक्यमस्तीत्याशङ्क्य तर्हि बुद्धावपि चिदाभासो भवतैवाङ्गीकृतः स्यादित्याह परिमाणाविशेषेऽपीति ॥ ३० ॥

प्रतिबिम्बाङ्गीकारे चिदाभासः कथमङ्गीकृतः स्यादित्याशङ्क्य प्रतिबिम्बाभासशब्दाभ्यामभिधेयस्यार्थस्यैक्यादित्याह ईषद्भासनमाभास इति प्रतिबिम्बस्याभासत्वं कथमित्याशङ्क्याभासलक्षणयोगादित्याह बिम्बलक्षणहीन इति। हि यस्मात् कारणात् प्रतिबिम्बो बिम्बलक्षणरहितोऽपि बिम्बवदवभासते अतो बिम्बाभास इति भावः ॥ ३१ ॥

যেমন প্রস্থ অর্থাৎ তণ্ডুলাদির পরিমাপক পাত্রবিশেষ কাষ্ঠনির্ম্মিত অথবা কাংস্যাদিধাতুগঠিত হউক, তাহাতে তণ্ডুলবিক্রেতার তণ্ডুলাদির পরিমাণের কোন ইতরবিশেষ হয় না। সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা কোনপ্রকার বিশেষ করিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

যদিও কাংস্যনির্ম্মিত প্রস্থে তণ্ডুলাদি পরিমাণের কোন বিশেষ নাই বটে, তথাপি তাহাতে প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, ইহাতেই বিশেষ কার্য্য দেখা যায়। ইহার উত্তর এই যে, তবে বুদ্ধিতেও আভাসচৈতন্যরূপ প্রতিবিম্ব আছে, তাহা নিবারণ কে করিবে? (যদি প্রস্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণশক্তিদ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে, তাহাহইলে বুদ্ধির যে আভাসচৈতন্যরূপ প্রতিবিম্ব আছে, তাহাদ্বারা কেননা কার্য্যসাধন হইবে?) ॥ ৩০ ॥

বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্বরূপ আভাসচৈতন্যের প্রকাশ হয়, তাহা অতি অল্পমাত্র। ঐ প্রতিবিম্ব বিম্বস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু সেই

ससङ्गत्वविकाराभ्यां बिम्बलक्षणहीनता ।
स्फूर्त्तिरूपत्वमेतस्य बिम्बवद् भासनं विदुः ॥ ३२ ॥
न हि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक् ।
इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ३३ ॥

आभासलक्षणयोगित्वमेव स्पष्टयति ससङ्गत्वविकाराभ्यामिति । एतस्य चिदाभासस्य ससङ्गत्वविकारित्वाभ्यां बिम्बभूतासङ्गाविकारिचैतन्यलक्षणहीनत्वं स्फुरणरूपबिम्बवदव-भासमानत्वमित्यर्थः हेतुलक्षणरहितो हेतुवदवभासमानो हेत्वाभास इतिवत् ॥ ३२ ॥

इत्थं चिदाभासस्याप्रयोजकतां निराकृत्य इदानीं तस्य बुद्धेः पृथक् सत्त्वं साधयितुं पूर्वपक्षमाह नहि धीभावभावित्वादिति । यथा मृदि सत्यामेव भवन् घटो न मृदो भिद्यते तद्वदिति भावः । नन्वेवं तर्हि देहातिरिक्ता धीरपि न सिध्येदिति प्रतिबन्ध्या परिहरति अल्पमेवोक्तमिति ॥ ३३ ॥

প্রতিবিম্বস্বরূপ আভাসচৈতন্য কূটস্থচৈতন্যের ন্যায় প্রকাশবিশিষ্ট হয়। (প্রতিবিম্বেতে কোনরূপ বিম্বলক্ষণ না থাকিলেও তাহা বিম্ববৎ প্রকাশ পায়) ॥ ৩১ ॥

জীবচৈতন্য যে কূটস্থব্রহ্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত হইয়াও সেই কূটস্থব্রহ্ম-চৈতন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—জীব সসঙ্গ ও বিকারী এবং কূটস্থব্রহ্মচৈতন্য অসঙ্গ ও অবিকারী; সুতরাং জীব কূটস্থব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে পৃথক্, কিন্তু জীবচৈতন্যের যে প্রকাশস্বভাব, তাহা ব্রহ্মচৈতন্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। (জীবের প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ হইতে কিঞ্চিদংশেও ন্যূন নহে। যখন জীবের প্রকাশস্বরূপ উদ্ভূত হইয়া সেই জীব প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন অবিকল ব্রহ্মচৈতন্যই হইয়া থাকে) ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে চিদাভাসের অপ্রয়োজকত্ব নিরাকরণপূর্ব্বক এই শ্লোকে সেই জীব যে বুদ্ধি হইতে পৃথক্, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—যদি বল, বুদ্ধিতে জীবের তাদাত্ম্যাধ্যাস আছে এবং সেই জীবের উদ্ভবেই বুদ্ধির উদ্ভব হয়, অতএব জীব বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর পূর্ব্ব-পক্ষ। কারণ যেমন ঘটেতে মৃত্তিকাসত্ত্বেও সেই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট-

देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेत् शास्त्रादस्ति तथा सति।
बुद्धेरन्यच्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः॥ ३४॥
धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेन्नैतरेये धियः पृथक्।
आत्मा प्रवेशं सङ्कल्प्य प्रविष्ट इतिगीयते॥ ३५॥
कथं न्विदं साचदेहं मङ्गते स्यादितीरणात्।

प्रतिवन्दीमीचनं शङ्कते देहे मृतेऽपीति। देहव्यतिरिक्ताया बुद्धेः स्वविज्ञानी भवतीत्यादिश्रुतिसिद्धत्वान्न सत्त्वमिति भावः। ननु श्रुतिबलात् देहातिरिक्ता बुद्धिरभ्युपगम्यते चेत् तर्हि प्रवेशश्रुतिबलात् बुद्ध्यतिरिक्तचिदाभासोऽप्यभ्युपेय इत्याह तथा सतीति॥ ३४॥

ननु बुद्ध्युपाधिकस्यैव प्रवेशो युज्यते नैतरस्येति शङ्कते धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेदिति। ऐतरेयश्रुतौ बुद्ध्यतिरिक्तस्यैव प्रवेशश्रवणात् नैवमिति परिहरति नैतरेय इति॥ ३५॥

श्रुतिमर्थतः पठति कथं न्विदमिति। अयं परमात्मा साचदेहम् अचाणि च देहाश्चाचदेहास्तैः सह वर्तत इति साचदेहमिदं जड़जातं मङ्गते चेतनं मां विहाय कथं नु

মৃত্তিকা হইতে পৃথক্, সেইরূপ বুদ্ধিও জীব হইতে পৃথক্। আর যদি জীবকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ স্বীকার না কর, তাহাহইলে, দেহ হইতেও বুদ্ধি অতিরিক্ত নহে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়॥ ৩৩॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও বুদ্ধির পৃথক্ত্ব স্বীকার না করিলে বুদ্ধি ও দেহের পৃথক্ত্ব স্বীকার করিতে পার না। এই ব্যাখ্যাতেও যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে, মরণের পরে দেহ থাকে না, কিন্তু বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, ইহা শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হয়। তাহাহইলে বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত আভাসচৈতন্যের সত্তাও শ্রুতিযুক্তি অনুসারে স্বীকার করিতে হয়॥ ৩৪॥

যদি বল, শরীরানুপ্রবেশবোধক শ্রুতিতে যে বুদ্ধি সহকৃত আভাসচৈতন্যেরই প্রবেশ উক্ত হইয়াছে, এমত নহে; যেহেতু ঐতরেয় উপনিষদের শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মার প্রবেশসঙ্কল্প করিয়া পশ্চাৎ সেই আত্মার প্রবেশ নির্ণয় করিয়াছেন॥ ৩৫॥

পূর্ব্বোক্ত ঐতরেয় শ্রুত্যর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—প্রথমতঃ আত্মা এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়াদি সহিত জড়দেহ আমার সত্তাব্যতি-

विदार्य मूर्ध्नः सीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम् ॥ ३६ ॥
कथं प्रविष्टोऽसङ्गश्चेत् सृष्टिर्वास्य कथं वद ।
मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥ ३७ ॥
समुत्थायैव भूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति ।

स्यान्न कथमपि निर्व्वहेदिति विचार्य्य मूर्ध्नः सीमानं कपालत्रयमध्यदेशं विदार्य्य स्वसन्निधिमात्रेण भित्वा प्रविष्टः सन् संसरति जायदादिकमनुभवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

ननु असङ्गस्यात्मनः प्रवेशो न युक्त इति शङ्कते कथं प्रविष्ट इति। इदं चोद्यं स्रष्टावपि समानमित्याह सृष्टिर्वेति। सृष्टिकर्त्तुर्मायिकत्वात् न दोष इत्याशङ्क्याह परिहारः प्रवेष्टर्य्यपि समान इत्याह मायिकत्वमिति। अनयोर्मायिकत्वे हेतुश्च सम इत्याह विनाशश्च समस्तयोरिति ॥ ३७ ॥

प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञास्तीति औपा-

---

রেকে কিরূপে বিদ্যমান থাকিবে? এইরূপে দেহের বিদ্যমানতার অসম্ভব দেখিয়া আত্মা স্বয়ং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারী হয়েন। ৩৬ ॥

যদি বল, পরমাত্মা অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ, অতএব তাঁহার শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? (যে বস্তু সর্ব্ববিষয়ে নিঃসঙ্গ তাহার শরীরানুপ্রবেশ সম্ভব হইতে পারে না।) ইহাতে আপাততঃ এই বলা যাইতে পারে যে, যদি অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার শরীরানুপ্রবেশ অসম্ভব হয়, তাহাহইলে সেই পরমাত্মার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্বও স্বীকার করিতে পার না। (যিনি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, তিনি যে এই অনন্তজগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলেন, ইহা কোনরূপেও সম্ভব হইতে পারে না।) তবে এই মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার মায়িকত্ব স্বীকৃত আছে, তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইয়াই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলেন, তবে সেই মায়াবচ্ছিন্ন পরমাত্মা যে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, ইহাও অসম্ভব নহে। যেমন আত্মার ঔপাধিক বিনাশ সম্ভব হয়, সেইরূপ মায়িক শরীরানুপ্রবেশ ও সৃষ্টিকর্ত্তৃকত্ব হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

জীবের যে স্থূল শরীর দৃষ্ট হয়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক

विस्पष्टमिति मैत्रेय्य याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥ ३८ ॥
अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः।
मात्रासंसर्ग इत्येवमसङ्गत्वस्य कीर्त्तनात् ॥ ३९ ॥
जीवापेतं वाव किल शरीरं म्रियते न सः।

धिकरूपविनाशप्रतिपादिकां श्रुतिं दर्शयति समुत्थायेति। एष प्रज्ञानघन आत्मा एतेभ्यो देहेन्द्रियादिरूपेभ्यः पञ्चभूतकार्येभ्यो निमित्तभूतेभ्य उपाधिभ्यः समुत्थाय जीवत्वाभिधानं प्राप्य तान्येव देहादीनि विनश्यन्ति अनुविनश्यति तेषु विनश्यत्सु तत्कृतं जीवत्वाभिमानं जहाति एवं प्रकारेण सोपाधिकरूपस्य विनाशित्वं याज्ञवल्क्यो मैत्रेय्यै उक्तवानित्यर्थः ॥३८॥

अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्तिधर्मा इति श्रुत्या कूटस्थस्तती विभिन्नः प्रदर्शित इत्याह अविनाश्ययमात्मेति। मात्रासंसर्गस्तस्य भवतीति श्रुत्या अविनाशित्वे हेतुमसङ्गत्वमीक्षत्वानित्याह मात्रेति। मीयन्त इति मात्रा देहादयस्ताभिरस्यात्मनोऽसंसर्गो भवतीत्यर्थः ॥ ३९ ॥

ननु जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते इति श्रुत्यास्यौपाधिकस्याप्यविनाशित्वं प्रतिपादितम् इत्याशङ्क्य तस्याः श्रुतेर्देहान्तरप्राप्तिविषयतया नात्यन्तिकनाशाभाव-

---

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে স্পষ্টরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে, আত্মা পঞ্চভূত হইতে অতিরিক্ত হইয়াও সেই পঞ্চভূতের অনুগামী, অর্থাৎ পঞ্চভূতের কার্য্য ও উপাধি আশ্রয় করিয়া সেই ভূতোৎপন্নের ন্যায় জীবত্ব উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক উপাধির বিনাশে বিনষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়েন। (যখন পঞ্চভূত একত্রিত হইয়া দেহ উৎপন্ন হয়, তখন পরমাত্মা জীবত্ব উপাধি স্বীকার করিয়া উৎপন্নবৎ হয়েন এবং যখন আবার সেই সকল ভূত বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আত্মাও জীব উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়েন) ॥ ৩৮ ॥

পরমাত্মার উপাধিমাত্রেরই নাশ হয়, কিন্তু তাঁহার নাশ হয় না, তিনি অবিনাশী ও অসঙ্গ। কোন বিষয়েই আত্মার আসক্তি নাই, এইরূপে কূটস্থ-চৈতন্যের অসংসারিত্ব নিরূপণ করিয়া জীবের অবস্থা কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥৩৯॥

জীবের যে স্থূলশরীর দৃষ্ট হয়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক

इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥ ४० ॥
नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत् ।
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि सम्भवात् ॥ ४१ ॥
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव ।

परत्वमित्याह जीवापेतमिति । जीवापेतं जीवरहितं जीवेन त्यक्तमिति यावत् वाव एव स जीवो न म्रियते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

ननु जीवस्य विनाशित्वेऽहं ब्रह्माद्वीत्यविनाशिब्रह्मतादात्म्यज्ञानं न घटत इत्याह नाहं ब्रह्मेतीति । विनाशी स जीवोऽहं ब्रह्मेति ब्रह्मरूपेणात्मानं न बुध्यत न जानीयात् विनाश्यविनाशिनोरैकत्वविरोधादिति चेत् मुख्यसामानाधिकरण्याभावेऽपि बाधायां सामानाधिकरण्यसम्भवात् जीवभावबाधेन ब्रह्मभावोऽवगन्तुं शक्यते इत्याह न तदिति ॥ ४१ ॥

बाधायां सामानाधिकरण्येन वाक्यार्थप्रतिपत्तिप्रकारो वार्त्तिककारैः सदृष्टान्तोऽभिहित इतीममर्थं तद्वाक्योदाहरणपूर्वकं दर्शयति योऽयं स्थाणुरिति । अयं स्थाणुरेष पुमान्

জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। জীবের জন্মমৃত্যু নাই বলিয়াই যে মরণান্তে জীবের মুক্তি হয়, তাহা বলিতে পার না। কারণ জীব ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়া কর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করে ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবের উপাধির বিনাশ হয়, কিন্তু জীবের বিনাশ হয় না। এইক্ষণ যদি সোপাধিক জীব বিনাশী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে অবিনাশী পরমব্রহ্মের সহিত সেই বিনাশী জীবের তাদাত্ম্যজ্ঞান (জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান) কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞান নহে, যেহেতু বাধসত্ত্বেও সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইতে পারে। (জীবের বিনাশিত্ব ধর্ম্মই এইস্থলে বাধ; যতদিন জীবের উপাধিরূপ বিনাশিত্ব ধর্ম্ম থাকে, ততদিন জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হয় না) ॥ ৪১ ॥

যেমন ভ্রান্তিজ্ঞান উপস্থিত হইলে যখন স্থাণুকে (শাখাবিহীন বৃক্ষকে) পুরুষ বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন ভ্রান্তিদ্বারা স্থাণুপ্রভৃতিতে পুরুষ জ্ঞান আরোপিত হইলে সেই পুরুষজ্ঞানদ্বারা স্থাণুজ্ঞানের বাধ হয়, কিন্তু তাহাতে পুরুষ

ब्रह्मास्मीति धिया शेषा ह्यहं बुद्धिर्निवर्त्तते ॥ ४२ ॥
नैष्कर्म्यसिद्धावप्येवमाचार्यैः स्पष्टमीरितम् ।
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं ततोऽस्तु तत् ॥ ४३ ॥
सर्व्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत् ।
अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत् ॥ ४४ ॥

इत्यस्मिन् वाक्ये पुरुषत्वबोधेन स्थाणुत्वबुद्धिर्यथा निवर्त्तते एवमहं ब्रह्मास्मीति बोधेनाहंबुद्धिः कर्त्ताहमस्मीति एवमादिरूपा सर्वा निवर्त्या स्यात् इति ॥ ४२ ॥

नैष्कर्म्येति । एवमुक्तेन प्रकारेणाचार्य्यैर्वार्त्तिककारैर्नैष्कर्म्यसिद्धौ सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं स्पष्टमीरितमिति । फलितमाह ततोऽस्तु तदिति । ततः कारणात् ब्रह्माहमस्मीति वाक्ये तत्सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमस्त्वित्यर्थः ॥ ४३ ॥

नन्वेवमपि श्रुतिषु बाधायां सामाधिकरण्यं न क्वापि दृष्टमित्याशङ्क्य सर्व्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यत्र बाधायां सामाधिकरण्यं दृष्टमतोऽत्रापि तद्भविष्यति इत्याह सर्व्वं ब्रह्मेतीति ॥४४॥

জ্ঞানের কোন হানি হয় না। সেইরূপ "আমিই পরমব্রহ্মস্বরূপ" এই জ্ঞান-দ্বারা সমস্ত অহংবুদ্ধি নিবারিত হইলে সর্ব্বপ্রকার সংসারের নিবৃত্তি হয়। (কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের কোন বাধ জন্মে না) ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিগ্রন্থে বাধসত্ত্বেও সামানাধিকরণ্যের সম্ভব হইতে পারে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। (অতএব "ব্রহ্মাহমস্মি" এই বাক্যে ব্রহ্ম ও অহং এই উভয়ের সামানাধিকরণ্যের যে বাধার্থত্ব আছে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই) ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রমাণে ব্যক্ত হইল যে, বাধসত্ত্বে কোনস্থলেও সামানাধিকরণ্য দেখা যায় না। কিন্তু "এই সমুদায় জগৎই ব্রহ্ম" এই বাক্যেতে যেমন জগতের সহিত পরমব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ "আমিই ব্রহ্ম" এই বাক্যেতেও জীবের সহিত পরমব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतम्।
प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थत्वविवक्षया ॥ ४५ ॥
शोधितत्वम्पदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम्।
तस्य वक्तुं विवरणे तथोक्तमितरत्र च ॥ ४६ ॥
देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या।

ननु तर्हि विवरणाचार्यैर्बाधायां सामानाधिकरण्यं कुतो निराकृतमित्याशङ्क्य तैरहंशब्देन कूटस्थस्य विवक्षितत्वादित्याह सामानाधिकरण्यस्येति ॥ ४५ ॥

कूटस्थत्वविवक्षयेत्युक्तमर्थं विवृणोति शोधितत्वमिति। शोधितः बुद्ध्यादिभ्यो विवेचितत्वं पदलक्ष्यो यः कूटस्थः वक्ष्यमाणलक्षणलक्ष्यं ब्रह्मस्वरूपतां कूटस्थलक्षणब्रह्मरूपतां वक्तुं विवरणादिषु बाधायां सामानाधिकरण्यनिराकरणपूर्वकं मुख्यसामानाधिकरण्यमुक्तमित्यर्थः ॥ ४६ ॥

इदानीं कूटस्थस्य ब्रह्मणैक्यं सम्भावयितुं कूटस्थशब्देन विवक्षितमर्थमाह देहेन्द्रियादियुक्तस्येति। आदिशब्देन मनआदयोऽन्तःकरणं एवञ्च देहेन्द्रियादियुक्तस्य शरीरत्रयसहितस्य

• যদি বাধস্থলেও সামানাধিকরণ্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহাহইলে আচার্য্যগণ বিবরণগ্রন্থে সামানাধিকরণ্য নিষেধ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, আচার্য্যগণ যে বহুপ্রযত্নে বিবরণগ্রন্থে বাধসত্ত্বে সামানাধিকরণ্য নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহারা কেবল পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়াভিপ্রায়েই বাধসত্ত্বে, সামানাধিকরণ্য নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

এইক্ষণ কূটস্থত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পরিশোধিত, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিদ্বারা বিবেচিত যে, "ত্বং" পদার্থ তিনিই কূটস্থচৈতন্য। এই কূটস্থচৈতন্যের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিবার অভিপ্রায়েই আচার্য্যগণ বিবরণগ্রন্থে ও অন্যান্য স্থানে বাধসত্ত্বেও সামানাধিকরণ্যের প্রতিষেধ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

এইক্ষণে কূটস্থের ব্রহ্মৈক্যসাধনার্থ কূটস্থ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বলিতেছেন।—যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত আভাসচৈতন্য এবং যাহাতে জীবভ্রান্তি

অধিষ্ঠানচিতিঃ সৈষা কূটস্থাত্র বিবক্ষিতা ॥ ৪৭ ॥
জগদ্ভ্রমস্য সর্ব্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্।
তয্যন্তেষু তদত্র স্যাত্ ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ ॥ ৪৮ ॥
এতস্মিন্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা।
তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ॥ ৪৯ ॥

জীবাভাসভ্রমস্য চিদাভাসরূপভ্রমস্য যা অধিষ্ঠানচিতিঃ যদধিষ্ঠানচৈতন্যমস্তি তদত্র বেদান্তেষু কূটস্থত্বেন বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মশব্দস্য চার্থমাহ জগদ্ভ্রমস্যেতি। কৃৎস্নজগৎকল্পনাধিষ্ঠানং যচ্চৈতন্যং বেদান্তেষু নিরূপিতং তদত্র ব্রহ্মশব্দেন বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ননু জীবভ্রমাধিষ্ঠানচৈতন্যং কূটস্থ ইত্যুক্তমনুপপন্নং জীবস্যারোপিতত্বাসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যা-স্যারোপিতত্বং কৈমুতিকন্যায়েন সাধয়তি এতস্মিন্নেবেতি। জগদেকদেশত্বঞ্চ অনেন জীবে-নাত্মনানুপ্রবিশ্য ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধম্ ॥ ৪৯ ॥

হয়। সেই জীবভ্রান্তির অধিষ্ঠানভূত যে চৈতন্য, তিনিই এই স্থলে কূটস্থচৈতন্য-রূপে বিবক্ষিত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

এই শ্লোকে ব্রহ্মশব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় জগৎই ভ্রমাত্মক, এই ভ্রমসঙ্কুল অসার জগতের আধারস্বরূপ বলিয়া যিনি বেদান্তে উক্ত আছেন, সেই জগদাধারভূত চৈতন্যই ব্রহ্মশব্দের বাচ্য হয়েন। (যিনি এই অনন্তজগতের অধিষ্ঠানভূত, তাঁহাকে বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন) ॥ ৪৮ ॥

যদি বল, কূটস্থচৈতন্যে জীবের আরোপ অযুক্ত, এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন।—যখন পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ব্বিকার চৈতন্যে এই ভ্রমাত্মক জগৎ আরো-পিত হইল, তখন যে সেই নির্ব্বিকার চৈতন্যের একদেশ আভাসচৈতন্যরূপ জীবের আরোপ হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। (যদি নির্ব্বিকার চৈতন্যে জগতের আরোপ হইতে পারে, তাহাহইলে তাহার একদেশে আভাসচৈতন্য-রূপ জীবের আরোপ হইতে বাধা কি?) ॥ ৪৯ ॥

जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः ।
तत्त्वम्पदार्थौ भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितः ॥ ५० ॥
कर्त्तृत्वादीन् बुद्धिधर्म्मान् स्फूर्त्याख्यात्मरूपताम् ।
दधद् विभाति पुरत आभासोऽतो भ्रमो भवेत् ॥ ५१ ॥
का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्मा जगत् कथम् ।

ननु जगदधिष्ठानचैतन्यस्यैकत्वात् तत्त्वं पदार्थभेदाभावे तत्त्वंपदार्थयोः पौनरुक्त्यमित्याङ्क्य तयोरौपाधिकभेदो वास्तवमैक्यमित्याह जगत्तदेकदेशाख्येति। जगदिति तदेकदेश इति च आख्या यस्य समारोप्यस्य तत् तथा जातावेकवचनम् ॥ ५० ॥

ननु चिदाभासस्य शुक्तिकारजतवदधिष्ठानारोप्योभयधर्म्मवत्त्वानुपलम्भात् कथमारोपितत्वमित्याशङ्क्याह कर्त्तृत्वादीनिति। बुद्ध्युपाधिद्वारा समारोप्यमानान् कर्त्तृत्वभोक्तृत्वप्रमातृत्वादीन् स्फुरणलक्षणमात्मरूपत्वञ्च दधत् पुरतो भाति स्पष्टं प्रतिभासते अत आभासः कल्पित इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अस्य भ्रमस्य किं कारणमित्याकाङ्क्षायां बुद्ध्यादिस्वरूपापरिज्ञानमेवेत्याह का बुद्धिरिति। तस्य निवर्त्तनीयत्वायानर्थहेतुत्वमाह सोऽयं संसार इत्यत इति ॥ ५२ ॥

জগৎ এবং আভাসচৈতন্যরূপ জীব এই উভয় পদার্থই আরোপ্য ; উক্ত আরোপ্যমাণ উভয় পদার্থই বিভিন্ন, ঐ উভয় পদার্থের ভেদবশতঃই "তৎ ও ত্বং" এই উভয় পদার্থে ভেদ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক চৈতন্যের প্রভেদ নাই, উভয় চৈতন্যই এক ; কেবল উপাধি ভেদেই উভয়ের ভেদপ্রতীত হয় ॥ ৫০ ॥

যখন শুক্তিকাকে রজত বলিয়া ভ্রান্তি হয়, তখনও যেমন শুক্তিকাতে রজতের ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য এই উভয় ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবের আত্মত্বারোপকালে উভয় ধর্ম্মের বিদ্যমানতা দেখা যায় না, অতএব জীবের উভয় ধর্ম্মবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন।—জীবেতে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি বুদ্ধি এবং প্রকাশাখ্য আত্মস্বরূপ এই উভয় ধর্ম্ম ধারণ করিয়া জীব বিরাজিত আছেন, এই নিমিত্ত তাহাকে ভ্রমাত্মক স্বীকার করা যায় ॥ ৫১ ॥

ভ্রমের কারণ কি? এই আশঙ্কায় বুদ্ধিস্বরূপের অপরিজ্ঞানই ভ্রমের

इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥ ५२ ॥
बुद्ध्यादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित्।
स एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥ ५३ ॥
एवञ्च सति बन्धः स्यात् कस्येत्यादिकुतर्कजाः।
विडम्बनाद्दृढं खण्ड्याः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥ ५४ ॥

अस्यकिं निवर्त्तकमित्याकाङ्क्षायां बुद्ध्यादीनां स्वरूपविवेक एव निवर्त्तक इत्यभिप्रेत्य तद्वानेव ज्ञानी तत एव चानर्थनिवृत्तिरित्याह बुद्ध्यादीनामिति ॥ ५३ ॥

एवं बन्धमोक्षयोरविवेकमूलत्वे सति अद्वैतवादे कस्य बन्धः कस्य वा मोक्ष इत्येवमादि-रूपास्तार्किकैः क्रियमाणाः कुतर्कमूलाः परिहासविशेषाः खण्डनोक्तयुक्तिभिस्तेषां निरुत्तर-त्वापादनेन परिहरणीया इत्याह एवञ्च सति बन्धः स्यादिति ॥ ५४ ॥

কারণ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন।—বুদ্ধি কি পদার্থ? আভাস চৈতন্য কিরূপ? জীবই বা কি পদার্থ? আত্মারই বা স্বরূপ কি? এবং এই জগৎই বা কিপ্রকার? এইরূপে যে অনিশ্চয়জ্ঞান তাহাকে ভ্রম বলা যায় এবং এই-রূপ ভ্রমই সংসারশব্দের বাচ্য ॥ ৫২ ॥

কিরূপে পূর্ব্বোক্ত সংসারের নিবৃত্তি হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিপ্রভৃতির যথার্থ স্বরূপ জানেন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানী এবং তাঁহারাই মুক্ত, তাঁহাদিগেরই সংসারবাসনার নিবৃত্তি হয়। এইরূপ সর্ব্ব-প্রকার বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, বিবেক ও অবিবেকই জীবের মোক্ষ ও বন্ধের কারণ। (যাহার বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সংসার-বন্ধন ছেদ করিয়া মুক্ত হইতে পারে, আর যাহার আত্মাতে বিবেকের উৎ-পত্তি হয় নাই, তাহার মুক্তি হইতে পারে না, সেই ব্যক্তিই চিরকাল সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।) এইক্ষণ যদি বিবেক ও অবিবেকই মোক্ষ ও বন্ধনের কারণরূপে নির্ণীত হইল, তবে তার্কিকগণ আমাদিগকে উপহাস করেন কেন? তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অদ্বৈত মতে বন্ধনই বা কাহার এবং কেই বা মুক্ত হয়। তার্কিকদিগের এই কুতর্কমূলক উপহাস শ্রীহর্ষমিশ্রকর্ত্তৃক খণ্ডনগ্রন্থোক্ত যুক্তিদ্বারা অনায়াসে খণ্ডন করা যাইতে পারে ॥ ৫৪ ॥

वृत्तेः साक्षितया वृत्तेः प्रागभावस्य च स्थितः।
बुभुत्सायां तथाज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः॥
असत्यालम्बनत्वेन सत्यः सर्व्वजडस्य तु।
साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः॥

एवं श्रुतियुक्तिभ्यां कूटस्थं बुद्ध्यादिभ्यो विविच्य दर्शयित्वा पुराणेष्वपि तद्विवेकः कृत इत्याह वृत्तेः साक्षितयेत्यादिना श्लोकत्रयेण। वृत्त्युत्पत्तौ सत्यां तत्साक्षित्वेन वृत्त्युदयात् पूर्व्वं तत्प्रागभावसाक्षित्वेन जिज्ञासायां सत्यां तत्साक्षित्वेन ततः पूर्व्वमज्ञोऽस्मीत्यनुभूयमानाज्ञानसाक्षित्वेन च शिव एव तिष्ठति स च असत्यस्य जगत आलम्बनत्वेनाधिष्ठानत्वेन सत्यः सर्व्वस्य जड़स्य साधकत्वेनावभासकत्वात् चिद्रूपः सर्व्वदा प्रेमविषयत्वादानन्दरूपः सर्व्वार्थावभासकत्वेन सर्व्वसन्निवात् संपूर्ण इत्युच्यते अत्र चेदमभिप्रेतं विमतः शिवो वृत्त्यादिभ्योभिद्यते वृत्त्यादिसाक्षित्वात् यद् यद् वृत्त्यादिभ्यो न भिद्यते तत् तद्वृत्त्यादिसाक्षि न भवति यथा वृत्त्यादिः विमतः सत्यो भवितुमर्हति मिथ्याधिष्ठानत्वात् असत्यरजताधिष्ठान शुक्तिवत् विमतश्चिद्रूपः जड़भावावभासकत्वात् यत् चिद्रूपं न भवति तत् सर्व्वं जड़ावभासकमपि न भवति यथा घटादिः विमतः परमानन्दरूपः परप्रेमास्पदत्वात् यत् परमा

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া এইক্ষণ পুরাণোক্ত শ্লোকপ্রমাণদ্বারা সেই কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি উৎপন্ন বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বহইতেও যাঁহার সাক্ষিরূপে বিদ্যমানতা আছে, কোন্ বস্তু জানিতে হইলেও যিনি সাক্ষ্যপ্রদান করেন, "আমি যে পূর্ব্বে অজ্ঞানী ছিলাম" এইরূপ অনুভবকালেও যিনি সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলময় কূটস্থচৈতন্য। যিনি এই অসত্য জগতের অধিষ্ঠাতা হইয়া সর্ব্বত্র সত্যরূপে প্রতীত হয়েন, যিনি সর্ব্বপ্রকার জড়পদার্থের প্রকাশক, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রেমবিষয়হেতু চিদ্রূপে যিনি বিরাজমান আছেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলময় কূটস্থব্রহ্মচৈতন্য। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বার্থসাধন করিতেছেন, এইনিমিত্ত যিনি আনন্দময় এবং যিনি সর্ব্বসম্বন্ধবান্ ও সম্পূর্ণ, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলময় কূটস্থচৈতন্য। (ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন

आनन्दरूपः सर्व्वार्थसाधकत्वेन हेतुना।
सर्व्वसम्बन्धवत्त्वेन सम्पूर्णः शिवसंज्ञितः ॥५५॥५६॥५७॥
इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः।
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥ ५८ ॥
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः।

नन्दरूप न भवति तत् परप्रेमास्पदमपि न भवति यथा घटादि विमत परिपूर्ण सर्व्व-सम्बन्धित्वात् गगनवत् सर्व्वसम्बन्धित्वञ्च सर्व्वार्थसाधकत्वेन विमत सर्व्वसम्बन्धवान् सर्व्वाव भासकत्वात् य सर्व्वसम्बन्धवान् न भवति स सर्व्वावभासकी न भवति यथा दीपादि रिति ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

उदाहृतपुराणवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह इति शैवपुराणेष्विति। इत्यनेन प्रकारेण सूत-संहितादिपुराणेषु जीवेश्वरत्वादिकल्पनारहित केवलोऽद्वितीय स्वप्रभ स्वप्रकाशकरूपचैतन्य-रूप शिव कूटस्थो विवेचित इत्यन्वय ॥ ५८ ॥

जीवेश्वरत्वादिरहितत्व कुत इत्याशङ्क्य श्रुत्या तयोर्म्मायिकत्वप्रदर्शनादित्याह मायाभासेन जीवेशाविति। जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवतीति श्रुति-

---

হইতেছে যে, যেহেতু তিনি বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী, অতএব বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে তিনি ভিন্ন। কারণ যে বস্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ নহে, সে বস্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী হইতে পারে না। তিনি মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠান, অতএব তিনি অসত্য নহেন। তিনি সর্ব্বজড়পদার্থের প্রকাশক, এই নিমিত্ত তিনি জড় নহেন, কিন্তু চিদ্রূপ) ॥ ৫৫-৫৬-৫৭ ॥

এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত শিবপুরাণবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বকথিত শিবপুরাণোক্ত শ্লোকের বাক্যার্থ ও যুক্তিদ্বারা এইরূপে কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে, সেই কূটস্থচৈতন্য জীব ও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত, তিনি কেবল স্বপ্রকাশস্বরূপ সর্ব্বমঙ্গলময় চৈতন্যস্বরূপ। (এই প্রকারে সূতসংহিতাদি পুরাণেও কূটস্থচৈতন্যের জীব ভিন্নত্ব ও ঈশ্বরাতিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে) ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কূটস্থচৈতন্য জীব ও ঈশ্বরের অতিরিক্ত;

মায়িকাবেব জীবেশৌ স্বচ্ছৌ তৌ কাচকুম্ভবৎ ॥ ৫৯ ॥
অন্নজন্যং মনোদেহাৎ স্বচ্ছং যদ্বৎ তথৈব তৌ।
মায়িকাবপি সর্ব্বস্মাদন্যস্মাৎ স্বচ্ছতাং গতৌ ॥ ৬০ ॥

মায়াবিদ্যাধীনয়োশ্চিদাভাসয়োর্ম্মায়িকত্বং প্রতিপাদয়তীতি ভাবঃ। মায়িকত্বে তয়োর্দেহাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পার্থিবত্বাবিশেষেঽপি কাচকুম্ভস্য ঘটাদিভ্যো বৈলক্ষণ্যমিবানয়োরপি স্যাদিত্যাহ স্বচ্ছৌ তৌ কাচকুম্ভবদিতি ॥ ৫৯ ॥

ননু ঘটকাচকুম্ভারম্ভকয়োর্মৃদ্বিশেষয়োর্ভেদাৎ তদ্বৈলক্ষণ্যমুচিতং জগজ্জীবেশ্বরভেদহেতোর্মায়ায়া একত্বাৎ তয়োর্জগতো বৈলক্ষণ্যমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্য অন্নজন্যয়োর্দেহমনসোর্যথা বৈলক্ষণ্যং তদ্বদিত্যাহ অন্নজন্যমিতি ॥ ৬০ ॥

এই শ্লোকে শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব প্রদর্শন করিয়া কূটস্থচৈতন্যের জীবেশ্বরাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়া ও অবিদ্যার অধীন, এই নিমিত্ত তাঁহারা মায়িক। যদিও তাঁহারা মায়িকপদার্থ তথাপি দেহাদি মায়িকপদার্থ হইতে তাহাদিগের বৈলক্ষণ্য আছে। যেমন কাচকুম্ভ ও মৃণ্ময়কুম্ভ উভয়ই পার্থিবপদার্থ এবং পার্থিবাংশে তাহাদিগের কোন বিশেষ নাই, কিন্তু মৃণ্ময়কুম্ভ হইতে কাচময়কুম্ভের স্বচ্ছতাহেতু মৃণ্ময়কুম্ভ হইতে কাচকুম্ভের বিশেষ আছে। সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব মায়িক হইলেও দেহাদি অন্যান্য মায়িকপদার্থ হইতে তাহাদিগের স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য আছে ॥ ৫৯ ॥

যদি বল, কাচকুম্ভ ও মৃণ্ময়কুম্ভ এই উভয় পার্থিব পদার্থ হইলেও উভয়গত মৃত্তিকার বৈলক্ষণ্যহেতুই তাহাদিগের সমুচিত বৈলক্ষণ্য প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু জগৎ ও জীবেশ্বর ইহাদিগের ভেদহেতু কেবল এক মায়ামাত্র; অতএব জগৎ ও জীবেশ্বরের ভেদ অনুচিত, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন দেহ ও মনঃ উভয়ই অন্ন জন্য। কিন্তু মনের স্বচ্ছতা আছে, দেহের স্বচ্ছতা নাই; সুতরাং দেহ হইতে মনের বৈলক্ষণ্য আছে। সেইরূপ দেহাদি অন্যান্য মায়িকপদার্থ হইতে জীব ও ঈশ্বরের স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য আছে। (এইরূপে জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব প্রতিপন্ন হইল, অতএব মায়িক জীব ও ঈশ্বর হইতে কূটস্থচৈতন্য অতিরিক্ত) ॥ ৬০ ॥

चिद्रूपत्वञ्चसम्भाव्यं चित्त्वेनैव प्रकाशनात्।
सर्व्वकल्पनशक्तायाः मायायाः दुष्करं न हि ॥ ६१ ॥
अस्मन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजेत्।
महामाया सृजत्येतावित्याश्चर्य्यं किमत्र ते ॥ ६२ ॥
सर्व्वज्ञत्वादिकञ्चेशे कल्पयित्वा प्रदर्शयेत्।

भवतु काचादिवत् स्वच्छत्वं चित्त्वं कुत इत्याशङ्क्यानुभवादित्याह चिद्रूपत्वञ्चेति। चित्त्वेन प्रकाशनमपि मायिकयोरनुपपन्नमित्याशङ्क्य तस्यादुर्घटकारित्वादुपपन्नमित्याह सर्व्वकल्पनेति ॥ ६१ ॥

उक्तमर्थं कौसुतिकन्यायेन द्रढयति. अस्मन्निद्रेति ॥ ६२ ॥

ईश्वरस्यापि मायिकत्वे तस्य जीववद्सर्व्वज्ञत्वादिकं स्यादित्याशङ्क्य सर्व्वज्ञत्वादिकमपि मायैव कल्पयिष्यतीत्याह सर्व्वज्ञत्वादिकमिति तदौपपत्तिमाह धर्म्मिणमिति ॥ ६३ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বচ্ছত্ব প্রতিপন্ন হইল, এইক্ষণ তাহাদিগের চিৎস্বরূপত্ব স্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কায় অনুভবাদিদ্বারায় তাহাদিগের চিৎস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—অনুভবদ্বারা জানাযায় যে, যদিও জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব আছে, তথাপি তাঁহারা চিৎস্বরূপত্বরূপে প্রকাশ পায়েন, অতএব জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব সম্ভব হয়। যেহেতু মায়ার সর্ব্বপ্রকার কল্পনাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত মায়ার দুষ্কর কিছুই নাই ॥ ৬১ ॥

আমাদিগের নিদ্রা স্বপ্নাবস্থাতে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা করে, কিন্তু সেই নিদ্রাও মায়ার অংশ। যখন মায়ার অংশস্বরূপ নিদ্রাও স্বপ্নকালে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা করিতে পারে, তখন মহামায়া যে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? (যদি অংশই কোন কার্য্যসাধন করিতে পারিল, তবে সে স্বয়ং সেই কার্য্য অবশ্যই সাধন করিতে পারিবে) ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েরই তুল্যরূপে মায়িকত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যদিও ঈশ্বর জীবের ন্যায় মায়িক বটেন, তথাপি জীব যেমন অজ্ঞ, ঈশ্বর সেইরূপ অজ্ঞ নহেন। যেহেতু মায়াই ঈশ্ব-

धर्मिणं कल्पयेद् माया: को भारो धर्मिकल्पने ॥ ६३ ॥
कूटस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति चेन्नातिशङ्क्यताम् ।
कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं न हि वर्त्तते ॥ ६४ ॥
वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि ।
सपक्षरूपं वस्त्वन्यन्न सहन्तेऽत्र किञ्चन ॥ ६५ ॥

ननु जीवेशयोरिव कूटस्थस्यापि मायिकत्वं प्रसज्येत इति शङ्कते कूटस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति। प्रमाणाभावान्नैवमिति परिहरति भातीति ॥ ६४ ॥

कूटस्थस्य वास्तवत्वेऽपि प्रमाणं नोपलभ्यत इत्याशङ्क्य श्रुतयः सर्वा अपि प्रमाणम् इत्याह वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्येति। अत्र कूटस्थस्य पारमार्थिकत्वे प्रतिपक्षभूतमन्यद् वस्तु किञ्चन न सहन्त इत्यर्थः ॥ ६५ ॥

রেতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। যে মায়া ধর্ম্মী ঈশ্বরকেই কল্পনা করিতে পারে, সেই মায়া যে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব কল্পনা করিবে, তাহাতে তাহার আর ভারবোধ হইবে না ॥ ৬৩ ॥

যেমন জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যেরও মায়িকত্ব সম্ভবিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের মায়িকত্বের আশঙ্কাও করিবে না। যেহেতু কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপের মায়িকত্ব সম্ভাবনায় কোন প্রমাণ নাই। (অপ্রমাণে কোন পদার্থ স্বীকার করা যায় না) ॥ ৬৪ ॥

যদি প্রমাণাভাবপ্রযুক্ত কূটস্থচৈতন্যের মায়িকত্ব অনুমিত না হইল, তবে তাহার বস্তুত্বও স্বীকৃত না হউক্ এবং কূটস্থচৈতন্যে বস্তুত্ব স্বীকারেই বা কি প্রমাণ আছে? এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু কূটস্থচৈতন্যের বস্তুত্ব প্রতিপাদনে সর্ব্বপ্রকার বেদই প্রমাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, সর্ব্ববেদই কূটস্থচৈতন্যের বস্তুত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রতিপক্ষভূত, অথবা ইহার সদৃশ এমন কোন পদার্থই নাই যে, সেই পদার্থদ্বারা কূটস্থচৈতন্যের মায়িকত্ব প্রমাণীকৃত হইতে পারে ॥ ৬৫ ॥

श्रुत्यर्थं विशदीकुर्मो न तर्कान् वच्मि किञ्चन।
तेन तार्किकशङ्कानामत्रकोऽवसरो वद ॥ ६६ ॥
तस्मात् कुतर्कं सन्त्यज्य मुमुक्षुः श्रुतिमाश्रयेत्।
श्रुतौ तु मायाजीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम् ॥ ६७ ॥

ननु कूटस्थस्य जीवेश्वरयोश्च वास्तवत्वावास्तवत्वसाधने श्रुतय एव पठ्यन्ते न तर्कैः किञ्चिदपि साध्यत इत्याशङ्क्य मुमुक्षूणां श्रुत्यर्थविशदीकरणाय प्रवृत्तत्वात् न तर्कोपन्यास इत्याह श्रुत्यर्थं विशदीकुर्म इति ॥ ६६ ॥

ततः किमित्यत आह तस्मात् कुतर्कं सन्त्यज्येति। मुमुक्षूणां श्रुत्यर्थः कीदृशोऽनुसन्धेय इत्याह श्रुताविति ॥ ६७ ॥

কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপের বাস্তবিকত্ব সাধনে এবং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপে অবাস্তবিকত্ব সাধন বিষয়ে কেবল শ্রুতিপ্রমাণই প্রদর্শিত হইল, কিন্তু সেই সকল প্রমাণ কোনরূপ যুক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল না। ইহাতে যদি কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, যুক্তিহীন প্রমাণ স্বীকার করি না, এই নিমিত্ত এইক্ষণ সেই আপত্তির নিরাস করিতেছেন।—আমরা কেবল শ্রুতিসকলের প্রকৃতার্থমাত্র প্রকাশ করিতে প্রস্তুত, কোনরূপ তর্ক করিতে বসি নাই এবং তর্ক করা আমাদিগের উদ্দেশ্যও নহে; সুতরাং তার্কিকদিগের শঙ্কার প্রসক্তি নাই। (যদি শ্রুতিপ্রমাণের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কেবল তর্ক করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য হইত, তাহাহইলে তর্কদ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইতাম। শ্রুতিপ্রমাণের প্রতি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ কার্য্যসাধন হইতে পারে, যুগসহস্র তর্ক করিয়াও সেইরূপ কার্য্যসাধন করিতে পারে না) ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা ইহাই জানা যায় যে, যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা কুতর্কসকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অর্থ আশ্রয় করেন, যেহেতু বৃথা কুতর্কদ্বারা কোন ফলসাধন হইতে পারে না। শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্টে ইহাই জানা যায় যে, মায়াই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করে। (অতএব শ্রুতিপ্রমাণের নিকট অন্য কোন যুক্তির প্রাধান্য নাই) ॥ ৬৭ ॥

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশ্বরতা ভবেৎ।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্তৃকঃ॥ ৬৮॥
অসঙ্গ এব কূটস্থঃ সর্ব্বদা নাস্য কর্ম্মণ।
ভবত্যতিশয়স্তেন মনস্যেবং বিচার্য্যতাম্॥ ৬৯॥
ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ৭০॥

ঈক্ষণাদীতি শ্রুতিষু জীবেশ্বরয়োর্মায়াকৃতত্বমীক্ষণাদিপ্রবেশান্তায়াং সৃষ্টেরীশ্বরকর্তৃত্বং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিবন্ধমোক্ষলক্ষণস্য সংসারস্য জীবকর্তৃত্বং॥ ৬৮॥

অসঙ্গ ইতি শ্রুতিষু কূটস্থস্যাসঙ্গত্বাদিকং ন তু জন্মাদিলক্ষণস্য ব্যবহারজাতস্যাসত্ত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম্ অতো মুমুক্ষুরিদমর্থং সর্ব্বদা বিচার্য্যেদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬৯॥

কূটস্থস্য জন্মাদ্যতিশয়াভাবং কুতোঽবগম্যতে ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিবাক্যাদিত্যভিপ্রেত্য তদ্বাক্যং পঠতি ন নিরোধো ন চোৎপত্তিরিতি॥ ৭০॥

সৃষ্টি ও সংসার এই উভয় যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের কার্য্য। সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি অন্তরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কার্য্য এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়, বন্ধ এবং মোক্ষ ইত্যাদি সকলই জীবের কর্ম্ম। (জাগ্রদাদি অবস্থা জীবেরই হইয়া থাকে, জীবই এই সংসারে আবদ্ধ হয় এবং জীবই এই সংসারবন্ধন ছেদ করিয়া মুক্তি পাইয়া থাকে)॥ ৬৮॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, কূটস্থচৈতন্য সর্ব্ববিষয়ে অসঙ্গ এবং জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিরহিত। (তিনি সর্ব্বদা একরূপ থাকেন ও কখন কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না এবং তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস নাই ও বৃদ্ধি নাই। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বক্ষ্যমাণ বিষয় মনে মনে বিবেচনা করিবে)॥ ৬৯॥

যাঁহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বন্ধ নাই ও মোক্ষ নাই। যিনি এই সংসারবন্ধমোচনের জন্য কোন অনুষ্ঠান করেন না এবং মুক্তিরও ইচ্ছা করেন না; সুতরাং যিনি মুক্তও নহেন এবং যুক্তও নহেন, তিনিই পরমার্থস্বরূপ সত্য কূটস্থচৈতন্য॥ ৭০॥

অবাঙ্মনসগম্যন্তং শ্রুতিবোধয়িতুং সদা।
জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্যাববোধয়েৎ ॥ ৩১ ॥
যথা যথা ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বীত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৩২ ॥
শ্রুতিতাৎপর্য্যমখিলমবুদ্ধা ভ্রাম্যতে জড়ঃ।

ননু তর্হি শ্রুতিষু তব তব জীবেশ্বরাদিস্বরূপপ্রতিপাদনং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্য অবাঙ্মনসগোচরস্যাত্মনোঽববোধনায়েত্যাহ অবাঙ্মনসগম্যন্তমিতি ॥ ৩১ ॥

ননু তত্ত্বস্যৈকরূপস্য শ্রুতিবোধ্যত্বে শ্রুতিষু বিগানং কৃতো দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ন তত্ত্বে বিগানমস্তি অপি তদ্বোধনপ্রকারে তদপি বোধ্যপুরুষচিত্তবৈষম্যানুসারেণ সুরেশ্বরাচার্য্যৈরুক্তমিত্যাহ যথা যথেতি ॥ ৩২ ॥

শ্রুত্যর্থস্যৈকরূপত্বে তৎপ্রতিপাদকানামিব কৃতো বিপ্রতিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিতাৎপর্য্যবোধশূন্যানামেব বিপ্রতিপত্তির্ন তু তদ্বিদামিত্যাহ শ্রুতিতাৎপর্য্যমিতি ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা কূটস্থচৈতন্য পরব্রহ্মরূপে নির্ণীত হইলেন, তবে শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় জীব ও ঈশ্বর স্বীকারের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন—কূটস্থচৈতন্য অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহাকে কেহ বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না এবং মনেও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব সেই কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ পরিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতিতে জীব, ঈশ্বর অথবা জগৎ আশ্রয় করিয়া সেই কূটস্থচৈতন্যরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। (এইনিমিত্ত জীব ও ঈশ্বরের স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৭১ ॥

সুরেশ্বর প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, যে প্রকার রীতি অবলম্বন করিলে পুরুষের আত্মরতি অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অনুরাগ হইতে পারে, জ্ঞানিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই করিবেন। (যে কোন প্রকারেই হউক্ সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য) ॥ ৭২ ॥

শ্রুতি সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে শক্তি জন্মে। অজ্ঞ মূঢ়ব্যক্তিরা শ্রুতির যথার্থ মর্ম্ম জানিতে না পারিয়া বৃথা ভ্রমণ

বিবেকী ত্বখিলং বুধ্বা তিষ্ঠত্যানন্দবারিধৌ ॥ ৩২ ॥
মায়ামেঘো জগন্নীরং বর্ষত্বেষ যথা তথা।
চিদাকাশস্য নো হানির্ন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥
ইমং কূটস্থদীপং যোঽনুসন্ধত্তে নিরন্তরম্।
স্বয়ং কূটস্থরূপেণ দীপ্যতেঽসৌ নিরন্তরম্ ॥ ৩৫ ॥
ইতি কূটস্থদীপো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

নহি বিবেকিনো নিশ্চয়ঃ কীদৃশ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ মায়ামেঘো জগন্নীরমিতি ॥ ৩৪ ॥
যন্নভ্যাসফলমাহ ইমং কূটস্থদীপমিতি ॥ ৩৫ ॥
ইতি কূটস্থদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

করে। আর যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা যথার্থ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়েন। (তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যেরূপ আনন্দ-অনুভূত হইতে থাকে, সেইরূপ আনন্দ আর কোনরূপেই হইতে পারে না) ॥ ৭৩ ॥

যাহারা প্রকৃত বিবেকী, তাঁহাদিগের মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, যে কোন প্রকারেই হউক্, মায়ারূপ মেঘ সর্ব্বদা এই জগৎস্বরূপ বারিবর্ষণ করিতেছে। তাহাতে নির্লিপ্ত আকাশস্বরূপ যে কূটস্থচৈতন্য তাহার কোন হানি বা লাভ হইতে পারে না, যেহেতু সেই কূটস্থচৈতন্য নির্লিপ্ত ও সঙ্গ-রহিত আনন্দস্বরূপ। (যেমন সাধারণ মেঘ বারিবর্ষণ করিলে আকাশের কোন হানি বা লাভ হয় না, সেইরূপ মায়া কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ কূটস্থব্রহ্ম-চৈতন্যের কোন ক্ষতি লাভ করিতে পারে না) ॥ ৭৪ ॥

এইক্ষণে এই কূটস্থদীপপ্রকরণের অভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই কূটস্থদীপপ্রকরণ অভ্যাস করিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিয়া নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ কূটস্থব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতে থাকেন ॥ ৭৫ ॥

ইতি কূটস্থদীপ সমাপ্ত।

ध्यानदीपोनाम-

नवमः परिच्छेदः।

संवादिभ्रमवद् ब्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि मुच्यते।
उत्तरे तापनीयेऽत्र श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
क्रियते ध्यानदीपस्य व्याख्या मन्दमती मया ॥

इह तावद् वेदान्तशास्त्रे नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पन्नस्य सम्यक् श्रवणमननिदिध्यासनानुष्ठानवतस्त्वंपदार्थविवेचनपूर्वकमहावाक्यार्थापरोक्षज्ञानेन ब्रह्मभावलक्षणमोक्षो भवतीति प्रतिपादितं तत्र श्रुतोपनिषत्कस्यापि बुद्धिमान्द्यादिना केनचित् प्रतिबन्धेन वाक्यविषयापरोक्षप्रमित्यनुत्पत्तौ सत्यां तदुत्पादनार्थं मोक्षफलकोपासनानि दिदर्शयिषुराह तावत् सदृष्टान्तं ब्रह्मतत्त्वोपासनयाप्यभिलषितब्रह्मभावलक्षणो मोक्षो भवतीति प्रतिजानीते संवादीति। यथा संवादिभ्रमेण प्रकृतस्याभिप्रेतार्थलाभो भवति एवं ब्रह्मतत्त्वोपासनयापि अभिलषितो ब्रह्मभावलक्षणो मोक्षो भवति इत्यर्थः। तत्र किं प्रमाणम्-

---

বেদান্তশাস্ত্রের মতে যাহারা নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি সাধনচতুষ্টয়-বিশিষ্ট, তাহারা সম্যক্ প্রকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি অনুষ্ঠান করিয়া "তৎ ও ত্বং" পদার্থের বিবেচনাপূর্ব্বক "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যার্থের অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষলাভ করে, ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্তপ্রকার ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছেন, অথচ বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধকদ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যার্থের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মোক্ষফলসাধন উপাসনা প্রদর্শনার্থ, যেমন পরমব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও যে মুক্তিলাভ হইতে পারে, তাহাই এই ধ্যানদীপ প্রকরণের প্রথমে নিরূপণ করিতেছেন।—এক বস্তুতে যে অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম ভ্রম; এই ভ্রম দ্বিবিধ,—সম্বাদী ভ্রম ও বিস

মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥ ২ ॥
দীপোপবরকস্যান্তর্বর্ত্তিতে তৎপ্রভা বহিঃ।

নিত্যত আহ উত্তরে তাপনীয় ইতি। যতঃ উপাসনায়াপি নীচীঽস্তি অতস্তাপনীয়োপ নিষদ্যনেকপ্রকারেণ ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনা যুক্তা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সম্বাদিভ্রমবদিত্যুক্তং দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়িতুং সম্বাদিভ্রমপ্রতিপাদকং বার্ত্তিকং পঠতি মণিপ্রদীপপ্রভয়োরিতি। মণিশ্চ প্রদীপশ্চ মণিপ্রদীপৌ তয়োঃ প্রভে মণিপ্রদীপপ্রভে তয়োরিতি বিগ্রহঃ। মণিপ্রভায়াং প্রদীপপ্রভায়াশ্চ যা মণিবুদ্ধিঃ সা মিথ্যাজ্ঞানমেব অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিত্বাৎ অথাপি মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতঃ পুরুষস্য মণিলাভো ভবতি ইতরস্য তু স নাস্তীত্যর্থক্রিয়ায়াং বৈষম্যমস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বার্ত্তিকং ব্যাচষ্টে দীপোঽপবরকস্যান্তর্বর্ত্তিতে তৎপ্রভা বহিরিত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ।

স্বাদী ভ্রম। এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে জ্ঞান করিয়া তাহার অনুগমন করিলে যদি আপন অভিমত বস্তুর লাভ হয়, তবে উক্ত ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায়। আর উক্তপ্রকার ভ্রম উপস্থিত হইয়া সেই বস্তুর পশ্চাৎ গমন করিলে যদি ইষ্টবস্তুর লাভ না হয়, তাহাহইলে সেই ভ্রমকে বিসম্বাদী ভ্রম বলিয়া থাকে। যেমন সম্বাদীভ্রমে ইষ্টলাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনাতেও মুক্তিলাভ হইতে পারে, এই নিমিত্ত উত্তরতাপনীয় গ্রন্থে মুক্তিলাভের নিমিত্ত অনেক প্রকার উপাসনা উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

এইক্ষণে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রমের বিশেষ বিবরণ করিতেছেন,—যখন দুই ব্যক্তিরই সমকালে ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তখন যদি ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির মণিপ্রভাতে মণিভ্রম ও অপরের প্রদীপ প্রভাতে মণিভ্রম হইয়া তাহারা উভয়েই মণিলোভে ধাবমান হয়। ইহাতে যদিও উভয়েরই ভ্রম সমান, তথাপি উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার মণিপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি ধাবমান হইয়া মণিলাভ করিল, এই নিমিত্ত এই ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায়। আর যাহার প্রদীপপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির মণিলাভ হইল না; সুতরাং সেই ব্যক্তির এই ভ্রমকে বিসম্বাদী ভ্রম বলিতে হয় ॥ ২ ॥

দৃশ্যতে চান্যথান্যত্র তদ্বৎ দৃষ্টা মণেঃ প্রভা ॥ ২ ॥
দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্টা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥ ৪ ॥
ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যতেব মণির্মণেঃ ॥ ৫ ॥
দীপপ্রভামণিভ্রান্তির্বিসংবাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ।

দীপোঽপবরকস্যান্তরিতি কস্মিংশ্চিৎ মন্দিরেঽপবরকস্যান্তর্দীপস্তিষ্ঠতি তস্য প্রভা বহির্দ্বারি প্রদেশে রত্নমিব বর্ত্তুলীপলভ্যতে তথাঽন্যস্মিন্ মন্দিরেঽপবরকস্যান্তঃস্থিতস্য রত্নস্য প্রভা বহির্দ্বারি প্রদেশে দীপপ্রভেব রত্নমানীপলভ্যতে ॥ ২ ॥

দূরে প্রভাদ্বয়মিতি। তথাবিধং প্রভাদ্বয়ং দূরতো দৃষ্টাঽয়ং মণিরয়ং মণিরিতি বুদ্ধ্যা দ্বৌ পুরুষাবভিধাবনং কুরুতস্তয়োর্দ্বয়োরপি প্রভাবিষয়ে জায়মানং মণিজ্ঞানং ভ্রান্তমেব ॥ ৪ ॥

ন লভ্যত ইতি। তথাপি দীপপ্রভায়াং মণিবুদ্ধিং কৃত্বা ধাবতা পুরুষেণ মণির্ন লভ্যতে মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধ্যা ধাবতা তু মণির্লভ্যতেব ॥ ৫ ॥

ভবত্বেবং বার্ত্তিকার্থঃ প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত আহ দীপপ্রভেতি। যা দীপপ্রভায়াং

পূর্ব্বোক্ত ভ্রমবিচারে বার্ত্তিকমত প্রকাশ করিতেছেন।—গৃহমধ্যে প্রজ্বলিত প্রদীপ থাকিলে যদি সেই প্রদীপের প্রভা দ্বারদেশ দিয়া নির্গত হইয়া বাহিরে পতিত হয় এবং অন্য কোন গৃহে মণি থাকিলে যদি তাহার প্রভা ঐরূপ দ্বারদেশ দিয়া বাহিরে পতিত হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্ট হয় তাহাতে যদি দুই ব্যক্তিই দূর হইতে সেই প্রদীপপ্রভা ও মণিপ্রভা দেখিয়া মণিলোভে ধাবিত হয়, (এই স্থলে উভয়েরই যে প্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছে, তাহা সমান বটে,) তথাপি যে ব্যক্তি প্রদীপপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়া ধাবমান হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না এবং যে ব্যক্তি মণিপ্রভাতে মণিজ্ঞান করিয়া ধাবমান হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণিলাভ করিল। এই স্থলে একরূপ ভ্রমেও সম্বাদী ও বিসম্বাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩-৫ ॥

এইক্ষণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বিসম্বাদী ও সম্বাদী এই উভয়প্রকার ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ ভ্রমদ্বয় বিশেষরূপে বিবরণ করিতেছেন।—যদিও

মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সংবাদাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ৬ ॥
বাষ্পং ধূমতয়া বুদ্ধা তত্রাঙ্গারানুমানতঃ।
বহ্নির্যদৃচ্ছয়া লব্ধঃ স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৭ ॥
গোদাবর্য্যুদকং গঙ্গোদকং মত্বা বিশুদ্ধয়ে।
সংপ্রোক্ষ্য শুদ্ধিমাপ্নোতি স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৮ ॥

মণিভ্রান্তিরস্তি স বিসংবাদিভ্রম ইতি শ্রুতৌ বিদ্বদ্ভিঃ মণিলাভলক্ষণার্থক্রিয়ারহিতত্বাৎ। মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মণিলাভলক্ষণার্থক্রিয়াবত্ত্বাৎ সংবাদিভ্রম ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এবং প্রত্যক্ষবিষয়ে সংবাদিভ্রমং দর্শয়িত্বা অনুমানবিষয়েঽপি 'তং দর্শয়তি বাষ্পং ধূমতয়েতি। ক্বচিৎ প্রদেশে স্থিতং বাষ্পং ধূমত্বেন নিশ্চিত্য তন্মূলপ্রদেশেঽয়ং প্রদেশোঽগ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাদিত্যনুমায় প্রত্যক্ষেন পুরুষেণ দৈবগত্যা যদ্যপি অগ্নিস্তত্রোপলভ্যতে তদা বাষ্পবিষয় ধূমজ্ঞানং সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৭ ॥

আগমবিষয়েঽপি তং দর্শয়তি গোদাবর্য্যুদকমিতি। গোদাবর্য্যুদকস্যাপি বিশুদ্ধিহেতুত্বমাগমসিদ্ধম্ অতস্তৎপ্রোক্ষণাদপি শুদ্ধিরস্ত্যেব তথাপি গোদাবর্য্যুদকে যা গঙ্গোদকবুদ্ধিঃ সা ভ্রান্তিরেব ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত উভয় ভ্রম সমান বটে, তথাপি যে ব্যক্তির দীপপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণিলোভে ধাবমান হইয়াও মণিলাভ করিতে পারিল না, এই জন্য উক্ত ভ্রমকে বিসম্বাদী ভ্রম বলা যায়, আর যে ব্যক্তি মণিপ্রভাকে মণিজ্ঞান করিয়া গিয়াছিল, তাহার মণিলাভরূপ ফলসিদ্ধি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত উক্ত ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে প্রত্যক্ষ বিষয়ে সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম প্রদর্শন করিয়া অনুমানস্থলে উক্ত উভয়বিধ ভ্রম দেখাইতেছেন।—কোন স্থলে বাষ্প উত্থিত হইতেছে দেখিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই বাষ্পকে ধূমজ্ঞান করিয়া "সেই স্থলে অগ্নি আছে" এইরূপ অনুমানে গমনপূর্ব্বক দৈবাৎ সেই স্থলে অগ্নিলাভ করে, তাহাহইলে এই ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায় ॥ ৭ ॥

উক্ত সম্বাদী ভ্রমের স্থলান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—যদি কোন ব্যক্তি গোদাবরীর জলকে গঙ্গাজল জ্ঞান করিয়া পুণ্যলাভ বাসনায় গমনপূর্ব্বক

জ্বরেণাত্তঃ সন্নিপাতং প্রাপ্য নারায়ণং স্মরন্।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সংবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৯ ॥
প্রত্যক্ষস্যানুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে।
উক্তন্যায়েন সংবাদিভ্রমাঃ সন্তীহ কোটিশঃ ॥ ১০ ॥
অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ স্যুর্দেবতাঃ কথম্।

তদাহরণান্তরমাহ জ্বরেণাত্ত ইতি। জ্বরেণ সন্নিপাতং প্রাপ্তঃ পুরুষ ইদং নারায়ণস্মরণং মম স্বর্গসাধনমিতি জ্ঞানমন্তরেণাপি সন্নিপাতপ্রযুক্তভ্রমবশাৎ সাধারণপুরুষতয়া বৈদ্যাদিষ্বনারায়ণং স্মরন্মৃতঃ স্বর্গং প্রাপ্নোত্যেব। হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদযামিলোঽপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিমিত্যাদিপুরাণবচনেভ্যঃ। অত্রাপি নারায়ণনাম্নঃ পুত্রনামত্বজ্ঞানং ভ্রম এব ॥ ৯ ॥

এবং ত্রিবিধসংবাদিভ্রমোদাহরণেন সিদ্ধমর্থমাহ প্রত্যক্ষস্যানুমানস্যেতি ॥ ১০ ॥

বিপক্ষে বাধকদর্শনেন উক্তমর্থং দৃঢ়য়তি অন্যথেতি। অন্যথা সংবাদিভ্রমাভাবে মৃদাদয়ঃ

সেই গোদাবরী জলে স্নান করিয়া তাহার পুণ্যলাভ হয়, তাহাহইলে এই ভ্রমকেও সম্বাদী ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত সম্বাদী ভ্রমের উদাহরণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—কোন ব্যক্তি সান্নিপাতিক বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত আছে, তখনও যদি ভ্রান্তিবশতঃ নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে কিম্বা পুত্রাদির নামচ্ছলেও যদি ঐ সময়ে তাহার নারায়ণ নাম উচ্চারণ হয়, তাহাহইলেও সেই ব্যক্তির মরণের পর স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, এই স্থলে তাহার যে ভ্রম হইয়াছিল, তাহাতেও নারায়ণ নামোচ্চারণ জন্য স্বর্গলাভ হইল, এই নিমিত্ত উক্ত ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায় ॥ ৯ ॥

যে সকল সম্বাদীভ্রমের উদাহরণ উক্ত হইল, তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ কোটি কোটি সম্বাদী ভ্রমের উদাহরণস্থল শাস্ত্রে উক্ত আছে এবং লৌকিকেও বহু বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তিদ্বারা সম্বাদী ভ্রমের ফলজনকত্ব স্বীকার না কর, তাহাহইলে মৃণ্ময়াদি প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞানে অর্চ্চনা করিতে পার না।

अग्नित्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥ ११ ॥
अयथावस्तुविज्ञानात् फलं लभ्यत ईप्सितम्।
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२ ॥

फलसिद्ध्यै देवतात्वेन पूज्या न भवेयुः खतो देवतात्वाभावादित्यर्थः। बाधकान्तरमाह अग्नित्वादीति। पञ्चाग्निविद्यायां योषा वाव गौतमाग्निः पुरुषो वाव गौतमाग्निः पृथिवी वाव गौतमाग्निः पर्ज्जन्यो वाव गौतमाग्निः असौ वाव द्युलोको गौतमाग्निरित्यादिवाक्यैर्योषित्-पुरुषपृथिवीपर्जन्यद्युलोकानामग्नित्वेनोपासनं ब्रह्मलोकावाप्तिफलकं न भवेदित्यर्थः। आदि-शब्देन मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यो ब्रह्मेत्येवमादयो गृह्यन्ते ॥ ११ ॥

इदानीं बहुभिर्ग्रन्थैरुपपादितं सम्वादिभ्रमं युक्तिमीक्ष्याय संक्षिप्य दर्शयति अयथावस्तु-विज्ञानादिति। विहिताद्विहिताद् वा यस्मादयथावस्तुविज्ञानाद् विपरीतज्ञानादीप्सितम् अभिलषितं फलं काकतालीयतः दैवगत्या लभ्यते सोऽयं संवादिभ्रम इत्यर्थः ॥ १२ ॥

অনেকেই মৃণ্ময়, পাষাণময় ও কাষ্ঠময় দেবপ্রতিমা করিয়া তাহাকে দেবতা বোধে আরাধনা করিয়া থাকে। যেহেতু মৃত্তিকাদি ভৌতিক পদার্থে দেবতা-জ্ঞান করিয়া ফললাভ হয়, অতএব সম্বাদী ভ্রমের অবশ্য ফলজনকত্ব স্বীকার করা যায় এবং অগ্নিই যোষিৎ, অগ্নিই পুরুষ, অগ্নিই পৃথিবী, অগ্নিই পর্জ্জন্য এবং অগ্নিই স্বর্গ ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা কিরূপে অগ্নিতে যোষিৎ প্রভৃতির উপাসনা হইতে পারে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে লিখিত আছে যে, অগ্নিতে যোষি-দাদির উপাসনা করিলেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (অতএব সম্বাদী ভ্রমের অবশ্য ফলজনকতা স্বীকার না করিলে উক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল-জনকতা স্বীকার করিতে পার না) ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে বহু বহু গ্রন্থের প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা সম্বাদী ভ্রমের ফল-জনকতা উপপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ লৌকিক ব্যবহারেও সম্বাদী ভ্রমের ফল-জনকতা প্রদর্শন করিতেছেন।—অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু জ্ঞান করিয়া কাকতালীয় ন্যায়ে * ফলসিদ্ধি হয়। অতএব সম্বাদী ভ্রমের ফলজনকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥

---

* পক্কতালোপরিস্থ কাক উড়িয়া যাইবামাত্র যদি তৎক্ষণাৎ সেই পক্কতাল ভূতলে পড়িয়া

स्वयं भ्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलप्रदः।
ब्रह्मतत्त्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ १३ ॥
वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्त्वमखण्डैकरसात्मकम्।

ननु ब्रह्मोपासनस्यायथावस्तुविषयकस्य कथं सम्यक्ज्ञानसाध्यमुक्तिफलप्रदात्वमित्याशङ्क्य संवादिभ्रमवदेवेत्याह स्वयं भ्रमोऽपीति ॥ १३ ॥

ननु ब्रह्मतत्त्वं ज्ञात्वोपासनं क्रियते अज्ञात्वा वा आद्ये उपासनवैयर्थ्यं मोक्षसाधनज्ञानस्यैव विद्यमानत्वात् द्वितीये विषयापरिज्ञानात् उपासनमेव न घटते इत्याशङ्क्याह वेदान्तेभ्य

যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই মুক্তিপ্রদান করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার মুক্তিপ্রদানশক্তি নাই, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মোপাসনার মুক্তিপ্রদানশক্তি প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন সম্বাদী ভ্রম ভ্রমরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াও সম্যক্‌রূপ ফলসাধন করিতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্ম উপাসনাও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাতেও মুক্তিলাভ হয়, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিবে, অথবা তাহা না জানিয়াই উপাসনা করিবে? যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াই উপাসনা করিবে, তাহা বলিতে পার না, তাহাহইলে উপাসনাই বিফল হয়, যেহেতু মুক্তির নিমিত্তে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করিতে হয়। যদি সেই মুক্তিসাধন ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাতই থাকিল, তবে আর ব্রহ্মউপাসনার প্রয়োজন কি? তবে "ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া উপাসনা করিব" ইহাই বলি, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু যে বিষয় অপরিজ্ঞাত, তাহার উপাসনা হইতে পারে না। অতএব এইক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনার এই ব্যবস্থা হইতে পারে যে, শমদমাদিসাধনের অনুষ্ঠান

যায়, তাহাহইলে লোকে বলে যে, কাক তাল ফেলিয়া দিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাল স্পর্শ হইলেই আপনি ভূতলে পড়িয়া যায়। এইস্থলে যেরূপ তাল পতনের প্রতি কাকের কারণতা না থাকিলেও আপাততঃ কাককেই কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইরূপ দৈবাৎ যদি কোন বিষয়ে ফললাভ হয়, তাহাহইলে কোন বস্তু বিশেষকেই ফলসিদ্ধির কারণ বলিয়া থাকে।

परोक्षमवगम्यैतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४ ॥
प्रत्यग्व्यक्तिमनुल्लिख्य शास्त्रादिष्णुादिमूर्त्तिवत् ।
अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमात्रं परोक्षधीः ॥ १५ ॥
चतुर्भुजाद्यवगतावपि मूर्त्तिमनुल्लिखन् ।

इति। अयमभिप्रायः ब्रह्मात्मैकत्वापरोक्षज्ञानस्य मोक्षसाधनस्यानुत्पन्नत्वात् न उपासनावैयर्थ्यं शास्त्रात् परोक्षतयावगतत्वात् ब्रह्मण उपासनविषयत्वमिति ॥ १४ ॥

उपास्यब्रह्मतत्त्वगोचरस्य परोक्षज्ञानस्य किं रूपमित्याकाङ्क्षायामाह प्रत्यग्व्यक्तिमनुल्लिख्येति। प्रत्यग्व्यक्तिं बुद्ध्यादिसाक्षिणं सच्चिदानन्दरूपमात्मानमनुल्लिख्य अविषयीकृत्य शास्त्रात् सत्यज्ञानादिवाक्यजातात् ब्रह्मास्तीत्येवं सामान्याकारेण जायमाणं ज्ञानमत्रास्मिन्नुपासनायां परोक्षधीः परोक्षज्ञानं विवक्षितमित्यर्थः। तत्र दृष्टान्तः विष्णुादिमूर्त्तिवदिति। विष्णुादिमूर्त्तिप्रतिपादकशास्त्रजन्यज्ञानवदित्यर्थः ॥ १५ ॥

ननु शास्त्रेण विष्णुादिमूर्त्तेश्चतुर्भुजत्वादिविशेषप्रतीतेस्तज्ज्ञानस्यापि कुतः परोक्षत्वमित्याशङ्क्याह चतुर्भुजाद्यवगतावपीति शास्त्रेण चतुर्भुजत्वादिविशेषप्रतीतावपि चक्रादि-

---

করিয়া বেদান্তবাক্যের বিচারদ্বারা পরোক্ষরূপে "পরব্রহ্ম অখণ্ডৈকরসস্বরূপ" এইপ্রকারে [illegible] ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া "আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপে উপাসনা করিবে ॥ ১৪ ॥

পরব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা বিষয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রাদিদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনাকালে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করে। সেই কালে যেমন বিষ্ণু আছেন, এইরূপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ অখণ্ডানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে অন্তরে ধ্যান না করিয়াও বেদান্তাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা জগৎকারণ পরব্রহ্ম আছেন, এইপ্রকার যে সামান্যাকার জ্ঞান হয়, এই স্থলে সেই সামান্যাকার জ্ঞানকেই পরোক্ষজ্ঞান বলা যায় ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রে বিষ্ণুর চতুর্ভুজাদিমূর্ত্তির উপদেশ আছে, অতএব তাঁহার পরোক্ষজ্ঞান হইবে কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও বিষ্ণুর চতুর্ভুজাদিমূর্ত্তি শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে বটে, তথাপি জ্ঞানিগণ উপাসনাকালে সেই মূর্ত্তি

अक्षैः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥
परोक्षत्वापराधेन भवेज्ज्ञातत्त्ववेदनम्।
प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्यमूर्त्तेर्विभासनात् ॥ १७ ॥
सच्चिदानन्दरूपस्य शास्त्राज्ञानेऽप्यऽनुलिखन्।
प्रत्यक्षं साक्षिणं तत् तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥ १८ ॥

भिर्व्विष्णुादिमूर्त्तिमविषयीकुर्व्वन् पुरुषः परोक्षज्ञान्येव। तदोपपत्तिमाह न तदा विष्णुमीक्षत इति। तदोपासनाकाले विष्णुमुपास्यं नेक्षते नेन्द्रियैर्विषयीकरोति इत्यर्थः ॥ १६ ॥

ननु विष्णुादिमीक्षतस्य ज्ञानस्य व्यक्तुल्लेखनाभावात् असत्यमित्याशङ्क्य प्रमाणेन जनितत्वान्न असत्यमित्याह परोक्षत्वापराधेनेति। परोक्षज्ञानं भ्रान्तिज्ञानकारणं न भवति किन्तु विषयासत्यत्वम् इह तु प्रमाणभूतेन शास्त्रेणैव यथार्थमूर्त्तेया विष्णुादिमूर्त्तेरेव विभासनान्न असत्यमित्यर्थः ॥ १७ ॥

ननु सच्चिदानन्दव्यक्तानुल्लेखिनी ब्रह्मतत्त्वज्ञानस्य शास्त्रजन्यस्यापि कुतः परोक्षतेत्याशङ्क्य अपरोक्षत्वप्रयोजकप्रत्यक्षोल्लेखाभावादित्याह सच्चिदानन्दरूपस्येति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यमुक्तो निरञ्जनः सद्वीदं सर्व्वं तत् सदिति चिद्वीदं सर्व्वं प्रकाशते चेत्यादिशास्त्रात् सच्चिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो भानेऽपि प्रत्यक्षं साक्षिणमनुल्लिखन् तस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मरूपमजानन् तद् ब्रह्म साक्षात् न वीक्षते नैव पश्यतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেন না, কেবল সেই বিষ্ণুর নাম উল্লেখ করিয়াই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাকেই তাহার পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। যেহেতু উপাসনাকালে বিষ্ণুকে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; সুতরাং এই জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষজ্ঞান বলিতে পারা না ॥১৬॥

পূর্ব্বে যেরূপ পরোক্ষজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, জ্ঞানিদিগের সেই জ্ঞানকে অসত্যজ্ঞান বলা যায় না। যেহেতু শাস্ত্র প্রমাণাদিদ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতির যথার্থ মূর্ত্তি সেই জ্ঞানে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। এইনিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত পরোক্ষজ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না ॥ ১৭ ॥

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপের জ্ঞান হয়, কিন্তু অন্তরে কেবল সর্ব্বসাক্ষিমান্ অখণ্ডানন্দস্বরূপ চৈত-

शास्त्रोक्तेनैव मार्गेण सच्चिदानन्दनिर्णयात् ।
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु भ्रमः ॥ १९ ॥
ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम् ।
महावाक्यैस्तथाप्येतत् दुर्बोधमविचारिणः ॥ २० ॥
देहाद्यात्मत्वविभ्रान्तौ जाग्रत्यां न हठात् पुमान् ।

कथं तर्हि तथाविधब्रह्मगोचरस्य ज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्वमित्याशङ्क्य आगमप्रमाणजन्यत्वादित्याह शास्त्रोक्तेनैवेति । तज्ज्ञानं परोक्षमपि शास्त्रोक्तेनैव प्रकारेण ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपनिश्चयकत्वात् सम्यक् ज्ञानमेव न भ्रम इत्यर्थः ॥ १९ ॥

ननु सत्यज्ञानादिवाक्यैः ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वमिव तत्त्वमस्यादिवाक्यैः प्रत्ययूपत्वमपि तस्य बोध्यत एव अतः शास्त्रजन्यस्यापि ब्रह्मज्ञानस्य प्रत्यगव्यक्तुल्लेखित्वादपरोक्षत्वमेवेत्याशङ्क्याह ब्रह्म यद्यपीति । यद्यपि वेदान्तेषु महावाक्यैर्ब्रह्म प्रत्यगात्मत्वेनैवोपदिष्टं तथाप्येतत् प्रत्ययूपत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्त्वम्पदार्थविवेकशून्यस्य दुर्बोधं बोद्धुमशक्यम् अतः केवलाद् वाक्यात् नापरोक्षज्ञानमुत्पद्यत इत्यर्थः ॥ २० ॥

ननु सम्यग्ज्ञानस्य प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वात् प्रमाणस्य च तत्त्वमस्यादिवाक्यरूपस्य सद्भावात् वस्तुनश्च ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणस्य विद्यमानत्वात् कुतो विचारमन्तरेण दुर्बोधत्वमित्याशङ्क्याह

ন্যের ধ্যান হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞানকে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় হয়, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা কখনও ভ্রমজ্ঞান নহে। (যে জ্ঞানদ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে, সেই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না) ॥ ১৯ ॥

যদিও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের পরোক্ষত্বপ্রযুক্ত অপরোক্ষজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন বটে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু শাস্ত্রেতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা প্রত্যক্ষরূপে পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু বিচার ব্যতিরেকে মূঢ় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হওয়া অত্যন্ত দুরূহ, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকে প্রকারান্তর পরোক্ষজ্ঞানরূপে স্বীকার করা যায় ॥ ২০ ॥

বিচার ব্যতিরেকে যে অজ্ঞব্যক্তিদিগের অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে

ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधीत्वतः ॥ २१ ॥
ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदर्शिनः।
अपरोक्षद्वैतबुद्धिः परोक्षद्वैतबुद्धिमनुत् ॥ २२ ॥
अपरोक्षशिलाबुद्धिर्न परोक्षेशतां नुदेत्।
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

देहाद्यात्मत्वविभ्रान्तावितिः। ब्रह्मात्मैकत्वापरोक्षज्ञानविरोधिनी देहेन्द्रियादिष्वात्मभ्रमस्य विचारनिवर्त्यस्य सद्भावात् तन्निवृत्तये विचारोऽपेक्ष्यत इत्यर्थः ॥ २१ ॥

ननु तर्हि देहेन्द्रियादिगोचरस्य द्वैतभ्रमस्य सद्भावादद्वितीयब्रह्मगोचरं परोक्षज्ञानमपि नोदीयादित्याशङ्क्य अपरोक्षद्वैतभ्रमस्य परोक्षाद्वैतज्ञानाविरोधित्वात् श्रद्धावतः पुंसः शास्त्रात् परोक्षज्ञानमुत्पद्यते एव इत्याह ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयमिति अपरोक्षद्वैतबुद्धिर्यतः परोक्षाद्वैत-बुद्धिमनुत् अतो ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयमिति योजना ॥ २२ ॥

अपरोक्षभ्रमस्य परोक्षसत्यज्ञानाविरोधित्वे दृष्टान्तमाह अपरोक्षशिलाबुद्धिरिति। विरोधाभावमेवोदाहृत्य दर्शयति प्रतिमादिष्विति ॥ २३ ॥

না, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—অজ্ঞ সাধারণ লোকদিগের বুদ্ধিতে দেহাদি জড়পদার্থে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রম জাগ্রত থাকে। অজ্ঞানি-দিগের অন্তঃকরণে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, জড়পদার্থময় এই দেহই আত্মা। অতএব মন্দমতি ব্যক্তিরা স্বীয় জ্ঞানের ভ্রমত্বপ্রযুক্ত পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে সহসা জানিতে পারে না; সুতরাং মন্দবুদ্ধিদিগের পরোক্ষ-জ্ঞানই হইতে পারে, কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রার্থের প্রতি যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা আছে এবং যাঁহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রার্থ বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের অতি সহজেই পরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে। কারণ প্রত্যক্ষ এই জগতের পরোক্ষ দ্বৈতজ্ঞান শাস্ত্রসিদ্ধ পরোক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক হয় না ॥ ২২ ॥

অপরোক্ষ ভ্রমজ্ঞানও পরোক্ষ সত্যজ্ঞানের বাধক হয় না। যেমন শিলা প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষরূপে যে শিলাজ্ঞান হয়, এই অপরোক্ষজ্ঞান শিলাপ্রভৃতিতে যে পরোক্ষ দেবতার জ্ঞান হয়, তাহার বাধা জন্মায় না এবং প্রতিমাদিতে যে

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসो নोदाहरणमर्हति।
श्रद्धालोरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥
सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानमुद्भवेत्।
विष्णुमूर्त्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥ २५ ॥
कर्मणीपास्तौ विचार्यते अनुष्ठेयाविनिर्णयात्।

केचन विप्रतिपद्यमाना उपलभ्यन्त इत्याशङ्क्याह अश्रद्धालोरिति। कुत इत्यत आह श्रद्धालोरेवेति। सर्वेषु वैदिकानुष्ठानेषु श्रद्धावत एवाधिकारित्वादित्यर्थः ॥ २४ ॥

एतावता परोक्षज्ञाने किमायातमित्यत आह सकृदाप्तोपदेशेनेति। उक्तमर्थं लोकानुभवेन द्रढयति विष्णुमूर्त्युपदेश इति ॥ २५ ॥

ननु तर्हि कुतः शास्त्रेषु विचारः क्रियन्त इत्याशङ्क्य अनुष्ठेययोः कर्मोपासनयोः किं

বিষ্ণুজ্ঞান হয়, তাহাতে কাহারও বিরোধ উপস্থিত হয় না। (শিলা ও প্রতিমাদিতে অপরোক্ষরূপে শিলাজ্ঞান ও প্রতিমাজ্ঞান থাকিলেও পরোক্ষরূপে দেবতাজ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

বেদবাক্যে যাহাদিগের শ্রদ্ধা নাই ও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা নাই, তাহাদিগের যে অপরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, তাহা উদাহরণযোগ্য নহে। (বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি বিশ্বাস করে না বলিয়া সকলের অবিশ্বাস করা উচিত নহে, তাঁহাদিগের অবিশ্বাসে কোন কার্য্য হানি হইতে পারে না।) যাহাদিগের বেদবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, বেদবিহিত কার্য্যে তাহাদিগেরই অধিকার এবং তাহাদিগের বিশ্বাসেই কার্য্য হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

যাঁহারা ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সেই সকল গুরুর নিকটে একবারমাত্র উপদেশ পাইলেই পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাতে আর কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই। (ভ্রমপ্রমাদশূন্য গুরুগণ যাহা বলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলেই অনায়াসে পরোক্ষজ্ঞান লাভ হইতে পারে।) যেমন লোকানুভবসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্ত্তির উপদেশে আর কোনপ্রকার মীমাংসার প্রয়োজন নাই, সেইরূপ সদ্গুরুর উপদেশেও কোনপ্রকারে বিচারের অপেক্ষা নাই ॥ ২৫ ॥

যদি কেবল গুরুবাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিলেই কার্য্য হইতে পারে, তবে

বহুশাখাবিপ্রকীর্ণং নির্ণেতুং কঃ প্রভুর্নরঃ ॥ ২৬ ॥
নির্ণীতোঽর্থঃ কল্পসূত্রৈর্যথিতস্তাবতাস্তিকঃ।
বিচারমন্তরেণাপি শক্নোঽনুষ্ঠাতুমঞ্জসা ॥ ২৭ ॥
উপাস্তীনামনুষ্ঠানমার্ষগ্রন্থেষু বর্ণিতম্।

কর্ম্ম কর্ত্তব্যং কিংবোপাসনমিতি সন্দেহসম্ভবাৎ তন্নির্ণয়ায় বিচারাঃ ক্রিয়ন্ত ইত্যাহ কর্ম্মোপাস্তীতি। সন্দেহসম্ভবমেবোপপাদয়তি বহুশাখেতি। অনেকাসু শাখাসু যত্র তত্র চোদিতং কর্ম্মোপাসনং বা একত্র সমাহৃত্য নির্ণেতুমস্মদাদির্নরঃ কঃ প্রভুঃ সমর্থঃ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ননু তর্হ্যননুষ্ঠেয়ত্বমেব কর্ম্মোপাসনয়োঃ প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্ণীতোঽর্থ ইতি। জৈমিন্যাদিভিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ নির্ণীতোঽর্থঃ অনুষ্ঠানপ্রকারঃ কল্পসূত্রৈঃ সংগৃহীতোঽস্তি তাবতা তৈর্যথিতস্তেনৈব তেষু আস্তিকঃ বিশ্বাসবান্ পুরুষঃ বিচারং বিনাপি কর্ম্ম সম্যগনুষ্ঠাতুং শক্নোত্যেব ॥২৭॥

ননু তত্রোপাসনাবিচারাভাবাৎ তদনুষ্ঠানং ন সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাস্তীনামিতি।

শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকার বিচার করিয়াছেন কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বেদোক্ত কর্ম্ম ও উপাসনা এই উভয়ের মধ্যে একতর নির্ণয়ার্থ শাস্ত্রকারগণ বিচার করিয়াছেন। বেদাদিশাস্ত্রে নানা শাখা আছে এবং সেই সকল শাখাতে নানাপ্রকার কর্ম্ম ও বিবিধ উপাসনা উক্ত আছে। সেই সকল কর্ম্ম ও উপাসনার মধ্যে কোনটি কার্য্যকারক, অর্থাৎ কিরূপ প্রণালীতে কর্ম্মানুষ্ঠান বা উপাসনা করিলে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা কে নির্ণয় করিতে পারে? অতএব এই বিষয়ের একতর নির্ণয়ার্থ শাস্ত্রকারেরা বিচার করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

জৈমিনি প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ কল্পসূত্রে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান নির্ণয় করিয়াছেন বটে, তথাপি বিশ্বাসপূর্ব্বক বিচার করিয়া না দেখিলে সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কাহারও শক্তি হয় না। (অতএব কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা উপাসনা করিতে হইলে বেদার্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক বিচার করিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা উপাসনা করা কর্ত্তব্য) ॥ ২৭ ॥

আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণ স্বরচিত অনেকানেক গ্রন্থে উপাসনার

विचाराक्षमसमर्थाश्च तत् श्रुत्वोपासते गुरोः ॥ २८ ॥
वेदवाक्यानि निर्णेतुमिच्छन् मीमांसतां जनः ।
आप्तोपदेशमात्रेण ह्यनुष्ठानन्तु सम्भवेत् ॥ २९ ॥
ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम् ।
आप्तोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित् ॥ ३० ॥

आर्षग्रन्थेषु ब्राह्मवाशिष्ठादिमन्त्रकल्पेषूपासनानुष्ठानप्रकारो वर्णितः अतो विचारासमर्थाः मनुष्याः कल्पेषूक्तं तदुपासनं गुरुमुखादवगम्यानुतिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ २८ ॥

ननु तर्हीदानीन्तनैरपि ग्रन्थकर्तृभिर्वेदवाक्यविचारः कुतः क्रियत इत्याशङ्क्य स्वबुद्धिपरितोषार्थमेव क्रियते नानुष्ठानसिद्ध्यै इत्याह वेदवाक्यानीति ॥ २९ ॥

ननु ब्रह्मोपासनवत् ब्रह्मसाक्षात्कारस्याप्युपदेशमात्रादेव सिद्धिः किं न स्यादित्याशङ्क्याह ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवमिति ॥ ३० ॥

অনুষ্ঠান প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা সেই সকল ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের বিচার করিতে অশক্ত, তাহারা সেই সকল শাস্ত্রবচন শ্রবণ করিয়া উপদেশ প্রার্থনায় তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগের উপাসনা করিবে ॥ ২৮ ॥

লোকে বেদবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে সেই সকল বেদবাক্যের মীমাংসা করে, তাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ক্ষমতা হয় না। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদা বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই সকল বিশ্বস্ত গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে অনায়াসেই বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে ॥ ২৯ ॥

যেমন ব্রহ্মোপাসনা করিলেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেইরূপ উপদেশমাত্রে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বিচারব্যতিরেকে কেবল সদ্‌গুরুর উপদেশদ্বারাই উপাসনার অনুষ্ঠান-প্রণালী জানা যাইতে পারে এবং সেই প্রণালীতেও উপাসনা সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু উপাসনা ব্যতিরেকে কেবল উপদেশমাত্র কথনও কোন ব্যক্তির পরম-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

परोक्षज्ञानमश्रद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत्।
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः॥ ३१॥
विचार्य्याप्यपरोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत्।
अपरोक्ष्यावसानत्वात् भूयोभूयो विचारयेत्॥ ३२॥
विचारयन्नामरणं नैवात्मानं लभेत चेत्।

आप्तोपदेशमात्रेणोपासनानुष्ठानोपयोगिपरोक्षज्ञानमुत्पद्यते अपरोक्षज्ञानन्तु विचारमन्तरेण न जायत इत्युक्तं तत्र कारणमाह परोक्षज्ञानमिति। यतः अविश्वास एव परोक्षज्ञानं प्रतिबध्नाति नाविचारः अतस्तन्निवृत्तौ सकृदुपदेशादेव परोक्षज्ञानजन्मोपपद्यते। अविचारप्रतिबन्धस्यापरोक्षज्ञानस्य तु विचारद्वारा तन्निवृत्तिमन्तरेणोत्पत्तिर्न सम्भवति अतो विचारः कर्त्तव्य इति भावः॥ ३१॥

ननु विचारे कृतेऽपि यदा परोक्षज्ञानं न जायते तदा किं कर्त्तव्यमित्यत आह विचार्य्याप्यपरोक्षेणेति। तत्त्वम्पदार्थौ सम्यग्विचार्य्यापि वाक्यार्थं ब्रह्मात्मैकत्वमपरोक्षतया न जानातीति चेत् तथापि पुनः पुनर्विचार एव कर्त्तव्यः अपरोक्षज्ञानहेतोरन्यस्याभावादिति भावः॥ ३२॥

যেমন কেবল একমাত্র অশ্রদ্ধাই পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সেইরূপ কেবল বিচারের অভাবই অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। (শাস্ত্রার্থে ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা না থাকিলে কদাচ পরোক্ষজ্ঞান হয় না এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রের বিচার না করিলে কাহারও ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না।) অতএব অপরোক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বদা বিচার করা কর্ত্তব্য॥ ৩১॥

বিচার করিয়া অপরোক্ষজ্ঞান না হইলে কিং কর্ত্তব্য? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়াও পরব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে জানিতে না পারে, তথাপি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিবে। কারণ বিচার ব্যতিরেকে অপরোক্ষজ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই। (অতএব যতকাল অপরোক্ষজ্ঞান না হয়, ততকাল অবশ্য বিচার করিতে হইবে। বিচার করিতে করিতে অবশ্যই ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই)॥ ৩২॥

যদি পুনঃ পুনঃ বিচার করিলেও তত্ত্বলাভ না হয়, তবে বিচার করা ব্যর্থ

জন্মান্তরে ভবেদেব প্রতিबन्धक्षये सति ॥ ३३ ॥
इह वामुत्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम्।
शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यत्र विद्युरितिश्रुतेः ॥ ३४ ॥
गर्भ एव शयानः सन् वामदेवोऽवबुद्धवान्।
पूर्वाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ३५ ॥

ननु भूयो भूयो विचारेण च साक्षात्कारानुदये सति विचारो अर्थ. स्यादित्याशङ्क्याह विचारस्यवाभरणमिति ॥ ३३ ॥

नन्विदं कर्ताऽवगतमित्याशङ्क्य ब्रह्मसत्यता व्याप्तेन ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनादिति सूत्रेऽभिधानादित्याह इह वामुत्र वेति। सति प्रतिबन्धे इह जन्मनि ज्ञानानुत्पत्तौ श्रुतिं दर्शयति शृण्वन्तोऽपीति ॥ ३४ ॥

इह जन्मनि श्रवणादिकर्तुर्जन्मान्तरे अपरोक्षज्ञान भवतीत्यत्रापि गर्भेषु सन्नन्वपानवेद सर्वं देवाना जनिमानि विश्वा इत्यादिका श्रुतिमर्थतः पठति गर्भ एव शयान इति। इह जन्मनि अनुत्पन्नस्य ज्ञानस्य कालान्तरे उत्पत्ता दृष्टान्तमाह यद्वदध्ययनादिष्विति ॥ ३५ ॥

বোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি মননাদি বিচার করিয়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হয়, তথাপি সেই বিচার নিষ্ফল হইবে না। ইহজন্মে বিচারের ফললাভ না হইলেও জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই ফলসাধন হইবে ॥ ৩৩ ॥

বেদান্তসূত্রকার বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার কখনও নিষ্ফল হয় না। ইহজন্মে ফলসাধন না হইলেও জন্মান্তরে তাহার ফল পাওয়া যায়। যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও ইহজন্মে ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ ফললাভ করিতে পারে না, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধকই তাহার কারণ। বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলে জন্মান্তরেও ব্রহ্মবিদ্যার ফলসাধনের সম্ভাবনা আছে ॥ ৩৪ ॥

জন্মান্তরে ব্রহ্মবিদ্যার ফলসাধন হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন।—বামদেব ঋষি গর্ভমধ্যে শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্ব

বহুবারমধীতেঽপি তদা নায়াতি চেৎ পুনঃ।
দিনান্তরেঽনধীত্যৈব পূর্ব্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্ ॥ ২৬ ॥
কালেন পরিপচ্যন্তে ঋষিগর্ভাদয়ো যথা।
তদ্বদাত্মবিচারোঽপি ঘনৈঃ কালেন পচ্যতে ॥ ২৭ ॥
পুনঃ পুনর্ব্বিচারোঽপি ত্রিবিধপ্রতিবন্ধতঃ।
ন বেত্তি তত্ত্বমিত্যেতদ্ বার্ত্তিকে সম্যগীরিতম্ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি বহুবারমধীতেঽপীতি ॥ ২৬ ॥

আদিশব্দেন পরিগৃহীতানি দৃষ্টান্তান্তরাণ্যাহ কালেনেতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তদ্বদাত্মবিচারোঽপীতি ॥ ২৭ ॥

বহুকারং বিচারেঽপি তত্ত্বে প্রতিবন্ধবলাৎ সাক্ষাৎকারী ন জায়তে ইত্যেতদ্ বার্ত্তিককারৈরপি নিরূপিতমিত্যাহ পুনঃ পুনর্ব্বিচারেঽপীতি ॥ ২৮ ॥

জন্মার্জ্জিত অধ্যয়ন ও বিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কখনও নিষ্ফল হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৫ ॥

যেমন অধ্যয়নকালে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহা বারম্বার অভ্যাস করিলেও যদি সেই গ্রন্থ অভ্যস্ত না হয়, তাহাহইলে দিনান্তরে সেই পাঠ পুনর্ব্বার অধ্যয়ন না করিয়া পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলেই সেই পঠিত গ্রন্থ অভ্যস্ত হইয়া দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যেমন কৃষকগণ ক্ষেত্রকে পুনঃ পুনঃ কর্ষণাদি করিয়া কালে সেই ক্ষেত্রগত শস্যাদির পরিপাক হইলেই কৃষকের ক্ষেত্রকর্ষণের ফললাভ হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ অভ্যাস করিলেই আত্মতত্ত্ব-বিচার কালে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। (কেবল একবারমাত্র উপদিষ্ট হইয়াই কেহ ব্রহ্মবিদ্যার ফল পাইতে পারে না) ॥ ৩৭ ॥

বার্ত্তিক সূত্রকার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—বহুবার বিচার করিয়াও যে কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফললাভ করিতে পারে না, তিনপ্রকার প্রতিবন্ধকই তাহার প্রতিকারণ। (প্রতিবন্ধকসত্ত্বে কাহারও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না) ॥ ৩৮ ॥

কুতস্তত্ত্বজ্ঞানমিতি চেৎ তন্নি বন্ধপরিক্ষয়াৎ।
অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ত্ততে তথা ॥ ৩৯ ॥
অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব চ দর্শিতম্ ॥ ৪০ ॥

তান্যেব বার্ত্তিকবাক্যান্যুদাহরতি কুতস্তত্ত্বজ্ঞানমিত্যাদিনা ভরতস্য বিজন্মভিরিত্যন্তেন। তত্র তাবৎ পূর্ব্বমনুৎপন্নস্য জ্ঞানস্যেদানীমুৎপত্তৌ কারণং পৃচ্ছতি কুতস্তত্ত্বজ্ঞানমিতি চেদিতি। উত্তরমাহ তন্নি বন্ধপরিক্ষয়াদিতি। বন্ধঃ প্রতিবন্ধঃ তস্য পরিক্ষয়াদিত্যর্থঃ। সোঽপি প্রতিবন্ধো ভূতো ভাবী বর্ত্তমানশ্চেতি ত্রিবিধ ইত্যাহ অসাবপি চ ভূতো বেতি ॥ ৩৯ ॥

ভবত্বেবং ত্রিবিধঃ প্রতিবন্ধঃ ততঃ কিমিত্যত আহ অধীতবেদেতি। অত এব প্রতিবন্ধসদ্ভাবাদেবেত্যর্থঃ। সতি প্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোদেতীত্যেতদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমজ্ঞেবজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়া ইত্যনয়া শ্রুত্যা প্রদর্শিতমিত্যাহ হিরণ্যেতি ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের ফললাভে তিনপ্রকার প্রতিবন্ধক বিরোধী; এই শ্লোকে সেই তিনপ্রকার প্রতিবন্ধক কিরূপ ও কিরূপে সেই প্রতিবন্ধকত্রয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের ব্যাঘাত করে। এই সকল প্রতিবন্ধক বিনাশ করিতে হইলে সর্ব্বদা কিপ্রকারে সেই প্রতিবন্ধক নষ্ট হইবে, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে সংসারবন্ধনের পরিক্ষয় হয় এবং সংসারবন্ধনের ক্ষয় হইলে স্বয়ংই উক্ত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়া যায়। (তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কেহ সেই প্রতিবন্ধকের বিনাশসাধন করিতে পারে না) ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বেদান্তাদি ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের সাধনীভূত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিলেও যে কোন কোন ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় না, পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধকত্রয়ই তাহার প্রতিকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যেমন কোন ক্ষেত্রমধ্যে সুবর্ণ নিহিত থাকিলে যে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের অবস্থা সম্যক্‌রূপে জানে না, সেই ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রমধ্যে পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ

अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः।
भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥ ४१ ॥
अनुसृत्य गुरुः स्नेहं महिष्यां तत्त्वमुक्तवान्।

नन्वतीतस्य प्रतिबन्धकत्वं न दृष्टमित्याशङ्क्याह अतीतेनापीति। अयमर्थः कश्चिद्यतिः पूर्वं गार्हस्थ्यदशायां कस्याश्चिन्महिष्यां स्नेहं कृत्वा पश्चात् सन्न्यासानन्तरं श्रवणे प्रवृत्तोऽपि तेनैव स्नेहेन जनितात् प्रतिबन्धात् तत्त्वं गुरुणा उपदिष्टमपि न ज्ञातवान् इत्येवंविधा गाथा लोके प्रगीयते न पुराणादिषु पठितेत्यर्थः ॥ ४१ ॥

तर्हि तथाविधस्य कथं ज्ञानोत्पत्तिरित्यत आह अनुसृत्येति। गुरुस्तस्य तत्त्वोपदेष्टा तदीयं महिषीस्नेहम् अनुसृत्य तस्यामेव महिष्यां तत्त्वं तन्महिष्युपाधिकं ब्रह्म उक्तवान् ततः

করিয়াও কখন সেই সুবর্ণনিধি পায় না। সেইরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ অনেকে অহরহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতেছে না। (এই প্রকারে শ্রুতিতে প্রতিবন্ধকের তত্ত্বজ্ঞানবিরোধিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ৪০ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ **এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক** উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ ক্রমশঃ সেই প্রতিবন্ধকত্রয় বিবৃত হইতেছে।—লৌকিক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রমে কোন যুবতীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ ছিলেন, পরে কোন কারণবশতঃ সেই কামিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সেই পূর্ব্বকৃত যুবতীর স্নেহ অন্তর হইতে অন্তরিত হয় নাই; সুতরাং তিনি সেই রমণীর স্নেহপাশে আকৃষ্ট আছেন। অতএব এইরূপ ব্যক্তি গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। (এই স্থলে পূর্ব্বকৃত যুবতীস্নেহই তাহার ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইরূপ প্রতিবন্ধকই অতীত প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধকরুদ্ধব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন।—যে ব্যক্তির চিত্তহইতে পূর্ব্বকৃত কামিনীস্নেহ বিদূরিত হয় নাই, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী গুরু এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিবেন, যে যাহাতে তাহার হৃদয় হইতে পূর্ব্বতন নারীস্নেহ অন্তরিত হয়, তাহাতেই সেই ব্যক্তির সেই যুবতী

ততো যথাবদ্বেদৈষ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষয়াৎ ॥ ৪২ ॥
প্রতিবন্ধো বর্ত্তমানো বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ।
প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্য্যয়দুরাগ্রহঃ ॥ ৪২ ॥
শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈশ্চ তত্র তত্রোচিতৈঃ ক্ষয়ম্।

সোঽপি মহিমীক্ষ্ণলক্ষণপ্রতিবন্ধকাপগমেন গুরূপদিষ্টং তত্ত্বং যথাবৎ শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণৈব জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

এবমতীতপ্রতিবন্ধং প্রদর্শ্য বর্ত্তমানং তং দর্শয়তি প্রতিবন্ধ ইতি। বর্ত্তমানঃ প্রতিবন্ধশ্চিত্তস্য বিষয়াসক্তিরূপ একঃ প্রজ্ঞামান্দ্যং বুদ্ধেস্তীক্ষ্ণতাভাবঃ কুতর্কশ্চ শুষ্কতার্কিকত্বেন শ্রুত্যর্থস্যান্যথাজ্ঞানং বিপর্য্যয়দুরাগ্রহঃ বিপর্য্যয়ে আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মযুক্তত্বজ্ঞানলক্ষণে দুরাগ্রহো যুক্তিরহিতোঽভিনিবেশঃ এতেষামন্যতমস্যাপি সত্ত্বে জ্ঞানং নোদেতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তস্যাপি প্রতিবন্ধস্য কেন নিবৃত্তিরিত্যাহ শমাদ্যৈরিতি। শমাদয়ঃ শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো মুমুক্ষুশ্চেতি শ্রুত্যুক্তাঃ শ্রবণাদয়ঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য

স্নেহরূপ প্রতিবন্ধকের পরিক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহার ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান দৃঢ়তর হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে অতীত প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিতেছেন।—যাহার বিষয়েতে দৃঢ় আসক্তি আছে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিলেও তাহার তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এইরূপ বিষয়েতে দৃঢ়তর আসক্তিকে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক বলা যায়। যাহার অন্তঃকরণের বিষয়াসক্তিরূপ বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ আছে, তাহার বুদ্ধি মন্দীভূত হইয়া থাকে, কখনও তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হয় না, ক্রমশঃ মনে নানাপ্রকার কুতর্ক উপস্থিত হয় এবং অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে ভ্রম হইতে থাকে, কোন বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান হয় না। শ্রুত্যর্থের প্রতি তার্কিকদিগের ন্যায় অন্যথাজ্ঞান হইয়া থাকে এবং "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা" ইত্যাদিরূপে বিষয়ে নির্যুক্তিক অভিনিবেশ হয়। এই সকল প্রতিবন্ধকের একটী প্রতিবন্ধকসত্ত্বেও প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কি

नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ॥ ४४ ॥
आगामिप्रतिबन्धस्य वामदेवे समीरितः।
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥ ४५ ॥

इति श्रुत्या अभिहिता एतैः साधनैस्तव तस्य तस्य प्रतिबन्धस्य निवर्त्तने उचितैर्योग्यैः तस्मिन् प्रतिबन्धे क्षय नीते सति विनाशिते सत्यतः प्रतिबन्धापगमादेव स्वस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्वं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

इदानीं भाविप्रतिबन्धं दर्शयति आगामिप्रतिबन्धस्येति। आगामिप्रतिबन्धो जन्मान्तरहेतु प्रारब्धमेव इत्यर्थः। तस्य च भोगमन्तरेण निवृत्त्यभावात् तन्निवृत्तौ कालानियमो नास्तीत्याह एकेनेति। स च एकेन जन्मना क्षीणः वामदेवस्येति शेषः। भरतस्य त्रिजन्मभिः क्षीण इत्यनुसज्यते ॥ ४५ ॥

উপায়ে সেই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইতে পারে, এই শ্লোকে সেই উপায় নিরূপণ করিতেছেন।—শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই সকল যোগদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। (সুতরাং শমদমাদি ও শ্রবণ-মননাদি যোগসকলই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক বিনাশের উপায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে অতীত ও বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের স্বরূপ ও সেই সকল প্রতিবন্ধকনিবারণের উপায় নির্ণয় করিয়া এইক্ষণে ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক নিরূপণ করিতেছেন।—প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ না হইলে তাহার ক্ষয় হয় না এবং সেই সকল প্রারব্ধকর্ম্ম যে একজন্মেই ভোগ হইয়া ক্ষয় হয়, তাহাও নহে, উহা জন্মজন্মান্তরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগশেষ না হইয়া জন্মান্তরে ভোগের জন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক বলে। এই প্রতিবন্ধক কাহার বা একজন্মেই শেষ হয়, ব্যক্তিবিশেষের জন্মজন্মান্তরে ভোগ হইয়া ক্ষয় পায়। বামদেব ঋষির একজন্মেই প্রারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া মুক্তিলাভ হইয়াছিল এবং ঋষিপ্রবর ভরতের ক্রমশঃ তিন জন্মপর্য্যন্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া ক্ষয় পাইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि।
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः॥ ४६॥
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्त्वविचारतः।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥ ४७॥
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्।

ननु एकेन त्रिजन्मभिरिति नियतकालत्वं भवतैव उच्यते इत्याशङ्क्याह योगभ्रष्टस्येति। योगभ्रष्टस्तत्त्वसाक्षात्कारपर्य्यन्तविचाररहित इत्यर्थः। तर्हि तत्त्वविचारो निष्फलः स्यादित्याह न विचारोऽप्यनर्थक इति। प्रतिबन्धनिवृत्त्यनन्तरमेवापरोक्षज्ञानलक्षणफलसम्भवादिति भावः॥ ४६॥

गीतायां प्रतिपादितमर्थं दर्शयति प्राप्य पुण्यकृतामित्यादिना ततो याति परां गतिमित्यन्तेन। योगभ्रष्ट आत्मतत्त्वविचारबलादेव पुण्यकृतां पुण्यकारिणां लोकान् स्वर्गविशेषान् प्राप्य तत्र बहुकालं सुखमनुभूय तद्भोगावसाने साभिलाषश्चेदस्मिन् लोके शुचीनामादृतः पितृतश्च शुद्धानां श्रीमतां कुलेऽभिजायते॥ ४७॥

पक्षान्तरमाह अथवेति। निष्पृहः स्वयमतिविरक्तश्चेत् ब्रह्मतत्त्वविचारादेव धीमतामात्मतत्त्वविचारवतां योगिनां चित्तैकाग्र्यवतां कुले भवति जायते इत्यर्थः। पूर्वस्मात्

যোগসাধনদ্বারা প্রতিবন্ধকনিবারিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গীতাপ্রমাণে জানা যায় যে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা বহু বহুজন্মে ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের অভ্যাসদ্বারা প্রতিবন্ধকসকল ক্ষয় করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা বিচার কখনও নিষ্ফল হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা বিচার করিতে করিতে অল্প সময়ে হউক, কিম্বা বহুজন্মেই হউক, অবশ্যই প্রতিবন্ধক বিনাশ পায়॥ ৪৬॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের একচত্বারিংশৎ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন যে,—পুণ্যবান্ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে বিশেষ বিশেষ স্বর্গলাভ করিয়া বহুকালপর্য্যন্ত নানাপ্রকার সুখভোগ করতঃ সেই সকল সুখভোগের অবসান হইলে, আত্মতত্ত্ব বিচার বশতঃ আপন অভিলাষানুসারে শ্রীসম্পন্ন (ধনবান্) সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে॥ ৪৭॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন যে, সেই যোগভ্রষ্ট পুণ্যবান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব

নিষ্ঠুরো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাত্ তদ্বি দুর্লভম্ ॥ ৪৮ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে'পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতদ্বি দুর্লভম্ ॥ ৪৯ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৫০ ॥

পত্নাত্ কীদৃশস্য ইত্যত আহ তদ্বি দুর্লভমিতি। হি যস্মাত্ কারণাত্ তদ্বৈয়োগিকুলে জন্ম দুর্লভম্ অল্পপুণ্যেনালভ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্য দুর্লভত্বমুপপাদয়তি তত্র তমিতি। হি যস্মাত্ কারণাত্ তত্র তস্মিন্ জন্মনি পৌর্ব্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং তত্ত্ববিচারগোচরং বুদ্ধিসম্বন্ধং শীঘ্রং লভতে প্রাপ্নোতি নৈ কেবলং বুদ্ধিসম্বন্ধমাত্রলাভঃ কিন্তু ততঃ পূর্ব্বস্মাত্ প্রযত্নাত্ ভূয়ো যততে চাধিকপ্রযত্নং করোতি তস্মাদেতজ্জন্ম দুর্লভমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ভূয়োঽভ্যাসে কারণমাহ পূর্ব্বাভ্যাসেনেতি। স যোগভ্রষ্টস্তেন পূর্ব্বাভ্যাসেনৈবাবশোঽপি অস্বাধীনোঽপি হ্রিয়তে আকৃষ্যতে এবমনেকেষু জন্মসু কৃতেন প্রযত্নেন সংসিদ্ধস্তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নস্ততস্তস্মাত্ তত্ত্বজ্ঞানাত্ পরাং শান্তিং মুক্তিং যাতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

জন্মকৃত পুণ্যবলে ব্রহ্মবিদ্যাবিচার বশতঃ নিরভিলাষী হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এই ব্রহ্মপরায়ণ তত্ত্বজ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করাও অতিদুর্লভ, তাহা সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। কদাচিৎ পুণ্যবাহুল্য থাকিলেই উক্তরূপ জন্মলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ যোগিদিগের বংশে জন্মপরিগ্রহ অতিদুর্লভ, এক্ষণে সেই জন্মদুর্লভের কারণ দেখাইতেছেন।—যেহেতু ভাগ্যক্রমে তত্ত্বজ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিলে পূর্ব্বজন্মে যেরূপ বুদ্ধি ছিল, ইহজন্মেও সেইরূপ বুদ্ধি লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার ব্রহ্মবিচারে যত্ন হইয়া থাকে। তাহাতে পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কারদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে অনুরাগ জন্মে। এইরূপে বহু বহু জন্মলাভ করিয়া সেই সেই জন্মেই ব্রহ্মতত্ত্ববিচার অভ্যাস করিতে থাকে, তাহাতে অনেকানেক জন্ম পরে ঐরূপ ব্রহ্মতত্ত্ববিচারদ্বারা পরমাগতি, অর্থাৎ কৈবল্যপদ পাইয়া থাকে, তখন তাহার আর সংসারভোগ করিতে হয় না ॥ ৪৯-৫০ ॥

ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়া সম্যক্ সত্যা নিরুধ্যতাম্।
বিচারয়েত্ য আত্মানং ন তু সাক্ষাত্ করোত্যয়ম্ ॥ ৫১ ॥
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ইতি শাস্ত্রতঃ।
ব্রহ্মলোকে সকল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে ॥ ৫২ ॥
কেষাঞ্চিত্ স বিচারোঽপি কর্ম্মণা প্রতিবধ্যতে।

আগামিপ্রতিবন্ধান্তরং দর্শয়তি ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়ামিতি। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তীচ্ছায়া দৃঢায়া সত্যা তা নিরুধ্য য আত্মানং বিচারয়েত্ তস্য সাক্ষাত্কারো নৈব জায়ত ইত্যর্থঃ ॥৫১।

ননু তর্হি তস্য কদাপি মুক্তির্ন স্যাত্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ বেদান্তবিজ্ঞানেতি। বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থা. সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয. শুদ্ধসত্ত্বা তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতা পরি মুচ্যন্তি সর্ব্বে ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ইত্যাদিশাস্ত্রবশাদ্ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তানন্তরং তৎ তত্ত্ব সাক্ষাত্কৃত্য ব্রহ্মণা সহ মুক্তো ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ. ॥ ৫২ ॥

এবং তত্ত্ববিচারে ক্রিয়মাণে প্রতিবন্ধবলাত্ অত্র সাক্ষাত্কারো ন জায়তে ইত্যভিপ্রায়

অন্য প্রকার ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিতেছেন।—মনুষ্যের পুণ্য-কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বিচার করেন, তাঁহার পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই পরমার্থতত্ত্বলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বিচারদ্বারা পরমার্থ লাভ হয়, এই শ্লোকে সেই পরমার্থ লাভের প্রণালী বলিতেছেন।—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বিচারদ্বারা নিশ্চয় পরমার্থ লাভ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন হয়, তথায় কিয়ৎকাল সুখভোগ করিয়া কল্পাবসানে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৫২ ॥

যাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক আছে, তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার বিচার করিলেও প্রতিবন্ধকের প্রাবল্যবশতঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যাহারা অতিশয় পাপী, তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার বিচারও দুর্লভ। কারণ কাহারও বা পূর্ব্বোক্ত বেদান্তশাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মবিদ্যা বিচার

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৫৩ ॥
অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাত্ বা সামগ্র্যা বাপ্যসম্ভবাত্ ।
যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্ ॥ ৫৪ ॥
নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ ।

তীব্রপাপিনান্তু যোঽপি বিচারী দুর্লভ ইত্যাহ কেষাঞ্চিদিতি। তত্র প্রমাণমাহ শ্রবণায়াপীতি। যঃ পরমাত্মা বহুভিঃ পুরুষৈঃ শ্রবণায় অপি শ্রোতুমপি ন লভ্যঃ দুর্লভ ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥

এবাবতা সতি প্রতিবন্ধে তত্ত্বসাক্ষাত্কারসন্নসাধনভূতবিচারস্য ন সম্ভবতীত্যভিধায় ইদানীং বিচারাসমর্থেন পুরুষার্থার্থিনা কিং কর্ত্তব্যমিত্যপেক্ষায়াং বিচারাক্ষমসমর্থস্য তত্ত্বজ্ঞোপাসনে গুরোরিতি যৎ প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং তদুপপাদয়তি অত্যন্তেতি। সামগ্র্যসম্ভবো নাম তত্ত্বোপদেষ্টুর্গুরোরভ্যাসস্যাভ্যস্য দেশকালাদীনাং অসম্ভবস্তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ননু নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য গুণরহিতত্বাত্ তদুপাসনং ন ঘটত ইত্যাশঙ্ক্য উপাসনস্য

সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা প্রতিরুদ্ধ আছে, তাহারা সর্ব্বদাই কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে, কখনও ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় অবকাশ পায় না। কারণ অনেকে কর্ম্মানুষ্ঠানে এইরূপ অনুরক্ত থাকে যে, জন্মাবচ্ছিন্নেও পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে তাহাদিগের অবকাশ হয় না, আর কোন কোন ব্যক্তি সেই পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও বোধগম্য করিতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

এইক্ষণ এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহাদিগের উক্তরূপ প্রতিবন্ধক আছে, তাহারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কারণীভূত ব্রহ্মবিদ্যা-বিচার কিছুই করিতে পারে না। অতএব যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা বিচারে অক্ষম, তাহারা কি উপায় অবলম্বন করিবে? তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—যাহারা অতিমন্দবুদ্ধি, কোনরূপেও ব্রহ্মবিদ্যাবিচার বুঝিতে পারে না এবং যাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের উপযোগী সামগ্রী নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বোপ-দেশক গুরু, আত্মদর্শনোপযোগী শাস্ত্র, যথোপযুক্ত স্থান, সমুচিত সময় ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাবিচারের কারণের অভাব আছে, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা বিচার করিতে না পারিলেও সর্ব্বদা পরোক্ষরূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ৫৪ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের কোনরূপ গুণ নাই, সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার

সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ ॥ ৫৫ ॥
অবাঙ্মনসগম্যং তন্নোপাস্যমিতি চেৎ তদা।
অবাঙ্মনসগম্যস্য বেদনত্বং ন সম্ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেত্স্যসি।
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রত্যয়াবৃত্তিরূপত্বাৎ সগুণব্রহ্মণীব নির্গুণেঽপি তৎ সম্ভবতীত্যাহ নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্যেতি ॥৫৫॥

ননু নির্গুণস্য ব্রহ্মণোঽবাঙ্মনোগোচরত্বাভাবান্নোপাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য বেদনপক্ষেঽপ্যয়ং দোষঃ সমান ইত্যাহ অবাঙ্মনসগম্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

ননু ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচরমিত্যেবং জ্ঞাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্য এবমেব উপাসিতুমপি শক্যমিত্যাহ বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবমিতি ॥ ৫৭ ॥

উপায় নাই, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পরোক্ষরূপে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা হইতে পারে, কারণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। যেমন সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে অন্তঃকরণ-বৃত্তির প্রবাহ হয়, অর্থাৎ উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণের শক্তি জন্মে, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণবৃত্তির শক্তি হইতে থাকে ॥ ৫৫ ॥

যদি বল, নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর, অতএব তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনা কিপ্রকারে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—যদি নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর বিধায় তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনা হইতে পারে না, তবে সেই নির্গুণ পরব্রহ্মের যে পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিয়াছ, তাহাও সম্ভবিতে পারে না। (নির্গুণ ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিলে তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনাও স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৫৬ ॥

যদি বাক্য ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পার, তবে সেইরূপে নির্গুণ ব্রহ্মের পরোক্ষ উপাসনা কেননা স্বীকার করিবে? (যাঁহাকে পরোক্ষরূপে জানা যাইতে পারে, তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৫৭ ॥

सगुणत्वमुपास्यत्वाद् यदि वेद्यत्वतोऽपि तत्।
वेद्यश्चेत् लक्षणावृत्त्या लक्षितं समुपास्यताम् ॥ ५८ ॥
ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं नेदं यदुपासते।
इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥ ५९ ॥
विदितादन्यदेवेति श्रुतेर्वेद्यत्वमस्य न।

ब्रह्मण उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येतेत्याशङ्क्य वेद्यत्वेऽपि तत् सगुणत्वं स्यादित्याह सगुणत्वमिति। तत् सगुणत्वमित्यर्थः। ननु लक्षणावृत्त्याश्रयणान्न वेद्यत्वे सगुणत्वप्रसङ्ग इत्याशङ्क्य उपासनमपि तथैव क्रियत्वमित्याह वेद्यश्चेदिति ॥ ५८ ॥

ननु ब्रह्मण उपास्यत्वं श्रुत्या निषिध्यत इति शङ्कते ब्रह्मविद्धीति। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासत इति श्रुतिरुपास्यस्य ब्रह्मत्वं निषेधतीत्यर्थः। त्वं यदवाङ्मनसगम्यं तदेव ब्रह्म विद्धि नेदमिति यत् उपासते पुरुषास्तन्न विद्धीति योजना ॥ ५९ ॥

उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि निषेधः समान इत्याह विदितादन्यदेवेतीति। अन्यदेव

যদি বল, অবাঙ্মনসগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহার সগুণত্ব স্বীকার করিতে হয়, এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন।— নির্গুণ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব স্বীকার করিলেই যদি তাঁহার সগুণত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে নির্গুণ ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানেও তাঁহার সত্ত্বগুণত্ব অস্বীকার করিতে পার না। অতএব লক্ষণদ্বারা লক্ষিত করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের পরোক্ষ উপাসনা করা যায় ॥ ৫৮ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকেই তুমি নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান কর। লোকে যাঁহাকে উপাসনা করে, তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিও না, তিনি ব্রহ্ম নহেন। অতএব শ্রুতিতে সেই নির্গুণ পরব্রহ্মের পরোক্ষরূপে উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা যদি স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই নির্গুণ পরব্রহ্মকে বিদিত বা অবিদিত কিছুই বলিতে পার না, বাস্তবিক তিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে বিভিন্ন। এই সকল শ্রুতি দেখিয়া সেই নির্গুণ পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানও অস্বীকার

यथा श्रुत्यैव वेद्यं तत् तथा श्रुत्याप्युपास्यताम् ॥ ६० ॥
अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम् ।
वृत्तिव्याप्तिर्वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत् समम् ॥ ६१ ॥
का ते भक्तिरुपास्तौ चेत् कस्ते द्वेषस्तदौरयं ।
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्रुतिषु दर्शनात् ॥ ६२ ॥

तदविदितादथो अविदितादधीति ब्रह्मणो वेद्यत्वमपि निवारयतीत्यर्थः । विदिताविदिताभ्यामन्यत् ब्रह्मेति श्रुतिः प्रतिपादयति इति चेत् तर्हि तथैव तज्ज्ञानीयादित्याशङ्क्य उपासनेऽप्येवम् समानमित्याह यथा श्रुत्यैव वेद्यं तदिति ॥ ६० ॥

ननु वेद्यत्वं ब्रह्मणो वास्तवं न भवतीत्याशङ्क्य उपास्यत्वमपि तथेत्याह अवास्तवी वेद्यता चेदिति । ननु वेदनवत्त्वे ब्रह्मेत्याकारत्वम् अस्ति नोपासने इत्याशङ्क्य शब्दबलात् तदाकारत्वमुभयत्र समानं इत्याह वृत्तिव्याप्तिरिति ॥ ६१ ॥

युक्तिशून्य उपास्यत्वमात्रेऽपि समान इत्याह का ते भक्तिरिति । ननु निर्गुणोपासने प्रमाणं नास्ति इत्याशङ्क्यानेकासु श्रुतिषूपलभ्यमानत्वात् नैवमित्याह मानाभाव इति ॥ ६२ ॥

করিতে হয়। কারণ, যেমন সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ তাঁহার পরিজ্ঞানও নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয়। (তবে যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে তাঁহার উপাস্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিবে) ॥ ৫৯-৬০ ॥

যদি ইহাই স্বীকার কর যে, বাস্তবিক নির্গুণ ব্রহ্মের বেদ্যত্ব নাই, অর্থাৎ তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। তাহাহইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অনুপাস্যত্ব কেননা স্বীকার করিবে? যেহেতু বেদ্যত্ব ও উপাস্যত্ব উভয় অন্তঃকরণের ব্যাপ্য, সুতরাং উভয়ই সমানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। (যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তাহাকে কেহ উপাসনাও করিতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে) ॥ ৬১ ॥

যদি বল, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাতে তোমার এত অনুরাগ কেন? সর্ব্বদাই যে, সেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছ? ইহার উত্তর এই যে,—তোমারই বা তাহাতে এত দ্বেষ কেন? (বরং

उत्तरस्मिंस्तापनीये शैव्यप्रश्ने ऽथ काठके।
माण्डुक्यादौ च सर्व्वत्र निर्गुणोपास्तिरीरिता ॥ ६३ ॥
अनुष्ठानप्रकारोऽस्याः पश्चीकरण ईरितः।

बहुश्रुतिषु दर्शनादित्युक्तमर्थं विवृणोति उत्तरस्मिन्निति। उत्तरस्मिन् तापनीयोपनिषदि तावद्देवाह वै प्रजापतिमब्रुवन्नणीरणीयांसमिममात्मानमीङ्कारं नोऽब्याचक्ष्व इत्यादिना बहुधा निर्गुणोपासनमभिधीयते शैवप्रश्ने प्रश्नोपनिषदि पञ्चमप्रश्ने यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीतेति काठके कठवल्ल्यां सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इत्युपक्रम्य एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदालम्बनं श्रेष्ठमित्यादिना प्रणवोपासनमित्युच्यते माण्डुक्योपनिषदि ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादिना अवस्थात्रयातीततुरीयोपासनमेव विधीयत इत्यर्थः। आदिशब्देन तैत्तिरीयमुण्डकादयो गृह्यन्ते॥ ६३ ॥

ननु निर्गुणोपासनं कथमनुष्ठेयमित्यत आह अनुष्ठानप्रकारोऽस्या इति। नन्वेतद्-

---

আমার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উপকারের সম্ভব আছে, তোমার তাহার প্রতি দ্বেষ করিয়া কি ফলসাধন হইবে এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রমাণাভাবও বলিতে পার না, যেহেতু বহু বহু শ্রুতিতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রমাণাভাব যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ৬২ ॥

উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে, কঠোপনিষদে এবং মাণ্ডুক্যোপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে। (উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে লিখিত আছে যে, দেবগণ প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতিসূক্ষ্মতর পরমাত্মস্বরূপ ওঙ্কার আমাদিগের নিকট বল। প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে উক্ত আছে যে, এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কারকেই পরমপুরুষ বলা যায়। কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ যে ওঙ্কারকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনিই এই জগতের অবলম্বন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে কথিত আছে যে, "ওম্" এই অক্ষরই সর্ব্বময় ব্রহ্ম, ইত্যাদিরূপে ওঙ্কারস্বরূপ নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ বলিতে পার না) ॥ ৬৩ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেই

ज्ञानसाधनमेतन्नेत् नेति केनात्र वर्णितम् ॥ ६४ ॥
नानुतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्नानुतिष्ठतु ।
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ ६५ ॥
इतोऽप्यतिशयं मत्वा मन्त्रान् वश्यादिकारिणः ।

पासनं ज्ञानसाधनमेव न मुक्तिसाधनमित्याशङ्क्य ब्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि मुच्यते इति वदतामस्माकमनुकूलमित्याह ज्ञानसाधनमिति ॥ ६४ ॥

ननु सगुणोपासनमेव सर्वैरनुष्ठीयते न निर्गुणोपासनम् इत्याशङ्क्य तस्य प्रमाणसिद्धस्यापि त्यागी न युक्त इत्याह नानुतिष्ठतीति ॥ ६५ ॥

प्रमाणसिद्धस्यानुष्ठानाभावेनापरित्यज्यत्वे दृष्टान्तमाह इतोऽप्यतिशयमिति। अयमभिप्रायः यथा सगुणोपासनेभ्यः कालान्तरभाविफलेभ्यो वश्यादिकारिमन्त्रेषु ऐहिकफलप्रदात्वं अतिशयं बुद्ध्वा मूढानां तन्मन्त्रजपादौ प्रवृत्तावपि विवेकिभिः सगुणोपासनं न परित्यज्यते यथा यत्नेनियमानुष्ठानापेक्षेभ्योऽपि मन्त्रेभ्यः कृष्यादावतिशयं नियमानपेक्षत्वं मत्वा मूढ-

---

উপাসনার প্রকার কি? এবং কি নিমিত্তই সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রকারপ্রপঞ্চ গ্রন্থে (পঞ্চীকরণে) উক্ত আছে এবং জ্ঞানসাধনই উক্ত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ফল। এইক্ষণ যদি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাকে জ্ঞানসাধন বলিয়া স্বীকার কর, তবে আমিও তাহাতে প্রতিবাদী নহি ॥ ৬৪ ॥

যদি বল, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা স্বীকার করিলাম, কিন্তু কেহ কখন তাঁহার উপাসনার অনুষ্ঠান করে নাই। তবে ইহার উত্তর এই যে, কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার অনুষ্ঠান করে নাই বলিয়া সেই উপাসনার কোন দোষ হইতে পারে না। (অনুষ্ঠাতা পুরুষের দোষে কি কখনও উপাসনার দোষ হইতে পারে?) ॥ ৬৫ ॥

যদি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অহিতকর কার্য্য বলিয়া মূঢ়ব্যক্তিরা তাহা হইতে সহজ বশীকরণাদি মন্ত্র জপ করে এবং যাহারা অতিমূঢ়, তাহারা যদি বশীকরণাদি মন্ত্র জপ হইতে অতিঅনায়াসসাধ্য কৃষ্যাদিকর্ম্ম করে, তাহাতে উপাসনার কোন দোষ হইতে পারে না। (অজ্ঞানীরা যাহা সহজ বোধ

মূঢ়া জপন্তু তেষ্বোঽস্তিমূঢ়াঃ ক্ষপিমুপাস্যতাম্ ॥ ৬৬ ॥
তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিরীর্য্যতে।
বিদ্যৈক্যাৎ সর্ব্বশাখাস্থান্ গুণানত্রোপসংহরেৎ ॥ ৬৭ ॥
আনন্দাদের্ব্বিধেয়স্য গুণসংঘস্য সংহতিঃ।
আনন্দাদয় ইত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ॥ ৬৮ ॥

তরাণাং তত্র প্রকৃতাবপি ন তন্মন্ত্রানুষ্ঠানং ত্যজ্যতে তথা সাংসারিকফলপ্সুনা নির্গুণোপাসনানুষ্ঠানাভাবেঽপি মুমুক্ষুভির্নির্গুণোপাসনং ত্যজ্যত ইতি ॥ ৬৬ ॥

এবং প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমনুসরতি তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ ইতি। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বাদিনাদ্যবিদ্যাদিত্বুল্যত্বেন নির্গুণোপাসনস্যৈকত্বাৎ তাসু শাখাসু স্মৃতানুপাস্যগুণানেকত্রোপসংহৃত্য উপাসনং কর্ত্তব্যমিত্যাহ বিদ্যৈক্যাদিতি ॥ ৬৭ ॥

তে চ গুণাঃ দ্বিপ্রকারাঃ বিধেয়া নিষিদ্ধাশ্চেতি তত্র আনন্দো ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয় আনন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরস ইত্যাদয়ো যে বিধেয়গুণাঃ তেষামুপসংহারঃ আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেত্যত্রাধিকরণেঽভিহিত ইত্যাহ আনন্দাদীতি ॥ ৬৮ ॥

করে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে, সেইজন্য দুষ্কর্ম্ম কার্য্য কোনরূপেই দূষিত হয় না) ॥ ৬৬ ॥

মূঢ়ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি যেরূপ হউক্ না কেন এবং তাহারা যাঁহার উপাসনাই করুক্ না কেন, সেই সকল বিচার এইক্ষণ থাকুক্। এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিচার কর্ত্তব্য এই বিবেচনায়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রকার বেদান্তশাস্ত্রেই বিদ্যার ঐক্য আছে, এইনিমিত্ত সমস্ত বেদশাখাতে যে সকল গুণপ্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল গুণ পরোক্ষরূপে উপাস্য পরব্রহ্মেতে উপসংহার করিয়া সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ৬৭ ॥

শারীরসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের একাদশ সূত্রে ব্যাসদেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিধেয় ও নিষিদ্ধ এই দ্বিবিধ গুণ পরব্রহ্মেতে উপসংহৃত আছে। (ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিরূপ আনন্দ-বিধেয় গুণ এই সকল গুণই শারীরসূত্রে বিবৃত হইয়াছে) ॥ ৬৮ ॥

অস্থূলাদের্নিষেধস্য গুণসংঘস্য সংহৃতিঃ।
তথা ব্যাসেন সূত্রেঽস্মিন্নুক্তাস্তরধিয়াস্থিতি ॥ ৬৯ ॥
নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ।
ন যুজ্যেতেত্যুপালম্ভো ব্যাসং প্রতীব মাং তু ন ॥ ৭০ ॥
হিরণ্যশ্মশ্রুমূর্ধ্যাদিমূর্ত্তীনামনুদাহৃতেঃ।

যে চ অস্থূলমনণ্বহ্রস্বং যত্ তদদৃশ্যমযাচ্যং অগ্রহ্যমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদয়ো নিষেধা গুণাস্তত্র শ্রুতাস্তেষামুপসংহারঃ, অন্তরধিয়া অন্তরোধঃ সামান্যতস্তাবাভ্যামীপনিষদবৎ তদুক্তমিত্যস্মিন্নধিকরণেঽভিহিত ইত্যাহ অস্থূলাদেরিতি ॥ ৬৯ ॥

ননু নির্গুণব্রহ্মবিদ্যায়াং ন গুণোপসংহার এবোপযুজ্যতে নির্গুণবিদ্যাত্বাবিরোধাদিত্যাশঙ্ক্য সূত্রকারেণৈবাভিহিতস্য উপসংহারস্যাস্মাভিরপ্যধীয়মানত্বান্নাস্মানু প্রতীদং চোদ্যমুচ্যত ইত্যাহ নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্যেতি ॥ ৭০ ॥

হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টমূর্ত্তীনামনভিধানাদিদং নির্গুণোপাসনমেবেতি চেৎ তর্হি ন বিরোধ ইত্যাহ হিরণ্যশ্মশ্রুমূর্ধ্যাদিমূর্ত্তীনা হিরণ্যময়ানি শ্মশ্রূণি যস্যাসৌ হিরণ্যশ্মশ্রু

শারীরকসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূত্রে অস্থূলত্ব ও অনণুত্ব প্রভৃতি নিষিদ্ধ গুণ ও উপাস্য ব্রহ্মেতে উপসংহৃত করিবে, ইহাই ব্যাসদেব নির্ণীত করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্মেতেই সমস্ত গুণের উপসংহার প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৬৯ ॥

শারীরকসূত্রপ্রমাণে নির্গুণ ব্রহ্মে গুণোপসংহার প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ইহাতে যদি কেহ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করে যে, নির্গুণ ব্রহ্মেতে গুণোপসংহার যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু যিনি স্বয়ং নির্গুণ তাহাতে গুণোপসংহার উচিত হয় না।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আমাদিগের প্রতি সম্ভবে না, বরং সেই বেদব্যাসের প্রতিই এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পার ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে হিরণ্ময়শ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশবিশিষ্ট সূর্য্যাদি কোন দেবতার মূর্ত্তির উল্লেখ নাই, অর্থাৎ "অমুক দেবতা এইরূপ আকারবিশিষ্ট, অতএব উপাসনাকালে তাহাকে উক্তরূপে ধ্যান করিয়া তাহার উপাসনা করিতে হইবে," ইত্যাদিরূপে কোন দেবতা-

অবিদ্যং নির্গুণত্বমিতি চেৎ তুষ্যতাং তথা ॥ ৩১ ॥
গুণানাং তত্ত্বকত্বেন ন তত্ত্বেঽন্তঃপ্রবেশনম্।
ইতি চেদস্ত্বেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্ ॥ ৩২ ॥
আনন্দাদিভিরস্থূলাদিভিঃ স্বাত্মাত্র লক্ষিতঃ।
অখণ্ডৈকরসঃ সোঽহমস্মীত্যেবমুপাসতে ॥ ৩৩ ॥

তথাবিধঃ সূর্য্যো হিরণ্যগর্ভসূর্য্যঃ আদির্যেষাং তে হিরণ্যগর্ভসূর্য্যাদয়ঃ তেষাং মূর্দ্ধ্নী হিরণ্যগর্ভসূর্য্যাদিমূর্দ্ধন্যস্তাসামিতি বিগ্রহঃ ॥ ৩১ ॥

নন্বানন্দাদীনাম্ অস্থূলাদীনাঞ্চ গুণানামুপাস্যতত্ত্বে অন্তঃপ্রবেশাভাবাৎ বহুগুণবিশিষ্টত্বেন কথমুপাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য তেষাং তত্ত্বান্তঃপ্রবেশাভাবেঽপি তেষাং তত্ত্বকত্বসম্ভবাৎ তৈর্লক্ষিতং ব্রহ্মৈবোপাস্যমিত্যাহ গুণানামিতি ॥ ৩২ ॥

তথোপাসনপ্রকারমেব দর্শয়তি আনন্দাদিভিরিতি। অস্থূলাদিভিঃ সোঽখণ্ডৈকরসঃ আনন্দাদিভিশ্চ গুণৈর্লক্ষিতঃ সোঽহমস্মীত্যেবমুপাসতে মুমুক্ষব ইতি শেষঃ ॥৩২॥

বিশেষের নাম উদাহৃত হয় নাই, অতএব পূর্ব্বোক্ত উপাসনাকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া স্বীকার করি। ইহার উত্তর এই যে, যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত উপাসনাকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া স্বীকার করিলে সন্তুষ্ট থাক, তবে তাহাই কর। ফলতঃ উপাসনাই কার্য্য এবং সেই উপাসনা করাই আমার উদ্দেশ্য, অতএব তাঁহার সগুণ বা নির্গুণ নামে ফলের কোন অপলাপ হইবে না ॥ ৭১ ॥

যদি বল, আনন্দাদি বিধেয়গুণ ও অস্থূলাদি নিষিদ্ধগুণসকল উপাসনা বিষয়ে নিষ্প্রয়োজন, অতএব গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনার কোন বিশেষ ফল নাই। গুণসকল কেবল পরিচায়কমাত্র, তবে তুমি সেইরূপেই ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা কর। তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না ॥ ৭২ ॥

অনন্তর উপাসনাপ্রকার বলিতেছেন।—যিনি আনন্দাদিবিধেয় গুণ এবং অস্থূলাদি নিষিদ্ধ গুণদ্বারা লক্ষিত, তিনিই অখণ্ডানন্দৈকরসস্বরূপ পরমাত্মা। "আমিই সেই আত্মা" এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। (যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অভেদরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন) ॥ ৭৩ ॥

বোধোপাস্ত্যোর্ভিন্নত্বে কঃ হেতুরিতি চেদুচ্যতে শৃণু।
বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্ বোধঃ কর্ত্তৃতন্ত্রমুপাসনম্ ॥ ৭৪ ॥
বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্ ॥ ৭৫ ॥
তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ।

নন্বেবং সতি বিদ্যোপাসনয়োঃ কুতো ভেদ ইত্যাশঙ্ক্য বস্তুতন্ত্রত্বকর্ত্তৃতন্ত্রত্বাভ্যাং ভেদ ইত্যাহ বোধোপাস্ত্যোরিতি ॥ ৭৪ ॥

বৈলক্ষণ্যান্তরসিদ্ধয়ে বোধস্য ইত্যাদিকং দর্শয়তি বিচারাজ্জায়তে ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। বিচারাদ্ বস্তুতত্ত্ববিচারাদ্ বোধো জায়তে কিঞ্চ বিচারবলাজ্জায়মানং যং বোধমনিচ্ছা বোধো মাভূদিত্যেবংরূপা ন নিবর্ত্তয়েৎ ন নিবারয়েৎ উপপদ্যমানশ্চ বোধঃ স্বজন্মমাত্রাৎ সংসারেঽখিলস্য প্রপঞ্চস্য সত্যতা দহতি নাশয়তি ॥ ৭৫ ॥

তাবতেতি তাবতা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিমাত্রেণ নিরতিশয়ং সুখং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "আমিই আত্মা" এইরূপ অভেদজ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞান ও উপাসনার বিভিন্নতা কি? যদি জ্ঞান ও উপাসনার বিভিন্নতাবিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। জ্ঞানেতে ও উপাসনাতে বিশেষ প্রভেদ আছে, জ্ঞান বস্তুর অধীন এবং উপাসনা পুরুষের ইচ্ছার অধীন। (অতএব জ্ঞানেতে আর উপাসনাতে যে কি প্রভেদ আছে, তাহা সহজেই জানা যাইতে পারে) ॥ ৭৪ ॥

এইক্ষণ জ্ঞান ও উপাসনার ভেদান্তর প্রতিপাদনার্থ জ্ঞানের হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—বস্তুর তত্ত্ববিচারদ্বারা জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া দৃঢ়তর হইলে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই জ্ঞান আর নিবারিত হয় না। (একবার যে বস্তু জানা যায়, সেই বস্তু পুনর্ব্বার জানিতে ইচ্ছা হয় না, তথাপি যে জ্ঞান একবার জন্মিয়াছে, তাহা চিরকালই থাকে)। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংসারে অনিত্যত্ব বোধহয়, তখন আর সংসারকে সত্য বলিয়া ভ্রম থাকে না, ঐ জ্ঞানই সমস্ত ভ্রম নষ্ট করে ॥ ৭৫ ॥

যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া সংসারের সত্যত্ব ভ্রম নষ্ট করে, তখনই সাধক

জীবন্মুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥ ৩৫ ॥
আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্।
চিন্তয়েত্ প্রত্যয়ৈরন্যৈরনন্তরিতবৃত্তিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে।
তাবদ্ বিচিন্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবাস্থিতি ধারয়েত্ ॥ ৩৮ ॥
ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সংবর্গবিদ্যয়া।

উপাসনায়াশ্চ বৈধাদ্ বৈলক্ষণ্যান্তরসিদ্ধয়ে তদ্ দর্শয়তি আপ্তোপদেশমিতি। আপ্তস্য গুরোরুপদেশমুপাস্যস্বরূপপ্রতিপাদকবাক্যজাতং বিশ্বস্য বিশ্বাসং কৃত্বা অবিচারয়ন্নুপাস্যতত্ত্বং প্রত্যয়ৈরন্যৈর্ঘটাদিবিষয়ৈরনন্তরিতবৃত্তিভিশ্চিন্তয়েদিতি ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়ন্তং কালং চিন্তয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ যাবদিতি ॥ ৩৮ ॥

উপাসকস্য তদ্রূপত্বাভিমানমুদাহরণপ্রদর্শনেন স্পষ্টীকরোতি ব্রহ্মচারীতি। কশ্চিৎ

আপনাকে কৃতকৃত্য মনেকরে, তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রে সাধক অপরিসীম পরম তৃপ্তি লাভ করে এবং জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মের পরিক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। (যাবৎ ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তাবৎ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় না) ॥ ৭৬ ॥

জ্ঞান হইতে উপাসনার বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—উপাস্য বস্তু বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য গুরু যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, শ্রদ্ধালু সাধক সেই গুরূপদিষ্ট বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অনুসন্ধানাদিদ্বারা সেই গুরুবাক্যের বিচার না করিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে। (চিন্তাকালে চিত্তকে এইরূপ একাগ্র করিয়া রাখিবে যে, যেন অন্য জ্ঞান চিত্তবৃত্তিকে ব্যবহিত করিতে না পারে, এইরূপ চিন্তার নাম উপাসনা) ॥ ৭৭ ॥

কতকাল উক্তরূপে চিন্তা করিবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাবৎ আপনার চিন্তনীয় পরব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্ন জ্ঞান না হয়, তাবৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে চিন্তা করিতে হইবে। পরে যখন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আত্মব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইবে, তখন আর চিন্তার আবশ্যকতা নাই। আত্মব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইলে সাধক অতুল আনন্দভোগ করিতে থাকে ॥৭৮॥

উপাসক ব্যক্তিরও ব্রহ্মরূপত্বাভিমান হয়, ইহা উদাহরণ প্রদর্শনদ্বারা স্পষ্ট

সর্ব্বর্ণরূপতা চিত্তে ধারয়িত্বা স্বমিত্বন ॥ ৭৯ ॥
পুরুষস্যেচ্ছয়া কর্ত্তুমকর্ত্তুং কর্ত্তুমন্যথা।
শক্যমেবাস্তিরস্তী বিঘ্নং কুর্য্যাৎ প্রত্যয়সন্ততিম্ ॥ ৮০ ॥

সর্ব্বর্ণরূপমুক্তমিত্যুক্তঃ প্রাণোপাসকো ব্রহ্মচারী ভিক্ষাচরণার্থমাত্মানং অভিমন্যানিলাখ্যে রাজ্ঞ পুরতো মহাত্মানমন্যতরো দ্বৈব একঃ ঋঃ স জগার ভুবনস্য গোপা সং ক্ষাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্ত্যা অভিমবাহিন্ বহুধা বসন্তমিতি মন্ত্রেণ স্বাত্মনঃ সর্ব্বর্ণরূপত্বং চিত্তে ধৃত্বা প্রকটীকৃত বানিতি ছান্দোগ্যে শ্রূয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

আকৃতি ধারণে নিমিত্তং দর্শয়ন্নিচ্ছা য ন নিবর্ত্তয়েদিত্যুক্তাদ্বোধধর্ম্মাদ্ বৈলক্ষণ্যমাহ পুরুষস্যেচ্ছয়া কর্ত্তুমিতি। উপাস্তি' পুরুষস্যোপাসকস্যেচ্ছয়া কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা প্রকারান্তরেণ বা কর্ত্তুং শক্যা অত পুরুষস্যেচ্ছাধীনত্বাদুপাসনং সদা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

করিতেছেন।—কোন প্রাণোপাসকব্রহ্মচারী সর্ব্বদা মনে মনে আপনাকে প্রাণবিদ্যার পারদর্শী বিবেচনা করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন এবং ইহাকেই ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া জ্ঞান করেন। (ছান্দোগ্যেতে ইহার একটি উদাহরণ উল্লিখিত আছে, কোন ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী প্রতারী নামক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে প্রাণবিদ্যার উপাসকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন) ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ উপাসনা করা, না করা, কিম্বা উক্তরূপ উপাসনার অন্যথা করা, ইহার প্রতি পুরুষের ইচ্ছাই অসাধারণ কারণ। উপাসক ব্যক্তি যেরূপ উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তাহার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপাসনা করিতে পারেন এবং উহা পরিত্যাগও করিতে পারেন, কিম্বা ঐ উপাসনার পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যপ্রকার উপাসনা করিতেও তাঁহার শক্তি আছে; সুতরাং পুরুষের অনিচ্ছাই উপাসনার প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব সেই অনিচ্ছারূপ উপাসনার প্রতিবন্ধক নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রবাহিত করিবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা উপাসনার অভ্যাস রাখিবে ॥ ৮০ ॥

বেদাধ্যায়ী [illegible] স্বপ্নেঽপি বাসিতঃ ।
জপিতা তু জপন্নেব সদা স্বপ্নেঽপি বাসয়েৎ ॥ ৮১ ॥
বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্ ।
লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২ ॥
ভুঞ্জানোঽপি নিজারব্ধমাত্যন্তিকমলোঽনিশম্ ।

এবং সতি সদা চিন্তনে কিং ভবতীত্যাহ বেদাধ্যায়ীতি । অপ্রমত্তো বেদাধ্যায়ী সদা অধ্যয়নশীলঃ জপিতা সদা জপশীলো বা বাসিতঃ দৃঢ়বাসনয়া স্বপ্নাদিষ্বপ্যধ্যয়নং জপং বা করোতি এবমুপাসকোঽপি বাসনাদার্ঢ্যাৎ স্বপ্নাদাবপি ধ্যায়তীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

স্বপ্নাদাবপি ধ্যানানুবর্ত্তনে কারণমাহ বিরোধীতি । বাসনাবেশাৎ সংস্কারপাটবাৎ ভাবনা ধ্যানম্ ॥ ৮২ ॥

ননু প্রারব্ধকর্ম্মবশাদ্ বিষয়াননুভবতঃ কথং নৈরন্তর্য্যেণ ভাবনাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য আত্যন্তিকত্বে সতি বিষয়ব্যসনিবদ্ ভাবনাসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ ভুঞ্জানোঽপীতি ॥ ৮২ ॥

যেমন বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি নিরন্তর অভ্যাসের সংস্কারবশতঃ স্বপ্নকালেও আপন ইচ্ছানুসারে অধ্যয়ন করে এবং যে ব্যক্তির সর্ব্বদা জপের অভ্যাস আছে, সেই ব্যক্তি আপন সংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থাতেও জপ করিয়া থাকে, সেইরূপ উপাসনার অভ্যাসদ্বারা দৃঢ়সংস্কার জন্মিলে, সেই উপাসক স্বপ্ন সময়েও ধ্যান করিয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা উপাসনায় অভ্যাস রাখিবে ॥ ৮১ ॥

উপাসনার বিরোধী ভাবনা সকল পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেই উপাস্য বস্তুর ধ্যান করিলে, সেই উপাসনাতে তাহার দৃঢ়সংস্কার জন্মে। তখন আর তাহার ধ্যানে বিরত হইতে ইচ্ছা হয় না। ঐ ব্যক্তি স্বপ্নকালেও আপন ইচ্ছানুরূপ ধ্যান করিয়া থাকে। (তাহাতেই উপাসকের উপাসনার ফল লাভ হয়) ॥ ৮২ ॥

যদি ধ্যানের অভ্যাসবশতঃ চিত্তেতে ধ্যানের সংস্কার হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি যখন প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করে, তখনও সংস্কারের আতিশয্যবশতঃ নিরন্তর ধ্যান করিতে থাকে। যেমন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্তে সর্ব্ব-

ध्यातुं शक्तौ च सन्देहो विषयव्यसनी यथा ॥ ८३ ॥
परव्यसनिनी नारी व्यापृतापि गृहकर्मणि।
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥ ८४ ॥
परसङ्गं स्वादयन्त्या अपि नो गृहकर्म तत्।
कुण्ठी भवेदपि त्वेतदापातेनैव वर्त्तते ॥ ८५ ॥
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक् करोति तत्।

इष्टार्थे विषयीति परव्यसनिनीति ॥ ८४ ॥
परसङ्गास्वादिन्या गृहकृत्यविच्छेदः स्यादित्याशङ्क्याह परसङ्गमिति ॥ ८५ ॥
आपातेनैव वर्त्तत इत्युक्तमर्थं विवृणोति गृहकृत्यव्यसनिनीति ॥ ८६ ॥

যাই বিষয়ভাবনা থাকে, সেইরূপ যাহারা ধ্যানেতে অনুরক্ত, সেই সকল ব্যক্তির চিত্তে সর্ব্বদা ধ্যানের অনুরাগ থাকে ॥ ৮৩ ॥

যেমন পুরুষসংসর্গাভিলাষিণী নারী যখন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, তখনও তাহার অন্তঃকরণে সেই পুরুষসংসর্গের রসাস্বাদ জাগরূক থাকে, সেইরূপ যাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মধ্যানের সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তি যখন প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করে, তখনও তাহার চিত্তে ব্রহ্মধ্যান বিদ্যমান থাকে। কদাচ তাহার অন্তর হইতে ব্রহ্মধ্যান অন্তরিত হয় না ॥ ৮৪ ॥

যদি নারীর চিত্তে পরপুরুষাসঙ্গাস্বাদই নিরন্তর জাগরূক থাকিল, তবে তাহার গৃহকর্ম্ম হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন পরপুরুষসঙ্গাভিলাষিণী স্ত্রী গৃহকর্ম্ম করে বটে, কিন্তু সেই গৃহকর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয় না, অতি সামান্যরূপে সাধিত হইয়া থাকে। (সেইরূপ যাহার অন্তরে ব্রহ্মধ্যানের অনুরাগ থাকে, সেই ব্যক্তির বিষয়ভোগ সামান্যরূপে নির্ব্বাহিত হয়, ব্রহ্মধ্যানই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে) ॥ ৮৫ ॥

যে সকল নারীর অন্তরে পরপুরুষের আসঙ্গ নাই, সর্ব্বদা গৃহকার্য্য করাই যাহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহারা যেমন গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু যাহাদিগের অন্তঃকরণে পরপুরুষের আসঙ্গ আছে,

পরব্যসনিনী যদ্বৎ ন করোতীহ সর্ব্বথা ॥ ৮৬ ॥
এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপি লৌকিকমাচরেৎ।
তত্ত্ববিৎ স্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকং সম্যগাচরেৎ ॥ ৮৭ ॥
মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মাত্মা চৈতন্যরূপধৃক্।
ইতি বোধে বিরোধঃ কো লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥ ৮৮ ॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপীতি। ননু তত্ত্ববিদপি লৌকিকব্যবহারং কিং লেশেনাচরতি কিংবা সম্যগিতি বিষয়ব্যবহারস্য তত্ত্বজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ সম্যগাচরতি ইত্যাহ তত্ত্ববিৎ স্ববিরোধিত্বাদিতি ॥ ৮৭ ॥

অবিরোধিত্বমেব দর্শয়তি মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মিতি ॥ ৮৮ ॥

তাহারা সেইরূপ সুচারুরূপে গৃহকর্ম্ম সাধন করিতে পারে না, কারণ তাহাদিগের চিত্তকে পুরুষাসঙ্গই আক্রমণ করিয়া রাখিয়াছে। গৃহকার্য্যে তাহাদিগের মনের একাগ্রতা থাকে না। (যাহার যে কার্য্যে মনের একাগ্রতা নাই, সেই ব্যক্তি সেই কার্য্য উত্তমরূপে সাধন করিতে পারে না) ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি লেশমাত্র লৌকিক কার্য্যসম্পাদন করিতে পারে, তাহারা সম্যক্‌রূপে সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সম্যক্‌প্রকারে সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে পারে। (কারণ তত্ত্বজ্ঞান সাংসারিক ব্যাপারের বাধক নহে। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ করে, তাহাতে তাহার তত্ত্বজ্ঞানের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ৮৭ ॥

এই প্রপঞ্চ জগৎমায়াময় এবং আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, অতএব এইরূপ জ্ঞানেতে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সাংসারিক ব্যবহারের কোন বিরোধ নাই। (একরূপ বিষয়েতে বিরোধ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন বিষয়ে বিরোধ সম্ভবে না। অতএব যাহারা সংসার ব্যবহারী তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহারাও সাংসারিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়) ॥ ৮৮ ॥

অপেক্ষতে ব্যবহৃতির্ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্।
নাত্মানজড়ং চিন্মেষা সাধনান্যেব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৮৯ ॥
মনোবাক্কায়তৎকার্যপদার্থাঃ সাধনানি তান্।
তত্ত্ববিন্নোপমৃদ্নাতি ব্যবহারোঽস্য নো কুতঃ ॥ ৯০ ॥
উপমৃদ্নাতি চিত্তং চেদ্ব্যাতাক্ষী ন তু তত্ত্ববিৎ।
ন বুদ্ধিং মর্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা ॥ ৯১ ॥

বিরোধাভাবমেব প্রপঞ্চয়তি অপেক্ষতে ব্যবহৃতিরিতি ॥ ৮৯ ॥

কানি তানি ব্যবহারসাধনানি ইত্যত আহ মনোবাক্কায়েতি। তদ্ব্যাখ্যা পদার্থাঃ. ষট্চৈবাদ্যস্তান্ মন আদীংস্তত্ত্বজ্ঞানী ন বারয়তি অতোঽস্য জ্ঞানিনো ব্যবহারঃ কুতো ন ভবতীতি ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

ননু বিষয়ানুপমর্দেঽপি তত্ত্ববিদা চিত্তোপমর্দনং কার্যমিত্যাশঙ্ক্য তথাঙ্গীকরণে তত্ত্ববিদ্বৈব ন স্যাদিত্যাহ উপমৃদ্নাতীতি। ননু তত্ত্ববিদা চিত্তং নোপমৃদ্যত ইত্যেতৎ কুতো দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন বুদ্ধিমিতি। ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা জ্ঞাতা বুদ্ধিং মর্দয়ন্ পীড়য়ন্ ঐকাগ্র্যং কুর্বন্ পুরুষো ন দৃষ্টো নোপলভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা সাংসারিক বস্তু সকলকে অসত্যরূপে জানিয়াও সাংসারিক ব্যবহারের অপেক্ষা করেন এবং আত্মাকে অজড় চৈতন্যস্বরূপ জানিয়াও লৌকিক ব্যবহারকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। (যখন সাংসারিক ব্যাপার আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন যে সাংসারিককার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইবে; তাহা সম্ভব হইতে পারে না) ॥৮৯॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে, লৌকিক ব্যাপারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানসাধন করে এবং লৌকিককার্য্য যে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন, তাহা দেখাইতেছেন।—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানসাধন করেন, তাঁহারা মনঃ, বাক্য, শরীর এবং অন্যান্য বাহ্যবস্তু সকলের অপলাপ করিতে পারেন না। তত্ত্বজ্ঞানসাধনকালে মনঃ, বাক্য ও শরীরের সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানসাধন হইতে পারে না, সুতরাং লৌকিকব্যবহার কুত্রাপি পুরুষের অসম্ভব নহে ॥ ৯০ ॥

যাঁহারা সাধারণ চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণকে বিলীন করেন, তাঁহারা তত্ত্ব-

সকৃৎ প্রত্যয়মাত্রেণ ঘটবদ্ ভাসতে তদা।
স্বপ্রকাশোঽয়মাত্মা কিং ঘটবন্ন ন ভাসতে ॥ ৯২ ॥
স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তদ্বুদ্ধিস্তত্ত্ববেদনম্।

ননু ঘটস্য স্থূলত্বেন স্পষ্টত্বাৎ তদ্দর্শনে চিত্তপীড়নং নাপেক্ষ্যতে ব্রহ্মণস্তথাত্বাভাবাৎ তজ্জ্ঞানে তদপেক্ষত ইত্যাশঙ্ক্য তস্য স্বপ্রকাশত্বেন ঘটাদপি স্পষ্টত্বাৎ চিত্তপীড়নং নৈবাপেক্ষ্যত ইত্যাহ সকৃৎ প্রত্যয়মাত্রেণেতি ॥ ৯২ ॥

ননু ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বেঽপি তদ্গোচরায়াঃ বৃত্তিপ্রবাহেণৈব তত্ত্বজ্ঞানত্বাৎ তস্যাশ্চ ক্ষণিক-

---

জ্ঞানী নহেন, বরং তাঁহাদিগকে ধ্যাতা বলা যাইতে পারে। যেহেতু ব্যবহারিক-বিষয়ে ঘটাদির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বুদ্ধিকে পীড়ন করা উচিত নহে। (যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা লৌকিকবিষয় পরিজ্ঞানের জন্য ব্যস্ত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা ধ্যানশীল তাঁহারাই ঘটপটাদির ন্যায় সাংসারিক-বিষয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণকেও পীড়িত করিয়া থাকে)॥৯১॥

ঘটাদিপদার্থ স্থূল, দর্শনমাত্রেই তাহাদিগের স্বরূপ জানা যায়, অতএব ঘটাদির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত অন্তঃকরণের পীড়ন করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আত্মা ঘটাদিপদার্থের ন্যায় স্থূল নহে, অতি সূক্ষ্মপদার্থ; সুতরাং আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞান অন্তঃকরণের পীড়ন ব্যতিরেকে সম্ভবিতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি কেবল একবারমাত্র অন্তঃকরণ বৃত্তির আভাস হইলেই ঘটাদিবস্তুর স্বরূপপরিজ্ঞান হইতে পারে, তাহাহইলে চিত্তবৃত্তির পীড়ন ব্যতিরেকেও চিত্তে স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার স্বরূপ কেননা প্রকাশিত হইবে? ॥ ৯২ ॥

যদি বল, পরমব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ হইলেও তদ্বিষয়ে যে অন্তঃকরণ বৃত্তির প্রবাহ, তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সেই অন্তঃকরণবৃত্তি ক্ষণনাশ্য, অতএব ব্রহ্মেতে অন্তঃকরণবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অবস্থান স্বীকার করিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে,—এইরূপ জ্ঞান ঘটাদিবস্তুবিজ্ঞানেতেও সমান। (যদি পরব্রহ্মতে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ অবস্থান স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাদিবস্তুপরিজ্ঞানেও পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণের অবস্থান

বুদ্ধিস্থ ঘটমাত্মেতি বোধং তুল্যং ঘটাদিষু ॥ ৯৩ ॥
ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধির্নশ্যত্যেব যদা ঘটঃ।
দৃষ্টো নেতুং তদা শক্য ইতি চেৎ সমমাত্মনি ॥ ৯৪ ॥
নিশ্চিত্য সকৃদাত্মানং যদাপেক্ষা তদৈব তৎ।
বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাতুং শক্নোত্যেব হি তত্ত্ববিৎ ॥ ৯৫ ॥
উপাসক ইব ধ্যায়ন্ লৌকিকং বিস্মরেদ্ যদি।

লেন শ্রুতিঃ পুনঃপুনরবস্থানমপেক্ষ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ইদং বোধং ঘটাদিষ্বপি সমানমিত্যাহ স্বপ্রকাশত্বেতি ॥ ৯২ ॥

ঘটাদিজ্ঞানস্য ক্ষণিকত্বেঽপি সকৃন্নিশ্চিতস্য ঘটস্য সর্ব্বদা ব্যবহর্তুং শক্যত্বাৎ তস্য চিত্তস্থৈর্য্যসম্পাদনমপ্রয়োজকমিত্যাশঙ্ক্য ইদমাত্মন্যপি সমানমিত্যাহ ঘটাদাবিতি ॥ ৯৪ ॥

সমমাত্মনীত্যুক্তং বিবৃণোতি নিশ্চিত্যেতি ॥ ৯৫ ॥

নন্বু তত্ত্ববিদপি উপাসকবদাত্মানুসন্ধানবশাৎ জগদনুসন্ধানরহিতো ভবতু ইত্যাশঙ্ক্য তাদৃশানুসন্ধানাভাবী ধ্যানপ্রযুক্তো ন বেদনপ্রযুক্ত ইত্যাহ উপাসক ইবেতি ॥ ৯৬ ॥

স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, একবারমাত্র ঘটাদির জ্ঞান হইলেই সেই জ্ঞান চিরকাল থাকে, অতএব ব্রহ্মেতে একবার অন্তঃকরণবৃত্তির প্রবাহ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়) ॥ ৯৩ ॥

যদি বল, ঘটাদিবস্তুজ্ঞান ক্ষণিক হইলেও একবারমাত্র ঘটাদিবস্তুর জ্ঞান হইয়াই ঘটাদিতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইলে সর্ব্বদা ঘট ব্যবহার হইয়া থাকে, অতএব চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন নিষ্প্রয়োজন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি ঘটাদিতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইলে সেই ঘটাদির নাশের পরেও সেই ঘটাদির জ্ঞান থাকিতে পারে, তাহাহইলে একবারমাত্র ব্রহ্মেতে অন্তঃকরণবৃত্তির প্রবাহ হইলেই সেই জ্ঞান চিরকাল থাকিবে ॥ ৯৪ ॥

একবারমাত্র আত্মাতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইলে সেই ব্যক্তি যখন যাহা মনন করেন, ধ্যান করেন কিম্বা যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাহা ধ্যান করিতে, বলিতে ও মননকরিতে সমর্থ হয়েন। (তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কখনও কোন বিষয়ে বিস্মৃতি হয় না) ॥ ৯৫ ॥

যেমন উপাসক ব্যক্তি ধ্যান করিতে করিতে লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত

বিস্মরতেরব সা ধ্যানাদ্ বিস্মৃতি র্ন তু বেদনাৎ ॥ ৯৬ ॥
ধ্যানং লৈঙ্গিকমেতস্য বেদনাদ্মুক্তিসিদ্ধিতঃ।
জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ ॥ ৯৭ ॥
তত্ত্ববিদ্ যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্ত্তেত তদা বহিঃ।
প্রবর্ত্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোঽস্য প্রবর্ত্তনে ॥ ৯৮ ॥

ননু তত্ত্ববিদাপি মুক্তিসিদ্ধয়ে ব্রহ্মধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানাদেব কৈবল্যং প্রাপ্যতে তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈরিত্যাদি-শাস্ত্রসদ্ভাবাৎ ন মীচায় ধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ধ্যানং লৈঙ্গিকমিতি ॥ ৯৩ ॥

তত্ত্ববিদো ধ্যানানভ্যুপগমে তস্য সদা বহিঃ প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অবাধকত্বাৎ প্রবৃত্তেঃ সাধ্যুপেয়ত ইত্যাহ তত্ত্ববিদ্ যদীতি ॥ ৯৮ ॥

হয়, সেইরূপ যদি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরও লৌকিক ব্যবহারের বিস্মরণ হয়, তাহা ধ্যানের কার্য্য বলিতে হইবে। কেবল ধ্যান দ্বারাই লৌকিক ব্যবহারের বিস্মরণ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা কখনও লৌকিক ব্যবহারের বিস্মরণ হইতে পারে না ॥ ৯৬ ॥

শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ধ্যান করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যে তাঁহাদিগের ধ্যান দেখা যায়, তাহা কেবল ঐচ্ছিকমাত্র, তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছাবশতই কখন কখন ধ্যান করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদিগের জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। (অতএব যাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা আর কেন ধ্যান করিবেন ?) ॥ ৯৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি ধ্যান না করেন, কিম্বা বাহ্য সাংসারিক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন, থাকুন ; তাহাতে তাঁহাদিগের সাংসারিকব্যাপারে নিযুক্ত হওয়াতে কোন হানি নাই। (অতএব তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিকব্যাপারে অনায়াসে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হইতে পারে না এবং সেই জ্ঞানদ্বারা যে কৈবল্যলাভ হইবে, তাহারও অন্যথা হইবে না) ॥ ৯৮ ॥

অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তাবদীরয়।
প্রসঙ্গো বিধিশাস্ত্রঞ্চেৎ ন তত্তত্ত্ববিদং প্রতি ॥ ৯৯ ॥
বর্ণাশ্রমবয়োবস্থাভিমানী যস্য বিদ্যতে।
তস্যৈব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি ॥ ১০০ ॥

যদি প্রসঙ্গস্যাপ্যুপগমেঽতিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রসঙ্গস্য দুর্নিরূপত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেদিতি। ন প্রসঙ্গো দুর্নিরূপঃ বিধিশাস্ত্রস্য প্রসঙ্গশব্দেন বিবক্ষিতত্বাদিতি চেন্ন তস্যাপ্রাপ্তবিষয়ত্বেন তত্ত্ববিদ্বিষয়ত্বাভাবাদিত্যাহ প্রসঙ্গ ইতি। বিধিশাস্ত্রমিত্যুপলক্ষণং নিষেধশাস্ত্রস্যাপি ॥ ৯৯ ॥

বিধিশাস্ত্রস্যাবিদ্বদ্বিষয়ত্বমেব দর্শয়তি বর্ণাশ্রমেতি ॥ ১০০ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিক-ব্যাপারে নিযুক্ত হইলেও তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। এইক্ষণ যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিকব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয়, সাংসারিকব্যাপারের নিবৃত্তিই তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য এবং সংসারপ্রবৃত্তি তত্ত্ব-জ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। তাহাহইলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি তুমি সংসারপ্রবৃত্তিকে অতিপ্রসঙ্গ বল, তবে প্রসঙ্গ (তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল) কাহাকে বল? ইহাতেও যদি বল, যে বিধিনিষেধ শাস্ত্রকেই জ্ঞানের প্রসঙ্গ বলি, তাহাও তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি সম্ভব হয় না। (যাহার জ্ঞান হইয়াছে, বিধিশাস্ত্রে তাহার কি করিবে?) যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম, জীবিতকাল ও অবস্থা ইত্যাদিতে অভিমান আছে, তাহারই বিধিনিষেধ শাস্ত্রের অধিকার। কিন্তু অভিমানশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির বিধিনিষেধশাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। (যাঁহারা আপন বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের রক্ষা করিতে চাহেন, যাঁহারা আপন জীবনের জন্য নিয়ত ব্যস্ত এবং যাঁহারা আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে চাহেন, তাঁহারাই "কোন্ শাস্ত্রে আমার উপকার হইবে এবং কোন-রূপ নিয়মে অনিষ্ট হইবে," এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী-দিগের বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন বিধিনিষেধ শাস্ত্রের আবশ্যক নাই) ॥ ৯৯-১০০ ॥

বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।
নাত্মনো বোধরূপস্যেত্যেবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ॥ ১০১॥
সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥ ১০২॥
নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ।

ননু তত্ত্ববিদোঽপি দেহধারিত্বেন বর্ণাশ্রমাদ্যভিমানিত্বমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ বর্ণাশ্রমাদয় ইতি॥ ১০১॥

ননু তত্ত্ববিন্নিশ্চয়স্তাবৎ তিষ্ঠতু শাস্ত্রং তু তস্য কর্ত্তব্যং প্রতিপাদয়তি ইত্যাশঙ্ক্য তদপি নাস্যাকর্ত্তব্যতামেব বোধয়তি ইত্যাহ সমাধিমিতি। হৃদয়েন বুদ্ধ্যা অস্তসর্ব্বাস্থোঽস্তাঃ পরিত্যক্তাঃ সর্ব্বা অশেষাঃ আস্থাঃ আসক্তিবিশেষা যস্য স তথাবিধঃ অত এব উত্তমাশয়ঃ উত্তমঃ আশয়োঽভিপ্রায়ঃ নির্ম্মলং স্থানং যস্য স তথোক্তঃ স মুক্ত এব অতঃ সমাধিমথ কর্ম্মাণীত্যন্বয়ঃ॥ ১০২॥

বিদুষাং কর্ত্তব্যং নাস্তীত্যত্র বচনান্তরমুদাহরতি। নৈষ্কর্ম্ম্যেণেতি। নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মরাহিত্যং তেন কর্ম্মত্যাগেনেত্যর্থঃ সমাধানং সমাধির্জপ্যং জপঃ॥ ১০২॥

যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানীরাও শরীরধারী, তাহাদিগেরও বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের অভিমান আছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এই পঞ্চভূতারব্ধশরীরেই মায়াদ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিকল্পিত হয়, কিন্তু নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাতে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম সম্ভবে না; ইহাই তত্ত্বজ্ঞানিদিগের নিশ্চয়॥ ১০১॥

তত্ত্বজ্ঞানিদিগের অন্তঃকরণে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা জ্ঞান আছে, অতএব তাঁহারা সমাধি অথবা কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, আর নাই করুন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অনিত্য সাংসারিক বস্তুর প্রতি অনাস্থা হয়, কখনও তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিক বাহ্যবস্তুতে নিত্যত্বজ্ঞান কিম্বা অনুরাগ করেন না, এইনিমিত্ত তাঁহাদিগকে নির্ম্মলজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত বলা যায়॥ ১০২॥

তত্ত্বজ্ঞানিদিগের মনে কোনরূপ বাসনা নাই এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ কোনরূপ বাসনার অধীন নহে। অতএব তত্ত্বজ্ঞানিগণ কোনপ্রকার কর্ম্ম করিলেও লাভ নাই এবং কোনরূপ কর্ম্ম না করিলেও কোন ক্ষতি নাই,

ন সমাধানজপাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ ॥ ১০২ ॥
আত্মাসঙ্গস্ততোঽন্যত্ আদিন্দ্রজালং হি মায়িকম্।
ইত্যেবম্বস্তুনির্ণীতি কুতো মনসি বাসনা ॥ ১০৪ ॥
এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঽপি কুতোঽস্যাতিপ্রসঙ্গনম্।
প্রসঙ্গী যস্য তস্যৈব শঙ্কেতাতিপ্রসঙ্গনম্ ॥ ১০৫ ॥

ননু বিদুষামপি বাসনানিবৃত্তয়ে ধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য সম্যক্‌জ্ঞানিনো বাসনৈব নাস্তীত্যাহ আত্মাসঙ্গ ইতি ॥ ১০৪ ॥

ভবতৈবং প্রকৃতে কিমায়াতম্ ইত্যত আহ এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঽপীতি। কস্য তর্হ্যতিপ্রসঙ্গ ইত্যত আহ প্রসঙ্গী যস্য তস্যৈবেতি ॥ ১০৫ ॥

তাঁহারা সমাধির অনুষ্ঠান করিলেও কোন লাভ হয় না এবং সমাধি-না করিলেও কোন হানি নাই এবং জপাদি কার্য্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তিতেও কোন উপকার হয় না এবং জপাদি না করিলেও কোন অনিষ্ট নাই। কার্য্যাকার্য্য সকলই বাসনার কার্য্য, বাসনাবিহীনের কার্য্যাকার্য্য কিছুই করিতে হয় না ॥ ১০৩ ॥

আত্মা অসঙ্গ, নিত্য এবং চৈতন্যস্বরূপ। তদ্ভিন্ন সমুদায় বস্তুই অনিত্য, জড় ও ঐন্দ্রজালিকপদার্থের ন্যায় মায়াবি কার্য্য। যাহাদিগের মনে এইরূপ দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাদিগের বাসনা সকল আর কোথায় থাকে? (কেবল আত্মাকে সত্যজ্ঞান করিয়া অন্য বস্তু সমুদায় অসারজ্ঞান করিলেই তাহার অন্তঃকরণ হইতে বাসনা বিদূরিত হইয়া যায়) ॥ ১০৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, জ্ঞানিদিগের পক্ষে বিধিনিষেধশাস্ত্র কোনরূপ কার্য্যসাধক নহে। এইক্ষণ এই মীমাংসা হইতেছে যে, যদি জ্ঞানিদিগের পক্ষে বিধিনিষেধশাস্ত্র সকলও কোনপ্রকার কার্য্যসাধক না হইল, তবে সাংসারিকব্যাপার সকল তাহাদিগের পক্ষে অতিপ্রসঙ্গ হইবে কেন? (বিধিনিষেধশাস্ত্র যাহার কোন উপকার করিতে পারে না, সাংসারিক ব্যাপারও তাহাদিগের কোন অনিষ্টসাধন করিতে সক্ষম হয়

বিধ্যভাবাদ্ বালস্য দুষ্টতাঽতিপ্রসঙ্গনম্।
স্যাৎ কুতীঽতিপ্রসঙ্গোঽস্য বিধ্যভাবে সমে সতি ॥ ১০৬ ॥
ন কিঞ্চিদ্ বেত্তি বালস্তৎ সর্ব্বং বেত্তীব তত্ত্ববিৎ।
অল্পজ্ঞস্যৈব বিধয়ঃ সর্ব্বে স্যুর্নান্যযোর্দ্বয়োঃ ॥ ১০৭ ॥

এবং ক্ব দৃষ্টমিত্যত আহ বিধ্যভাবাদ্ বালস্যেতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি স্যাদিতি ॥১০৬॥
বালস্য বিধ্যভাবপ্রযোজকমজ্ঞত্বমস্তি ন বিদুষ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য অজ্ঞত্বাভাবেঽপি বিধ্যভাবপ্রযোজকং সর্ব্বজ্ঞত্বমস্তীত্যাহ ন কিঞ্চিদিতি। তর্হি বিধ্যধিকারঃ কস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ অল্পজ্ঞস্যৈবেতি ॥ ১০৭ ॥

না।) অতএব তত্ত্বজ্ঞানিদিগের প্রতি প্রসঙ্গ, অতিপ্রসঙ্গ কিছুই সম্ভবপর নহে। যাহাদিগের প্রতি প্রসঙ্গ সম্ভব, তাহাদিগের প্রতিই অতিপ্রসঙ্গ দোষ ঘটিতে পারে ॥ ১০৫ ॥

যেমন বালকদিগের প্রতি কোনপ্রকার বিধিনিষেধশাস্ত্র নাই বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে প্রসঙ্গ বা অতিপ্রসঙ্গ অসম্ভব, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিদিগেরও কোনপ্রকার বিধিনিষেধশাস্ত্র না থাকাতে অতিপ্রসঙ্গ শঙ্কা হইতে পারে না। (যাহারা বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধিকারী, তাহারাই প্রসঙ্গ ও অতিপ্রসঙ্গের ভাগী) ॥ ১০৬ ॥

যদি বল, কোন্ কার্য্য বৈধ ও কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ, বালকেরা তাহা জানে না; সুতরাং তাহাদিগের জ্ঞানাভাবপ্রযুক্তই বিধিনিষেধ শাস্ত্র সম্ভব হয় না। তাহাহইলে আমিও এই কথা বলিতে পারি যে, তত্ত্বজ্ঞানীরা সকলের স্বরূপ জানেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষেও কোনরূপ বিধিনিষেধ শাস্ত্র নাই। যাহারা অল্পজ্ঞানী তাহাদিগের পক্ষেই বিধিনিষেধ শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা অজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত নাই। (যখন অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানীরা পাপপুণ্যের ভাগী হয় না, তখন আর তাহাদিগের বিধিনিষেধ শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? ॥ ১০৭ ॥

शापानुग्रहसामर्थ्यं यस्यासौ तत्त्वविद् यदि ।
न तत् शापादिसामर्थ्यं फलं स्यात् तपसो यतः ॥ १०८ ॥
व्यासादेरपि सामर्थ्यं दृश्यते तपसो बलात् ।
शापादिकारणादन्यत् तपोज्ञानस्य कारणम् ॥ १०९ ॥
इयं यस्यास्ति तस्यैव सामर्थ्यज्ञानयोर्जनिः ।

ननु व्यासादिवत् शापानुग्रहसामर्थ्यं यस्य स एव तत्त्ववित् नान्य इति शङ्कते शापानुग्रहसामर्थ्यमिति । परिहरति नेति । अत्र हेतुमाह तच्छापादिसामर्थ्यमिति ॥ १०८ ॥

ननु व्यासादीनां तत्त्वविदामपि शापादिसामर्थ्यं दृश्यते इत्याशङ्क्य तेषां न तज्ज्ञानफलम् अपि तु तपसः फलमित्याह व्यासादेरिति । नन्वेवं तपसा ब्रह्मविज्ञिज्ञासस्व इति श्रुतेस्तपोरहितस्य तत्त्वज्ञानमपि न घटते इत्याशङ्क्य शापादिकारणादन्यस्य तपसः सम्भवादेवमित्याह शापादीति ॥ १०९ ॥

যাঁহারা ব্যাসাদির ন্যায় অভিসম্পাত বা অনুগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহারাই কি তত্ত্বজ্ঞানী? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যাঁহারা অভিশাপদ্বারা কাহাকে বিনাশ করিতে পারেন, অথবা বরপ্রদানাদিদ্বারা বর্দ্ধিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ অভিসম্পাত প্রদানের সামর্থ্য ও অনুগ্রহকরণের শক্তি তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, উহা তপস্যার ফল। (তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই অভিসম্পাত বা অনুগ্রহের শক্তি জন্মে, অতএব এই সামান্য কার্য্যসাধনের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন নাই) ॥ ১০৮ ॥

পরমজ্ঞানী বেদব্যাসাদিরও যে অভিসম্পাত প্রদান ও অনুগ্রহপ্রকাশের শক্তি ছিল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে। ব্যাসাদির তপস্যার ফলেই ঐরূপ সামর্থ্য হইয়াছিল। আর যে তপস্যা তত্ত্বজ্ঞানের কারণীভূত, অভিশাপ ও অনুগ্রহশক্তি, সেই তপস্যার ফল নহে। (যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় তপস্যা করেন, তাঁহারা এই অকিঞ্চিৎকর ফলের লালসায় লালায়িত হয়েন না) ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তপস্যা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ অভিশাপাদি

একীকৃতং তু তপঃ কুর্ব্বন্নেকৈকং লভতে ফলম্ ॥ ১১০ ॥
সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যেত যতিভির্ব্বিধিবর্জ্জিতঃ।
নিন্দ্যন্তে যতয়োঽপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটৈঃ ॥ ১১১ ॥
শিষ্যাবস্থাদি রচয়ন্তি যৈর্যতে ভোগতুষ্টয়ে।

তর্হি তেষাং ব্যাসাদীনাং তত্ত্বজ্ঞানিত্বং শাপাদিকারণত্বঞ্চ কথং দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য উভয়-বিধতপসঃ সদ্ভাবাদিত্যাহ দ্বয়ং যস্যাস্তীতি ॥ ১১০ ॥

ননু যস্য শাপাদিসামর্থ্যরহিতস্য বিধ্যভাবেঽপি বিহিতানুষ্ঠানাভিনিন্দ্যত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তেষামপি বিষয়লম্পটৈর্নিন্দ্যত্বং স্যাদিত্যাহ সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যেতেতি ॥ ১১১ ॥

শক্তি সেই তপস্যার ফল নহে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে ব্যাসাদির তত্ত্বজ্ঞান ও শাপাদির সামর্থ্য উভয়ই দেখিতেছি কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যে ব্যক্তি এককালে শাপাদিশক্তি লাভের নিমিত্ত ও তত্ত্বজ্ঞানের সাধনার্থ তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই অভিশাপাদির সামর্থ্য ও তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় লাভ করিতে পারেন। এক একপ্রকার ফললাভের আশায় পৃথক্ পৃথক্ তপস্যা করিলে পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভ হয়। যিনি শাপাদি প্রদানশক্তির কামনায় তপস্যা করেন, তিনি কেবল অভিসম্পাত প্রদানের সামর্থ্য লাভ করেন, আর যিনি তত্ত্বজ্ঞানসাধনের নিমিত্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞানমাত্র লাভ করেন। (কিন্তু ব্যাসাদিরা এককালে উভয় কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের উভয়শক্তি লাভ হইয়াছিল) ॥ ১১০ ॥

যদি বল, যাঁহারা অভিশাপাদিদানে অসমর্থ ও কোনপ্রকার বিধির অধীন নহেন, যতিরা সেই অসমর্থ ও বিধিবর্জ্জিত লোকদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলিতে পার না, যেহেতু নিন্দা উভয়ের পক্ষেই সমান। যাঁহারা নিরন্তর ভোগাভিলাষে নিরত, তাঁহারাও যতিদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। শাপাদিশক্তিবিহীন ও বিধিবর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞানীরা যেমন যতিদিগের নিন্দার পাত্র, সেইরূপ যতিরাও ভোগাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিন্দার ভাজন ॥ ১১১ ॥

যাঁহারা ভোগাভিলাষে সর্ব্বদা নিরত আছেন, তাঁহারা যতিদিগকে এই-

অহো যতিত্বমেতেষां বৈরাগ্যভরমন্থরম্ ॥ ১১২ ॥
বর্ণাশ্রমপরান্ মূর্খা নিন্দন্তিত্যুচ্যতে যদি।
দেহাত্মমতয়ো বুদ্ধং নিন্দন্ত্বাশ্রমমানিনঃ ॥ ১১৩ ॥
তদিত্থং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাৎ।
জ্ঞানিনাচরিতুং শক্যং সম্যগ্যাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥ ১১৪ ॥

এতেঽপি ভোগতুল্যর্থং বিষয়ান্ সম্পাদয়েয়ুরিত্যাশঙ্ক্য তদা তেষাং যতিত্বমেব হীয়তে ইত্যভিপ্রায়েণোপহসতি ভিক্ষাবস্ত্রাদি রচয়েয়ুরিতি ॥ ১১২ ॥

বিষয়লম্পটৈঃ পামরৈঃ ক্রিয়মাণয়া নিন্দয়া ক্রিয়াপরাণাং বিশিষ্টানাং হানির্নাস্তীত্যুচ্যতে চেৎ তর্হি দেহাভিমানিভিঃ ক্রিয়াপরৈঃ ক্রিয়মাণয়া নিন্দয়া তত্ত্ববিদোঽপি ন হানিরিত্যাহ বর্ণাশ্রমপরান্ মূর্খা ইতি ॥ ১১৩ ॥

প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমনুসরতি তদিত্থমিতি। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ ইত্থমুক্তপ্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানে সতি সাধনানুপমর্দনাৎ লৌকিকব্যবহারসাধনানাং মনআদীনাম্ অবিলাপনাৎ লৌকিকং রাজ্যপরিপালনাদি কর্ম্ম জ্ঞানিনা সম্যগাচরিতুং শক্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

রূপে নিন্দা করিয়া থাকেন যে, যতিরা যে ভোগের নিমিত্ত ভিক্ষাচরণ করেন এবং আপন সন্তোষের নিমিত্ত বস্ত্রাদিদ্বারা বেশভূষা করিয়া থাকেন, ইহা কি তাহাদিগের যতিত্বের মাহাত্ম্য প্রকাশ? আহা! তাঁহাদিগের কি আচার্য্য যতিত্ব, বৈরাগ্যের ভরে তাঁহাদিগের যতিত্ব মন্দীভূত হইয়াছে। তাঁহাদিগের এইরূপ গুরুতর বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে যে, যতিত্ব আর সেই বৈরাগ্যের ভার সহ্য করিতে পারে না ॥ ১১২ ॥

যদি বল, মূর্খ ব্যক্তিরাও যে বর্ণাশ্রমাচারিদিগকে এইরূপ নিন্দা করে, তাহা করুক্, তাহাতে বর্ণাশ্রমাচারিদিগের কোন হানি নাই; তবে যাহারা দেহাত্মজ্ঞানী তাহারা যে তত্ত্বজ্ঞানিদিগকে নিন্দা করে, তাহাতেই বা হানি কি? (যে যাহাকে নিন্দা করে করুক্, তাহাতে কার্য্যের কোন হানি হইতে পারে না)॥ ১১৩ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকের যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানীরা তত্ত্বজ্ঞানের সাধনীভূত বাহ্য ব্যাপারসকলের কোন বাধা না করিয়াও সম্যক্

मिथ्यात्वबुद्ध्या तत्रेच्छा नास्ति चेत् तर्हि मास्तु तत्।
ध्यायन् वाथ व्यवहरन् यथारब्धं वसत्ववम् ॥ ११५ ॥
उपासकस्तु सततं ध्यायंश्चैव वसेदिति।
ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत् ॥ ११६ ॥
ध्यानोपादानकं यत् तद् ध्यानाभावे विलीयते।

ननु तत्त्वविदः प्रपञ्चमिथ्यात्वज्ञानेन तत्रेच्छैव नोदीयात् इति चेत् तर्हि स्वकर्मानुसारेण वर्त्तताम्मित्याह मिथ्येति ॥ ११५ ॥

इदानीम् उपासकस्यातो वैषम्यं दर्शयति उपासकस्त्विति। तत्रोपपत्तिमाह यत इति। यतः कारणात् तस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेनैव कृतं न प्रमाणेन प्रमितम् अतो ध्यायिना सदा ध्यातुं कर्त्तव्यमित्यर्थः। तत्र दृष्टान्तः विष्णुतादिवदिति। यथा स्वस्मिन् ध्यानेन सम्पादितस्य विष्णुत्वादेः पारमार्थिकत्वं नास्ति सद्वदित्यर्थः ॥ ११६ ॥

ध्यानसम्पादितस्यापि तस्य पारमार्थिकत्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य ध्यानसम्पादितस्य वाग्-

---

রূপে রাজ্যপালনাদি লৌকিক ব্যবহার আচরণ করিতে পারেন। তাহাতে জ্ঞানিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন বিঘ্ন হয় না ॥ ১১৪ ॥

যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বাহ্য ব্যবহারিক বিষয়ে ইচ্ছা হয় না, তাঁহারা এই বাহ্য বিষয় সকলকে অনিত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং অনিত্য বাহ্য-বিষয়ে জ্ঞানিগণের ইচ্ছা না হওয়াই সম্ভব। এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, যদিও তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বাহ্যবিষয় ব্যাপারে ইচ্ছা না হউক্, তথাপি প্রারব্ধ-কর্ম্মের অনুরোধেই জ্ঞানিগণের ধ্যানেতে, কিম্বা বাহ্য ব্যাপারে অবশ্য ইচ্ছা হইবেই হইবে। (জ্ঞানী হইলেও কেহ প্রারব্ধকর্ম্মের অনুরোধ ত্যাগ করিতে পারেন না, সকলকেই প্রারব্ধকর্ম্মের অধীনে থাকিতে হয়) ॥ ১১৫ ॥

এইক্ষণ উপাসকদিগের বৈষম্য দর্শাইতেছেন।—যাঁহারা উপাসক, তাঁহারা অবশ্যই সর্ব্বদা ধ্যানেতে তৎপর থাকিবেন। কারণ, যেমন ধ্যানদ্বারা বিষ্ণু-লোক প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ নিরন্তর ধ্যান করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ লাভ হয় না। (ধ্যানদ্বারা কেবল বিষ্ণুত্ব ও ব্রহ্মত্বাদি প্রাপ্তিই হইতে পারে, কিন্তু ধ্যানদ্বারা কখনই তত্ত্বজ্ঞান হয় না) ॥ ১১৬ ॥

ধ্যান যাহার কারণ, ধ্যানাভাবে তাহার লয় হইতে পারে। বিষ্ণুত্বাদি

বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে ॥ ১১৭ ॥
ততোঽভিজ্ঞাপকং জ্ঞানং ন নিত্যং জনয়ত্যদঃ ।
জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণ ন হি সত্যং বিলীয়তে ॥ ১১৮ ॥
অস্ত্যেবোপাসকস্যাপি বাস্তবীং ব্রহ্মতেতি চেৎ ।
পামরাণাং তিরস্যাস্ত বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্ ॥ ১১৯ ॥

ধ্যানাদ্যৈঃ ধ্যানাদ্যাধ্যেঽপগমদশ্যনাত্রেবমিত্যাহ ধ্যানেতি । জ্ঞানেন প্রকাশিতস্য ব্রহ্মত্বস্য ততো বৈলক্ষণ্যমাহ বাস্তবীতি হেতুগর্ভিতং বিশেষণং যতো ব্রহ্মত্বং বাস্তবম্ অতো জ্ঞাপকজ্ঞানাভাবে সতি নৈব বিলীয়তে ॥ ১১৭ ॥

বাস্তবত্বাদেব জ্ঞানেন নৈব জন্যতে ইত্যাহ ততোঽভিজ্ঞাপকমিতি । যতোঽয়ং ব্রহ্মত্বং নিত্যং ততো জ্ঞানং তস্যাভিজ্ঞাপকম্ অবোধকমেব ন জনকমিত্যর্থঃ । তত্রোপপত্তিং ব্যতিরেকমুখেনাহ জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণেতি । অয়মভিপ্রায়ঃ ব্রহ্মত্বং যদি জ্ঞানজন্যং স্যাৎ তর্হি জ্ঞানাভাবে স্বয়ং বিলীয়েত ন চ বিলীয়তেঽতো ন জন্যমিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

ননু জ্ঞানিবদুপাসকস্যাপি ব্রহ্মত্বং বাস্তবমস্ত্যেবেতি শঙ্কতে অস্ত্যেবোপাসকস্যেতি । অত্যল্পমিদমুচ্যতে ইত্যভিপ্রায়েণাহ পামরাণামিতি ॥ ১১৯ ॥

প্রাপ্তির কারণ ধ্যান, সেই ধ্যান না করিলে বিষ্ণুত্বাদি লাভ হইলেও তাহার লয় হইয়া থাকে, অতএব উপাসক ব্যক্তির সর্ব্বদাই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নিত্য সিদ্ধবস্তুস্বরূপ যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান, তাহার আলোচনার আবশ্যক নাই। একবার ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে তাহার আলোচনা না করিলেও সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান বিলীন হইবার নহে। (একবার ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে তাহার আলোচনা করুক, আর নাই করুক, সেই জ্ঞান চিরকাল অবিকলভাবে থাকিবে) ॥ ১১৭ ॥

জ্ঞান কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভিজ্ঞাপকমাত্র, কিন্তু তাহার কারণ নহে, অতএব জ্ঞানানুষ্ঠানের অভাবে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অভাব হয় না; যেহেতু জ্ঞাপকের অসদ্ভাব হইলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান কখনই বিলীন হইতে পারে না ॥ ১১৮ ॥

যদি বল, জ্ঞানিদিগের ন্যায় উপাসকদিগেরও ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি উপাসকেরও পরব্রহ্মত্ব স্বীকার

অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমুভয়তাপি তৎ সমম্।
উপবাসাদ্ তথা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথান্যতঃ ॥ ১২০ ॥
পামরাণাং ব্যবস্থতের্ব্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ।
ততোঽপি সগুণোপাস্তির্নির্গুণোপাসনং ততঃ ॥ ১২১ ॥
যাবদ্ বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রেষ্ঠং বিবর্দ্ধতে।

পামরাদীনাং বিদ্যমানমপি ব্রহ্মত্বম্ অজ্ঞাতত্বাৎ ন পুরুষার্থোপযোগীত্যাশঙ্ক্য অজ্ঞাতত্বাপুরুষার্থোপযোগিত্বমুপাসকস্যাপি সমানমিত্যাহ অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমিতি। নন্ু তর্হ্যুপাসনং কিমর্থমভিধীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য ইতরানুষ্ঠানেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাভিপ্রায়েণোক্তমিতি দৃষ্টান্তপূর্ব্বকমাহ উপবাসাদিতি ॥ ১২০ ॥

ইতরানুষ্ঠানাৎ শ্রেষ্ঠত্বমেব দর্শয়তি পামরাণাং ব্যবস্থতেরিতি ॥ ১২১ ॥

উত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠত্বং কীদৃশমাহ যাবদিতি। নির্গুণোপাসনস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং কারণমাহ ব্রহ্মজ্ঞানায়েতি ॥ ১২২ ॥

কর, তবে যাহারা অতিমূঢ় এবং অবোধপশু, তাহাদিগেরও নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপত্ব স্বীকার কর না কেন? ॥ ১১৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে উপাসক ও পামর এই উভয়েরই মুক্তিলাভ বিষয়ে সামর্থ্য সমান। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে যেমন অজ্ঞানী পামরেরা মুক্তিপদ পায় না, সেইরূপ উপাসকেরা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যদি উপাসক ও অজ্ঞানী এই উভয়ই মুক্তিলাভে অসমর্থ হইল, তবে উপাসনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন উপবাসী না থাকিয়া বরং ভিক্ষাচরণ করিয়া আহার নির্ব্বাহ করাই ভাল, সেইরূপ নিরালম্বভাবে না থাকিয়া বরং উপাসনা করাই শ্রেয়স্কর ॥ ১২০ ॥

পামর ব্যক্তিদিগের ন্যায় কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান করা উত্তম কল্প, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই প্রধান। (এই নির্গুণ উপাসনাই সাধকের মুক্তিপ্রদান করে) ॥ ১২১ ॥

যাবৎ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের নিকটবর্ত্তী না হওয়া যায়, তাবৎ উপাসনার পরস্পর শ্রেষ্ঠতার বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে যখন ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান সমীপবর্ত্তী

ব্রহ্মজ্ঞানায় তৈ সাক্ষাৎ নির্গুণোপাসনং মনেঃ ॥ ১২২ ॥
যথা সংবাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে।
বিধায়তে তথোপাস্তির্মুক্তিকালেঽতিপাকতঃ ॥ ১২৩ ॥
সংবাদিভ্রমতঃ পুংসঃ প্রবৃত্তস্যান্যমানতঃ।
প্রমেতি চেৎ তথোপাস্তির্মান্তরে কারণায়তাম্ ॥ ১২৪ ॥
মূর্ত্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেরপি কারণতা যদি।

উক্তমর্থং দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বকং দৃঢ়য়তি যথেতি ॥ ১২৩ ॥

নন্বু সংবাদিবিভ্রান্তিঃ স্বয়মেব ন প্রমা ভবতি কিন্তু যথা প্রবৃত্তস্যেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ প্রমা জায়তে ইতি মন্যতে সংবাদীতি। অস্তু তর্হি নির্গুণোপাসনমপি নিদিধ্যাসনরূপং সদ্বাক্য জন্যাপরোক্ষজ্ঞানে কারণং ভবিষ্যতীত্যাহ তথোপাস্তিরিতি ॥ ১২৪ ॥

নন্বেবং সতি মূর্ত্তিধ্যানাদেরপি চিত্তৈকাগ্র্যসম্পাদনদ্বারাঽপরোক্ষজ্ঞানসাধনত্বং স্যাদিতি

হইতে থাকে, তখন নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ সেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই ব্রহ্মপরিজ্ঞানরূপে পরিণত হইতে থাকে। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্বপ্রকার উপাসনার শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১২২ ॥

যেমন সম্বাদি ভ্রমকেও ফলপ্রাপ্তিকালে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, সেইরূপ মুক্তিকালে পরিপক্ব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা তত্ত্বজ্ঞান তুল্য হয়। (মুক্তির প্রাক্‌কালে নির্গুণ উপাসনাই তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া সাধকের মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকে) ॥ ১২৩ ॥

যদি বল, সম্বাদি ভ্রমে প্রবৃত্ত পুরুষের অন্যকোন প্রমাণদ্বারা ফলসিদ্ধি হয়। তবে যেমন সম্বাদি ভ্রম অন্যকোন প্রমাণদ্বারা ফলসিদ্ধির কারণ হইল, সেইরূপ নির্গুণ উপাসনাও অন্যকোন প্রমাণদ্বারা মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। (নির্গুণ উপাসনাকে তত্ত্বজ্ঞানের কারণরূপে প্রতিপাদন করা আমার উদ্দেশ্য, তাহাহইলেই কার্য্যসাধন হইল) ॥ ১২৪ ॥

কোনরূপ মূর্ত্তিধ্যান ও মন্ত্রজপ ইহারাও পরম্পরারূপে অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ হয়। যেহেতু মূর্ত্তিধ্যান ও মন্ত্রজপাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্ত-

অস্তু নাম তথাপ্যত্র প্রত্যাসত্তির্ব্বিধীয়তে ॥ ১২৫ ॥
নির্গুণোপাসনং পক্বং সমাধিঃ স্যাৎ ততস্ততঃ।
যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সীঽনায়াসেন লভ্যতে ॥ ১২৬ ॥
নিরোধলাভে পুংসোঽন্তরসঙ্গং বস্তু ধ্যায়তে।
পুনঃ পুনর্ব্বাসিতেঽস্মিন্ বাক্যাৎ জায়েত তত্ত্বধীঃ ॥১২৭॥

যেন্ তদপ্যঙ্গীক্রিয়তে ইত্যাহ মূর্ত্তীতি। তর্হি নির্গুণোপাসনে কীঽতিশয়স্তত্রাহ তথাপ্যত্রেতি। প্রত্যাসত্তিঃ সামীপ্যজ্ঞানং প্রতীতি শেষঃ ॥ ১২৫ ॥

প্রত্যাসত্তিপ্রকারমেব দর্শয়তি নির্গুণোপাসনমিতি। নির্গুণোপাসনং যদা পক্বং ভবতি তদা সবিকল্পকসমাধিঃ স্যাৎ ততঃ সবিকল্পকসমাধের্নিরোধাখ্যো যস্তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিরিতি সুবীক্ষণলক্ষণো নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ সীঽনায়াসেন লভ্যতে ॥ ১২৬ ॥

ভবত্বেব নির্ব্বিকল্পকলাভস্ততঃ কিমিত্যত আহ। নিরোধলাভ ইতি। তত্রাপি কিমিত্যত আহ পুনঃ পুনরিতি। অস্মিন্নসঙ্গে বস্তুনি পুনঃ পুনর্ব্বাসিতে ভাবিতে সতি বাক্যাৎ তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণাৎ তত্ত্বধীস্তত্ত্বজ্ঞানম্ অহং ব্রহ্মাস্মীত্যেবমাকারং জায়েতীত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

শুদ্ধি হইলেই অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। মূর্ত্তিধ্যান ও মন্ত্রজপাদিকে পরম্পরারূপে অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও নির্গুণ উপাসনাই সাক্ষাৎ কারণ। অতএব পরম্পরারূপে কারণ হইতে সাক্ষাৎ কারণের অনেক বিশেষ আছে। সুতরাং নির্গুণ উপাসনাই যে ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে প্রধান কারণ, তাহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১২৫ ॥

নির্গুণ উপাসনাই পরিপক্ব হইয়া সমাধিরূপে পরিণত হয়, অতএব নির্গুণ উপাসনাদ্বারাই অনায়াসে নির্ব্বিকল্পক সমাধি লাভ হইতে পারে। (নির্গুণ উপাসনা করিতে করিতে সবিকল্পক সমাধি হয়, পরে ঐ সবিকল্পক সমাধির নিরোধ হইয়া নির্ব্বিকল্পক সমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নির্ব্বিকল্পক সমাধি সুসিদ্ধ হইলে অন্তঃকরণে কেবল অসঙ্গচৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি অন্তঃকরণকে অধিকার করিতে পারে না, সর্ব্বদা কেবল সেই অসঙ্গচৈতন্য প্রকাশ পাইতে

নির্ব্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ।
বুদ্ধৌ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্ত্যবিবাদতঃ॥ ১২৮॥
যোগাভ্যাসস্তু তদ্বীঽমৃতবিন্দ্বাদিষু শ্রুতঃ।
এবঞ্চ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্বতো বরম্॥ ১২৯॥
উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রাং জপাদীনেব কুর্ব্বতাম্।

তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপমেব বিশদয়তি নির্ব্বিকারেতি॥ ১২৮॥

ননু নির্ব্বিকল্পসমাধিবশাদপরোক্ষজ্ঞানমুদেতীত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য অমৃতবিন্দ্বাদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণমিত্যাহ যোগাভ্যাস ইতি। ফলিতমাহ এবঞ্চেতি এবঞ্চ সতি নির্গুণোপাসনস্যাপরোক্ষজ্ঞানস্যপ্রত্যাসত্তিসম্ভবে সতি দৃষ্টদ্বারাপি নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভদ্বারেণ অপি শব্দাদদৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাৎ জ্ঞানসাধনত্বাৎ অন্বতঃ সগুণোপাসনাদিভ্যো বরং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ॥ ১২৯॥

এবং নির্গুণোপাসনস্যাপরোক্ষজ্ঞানসাধনত্বে সিদ্ধে সতি তৎপরিত্যজ্যান্যত্র প্রবৃত্তানাং বৃথা শ্রমঃ স্যাদিতি লৌকিকন্যায়প্রদর্শনেনাহ উপেক্ষ্যেতি॥ ১৩০॥

থাকে। পরে পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিতে করিতে সেই সমাধি দৃঢ়ীভূত হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যপ্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে॥ ১২৭॥

তত্ত্বজ্ঞান হইলে শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বিকার, অসঙ্গ, নিত্যস্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য অনায়াসে বুদ্ধিতে দৃঢ়রূপে আরূঢ় হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা আপন বুদ্ধিতে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারেন॥ ১২৮॥

নির্ব্বিকল্পক সমাধিদ্বারা যে অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তপ্রকার নির্ব্বিকল্পক সমাধির অভ্যাসদ্বারা যে অপরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, তাহা অমৃতবিন্দু উপনিষদের শ্রুতিতে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পকসমাধি লাভদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধি হয়, এইনিমিত্ত সগুণোপাসনা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে॥ ১২৯॥

যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের সাধনীভূত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া

বিষ্ঠং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ ॥ ১৩০ ॥
উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি।
বাঢ়ং তস্মাদ্ বিচারস্যাসম্ভবে যোগ ঈরিতঃ ॥ ১৩১॥
বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাত্ তত্ত্বধীর্নহি।
যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি ॥ ১৩২ ॥

নন্বাত্মতত্ত্ববিচারং পরিত্যজ্য নির্গুণোপাসনং কুর্ব্বতামপ্যয়ং ন্যায়. সমান ইত্যাশঙ্ক্যাহ করীতি উপাসকানামিতি। তর্হি নির্গুণোপাসনং কুতঃ প্রতিপাদ্যত ইত্যত আহ তস্মাদিতি। যস্মাদুক্তন্যায়প্রসঙ্গস্তস্মাদ্ বিচারাসম্ভবে যোগ উপাসনমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥

বিচারসম্ভবে কারণমাহ বহুব্যাকুলচিত্তানামিতি। যতো বিচারো ন সম্ভবতি অতো যোগঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ যোগো মুখ্য ইতি। মুখ্যত্বে কারণমাহ ধীদর্প ইতি। তেন যোগেন যতো ধীদর্পো নশ্যতি অতো মুখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

সগুণোপাসনা, মন্ত্রজপ অথবা তীর্থযাত্রাদি উপাসনার অনুষ্ঠান করে, তাহারা করস্থিত গ্রাস ত্যাগকরিয়া হস্তলেহন করে। (যেমন হস্তস্থিত গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্তলেহন করিলে ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া সন্তোষ লাভ হয় না, সেইরূপ নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সগুণোপাসনাদি করিলে, তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না) ॥ ১৩০ ॥

যাহারা আত্মতত্ত্ববিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল নির্গুণোপাসনাতেই রত আছে, তাহারাও পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের উদাহরণস্থল বলিয়া বোধ হইতে পারে; এইনিমিত্তই বিচারের অসম্ভবে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। (যাহাদিগের ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের শক্তি নাই, তাহাদিগের নিমিত্ত পূর্ব্বতন গুরুগণ উপাসনার বিধান করিয়াছেন) ॥ ১৩১ ॥

যে সকল ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা নানাপ্রকার বিষয়ে বিক্ষিপ্ত আছে, তত্ত্ববিচারদ্বারা তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভব হয় না; সুতরাং বিচারাক্ষম ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত উপাসনাই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপাসনাদ্বারাই তাহাদিগের অন্তঃকরণের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। (তত্ত্ববিচার অতিস্থিরচিত্তের কার্য্য, চিত্তবিক্ষেপ থাকিলে তত্ত্ববিচার সুসাধিত হইতে

অব্যাকুলধিয়াং মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাত্মনাম্।
সাংখ্যনামা বিচারঃ স্যাদ্মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিতঃ ॥১৩৩॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩৪ ॥

এবং ব্যাকুলচিত্তানাং যোগমুখ্যত্বমভিধায় তদ্রহিতানাং বিচারো মুখ্য ইত্যাহ অব্যাকুলধিয়ামিতি। সাংখ্যনামা বিচারঃ সাংখ্যশব্দবাচ্যসত্ত্ববিচারো মুখ্যঃ। কুত ইত্যত আহ ঝটিতি সিদ্ধিত ইতি ॥ ১৩৩ ॥

যোগসাংখ্যয়োরুভয়োরপি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিসাধনত্বং গীতাবাক্যং প্রমাণয়তি যৎ সাংখ্যৈরিতি। যঃ সাংখ্যং যোগঞ্চ ফলত একং পশ্যতি সমাস্বাদ্যং সম্যক্ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥

পারে না, উপাসনা করিতে করিতে চিত্তবিক্ষেপ নিবারিত হইলে তত্ত্ববিচারের শক্তি জন্মে) ॥ ১৩২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি উপাসনার প্রাধান্য নিরূপণ করিয়া এই শ্লোকে অব্যাকুলচিত্ত মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের প্রতি তত্ত্ববিচারের প্রাধান্য নির্ণয় করিতেছেন।—যাহাদিগের চিত্ত অব্যাকুল, কোনরূপ বিষয়াদি উপভোগের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত নহে, অথচ কেবল মোহদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, তাহাদিগের পক্ষে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্ববিচার সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। (যাহাদিগের অন্তঃকরণ মোহরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত আছে, তাহারা সাংখ্যোক্ত তত্ত্ববিচারদ্বারা মোহের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।) তত্ত্ববিচার করিয়া অন্তঃকরণ হইতে মোহকে বিদূরিত করিতে পারিলে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১৩৩ ॥

ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচারের মুক্তিসাধনত্ব উক্ত আছে, তাহা এইস্থলে প্রদর্শন করিতেছেন।—সাংখ্যোক্ত বিচারদ্বারা যে ফল হয়, যোগসাধনদ্বারাও সেই ফল হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগ এই উভয়কে অভিন্নরূপে জানেন, তিনিই শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন। (যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগ এই উভয়ের ঐক্য করিয়া বিচার করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন) ॥ ১৩৪ ॥

তত্ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যমিতি হি শ্রুতিঃ।
যত্তু শ্রুতের্বিরুদ্ধঃ স আভাসঃ সাঙ্খ্যযোগয়োঃ ॥ ১২৫ ॥
উপাসনং নাতিপক্বমিহ যস্য পরত্র সঃ।
মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ ১২৬ ॥
যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ ॥ ১২৩ ॥

ন কেবলং গীতাবাক্যং প্রমাণং কিন্তু তন্মূলভূতা শ্রুতিরপ্যস্তীত্যাহ তত্কারণমিতি। নন্তু সাঙ্খ্যযোগস্তত্ত্বজ্ঞানসাধনত্বেনাঙ্গীকারে তচ্ছাস্ত্রপ্রতিপাদিতানাং তত্ত্বানামপি স্বীকার্যত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্ত্বিতি। আভাসঃ বাধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

ননূপাসনং কুর্ব্বাণস্য তত্ত্বজ্ঞানাৎ পূর্ব্বং প্রাগ্মরণে সতি মোক্ষো ন সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাসনমিতি ॥ ১২৬ ॥

মরণাবসরে জ্ঞানান্মুক্তিলাভে প্রমাণমাহ যং যং বাপীতি। যচ্চিত্তস্তেনৈব প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সঙ্কল্পেন যথা সংকল্পিতং লোকং নয়তীতি বাক্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

সাংখ্য ও যোগের ঐক্য বিষয়ে যে, কেবল গীতাবাক্যই প্রমাণ, এমত নহে; শ্রুতিপ্রমাণেও সাংখ্য ও যোগের ঐক্য প্রতিপাদিত আছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচারদ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহাই মুক্তির কারণ। কিন্তু যে সকল যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচার শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা প্রমাণস্বরূপে স্বীকার করা যায় না, উহা কেবল আভাসমাত্র। অতএব শ্রুতিসিদ্ধ যে যোগ ও সাংখ্য, তাহাই প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ॥১৩৫॥

যে সকল ব্যক্তি ইহজন্মে নানাপ্রকার উপাসনা করিয়াছে, কিন্তু সেই সকল উপাসনা পরিপক্ব হয় নাই; সেই সকল ব্যক্তি মরণের পর লোকান্তরে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিপদ লাভ করে ॥ ১৩৬ ॥

মরণের পরে যে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—মরণকালে যাহারা যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহারা মরণের পর সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়, সেই ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত

অন্ত্যপ্রত্যয়তো নূনং ভাবিজন্ম তথা সতি।
নির্গুণপ্রত্যয়োঽপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা ॥ ১৩৮ ॥
নিত্যং নির্গুণরূপন্তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম্।
অর্থতোমোক্ষ এবৈষ সংবাদি ভ্রমবন্মতঃ ॥ ১৩৯ ॥

ননূদাহৃতাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিবাক্যাভ্যামন্ত্যপ্রত্যয়তো ভাবি জন্মাভিধীয়তে ন জ্ঞানান্মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য সুখতস্তথা বিধানমঙ্গীকরোতি অন্ত্যপ্রত্যয় ইতি। কথং তর্হি মরণকালে জ্ঞানাৎ মোক্ষো ভবতীত্যনেন বাক্যদ্বয় প্রমাণত্বেন উপন্যস্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথা সতীতি। তথা সত্যন্ত্য প্রত্যয়াৎ ভাবিজন্মনিশ্চয়ে সতি সগুণোপাসকস্য যথা মরণাবসরে পূর্বাভ্যাসবশাৎ সগুণব্রহ্মাকারঃ প্রত্যয়ো জায়তে এবং নির্গুণোপাসকস্যাপি নির্গুণব্রহ্মগোচরঃ প্রত্যয়ো জনিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥

ননু নির্গুণ প্রত্যয়াভ্যাসবশাৎ নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব ন মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিমুক্তীঃ শব্দমাত্রেণ ভেদো নার্থত ইত্যাহ নিত্যমিতি। তৎ ব্রহ্ম নিত্যমিতি নির্গুণমিতি নামমাত্রেণোচ্যতামর্থতস্ত্বেষ মোক্ষ এব স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিরিত্যভিধানাদিতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টান্ত-

---

হইয়া থাকে। (মরণকালে চিত্তের ভাবই পরকালের অবস্থাপ্রাপ্তির কারণ) ॥ ১৩৭ ॥

মুমূর্ষু দশাতে উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞানানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধমগতি হয়, অর্থাৎ মরণকালে যাহার অন্তঃকরণে উত্তম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার উত্তম গতি, যাহার মধ্যম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার মধ্যম গতি এবং যাহার অধম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার অধম গতি হয়। যদি ইহাই স্থিরীকৃত হইল, তাহাহইলে যেমন সগুণোপাসকের মরণকালে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেইরূপ নির্গুণোপাসকেরও মরণকালে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ১৩৮ ॥

মুক্তি ও নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এই উভয়ের কেবল নামমাত্র প্রভেদ; বাস্তবিক উভয়েরই এক অর্থ "মোক্ষ"। "নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি" এই কথা বলিলেও যেমন মোক্ষপ্রাপ্তি অর্থ বুঝায়, সেইরূপ "মুক্তিলাভ" এই কথা বলিলেও মোক্ষপ্রাপ্তি বোধ করে, অতএব এই উভয়ই সম্বাদী ভ্রমের ন্যায় ফলজনক হয়।

তত্সামর্থ্যাজ্ঞায়তে ধীর্মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা।
অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্ম বুদ্ধিবৎ ॥ ১৪০ ॥
সকামো নিষ্কাম ইতি শ্রুতিরশরীরো নিরিন্দ্রিয়ঃ।

মাহ সংবাদীতি। যথা সংবাদিমণী নামমাত্রেণ মণি ইত্যুচ্যতে বস্তুতস্তু তত্ত্বজ্ঞানমেব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

ননু নির্গুণোপাসনস্য মানসক্রিয়ারূপস্য মুক্তিসাধনত্বাভিধানং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য তজ্জন্যজ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বাভিধানান্ন বিরোধ ইত্যাহ তত্ সামর্থ্যাদিতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ অবিমুক্তেতি ॥ ১৪০ ॥

ননু নির্গুণোপাসনস্য মোক্ষফলমিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ সকাম ইতি। সকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি [illegible] নিরিন্দ্রিয়োঽপ্রাণোঽমনাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাট্ ভবতি য এবং

(যেমন মণি প্রভাতে মণিভ্রম হইলে মণি লাভ হয়, সেইরূপ মোক্ষেতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে) ॥ ১৩৯ ॥

নির্গুণ উপাসনা মানসক্রিয়া, তাহার মুক্তিসাধনত্ব বিরুদ্ধ, এই আশঙ্কায় নির্গুণোপাসনাজন্য জ্ঞানের মুক্তিসাধনতা আছে, অতএব বিরোধের সম্ভব নাই, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও মানসক্রিয়ারূপ নির্গুণোপাসনা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, তথাপি নির্গুণোপাসনাদ্বারা যে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার সেই জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে; সুতরাং নির্গুণোপাসনার পরম্পরারূপে মুক্তির কারণতা আছে। যেমন বারাণসী ক্ষেত্রের উপাসনা করিলে অন্তকালে তারকব্রহ্ম জ্ঞান হয়, সেইরূপ নির্গুণোপাসনা করিলে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪০ ॥

নির্গুণোপাসনাদ্বারা যে মোক্ষসাধন হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—তাপনীয় উপনিষদে উক্ত আছে যে, নির্গুণ উপাসনাতে সকাম, নিষ্কাম, অশরীর, অনিন্দ্রিয় ও অভয় এই সকল মুক্তির লক্ষণ হইয়া থাকে। (নির্গুণ উপাসনা করিতে করিতে সকামী ব্যক্তিও নিষ্কামী হয়, কামনার নিবৃত্তি হইলে আর শরীর পরিগ্রহ হয় না, শরীর পরিগ্রহ না হইলে আর কোনরূপ

অভয়ং হীতি মুক্তত্বং তাপনীয়ে ফলং স্মৃতম্ ॥ ১৪১ ॥
উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেৎ যতঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে ॥ ১৪২ ॥
নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা।
ব্রহ্মলোকঃ সকামস্য প্রৈষ্যপ্রশ্নে সমীরিতঃ ॥ ১৪৩ ॥
য উপাস্তে নিমালেষ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে।

বেদ বিশ্বমীশ্বরমীশ্বারবিশ্বময়মিদং সর্ব্বং তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব তত্ত্বমস্যেতদ্বস্তুতমভয়মেতদ্ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদেতি রহস্যমিত্যাদিবাক্যৈস্তাপনীয়োপনিষদি যদি নির্গুণোপাসনস্য মোক্ষফলত্বেন শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

ননূপাসনয়াপি মুক্তিঃ স্যাদ্ধ্যেয়ান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ইতি শ্রুতিবিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য বিদ্যাব্যবধানেন মোক্ষপ্রদত্বাভিধানান্ন বিরোধ ইত্যাহ উপাসনস্যেতি ॥ ১৪২ ॥

মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে ইত্যুক্তেঽর্থে শ্রুতিদ্বয়ং প্রমাণয়তি নিষ্কামোপাসনাদিতি ॥ ১৪৩ ॥

তত্র সকামনিষ্কাম ইত্যাদি তাপনীয়বাক্যং পূর্ব্বমেবোদাহৃতম্ ইদানীং প্রশ্নোপনিষদ

ইন্দ্রিয়ের অধীন হইতে হয় না, ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে সেই ব্যক্তির সর্ব্বত্র অভয় হইয়া থাকে, তখন সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষলাভ হয়) ॥ ১৪১ ॥

মুক্তির কারণ জ্ঞানের উৎপাদন করাই উপাসনার শক্তি। অতএব উপাসনা করিতে করিতে সেই উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞানসমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই মুক্তিপ্রদান করে; সুতরাং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব এই শাস্ত্রোক্ত উদাহরণের সহিত উপাসনার আর কোন বিরোধ রহিল না ॥ ১৪২ ॥

মরণানন্তর কিম্বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পরেও জ্ঞান হইয়াই মুক্তি হয়, এই বিষয়ে দ্বিবিধ শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—তাপনীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "নিষ্কাম উপাসনাদ্বারাও মুক্তি হয়," প্রশ্নোপনিষদে শৈবপ্রশ্নে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, "সকাম উপাসনা করিলে সত্যলোক প্রাপ্তি হয়" ॥ ১৪৩ ॥

স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষমীক্ষতে ॥ ১৪৪ ॥
অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাৎ তৎক্রতুশ্চেত্যপ্যতঃ ॥ ১৪৫ ॥
নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাৎ তত্র তত্ত্বমবেক্ষণাৎ।

বাক্যমর্থতঃ পঠতি য উপাস্তি ইতি। যঃ পুনরেতমিমাবেণীমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ইতি সকামস্য ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়ত ইত্যর্থঃ। ননু শ্রৌতপ্রশ্নে সকামস্য ব্রহ্মলোকগতিরিতি ন মুক্তিঃ প্রতীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য তত্র তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ শ্রূয়তে ইত্যাহ স এতস্মাদিতি। ব্রহ্মলোকং গতঃ স উপাসকঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ জীবসমষ্টিরূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ পরমুৎকৃষ্টং পুরুষং নিরুপাধিকচৈতন্যরূপং পরমাত্মানমীক্ষতে সাক্ষাৎকরোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৪ ॥

কিঞ্চ অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা দোষাৎ তৎক্রতুশ্চেত্যপ্যতঃ কামানুসারেণ ফলপ্রাপ্তির্ভবতীতি প্রতিপাদিতং তস্মাদপি সকামস্য ব্রহ্মলোকগতিরিত্যুক্তীত্যাহ অপ্রতীকেতি ॥ ১৪৫ ॥

তর্হি সকামস্য তত্ত্বজ্ঞানং কুতো জায়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ নির্গুণেতি। ইদং মানবমাবর্তং

এইক্ষণে প্রশ্নোপনিষদ্বাক্যের মর্ম্মার্থ দেখাইতেছেন।—যিনি সকাম হইয়া অকার, উকার, মকার এই ত্রিমাত্রক ওঙ্কারদ্বারা উপাসনা করেন, তিনি সেই উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কিন্তু সকামী ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কল্পাবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন। এই সকল প্রমাণে সকামী ব্যক্তিরও মুক্তিলাভ জানা যায় ॥১৪৪॥

সকামী ব্যক্তির ব্রহ্মলোক গমনানন্তর মুক্তিলাভ বিষয়ে প্রমাণান্তর এই যে, শারীরক সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চদশ সূত্রে সকামী ব্যক্তির কামনানুসারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফল নির্ণীত হইয়াছে।—সকামীরা ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিকামনায় প্রথমতঃ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তৎপরে সেই যজ্ঞাদির ফলে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভদ্বারা মুক্তি পায় ॥১৪৫॥

যাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, সেই ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোকে থাকিয়া নির্গুণ উপাসনা করে, পরে সেই নির্গুণ উপাসনার বলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ

পুনরাবর্ত্ততে নায়ং ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে ॥ ১৪৬ ॥
প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ।
ক্বচিৎ সগুণতা প্রোক্তা প্রণবোপাসনস্য হি ॥ ১৪৭ ॥
পরাপরব্রহ্মরূপ ওঙ্কার উপবর্ণিতঃ।
পিপ্পলাদেন মুনিনা সত্যকামায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪৮ ॥
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।
ইতি প্রোক্তং যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥ ১৪৯ ॥

নাবর্ত্তন্তে ন স পুনরাবর্ত্ততে ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে ইত্যাদিস্মৃতিসত্ত্বাবান্ন তস্য পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিঃ কিন্তু মুক্তিরেবেত্যাহ পুনরিতি ॥ ১৪৬ ॥

ইদানীং প্রণবোপাসনপ্রসঙ্গাৎ বুদ্ধিস্থং তদ্ দ্বৈবিধ্যং দর্শয়তি প্রণবেতি ॥ ১৪৭ ॥

দ্বৈবিধ্যে প্রমাণমাহ পরাপরেতি। এতদ্বৈ সত্যকামঃ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারস্তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতীত্যুভয়রূপত্বং প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৪৮ ॥

কঠবল্ল্যাং যমেনাপি এতদালম্বনং জ্ঞাত্বেত্যাদিনা দ্বৈবিধ্যমুক্তমিত্যাহ এতদিতি ॥ ১৪৯ ॥

করিয়া কল্পাবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার আর ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না। (অতএব সকামীরাও যে কল্পান্তরে মুক্তিপদ পায়, তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে) ॥ ১৪৬ ॥

প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রেই নির্গুণরূপে প্রণবের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রণবের সগুণ উপাসনাও দেখা যায়। উভয়প্রকার উপাসনারই ফল পূর্ব্বোক্তরূপে নিরূপিত হইল। সগুণ উপাসনা ও নির্গুণ উপাসনা উভয়বিধ উপাসনাতেই মুক্তিলাভফল শাস্ত্রে কথিত আছে ॥ ১৪৭ ॥

সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ উপাসনাতেই যে মুক্তিফল সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—সত্যকামনামা কোন ঋষি পিপ্পলাদ ঋষির নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঋষিপ্রবর পিপ্পলাদ এই উপদেশ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয়েরই অবলম্বন ওঙ্কার। (অতএব ওঙ্কারদ্বারা সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ উপাসনা সিদ্ধ হয় এবং উভয় উপাসনাতেই সাধকদিগের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৮ ॥

কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে উপদেশ করিয়াছেন যে, পরাপর ব্রহ্মের

इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्।
ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गुणम् ॥ १५० ॥
अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः।
विचारात्तम आत्मानमुपासीतेति सन्ततम् ॥ १५१ ॥
साक्षात् कर्त्तुमशक्तोऽपि चिन्तयेन्मामशङ्कितः।
कालेनानुभवारूढो भवेयं फलतो ध्रुवम् ॥ १५२ ॥

उक्तमर्थमुपसंहरति इह वेति ॥ १५० ॥

विचारात् तत्त्वज्ञानसम्पादनासमर्थस्य निर्गुणब्रह्मध्यानेऽधिकार इत्ययमर्थ आत्मगीतायाम् सम्यगभिहित इत्याह अर्थोऽयमिति ॥ १५१ ॥

आत्मगीतावाक्यान्येवोदाहरति साक्षात्कर्त्तुमिति ॥ १५२ ॥

আলম্বনস্বরূপ ওঙ্কারকে জানিয়া তাহার উপাসনা করিবে। যাহার যেরূপ অভিরুচি, সেই ব্যক্তি সেইরূপে উপাসনা করিলেই আপন অভিলষিত ফল পায়। (সগুণ উপাসনাই করুক্, অথবা নির্গুণ উপাসনাই করুক্, তাহাতে উপাসনাভেদে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে) ॥ ১৪৯ ॥

যাঁহারা নির্গুণ উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের ইহকালেই হউক্, অথবা মরণের পরেই হউক্, কিম্বা ব্রহ্মলোকেই হউক্, অবশ্যই পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, কখনও নির্গুণ উপাসকদিগের উপাসনা বিফল হয় না। কখন না কখন অবশ্যই তাহাদিগের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫০ ॥

আত্মগীতাতে সুস্পষ্ট উক্ত আছে যে, যাহারা আত্মতত্ত্ববিচার করিতে অসমর্থ, তাহারা সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবে। তাহাদিগের সেই উপাসনাতেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ববিচারে অক্ষম ব্যক্তিরা উপাসনা করিবে, এইবিষয়ে আত্মগীতার বচন প্রমাণস্বরূপে উদাহরণ করিতেছেন।—বিচারদ্বারা আমাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে যাহাদিগের শক্তি নাই, তাহারা

যথাগাধনিধের্লব্ধী নোপায়ঃ খননং বিনা।
মল্লাভেঽপি তথা স্বাত্মচিন্তাং মুক্ত্বা ন চাপরঃ॥ ১৫২॥
দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিকুদ্দালকাত্ পুনঃ।
খাত্বা মনোভুবং ভূয়ো গৃহ্ণীয়াত্মানং নিধিং পুমান্॥১৫৪॥
অনুভূতেরভাবেঽপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্।

ধ্যানস্য সম্যক্জ্ঞানোপায়ত্বে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি মল্লাভেঽপীতি॥ ১৫২॥

ব্যতিরেকিণোক্তমর্থমন্বয়মুখেনাহ দেহোপলমিতি॥ ১৫৪॥

জ্ঞানেঽসমর্থস্য ধ্যানেঽধিকার ইত্যত্র বাক্যান্তরং পঠতি অনুভূতেরিতি। ধ্যানাদ্বি ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ কৈমুতিকন্যায়মাহ অভ্যসেদিতি। উপাসকস্য পূর্ব্বমবিদ্যমানমপি ~~বিদ্যমান~~ বাক্যং

নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিবে। পরে ক্রমশঃ চিন্তা করিতে করিতে সেই চিন্তার দৃঢ়তা জন্মিলে, আমি সেই উপাসকের সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফলপ্রদান করি॥ ১৫২॥

যেমন অগাধ রত্নের খনি দৃষ্টিগোচর হইলে, খনন ব্যতিরেকে সেই খনিস্থিত রত্নপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব চিন্তা না করিলে আমার সাক্ষাৎকার লাভের আর উপায়ান্তর নাই। অতএব আত্মতত্ত্ব চিন্তা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়॥ ১৫৩॥

ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, এইক্ষণে আত্মচিন্তাদ্বারা যেরূপে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপদেশ করিতেছেন।—সাধক মানসক্ষেত্র হইতে দেহরূপ উপল খণ্ড সকল অপনয়ন করিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধিস্বরূপ কুদ্দালদ্বারা মনোরূপ ভূমিকে পুনঃ পুনঃ খনন করিতে করিতে খনিস্থিত রত্নস্বরূপ "আমাকে" প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। (যেমন নিধিলিপ্সু ব্যক্তি ভূমি খনন করিয়া রত্নলাভ করে, সেইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি সাধনাদ্বারা "আমি কে?" ইহা জানিতে পারে)॥ ১৫৪॥

যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার নাই, সেই সকল ব্যক্তিদিগের ধ্যান ও

अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्यासं ब्रह्म किं पुनः ॥१५५॥
अनात्मबुद्धिमैथिल्यं फलं ध्यानाद् दिने दिने।
पश्यन्नपि न चेत् ध्यायेत् कोऽपरोऽस्मात् पशुर्वद ॥१५६॥
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम्।
पश्यन् मर्त्यो मृतो भूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १५७ ॥

ध्यानात् प्राप्यते किल स्वरूपत्वेन नित्यप्राप्तं सर्व्वात्मकं ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यते इति किमुत वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५ ॥

ब्रह्मध्यानफलस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादपि ध्यानं कर्त्तव्यमित्याह अनात्मेति ॥ १५६ ॥

इदानीमुपपादितमर्थं सङ्क्षिप्य दर्शयन्नाह देहाभिमानमिति। मरणशीले देहेऽहम् ब्रह्मभिमानपरित्यागात् स्वयममृतो भूत्वा अत्रैवाविनश्वरे शरीरे स्वस्य निजं स्वरूपं सदानन्दचिद्रूपं ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १५७ ॥

উপাসনাই বিধেয়, এই বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—যাহাদিগের পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের অধিকার হয় নাই, তাহারা "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার চিন্তা করিবে। যেহেতু, ধ্যানদ্বারা যখন অত্যন্ত অসদ্বস্তুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন যে ধ্যানদ্বারা নিত্যসিদ্ধ পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। (এইনিমিত্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অনধিকারী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা ধ্যান করাই বিধেয়) ॥ ১৫৫ ॥

এক্ষণ আত্মতত্ত্ব ধ্যানের ফল বর্ণন করিতেছেন।—আত্মাতে যাহাদিগের অনাত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যাহারা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, তাহারা নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যাহারা এইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল দেখিয়াও ধ্যান করে না, তাহাদিগের অপেক্ষা পশু আর কে আছে। (ধ্যান পরাঙ্মুখ ব্যক্তি আকারে পশু না হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদিগকে পশু বলা যায়) ॥ ১৫৬॥

যাঁহারা দেহেতে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগদ্বারা অদ্বয়ানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; তাঁহারা ইহকালেই অমৃত

ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পুরাদ্বেত্তি যো নরঃ।
মুক্তসংশয় এবায়ং ধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অন্যচ্চিন্তনফলমাহ ধ্যানদীপমিতি ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। (অতএব সকলেরই আত্মতত্ত্ব ধ্যান করা কর্ত্তব্য) ॥ ১৫৭ ॥

এইক্ষণ এই ধ্যান দীপপ্রকরণ অধ্যয়নের ফল নিরূপণ করিতেছেন—যাঁহারা এইরূপে ধ্যানদীপপ্রকরণ অধ্যয়ন করিয়া ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন এবং এই ধ্যানদীপপ্রকরণের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করিয়া নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥১৫৮॥

ইতি ধ্যানদীপ সমাপ্ত ॥

नाटकदीपोनाम-

दशमः परिच्छेदः।

परमात्माद्वयानन्दपूर्णः पूर्व्वं स्वमायया।
स्वयमेव जगद् भूत्वा प्राविशत् जीवरूपतः॥ १॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वर्ण्यते॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणायाभिमतदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गलमाचरन् मन्दाधिकारिणामनायासेन निष्प्रपञ्चब्रह्मात्मतत्त्वप्रतिपत्तिसिद्धये अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते शिष्याणां बोधसिध्यर्थं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः इति न्यायमनुसृत्यात्मन्यध्यारोपं तावदाह परमात्मेति। पूर्व्वं सृष्टेः प्राक् अद्वयानन्दपूर्णः सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णमिदमित्यादिश्रुतिप्रसिद्धः स्वगतादिभेदशून्यः परमानन्दरूपः परिपूर्णः परात्मा स्वमायया मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरमिति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया मायाशक्त्या स्वयमेव जगद्भूत्वा तदात्मानं स्वयमकुरुत सङ्गतमभवदित्यादिश्रुतेः स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः प्राविशत् तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य इत्यादिश्रुतेर्जीवरूपेण प्रविष्टवानित्यर्थः॥ १॥

নাটক দীপনামপ্রকরণের প্রারম্ভে মন্দাধিকারী শিষ্যবর্গের সুখবোধের নিমিত্ত অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় প্রদর্শন করিয়া আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আত্মাতে অধ্যারোপের প্রকার নিরূপণ করিতেছেন।—এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অদ্বিতীয় পূর্ণানন্দস্বরূপ একমাত্র পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন, অন্য সৃষ্টবস্তু কিছুই ছিল না। তখন সেই অদ্বিতীয় আনন্দময় পরমাত্মা আপনার ইচ্ছায় স্বীয় মায়াদ্বারা এই প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টিকরিয়া সামান্যতঃ জীবরূপে সেই সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন॥ ১॥

देवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताभवत् ।
मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितो भजति देवताम् ॥ २ ॥
अनेकजन्मभजनात् स्वविचारं विकीर्षति ।
विचारेण विनष्टायां मायायां ग्रिष्यते स्वयम् ॥ ३ ॥
अद्वयानन्दरूपस्य सद्वयत्वञ्च दुःखिता ।

ननु परमात्मन एव एकस्य सर्व्वशरीरेषु प्रविष्टत्वेन पूज्यपूजकादिभावेन प्रतीयमान उत्तमाधमादिभावो विरुध्येतेत्याशङ्क्याह देवादीति। नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः किन्तु शरीरोपाधिनिबन्धनोऽतो न विरोध इति भावः ॥ २ ॥

इत्थमात्मन्यध्यारोप्य मङ्गलेन प्रदर्श्य ससाधनं तदपवादं सङ्क्षिप्य दर्शयति अनेकेति। अनेकजन्मभजनादनेकेषु जन्मस्वनुष्ठितानां कर्म्मणां ब्रह्मणि समर्पणरूपात् भजनात् स्वविचारं स्वस्यात्मनो ब्रह्मरूपस्य ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं विकीर्षति कर्त्तुमिच्छति ततः स्वविचारेण विचारजनितज्ञानेन मायायां स्वस्याद्वयानन्दत्वादिरूपाच्छादिकायाम् अज्ञाना-विद्यादिशब्दवाच्यायां विनष्टायां निवृत्तायां सत्यां स्वयमद्वयानन्दपूर्णः परमात्मैवावशिष्यते ॥३॥

ननु तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्व्वबन्धैः प्रमुच्यते इत्यादिश्रुतिभिर्व्वन्धनिवृत्तिलक्षणस्य

যদি বল, এক পরমাত্মাই সকলের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তবে জগতের মধ্যে কেহ উত্তম ও কেহ অধম হইবার কারণ কি? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন।—সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা দেবতাদিগের উত্তম শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল দেহশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং দেবতা হইয়াছেন এবং মনুষ্যাদি অধম শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল দেহে প্রবেশ-পূর্ব্বক মোহবশতঃ দেবতাদিগের উপাসকরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (দেব মনুষ্যাদি উত্তমাধমভাব স্বাভাবিক নহে, শারীরিক উপাধিদ্বারাই তাহা-দিগের উত্তমাধমভাব হইয়াছে) ॥ ২ ॥

মানবগণ মর্ত্ত্যলোকে বহু বহু জন্মপর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া আত্মতত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হয়, পরে আত্মতত্ত্ববিচার করিতে করিতে মহামোহ বিনষ্ট হইলে দেব মনুষ্যত্বাদি উপাধি বিনাশ পায়, উপাধি বিনাশ হইলে তখন স্বয়ং নিত্য শুদ্ধরূপে অবস্থিত হয়েন ॥ ৩ ॥

আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে যে সদ্বিতীয়ত্ব ও দুঃখিত্বরূপ জ্ঞান

बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीर्य्यते ॥ ४ ॥
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवर्त्तते।
तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्व्वदैव विचारयेत् ॥ ५ ॥
अहमित्यभिमन्ता यः कर्त्तासौ तस्य साधनम्।

मोक्षस्य ज्ञानफलत्वाभिधानात् परमात्मावशेषस्य तत्फलत्वाभिधानमनुपपन्नमित्याशङ्क्याह अद्वयेति। अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य बन्धस्य मोक्षस्य वा दुर्निरूपत्वात् दुःखित्वादिभ्रम एव बन्धः स्वरूपावस्थितलक्षणः तन्निवृत्तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः ॥ ४ ॥

ननु कर्म्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय इति स्मृतेर्मोक्षस्य कर्म्मसाधनत्वावगमात् किमनेन विचारजनितज्ञानेनेत्यत आह अविचारेति। विचारप्रागभावोपलक्षिताज्ञानकृतस्य बन्धस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निवृत्तिरुपपद्यते उदाहृतस्मृतौ च संसिद्धिशब्देन चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते न मोक्ष इति भावः। विचारेण बन्धनिवृत्तिरुक्ता किं विषयेण विचारेणेत्यत आह तस्मादिति। तत्त्वसाक्षात्कारपर्य्यन्तं सर्व्वदा विचारं कुर्य्यादित्यर्थः ॥५॥

तत्र जीवस्य स्वरूपं तावद् दर्शयति अहमिति। यस्यदाभासविशिष्टोऽहङ्कारो व्यवहारदशायां देहादावहमित्यभिमन्यते असौ कर्त्ता कर्त्तृत्वादिधर्म्मविशिष्टो जीव इत्यर्थः। तस्य

হয়, তাহাকে বন্ধ বলা যায়। (বাস্তবিক পরমাত্মার দ্বিতীয় কেহ নাই এবং তাঁহার কোনরূপ দুঃখই নাই, অতএব পরমাত্মার যে দুঃখকল্পনা তাহা ভ্রমমাত্র।) আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই; আত্মার দুঃখিত্বাদি ভ্রমজ্ঞানের নাম বন্ধ এবং তাঁহার যে স্বরূপাবস্থান তাহার নাম মোক্ষ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে, পরমাত্মার বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহা অবিচারজন্য, বিচারদ্বারা সেই বন্ধের নিবৃত্তি হয়। (কোনটি কি পদার্থ, সেই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে তাহাতে অবশ্যই ভ্রম থাকিয়া যায় এবং সূক্ষ্মরূপে সেই পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তখন আর তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে না)। অতএব জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের ভেদাভেদ বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার করা কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ জীবের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত এবং অহঙ্কারে অভিমানী, তিনিই জীব। এই জীবই কর্ত্তৃপদের

मनस्तस्य क्रिये अन्तर्बहिर्वृत्ती क्रमोत्थिते ॥ ६ ॥
अन्तर्मुखाहमित्येषा वृत्तिः कर्त्तारमुल्लिखेत् ।
बहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्विदमुल्लिखेत् ॥ ७ ॥
इदमो ये विशेषाः स्युर्गन्धरूपरसादयः ।
असाङ्कर्य्येण तान् भिन्द्यात् घ्राणादीन्द्रियपञ्चकम् ॥ ८ ॥

किं करणमित्याकाङ्क्षायामाह तस्य साधनं मन इति। कामादिवृत्तिमानन्तःकरणभागो मनः। करणस्य क्रियाव्याप्यत्वात् तत्क्रिया दर्शयति तस्य क्रिये इति ॥ ६ ॥

अनयोरन्तर्बहिर्वृत्तीः स्वरूपं विषयञ्च विविच्य दर्शयति अन्तर्मुखेति। इदमित्येषेति बहिर्वृत्तेः स्वरूपाभिधानं. अवशिष्टेन विषयप्रदर्शनं बाह्यं दृश्यादि बहिर्व्यवस्थानमिदन्तया निर्दिश्यमानं वस्तु उल्लिखेत् विषयीकुर्य्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥

ननु मनसैव सर्व्वव्यवहारसिद्धौ चक्षुरादेर्वैयर्थ्यं प्रसज्येत इत्याशङ्क्याह इदम इति। मनसेदमिति सामान्यमात्रं गृह्णाति न तु तद्विशेषौ गन्धादिः अतस्तद्ग्रहणे घ्राणादिकमुपयुज्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

বাচ্য। জীবই দেহাদিতে "অহং" ইত্যাকার অভিমান করে। কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট যে অন্তঃকরণ (মনঃ) তাহাই জীবের করণ। অন্তঃকরণবৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তিদ্বারা যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেই সমুদায়ই জীবের কার্য্য ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে জীবের অন্তর্বৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি নামে যে দুইটি বৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই বৃত্তিদ্বয়ের কার্য্যপ্রদর্শনদ্বারা তাহাদিগের স্বরূপ ও বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।—জীবের "অহং" রূপ যে অন্তরস্থ বৃত্তি আছে, তাহাদ্বারা জীব কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। ("অহং" এইরূপ জ্ঞান থাকিলেই "আমি কর্ত্তা" ইহাই প্রতীতি হইয়া থাকে।) আর "ইদং" রূপ যে জীবের বাহ্যবৃত্তি আছে, তাহাদ্বারা বাহ্যবস্তু সকল প্রকাশ পায় ॥ ৭ ॥

চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই যে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় আছে, তাহাও জীবের করণ। জীব ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবস্তুর মধ্যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই সকল বিশেষ গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি করে।

कर्त्तारञ्च क्रियां तद्वद् व्यावृत्तविषयानपि।
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः॥ ९॥
ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम्।
इति भासयते सर्व्वं नृत्यशालास्थदीपवत्॥ १०॥
नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्त्तकीम्।

एवं दीपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य परमात्मानं निरूपयति कर्त्तारमिति। कर्त्तारं पूर्व्वोक्तमहङ्कारस्वरूपं क्रियामहमिदमात्मकमनोवृत्तिरूपां व्यावृत्तविषयानपि व्यावृत्तानन्योन्यविलक्षणान् घ्राणादिग्राह्यान् गन्धादीन् विषयाश्च एकयत्नेन युगपदेव यश्चिद्वपुः चिद्रूप एव सन् स्फोरयेत् प्रकाशयेत् असावत्र वेदान्तशास्त्रे साक्षीत्युच्यत इत्यर्थः॥ ९॥

साक्षिण एकयत्नेन सर्व्वस्फोरकत्वमभिनीय दर्शयति ईक्ष इति। ईक्षे रूपमहं पश्यामि इत्येवं द्रष्टृदर्शनदृश्यलक्षणं त्रिपुटीमेकयत्नेन भासयते एवं शृणोमीत्यादावपि योज्यम्। युगपदधिकारित्वेनानेकावभासकत्वे दृष्टान्तमाह नृत्येति॥ १०॥

दृष्टान्तं स्पष्टयति नृत्यशालास्थित इति। अविशेषेण प्रभ्वादिविषयविशेषावभासनाय ब्रह्मादिविकारमन्तरेण इति यावत्॥ ११॥

ঐ জীবই চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে এবং ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে, এইনিমিত্ত উক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় জীবের করণ বলিয়া নিরূপিত হয়)॥ ৮॥

উক্তপ্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব, মনোবৃত্তি, ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি বিষয় এই সমুদায় এককালে যাঁহার চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়, তিনিই সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মা। (বেদান্তশাস্ত্রে এই পরমাত্মাই সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন)॥ ৯॥

নৃত্যশালাস্থিত প্রদীপের ন্যায় "আমি রূপ দর্শন করিতেছি, আমি শব্দ শ্রবণ করি, আমি গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি, আমি রস আস্বাদন করি এবং আমি স্পর্শ অনুভব করি, ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞান এককালে পরমাত্মার চৈতন্য জ্যোতিতে সমভাবে প্রকাশ পায়, আত্মা সামান্যরূপে এক সময়ে সকল বিষয় গ্রহণ করেন॥ ১০॥

যেমন নৃত্যশালাস্থিত প্রদীপজ্যোতিঃ গৃহ, স্বামী, সভ্যগণ এবং নর্ত্তকী এই

দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥ ১১ ॥
অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ।
অহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্ব্ববৎ ॥ ১২ ॥
নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে ক্ষুরিতুঃপতঃ।
তদ্ভাসা ভাস্যমানেয়ং বুদ্ধির্নৃত্যত্যনেকধা ॥ ১৩ ॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি অহঙ্কারমিতি। সুষুপ্ত্যাদাবহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি তৎসাক্ষিতয়া ভাত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ননু প্রকাশরূপায়া বুদ্ধেরেবাহঙ্কারাদিসর্ব্বস্ববভাসকত্বসম্ভবাৎ কিমন্যদতিরিক্তসাক্ষিকল্পনয়েত্যাশঙ্ক্যাহ নিরন্তরমিতি। কূটস্থে নির্বিকারে সাক্ষিণি ক্ষুরিতুঃপতঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপতয়া নিরন্তরং ভাসমানে সদা স্ফুরতি সতীয়ং বুদ্ধিস্তদ্ভাসা তস্য সাক্ষিণঃ স্বরূপচৈতন্যস্য ভাসা দীপ্ত্যা ভাস্যমানা প্রকাশ্যমানেবানেকধা কটোঽয়ং পটোঽয়ং ঘটোঽয়মিত্যাদিরূপেণ নৃত্যতি বিক্রিয়তে। অয়ং ভাবঃ যদী বুদ্ধির্লিঙ্গশরীরস্যা জড়ত্বাৎ স্বতঃ স্ফূর্ত্তিরাহিত্যমতস্তদতিরিক্তঃ সর্ব্বাবভাসকঃ সাক্ষী অভ্যুপগন্তব্য ইতি ॥ ১৩ ॥

সমুদায়কেই এককালে সমভাবে প্রকাশ করে এবং যখন সেই গৃহ হইতে সভ্যগণ ও নর্ত্তকী প্রভৃতি চলিয়া যায়, তখনও যেমন সেই প্রদীপ পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতে থাকে। সেইরূপ একই আত্মা সমুদায় বিষয় গ্রহণ করেন এবং সেই সকল বিষয়ের অভাবেও আত্মা পূর্ব্ববৎ অবিকৃতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ আত্মা অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইহাদিগকে প্রকাশিত করেন এবং সেই সকল অহঙ্কারাদির অবর্ত্তমানেও সেই আত্মা স্বয়ং পূর্ব্ববৎ দীপ্তি পাইতে থাকেন ॥ ১১ ১২ ॥

কূটস্থচৈতন্যের জ্যোতিঃ নিরন্তর প্রকাশিত থাকাতে বুদ্ধি সেই জ্যোতিঃ-দ্বারা প্রকাশিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া থাকে। (বুদ্ধি স্বয়ং জড়পদার্থ, অতএব তাহার নানাপ্রকার বিকার হইয়া থাকে এবং এই ঘট, এই পট ইত্যাদিরূপে বুদ্ধির নানাপ্রকার ভাব উপস্থিত হয়। অতএব বুদ্ধির নিজের প্রকাশ নাই, যে জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশে প্রকাশিত হয়, তিনিই সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ) ॥ ১৩ ॥

अहङ्कारः प्रभुः सभ्या विषया नर्त्तकी मतिः।
तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः॥ १४॥
स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्व्वतो भासयेद् यथा।
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्॥ १५॥

उक्तमर्थं श्रोतृबुद्धिसौकर्य्याय नाटकत्वेन निरूपयति अहङ्कार इति। विषयभोगसाफल्यवैफल्याभिमानप्रयुक्तहर्षविषादवत्त्वात् तस्याभिमानिप्रभुतुल्यत्वमहङ्कारस्य परिसरवर्त्तित्वेऽपि विषयाणां तद्राहित्यात् सभ्यपुरुषसाम्यं नानाविधविकारवत्त्वान्नर्त्तकीसाम्यं धियः धीविक्रियाणाम् अनुकूलव्यापारकत्वात् तालादिधारिसमानत्वम् इन्द्रियाणाम् एतत् सर्व्वावभासकत्वात् साक्षिणो दीपसादृश्यमिति द्रष्टव्यम्॥ १४॥

ननु साक्षिणोऽप्यहङ्कारादावभासकत्वं तेन तेन सम्बन्धापगमागमरूपविकारित्वं स्यादित्याशङ्क्याह स्वस्थानेति। दीपो यथा गमनादिविकारशून्यः स्वदेशेऽवस्थित एव सन् स्वसन्निहिताखिलपदार्थमेव भासयति एवं साक्ष्यपीति भावः॥ १५॥

পূর্ব্বোক্ত নৃত্য বর্ণিত হইতেছে।—এই নৃত্যসভাতে অহঙ্কার গৃহস্বামিস্বরূপ, বিষয় সকল সেই সভার সভ্য, বুদ্ধি নর্ত্তকী, ইন্দ্রিয়গণ বাদ্যকর, সাক্ষীচৈতন্য দীপজ্যোতিঃ। এইরূপ রঙ্গভূমিতে বুদ্ধির নৃত্যই উপযুক্ত। (অহঙ্কার বিষয়ভোগের সাফল্য বৈফল্যপ্রযুক্ত হর্ষবিষাদভাগী হইয়া প্রভুর ন্যায় আছে, বিষয় সকলের উপভোগ হয় না, সুতরাং তাহাদিগের সভ্যতাই উচিত। নর্ত্তকীরা যেমন নানাপ্রকার বিকার পায়, বুদ্ধিও সেইরূপ বিকৃত হয়, এইনিমিত্ত বুদ্ধিকে নর্ত্তকী বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধিবিকারের আনুকূল্য করে, অতএব ইন্দ্রিয় সকল তালধারী বাদ্যকরের সমান। যেমন গৃহস্থিত দীপ সকলকে প্রকাশ করে; সেইরূপ সর্ব্বসাক্ষিমান চৈতন্য অহঙ্কারাদি সকলকে প্রকাশ করে, অতএব তাঁহাকে দীপতুল্য বলাযায়)॥ ১৪॥

যেমন রঙ্গশালাস্থিত প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও স্বয়ং সেই রঙ্গশালায় সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশ করে, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্য স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়াও এককালে সমভাবে আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় সকল প্রকাশ করেন। (সাক্ষিচৈতন্যভিন্ন প্রকাশকতাশক্তি আর কাহারও নাই)॥ ১৫॥

बहिरन्तर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि ।
विषया बाह्यदेशस्था देहस्थान्तरहङ्कृतिः ॥ १६ ॥
अन्तस्था धीः सहैवाक्षैर्बहिर्याति पुनः पुनः ।
भास्यवृत्तिस्थचाञ्चल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा ॥ १७ ॥

ननु साक्षिणो बहिरन्तरवभासकत्वमनुपपन्नम् अपूर्व्वमनन्तरमबाह्यमिति युक्त्या तस्य बाह्यान्तरविभागाभावाभिधानात् इत्याशङ्क्याह बहिरन्तरिति । कस्य बाह्यत्वं कस्य चान्तरत्व मित्यत आह विषया इति ॥ १६ ॥

ननु स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत् इत्यविकारिणः स्वतो बहिरन्तरव-भासकत्वोक्तिरयुक्ता अहं घटं पश्यामीत्यत्र अहमित्यन्तरहङ्कारसाक्षितया प्रथमतोऽवभासक स्यानन्तरं घटं पश्यामि इति घटाकारवृत्तिस्फुरणरूपेण बहिर्निर्गमानुभवात् इत्याशङ्क्याह अन्तःस्थेति । द्रष्टुर्ग्राहकत्वेन देहान्तरवस्थिता बुद्धीरूपादिग्रहणाय चक्षुरादिद्वारा भृशं भृशं निर्गच्छति तथा च तन्निष्ठचाञ्चल्यं तद्भासके साक्षिण्यारोप्यते अतो न वास्तवं साक्षि-चाञ्चल्यमिति भावः ॥ १७ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সাক্ষিচৈতন্য আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় প্রকাশ করেন, এক্ষণ বাহ্য ও আন্তরিক বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।—রূপ-রসাদি বিষয় সকল বাহিরে অবস্থিত থাকে, এইনিমিত্ত ঐ বিষয় সকল বাহ্য এবং অহঙ্কারাদি দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, অতএব ইহারা আন্তরিক শব্দে বিবক্ষিত হয় ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধি স্বয়ং শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়াও স্বীয় বিষয়প্রাপ্তি অনু-সারে ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুনঃ পুনঃ বাহিরে গমন করিয়া থাকে এবং সেই বুদ্ধিকে স্বাক্ষিচৈতন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধির চঞ্চল স্বভাব-প্রযুক্ত লোকে ঐ বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বভাবকে সাক্ষিচৈতন্যে বৃথা আরোপ করিয়া থাকে। বাস্তবিক সাক্ষিচৈতন্যের চাঞ্চল্য স্বভাব নাই, সাক্ষিচৈতন্য সর্ব্বদা স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন, অতএব তাঁহার কোনপ্রকার চাঞ্চল্য স্বভাব সম্ভব হয় না। (যাহারা বুদ্ধির চাঞ্চল্য সাক্ষিচৈতন্যে আরোপ করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত) ॥ ১৭ ॥

गृहान्तरागतः खल्वो गवाक्षादातपोऽचलः।
तत्र हस्ते नर्त्तमाने नृत्यतीवातपो यथा ॥ १८ ॥
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरन्तर्गमागमी।
अकुर्व्वन् बुद्धिचाञ्चल्यात् करोतीव तथा तथा ॥ १९ ॥
न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हि तावुभौ।
बुद्ध्याद्यशेषसंशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ २० ॥

भासके भास्यचाञ्चल्यारोपः क्व दृष्ट इत्याशङ्क्याह गृहान्तरेति। गवाक्षात् गृहान्तरागतः खल्व आतपोऽचल एव वर्त्तते तत्र तस्मिन्नातपे पुरुषेण हस्ते नर्त्तमाने इतस्ततश्चाल्यमाने यथा आतपो नृत्यतीव चलतीव लक्ष्यते न तु चलतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

दार्ष्टान्तिकमाह निजस्थानेति ॥ १९ ॥

निजस्थानस्थित इत्यनेन किं बाह्यादिदेशस्थितत्वमेवोच्यते नेत्याह न बाह्य इति। तत्र हेतुमाह बुद्धेरिति। तर्हि किं विवक्षितमित्यत आह बुद्ध्यादीति। आदिशब्देन इन्द्रियादयो गृह्यन्ते। संशान्तिशब्देन तत्प्रतीत्युपरतिर्व्विवक्षिता ॥ २० ॥

যেমন গবাক্ষদ্বার দিয়া যখন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থিরতর রবিকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তখন যদি কেহ সেই গবাক্ষদ্বারে হস্তচালন করে, তাহাহইলে সেই রবিকিরণ চলিতেছে, ইহাই বোধহয়। বস্তুতঃ সেই আতপ চলে না, তাহা স্থিরভাবেই থাকে, কেবল সেই হস্তচালনদ্বারা আতপের চাঞ্চল্য বোধহয়, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্য স্বস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি কখনও অন্তরে কি বাহ্যে গমনাগমন করেন না। তথাপি বুদ্ধির চাঞ্চল্যবশতই বোধহয় যেন সেই সাক্ষিচৈতন্য চলিতেছেন; বাস্তবিক সাক্ষিচৈতন্য চঞ্চল নহে ॥ ১৮-১৯ ॥

যিনি সাক্ষিচৈতন্য, তাঁহার বাহ্যেও স্থান নাই এবং অন্তরেও স্থান নাই। বুদ্ধিরই কেবল বাহ্য ও আন্তরিক উভয়বিধ স্থান আছে। সেই সাক্ষিচৈতন্য বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট হইলে কখন অন্তরে এবং কখন বা বাহ্যে অবস্থিতি করেন, কিন্তু যখন তাঁহার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি বিনষ্ট হয়, তখন সেই সাক্ষিচৈতন্য স্বপ্রকাশরূপে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

देशः कोऽपि न भावेत यदि तर्हि स्वदेशभाक्।
सर्व्वदेशप्रकाशत्वेव सर्व्वगत्वं न तु स्वतः॥ २१॥
अन्तर्व्वहिर्वा सर्व्वं वा यं देशं परिकल्पयेत्।
बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्॥ २२॥
यद्यद्रूपादि कल्पेत बुद्ध्या तत् तत् प्रकाशयन्।
तस्य तस्य भवेत् साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः॥ २३॥

ननु सर्व्वव्यवहारोपरतौ देश एव नोपलभ्यते कुतस्तद्विशिष्टत्वमुच्यते इत्याशङ्क्य स्वाभिप्रायमाविष्करोति देश इति। देशादिकल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्तदेशापेक्षा नास्तीति भावः। ननु देशाद्यभावे शास्त्रे सर्व्वगतत्वसर्व्वसाक्षित्वाद्युक्तिर्व्विरुध्येत इत्यत आह सर्व्वदेशेति। स्वाभाविकमेव किं न स्यादित्यत आह न त्विति। अद्वितीयत्वादसङ्गत्वाच्चेति भावः॥ २१॥

सर्व्वगतत्ववत् सर्व्वसाक्षित्वमपि न वास्तवमित्याह अन्तर्व्वहिर्व्वेति॥ २२॥

तथा वस्तुषु योजयेदित्येतत् प्रपञ्चयति यद् यदिति। तर्हि किं तस्य निजं रूपमित्यत आह स्वत इति॥ २३॥

যদি বল, সাক্ষিচৈতন্যের বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপাধি বিনষ্ট হইলেও দেশের অসদ্ভাবে স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ সম্ভব হয় না, তথাপি ব্যবহারিক দেশের সদ্ভাবপ্রযুক্ত এবং সেই দেশের সম্বন্ধবশতঃ সেই সাক্ষিচৈতন্যের সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করা যায়। (কিন্তু ইহা তাঁহার স্বভাব নহে, তিনি অদ্বিতীয় ও অসঙ্গ)॥ ২১॥

যেমন পরব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদিত হইল, সেইরূপ তাঁহার সর্ব্বসাক্ষিত্বও আছে। অন্তরে, বাহিরে, অথবা অন্য যে কোনস্থানে তাঁহার কল্পনা করা যায়, বুদ্ধি সেই স্থানেই গমন করিতে পারে; সুতরাং সেই বুদ্ধির সহকারে সাক্ষিচৈতন্য সর্ব্ববস্তুতে গমন করিতে পারেন॥ ২২॥

বুদ্ধিদ্বারা রূপাদি যে কোন বস্তু কল্পনা করা যায়, পরব্রহ্ম সেই সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করেন, অতএব পরমব্রহ্মই সেই সকল প্রকাশ্য বস্তুর সাক্ষী হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। (কেহ তাঁহাকে

कथं तादृग् मया ग्राह्यमिति चेन्नैव गृह्यताम्।
सर्व्वग्रहोपसंयान्तौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥
न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः।
तादृक् व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत् श्रुतिं पठ गुरोर्मुखात् ॥ २५ ॥

अथात्मनोगोचरत्वे मुमुक्षुणा न गृह्यते इति शङ्कते कथमिति। अथात्मत्वमिष्टमेवेत्याह नैव इति। नन्वात्मनो ग्राह्यत्वाभावे विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयमित्युक्तं परमात्मावशेषणं न सिध्यदित्यत आह सर्व्वग्रहेति। स्वात्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वनिश्चयेन तत्प्रतीत्युपशान्तौ स्वात्मैव सत्यतयावशिष्यते इति भावः ॥ २४ ॥

यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तदपरोक्षाय किञ्चित् प्रमाणमपेक्षितमित्यत आह न तत्रेति। तत्र हेतुमाह स्वप्रकाशेति। ननु आत्मा स्वप्रकाशतया स्वस्फूर्त्तौ मानं नापेक्षते इति व्युत्पत्तिसिद्धे मानमपेक्षितमित्याशङ्क्य श्रुतिरेवात्र प्रमाणमित्याह तादृगिति ॥ २५ ॥

বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া তাঁহার সমস্ত পরিচয় দিতে পারে না এবং তাঁহার মাহাত্ম্য কেহ মানসেও ধারণ করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

যদি পরব্রহ্ম বাস্তবিক বাক্য ও মনের অগোচর হইলেন, তবে সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে কিরূপে গ্রহণ করিব? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি তোমার এইরূপ আশঙ্কা হয়, তবে তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিও না। অগ্রে পরব্রহ্মের গ্রহণ বিষয়ে যে সকল বিঘ্ন আছে, সেই সকল বিঘ্ননিবারণের উপায় অন্বেষণ কর, তাঁহাহইলেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন। কারণ, মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের বিঘ্ন নিবারিত হইলেই সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। (আত্মাতিরিক্ত দ্বৈত মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হইলেই পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন) ॥ ২৪ ॥

যদিও দ্বৈত মিথ্যাজ্ঞানের শান্তি হইলেই সেই ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতি প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু সেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, অতএব তাঁহার গ্রহণবিষয়ে অন্য কোন প্রমা-

যদি সর্ব্বপরিত্যাগোঽশক্যস্তর্হি ধিয়ং ব্রজ।
শরণং তদধীনোঽন্তর্বহির্বৈষোঽনুভূয়তাম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি নাটকদীপোনাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

এবমুত্তমাধিকারিণ আত্মানুভবোপায়মভিধায় মন্দাধিকারিণস্তং দর্শয়তি যদি সর্বেতি। বুদ্ধিশরণত্বে কিং ফলমিত্যত আহ তদধীন ইতি। বুদ্ধ্যা যদ্ যদ্ পরিকল্প্যতে বাহ্যমান্তরং বা তস্য তস্য সাক্ষিত্বেন তদধীনঃ পরমাত্মা তথৈবানুভূয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি নাটকদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ণের অপেক্ষা নাই। আর তুমিও যদি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে গুরুর নিকটে শ্রুতির উপদেশ গ্রহণ কর। (গুরুর উপদেশানুসারে শ্রুতি প্রতিপাদ্য কার্য্য করিলে সেই সচ্চিদানন্দ অবাঙ্মনস গোচর পরব্রহ্ম তোমার মানসে স্বয়ং প্রকাশ পাইবেন) ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উত্তমাধিকারীর প্রতি আত্মতত্ত্ব বিচারের উপদেশ নিরূপণ করিয়া যাহারা উক্তপ্রকার উপদেশানুসারে আত্মতত্ত্ব বিচারে অসমর্থ, তাহাদিগের প্রতি অন্য প্রকার উপদেশ নির্ণয় করিতেছেন।—এই জগতে পুত্রকলত্রাদি বিষয় সকলই আত্মতত্ত্ব বিচারের বিঘ্নস্বরূপ, যাঁহারা সেই সকল বিঘ্ন নিবারণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বুদ্ধির শরণাগত হইয়া বিবেচনা করুন এবং বুদ্ধির অধীন আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় সকলের স্বভাব আলোচনা করুন। (সকলপ্রকার বিষয়ের স্বভাব আলোচনা করিলেই সেই সকল বিষয়ের অসারত্বজ্ঞান হইবে এবং তখন অনায়াসে সেই সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারের শক্তি জন্মিবে) ॥ ২৬ ॥

ইতি নাটকদীপ সমাপ্ত।

ब्रह्मानन्दे योगानन्दोनाम-

एकादशः परिच्छेदः।

ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः।
ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातं हित्वा सुखायते ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
ब्रह्मानन्दार्थं ग्रन्थ योगानन्दो विविच्यते ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिपूरणाय परिपन्थिकल्मषनिवृत्तयेऽभिमतदेवता-तत्त्वानुसन्धानलक्षणं मङ्गलमाचरन् श्रोतृप्रवृत्तिसिद्धये प्रयोजनमभिधेयमाविष्कुर्वन् ग्रन्थार्थं प्रतिजानीते ब्रह्मानन्दमिति। निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात् कर्तुमनीश्वराः। ये मन्दास्तेऽनुकम्प्याः सविशेषानुपपत्तिरिति सविशेषब्रह्मस्वरूपाणां देवतानां तत्त्वस्य निर्विशेषब्रह्मरूपत्वाभिधानात् ब्रह्मणश्च आनन्दो ब्रह्मेत्यादिश्रुतिभिरानन्दरूपताभिधानात् ब्रह्मानन्दमित्यानन्दरूपस्य ब्रह्मणो वाचकशब्दप्रयोगेण यद्वै मनसा ध्यायति तद् वाचा वदतीति श्रुतिप्रोक्तन्यायेन ब्रह्मानुसन्धानलक्षणं मङ्गलाचरणमिदम्। ब्रह्मणश्च सर्ववेदान्तप्रतिपाद्यत्वात् तत्प्रकरणरूपस्यास्य ग्रन्थस्यापि तदेव विषय इति ब्रह्मशब्दप्रयोगेण विषयश्चापि सूचितः ऐहिकेत्यादयुत्तरार्द्धेनानिष्टनिवृत्तीष्टप्राप्तिरूपं प्रयोजनद्वयं सूचयतः एतीक ब्रह्मानन्दमिति ब्रह्म चासावानन्दश्चेति ब्रह्मानन्दः वाच्यवाचकयोरभेदोपचारात् तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽपि ब्रह्मानन्दः तं प्रवक्ष्यामीति तस्मिन् प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपे ब्रह्मानन्दे ज्ञातेऽवगते सति ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रात ऐहिकानाम् इह लोके भवानां देहपवादिष्वहं ममाभिमानप्रयुक्तानाम् आध्यात्मिकादितापानाम् आमुष्मिकानाम् अमुष्मिन् परलोके भवानाञ्च तेषामनर्थानां व्रातः

এই গ্রন্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায় নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ ব্রহ্মবিজ্ঞানের আনন্দ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মানন্দকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে যোগানন্দই এই প্রকরণের বিবেচ্য, এইনিমিত্ত ইহাই অগ্রে নিরূপণ করিতেছেন।—যাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ঐহিক ও পারত্রিক বিঘ্ন সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া

ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् ।
रसो ब्रह्मरसं लब्ध्वानन्दी भवति नान्यथा ॥ २ ॥

समूहः तम् अशेषतो निःशेषं यथा भवति तथा छित्वा परित्यज्य सुखायते सुखस्वरूपं ब्रह्मैव भवति ॥ १ ॥

ब्रह्मज्ञानस्यानिष्टनिवृत्तीष्टप्राप्तिहेतुत्वे बहूनि श्रुतिस्मृतिवाक्यानि प्रमाणानि सन्तीति प्रदर्शयितुकामस्तावत् ब्रह्मविदाप्नोति परं श्रुतं चैव मेव भगवद्दुःखेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु इति च वाक्यद्वयमर्थतः पठति ब्रह्मविदिति । ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित् परम् उत्कृष्टमानन्दरूपं ब्रह्म प्राप्नोति आत्मवित् भूमशब्दवाच्यं दशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यं आत्मानं वेत्तीति आत्मवित् शोकं संसृष्टं पुरुषं शोचयतीति शोकस्तमो मूलः संसारः तं तरति अतिक्रामति । ननूदाहृततैत्तिरीयश्रुतिवाक्ये ब्रह्मज्ञानस्य परप्राप्तिहेतुतैवावभासते नानन्दप्राप्तिहेतुतेत्याशङ्क्य आनन्दप्राप्तिहेतुत्वप्रतिपादनपरं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवति इति तदीयमेव वाक्यमर्थतः पठति रस इति । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इति प्रकरणादौ ब्रह्मात्मशब्दाभ्यां अभिहितो य आत्मा स रसः सारः आनन्दरूप इत्यर्थः । रसमानन्दरूपं ब्रह्म लब्ध्वा ब्रह्माहमस्मीति ज्ञानेन प्राप्यानन्दीभवति अपरिच्छिन्ननिरतिशयसुखवान् भवति । उक्तमर्थं व्यतिरेकप्रदर्शनेन द्रढयति नान्यथेति । अन्यथा ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानं विना साधनान्तरानुष्ठानेन आनन्दीभवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

পরমসুখস্বরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব সেই পঞ্চপ্রকার ব্রহ্মানন্দের মধ্যে একক্ষণে যোগানন্দ বিবৃত হইতে চলিল ॥ ১ ॥

নানাপ্রকার স্মৃতি ও শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা অনিষ্টনিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তি হয়। এই শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থের প্রতীতির নিমিত্ত শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানী তাঁহারা শোকমোহময় এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। পরব্রহ্ম রসস্বরূপ, যে সকল সাধক সেই অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মরসাস্বাদ করিতে পারেন, তাঁহারা যে পরমব্রহ্মকে লাভ করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন, তাহার

प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् यदा स्यादथ सोऽभयः।
कुरुतेऽस्मिन्नन्तरञ्चेदथ तस्य भयं भवेत् ॥ ३ ॥

एवमन्वयमुक्त्वा इष्टप्राप्तानिष्टनिवृत्तिप्रतिपादनपराणि वाक्यानि प्रदर्श्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यामनर्थनिवृत्तिप्रदर्शनपरं यदा ह्येष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति इति वाक्यद्वयमर्थतोऽनुक्रामति प्रतिष्ठामिति। अयमयमर्थः यदा यस्मिन् काले ह्येति विद्वत्प्रसिद्धिप्रदर्शनपरो निपातः एवेत्ययमेवानर्थनिवृत्त्युपायो नान्य इति नियमानर्थः एष सुमुक्षुरेतस्मिन् विद्वदनुभवगम्ये अदृश्ये इन्द्रियागोचरे अनात्म्ये अनात्मीये स्वरूपतया स्वकीयत्वरहिते अनिरुक्ते निरुक्तं निर्वचनं शब्देनाभिधानं यत्र नास्ति तदनिरुक्तं तस्मिन् अनिलयने निलीयतेऽस्मिन्निति निलयनमाधारः स न विद्यते यस्य तस्मिन् स्वमहिमस्थित इत्यर्थः अभयमद्वितीयं द्वितीयाद्वै भयं भवतीति श्रुतेर्भयशब्देनात्र भयहेतुर्भेदो लक्ष्यते न विद्यते भयं भेदो यथा भवति तथा प्रतिष्ठां प्रकर्षेण संशयविपर्ययराहित्येन स्थितिः ब्रह्माहमस्मीत्यवस्थानं प्रतिष्ठा तां विन्दते गुरूपसत्त्यादिना श्रवणादिकं कृत्वा लभते अथ तदानीमेव स एवं विद्वान् अभयं भयरहितं सोऽद्वयमद्वितीयं ब्रह्म गतः प्राप्तो भवति ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीति श्रुतेः यदा यस्मिन्नेव काले एषः पूर्वोक्तः एतस्मिन्नदृश्यमानत्वादिगुणके प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि उत इति निपातोऽप्यर्थः अरमुत अल्पमपि अन्तरं भेदं उपास्योपासकादिलक्षणं कुरुते पश्यति धातूनामव्ययानाञ्चानेकार्थत्वात् अथ तदानीमेव तस्य भेददर्शिनो भयं संसारप्रयुक्तं दुःखं भवति ॥ ३ ॥

আর সন্দেহ নাই। (পরন্তু সেই ব্রহ্মরসাস্বাদন জন্য আনন্দ অনন্তকাল ভোগ করিলেও তাহার শেষ হয় না) ॥ ২ ॥

যে কালে সাধক সেই স্বপ্রকাশমান পরমাত্মাতে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ গুরুর উপদেশদ্বারা নিঃসংশয়রূপে "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকারে জানিতে পারেন, সেই সাধক নির্ভয়চিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। কোন স্থানেও তাহার ভয় থাকে না। আর যে ব্যক্তি, সেই সচ্চিদানন্দময় প্রভুকে না জানিয়া "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া সেই পরমাত্মাকে বিভিন্ন জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বদা সভয়চিত্তে অবস্থিতি করেন। কোনকালেও তাঁহার চিত্ত নির্ভয় থাকিতে পারে না। ("আমার

वायुः सूर्यो वह्निरिन्द्रो मृत्युर्जघ्नान्तरेऽन्तरम् ।
कृत्वा धर्मं विजानन्तोऽप्यस्माद् भीत्वा चरन्ति हि ॥ ४ ॥
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् बिभेति कुतश्चन ।

भेददर्शिनां भयं भवतीत्येतत् दृढीकर्तुं ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानरहितानां वायुादीनां भयप्रदर्शनपरं भीषाऽस्मात् वातः पवते इत्यादिवाक्यमर्थतः पठति वायुरिति। वायुादयो जगन्नियामकत्वेन प्रसिद्धाः पञ्चापि देवताः अतीते जन्मनि धर्मेमिष्टापूर्त्तादिलक्षणं विजानन्तोऽपि ज्ञानपूर्वकमनुष्ठितवन्तोऽपि अन्तरं प्रत्यग्ब्रह्मणोभेदं कृत्वाऽस्मात् ब्रह्मणो भीत्वाऽस्मिन् वायुादिजन्मनि चरन्ति स्वस्वव्यापारेषु सदा वर्त्तन्ते हिशब्देन भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः "इति कठश्रुतौ यमेनोक्तां प्रसिद्धिं कथयति ॥ ४ ॥

ननु तरति शोकमात्मविदित्यादिषूदाहृतवाक्येषु ब्रह्मानन्दज्ञानस्यानर्थनिवृत्तिहेतुत्वं स्पष्टं नाभिधीयते इत्याशङ्क्य तथा प्रतिपादनपरं वाक्यमुदाहरति आनन्दमिति। राज्ञः शिर इतिवद् भेदव्यपदेश औपचारिकः ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानन्दं विद्वानपरोक्षया जानन् पुरुषः कुतश्चन कस्मादपि ऐहिकभयहेतोर्व्याघ्रादेः पारलौकिकभयहेतोः पापादेर्वा न बिभेति भयं न प्राप्नोति। ननु तत्त्वविदः पापादेर्भयं नास्तीति एतत् कुतोऽवगम्यते इत्या

বিষয় নষ্ট হইল, আমার পুত্রকলত্রাদির অমঙ্গল হইল" ইত্যাদি চিন্তা ব্রহ্মবিজ্ঞানপরাঙ্মুখ ব্যক্তির চিত্তকে সর্ব্বদা ক্লেশপ্রদান করে) ॥ ৩ ॥

বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র এবং যম এই পঞ্চ দেবতারা জন্মান্তরে নানাপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সেই স্বপ্রকাশমান পরমব্রহ্মকে জানিতে না পারিয়াই তাঁহার ভয়ে স্বস্ব বিষয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই পরমাত্মার আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন। (বায়ু প্রভৃতি যে তাঁহার আজ্ঞাপ্রতিপালনের জন্য সর্ব্বদা সভয়চিত্তে কার্য্য করিতেছেন, তাহার প্রতি অজ্ঞানই কারণ) ॥৪॥

যে বিদ্বান্ সাধক ব্রহ্মানন্দ জানিতে পারিয়াছেন, তিনি এই জগতে কাহাকেও ভয় করেন না। আত্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি শোক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। পাপপুণ্য কর্ম্মের চিন্তাস্বরূপ অগ্নি আত্মজ্ঞানীকে পরিতাপ দিতে পারে না। "আমি কোন পুণ্যজনক কর্ম্ম করিলাম না, পরকালে

एतमेव तपेन्नैषा चिन्ता कर्म्माग्निसम्भृता ॥ ५ ॥
एवं विद्वान् कर्म्मणी द्वे हित्वात्मानं स्मरेत् सदा।
कृते च कर्म्मणी स्वात्मरूपेणैवैष पश्यति ॥ ६ ॥

ब्रह्म तत्प्रतिपादकम् एतं ह वाव न तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिति वाक्यमर्थतः पठति एतमिति। कर्म्माग्निसंभृता पुण्यपापरूपं कर्मैवाग्निरकरणकरणाभ्याम् अग्निवत् सन्तापहेतुत्वात् तेन संभृता सम्पादिता एषा पुण्यं नाकरवं कस्मात् पापन्तु कृतवान् कुत इत्येवंरूपा चिन्ता एतमेव तत्त्वविदमेव न तपेत् न सन्तापयेत् नान्यमविद्वांसं स तु तया चिन्तया सदा सन्तप्यते इत्यर्थः ॥ ५ ॥

पुण्यपापयोरतापकत्वे हेतुप्रदर्शनपरं स य एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानं स्पृणुते इति वाक्यद्वयमर्थतः पठति एवमिति। स यः कश्चित् पुमान् एवमुक्तप्रकारेण स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इत्यनेन प्रकारेण विद्वान् जानन् वर्त्तते स एते पुण्यपापे हित्वेत्यध्याहारः आत्मानं ब्रह्माभिन्नं प्रत्यक्षं स्पृणुते प्रीणयति सदा स्मरेदित्यर्थः यतः पुण्यपापयोर्मिथ्यात्वानुसन्धानेन हानं कृतम् अतस्तद्विषया चिन्तैव नास्ति कुतस्तन्निमित्तकस्ताप इत्यभिप्रायः। किञ्च एष विद्वान् एते पूर्व्वोक्ते पुण्यपापरूपे कर्म्मणी देहेन्द्रियादिप्रवृत्त्या जनिते स्वात्मरूपेणैव इदं सर्व्वं यदयमात्मेत्यादिवाक्योक्तप्रकारेण पश्यति जानातीत्यर्थः अतः स्वात्माभिन्नत्वादप्यतापकत्वमिति भावः ॥ ६ ॥

আমার কি গতি হইবে এবং নিয়ত দুষ্কর্ম্ম করিতেছি, সুতরাং আমাকে জন্মান্তরে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইবে” এইরূপ চিন্তা আত্মজ্ঞানীকে কখনই উদ্বিগ্ন করিতে পারে না। (আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ইহকালে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে ভয় করেন না এবং পরকালেও নরকাদিভোগদ্বারা অশেষ যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হয়েন না) ॥ ৫ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পাপপুণ্যজনক কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বচিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, আর তাঁহারা যদিও কখন অন্যকোন কর্ম্ম করেন, তখন সেই সকল কর্ম্মকেও আত্মতত্ত্বস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন। (তত্ত্বজ্ঞানীরা যাহা কিছু কর্ম্ম করেন, সেই সমুদায়ই পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া থাকেন) ॥ ৬ ॥

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ७ ॥
तमेव विद्वानमृत्यु इति मृत्युं पन्था न चेतरः ।

ननु नाभुक्तं क्षीयते कर्म्म कल्पकोटिशतैरपीत्यादिशास्त्रसद्भावादनादौ संसारे बहुजन्मोपार्जितेषु पुण्यापुण्यलक्षणेषु कर्म्मस्वसंख्येषु अप्रसिद्धत्वेनात्मतयानुमन्यानायोग्येषु सत्सु कथं तद्विषया चिन्ता न भवेदित्याशङ्क्य सनिदानानां तेषां तत्त्वज्ञानेन विनाशितत्वान्न चिन्ताजनकत्वमित्यभिप्रायेण हृदयग्रन्थ्यादिनिवृत्तिपरं मुण्डकादिश्रुतिषु स्थितं वाक्यं पठति भिद्यत इति। परावरे परमपि हिरण्यगर्भादिकं पदम् अवरं निकृष्टं यस्मात् तस्मिन् परात्मनि दृष्टे साक्षात्कृतेऽस्य साक्षात्कारवतो हृदयस्य बुद्धेश्चिदात्मनश्च ग्रन्थिवद्दृढसंश्लेषकत्वात् ग्रन्थिरन्योन्याध्यासो भिद्यते विदीर्यते विनश्यतीत्यर्थः सर्व्वसंशयाः आत्मा देहादिव्यतिरिक्तो न वा देहादिव्यतिरिक्तोऽपि कर्त्तृत्वादिधर्म्मयोगी नु वा अकर्त्तृत्वेऽपि तस्य ब्रह्मणो भेदोऽस्ति न वा अभेदेऽपि तज्ज्ञानं कर्म्मादिसहितं मुक्तिसाधनं केवलं वेत्यादयश्छिद्यन्ते द्वैधीक्रियन्ते तत्त्वतः साक्षात्कृतस्य वस्तुनः संशयविपर्य्ययविषयत्वादर्शनादिति भावः कर्म्माणि सञ्चितानि पुण्यापुण्यलक्षणानि क्षीयन्ते सनिदानज्ञाननाशेन विनश्यन्तीत्यर्थः ॥ ७ ॥

ननु कुर्व्वन्नेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म्म लिप्यते नरे। विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद् वेदोभयं सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते इत्यादिश्रुतेः कर्म्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। यथान्नं मधुसंयुक्तं मधुचान्नेन संयुतम्। एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत् इत्यादिस्मृतेश्च केवलस्य

যিনি পরাপর, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট, সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মার তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের হৃদয়গ্রন্থি সকল বিনষ্ট হয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিষয়বাসনা বিদূরিত হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয়, কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের সংশয় থাকে না, সর্ব্ববিষয় তাঁহাদিগের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে এবং সদসৎ কর্ম্ম সকল পরিক্ষয় পায়। পরন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সৎকর্ম্মের নিমিত্ত ব্যস্ত হয় না এবং অসৎ কর্ম্মকেও ভয় করে না ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্, সেই ব্যক্তি মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্ সাধকের কখনও মৃত্যু হয় না এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানভিন্ন মৃত্যুকে

ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्न जन्मभाक् ॥ ८ ॥
देवं मत्वा हर्षशोकौ जहात्यत्रैव धैर्य्यवान्।

ज्ञानसमुच्चितस्य वा कर्म्मणो मुक्तिहेतुत्वं स्यादित्याशङ्क्य उदाहृतवाक्यस्थस्य अलेपशब्दस्य पापनिवृत्तिपरत्वात् संसिद्धिशब्देन च ज्ञानसाधनचित्तशुद्ध्यभिधानात् विद्याशब्देन चोपासनाया विवक्षितत्वान्न कर्म्मणो मुक्तिसाधनत्वम् इत्यभिप्रायेण साधनान्तरनिषेधपरं तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्वेताश्वतरवाक्यमर्थतः पठति तमेवेति। तं पूर्व्वोक्तं परमात्मानं विद्वानेव मृत्युं संसारमत्येति अतिक्रामति इतरः समुच्चयरूपः केवलकर्म्मरूपो वा पन्था मार्गो मोक्षोपायो न च नैव विद्यते। ननूदाहृतासु श्रुतिषु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ऐहिकानिष्टनिवृत्तिरेव प्रधान्येनावभासते नामुष्मिकीत्याशङ्क्य आमुष्मिकस्यानिष्टस्य भाविजन्मपूर्व्वकत्वात् तस्य सनिष्टनस्याभावप्रतिपादकं ज्ञात्वा देवं सर्व्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्मसृत्युप्रहानिरिति श्वेताश्वतरवाक्यमर्थतः पठति ज्ञात्वेति। देवं स्वप्रकाशं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म ज्ञात्वाऽपरोक्षतयानुभूय स्थितस्यकामक्रोधादीनां सर्व्वेषां पाशानां हानिर्भवति तैः पाशशब्दाभिधेयैः रागादिभिः क्लेशैः क्षीणैर्नष्टैर्भाविजन्महेतुकर्म्मारम्भायोगाच्च तन्न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

ननु शोकतरणादिरूपं फलं श्रूयत एव नानुभूयते ज्ञानिनामपीष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थं प्रवृत्तिदर्शनादित्याशङ्क्य दृढापरोक्षज्ञानिनां तदभावप्रतिपादनपरमध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहातीति कठश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति देवमिति। धैर्य्यवान् ब्रह्मचर्य्यादिसाधनसम्पन्नो देवं चिदानन्दादिलक्षणं मत्वावगम्यावैवास्मिन्नेव जन्मनि हर्षशोकौ जहाति। एतमेव तपेन्नेषा चिन्ता कर्म्माभिसंभृता इत्युक्तार्थे विशेषप्रदर्शनपरं नैनं कृताकृते पुण्यपापे तपत इति ब्राह्मणवाक्यमर्थतः पठति नैनमिति। पूर्व्वमकृतं पुण्यं कृतञ्च

অতিক্রম করিবার অন্য উপায় নাই। সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সংসারবন্ধন শিথিল হয়, সাংসারিক ক্লেশ সকল বিদূরিত হয় এবং পুনর্জন্ম নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

সুধীর ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে ইহলোকেই হর্ষশোকাদি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আত্মজ্ঞানী পুরুষ কোন বিষয় লাভ করিয়া হর্ষিত হয়েন না এবং কোনরূপ অনিষ্টাপাতেও বিষাদ অনুভব করেন না। কৃত বা অকৃতপুণ্য বা পাপ তাঁহাকে পরিতাপ দিতে পারে না। (তত্ত্বজ্ঞানী

नैनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित् ॥ ९ ॥
इत्यादिश्रुतयो ब्रह्मः पुराणैः स्मृतिभिः सह।
ब्रह्मज्ञानेऽनर्थहानिमानन्दाप्त्यधोषयन् ॥ १० ॥

पापं तत्त्वविदस्तापहेतुर्न भवतीत्युक्तम् इह तु कृतमकृतं वा पुण्यं पापं वा तथाविधं तापकं न भवतीत्युच्यते इति विशेषः। तथाहि तापो नाम चित्तविकारविशेषः पुण्यं कृतं सत् हर्षलक्षणं विकारमुत्पादयति अकृतं विषादं पापं पुनस्तद्विपरीतेनाकृतं हर्षमुत्पादयति कृतं विषादम्। तत्त्वविदस्तु उभे अपि उभयविधविकारहेतू न कदाचित् भवतः अविक्रिय-ब्रह्मरूपत्वज्ञानादित्यभिप्रायः ॥ ९ ॥

नन्वियन्त्येव वाक्यानि प्रमाणानि नेत्याशङ्क्याह इत्यादिश्रुतय इति। आदिशब्देन इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापि यान्ति। तत् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्। निचाय्य तं मृत्यु-मुखात् प्रमुच्यत इत्याद्याः श्रुतयो गृह्यन्ते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति। चेतनस्यात्मविज्ञानाद् विशुद्धिः परमात्मता इत्यादि-पुराणस्मृतिवचनैः सह प्रमाणानीत्यर्थः। उदाहृतानां श्रुतिस्मृतिपुराणवाक्यानां सर्वेषां तात्पर्यमाह ब्रह्मज्ञाने इति ॥ १० ॥

ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়াও অভিমানী হয় না, এবং পাপকর্ম্ম করিয়াও কুণ্ঠিত হয় না। আর ভবিষ্যতে কোন সৎকার্য্য করিব, এই আশয়ে উৎসাহিত হয় না এবং পাছে কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে হয়, এই ভাবিয়া ব্যাকুল হয় না) ॥ ৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের প্রমাণ এবং যুক্তিদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। (যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিয়া সেই সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের কোনরূপ সংসার-যাতনা ভোগ হয় না এবং অনন্তকাল এইরূপ অতুল আনন্দভোগ হইতে থাকে। যে কদাচ সেই অপরিসীম আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় না) ॥ ১০ ॥

आनन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा।
विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥ ११ ॥
भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणाद् ब्रह्मलक्षणम्।
अन्नप्राणमनोबुद्धीस्त्यक्त्वानन्दं विजज्ञिवान् ॥ १२ ॥

ननु ब्रह्मानन्द इत्यानन्दस्य ब्रह्मपदेन विशेषणादानन्दान्तरमस्तीत्यवगम्यते स कतिविधः कीदृशश्चानन्द इत्याकाङ्क्षायां तद्वेदनपूर्व्वकं ब्रह्मानन्दविवेचनं प्रतिजानीते आनन्द इति। ब्रह्मानन्दो विद्यानन्दो विषयानन्द इत्यनेन प्रकारेण आनन्दस्य वैविध्यमवगम्यते तत्रैतरीयानन्दयोर्ब्रह्मानन्दमूलत्वादादावध्यायद्वयेन ब्रह्मानन्दो विभज्य प्रदर्श्यत इत्यर्थः ॥ ११ ॥

तत्रादौ तावत्तैत्तिरीयश्रुतिपर्य्यालोचनायामानन्दरूपं ब्रह्मावगम्यते इत्यभिप्रायेण भृगुवल्ल्या अर्थं संक्षेपेण दर्शयति भृगुरिति। भृगुनामकः पुत्रः पितुर्व्वरुणाख्यात् ब्रह्मलक्षणं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेत्येवं रूपं श्रुत्वान्नमयादिकोषेषु तल्लक्षणासम्भवेन तेषाम् अब्रह्मत्वं निश्चित्य आनन्दमानन्दमयकोषस्य पञ्चमावयवत्वेन ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति श्रुतं विज्ञभूतमानन्दं ब्रह्मलक्षणबीजतया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवानित्यर्थः ॥ १२ ॥

"ब्रह্মানন্দ" এই শব্দদ্বারা জানা যায় যে, অন্যান্য প্রকারও আনন্দ আছে, অতএব আনন্দের প্রকারভেদ ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ;—আনন্দ তিন প্রকার,—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ। এই ত্রিবিধ আনন্দের মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেছেন ॥ ১১ ॥

বরুণতনয় ভৃগু স্বীয় জনকের নিকট পরব্রহ্মের লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়া অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষ এই কোষচতুষ্টয়ের বিচারপূর্ব্বক সেই সকল কোষ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছিলেন। (প্রথমতঃ অন্নময়কোষে ব্রহ্মত্বের আশঙ্কা হইয়া সেই কোষের স্বরূপ বিচারদ্বারা তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণ দেখিতে না পাইয়া অব্রহ্মজ্ঞানে সেই অন্নময়কোষে ব্রহ্মত্বের আশঙ্কা নিবারিত হওয়াতে সেই কোষকে অতিক্রম করিলেন। এইরূপে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষেও ব্রহ্মবিজ্ঞানের

আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
তেষাং লয়শ্চ তত্রান্তো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥
ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জনাৎ।

কথমানন্দে তল্লক্ষণং যোজিতবানিত্যাশঙ্ক্য তদ্যোজনপ্রকারদর্শনপরম্ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি বাক্যমর্থতঃ পঠতি আনন্দাদিতি। ব্রাহ্মধর্ম্মনিমিত্তকানন্দাদেব ভূতানি প্রাণিনো জায়ন্তে তেন বিষয়ভোগাদিনিমিত্তকেনানন্দেন জীবনং প্রাপ্নুবন্তি তেষাং প্রাণিনাং লয়শ্চ তত্র তস্মিন্ সুষুপ্তিকালীনে স্বস্বরূপভূতে আনন্দ এব ভবতি সুষুপ্তাবানন্দব্যতিরেকেণ কস্যাপ্যনুভবাভাবাৎ। অত আনন্দো ব্রহ্মৈব সর্ব্বানুভবসিদ্ধত্বান্নাত্র সংশয়ঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ॥ ১২॥

এবং তৈত্তিরীয়শ্রুতিতাৎপর্য্যালোচনয়া ব্রহ্মণ আনন্দরূপতা প্রদর্শ্য ছান্দোগ্যশ্রুতিতাৎপর্য্যালোচনয়াপি তাং দিদর্শয়িষুঃ সনৎকুমারনারদসংবাদরূপে সপ্তমাধ্যায়ে স্থিতস্য ভূমরূপপ্রতিপাদকস্য যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমেত্যাদিবাক্যস্যার্থং সংক্ষেপেণাহ ভূতোৎপত্তেরিতি। ভূতানামাকাশাদীনাং তৎকার্য্যাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং চোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জনাৎ দ্রষ্টৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপাণাং পুটানামাকারাণাং সমাহারস্ত্রিপুটী সৈব দ্বৈতং তস্য বর্জনমভাবস্তস্মাৎ ভূমা দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা

নিবৃত্তি হওয়াতে অবশেষে সেই আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইয়াছিল)॥ ১২॥

অন্নময়াদি পূর্ব্বোক্ত কোষচতুষ্টয়ে ব্রহ্মলক্ষণের নিরাস হইয়া আনন্দময়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিভাসিত হয়। যেহেতু আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই প্রাণিসকল উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল উৎপন্ন প্রাণী সেই আনন্দময় ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে জীবিত থাকে, আর অন্তকালে সেই প্রাণিগণ সেই আনন্দময়ে বিলীন হয়, অতএব সেই পরব্রহ্ম যে সম্পূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তাহার সন্দেহ নাই॥ ১৩॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাদ্বারা পরব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাদ্বারাও পরব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন মানসে সনৎকুমার ও নারদ সংবাদ উপন্যাস করিতেছেন।—ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই

ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥ १४ ॥
विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः।
ज्ञेयाः शब्दादयो नैतत् त्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥
त्रयाभावे तु निर्द्वैतः पूर्ण एवानुभूयते।
समाधिसुप्तिमूर्च्छासु पूर्णः सृष्टेः पुरा तथा ॥ १६ ॥

परिच्छेदशून्यः परमात्मा भावानयने द्रव्यानयनमिति न्यायाद् मुनेवासीदित्यध्याहारः। तदेव द्वैतवर्जनमुपपादयति ज्ञातृज्ञानेति। वक्ष्यमाणज्ञातृत्वादिरूपा त्रिपुटी प्रलयकाले नास्तीत्येतत् सर्व्ववेदान्तसम्मतमिति हिशब्दप्रयुक्तस्यायमभिप्रायः ॥ १४ ॥

इदानीं ज्ञातृत्वादिस्वरूपं दर्शयति विज्ञानमय इति। परमात्मन उत्पन्नो बुद्ध्युपाधिको जीवो विज्ञानमयः ज्ञाता मनसि प्रतिबिम्बितं मनोमयशब्दवाच्यं चैतन्यं ज्ञानं शब्दस्पर्शादयो ज्ञेयाः प्रसिद्धाः इदं त्रयं कार्य्यत्वादुत्पत्तेः पुरा कारणव्यतिरेकेण नास्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥

फलितमाह त्रयेति। ज्ञातृत्वादित्रयाभावे निर्द्वैतो द्वैतरहितः पूर्ण एवात्मानुभूयते। कुत्रानुभूयत इत्यत आह समाधीति। विशदनुभवप्रदर्शनाय समाधित्रयस्य सर्व्वानुभवसोतनाय सुषुप्तिमूर्च्छयोरुदाहरणं सुप्तादुत्थितस्य द्वैतादर्शनस्मरणस्यान्यथानुपपत्त्या निर्द्वैतस्य तदनुभवितुः सिद्धिरिति भावः। भवतु सुषुप्त्यादावद्वैतसिद्धिः प्रकृते किमायातमित्यत आह पूर्ण इति। यथा सुप्त्यादौ परिच्छेदकाभावात् पूर्णस्तथा सृष्टेः पुरापि तदभावादित्यर्थः ॥ १६ ॥

ত্রিপুটীভূত দ্বৈত প্রপঞ্চ কিছুই ছিল না, কেবল সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তদ্ভিন্ন আর কোন পদার্থই ছিল না এবং প্রলয়কালে সেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীও থাকে না ॥ ১৪ ॥

উৎপন্ন বিজ্ঞানময়কোষের নাম জ্ঞাতা, মনোময়কোষের নাম জ্ঞান এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়কে জ্ঞেয় বলা যায়। উক্তরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের সমষ্টির নাম ত্রিপুটী। জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে উক্তরূপ ত্রিপুটীর সত্তা সম্ভবে না। উক্ত ত্রিপুটী কার্য্য, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য সম্ভবে না; সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে যে ত্রিপুটীর অভাব থাকে, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৫ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীর অভাব হয়, তখনও পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভব হইয়া থাকে। যেমন

যো ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখং বৈধা বিভেদিনি।
সনৎকুমারঃ প্রাহৈবং নারদায়াতিশোকিনে ॥ ১৭ ॥
সপুরাণান্ পঞ্চ বেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
শ্রুত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতিশুশোচ হি ॥ ১৮ ॥

অস্তু ব্রহ্মণঃ পূর্ণত্বম্ আনন্দরূপত্বে কিমায়াতম্ ইত্যাশঙ্ক্য অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভূমঃ সুখরূপত্বপ্রদর্শনপরং যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তীতি বাক্যমর্থতোঽনুবদতি যো ভূমেতি। যঃ পূর্ব্বোক্তঃ ভূমা স সুখরূপ এব দ্বিতীয়স্য দুঃখহেতোরভাবাৎ ইত্যর্থঃ। অল্পে পরিচ্ছিন্নে তস্যৈব বিবরণং বৈধা বিভেদিনীতি হেতুগর্ভবিশেষণং সুখং তত্র ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। এবং কস্মৈ কেনাভিহিতম্ ইত্যত আহ সনৎকুমার ইতি। নারদস্য শিষ্যত্বে কারণমাহ অতিশোকিন ইতি। অতিশোকিনোঽতিশোকোঽস্যাস্তীত্যতিশোকী তস্মৈ ॥ ১৭ ॥

তস্যাতিশোকিত্বে হেতুমাহ সপুরাণানিতি। নারদঃ পুরাণৈঃ সহ বর্ত্তন্তে ইতি সপুরাণাঃ পঞ্চ বেদান্ বিবিধানি চ শাস্ত্রাণি বিদিত্বাপ্যাত্মজ্ঞানরহিতত্বেনাতিশয়েন শোকগ্রস্তঃ ॥ ১৮ ॥

সমাধি, সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছাবস্থাতে সেই অদ্বৈত পরিপূর্ণ আনন্দময় বিদ্যমান থাকেন, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বেও অদ্বৈত পরিপূর্ণ আনন্দ বর্ত্তমান থাকেন ॥১৬॥

নারদঋষি আনন্দময়ের স্বরূপ জানিতে না পারিয়া শোকাকুলচিত্তে সনৎকুমার ঋষিকে আনন্দময়ের স্বরূপ পরিজ্ঞানার্থ জিজ্ঞাসা করাতে সনৎকুমার ঋষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে,—যে বস্তু সম্পূর্ণ, বৃহৎ এবং অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই সুখস্বরূপ। তদ্ভিন্ন স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্তু সুখস্বরূপ নহে। (যে সকল বস্তুকে কালদেশাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায় এবং যাহারা স্বজাতীয় অন্যান্য বস্তু হইতেও বিজাতীয় পদার্থ হইয়া অভিন্ন নহে, সেই সকল বস্তুকে সুখস্বরূপ বলা যায় না) ॥১৭॥

নারদঋষি পুরাণ, পাঁচ প্রকার বেদ * এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানাভাবে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন এবং এইনিমিত্ত কোনরূপেই নারদের মনে সন্তোষের আবির্ভাব হইত না ॥ ১৮ ॥

---

* মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

বেদাভ্যাসাদ্ পুরা তাপত্রয়মালেষ শ্রীকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গমর্ষৈষ শ্রীকিতা ॥ ১৯ ॥
সোঽহং বিদ্বন্ প্রশোচামি শোকপারং নয়স্ব মাম্।

ননু বেদাভ্যাসবিষয়জ্ঞানস্য শ্রীকানিবর্ত্তকত্বেন প্রসিদ্ধস্য কথমতিশয়শ্রীকহেতুত্বমিত্যত আহ বেদাভ্যাসাদিতি। তাপত্রয়েণাধ্যাত্মিকাদিত্রয়েণৈব শ্রীকিতা শ্রীকীঽস্যাস্তীতি শ্রীকী তস্য ভাবস্তত্তা আসীদিত্যধ্যাহারঃ। পশ্চাত্ত্বিতি তুশব্দো বিশেষদ্যোতনার্থঃ। অভ্যাসঃ পাঠাদ্যাবর্ত্তনং বিস্মারঃ পঠিতস্য বিস্মরণং ভঙ্গঃ স্মৃতীঽধিকেন তিরস্কারঃ সর্ব্বো ন্যূনদর্শনেন স্বাধিক্যবুদ্ধিঃ এতৈর্ব্ব কারণৈঃ শ্রীকিতত্বম্ ॥ ১৯ ॥

নন্বেবং সর্ব্বজ্ঞস্যাপি নারদস্য স্মৃতিশ্রীকিত্বং জাতমিতি কৃতীঽবগম্যতে ইত্যাশঙ্ক্য সোঽহং ভগবঃ শ্রীচামীতি তদীয়াদেব বাক্যাদবগতমিত্যভিপ্রেত্য তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং নারয়-ত্বিতি তন্নিবৃত্ত্যুপায়ে তেন পৃষ্টে সতি সনৎকুমারো মৃদুশব্দবাচ্যং সুখরূপং ব্রহ্মৈব স্তূয়মানং

ঋষিপ্রবর নারদ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে কেবল আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিনপ্রকার পরিতাপে তাপিত থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতেন। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে পর সেই সকল ত্রিবিধ দুঃখভোগও রহিল, কিন্তু বেদাধ্যয়ন অভ্যাস বিস্মৃত হইল এবং যাঁহারা সেই নারদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট তিনি সর্ব্বদা অশেষপ্রকার তিরস্কার সহ্য করিতেন। আর যাহারা তাঁহার জ্ঞান হইতে অল্প জ্ঞানশালী ছিল, তাঁহাদিগের সমীপে আপন জ্ঞানের গৌরব করিতেন। নারদ ঋষি ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষে অশেষপ্রকার দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে নারদ জ্ঞানীও নহে এবং অজ্ঞানীও নহে, এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। কিছুতেই তাঁহার মনের শান্তি ছিল না ॥ ১৯ ॥

পরে সেই নারদঋষি সনৎকুমার ঋষির নিকটে গিয়া কহিলেন, বিদ্বন্! আমি অতিশয় শোকাকুল হইয়াছি, আমাকে শোকসাগর হইতে পার করুন। নারদ ঋষি সনৎকুমারকে এইরূপে আত্মদুঃখ বিজ্ঞাপন করিলে তখন ঋষি-প্রবর সনৎকুমার বলিলেন, তপোধন! তোমার এইরূপ দুঃখের পার কেবল

इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाद्ऋषिः ॥ २० ॥
सुखं वैषयिकं शोकसहस्रेणावृतत्वतः ।
दुःखमेवेति मत्वाह नास्त्येऽस्ति सुखमित्यसौ ॥ २१ ॥
ननु द्वैते सुखं माभूदद्वैतेऽप्यस्ति नो सुखम् ।

शोकनिवृत्त्युपाय इति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमित्यारभ्योत्तरग्रन्थसन्दर्भेण उक्तवानित्याह सोऽहमिति ॥ २० ॥

ननु जगाद्विलक्षणेषु सुखेषु बहुषु सत्सु नाल्पे सुखमस्तीत्युक्तिरनुपपन्नेति चेत् न तेषां दुःखानुषङ्गेण विषमंवृक्तान्नवत् बहुदुःखरूपत्वस्य मुनिनाभिप्रेतत्वादित्याह सुखमिति ॥ २१ ॥

द्वैते सुखाभावमङ्गीकृत्याद्वैतेऽपि तमाशङ्कते ननु इति। तत्रानुपलब्धिं प्रमाणयति अस्ति चेदिति। अद्वैते यदि सुखं विद्यते तर्हि विषयसुखादिवदुपलभ्येत यतो नोपलभ्यते

নিত্য সুখমাত্র। নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার না হইলে তোমার এই দুঃখ নিবৃত্তির আর উপায় নাই ॥ ২০ ॥

সাংসারিক সুখ কেবল দুঃখ সহস্রদ্বারা আবৃত, সংসারে যাহাকে সুখ বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা ভোগ করিতে গেলে সহস্র সহস্র দুঃখ পাইতে হয়, অতএব সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া গণ্য করা যায় না। (যেমন বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তি না হইয়া প্রাণান্ত ক্লেশ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সাংসারিক পুত্রকলত্রাদি সুখসামগ্রীর সেবা করিতে গেলে অনন্তকালের জন্য দুঃখভাগী হইতে হয়। অতএব সাংসারিক কৃত্রিম সুখকে দুঃখ বলা যায়।) এই বিবেচনায় আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন সুখ প্রকৃত সুখশব্দের বাচ্য নহে। যে সুখ কিছুকালের নিমিত্ত ভোগ হয়, তাহাকে প্রকৃত সুখ বলাযায় না ॥ ২১ ॥

যদি বল, দ্বৈত পরিচ্ছিন্ন পদার্থে সুখ নাই, কিন্তু অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থেও সুখ নাই। যদি অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থে সুখ থাকিত, তাহা-হইলে বিষয়সুখাদির ন্যায় সেই সুখের অনুভব হয় না কেন? আর যদি বল, সেই সুখের উপলব্ধি হয়, তাহাহইলে অদ্বৈতত্বের হানি হয়। যেহেতু সুখের অনুভব স্বীকার করিলেই অনুভবকর্ত্তা মানিতে হয়, কর্ত্তা ভিন্ন কোন

अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत् ॥ २२ ॥
मास्त्वद्वैते सुखं किन्तु सुखमद्वैतमेव हि।
किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकाङ्क्षा स्वयं प्रभे ॥ २३ ॥
स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माद् भवानिदम्।
अद्वैतमभ्युपेत्यास्मिन् सुखं नास्तीति भाषते ॥ २४ ॥

यती नास्तीत्यर्थः। ननूपलभ्यत एवेत्याशङ्क्यमानं प्रत्याह तथेति। अनुभवस्यानुभविनमनुभव्यसापेक्षत्वादद्वैतहानिरिति भावः ॥ २२ ॥

अद्वैतस्य सुखाधिकरणत्वनिषेधमङ्गीकरोति सिद्धान्ती मास्त्विति। तत्र हेतुमाह किन्तु सुखमद्वैतमिति। हि यस्मात् कारणात् अद्वैतमेव सुखम् अतः सुखाधिकरणं न भवतीत्यर्थः। अद्वैतं सुखमित्यत्र किं प्रमाणम् इत्याशङ्क्यानुवादपूर्व्वकं तस्य स्वप्रकाशत्वात् प्रमाणप्रश्न एवानुपपन्न इत्याह किं मानमिति चेदिति ॥ २३ ॥

ननु स्वप्रकाशत्वेऽपि किं प्रमाणमित्याशङ्क्य त्वदीयमेव वचनं प्रमाणमित्याह स्वप्रभत्व इति। तदुपपादयति यस्मादिति। यतः कारणात् भवता प्रमाणनैरपेक्ष्येणाद्वैतमभ्युपेत्य सुखमेवाचिख्यतेऽतः स्वप्रभत्वमित्यर्थः ॥ २४ ॥

কার্য্যই হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিপুটীভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকলের সত্তা স্বীকার করিতে হইল, তাহাহইলে আর অদ্বৈতত্ব কোথায় থাকে? ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থে সুখ স্বীকার করিলে অদ্বৈতত্বের হানি হয়, এই শ্লোকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—আমি অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থের সুখভোগ স্বীকার করি না, কিন্তু তাহাকে সুখ বলিয়া থাকি। ঐ সুখ কোন প্রমাণ অপেক্ষা করে না, কারণ তাহা স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সেই সুখের স্বপ্রকাশত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তাহার স্বপ্রকাশকত্ব বিষয়ে আমি তোমারই বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, কারণ তুমি যাহাকে অদ্বৈত স্বীকার করিয়া বলিতেছ যে, তাহাতে সুখ নাই। (যদি তিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ না হইতেন এবং তাঁহার

নাভ্যুপৈম্যহমদ্বৈতং ত্বদ্বাক্যানূদ্য দূষণম্।
বচ্মীতি চেৎ তদা ব্রূহি কিমাসীদ্দ্বৈততঃ পুরা ॥ ২৫ ॥
কিমদ্বৈতমুত দ্বৈতমন্যো বা কোটিরন্তিমঃ।
অপ্রসিদ্ধো ন দ্বিতীয়োঽনুত্পত্তেঃ শিষ্যতেঽন্তিমঃ ॥ ২৬ ॥

ন ময়াঽদ্বৈতমভ্যুপগম্যতে কিন্তু ত্বদুক্তমদ্বৈতমনূদ্য দূষ্যতেঽতো নোক্তসিদ্ধিরিতি মন্যতে নাভ্যুপৈমীতি। বিকল্পাসহত্বাদদ্বৈতানভ্যুপগমোঽনুপপন্ন ইতি মন্বানঃ পৃচ্ছতি তদীতি ॥২৫॥

কিংশব্দসূচিতং বিকল্পং সূচয়তি কিমদ্বৈতমিতি। প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি অন্তিম ইতি। দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণস্য রূপস্য লোকে অদর্শনাদিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ং পক্ষং নিরাকরোতি ন দ্বিতীয় ইতি। তত্র হেতুমাহ অনুত্পত্তেরিতি। দ্বৈতস্য তদানীমনুত্পন্নত্বাদিতি ভাবঃ। অতঃ প্রথমঃ পক্ষঃ পরিশিষ্যত ইত্যাহ শিষ্যত ইতি ॥ ২৬ ॥

প্রকাশক অন্য কেহ থাকিত, তাহাহইলে তাঁহাকে অদ্বৈত বলিতে পারিতে না, কিন্তু তুমিই তাঁহাকে অদ্বৈত বলিয়াছ। অতএব তোমার বাক্যপ্রমাণেই তাঁহার স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ হইতেছে) ॥ ২৪ ॥

যদি বল, আমি তাঁহাকে অদ্বৈত বলিয়া স্বীকার করি নাই, কেবল তোমার বাক্য গ্রহণ করিয়া তাহাতে দোষারোপ করিয়াছি। তুমি যে, অদ্বৈত শব্দ উচ্চারণ করিয়াছ; আমি তাহারই অনুকরণ করিয়াছি। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদি তুমি অদ্বৈত স্বীকার না করিলে তবে বল দেখি, এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কি ছিল? ॥ ২৫ ॥

এই দ্বৈত জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে দ্বৈত ছিল, কি অদ্বৈত ছিল, অথবা অন্য প্রকার ছিল, তাহা নিশ্চয় কর। যদি বল, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্যকোন প্রকারান্তর ছিল, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু দ্বৈত ও অদ্বৈত ভিন্ন পদার্থই অসম্ভব। আর যদি বল, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ দ্বৈত ছিল, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে আর কিছুরই উৎপত্তি হয় নাই; সুতরাং "দ্বৈত ছিল" এই কথা সর্ব্বথা অযুক্ত হইতেছে। অতএব পরিশেষে তোমাকে উৎপত্তির পূর্ব্বে অদ্বৈতের অবস্থান স্বীকার করিতে হইল। (দ্বৈত, অদ্বৈত কিম্বা অন্যপ্রকার এই ত্রিবিধ সংশয় হইয়া-

অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈব নানুভূত্যেতি চেদ্ বদ।
নির্দৃষ্টান্তা সদৃষ্টান্তা বা ক্রীড্যন্তরমত্র নো ॥ ২৭ ॥
নানুভূতির্ন দৃষ্টান্ত ইতি যুক্তিস্তু শোভতে।
সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তো বদ মে মতম্ ॥ ২৮ ॥

ননূক্তেন প্রকারেণাদ্বৈতং যুক্ত্যা এব সিধ্যতি নানুভবেনেতি চেদ্বদতি অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈবেত্যুক্তং বিকল্পাসহত্বাদনুপপন্নমিতি সত্যং যুক্তিং বিকল্পয়তি সিদ্ধান্তী নির্দৃষ্টান্তেতি। বিকল্পস্য ন্যূনতাং নিরাকরোতি ক্রীড্যন্তরমত্র নো ইতি ॥ ২৭ ॥

প্রথমং পক্ষং সোপহাসং নিরাকরোতি নানুভূতিরিতি। অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈবেতি বদ্বা অনুভূতিস্তাবন্নাভ্যুপেয়তে যুক্তিস্তু দৃষ্টান্তশূন্যতয়া ন কিঞ্চিৎ সাধয়তি অতো ন দৃষ্টান্ত ইত্যুক্তিরযুক্তেতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ে বিকল্পে উভয়বাদিসম্মতিপন্নো দৃষ্টান্তো বক্তব্য ইত্যাহ সদৃষ্টান্তেতি ॥ ২৮ ॥

ছিল, তাহাতে দ্বৈত ও অন্য প্রকার এই দুই যদি দোষ দর্শনে নিবারিত হইল, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অদ্বৈত ছিল, তাহাই তোমাকে মানিতে হইল। অতএব অদ্বৈত অস্বীকার করিতে পার না) ॥ ২৬ ॥

যদি বল, তুমি যে যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধি করিলে তাহা সত্য বটে, তোমার যুক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারি না, কিন্তু অদ্বৈত যে আমার অনুভবে আইসে না, অর্থাৎ আমি তোমার যুক্তি শুনিয়াও কোনরূপে সেই অদ্বৈত অনুভব করিতে পারি না, তাহার উত্তর কি? ইহার উত্তর এই যে, তুমি বল দেখি, দৃষ্টান্তশূন্য বাক্যকে যুক্তি বলা যায়, কি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়? ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে উপহাসপূর্ব্বক প্রথম পক্ষের নিরাস করিতেছেন।—যদি দৃষ্টান্তশূন্য বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে তোমার মতে দৃষ্টান্ত ও অনুভববিহীন বাক্যই যুক্তিরূপে শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে যে বাক্যে দৃষ্টান্ত বা অনুভব কিছুই নাই, তাহাকে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি বলা যায় না। অতএব তুমি দৃষ্টান্তবিহীন বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। আর যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে যুক্তি বলিয়া মান, তাহাহইলে

অद्वैतः प्रलयो द्वैतानुपलम्भेन सुप्तिवत्।
इति चेत् सुप्तिरद्वैतेत्वत्र दृष्टान्तमीरय ॥ २९ ॥
दृष्टान्तः परसुप्तिश्चेद्दृष्टो ते कौशलं महत्।
यः स्वसुप्तिं न वेत्त्यस्य परसुप्तौ तु का कथा ॥ ३० ॥

तर्हि दृष्टान्तेनाद्वैतं साधयामीति शङ्कते पूर्व्वपक्षवादी अद्वैत इति। प्रलयो द्वैतरहितो भवितुमर्हति द्वैतानुपलब्धिमत्त्वात् यो यो द्वैतानुपलब्धिमान् स स द्वैतरहितः यथा स्वाप इति। नन्वेवं साधयतस्तव स्वसुप्तिर्दृष्टान्तः परसुप्तिर्वा आद्ये तस्याः परं प्रत्यसिद्धत्वेन तत्सिद्धये दृष्टान्तान्तरं वक्तव्यमित्याह सुप्तिरिति ॥ २९ ॥

ननु तस्याः परसुप्तिरेव दृष्टान्त इति द्वितीयं विकल्प्यमाशङ्कते दृष्टान्तः परेति। परसुप्तेस्त्वयाप्रसिद्धत्वेन त्वया दृष्टान्तीकरणमनुपपन्नमिति सीपक्षाममाह सिद्धान्ती अद्धा इति।" यो भवान् सुप्तेरनुभवगम्यत्वानङ्गीकारेण स्वसुप्तिमपि न वेत्ति अस्य तव परसुप्तौ का कथा परसुप्तिज्ञानं न भवतीति किमुत वक्तव्यमिति भावः ॥ ३० ॥

আমার মতে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল স্বীকার কর, তাহাহইলে তোমার অদ্বৈতের অনুভব হইবে ॥ ২৮ ॥

যেমন সুষুপ্তিকালে দ্বৈতের অনুভব হয় না বলিয়াই সেই সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলা যায়, সেইরূপ প্রলয়কালেও দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না বিধায় যদি প্রলয়কালকে অদ্বৈত বলিয়া স্বীকার কর, তবে বল দেখি, সুষুপ্তিকালকে যে অদ্বৈত বলিলে তাহাতে দৃষ্টান্ত কি? (সুষুপ্তিকালে দ্বৈত কি অদ্বৈত তুমি তাহা কিছুই জান না, তবে কোন্ দৃষ্টান্তবলে সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিতে পার? ॥ ২৯ ॥

"যদি তুমি অন্যের সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে স্বীকার করিয়া সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিয়া গণ্য কর। আহা! তবে তুমি কি আশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিলে, যে ব্যক্তি আপন সুষুপ্তি জানে না, সে যে পরের সুষুপ্তি জানিবে তাহা কোনরূপেও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং তুমি এখনও সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিতে পারিলে না ॥ ৩০ ॥

निश्चेष्टत्वात् परः सुप्तो यथाहमिति चेत् तदा।
उदाहर्तुः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद् भवेत् ॥ ३१ ॥
नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्।
इदमेव स्वप्रभत्वं यज्ज्ञानं साधनैर्विना ॥ ३२ ॥
स्वामद्वैतस्वप्रभत्वे वद सुप्तौ सुखं कथम्।

नन्वनुमानात् परसुप्तिसिद्धिरिति शङ्कते निश्चेष्टेति। विमतः परः सुप्तो भवितुमर्हति प्राणादिमत्त्वे सति निश्चेष्टत्वात् मद्वदित्यनुमानादित्यर्थः। एवं तर्हि तव सुप्तेः स्वप्रकाशत्वं परिशिष्यत इत्याह सिद्धान्ती उदाहर्तुरिति। तदा तर्हि मां प्रति स्वसुप्तिमुदाहर्तुर्दृष्टान्तीकर्तुस्ते तव सुप्तेः स्वप्रभत्वं स्वप्रकाशत्वं बलात् सुप्तुदाहरणसामर्थ्यादेव भवेत् ॥ ३१ ॥

ननु कथं बलाद् भवतीत्याशङ्क्याह नेन्द्रियाणीति। सुप्तिग्राहकानीन्द्रियाणि न सन्ति तेषां स्वकारणे विलीनत्वात् दृष्टान्तश्च सम्प्रतिपन्नो नास्ति परसुषुप्तेरप्रसिद्धत्वस्वीकृतत्वात् तथापि तां सुषुप्तिम् अङ्गीकरोषि एवञ्च सति साधनैर्विना ज्ञानसाधनमन्तरेणापि भानं प्रकाशनमिति यदिदमेव स्वप्रभत्वं सुषुप्त्या इत्यर्थः। अत्रायं प्रयोगः विमता सुप्तिः स्वप्रकाशा असत्स्वपि ज्ञानसाधनेषु प्रकाशमानत्वात् सांख्याभिमत आत्मवत् प्राभाकराभिमतसंवेदनवच्च ॥३२

इत्थं प्रलयस्य दृष्टान्तत्वेनोदाहृतायाः सुषुप्तेरद्वैतत्वं स्वप्रभत्वञ्च प्रसाध्य तत्र सुखप्रसाध-

---

যেমন আমি সুষুপ্তিকালে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি, সেইরূপ এই ব্যক্তিও নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, অতএব ইহাই এই ব্যক্তির সুষুপ্তিকাল। যদি এইরূপ অনুমানদ্বারা অন্যের সুষুপ্তি স্বীকার কর, তবে উক্তরূপ অনুভবদ্বারা তোমার নিজের সুষুপ্তিকালের স্বয়ং প্রকাশত্বও স্বীকৃত হইতে পারে। (যদি পরের সুষুপ্তিকাল অনুমিত হইল, তবে নিজের সুষুপ্তি কেননা অনুভূত হইবে?) ॥৩১॥

যদি বল, তুমি বলপূর্ব্বক সুষুপ্তি স্বীকার করিতেছ, অর্থাৎ যাহার গ্রহণে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা নাই, অথবা কোনপ্রকার দৃষ্টান্তদ্বারা যাহার প্রমাণ করা যায় না, তথাপি তাহাই স্বীকার করিতেছ, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— যাহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের গতি নাই এবং যাহা কোনরূপ দৃষ্টান্তের বিষয় নহে, অথচ অকারণেই যাহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহাকে স্বপ্রকাশ বলা যায়; সুতরাং সুষুপ্তিরও স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইল। ৩২ ॥

সুখ দুঃখং তদা নাস্তি তস্মাৎ সিদ্ধ্যতি সুখম্ ॥ ৩৩ ॥
অন্ধঃ সন্নপ্যনন্ধঃ স্যাদ্ বিদ্ধোঽবিদ্ধোঽথ রোগ্যপি।
অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তত্ত্বং সর্ব্বে জনা বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥

নাথ পূর্ব্বপক্ষিণ আকাঙ্ক্ষামুত্থাপয়তি নামেতি। সুখপ্রতিযোগিনী দুঃখস্য তদানী মসত্ত্বাৎ সুখমেব পরিশিষ্যতে ইত্যাহ যদ্বিতি। সুখদুঃখয়োঃ প্রকাশতমসোরিব পরস্পর-বিরোধিত্বাৎ দুঃখাভাবে সুখমেবাভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

সুষুপ্তৌ দুঃখাভাবে কিং মানমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুত্যনুভবাদিত্যাহ অন্ধ ইতি। তস্মাদ্ বা এতং সিতং শীলাস্যঃ সন্নন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তদ্ যদ্যপীদং ভগবন্ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতীত্যাদিশ্রুতিরিহেন্দ্রাভিমানপ্রযুক্তান্ধত্বাদীন্ দোষান্ সুষুপ্তৌ বারয়তি। ব্যাধ্যাদিনা পীড্যমানস্যাপি সুষুপ্তৌ তদ্দুঃখানুভবো নাস্তীত্যতস্তত্ত্বং সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

যদি বল, সুষুপ্তিকাল অদ্বৈতস্বরূপ হউক্ অথবা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হউক্, তাহাতে বিবাদ করিয়া কোন ফল দর্শিবে না, কিন্তু সুষুপ্তিকালে সুখ কিপ্রকারে থাকিতে পারে? তবে ইহার উত্তর শ্রবণ কর। যেহেতু সুষুপ্তি-কালে দুঃখ নাই, এই নিমিত্ত সেইকালে যে সুখের সত্তা আছে, তাহা অব-শ্যই স্বীকার করিতে হয়। দুঃখের নিবৃত্তিই সুখ, যেখানে দুঃখ নাই, সেই স্থানেই যে সুখ আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। (যেমন যেখানে অন্ধকার নাই, সেই স্থানেই আলোক থাকে, সেইরূপ দুঃখ না থাকিলেই সুখের সত্তা জানা যায়) ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে সুষুপ্তিকালে দুঃখের অভাবহেতুই সুখ আছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সুষুপ্তিকালে যে দুঃখ নাই, তদ্বিষয়েই বা প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় শ্রুত্যুক্ত অনুভবদ্বারা সুষুপ্তিকালে দুঃখাভাব প্রতি-পাদন করিতেছেন।—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, সুষুপ্তিকালে অন্ধব্যক্তিও অনন্ধ হয়, বিদ্ধব্যক্তিও অবিদ্ধ হয় এবং রোগীব্যক্তিও অরোগী হয়। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি সুষুপ্তিতে অন্ধত্বাদি কোন দোষই না থাকিল, তবে সেইকালে যে দুঃখের অভাব হইবে তদ্বিষয়ে আর প্রমাণান্তরের প্রয়ো-

ন দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং লোষ্টশিলাদিষু।
দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি চেদ্ বিষমং বচঃ॥ ৩৫॥
সুখদৈন্যপ্রকাশাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্।
দৈন্যাদ্যভাবতো লোষ্টে দুঃখাদ্যূহো ন সম্ভবেৎ॥ ৩৬॥

ননু যত্র দুঃখাভাবস্তত্র সুখমিত্যস্যাঃ ব্যাপ্তের্লোষ্টাদৌ ব্যভিচার ইতি শঙ্কতে ন দুঃখেতি। দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং কল্পয়িতুং ন শক্যতে লোষ্টশিলাদিষু দ্বয়াভাবস্য সুখদুঃখয়োরভাবস্য প্রদর্শনাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যান্নৈবমিতি পরিহরতি বিষমমিতি বচো দৃষ্টান্তবচনং বিষমং দার্ষ্টান্তিকাননুসারীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

দৃষ্টান্তস্যাননুকূলত্বমেবোপপাদয়তি সুখেতি। অন্যনিষ্ঠয়োর্দুঃখসুখয়োরূহনং যথাক্রমং সুখদৈন্যবিকাশাভ্যাং লিঙ্গাভ্যাং কর্ত্তব্যম্ অয়ং দুঃখী বিষণ্ণবদনত্বাৎ অসংপ্রতিপন্নবৎ অয়ং সুখী প্রসন্নবদনত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবৎ ইত্যর্থঃ। ভবত্বেবং লোকে প্রসক্তে কিমায়াতমিত্যত আহ দৈন্যাদীতি। লোষ্টাদৌ সুখদৈন্যাদিলিঙ্গাভাবাৎ সুখদুঃখয়োরূহনমেব ন সম্ভবতি অতস্তত্র দুঃখাভাবোঽপি ন নিশ্চেতুং শক্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

জন কি? ইহা সকলেই জানিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালে কোন পীড়া থাকিলেও সেই পীড়া কোন ক্লেশপ্রদান করিতে পারে না, অতএব সুষুপ্তিকালে দুঃখাভাব প্রতিপন্ন হইল॥ ৩৪॥

যদি বল, দুঃখের অভাবমাত্রেই সুখের সত্তা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু কাষ্ঠপাষাণাদিতে দুঃখের অভাব আছে, কিন্তু তাহাতে সুখ দেখিতেছি না; সুতরাং "দুঃখের অভাব হইলে যে সুখ হয়" ইহা অতি বিষম বাক্য। কাষ্ঠপাষাণাদিতে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অভাব বিদ্যমান আছে, অতএব দুঃখাভাবকে হেতু করিয়া সুখসাধন যুক্তিযুক্ত হয় না॥ ৩৫॥

পূর্ব্বোক্ত দোষের উত্তর এই যে,—পরের সুখ ও দুঃখ কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না, চিহ্ন দর্শনদ্বারাই সুখ ও দুঃখের অনুমান করিতে হয়। মুখের মলিনতাদ্বারা দুঃখ অনুমিত হয় এবং মুখের প্রসন্নতাদৃষ্টে সুখের অনুভব হইয়া থাকে। (যখন কোন ব্যক্তির নিতান্ত বিমর্ষভাব লক্ষিত হয়, তখনই সেই ব্যক্তিকে দুঃখী বলিয়া অনুমান করা যায়, আর যখন তাহার মুখ সুপ্রসন্ন দেখা যায়

स्वकीयसुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः।
भावो वेद्योऽनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः॥ ३७॥
तथा सति सुषुप्तौ च दुःखाभावोऽनुभूतितः।
विरोधिदुःखराहित्यात् सुखं निर्विघ्नमिष्यताम्॥ ३८॥
महत्तरप्रयासेन मृदुशय्यादिसाधनम्।

इदानीं परकीयसुखदुःखाभ्यां स्वकीयसुखदुःखयोर्वैषम्यं दर्शयति स्वकीयेति। स्वनिष्ठयोस्तु सुखदुःखयोरनुभवसिद्धत्वान्नानुमेयत्वं यतस्ततस्तयोः सुखदुःखयोर्भावः सद्भावो यथानुभूत्यैव वेद्यः प्रत्यक्षेणावगम्यते तथा तदभावोऽपि तयोः सुखदुःखयोरभावोऽपि अन्यतः अन्यथात् अनुमानादेर्नावगम्यते किन्तु प्रत्यक्षेणैवेत्यर्थः॥ ३७॥

फलितमाह तथेति। तथा सति स्वकीयस्य सुखादेरनुभवगम्यत्वे सति सुषुप्तौ स्वकीयसुषुप्तावपि विद्यमानो दुःखाभावोऽनुभवेनैव सिद्धः। ततोऽपि किं तत्राह विरोधीति। सुप्तौ सुखविरोधिनो दुःखस्याभावान्निर्विघ्नं बाधरहितं सुखमिष्यताम् अभ्युपेयताम्॥ ३८॥

मृद्यादिसाधनसम्पादनस्यान्यथानुपपत्त्यापि सुषुप्तौ सुखमस्तीत्यभ्युपगम्यते इत्याह

তখনই সেই ব্যক্তিকে সুখী বলিয়া বোধ হয়)। কিন্তু কাষ্ঠপাষাণাদির কোনপ্রকার দীনতা লক্ষিত হয় না, অতএব তাহাদিগের দুঃখাদি অনুভূত হইতে পারে না। অতএব কাষ্ঠপাষাণাদিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া যে দোষের আবিষ্কার করিয়াছিলে, তাহা সুসঙ্গত হইল না॥ ৩৬॥

স্বীয় সুখ, স্বীয় দুঃখ, অথবা স্বীয় সুখাভাব ও দুঃখাভাব এই সকল কোন চিহ্নদ্বারা অনুমান করিতে হয় না, আপনার সুখদুঃখাদি স্বভাবতই অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন আপনার সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ আপনার সুখদুঃখাভাবেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব সুষুপ্তিকালে যে দুঃখাভাব আছে, তাহা অনুভবদ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং সুষুপ্তিকালে দুঃখের অভাববশতঃই সেইকালে সুখের সত্তা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না॥ ৩৭-৩৮॥

যদি সুষুপ্তিকালে সুখের অনুভবই না থাকিবে, তবে লোকে বহু বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়া সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করে কেন? (কোমল-

कुतः सम्पाद्यते सुप्तौ सुखञ्चेत् तत्र नो भवेत् ॥ ३९ ॥
दुःखनाशार्थमेवैतदिति चेद्रोगिणस्तथा।
भवत्वरोगिणस्ते तत् सुखायैवेति निश्चिनु ॥ ४० ॥
तर्हि साधनजन्यत्वात् सुखं वैषयिकं भवेत्।

महत्तरेति। तत्र तस्यां सुषुप्तौ सुखं न भवेच्चेत् महत्तरप्रयासेन बहुवित्तव्ययशरीरपीड़नादिना मृदुशय्यादि कश्चिदुपचादि सुखसाधनं कुतः कस्मात् कारणात् सम्पाद्यते न कुतोऽपीत्यर्थः ॥ ३९ ॥

अर्थापत्तेरन्यथोपपत्तिं शङ्कते दुःखेति। एतत् शय्यादिसाधनसम्पादनं दुःखनिवृत्तिफलकं न नियतमिति परिहरति। रोगिण इति। रोगादिदुःखे सति तन्निवृत्तये तद्भवतु तदभावे तु तत्र निवर्त्तादुःखाभावात् तत्सम्पादनं सुखायैव इत्यवगम्यते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

ननु सौषुप्तसुखस्य शय्यादिसाधनजन्यत्वे आत्मस्वरूपत्वं व्याहन्येतेति शङ्कते नन्वीति।

শয্যার এমন ক্ষমতা নাই যে, অন্য কোনপ্রকার ইষ্টসাধন করিতে পারে, কেবল তাহার স্পর্শ অনুভূত হইয়া সুখানুভব হয়, ইহাই কোমলশয্যার গুণ। কিন্তু সেই সুখই যদি তাহাতে না থাকিল, তবে কোমলশয্যার প্রয়োজন কি?) ॥ ৩৯ ॥

যদি বল, কোমলশয্যা দুঃখ নিবারণ করে, ইহাই তাহার প্রয়োজন। কঠিন শয্যাতে শয়ন করিলে ক্লেশ হয়, কোমলশয্যায় ক্লেশ হয় না, সুতরাং কোমলশয্যা নিষ্প্রয়োজন বলিতে পার না। যদি কেবল দুঃখ নিবারণ করাই কোমলশয্যার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা রোগীদিগের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। যাহারা রুগ্ন অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগেরই কোমলশয্যাদ্বারা দুঃখ নিবারণ করা আবশ্যক। যাহাদিগের শরীরে রোগ নাই, তাহাদিগের কোমলশয্যা কেবল সুখ সাধনার্থই বোধ হয় ॥ ৪০ ॥

যদি বল, সুষুপ্তিকালে কোমলশয্যা দ্বারা যে সুখ সাধন হয়, তাহা বৈষয়িকসুখ বলি, ইহার সিদ্ধান্ত এই যে,—কোমলশয্যায় শয়ন করিলে নিদ্রার পূর্ব্বে যে সুখ হয়, তাহা বৈষয়িকসুখ বটে, কিন্তু তৎপরে সুষুপ্তিকালে যে সুখ হয়, তাহাকে বিষয়সুখ বলিতে পার না। বুদ্ধি বৃত্তি প্রথমতঃ বৈষয়িক

भवत्येवात्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजम् ॥ ४१ ॥
निद्रायान्तु सुखं यत् तज्जन्यते केन हेतुना।
सुखाभिमुखधीरादौ पश्चान्मज्जेत् परे सुखे ॥ ४२ ॥
जाग्रत्व्यापृतिभिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि।
अपनीते स्वस्थचित्तोऽनुभवेत् विषये सुखम् ॥ ४३ ॥

किं निद्रागमनात् पूर्वकालीनस्य विषयजन्यत्वमुच्यते उत निद्राकालीनस्येति विकल्प्य नङ्गीकरोति भवत्विति ॥ ४१ ॥

द्वितीयं निराकरोति निद्रायामिति। सुषुप्तौ शय्याद्यनुसन्धानाभावात् तज्जन्यत्व तस्य न सम्भवतीति भावः। ननु निद्रायामज्ञानं सुखं यद्यस्ति तर्हि विषयसुखवत् कुतो नानुभूयते इत्याशङ्क्य अनुभवितुस्तदा तस्मिन् निमग्नत्वान्न विषयसुखवदनुभव इत्यभिप्रायेणाह सुखेति। आदौ निद्रायाः पूर्वस्मिन् काले जाव सुखाभिमुखधीः शय्यादिजन्यसुखाभिमुखी बुद्धिर्यस्य स तथाविधो भवति पश्चान्निद्राकाले परे उत्कृष्टे सुखे स्वरूपसुखे मज्जेत् निलीनो भवेत् ॥ ४२ ॥

संक्षेपेणोक्तमर्थं श्लोकत्रयेण प्रपञ्चयति जाग्रदिति। जाग्रद्व्यापृतिभिर्जागरणावस्थायां क्रियमाणव्यापारविशेषैः श्रान्तो विश्रम्य मृदुशय्यादौ शयनं कृत्वाथानन्तरं विरोधिनि व्यापारजनिते दुःखेऽपनीते निवारिते सति स्वस्थचित्तोऽव्याकुलमनाः भूत्वा शय्यादौ विषये जायमानं सुखमनुभवेत् साक्षात् कुर्यात् ॥ ४३ ॥

সুখের প্রতি অগ্রসর হয়, পরে সুষুপ্তিকালে তাহা পরম সুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে পরমসুখ ভিন্ন বৈষয়িকসুখ থাকে না; সুতরাং কোমলশয্যাদি যে বৈষয়িকসুখ সাধন করে, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৪১ ৪২ ॥

জাগ্রদবস্থায় লোকসকল নানাপ্রকার বৈষয়িকব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া কোমলশয্যাতে শয়ন করিয়া বিষয়ব্যাপারের পরিশ্রমজনিত দুঃখ নিবারণ করে। পরে সুখশয্যায় শয়নদ্বারা ঐ সকল ক্লেশ অপনীত হইলে জীবগণ প্রথমতঃ শয্যাদি বিষয়জনিত সুখ অনুভব করিতে পারে। যাবৎ জীব জাগ্রদবস্থায় থাকে, তাবৎই কোমলশয্যাদির সুখ অনুভূত হয় ॥ ৪৩ ॥

আত্মাভিমুখবৃত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি।
অনুভূয়ৈনমত্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥
তৎশ্রমস্যাপনুত্যর্থং জীবো ধাবেৎ পরাত্মনি।
তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রত্যো ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

বিষয়সুখস্য কীদৃশমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপং দর্শয়ন্ পরে সুখে নিমজ্জননিমিত্তত্বেন তদনুভবেঽপি শ্রমং দর্শয়তি আত্মেতি। অনাগতবিষয়সম্পাদনাদিনা সুখদুঃখমনুভূয় তন্নিবৃত্তয়ে সুদুশ্যাদৌ শয়ানস্য বুদ্ধিরন্তর্মুখা ভবতি তস্যাশ্চ বুদ্ধিবৃত্তৌ স্বরূপভূত আনন্দঃ স্বাভিমুখে দর্পণে মুখমিব প্রতিবিম্বতি এষ হি বিষয়ানন্দঃ। অত্রাস্যামপি বেলায়ামিমং বিষয়ানন্দমনুভূয় অনুভবিতুর্ভাবানুভবস্যলক্ষণয়া ত্রিপুট্যা শ্রমং প্রাপ্নুয়াদিতি ॥ ৪৪ ॥

ততঃ কিং তত্রাহ তৎশ্রমস্যেতি। তস্য ত্রিপুটাদর্শনজনিতস্য শ্রমস্যাপনীদনায় স এব জীবঃ পরমাত্মনি আনন্দরূপে ব্রহ্মণি ধাবেৎ গত্বা চ তেন ব্রহ্মণৈক্যং তাদাত্ম্যং গত্বা সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ইতি শ্রুতেঃ স্বয়মপি তত্রত্যঃ তস্যাং সুষুপ্তৌ স্থিতো ব্রহ্মানন্দো ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যাবৎ নিদ্রার আবির্ভাব না হয়, তাবৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কোমলশয্যায় সুখের অনুভব হয়, পরে যখন নিদ্রা আসিয়া জীবকে আক্রমণ করে, তখন জীবগণের বুদ্ধি বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আন্তরিক বিষয়ে অনুরক্ত হয়, এবং সেই অন্তর্ম্মুখবুদ্ধিবৃত্তিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। (যেমন দর্পণাদিতে মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম বিষয়ানন্দ।) এই সময়েও জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীভাব লয় পায় না এবং সেই ত্রিপুটীভাবের অনুভব করিতে করিতে শ্রান্তি অনুভূত হয়, কিন্তু তখনও পরিশ্রমের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৪৪ ॥

জীব পূর্ব্বোক্ত ত্রিপুটীভাবের অনুভবজনিত পরিশ্রম নিবারণের নিমিত্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ তখনই জীবের সংসারক্লেশের অসহ্যতা বোধ হইয়া আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে অনুরক্ত হয়, এবং পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকে ও তৎকালে স্বয়ং সে ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হয় ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ।
মহাব্রাহ্মণশ্চ ইত্যেতে সুখানন্দে শ্রুতীরিতাঃ॥ ৪৫॥
শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমম্।
অলব্ধ্বা বন্ধনস্থানং হস্তস্তম্ভাদুপাশ্রয়েৎ॥ ৪৬॥
জীবোপাধির্মনস্তদ্বদ্ধর্মাধর্মফলাপ্তয়ে।

অস্মিন্নুপপাদিতে সৌষুপ্তানন্দে শকুন্যাদয়ো বহবো দৃষ্টান্তা শ্রুত্যুক্তা বিদ্যন্তে ইত্যাহ দৃষ্টান্তা ইতি শকুন্যাদিভিঃ পঞ্চভির্দৃষ্টান্তৈঃ সৌষুপ্তানন্দোপপাদনেন তত্র সুখং নাস্তীতি মতং নিরাকৃতম্॥ ৪৫॥

তত্র তাবৎ স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রাশ্রয়মলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপাশ্রয়ত এবমেব খলু তন্মনো দিশ দিশ পতিত্বা অন্যত্রাশ্রয়মলব্ধ্বা প্রাণমেবোপাশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইত্যস্য দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকপ্রতিপাদনপরস্য ছান্দোগ্যশ্রুতি বাক্যস্যার্থং সচেপেণ দর্শয়তি শ্লোকদ্বয়েন শকুনিরিতি। হস্তাদৌ ক্বচিদাধারে সূত্রেণ বদ্ধঃ শকুনি. পক্ষী আহারাদিগ্রহণায় দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু ব্যাপারং কৃত্বা তত্র বিশ্রমং বিশ্রম্যন্নস্মিন্নিতি বিশ্রমং আধারং তমলব্ধ্বা বন্ধনস্থানং হস্তাদিকমেব যথাশ্রয়েৎ তথা জীবোপাধি-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সুষুপ্তিকালে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তদ্বিষয় যে শকুনি, শ্যেন, কুমার ও মহারাজ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ এই পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইতেছে। (কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালে আনন্দ প্রতিপাদন করিলে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকার সুখ নাই, অতএব বক্ষ্যমাণ শকুনি প্রভৃতি পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা এইমত নিরাস করিয়াছেন)॥ ৪৬॥

যেমন একটি শকুনিপক্ষীকে সূত্রবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে সে আহার গ্রহণার্থ আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে গমন করে এবং যখন পরিশ্রমে কাতর হয়, তখন বিশ্রামসুখলাভের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক বন্ধনের আশ্রয়স্বরূপ সেই পালকের নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত আশ্রয় করে, সেইরূপ জীবগণ ভ্রান্তিবশতঃ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগের নিমিত্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মা-

স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রান্ত্বা ক্ষীণে কর্ম্মণি লীয়তে ॥ ৪৮ ॥
শ্যেনো বেগেন নীড়ৈকলম্পটঃ স্ববিতুং ব্রজেৎ।
জীবঃ সুপ্তে তথা ধাবেদ্ ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ ॥ ৪৯ ॥
অতিবালস্তনং পীত্বা মৃদুশয্যাগতো হসন্।

ভূতং মনোঽপি পুণ্যাপুণ্যফলযী, সুখদুঃখযোরনুভবায় স্বপ্নজাগ্রদবস্থযোস্তব তব আত্মা ভোগপ্রদে কর্ম্মণি ক্ষীণে সতি সোপাধানেঽজ্ঞানে বিলীয়তে তল্লয়ে চ তদুপস্থিতৌ জীবঃ পরমাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

ইদানীং শ্যেনদৃষ্টান্তপ্রপঞ্চনপরস্য তদ্ যথাস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহৃত্য পক্ষৌ সনর্যায়ৈবাব্ধিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা আনন্দায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতীত্যস্য বৃহদারণ্যকবাক্যস্যার্থং সঞ্চিন্ত্যাহ শ্যেন ইতি। যথাকাশে সর্ব্বতঃ প্রচরন্ শ্যেনঃ পতত্রামা পক্ষী গগনে সঞ্চারনিমিত্তশ্রমপরিহারায় শ্রয়িতুং শয়নং কর্ত্তুং নীড়ৈকলম্পটঃ কুলায়ৈকাভিলাষবান্ ব্রজেৎ শীঘ্রং গচ্ছেৎ তদ্বদেব জীবো মনউপাধিকশ্চিদাভাসোঽপি ব্রহ্মানন্দৈকাভিলাষবান্ স্বাপায় শীঘ্রং গচ্ছেৎ হৃদয়াকাশমিতি শেষঃ ॥ ৪৯ ॥

স যথা কুমারী বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিসীমাং পরমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেত ইতি কুমারাদিদৃষ্টান্তত্রয়দর্শনপরং বালাকিব্রাহ্মণগতং বাক্যং শ্লোকত্রয়েণ

ধর্ম্মের ফলভোগ করিতে ব্যাপৃত থাকে, পরে যখন সেই পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখন সেই জীব ব্রহ্মানন্দে লীন হয় এবং ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিতে করিতে স্বয়ং পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ৪৮ ॥

শ্যেনপক্ষী আহারাদি অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাসা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করে, পরে সেই শ্যেনপক্ষী যেমন নীড়াভিলাষী হইয়া দ্রুতবেগে আপনার নীড়াভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দের অভিলাষী হইয়া সত্বর গমনে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়। (জীব শ্যেনপক্ষীর ন্যায় কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত স্বপ্নাদি অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, পরে সেই কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষীণ হইলে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে) ॥ ৪৯ ॥

যখন স্তন্যপায়ী শিশু কোমলশয্যায় শয়ন করিয়া জননীর দুগ্ধপান করে, তখন তাহার রাগদ্বেষাদির অভাবহেতু কোনরূপ ক্লেশই থাকে না এবং যেমন

रागद्वेषाद्यनुत्पत्तेरानन्देकस्वभावभाक् ॥ ५० ॥
महाराजः सार्व्वभौमः सुखसः सर्व्वभोगतः।
मानुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्देकमूर्त्तिभाक् ॥ ५१ ॥
महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्।
विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥ ५२ ॥
मुग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता।

व्याचष्टे अतिबालेति। यथा स्तनन्धयः शिशुः आगतं स्तनं पाययित्वा मृदादिगुणयोगिनि तस्मिन् आवितः स्वकीयादिज्ञानशून्यत्वेन रागादिरहितः सन् सुखमूर्त्तिरेवावतिष्ठते यथा सार्व्वभौमो राजा अविषदबुद्धित्वेऽपि सर्व्वैश्वर्यानुषानन्दैर्युक्तत्वात् प्रार्थनीयाभावेन रागादिरहित आनन्दमूर्त्तिरेवावभासते यथा महाविप्रो महाब्राह्मणः प्रत्यगभिन्नब्रह्मसाक्षात्कारवानहं कृतकृत्य इत्येवंरूपां विद्यानन्दस्य परमां सीमां जीवन्मुक्ततां प्राप्तः सन् परमानन्दस्वरूप एवावतिष्ठते तथा सुप्तोऽप्यानन्दरूपस्तिष्ठतीति शेषः ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

नन्वेते कुमारादयस्त्रय एव किमिति दृष्टान्तीकृता नान्य इत्याशङ्क्य दृष्टान्तत्रयोदाहरणतात्पर्यमाह मुग्धेति। विवेकशून्यानां मध्येऽतिबालः सुखी विवेकिषु सार्व्वभौमः अति-

---

সেই দুগ্ধপোষ্য বালক কেবল অপরিসীম আনন্দ-উপভোগ করে। পরন্তু যেমন সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্তিপূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ হয়েন এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ যেমন তত্ত্বজ্ঞানসাধনে কৃতকৃত্য হইয়া বিদ্যানন্দের সীমা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়া থাকেন, সেইরূপ জীবসকল ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়েন ॥ ৫০-৫১-৫২ ॥

'জীবগণের ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে অতিশিশু, মহারাজ ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, যাহারা অবিবেকী, বিবেকী ও অতিবিবেকী তাহাদিগেরই পরমসুখভোগ লাভ হয়, ইহাই লোকে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু যাহারা রাগদ্বেষাদিবিশিষ্ট, সেই সকল ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই অসুখে থাকে। (বিবেকী প্রভৃতিরা যেমন আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়া

उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ ५३ ॥
कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्दैकतत्परः।
स्त्रीपरिष्वक्तवद्वेद न बाह्यं नापि चान्तरम् ॥ ५४ ॥
बाह्यं रथ्यादिकं वृत्तं गृहकृत्यं यथान्तरम्।
तथा जागरणं बाह्यं नाड्यास्थः स्वप्न आन्तरः ॥ ५५ ॥

विवेकिषु आनन्दात्मसाक्षात्कारवानेव इतरे तु सर्व्वदा रागादिमत्त्वादसुखिन इति न दृष्टान्तीकृता इत्यर्थः ॥ ५३ ॥

भवन्त्वेते सुखिनः प्रकृते किमायातमित्याशङ्क्य दार्ष्टान्तिकश्रुतिवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह कुमारादीति। कुमारादिवत् कुमारादयो यथानन्दभाजः एवमयमपि सुप्तो ब्रह्मानन्दैकतत्परः ब्रह्मानन्दैकभागित्यर्थः। ब्रह्मानन्दैकपरत्वे युक्तिप्रदर्शनपरं तद् यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमिति ज्योतिर्ब्राह्मणगतवाक्यमर्थतोऽनुक्रामति स्त्रीपरिष्वक्तेति। यथा लोके प्रियया स्त्रिया आलिङ्गितः कामी बाह्यान्तरज्ञानशून्यत्वात् सुखमूर्त्तिवद् भवति तथा सुप्तो प्राज्ञेन परमात्मनैक्यं गतो जीवो बाह्यादिदेशविषयज्ञानाभावात् आनन्दरूप एव भवति इति ॥ ५४ ॥

अत्र दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकवाक्यस्थयोर्बाह्याभ्यन्तरशब्दयोर्विवक्षितमर्थं क्रमेण दर्शयति बाह्यमिति। वृत्तं वृत्तान्तं नाड्यास्थः जाग्रद्वासनया नाड्यामध्ये प्रतीयमानः प्रपञ्चः स्वप्न इत्युच्यते ॥ ५५ ॥

অতুল আনন্দভোগ করে, রাগাদিদূষিতচিত্ত ব্যক্তিরা সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইয়া থাকে) ॥ ৫৩ ॥

যেমন পূর্ব্বোক্ত শিশু প্রভৃতিরা বিষয়ানন্দভোগ করে, সেইরূপ জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দভোগে তৎপর হয়েন। আর যাহারা স্ত্রীতে নিতান্ত অনুরক্ত, তাহারা যেমন স্ত্রীসম্ভোগকালে বাহ্যবিষয় বা আন্তরিক বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, কেবল সেই স্ত্রীসম্ভোগজনিত সুখভোগই করিতে থাকে। সেইরূপ সুষুপ্ত জীব নিয়ত সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে, তখন সেই জীব আর বাহ্য, অথবা আভ্যন্তরিক বিষয় কিছুই জানিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

যেমন পথবর্ত্তী বিষয় সকলকে বাহ্য এবং গৃহমধ্যগত বিষয় সকলকে

পিতাপি সুপ্তাবপিতৃত্বাদী জীবত্বনিবারণাৎ।
সুপ্তো ব্রহ্মৈব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥
পিতৃত্বাদ্যভিমানো যঃ সুখদুঃখাকরঃ স হি।
তস্মিন্নপগতে তীর্ণঃ সর্ব্বান্ শোকান্ ভবত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতঃ।

জীবঃ সুপ্তৌ ব্রহ্মানন্দরূপেণাবতিষ্ঠতে ইত্যত্র যুক্তিপ্রদর্শনপরায়াং অত্র পিতাঽপিতা ভবতীত্যাদিকায়াঃ শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ পিতেতি। অত্র সুপ্তাবাধ্যাসিকানাং পিতৃত্বাদিজীবধর্ম্মাণাং সুষুপ্তৌ নিবারিতত্বাৎ জীবত্বাপ্রতীতৌ ব্রহ্মতৈবাবতিষ্ঠতে শিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ননু পিতৃত্বাদ্যভিমানাভাবেঽপি সুপ্তিত্বাদিসম্ভবং কিং ন স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য সংসারস্য দেহাদ্যভিমানমূলত্বাৎ তদভাবে তদভাব ইতি সম্বন্ধমূলত্বপ্রতিপাদকং তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতীতি সমনন্তরং বাক্যং তাৎপর্য্যতো ব্যাচষ্টে পিতৃত্বাদীতি ॥ ৫৭ ॥

ননূদাহৃতাভিঃ শ্রুতিভিঃ সুখপ্রাপ্তির্মুখতোঽভিধীয়মানা নোপলভ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য তথা বিধানপরং কৈবল্যশ্রুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি সুষুপ্তীতি। সকলে জাগ্রদাদিলক্ষণে প্রপঞ্চে

আন্তরিক বলে, সেইরূপ এস্থলেও জাগ্রৎ বিষয় সকল বাহ্য এবং স্বপ্নবিষয় সকলকে আন্তরিক বলা যায়॥ ৫৫ ॥

সুষুপ্তিকালে জীব পরমব্রহ্মেতে বিলীন হয়, তখন আর সেই জীবের জীবত্ব থাকে না। পরমব্রহ্মেতে লীন হইলে জীব পরমব্রহ্মস্বরূপ হয়, কারণ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, সুষুপ্তিকালে জীবের পিতামাতাকেও পিতামাতা বলিয়া বোধ থাকে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই জীবের দৃষ্টি থাকে না, জীব তৎকালে কেবল সর্ব্বদা পরমব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকে ॥ ৫৬ ॥

যখন জীব পরব্রহ্মেতে বিলীন থাকে, তখন তাহার জীবত্ব নিবারিত হয়। ব্যবহারকালে যে পিতৃত্বাদি অভিমান হয়, তাহাই জীবের সুখদুঃখাদির কারণ এবং ঐ পিতৃত্বাভিমান নিবারিত হইলেই জীব সর্ব্বপ্রকার শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। (তখন আর কোনরূপ সাংসারিক শোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া ক্লেশ দিতে পারে না) ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কৈবল্য-উপনিষদে উক্ত আছে যে, সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়

सुखरूपमुपैतीति ब्रूते ह्यार्षर्वणी श्रुतिः ॥ ५८ ॥
सुखमस्वाप्समत्राहं नेव किञ्चिदवेदिषम्।
इति हि तु सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ५९ ॥
परामर्शोऽनुभूतेऽस्तीत्यासीदनुभवस्तदा।

विलीने स्वोपादानभूतायां तमःप्रधानायां प्रकृतौ विलयं गते सति तमसा तया प्रकृत्या आवृत आच्छादितो जीवः सुखरूपं ब्रह्मोपैतीति तस्याः श्रुतेरर्थः ॥ ५८ ॥

न केवलमयं श्रुतिसिद्धोऽर्थः किन्तु सर्व्वानुभवसिद्धोऽपीत्याह सुखमिति। सुषुप्तादुत्थितः पुरुषः एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमित्येवं निद्राकालीने सुखाज्ञाने परामृशति स्मरति अतोऽपि सुप्तौ सुखमस्तीत्यवगम्यते ॥ ५९ ॥

ननु परामर्शस्याप्रमाणत्वात् कथं तद्बलात् सुखसिद्धिरित्याशङ्क्य तस्याप्रामाण्येऽपि तन्मूलभूतानुभवबलात् तत्सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह परामर्श इति। परामर्शः स्मरणज्ञानमनुभूत एव विषये भवति नाननुभूतविषये इति तत्राङ्कितोः तदा सुषुप्तौ अनुभव आसी-

---

সকল প্রকৃতিতে বিলীন হইলে সেই তমঃপ্রধান মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন জীবও সুখস্বরূপ হয়। (যাবৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রবল থাকে, তাবৎ জীব সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া মায়ার আক্রমণে আক্রান্ত থাকে, তখন প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণকে আপন বশে রাখিয়া প্রকৃতিতে বিলীন করিতে পারিলে জীব যে সুখস্বরূপ হয় তাহাতে আর কোন বাধা থাকে না) ॥ ৫৮ ॥

সুষুপ্তিকালে জীব যে সুখস্বরূপ হয়, তাহা সকলেরই অনুভব সিদ্ধ বটে, যেহেতু সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির এইরূপ স্মরণ হয় যে, আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সময়ে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞান এই উভয়ই বিদ্যমান থাকে; সুতরাং সুষুপ্তিকালে যে জীবের সুখ থাকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫৯ ॥

কোন বিষয় একবার অনুভূত না হইলে সেই বিষয় স্মরণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অতএব সুষুপ্তিকালের পরে যে আনন্দের স্মরণ

चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखमज्ञानधीक्षतः ॥ ६० ॥
ब्रह्मविज्ञानमानन्दमिति वाजसनेयिनः।
पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्मैव नेतरत् ॥ ६१ ॥
यदज्ञानं तत्र लीनौ तौ विज्ञानमनोमयौ।

दित्यवगम्यते ननु सुषुप्तौ मनःसहितानां ज्ञानकारणानां विलीनत्वात् कथमनुभवसिद्धि-रित्याशङ्क्य किं सुखानुभवसाधनं नास्तीत्युच्यते अज्ञानानुभवसाधनं वा नाद्यः स्वप्रकाश-चिद्रूपत्वेन सुखस्य करणापेक्षाभावात् न द्वितीयः स्वप्रकाशसुखत्वादेव तदावरकाज्ञान-प्रतीतिसिद्धेरित्यभिप्रायेणाह चिदात्मेति। ततः स्वप्रकाशसुखादज्ञानधीरज्ञानस्य प्रतीति-र्भवतीति ॥ ६० ॥

ननु सौषुप्तसुखस्य स्वप्रकाशसुखत्वेऽपि ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेदित्यत्रोक्तं ब्रह्मस्वरूपत्वं न सम्भवति मानाभावादित्याशङ्क्य विज्ञानमानन्दमित्यादिबृहदारण्यकवाक्यस्य सद्भावान्नैवमित्याह ब्रह्मविज्ञानमिति ॥ ६१ ॥

नन्वनुभवस्मरणयोरेकाधिकरणत्वनियमात् सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषमिति च सौषुप्तानन्दाज्ञानयोर्विज्ञानमनःशब्दवाच्ये जीवेन स्मर्यमाणत्वात् तस्यैव सुखाद्यनुभवितृत्वं

হয়, তদ্বিষয়ে সেই সুষুপ্তিকালের অনুভবই কারণ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সুষুপ্তিকালে আনন্দের অনুভব না থাকিলে তৎপরে কোন-রূপেও সেই আনন্দের স্মরণ হইতে পারে না। যেহেতু আনন্দ চেতন-স্বভাবপ্রযুক্ত তাহা স্বপ্রকাশমান এবং অজ্ঞান প্রতীতিহেতু সুখস্বরূপ হয়েন। অতএব সুষুপ্তিকাল যে তাহার অনুভব হয়, তাহা অসম্ভব নহে ॥ ৬০ ॥

যদি সুষুপ্তিকালীন সুখকে স্বপ্রকাশস্বরূপ বল, তাহাহইলে "ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং প্রকাশিত হয়" প্রমাণাভাবপ্রযুক্ত এই কথা সুসঙ্গত হইতেছে না, এই আশঙ্কায় প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন।—বাজসনেয়-উপনিষদে উক্ত আছে যে, পরব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হয়েন। অতএব সেই পরব্রহ্মই স্বপ্রকাশমান ও সুখস্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সেই পরব্রহ্মভিন্ন অন্য-কোন পদার্থই স্বপ্রকাশমান ও সুখস্বরূপ নহে ॥ ৬১ ॥

পরব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও সুখস্বরূপত্ব বিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহাতেই বিজ্ঞানময়কোষ ও মনোময়কোষ বিলীন রহিয়াছে। অজ্ঞানই মনোময় ও

তয়োর্হি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানঞ্চ সৈব হি ॥ ৬২ ॥
বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ স্যাদ্ বিজ্ঞানময়ী ঘনঃ।

বক্তব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য তদুপাধের্বিজ্ঞানস্যাজ্ঞানকার্য্যত্বাদ্ বিলীনত্বাৎ সৈবমিত্যভিপ্রায়েণাহ যদজ্ঞানমিতি। ন কিঞ্চিদ্বেদিষমিতি স্মরণান্যথানুপপত্ত্যা গম্যমানং যদজ্ঞানমিতি তব তস্মিন্নজ্ঞানে তাং প্রমাত্বপ্রমাণত্বেন প্রসিদ্ধৌ বিজ্ঞানময়ী লীনো বিজ্ঞানত্বাদ্যাকারং পরিত্যজ্য কারণরূপেণাবস্থানী অতস্তদুপাধিকস্য নানুমিতিরিতি ভাব। অবীপপত্তিমাহ তয়োরিতি। হি যস্মাৎ তয়োর্বিজ্ঞানমনোময়য়োর্হি লীনাবস্থা নিদ্রোচ্যতে বিজ্ঞানবিরতিঃ সুষুপ্তিশব্দাভিধানাৎ তর্হি নিদ্রায়ামেব বিলীনাবিতি বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অজ্ঞানমিতি। সৈব নিদ্রা বিজ্ঞানমিতি ব্যাকরণাৎ ॥ ৬২ ॥

ননু তর্হি সীষুপ্তসুখাদ্যনুভবকালে অজ্ঞানী বিজ্ঞানময়ঃ প্রবীর্ত্তি কথং তত্স্মর্তৃত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিলয়াবস্থায়ামপি ততস্বরূপনাশাভাবাৎ বিলয়াবস্থোপাধিমদানন্দময়রূপেণাবস্থিতত্ব বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্যত্বনাশাবীপাবিসর্জনেন স্মর্তৃত্ব চৈকস্য ঘটতে বৈত্যভিপ্রায়েণাহ বিলীনেতি। যথাগ্নিসংযোগাদিনা বিলীন ঘৃতং পশ্চাৎ বায়ুদিসম্বন্ধবশাৎ ঘনীভবতি এবং জাগরাদিষু ভোগপ্রদস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়বশাৎ নিদ্রারূপেণ বিলীনমপি করণ পুনর্ভোগপ্রদ-

---

বিজ্ঞানময়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই বিজ্ঞান ও মনোময়ের যে বিলীনাবস্থা তাহাকেই নিদ্রা বলা যায় এবং সেই বিলয়াবস্থাই সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান শব্দ প্রতিপাদ্য। (পণ্ডিতগণ অজ্ঞানকে নিদ্রা বলেন না এবং সেই অজ্ঞানও আর কিছুই নহে, কেবল, বিজ্ঞানময় ও মনোময়ের বিলীনাবস্থামাত্র) ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, 'সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময় বিলীন থাকে, এইক্ষণ বল দেখি, বিলয়াবস্থাতে বিজ্ঞানময়ের স্বরূপাভাবপ্রযুক্ত সুষুপ্তির পরে কিরূপে সুখাদির স্মরণ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— অগ্নিসংযোগাদিদ্বারা ঘৃত একবার দ্রবীভূত হইলে পরে, যখন সেই ঘৃতে বায়ু প্রভৃতি শীতল বস্তুর সংসর্গ হয়, তখনই যেমন সেই ঘৃত ঘনীভূত হয়। সেইরূপ বিজ্ঞানময় প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ নিদ্রাকালে অজ্ঞানেতে বিলীন থাকে বটে, কিন্তু যখন সেই নিদ্রার অবসান হইয়া জাগ্রদবস্থা উপস্থিত হয়, তখন পুনর্ব্বার সেই বিজ্ঞানময় প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত বিজ্ঞানাকারে

বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন ঘ্যতে ॥ ৬২ ॥

সুপ্তিপূর্ব্বক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির্যা সুখবিম্বিতা।
সৈব তদ্বিম্বসহিতা লীনানন্দময়স্ততঃ ॥ ৬৪ ॥

অন্তর্মুখোঽয়মানন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা।
ভুঙ্ক্তে চিদ্বিম্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

কর্ম্মবশাৎ প্রবোধে বিজ্ঞানাকারেণ ঘনীভবতি অতস্তদুপাধিকঃ আত্মাপি বিজ্ঞানময়ো ঘনঃ স্যাৎ স এব পূর্ব্বং বিলয়াবস্থোপাধিকঃ সন্ আনন্দময় উচ্যতে ॥ ৬২ ॥

বিলীনাবস্থ আনন্দময় ইত্যুক্তমেবার্থং স্পষ্টীকরোতি সুপ্তেতি। সুপ্তেঃ পূর্ব্বক্ষিপ্রব্যবহিতে ক্ষণে যান্তর্মুখা বুদ্ধিবৃত্তিঃ স্বরূপভূতসুখপ্রতিবিম্বযুক্তা ভবতি তত অনন্তরং তৎপ্রতিবিম্বসহিতা সৈব বুদ্ধিবৃত্তির্নিদ্রারূপেণ বিলীনা আনন্দময় ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

এবমানন্দময়স্বরূপং প্রদর্শ্য তস্যৈব প্রবোধকালে বিজ্ঞানময়রূপেণ আসূত্বসিদ্ধয়ে তদানীং সুখানুভবমুপপাদয়তি অন্তর্মুখ ইতি। সুখপ্রতিবিম্বসহিতান্তর্মুখধীবৃত্তিজনিতসংস্কার সহিতাজ্ঞানোপাধিকোঽয়ম্ আনন্দময়স্তদা সুপ্তৌ ব্রহ্মসুখ স্বরূপভূতং সুখং চিদাভাস সহিতাভিরজ্ঞানাদুৎপন্নাভি সুখাদিগোচরাভির্বৃত্তিভিঃ সত্ত্বপরিণামবিশেষৈর্ভুঙ্ক্তেঽনুভবতি ॥ ৬৫ ॥

ঘনীভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই আনন্দময় বলা যায়; সুতরাং সুষুপ্তির পর স্মৃতির অসম্ভব হয় না ॥ ৬৩ ॥

সুষুপ্তির পূর্ব্ব অবস্থাতে বুদ্ধিতে যে সুখ প্রতিবিম্বিত হয়, বিজ্ঞানময়ের বিলীনাবস্থায় সেই সুখপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিই আনন্দময় শব্দের প্রতিপাদ্য হয়। (সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময় বিলীন হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অবিকৃত অবস্থায়ই থাকে) ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আনন্দময়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ সেই আনন্দময়ই যে স্মরণের কর্ত্তা, তাহা প্রতিপাদনার্থ সেই সময়ে যে সুখানুভব ছিল তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।—সুষুপ্তিকালে সুখপ্রতিবিম্বিত অন্তর্ম্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিজন্য সংস্কারসহিত অজ্ঞানোপাধিক যে আনন্দময়, তিনিই চৈতন্য প্রতিবিম্বের সহিত মিলিত অজ্ঞানবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥৬৫॥

অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিদ্যন্তে বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬ ॥
মাণ্ডুক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদিতিস্ফুটম্।
আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭ ॥
একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ।

ননু তর্হি জাগরণ ইব ইদানীং সুখমনুভবামীত্যভিমানঃ কুতো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অবিদ্যাবৃত্তীনাং বুদ্ধিবৃত্তিবৎ স্পষ্টত্বাভাবান্নানুভবঃ ইত্যভিপ্রায়েণাহ অজ্ঞানেতি। ইদং কুতোঽবগতমিত্যত আহ ইতীতি ॥ ৬৬ ॥

তস্যানন্দময়ো ব্রহ্মানন্দং সূক্ষ্মাভিরবিদ্যাবৃত্তিভির্ভুঙ্‌ক্তে ইত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যত আহ মাণ্ডুক্যেতি। এতচ্ছব্দার্থমেবাহ আনন্দেতি ॥ ৬৭ ॥

ইদানীং সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো ব্রহ্মানন্দভুক্ চৈতীসুখ ইতি মাণ্ডুক্যাদিশ্রুতিগতং বাক্যমর্থতঃ পঠতি একীভূত ইতি। সুষুপ্তং সুষুপ্তিস্থব তিষ্ঠতীতি

বেদান্ত-সিদ্ধান্তপারদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালোৎপন্ন অজ্ঞানবৃত্তিসকল অতিসূক্ষ্মাবস্থায় থাকে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসকল সামান্যতঃ স্থূলই থাকে। অতএব জাগরণাবস্থায় যেমন "আমি সুখানুভব করিতেছি" এইরূপ অভিমান হয়, সুষুপ্তিকালে সেইরূপ অভিমান হইতে পারে না। (যদি সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিও সুস্পষ্ট থাকিত, তাহাহইলে উক্তরূপ অভিমানের কোন বাধা ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থাপ্রযুক্ত সুষুপ্তিকালে ঐরূপ অভিমান হয় না) ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সুষুপ্তিকালে আনন্দময় সূক্ষ্ম অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে শ্রুতিবাক্য উদাহৃত হইতেছে।—মাণ্ডুক্য ও তাপনীয় উপনিষদে আনন্দময়ের ভোক্তৃত্ব ও ব্রহ্মানন্দের ভোগ্যত্ব সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে ॥ ৬৭ ॥

যখন সুষুপ্তিকালে আনন্দময় ও ব্রহ্মানন্দ একীভূত হয়, তখনই সেই উভয়াত্মক আনন্দকে প্রজ্ঞানঘন বলা যায়। সুষুপ্তিকালে আনন্দময় চৈতন্যযুক্ত

আনন্দময় আনন্দভুক্ চেতোমযবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৮ ॥
বিজ্ঞানময়সুষ্ত্যৈর্যো রূপৈর্যুক্তঃ পুরাধুনা।
স লয়েনৈকতাং প্রাপ্তো বহুতণ্ডুলপিষ্টবৎ ॥ ৬৯ ॥
প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োঽথ ঘনোঽভবৎ।

সুষুপ্তস্থঃ সুষুপ্ত্যভিমানীত্যর্থঃ। আনন্দময় আনন্দপ্রচুরঃ আনন্দভুক্ স্বরূপভূতমানন্দং ভুঙ্ক্তে ইত্যানন্দভুক্ চেতোময়বৃত্তিভিশ্চেতসঃ তন্ময়াস্তৎপ্রচুরাশ্চিৎপ্রতিবিম্বসহিতা ইত্যর্থঃ তাশ্চ বৃত্তয়ঃ চেতোময়বৃত্তয়স্তাভিরানন্দভুগিতি যোজনা ॥ ৬৮ ॥

তদাত্মকত্বমেবাস্যেতি পদস্যার্থমাহ বিজ্ঞানেতি। য আত্মা পুরা জাগরণাবস্থায়াং বিজ্ঞানময়সুষ্তৌ স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময় ইত্যাদিশ্রুতৌ রূপৈরাকারবিশেষৈর্যুক্তোঽভূৎ স এষাধুনা লয়েন বিজ্ঞানময়াদ্যুপাধিলয়েন একতাম্ একাকারতাং প্রাপ্তো গতো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ বহুতণ্ডুলজনিতপিষ্টবদিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

অথ প্রজ্ঞানঘনশব্দার্থমাহ প্রজ্ঞানানীতি। পুরা পূর্ব্বং জাগরাদৌ প্রজ্ঞানশব্দবাচ্যা

অজ্ঞান বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিস্থ আনন্দময় ও ব্রহ্মানন্দ এই উভয় মিলিত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

যেমন বহু বহু তণ্ডুল পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও যখন সেই সকল তণ্ডুল পেষণ করা যায়, তখন সকল তণ্ডুলই একত্রীভূত হইয়া পিষ্টকপিণ্ডাকার হয়। সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতে যিনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথ্বীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, কামময়, অকামময় ও ক্রোধময় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ আকারযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান ছিলেন, তিনি এইক্ষণ সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ বিলীনাবস্থায় বিজ্ঞানময়াদি উপাধির বিলয়বশতঃ একীভূত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

যেমন উত্তরদেশস্থ পর্ব্বতে হিমবিন্দু সকল একত্রীভূত হইয়া ঘন ও গাঢ়পিণ্ডাকার হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতে গত প্রজ্ঞান শব্দবাচ্য বুদ্ধিবৃত্তিসকল সুষুপ্তিকালে ঘনীভূত হইয়া থাকে। (যখন পর্ব্বতে হিম পতিত হয়, তখন

घनत्वं हिमबिन्दूनामुदन्दिग्धे यथा तथा ॥ ७० ॥
तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते ।
लौकिकास्तार्किका यावद्दुःखवृत्तिविलोपनात् ॥ ७१ ॥
अज्ञानबिम्बिता चित् स्यान्मुखमानन्दभोजने ।

घटादिगोचरा या बुद्धिस्तत्रीऽभवत् अथ सुषुप्तिकाले घटादिविषयाभावे सति घनीऽभवत् चिद्रूपैकरूपीऽभवत्। तत्र दृष्टान्तमाह घनत्वमिति ॥ ७० ॥

इदानीं प्रज्ञानघनशब्दार्थनिरूपणप्रसङ्गादागतं किञ्चिदाह तद् घनत्वमिति। यदिदं वेदान्तेषु साक्षित्वेनाभिधीयमानं प्रज्ञानघनत्वमस्ति तदेव लौकिकाः शास्त्रसंस्कारुरहिता-स्तार्किका वैशेषिकादयः शास्त्रिणश्च दुःखाभावं प्रचक्षते दुःखाभाव इत्याहुः। कुत इत्यत आह यावद् दुःखेति। यावन्त्यो दुःखवृत्तयस्तासां सर्वासां विलयादित्यर्थः ॥ ७१ ॥

पूर्वोदाहृतश्रुतिवाक्यगतचेतोमुखशब्दार्थमाह अज्ञानेति। आनन्दभोजने सौषुप्तब्रह्मा-नन्दास्वादने सुखं साधनमज्ञानबिम्बिता चित् स्यात् अज्ञानवृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यमेव

অসংখ্যবিন্দুরূপে থাকে, অনন্তর সেই সকল হিমবিন্দু একত্র হইয়া ঘনীভূত হয়। এইপ্রকারে জাগ্রদবস্থাতে প্রজ্ঞান "এই ঘট, এই পট" ইত্যাদিগের অসংখ্য আকার থাকে, পরে যখন সুষুপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন "এই ঘট, এই পট" ইত্যাদি বিষয় জ্ঞানের অভাবহেতু সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ আকারের জ্ঞান একত্র ঘনীভূত হইয়া চিদ্রূপে অবস্থিত হয়) ॥ ৭০ ॥

এইক্ষণ "প্রজ্ঞানঘন" এই শব্দের অর্থনিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত ঘনীভূত প্রজ্ঞান চৈতন্যকে লোকে সাক্ষিচৈতন্য বলে। বেদান্তশাস্ত্রে যিনি সাক্ষিচৈতন্যরূপে উক্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিরহিত লোক সকল এবং তার্কিক বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তবাদীরা তাঁহাকেই দুঃখাভাব বলিয়া স্বীকার করেন, যেহেতু সেই সাক্ষিচৈতন্যে কোনপ্রকার দুঃখের সম্ভব নাই, অতএব তাঁহার দুঃখাভাবস্বরূপে উক্তি অসঙ্গত নহে ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে যে, "চেতোমুখ" শব্দ উদাহৃত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই চেতোমুখ শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দ-ভোগে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত যে অজ্ঞানবৃত্তি, তাহাই মুখ শব্দের প্রতিপাদ্য।

সুপ্তং ব্রহ্মসুখং ত্যক্ত্বা বহির্যাত্যেব কর্ম্মণা ॥ ৩২ ॥
কর্ম্ম জন্মান্তরেঽভূদ্ যত্ তদ্যোগাদ্ বুধ্যতে পুনঃ।
ইতি কৈবল্যশাখায়াং কর্ম্মজো বোধ ঈরিতঃ ॥ ৩৩ ॥
কশ্চিৎ কালং প্রবুদ্ধস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা।

ভবেৎ। ননু সুষুপ্তাবানন্দময়রূপেণ জীবেন ব্রহ্মসুখন্তৎ ভুজ্যতে তর্হি তৎ পরিত্যজ্যাথ বহিঃ কৃতী জাগরণং দুঃখালয়মাগচ্ছেৎ ইত্যত আহ ভুক্তমিতি। পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মপাশ-বদ্ধত্বাৎ তেন প্রেরিতো জীবঃ সাক্ষাৎকৃতমপি ব্রহ্মানন্দং পরিত্যজ্যাথ বহির্যাতি জাগরণাদিকং গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এতৎ কৃতীঽবগম্যতে ইত্যাশঙ্ক্য পুনস্ত জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধ ইতি কৈবল্যশ্রুতিবাক্যাদিতি সম্বন্ধবাক্যমর্থতঃ পঠন্ তদভিপ্রায়মাহ-কর্ম্মেতি ॥ ৩৩ ॥

সুষুপ্তৌ ব্রহ্মানন্দোঽনুভূত ইত্যত্র লিঙ্গান্তরন্ত্বাহ কশ্চিদিতি। প্রবুদ্ধস্য জাগরণং প্রাপ্ত-

---

এই চৈতন্য প্রতিবিম্বিত অজ্ঞান বৃত্তিদ্বারা জীব আনন্দভোগ করিয়া পুনর্ব্বার বাহ্যবিষয়ে গমন করে। (সুষুপ্তিকালে জীব আনন্দময়রূপে ব্রহ্মানন্দভোগ করে বটে, তথাপি সেই জীব পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া সেই সকল কর্ম্মফলের উপভোগার্থ সাক্ষাৎকৃত ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখালয়-স্বরূপ জাগরণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীব কোনরূপেই পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মপাশের বন্ধন ছাড়াইতে পারে না, এইনিমিত্তই ব্রহ্মানন্দভোগ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখে পতিত হয়) ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জীব কর্ম্মফল ভোগার্থ আন্তরিক ব্রহ্মানন্দ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়, এইবিষয়ের প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় জন্মান্তরীণ কর্ম্মযোগবশতঃ জীব একবার প্রসুপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রবোধিত হয়, ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষৎ শ্রুতির অর্থ প্রকাশ করিতে-ছেন।—কৈবল্যশাখাতে উক্ত আছে যে, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্য কর্ম্মের ফল-ভোগার্থই জীবের প্রবোধ জন্মে, অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। (কর্ম্ম-পাশের আক্রমণ এইরূপ প্রবল যে, সুষুপ্তিকালীন অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দভোগ হইতে জীবকে বঞ্চিত করিয়া নিরয়ভোগরূপ বাহ্যভোগে পাতিত করে) ॥ ৭৩ ॥

সুষুপ্তিকালে যে জীব ব্রহ্মানন্দ ভোগকরে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন

অনুগচ্ছেদ্ যতস্তূষ্ণীমাস্তে নির্ব্বিষয়ঃ সুখী ॥ ৩৪ ॥
কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ পন্থানানা দুঃখানি ভাবয়ন্।
মনৈর্ব্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমৌনোঽখিলো জনঃ ॥ ৩৫ ॥
প্রাগূর্দ্ধমপি নিদ্রায়াঃ পশ্চাপাতো দিনে দিনে।

স্যাপি কঞ্চিৎ কালং স্বল্পকালপর্য্যন্তং সুষুপ্তাবনুভূতস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা সংস্কারোঽনুগচ্ছেদনুগচ্ছতি। কুত এতদবগম্যতে ইত্যত আহ যত ইতি। যতঃ কারণাৎ প্রবোধাদৌ নির্ব্বিষয়ো বিষয়ানুভবরহিতোঽপি সুখী তূষ্ণীমাস্তে অতোঽবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

নহি তথৈব তূষ্ণীং কৃতী নাবতিষ্ঠত ইত্যত আহ কর্ম্মভিরিতি। কর্ম্মভিঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ প্রেরিতঃ সর্ব্বোঽপি প্রাণী পন্থান্ নানাবিধানি দুঃখানি অনুসন্দধানঃ মনৈর্ব্রহ্মানন্দং বিস্মরতি ॥ ৩৫ ॥

ইতোঽপি ব্রহ্মানন্দে ন বিপ্রতিপত্তিঃ কার্য্যেত্যাহ প্রাগূর্দ্ধমিতি। প্রত্যহং মনুষ্যাণাং নিদ্রায়াঃ

করিতেছেন।—যখন সুষুপ্তির অবসান হইয়া জাগরণাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনও কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মানন্দ ভোগবাসনা অনুগত থাকে। যেহেতু জীব সুষুপ্তির অবসানে কিয়ৎকাল বিষয়শূন্য হইয়া মৌনভাবে সুখে অবস্থিতি করে। (সুষুপ্তি ভঙ্গ হইয়া প্রবোধ হইলেও কিয়ৎকাল জীবের অন্তঃকরণে বিষয়ানুরাগ প্রবেশ করিতে পারে না, তখনও ব্রহ্মানন্দভোগ সুখের আভাস থাকে) ॥ ৭৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, সুষুপ্তির অবসানেও জীব কিয়ৎকাল মৌনভাবে অবস্থিত থাকে। এইক্ষণ বল দেখি, জীবের সেই মৌনভাব চিরকাল থাকে না কেন এবং কি কারণেই বা সেই মৌনভাবের অবসান হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সুষুপ্তির অবসানে জীব পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারে নানাপ্রকার দুঃখকরতঃ ক্রমশঃ সেই ব্রহ্মানন্দের উপভোগ বিস্মৃত হইয়া যায়। (জীব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের অনুরোধে এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তখন আর কদাচিৎ তাহার ব্রহ্মানন্দভোগ স্মৃতিপথে উদিত হইতেও অবকাশ পায় না) ॥ ৭৫ ॥

যদিও জীবের ব্রহ্মানন্দভোগ-সুখ বিস্মৃত হয় হউক, কিন্তু তথাপি ব্রহ্মানন্দ-

ব্রহ্মানন্দে তৃপ্তা যেন প্রাপ্তোঽস্মিন্ বিবদেত কঃ ॥ ৩৫ ॥
নন্বু তূষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দস্বেন্নাস্তি কৌকিকাঃ।
অলসাশ্চরিতার্থাঃ স্যুঃ শাস্ত্রেণ গুরুণাল কিম্ ॥ ৩৬ ॥
বাঢ়ং ব্রহ্মেতি বিদ্যুস্তে কৃতার্থাস্তাবতৈব তে।

প্রাগুর্ধ্বমপি নিদ্রারম্ভে নিদ্রাবসানে চ ব্রহ্মানন্দে পক্ষপাতঃ কর্ত্তব্যঃ যতো নিদ্রাদৌ সুখ অথাদি সম্পাদয়ন্তি তদবসানে চ তং পরিত্যক্তমশক্তাস্তূষ্ণীমাসতে তেন কারণেনাত্মানন্দে কো বুদ্ধিমান্ বিবদেত ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রদ্দয়তি নন্বিতি। গুরুশুশ্রূষাদিলভ্যস্য ব্রহ্মানন্দানুভবস্য তূষ্ণী স্থিতিমাত্রলভ্যত্বে গুরুশুশ্রূষাদিপূর্ব্বকং শ্রবণাদিকং বৃথা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অয়ং ব্রহ্মানন্দ ইতি জ্ঞানে সতি কৃতার্থতা ভবত্যেব তদৈব গুরুশুশ্রূষাদিকমন্তরেণ ন

সুখে কখনও অবহেলা করিবে না। প্রতিদিন নিদ্রার পূর্ব্বে এবং নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এক একবার ব্রহ্মানন্দের পক্ষপাতী হওয়া উচিত। দিবসের মধ্যে অন্য সময় প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ ব্রহ্মানন্দ পর্য্যালোচনার অবকাশ না থাকুক্ কিন্তু তথাপি একবার নিদ্রার পূর্ব্বে ও একবার নিদ্রার পরে ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান অবশ্য করিবে এবং এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু নিদ্রার পূর্ব্বেতে সুকোমল শয্যাসাধন এবং নিদ্রার অবসানেও মৌনভাবে অবস্থান বিষয়ে কখনও কেহ বিবাদ করে না। সকলেই নিদ্রার পূর্ব্বে সুকোমল শয্যারচনা করিয়া শয়ন করে এবং নিদ্রার অবসান হইলেও কিয়ৎকাল মৌনী হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যদি পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, নিদ্রাবসানেও জীব মৌনভাব অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে, তাহাহইলে অলস ব্যক্তিরাও অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে? তাহাতে শাস্ত্রোপদেশ ও গুরুর উপদেশের কোন আবশ্যক নাই। (যদি কেবল মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেই ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয়, তাহাহইলে অলস ব্যক্তিদিগকেও ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ বলাযাইতে পারে? সুতরাং গুরূপদেশ শাস্ত্রোপদেশ প্রভৃতি সকলই বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে) ॥ ৩৭ ॥

গুরুশাস্ত্রে বিনাত্মানং গম্ভীরং ব্রহ্ম বেত্তি কঃ ॥ ৭৮ ॥
জানাম্যহং ত্বদুক্তাদ্য কৃতার্থো ন ভবার্থতা।
শৃণ্বত্র ত্বাদৃশং বৃত্তং প্রাগ্ভবেনান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭৯ ॥
চতুর্ব্বেদবিদে দেয়মিতি শৃণ্বন্নবীচত।
বেদাশ্চত্বার ইত্যেবং বেত্মি মে দীয়তাং ধনম্ ॥ ৮০ ॥

সম্ভবতীত্যাহ বাঢমিতি। অত্যন্তগম্ভীরং দুরবগাহম্ অবাঙ্মনসগম্যং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বান্তরং সর্ব্বাত্মরূপং ব্রহ্ম গুরুশাস্ত্রে বিহায়ান্যেন কেনাপ্যুপায়েন কো জানীয়াত্ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥৭৮॥

ননু তদাকাদ্যেব ব্রহ্মানন্দং জানতোঽপি মম ন কৃতার্থতোপলভ্যতে ইত্যাশঙ্কানুবাদপূর্ব্বকং সোপহাসমুত্তরমাহ জানামীতি ॥ ৭৯ ॥

তমেব বৃত্তান্তং দর্শয়তি চতুর্ব্বেদেতি। কশ্চিৎ চতুর্ব্বেদবিদে কস্মৈচিদিদং বহু ধনং দাতব্যমিত্যেবংবিধ বাক্যং শ্রুত্বা বেদাশ্চত্বার ইত্যস্মাদেব বাক্যাদহং বেত্মি অতো মে দীয়তামিতি বক্তি তদ্দত্তবানপীত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি অলস ব্যক্তির ব্রহ্মানন্দভোগ হইতে পারে, হউক্ এবং তাহাতেও যদি তাহাদিগের কৃতার্থতা স্বীকার কর, সে বিষয়ে আমার কোন ক্ষতি কিম্বা লাভ নাই। কিন্তু শাস্ত্রোপদেশ ও গুরূপদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তিই সেই দুর্জ্ঞেয় পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। (যিনি অত্যন্ত দুরবগাহ, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মস্বরূপ, সেই পরম-ব্রহ্মকে যে গুরুবাক্য বা শাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে জানা যাইতে পারে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে)॥ ৭৮॥

এইক্ষণ আমি তোমার বাক্যদ্বারাই যদি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলাম, তবে আমিও কেননা কৃতার্থ হইব। যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তাহাহইলে ইহার উত্তরপ্রসঙ্গে একটি ইতিহাস শ্রবণ কর, তাহাহইলেই তোমার আশঙ্কা দূরীভূত হইবে। একব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল যে, আমি চতুর্ব্বেদবেত্তাকে বহু ধনদান করিব, এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে, আমি তোমার বাক্যে বেদের সংখ্যা যে চারি, তাহা জানিতে পারিলাম। অতএব আমিও চতুর্ব্বেদবেত্তা হইয়াছি, এইক্ষণ তুমি আমাকে আপন প্রতি-

সঙ্খ্যামেবৈষ জানাতি ন তু বেদাংশমেষতঃ।
যদি তর্হি তমপ্যেবং নাস্তিকং ব্রহ্ম বেত্সি হি ॥ ৮১ ॥
অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্য্যবর্জিতে।
অংশত্বসংশয়ত্ববার্ত্তাবসর এব কঃ ॥ ৮২ ॥

ননু বেদাস্তত্বার ইতি যো বেদ স বেদগতাং সঙ্খ্যামেব বেত্তি ন তু বেদানাং স্বরূপমিতি। সাম্বেন সমাধত্তে তর্হীতি। এবং চতুর্ব্বেদাভিজ্ঞমন্য ইব ত্বমপ্যশেষং সম্পূর্ণং যথা ভবতি তথাব্রহ্ম ন বেত্সি নৈব জানাসি ॥ ৮১ ॥

ননু সঙ্খ্যাতিরিক্তবেদস্বরূপমেদ ইব স্বগতাদিভেদশূন্যে আনন্দরূপে ব্রহ্মণি অস্যায়মানস্যাংশস্যাভাবাৎ অসম্পূর্ণজ্ঞানিত্বোপলব্ধী ন ঘটেতে ইতি চোদয়তি অখণ্ডেতি ॥ ৮২ ॥

শ্রুত ধন অর্পণ কর। এইক্ষণ বল দেখি, সেই দাতা ব্যক্তির প্রতিশ্রুত ধন তাহাকে অর্পণ করা উচিত কি না? ॥ ৭৯ ৮০ ॥

যদি বল, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কেবল বেদের সংখ্যামাত্র জানিয়াছে, সে প্রকৃত বেদ জানিতে পারে নাই, অতএব তাহাকে ধন দেওয়া উচিত নহে। তবে তুমিও সম্যক্‌প্রকারে ব্রহ্মকে জান নাই; সুতরাং তুমি কৃতার্থ হইতে পারিবে না। (যদি বেদের সংখ্যামাত্র জানিয়া ধন পাইতে পারিল না, তবে তুমিও কেবল ব্রহ্মের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াছ, প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব কাহাকে বলে জান না; সুতরাং তোমাকে কৃতার্থ বলা যাইতে পারে না) ॥ ৮১ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত মীমাংসাতেও এইরূপ আশঙ্কা কর যে, বেদেতে সংখ্যা এবং বিশেষ বিশেষ অংশ আছে; সুতরাং বেদের অশেষত্ব বা সশেষত্ব সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যিনি মায়া ও মায়ার কার্য্যস্বরূপ অভিমানাদিবর্জ্জিত, সেই অখণ্ডানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে অশেষ বা সশেষ কিছুই বলিতে পার না, অতএব সেই সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে না। (ব্রহ্মের কতক জানিয়াছি ও সম্পূর্ণ জানি নাই, এই কথাই অসম্ভব। যাহার অংশাদি নাই, তাহার কতক জানা, কিম্বা কতক না জানা হইতে পারে না) ॥ ৮২ ॥

শব্দানেব পঠস্যাদৌ তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি।
শব্দপাঠোঽর্থবোধস্তে সম্যাগস্তি ন সিধ্যতি ॥ ৮৩ ॥
অর্থে ব্যাকরণাদ্ বুদ্ধে সাক্ষাৎকারোঽবশিষ্যতে।
স্যাৎ কৃতার্থত্বধীর্যাবৎ তাবদ্ গুরুমুপাস্য ভোঃ ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানেঽপ্যশেষত্বাদিকং দর্শয়িতুং ব্রহ্ম জানামীতি বদন্তং বিকল্প্য পৃচ্ছতি শব্দানিতি। কিমখণ্ডৈকরসমদ্বয়ং সচ্চিদানন্দরূপমিত্যাদিশব্দানেব পঠসি আদৌ অথবা তেষাং শব্দানামর্থং স্বগতাদিভেদশূন্যত্বাদিকং পশ্যসি জানামীতি বিকল্পার্থঃ। আদ্যে পক্ষে সাবশেষত্বং দর্শয়তি শব্দপাঠ ইতি ॥ ৮৩ ॥

দ্বিতীয়েঽপি তদ্ দর্শয়তি অর্থে ইতি। ব্যাকরণাদিত্যুপলক্ষণং নিগমাদেঃ ব্যাকরণাদিনা পরোক্ষজ্ঞানে সম্যাদিতেঽপি সংশয়াদিনিরাসেনাপরোক্ষীকরণমবশিষ্যতে। তর্হি কদা সম্পূর্ণত্ব জ্ঞানস্যাশ্রয় তদবধিং দর্শয়তি স্যাদিতি। যদা কৃতার্থত্ববুদ্ধিরুৎপদ্যতে তদা জ্ঞানস্য সম্পূর্ণতা অবগন্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত তর্কে ব্রহ্মানন্দের অশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া সেই তর্কের মীমাংসা করিতেছেন।—তুমি যে বলিতেছ, "আমি সেই অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত সচ্চিদানন্দব্রহ্মকে জানি" তাহাতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, বল দেখি, তুমি কি কেবল সেই বাক্য পাঠমাত্র করিতেছ, কি তাহার প্রকৃত অর্থ জান? যদি কেবল সেই বাক্য পাঠমাত্রেই তোমার জ্ঞান থাকে, তবে তাহার অর্থ না জানিয়া কেবল বাক্যপাঠে কোন ফল দর্শে না। আর যদি ব্যাকরণাদিদ্বারা সেই বাক্যের অর্থ তোমার জানা থাকে, তথাপি সেই বাক্যের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে যত্নকর, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার না হইলে কেবল বাক্যার্থ জানিয়াও কোন উপকার নাই। অতএব পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত গুরুর উপাসনা কর, গুরুর উপাসনাদ্বারা তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই তুমি কৃতার্থ হইতে পারিবে। (এক্ষণে গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রের উপদেশ বিফল হইল না) ॥ ৮৩-৮৪ ॥

আস্তামিতত্ত্ব যত্র যত্র সুখং স্যাৎ বিষয়ৈর্বিনা।
তত্র তত্র বিজানীতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্ ॥ ৮৫ ॥
বিষয়েষ্বপি সর্ব্বেষু তদিচ্ছোপরমে সতি।
অন্তর্মুখমনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি ॥ ৮৬ ॥

এবং প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতমেবানুসরতি আস্তামিতি। যত্র যত্র যস্মিন্ যস্মিন্ কালে তূষ্ণীম্ভাবাদৌ বিষয়ানুভবমন্তরেণ সুখং ভবতি তত্র তত্র সুখস্য বিষয়জন্যত্বাভাবাৎ সামান্যাহঙ্কারাবৃতত্বাচ্চ বাসনানন্দত্বমবগন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

এবং ব্রহ্মানন্দবাসনানন্দৌ দর্শয়িত্বা ইদানীং স্বানন্দবৈবিধ্যনিয়মনায় আত্মাভিমুখ-প্রীতিস্যাবিদ্যাবৃত্তিমেব বিষয়ানন্দং পুনরনুবদতি বিষয়েষ্বিতি। যদা যদা স্ত্রগাদিবিষয়-লাভাৎ তদ্বিচ্ছোপরমে ভবতি তদা যদা মনস্যন্তর্মুখে সতি তস্মিন্ যঃ স্বাত্মানন্দঃ প্রতিবিম্বিতো ভবতি অয়ং বিষয়ানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ববিচার করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল অবান্তর বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, এইক্ষণ সেই সকল বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া প্রকৃত সুখস্বরূপ আনন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—কোনরূপ বিষয় না থাকিলেও যে সুখ উপস্থিত হয়, সেই সুখকেই ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া স্বীকার করা যায়। (যে কালে মনুষ্য মৌনভাব আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন আর কোনপ্রকার বিষয়ানুরাগ থাকে না, এই সময়ে যে সুখানুভব হয়, সেই সুখ বিষয়জন্য নহে, কেবল সামান্য অহঙ্কারদ্বারা আবৃত থাকে মাত্র; সুতরাং এই নির্ব্বিষয়ক সুখই বাসনানন্দ) ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মানন্দ ও বাসনানন্দ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ বিষয়ানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—বহুকাল পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ভোগ করিতে করিতে যখন সেই বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া বিষয়ভোগের ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়, তখন আন্তরিক মনোবৃত্তিতে যে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারই নাম বিষয়ানন্দ ॥ ৮৬ ॥

ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयम् ।

फलितमाह ब्रह्मानन्द इति । उक्तप्रकारेण स्वप्रकाशतया सुप्तौ प्रतिभासमानो यो ब्रह्मानन्दो यत्र तूष्णीं स्थितौ विषयानुभवमन्तरेण प्रतीयमानो वासनानन्दो योऽप्यभीष्टविषयलाभादन्तर्मुखे मनसि प्रतिबिम्बितो विषयानन्द एतत्त्रितयातिरिक्तोऽस्मिन् जगति न कश्चिदानन्दोऽस्ति ननु आनन्दास्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा । विषयानन्द इत्यनेन प्रकारेणानन्दवैविध्यमुक्तम् इदानीन्तु ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयमिति तद्विलक्षणमानन्दस्य वैविध्यमुच्यते अतः पूर्वोत्तरविरोधः किञ्च यावद् यावदहङ्कारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत् तावत् सूक्ष्मदृष्टेर्निजानन्दोऽनुभीयते इति तादृक् पुमानुदासीन कालेऽप्यानन्दवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्पर इति चोक्तप्रकारत्रयातिरिक्तो निजानन्दमुख्यानन्दावभिधीयेते तथा द्वितीयाध्याये नन्दप्रश्नन्तु जिज्ञासुमात्मानन्देन श्रीधर्वेदिति आत्मानन्दस्तृतीयो विधीयते एवं तृतीयाध्याये योगानन्दः पुरोक्त इत्यत्र योगानन्दोऽपि कश्चिदवभासते ब्रह्मानन्दाभिधे यन्ये तृतीयाध्याय ईरितः अद्वैतानन्द एव स्यादित्यद्वैतानन्दस्यान्यमवगच्छामः अतः अन्तरेण जगत्यस्मिन्नानन्दो नास्ति कथमेतत्सुसिद्धिर्विरुध्येत इति चेत् मैवं विद्यानन्दस्य विषयानन्दवदन्तःकरणवृत्तिविशेषत्वेन विषयानन्दे चान्तर्भावस्य विषयानन्दवत् विद्यानन्दो धीवृत्तिरूपक इत्यत्र धीवृत्तिरूपत्वाभिधानेन विवक्षितत्वात् निजानन्दमुख्यानन्दात्मानन्दयोगानन्दाद्वैतानन्दानान्तु ब्रह्मानन्दानतिरिक्तत्वात् । तथा हि यावद् यावदहङ्कारेत्यादुदाहृते श्लोके योगलक्षणोपायग्रन्थतया योगानन्दत्वेन विवक्षितस्य निजानन्दस्यैव न द्वैतं भासते नापि निद्रा तर्वास्ति यत् सुखम् स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानर्जुनं प्रतीत्यस्मिन्नुत्तरश्लोक एव ब्रह्मानन्दत्वाभिधानात् निजानन्दो ब्रह्मानन्दात् न भिद्यते तथा मुख्यानन्दोऽपि ब्रह्मानन्द एव तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्यमू आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयं प्रभ इत्यत्र जन्यत्वेनामुख्यभूतयोर्विषयानन्दवासनानन्दयोर्जनकत्वेनाभिहितस्य ब्रह्मानन्दस्यैव तादृक् पुमानुदासीनकालेऽपीत्युदाहृत एव श्लोके आनन्दवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्पर इति मुख्यानन्दत्वाभिधानात् आत्मानन्दाद्वैतानन्दयोस्तु ब्रह्मानन्दत्वं योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यतामिति तृतीयाध्यायादौ प्रथमाध्याये योगानन्दतया विवक्षितस्य ब्रह्मानन्दस्यैव योगानन्दशब्देनानुवादपूर्वकम्

ब्रह्मानन्द, वासनानन्द ও বিষয়ানন্দ এই ত্রিবিধ আনন্দভিন্ন এই জগতে আর আনন্দ নাই, এই তিনপ্রকার আনন্দের মধ্যে বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ

অন্তরেণ জগত্যস্মিন্নানন্দো নাস্তি কশ্চন ॥ ৮৭ ॥
তথা চ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যমূ।
আনন্দো জনয়ত্যস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং প্রভঃ ॥ ৮৮ ॥
শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ স্বপ্রকাশচিদাত্মকে।

আত্মানন্দতামভিধায় কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সহ্যস্যেতি চেদিতি প্রশ্নপূর্ব্বকম্ আকাশাদি-স্বদেহান্তমিত্যাদিনা অদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনাদবগন্তব্যম্। তস্মাৎ ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ প্রতিবিম্ব ইত্যুক্তং দ্বৈবিধ্যং মুখ্যং তর্হি নন্বেবং বাসনানন্দাদ্ ব্রহ্মানন্দাদপীতরং বেত্তি যোগী নিজানন্দমিত্যত্র নিজানন্দস্য ব্রহ্মানন্দবাসনানন্দাভ্যাং ভেদেন নির্দ্দেশো ন যুজ্যত ইতি ন শঙ্কনীয়ম্ একস্যৈব ব্রহ্মানন্দস্য জগৎকারণত্বোপাধিসাহিত্যরাহিত্যভেদেন ভেদব্যপদেশোপপত্তেঃ। তথা হি ব্রহ্মানন্দনিরূপণাবসরে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদিনা জগৎকারণত্বাভিধানেন ব্রহ্মানন্দস্য সমায়ত্বমবগম্যতে নির্ম্মায়স্য জগৎকারণত্বানুপপত্তেঃ নিজানন্দনিরূপণকালেঽপি যাবদ্ যাবদহঙ্কার ইত্যাদিনা সকারণস্যাহঙ্কারস্য বিলয়প্রতিপাদনাৎ নিজানন্দস্য নির্ম্মায়ত্বমিতি সর্ব্বমনবদ্যম্ ॥ ৮৭ ॥

নন্বস্মিন্নধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দবিবেচনস্যৈব প্রস্তুতত্বাৎ ইতরানন্দদ্বয়প্রতিপাদনং প্রকৃতামঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্য তয়োর্ব্রহ্মানন্দজন্যত্বেন তদ্বোধোপযোগিত্বাৎ প্রকৃতামঙ্গতমিত্যভিপ্রায়েণাহ তথা চেতি। তথা চ এবমানন্দদ্বৈবিধ্যে সতি যঃ স্বপ্রকাশ আনন্দো বিষয়ানন্দবাসনানন্দৌ জনয়তি স ব্রহ্মানন্দো বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

ইত্থমুপসংহৃত্যেদানীং পূর্ব্বোক্তমুত্তরগ্রন্থমবতারয়তি শ্রুতীতি। শ্রুতিভিঃ সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমিতি ইত্যাদিভিরুদাহৃতাভির্যুক্তিভিঃ সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদি-

---

এই উভয়ানন্দই সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং সকল আনন্দই এই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। অতএব ঐ সকল আনন্দকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (ব্রহ্মানন্দ সুষুপ্তিকালেও স্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহাতে কোন বিষয় অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই অনুভূত হইতে থাকে। উক্ত আনন্দদ্বয় ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গতবিধায় ব্রহ্মানন্দ বর্ণনপ্রসঙ্গে উক্ত উভয় বিধ আনন্দ বর্ণন অসঙ্গত হইল না) ॥ ৮৭-৮৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সুষুপ্তিকালে যে ব্রহ্মানন্দের

ব্রহ্মানন্দে সুষুপ্তিকালে সিদ্ধে সত্যন্যদা শৃণু ॥ ৮৯ ॥
য আনন্দময়ঃ সুপ্তৌ স বিজ্ঞানময়তাম্।
গত্বা স্বপ্নং প্রবোধং বা প্রাপ্নোতি স্থানভেদতঃ ॥ ৯০ ॥
নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুপ্তিস্তু হৃদ্যুজে।

পরামর্শস্যান্যথানুপপত্ত্যাদিভিঃ অনুভূত্যা চার্থাপত্তিকল্পিতেন সৌষুপ্তানুভবেন চ সুষুপ্তিকালে স্বপ্রকাশী ব্রহ্মানন্দঃ সাধিতঃ পরমন্যদা জাগরণাবস্থায়ামপি যো ব্রহ্মানন্দ প্রাদুর্ভাবো বক্ষ্যতে তং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

প্রতিজ্ঞাতমেব ব্রহ্মানন্দাবগমোপায়ং দর্শয়িতুং তদুপোদ্ঘাতত্বেন সনিমিত্তাং জীবস্যাবস্থাদ্বয়প্রাপ্তিং দর্শয়তি য আনন্দময় ইতি। 'সুপ্তৌ সুষুপ্তিকালে বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে ইত্যুক্তো য আনন্দময়ঃ স বিজ্ঞানশব্দাভিধেয়বদুপাধিমত্ত্বেন বিজ্ঞানময়তাং প্রাপ্য স্থানভেদতো বক্ষ্যমাণস্থানবিশেষযোগেন স্বপ্নং জাগরণং বা কর্মানুসারেণ গচ্ছতি ॥ ৯০ ॥

তদানীং জাগরাদ্যবস্থোপযোগীনি স্থানানি দর্শয়তি নেত্র ইতি। নেত্রশব্দস্য কৃৎস্নদেহোপলক্ষণপরমসমভিপ্রেত্য নেত্রে জাগরণমিত্যংশস্যার্থমাহ আপাদেতি। চেতনো জীবঃ ॥৯১॥

স্বপ্রকাশ চৈতন্যত্ব তাহা সিদ্ধ হইল। এইক্ষণে প্রকারান্তরে আনন্দানুভব শ্রবণ কর, অর্থাৎ জাগরণাবস্থাতেও যে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই বিবৃত হইবে। (যেমন সুষুপ্তিকালে বিষয় সকল বিলীন হইলেও "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এইরূপ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মানন্দের অনুমান হয়। সেইরূপ বক্ষ্যমাণ শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা জাগরণকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ অনুমিত হইবে) ॥ ৮৯ ॥

সুষুপ্তিকালে যে আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া নির্ণয় করা হইল, জাগ্রৎকালে ও স্বপ্নাবস্থাতে তাহাকেই বিজ্ঞানময় বলাযায়। অবস্থাবিশেষে একই আনন্দের নামভেদ হইয়াছে। ইহাদ্বারা জীবেরও অবস্থাদ্বয়প্রাপ্তিপ্রতিপাদিত হইল ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই অবস্থাত্রয়ের উপযোগী স্থান প্রদর্শন করিতেছেন।—জাগরণাবস্থার স্থান নেত্রদ্বয়, স্বপ্নস্থান কণ্ঠ এবং সুষুপ্তিস্থান হৃৎপদ্ম। এইস্থলে নেত্রদ্বয়

আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য জাগর্ত্তি চেতনঃ ॥ ৯১ ॥
দেহতাদাত্ম্যমাপন্নস্তাবৎ পিণ্ডবৎ ততঃ।
অহং মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্যৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯২ ॥
উদাসীনঃ সুখী দুঃখীত্যবস্থাস্ত্রয়মেত্যসৌ।
সুখদুঃখে কর্ম্মকার্য্যে ত্বৌদাসীন্যং স্বভাবতঃ ॥ ৯৩ ॥

দেহং ব্যাপ্য ব্যবনেন বিবক্ষিতমর্থং দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন স্পষ্টয়তি দেহতাদাত্ম্যমিতি। তত্র প্রমাণমাহ অহমিতি। যতো মনুষ্যত্বাদিজাতিমতা দেহেন তাদাত্ম্যং প্রাপ্তঃ ততঃ অহং মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য সংশয়াদিরহিতজ্ঞানেন গৃহীত্বৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯২ ॥

দেহতাদাত্ম্যাভিমানস্তৎকার্য্যবস্থাস্ত্রয়ীঞ্চ দর্শয়তি উদাসীন ইতি। তত্র সুখিত্ব-দুঃখিত্বয়োঃ কর্ম্মজন্যত্বজ্ঞানায় বিশেষণভূতয়ো সুখদুঃখয়ো তদ্ধেতুকত্বং দর্শয়তি সুখেতি ॥ ৯৩ ॥

শব্দ সর্ব্বশরীর অনুভূত হইতেছে। কারণ জাগ্রৎকালে আপাদমস্তক সকল শরীর আশ্রয় করিয়া চৈতন্য অবস্থিতি করেন, কেবল নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেই নিদ্রাবস্থা বলা যায় না। (সর্ব্বশরীর হইতে চৈতন্য অন্তরিত হইলেই নিদ্রা হয় এবং জাগ্রৎকালে সর্ব্বদেহেই চৈতন্য থাকেন; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদেহই নিদ্রাবস্থার স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ৯১ ॥

যেমন দগ্ধলৌহপিণ্ডের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া অগ্নি থাকে, সেইরূপ জীবদেহের সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিয়া দেহের সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্য আছেন। অতএব সেই চৈতন্যই "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৯২ ॥

জীব সকল ঔদাসীন্য, সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব এই তিনপ্রকার অবস্থা ভোগ করে। কখনও জীব উদাসীন অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হয়, কখন বা আমি সুখী, এইরূপ জ্ঞান করে এবং কোন সময় আমি দুঃখী ইত্যাকার ভ্রমে আপতিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব এই অবস্থাদ্বয় কর্ম্মজন্য এবং ঔদাসীন্য স্বভাবতঃ হয়। জীব পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম করিয়াই সুখদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু আমি "সুখীও নহি এবং দুঃখীও নহি" এই ঔদাসীন্যভাব কর্ম্মজন্য নহে, উহা আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

বাহ্যভোগাজনীরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মনে।
সুখদুঃখান্তরালেষু ভবেৎ তূষ্ণীম্ভবস্থিতিঃ ॥ ৯৪ ॥
ন কাপি চিন্তা মেঽস্ত্যদ্য সুখমাস্ব ইতি ব্রুবন্।
ঔদাসীন্যে নিজানন্দভানং বক্ত্যখিলো জনঃ ॥ ৯৫ ॥
অহমস্মীত্যহঙ্কারসামান্যেনাবৃতত্বতঃ।

তদীয় সুখদুঃখধীর্ভিন্নভেদাৎ ধীভিন্নমাহ বাহ্যেতি তদৌদাসীন্যে কদা ব্যাহিত্যত আহ সুখদুঃখেতি। ব্যাখ্যাতবিবরণা বাক্যবচনম ॥ ৯৩ ॥

যদর্থে জাগ্রদ্ব্যুত্থানে তদিদানীং দর্শয়তি ন কাপীতি। সম্প্রতোঽপি জন ইদানীং মম কাপি চিন্তা সংসারিণী নাস্তি অতঃ সুখমাস্ব যথা ভবতি তথা তিষ্ঠামীতি ব্রুবন্ ঔদাসীন্যকালে স্বরূপানন্দস্ফূর্তিঃ ভূতা অতো জাগরণাবস্থায়ামপি নিজানন্দভানমস্তীত্যবগন্তব্যমিত্যভিপ্রায় ॥ ৯৪ ॥

নন্বীদাসীন্যেঽবভাসমানস্য নিজানন্দস্য তস্য ব্রহ্মানন্দত্বাৎ পূর্বোক্তা বামনানন্দতা

পূর্ব্বোক্ত সুখ ও দুঃখ এই উভয়ই দ্বিবিধ—যথা, বাহ্যবিষয়ভোগ জন্য সুখ দুঃখ ও আন্তরকবিষয়ভোগ জন্য সুখ দুঃখ। (স্ত্রীপুত্রধনাদি বাহ্যবিষয় ভোগ করিতে করিতে সুখের উৎপত্তি হয় এবং ধনসম্পদাদি বাহ্যবিষয়ের বিনাশে দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।) এইরূপ আন্তরিকবিষয়বিশেষেও সুখ ও দুঃখ উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু ঐ দুঃখাভাব ও আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখের উপভোগকালে মধ্যে মধ্যে ঔদাসীন্য অভাবও হইয়া থাকে ॥ ৯৪ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দভোগ হয়, সেইরূপ জাগ্রৎকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ হইয়া থাকে, এইরূপ সেই জাগ্রদবস্থায় ব্রহ্মানন্দভোগ প্রদর্শন করিতেছেন।—"আমার এইক্ষণ আর কোনপ্রকার সাংসারিক চিন্তা নাই, সুতরাং এইক্ষণ আমি সুখে কালযাপন করিতেছি" এইরূপে সকলেরই কখন কখন ঔদাসীন্যভাব দেখা যায়। তাহাতেই নিজের আনন্দভোগের প্রমাণ প্রকাশ পায়। অতএব জাগরণাবস্থাতেও যে নিজানন্দভোগ হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৯৫ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত নিজানন্দের প্রকাশবশতঃ তাহাই ব্রহ্মানন্দরূপে পরিণত

নিজানন্দো ন সুখ্যোঽয়ং কিন্ত্বসৌ তস্য বাসনা ॥ ৮৬ ॥
নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যং ন তজ্জলম্।
কিন্তু নীরগুণস্তেন নীরসত্তানুমীয়তে ॥ ৮৭ ॥
যাবদ্ যাবদহঙ্কারো বিস্মৃতোঽভ্যাসযোগতঃ।

ন স্যাদিত্যাশয়ঃ অহঙ্কারসাম্যবৃত্তত্বান্ন ব্রহ্মানন্দতা ইতি পরিহরতি অহমস্মীতি। দৈবদৃষ্টোঽস্মিত্যাদিবিশেষণ্যেনাহমস্মীত্যেবং রূপেণাহঙ্কারমাত্রেণাবৃতত্বাদ্যায় সুখ্য ইত্যর্থঃ। তর্হি তস্য কিংরূপতা ইত্যত আহ কিন্ত্বসাবিতি ॥ ৮৬ ॥

সুখ্যানন্দাতিরিক্তবাসনানন্দসদ্ভাবে দৃষ্টান্তমাহ নীরেতি। জলপূর্ণকুম্ভস্য বহির্ভাগ স্পর্শেনোপলভ্যমানং যৎ শৈত্যমস্তি তন্নাবজলং ন ভবতি দ্রবত্বানুপলম্ভাৎ। কিং তর্হি তদিত্যত আহ কিন্ত্বিতি। নীরগুণত্বং কথমবগম্যতে ইত্যত আহ তেনেতি। বিমলং ঘটে উপলভ্যমানং শৈত্যং জলজন্যং ভবিতুমর্হতি শৈত্যত্বাৎ জলে উপলভ্যমানশৈত্যবদিতি ॥ ৮৭ ॥

ভবত্বেবং নীরানুমাপকত্বং শৈত্যস্য প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বদ্বাসনানন্দস্যাপি সুখ্যানন্দানুমাপকত্বমায়াতমিত্যাহ যাবদিতি। অভ্যাসযোগতঃ আত্মনি সদ্বস্তুনি নিয়ন্তৃত্বং তদ্ব্যক্তিত্বাত্ম আত্মনীতি শ্রুত্যভিহিতনিরোধসমাধ্যভ্যাসযোগেন যাবদ্যাবদহঙ্কারাদিবৃত্তিবিলয়বশাৎ চিত্তস্য সূক্ষ্মতা জায়তে তাবত্তাবন্নিজানন্দাভিব্যক্তির্ভবতীত্যনুমীয়তে অয়মত্র প্রয়োগঃ অহঙ্কারসঙ্কীর্ণশৈত্যবিশিষ্টজলেষু দ্বিতীয়াদিক্ষণঃ পক্ষঃ স পূর্ব্বক্ষণাৎ

হয়, তাহাহইলে বাসনানন্দভোগ অসম্ভব হইয়া উঠিল; এই আশঙ্কায় বাসনানন্দের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—জাগরণকালে যখন নিজানন্দভোগ হয়, তখন জীব "আমি, আমার" ইত্যাদি সামান্য অহঙ্কারদ্বারা আবৃত থাকে; সুতরাং সেই সময়ে প্রকৃতরূপ আনন্দভোগ হইতে পারে না। কেবল সামান্যতঃ বাসনানন্দরূপে প্রকাশ পায়, ইহাই বাস্তবিক বাসনানন্দ ॥ ৯৬ ॥

মুখ্যানন্দের অতিরিক্ত বাসনানন্দের সত্তাবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বাসনানন্দ প্রমাণীকৃত হইতেছে।—কোন জলপূর্ণপাত্রের বাহ্যদেশে হস্তপ্রদান করিলে শীতলগুণ অনুভূত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা জল নহে, উহা জলের গুণমাত্র। এইস্থলে যেমন সেই শীতল স্পর্শের অনুভবদ্বারা জলের সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ সমাধির অভ্যাসপটুতাদ্বারা যে সময়ে অহঙ্কার

তাবত্ তাবত্ সূক্ষ্মদৃষ্টে র্নিজানন্দোঽনুভূয়তে ॥ ৯৮ ॥
সর্ব্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ সূক্ষ্মতাং পরমাং ব্রজেৎ।
অস্তীনত্বাচ্চ নিদ্রৈষা তন্নো দেহোঽপি নো পতেৎ ॥ ৯৯ ॥
ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখম্।

অথাৎ অধিকনিজানন্দাবির্ভাববান্ অহঙ্কারসঙ্কীর্ণবিশেষসংযুক্তকালত্বাৎ অহঙ্কারসঙ্কীর্ণসংযুক্তাবস্থবদিতি ॥ ৯৮ ॥

বুদ্ধিসৌক্ষ্ম্যস্য কীদৃশধিরিত্যত আহ সর্ব্বেতি। তর্হি সা নিদ্রৈব ন্যাদিত্যত আহ অস্তীতি। সর্ব্ববৃত্তিবিলয়েঽপ্যন্তঃকরণস্বরূপপ্রবিলয়াভাবাৎ নেয়ং নিদ্রা বুদ্ধেঃ করণাত্মনাবস্থানং সুষুপ্তিবিস্থাবার্থেঽকালবৎ ইত্যর্থঃ। অন্তঃকরণস্বরূপবিলয়াভাবে লিঙ্গমাহ তন্ন ইতি। যত্র সুষুপ্ত্যাদাবহঙ্কারবিলয়স্তত্র দেহপাতো দৃষ্টঃ ইহ তু তদভাবাদবিলীন ইতি গম্যতে ॥ ৯৯ ॥

ফলিতমাহ ন দ্বৈতমিতি। যস্মিন্ কালে দ্বৈতভানং নাস্তি নিদ্রাপি নাগচ্ছতি তস্মিন্

বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই সময়ে নিজানন্দ অনুভূত হইতে থাকে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা এইরূপে নিরন্তর সমাধিযোগ অভ্যাস করিতে করিতে অহঙ্কারের বিস্মরণ হইলে চিত্তের সূক্ষ্মতা প্রযুক্তই নিজানন্দ অনুভব করিতে পারেন ॥৯৭-৯৮॥

সমাধিযোগ অভ্যাসদ্বারা বুদ্ধির কিরূপ সূক্ষ্মতা হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কারের বিস্মরণ হইলেই বুদ্ধি পরমসূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। (তৎকালে বুদ্ধির এইরূপ সূক্ষ্মতা হইয়া থাকে যে, কোন বিষয়ই সেই বুদ্ধির অগোচর থাকে না, তখন সেই বুদ্ধিদ্বারা সদসৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং বুদ্ধি অন্য বিষয়ে আসক্ত না হইয়া কেবল পরমানন্দে অনুরক্ত থাকে।) বুদ্ধির এই অবস্থাকে নিদ্রা বলা যায় না, যেহেতু সেই সময়ে অন্তঃকরণ বিলীন হয় না। যাবৎ অন্তঃকরণের সত্তা থাকে, তাবৎ নিদ্রা হয় না এবং এই অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই দেহের পতন হইতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—যে সময়ে দ্বৈতভাবনা থাকে না এবং নিদ্রারও আবির্ভাব হয় না, সেই সময়ে যে সুখের অনুভব হয়,

স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জ্জুনং প্রতি ॥ ১০০ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ১০১ ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।

স্থানে উপলভ্যমানং যৎ সুখমস্তি স ব্রহ্মানন্দ ইত্যর্থঃ। অয় ব্রহ্মানন্দ ইতি কৃতীত্যবগত মিত্যাশয়ঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যাদিত্যাহ ইত্যাহেতি। গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে ইতি শেষঃ ॥ ১০০ ॥

তত্র কীদৃশ্যঃ শ্রীকৃষ্ণবক্তবান্ ইত্যাশয়ং তান্ শ্লোকান্ পঠত্যর্থঃক্রমানুসারেণ শনৈরিতি। অয়মর্থঃ ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্য্যযুক্তয়া বুদ্ধ্যা সাধনভূতয়া শনৈঃ শনৈঃ ন সহসা উপরমেৎ মনঃ উপরতং কুর্য্যাৎ। কিমর্থমিত্যত আহ আত্মেতি। তৎ আত্মসংস্থম্ আত্মনি সম্যক্ স্থিতিরাত্মৈব তত্র সংস্থং ন ততোঽন্যত কিঞ্চিদপি তথা তদাত্মসংস্থং তথাবিধং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ অয়ং যোগস্য পরমোঽবধিঃ ॥ ১০১ ॥

এতস্মাদনন্তরং প্রবৃত্তো যোগী প্রথমং কিং কুর্য্যাদিত্যত আহ যতো যত ইতি। চঞ্চলং মনঃ

তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ। এইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নানাপ্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ১০০ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যেরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এইক্ষণ ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের (২৫ হইতে ২৭ পর্য্যন্ত) শ্লোকসকলের উদাহরণ দিয়া ভগবদ্বাক্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিদ্বারা ক্রমে ক্রমে মনকে বিষয় হইতে নিবারিত করিবে। (কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ না করিয়া এককালে মনকে বিষয় হইতে উপরত করা উচিত নহে, তাহাহইলে মন সম্যক্‌প্রকারে উপরত হয় না।) এইরূপে মনকে বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিলে পর, সেই মনকে আত্মাতে সংস্থাপন করিবে। তখন আর অন্য কোন বিষয়ই চিন্তা করিবে না, কেবল সেই আত্মাতেই মনকে নিশ্চলভাবে রাখিবে। (আত্মাভিন্ন আর কিছুই সৎ নহে, এই নিশ্চয়ই যোগের অবধি) ॥ ১০১ ॥

যেরূপে যোগপ্রবৃত্ত যোগীরা মনের ধৈর্য্যসাধন করিবেন, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—যোগসাধনে প্রবৃত্তযোগিগণ চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট অস্থির মনঃ

ততস্ততো নিয়म्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ १०२ ॥
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ १०३ ॥
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

स्वभावदोषादत एवास्थिरम् एकत्र विषये अनियतम् एवंविध मनो यदा यदा यस्मात् यस्मात्तस्माद् शब्दादेर्निमित्तात् निसरति निर्गच्छति तदा तदा तस्माद् तस्माद् शब्दादेः सकाशान्नियम्य तेषां शब्दादीनां मिथ्यात्वादिदोषदर्शनेनाभ्यासौक्त्या वैराग्यभावनापूर्वकं निरुद्धं सन्मन आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मवशतामापादयेत् ॥ १०२ ॥

एवं योगमभ्यस्यतोऽभ्यासबलादात्मन्येव मनः प्रशाम्यति मन प्रशान्तं किं भवति इत्यत आह प्रशान्तेति । शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिकं शान्तरजसम् अत एव प्रशान्तमनसं प्रकर्षेणात्यर्थं शान्तं विक्षेपशून्यं मनो यस्य तं ब्रह्मभूतं ब्रह्मैव इदं सर्वमिति निश्चयवत्तया जीवन्मुक्तम् अकल्मषम् अधर्मादिवर्जितम् एनं योगिनमुत्तमं सुखमुपैति उपगच्छतीति ॥ १०३ ॥

संगृहीतार्थप्रपञ्चनपरान् तदीयानेव श्लोकान् पठति यत्रेति । चित्तं यत्र यस्मिन् काले योगसेवया योगानुष्ठानेन सर्वस्मात् विषयात् निवारितं सदुपरमते उपरमं गच्छतीति ।

পূর্ব্বে যে যে বিষয়ে আসক্ত ছিল, সেই সেই বিষয় হইতে সেই মনকে আনয়ন করিয়া কেবল আত্মাতেই নিবেশিত করিবেন এবং মনঃ যেন অন্যকোন বিষয়ে পুনর্ব্বার আসক্ত না হয়, তাহার প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন ॥ ১০২ ॥

যোগাভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মনঃ স্বয়ংই প্রশান্ত হইয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে। মনঃ প্রশান্ত হইলে সেই সাধক নিষ্পাপ, মোহশূন্য, জীবন্মুক্ত ও বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়। তখন তাহার রজোগুণ তিরোহিত হইয়া মোহ-জনিত ক্লেশ নিবারিত হইয়া যায় এবং সেই যোগিবর নিরন্তর সুখানুভব করিতে থাকেন। পরন্তু তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন ॥ ১০৩ ॥

যাহারা নিয়ত যোগাভ্যাস করে, তাহাদিগের চিত্ত নিত্য যোগানুষ্ঠান-দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যে কোন সময়ে সাংসারিক সমুদায় বিষয় হইতে নিবারিত হয়, আর যে সময়ে সমাধি পরিশুদ্ধ আত্মা স্বয়ং আত্মদর্শন করেন, তখনই আত্মা

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ १०४ ॥
सुखमात्यन्तिकं यत् तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ १०५ ॥
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ १०६ ॥

किञ्च यत्र यस्मिन् काले आत्मना समाधिपरिशुद्धेनान्तःकरणेनात्मानं परं ज्योतिःस्वरूपं पश्यन् उपलभ्यमानः अस्मिन्नेव तुष्यति तुष्टिं भजते न विषयेष्वित्यर्थः ॥ १०४ ॥

किञ्च यत्र यस्मिन् काले आत्मनि स्थितोऽयं योगी आत्यन्तिकम् अत्यन्तमेव भवतीति आत्यन्तिकम् अनन्तं बुद्धिग्राह्यम् इन्द्रियनिरपेक्षया बुद्ध्या ग्राह्यमित्यर्थः अतीन्द्रियम् इन्द्रियगोचरातीतम् अविषयजनितं यत् तदीदृशं सुखं वेत्ति अनुभवति किञ्चात्मनि स्थितोऽयं तत्त्वतस्तस्मात् आत्मस्वरूपान्न चलति न प्रच्यवते ॥ १०५ ॥

किञ्च यमात्मानं लब्ध्वा प्राप्य अपरं लाभं लाभान्तरं ततोऽधिकं न मन्यते आत्मलाभान्न परं विद्यते इति स्मृतेः किञ्च यस्मिन्नात्मतत्त्वे स्थितो गुरुणा महतापि दुःखेन अस्त्राभिघातादिलक्षणेन मह्यादय इव न विचाल्यते ॥ १०६ ॥

পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তখন আর আত্মা অন্যকোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না ॥ ১০৪ ॥

যে সময়ে যোগী আত্মাতে অবস্থিত হয়েন, সেই কালে ইন্দ্রিয়াতীত ও বুদ্ধি গ্রাহ্যের আতিশয় সুখ অনুভব করেন। তখন তাঁহার চিত্ত আর চঞ্চল হয় না, সর্ব্বদা স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। (অন্তঃকরণ আত্মাতে অনুরক্ত হইলে যেরূপ সুখ অনুভূত হইতে থাকে, কোনপ্রকার বিষয়ভোগেই সেই প্রকার সুখভোগ হইতে পারে না। এই সুখ কেবল অন্তঃকরণই জানিতে পারে, কোনরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে) ॥ ১০৫ ॥

আত্মাকে লাভ করিলে অন্যকোন লাভই ইহা হইতে অধিক বলিয়া বোধহয় না (তখন সসাগরাধরায় একাধিপত্যও অকিঞ্চিৎকর বোধহয়) এবং কোন গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহাতে বিচলিত হয় না। (আত্মজ্ঞান হইয়া সেই আত্মাতে নিশ্চল হইলে শরীরে গুরুতর অস্ত্রাদির আঘাত লাগি-

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগো নির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ১০৩ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ১০৮ ॥

ইদানীমুপপাদিতং যোগং নিগময়তি তং বিদ্যাদিতি। শনৈঃ শনৈরিত্যাদিনা যাবন্নির্ব্বিশেষবৈর্ব্বিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষো যোগ উক্তস্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখৈঃ সংযোগস্তেন বিয়োগস্তং বিপরীতলক্ষণয়া যোগসংজ্ঞিতং যোগ ইত্যেবং সংজ্ঞিতং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ। এবংবিধযোগানুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যতাবিশেষমাহ স নিশ্চয়েনেতি। স পূর্ব্বোক্তো যোগী নিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন অনির্ব্বিণ্ণচেতসা নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যোঽনুষ্ঠেয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

ইদানীমুক্তমর্থমুপসংহরতি যুঞ্জন্নিতি। বিগতকল্মষো যোগান্তরায়বর্জ্জিতো যোগী সদা আত্মানমেবং যথোক্তেন প্রকারেণ যুঞ্জন্ননুসন্দধানঃ সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা সংস্পর্শো যস্য সুখস্য তদ্ ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মস্বরূপভূতমিতি যাবৎ। অত্যন্তমবিনশ্বরং নিরতিশয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

লেও তাঁহাতে কোনরূপে অন্তঃকরণ অস্থির হয় না। সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই অন্তঃকরণ একভাবে থাকে ॥ ১০৬ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রমে ক্রমে সমাধিযোগ অভ্যাস করিবে। এইরূপে যোগ অভ্যাস করিয়া অন্তঃকরণ স্থির করিতে পারিলে, আর কোনপ্রকার দুঃখ সংস্পর্শ হয় না, ঐ যোগ দুঃখের বিরোধী ও জ্ঞানের জনক এবং সেই যোগই পরমযোগ বলিয়া উক্ত আছে। সাধকগণ পবিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা ঐ যোগানুষ্ঠান করিবে এবং দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে পূর্ব্বোক্ত যোগসাধন করিলেই অন্তঃকরণ নিঃশঙ্ক হয় ॥ ১০৭ ॥

যোগীব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মযোগ অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভবশতঃ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিরতিশয় সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। (যখন যোগানুষ্ঠানদ্বারা আত্মাতে ব্রহ্মানন্দের সংস্পর্শ হয়, তখন আর কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যোগসাধন-

তত্রৈক উদধের্বদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ॥ ১০৯॥
বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাকায়ন্যো মুনিঃ সুখম্।
প্রাহ মৈত্র্যাখ্যশাখায়াং সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্॥ ১১০॥

অনির্বেদেন ক্রিয়মাণো যোগাভ্যাসঃ ফলপর্য্যন্তো ভবতীত্যেতৎ সদৃষ্টান্তমাহ তত্রেক ইতি। কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনৈকেন বিন্দুনা ক্রিয়মাণ উদধের্যদ্বৎ সমুদ্রস্য তদ্বৎ বহি নিগ্রহে পরিখেদাভাবে সতি যদ্বৎ কালান্তরে ভবেদেব তদ্বদেব মনসো নিগ্রহোঽপি শ্রমরাহিত্যেন ক্রিয়মাণঃ কালান্তরে সিধ্যেৎ ইত্যস্য টিট্টিভোপাখ্যানং মনসি নিধায়োক্তম্॥ ১০৯॥

ন কেবলমেতদর্থো গীতায়ামভিহিতং কিন্তু মৈত্রায়ণীয়শাখায়ামপীত্যাহ তদ্বদিতি। মৈত্রায়ণীয়নামকে যজুঃশাখাভেদে শাকায়ন্যনামা কশ্চিদৃষিঃ স্বশিষ্যত্বেনোপপন্নস্য বৃহদ্রথাখ্যস্য রাজর্ষের্ব্রহ্মসুখং সমাধিমানপূর্ব্বকং যথা ভবতি তথোক্তবান্॥ ১১০॥

দ্বারা যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা বিনশ্বর নহে, সেই সুখ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে)॥ ১০৮॥

যদি বল, ক্রমে ক্রমে যোগানুষ্ঠান করিলে চিত্ত নিগ্রহসম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানের চিত্তনিগ্রহ কর্ত্তৃত্ব দেখাইতেছেন।—যেমন কুশাগ্রদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া জলসেচন করিলেও চিরকালে সমুদ্রশোষণ করিতে পারা যায়, সেইরূপ অনন্যচিত্তে দৃঢ়সঙ্কল্পদ্বারা ক্রমে ক্রমে যোগানুষ্ঠান করিলেও চিত্ত নিগ্রহ হইতে পারে। (নিয়ত কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে)॥ ১০৯॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভগবদ্গীতার উক্ত ভগবদ্বাক্য উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—ইতিপূর্ব্বে যে আত্মার বিষয়ানুরাগনিবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, ইহা যে কেবল ভগবদ্গীতাতেই উক্ত আছে এমত নহে, মৈত্রায়ণীয় নামক যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষে টিট্টিভোপাখ্যানেও শাকায়ন্য ঋষি বৃহদ্রথ ঋষিকে সমাধি কথনপূর্ব্বক সুখস্বরূপের উপদেশ করিয়াছেন। (বৃহদ্রথ নামা রাজর্ষি শিষ্যরূপে শাকায়ন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মসুখ জিজ্ঞাসা করিলে পর শাকায়ন্য বৃহদ্রথ ঋষিকে এইরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন)॥ ১১০॥

যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি।
তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি ॥ ১১১ ॥
স্বযোনাবুপশান্তস্য মনসঃ সত্যকামিনঃ।

যেন প্রকারেণ স্বীকরণাদিত্বাদ্যস্য তৎ প্রতিপাদকান্ তদীয়ান্ মন্ত্রান্ পঠতি যথেতি। নিরিন্ধনো দগ্ধকাষ্ঠো বহ্নিঃ স্বযোনৌ স্বকারণে তেজোমাত্রে উপশাম্যতি জ্বালাদিরূপং বিহায়াকারং পরিত্যজ্য তেজোমাত্ররূপেণ যথাবতিষ্ঠতে তথা তেন প্রকারেণ চিত্তমন্তঃকরণমপি বৃত্তিক্ষয়াদ্বিরোধসমাধ্যভ্যাসেন রাজসাদিসকলবৃত্তিনাশাৎ স্বকারণে সত্ত্বমাত্রে উপশাম্যতি সত্ত্বমাত্রাবশিষ্টং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

ততঃ কিমিত্যত আহ স্বযোনাবিতি। সত্যে আত্মনি নির্বিষয়ে কামোঽস্যাস্তীতি সত্যকামী তস্মাৎ এব স্বযোনাবুপশান্তস্য উপশান্তত্বাদেব ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্যেন্দ্রিয়ার্থেষু বিষয়েষু

বৃহদ্রথ ঋষি শাকায়ন্যকে ব্রহ্মসুখপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শাকায়ন্য বলিলেন, চিত্তের শান্তিভিন্ন ব্রহ্মানন্দলাভের অন্য উপায় নাই। সেই চিত্তশান্তিও যোগসাধন ব্যতিরেকে হইতে পারে না। যোগসাধন করিলে আপনিই অন্তঃকরণ শান্ত হয়। যেমন বহ্নি যাবৎ কাষ্ঠাদি দাহ করে, তাবৎ বহ্নির জ্বালা থাকে, যখন সেই অগ্নি কাষ্ঠাদি দহন করিয়া ভস্মাবশিষ্ট করে, তখন দাহ্য কাষ্ঠাদির অভাব হইলে সেই অগ্নি স্বীয় কারণীভূত তেজোমাত্রে লয় পাইয়া আপন জ্বালা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হয়। সেইরূপ সমাধিসাধনের অভ্যাসবশতঃ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আপনিই অন্তঃকরণ শান্ত হয়। (সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের রাজসাদি বৃত্তিসকল বিনষ্ট হইলে স্বীয় কারণ সত্ত্বমাত্রে শান্ত হইয়া থাকে, তখন কেবল সত্ত্বমাত্রই অবশিষ্ট থাকে) ॥ ১১১ ॥

স্বীয় কারণস্বরূপ সত্য কামনাবিশিষ্ট আত্মাতে চিত্ত শান্ত হইলে যখন ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল বিমূঢ় হয়, তখনই কামনাসকল বিলয় পায় এবং অন্তঃকরণ কর্ম্মফলস্বরূপ সুখাদিকে মায়িকজ্ঞান করিয়া আপনিই সেই সাংসারিক মায়িক সুখাদি হইতে নিবারিত হয়। (চিত্ত শান্ত হইলেই ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হয় এবং চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই "এই সকল সাংসারিক কর্ম্ম জন্য সুখ

इन्द्रियार्थविमूढस्याहृताः कर्म्मवशानुगाः ॥ ११२ ॥
चित्तमेव हि संसारस्तत् प्रयत्नेन शोधयेत् ।
यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत् सनातनम् ॥ ११३ ॥

शब्दादिषु विमूढस्य विमुखस्य ज्ञानशून्यस्य मनसः कर्म्मवशमनुगच्छन्तीति कर्म्मवशानुगाः सुखादयः अनृतामायिकत्वज्ञानेन मिथ्याभूताः स्युरित्यर्थः ॥ ११२ ॥

ननु चित्तोपशान्तौ जगन्मिथ्या भवत्येतदनुपपन्नं तदुपादानत्वाभावात् तस्येत्याशङ्क्याह चित्तमिति। यद्यपि स्वरूपेण चित्तोपादानकं जगन्न भवति तथापि तस्य भोग्यत्वं चित्तकारणकमेव हि शब्देनात्र सर्व्वानुभवं प्रमाणयति सुषुप्त्यादौ चित्तनिलये भोगादर्शनादिति भावः। यतश्चित्तात्मकः संसारः अतस्तच्चित्तमेव प्रयत्नेनाभ्यासवैराग्यादिलक्षणेन शोधयेत् रजस्तमोमलराहित्येनैकाग्र्यं कुर्य्यात्। नन्वात्मनो विमुक्तये आत्मैव शोधनीयो न चित्तं मिथ्यात्वाद्यत्र यच्चित्तमिति। मर्त्य इत्युपलक्षणं देहिमात्रस्य यो देही यच्चित्तो यस्मिन् पुत्रदारादौ विषये चित्तवान् भवति स तन्मयः तदात्मक एव तत्साकल्यवैकल्ययोरात्मन्येव समारोपणात् एतत् सनातनमिदमनादिसिद्धं गुह्यं रहस्यम्। एतदुक्तं भवति स्वभावतः शुद्धस्यात्मनो यतश्चित्तसम्पर्कादेव समारित्वं ध्यायतीव लीलायतीवेति श्रुतेः अतश्चित्तस्य शोधनेनात्मनः संसारनिवृत्तिरिति ॥ ११३ ॥

প্রকৃত সুখ নহে এবং ঐ সকল সুখ কেবল মিথ্যা মায়ার কার্য্য," এইরূপ জ্ঞান করিয়া সেই সকল সাংসারিকসুখ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়) ॥১১২॥

যদি বল, আত্মার মুক্তির নিমিত্ত আত্মশোধনই আবশ্যক। তবে আর চিত্তশোধনের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ফলতঃ চিত্তই মায়িকসংসার, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চিত্ত সংশোধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু যে মনুষ্যের যেরূপ, অন্তঃকরণ সেই মনুষ্য সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। এই বাক্য অতি সারবান্ এবং ইহার তত্ত্ব অতিনিগূঢ়। (চিত্ত যেরূপ ধন, পুত্র ও কলত্রাদিবিষয়ে অনুরক্ত হয়, সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। চিত্তই সংসারে আসক্ত হয়, অতএব চিত্ত সংশোধন করিলেই সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে) ॥ ১১৩ ॥

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म्म शुभाशुभम्।
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते॥ ११४॥
समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे।
यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्येत बन्धनात्॥ ११५॥

नन्वनादिभवपरम्परोपार्जितसुखदुःखप्रदपुण्यपापकर्म्मणोः सतोश्चित्तशोधनेनापि कथमात्मनः संसारनिवृत्तिर्भविष्यतीत्याशङ्क्य चित्तप्रसादोपलक्षितब्रह्मानुसन्धानेन सकलकर्म्मक्षयोपपत्तेर्भवतीति परिहरति चित्तस्येति। हि शब्देन तदुपधीकानुकम्पी प्रीतं प्रदूषेत एवमेव इहास्य सर्वे प्राणाः प्रदूयन्ते उपपातकेषु सर्व्वेषु पातकेषु महत्सु च प्रविशन्ति रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेदित्यादिस्मृतिप्रसिद्धिं द्योतयति। ततः किमित्यत आह प्रसन्नेति। प्रसन्न आत्मा चेतो यस्य स तथोक्तः आत्मनि स्वस्वरूपभूतेऽद्वितीयानन्दब्रह्मणि ब्रह्मणि स्थित्वा तदेवाहमिति निश्चयेन दृश्यजातं परिहृत्य चिन्मात्ररूपेणावस्थाय अक्षयमविनाशि यत् सुखं स्वरूपभूतं तदश्नुते॥ ११४॥

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वेत्युक्तमेवार्थं दृष्टान्तेन दृढयति समासक्तमिति। प्राणिनश्चित्तं विषय एव गोचर इन्द्रियप्रचारभूमिस्तस्मिन् यथा स्वभावतः सम्यगासक्तं भवति तदेव चित्तं ब्रह्मणि प्रत्यगभिन्ने परमात्मनि यद्येवमासक्तं स्यात् तर्हि कः संसारात् न मुच्येत सर्व्वोऽपि मुच्यत एवेत्यर्थः॥ ११५॥

সমাধিযোগের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে সেই চিত্তের প্রসন্নতাদ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মসকল বিনষ্ট হইয়া যায়। (বিষয়ানুরাগদ্বারা চিত্ত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম করিয়া সেই সকল কর্ম্মজন্য শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু সমাধিসাধনদ্বারা চিত্তের অনুরাগ নিবৃত্ত হইয়া গেলে, আর পুণ্যাপুণ্যকর্ম্ম করে না এবং সেই কর্ম্মজন্য ফলভোগও হয় না।) তখন প্রসন্নচিত্তব্যক্তি পরমাত্মসুখে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর সেই অক্ষয়সুখ উপভোগ করিতে থাকেন॥ ১১৪॥

যেমন জীবসকলের অন্তঃকরণ সাংসারিক বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হয়, চিত্তও যদি সেইরূপ ক্ষণকালের নিমিত্ত পরব্রহ্মেতে নিবিষ্ট হয়, তাহাহইলে কোন্ ব্যক্তি না সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? (একবারমাত্র

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধমশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসংকল্পাৎ শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্ ॥ ১১৬ ॥
মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
যদ্বিষয়াসক্তং মুক্তৈ র্নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ ১১৭ ॥
সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।

সকামাকামাভ্যাং মনসোঽবান্তরভেদমাহ মন ইতি। তস্য কারণমাহ অশুদ্ধমিতি। কাম ইত্যুপলক্ষণং ক্রোধাদেরপি ॥ ১১৬ ॥

দ্বিবিধস্যৈব তস্য মনসঃ সংসারসৌখ্যবীজত্বং দর্শয়তি মন এবেতি ॥ ১১৭ ॥

সমাধিনাত্মনি স্থিত্বা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ইত্যুক্তিক্রমেণৈবার্থং শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রপঞ্চয়তি সমাধীতি। আত্মনি প্রত্যক্স্বরূপে নিবেশিতস্য সমাধিনির্ধূতমলস্য সমাধিনা প্রত্যক্

জীবের অন্তঃকরণ পরব্রহ্মেতে আসক্ত হইলে, আর কখনও সেই জীব সংসারে নিবিষ্ট হয় না। তখন তাহার সংসারের বিনশ্বরত্ব ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের অতুলসুখ অনুভূত হইয়া চিরকাল সেই নিত্যানন্দভোগ হইতে থাকে) ॥ ১১৫ ॥

অন্তঃকরণ দুইপ্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কামাদিসম্পর্কবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অশুদ্ধ এবং নিষ্কাম অন্তঃকরণকে শুদ্ধ বলা যায়। (যাহার চিত্ত কাম-ক্রোধাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না, তাহার চিত্ত সর্ব্বদা কলুষিত হয়, সেই চিত্ত কোনরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না এবং যে চিত্তকে কামক্রোধাদি আক্রমণ করিতে পারে না, সেই চিত্ত সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর থাকে) ॥ ১১৬ ॥

অন্তঃকরণ মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। অশুদ্ধ অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বিষয়ে অনুরক্ত থাকিয়া মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে এবং অন্তঃকরণ বিষয়ানুরাগশূন্য হইলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে। (অতএব যাহাতে অন্তঃ-করণ বিষয়বাসনা পরিশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপায় অনুসন্ধান করা উচিত) ॥ ১১৭ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদ্
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গম্যতে ॥ ১১৮ ॥
যদ্যপ্যসৌ চিরং কালং সমাধির্দুর্লভো নৃণাম্।
তথাপি ক্ষণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যসৌ ॥ ১১৯ ॥
অশ্রদ্ধালুর্ব্যসনী যোঽত্র নিশ্চিনোত্যেব সর্ব্বথা।

ব্রহ্মচর্য্যেণ ক্ষয়ীকৃতপ্রত্যয়া তস্যা নির্ভূতমলস্য নিঃশেষেণ নিবারিতরজস্তমোমলস্য চেতসঃ তস্মিন্ সমাধৌ যৎ সুখমুৎপদ্যতে তদা সমাধাবুৎপন্নং তৎ সুখং গিরা বাচা বর্ণয়িতুং ন শক্যতে অলৌকিকত্বাৎ ইত্যর্থঃ কিন্তু স্বয়ং তৎস্বরূপভূতং সুখমন্তঃকরণেনৈব গম্যতে ॥ ১১৮ ॥

নন্বস্যৈব সমাধের্দুর্লভত্বাৎ কথমনেন ব্রহ্মানন্দনিশ্চয়সম্ভব ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। অস্য সমাধেঃ সন্ততস্যাসম্ভবেঽপি ক্ষণিকস্য তস্য সম্ভবাত্তেনৈব অয়মানন্দো নিশ্চেতুং শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥

নন্বাত্মদর্শনায় শ্রবণাদৌ প্রবৃত্তা অপি কেচিদানন্দত্বনিশ্চয়শূন্যা বহির্মুখা বর্ত্তন্তে

অক্ষয়সুখ ভোগ করিতে পারে, এইক্ষণ উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থ প্রপঞ্চরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—সমাধিযোগ অভ্যাসদ্বারা অন্তঃকরণের রজস্তমোরূপ মল নিবারিত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই অন্তঃকরণ পরমাত্মাতে নিবিষ্ট হয়, তখন অন্তঃকরণে যে নিরতিশয় অলৌকিক ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইতে থাকে, তাহা কেহ বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না। (পরমাত্মজ্ঞান হইলে যে বিমল অচ্যুত আনন্দ উপভোগ হইতে থাকে, তাহা অন্তঃকরণভিন্ন আর কোন ইন্দ্রিয়ই অনুভব করিতে পারে না)॥ ১১৮ ॥

যদি বল, সমাধিই দুর্লভপদার্থ, তাহা চিরকাল থাকে না; সুতরাং সেই সমাধিদ্বারা কিরূপে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও সমাধিযোগাবস্থা চিরস্থায়ী নহে, তথাপি সেই সমাধিযোগ অনুষ্ঠানকালে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চায়ক হয়। (সমাধি চিরকাল থাকে না বটে, কিন্তু সেই সমাধি যে ক্ষণকালমাত্র অবস্থিত হয়, তাহাতেই ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ জানাইয়া থাকে)॥ ১১৯ ॥

যাহারা আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধাবিহীন, তাহারা আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের মানসে অভ্যা-

নিশ্চিতে তু সকৃৎ তস্মিন্ বিশ্বসিত্যন্বহোঽব্যয়ম্ ॥ ১২০ ॥
তাদৃক্ পুমানুদাসীনকালে প্যানন্দবাসনাম্।
উপেত্য সুখমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥ ১২১ ॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।

ইত্থমাত্মনঃ শ্রদ্ধাদিরহিতানাং তথালেঽপি শ্রদ্ধাদিমতাং তন্নিশ্চয়ো ভবত্যেব ইত্যাহ শ্রদ্ধালুরিতি। অসনং সর্ব্বথা সম্পাদয়িষ্যামীত্যাগ্রহঃ তদ্বান্ ব্যসনী। অব সমাধৌ। সর্ব্বথা অবস্থানম্। ততঃ কিমিত্যত আহ নিশ্চিত ইতি। তস্মিন্ ব্রহ্মানন্দে সকৃদেকদা চিত্তৈকাগ্র্যসমাধৌ নিশ্চিতে সতি অয়ং সকৃন্নিশ্চয়বানন্যদাপি ইতরস্মিন্নপি কালে বিশ্বসিতি আনন্দোঽস্মীতি বিশ্বাসং করোতি ॥ ১২০ ॥

অন্যেঽপি কিমিত্যত আহ তাদৃগিতি। তাদৃক্ পুমান্ শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং সকৃন্নিশ্চয়বান্ পুরুষ ঔদাসীন্যদশায়ামপি উপলভ্যমানাং পূর্ব্বোক্তমানন্দবাসনামুপেত্য তৎপরো ব্রহ্মানন্দে তাৎপর্য্যবান্ ভূত্বা তমেব ভাবয়তি ॥ ১২১ ॥

এবং ব্যবহারকালেঽপি নিজানন্দং ভাবয়তি ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ পরেতি ॥ ১২২ ॥

পদেশ শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া যদি সহসা কোন নিশ্চয় করিতে না পারে, তাহা-হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান হইতে বিরত হয়, কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধা-বান্ এবং দৃঢ় অধ্যবসায়শালী তাহারা সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্মপরিজ্ঞান সাধনে যত্নবান্ থাকে, তাহাদিগের ব্রহ্মানন্দে দৃঢ় নিশ্চয় আছে, কারণ একবারমাত্র ব্রহ্মানন্দবিষয়ে নিশ্চয় হইলে সর্ব্বদাই তাহাতে বিশ্বাস থাকে। (শ্রদ্ধালু-ব্যক্তিরা চিরকাল ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও তাহাতে তাহাদিগের অবিশ্বাস হয় না। কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহারা কিয়ৎ-কাল অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল না পাইলেই তাহা পরিত্যাগ করে) ॥১২০॥

যাহারা ব্রহ্মানন্দবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ ও দৃঢ় অধ্যবসায়শালী, তাহারা যখন ব্রহ্মচিন্তায় বিরত থাকে, তখন সেই বাসনানন্দ অপেক্ষা করে না; কেবল মুখ্যানন্দ ভাবনা করে। (যাহাদিগের চিত্তে একবার ব্রহ্মানন্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা কখনও নিশ্চিন্ত থাকে না, যেরূপ অবস্থাই হউক্, তাহারা সেই চিন্তাই ভাল বাসে) ॥ ১২১ ॥

যাহারা ব্রহ্মচিন্তায় তৎপর, তাহারা যে ব্যবহারকালেও সেই নিজানন্দ

তদ্বিষয়াস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১২২ ॥
এবংভূতে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদ্বিষয়াস্বাদয়ত্যন্তর্ব্বহিস্তদ্বিষয়েষ্বপি ॥ ১২৩ ॥
ধীরত্বমস্যপ্রাবল্যেঽপ্যানন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া।
তিরস্কৃত্যাখিলান্যাশু তচ্চিন্তায়াং প্রবর্ত্তনম্ ॥ ১২৪ ॥
ভারবাহী শিরোভারং মুক্ত্বাস্তে বিশ্বমঙ্গতঃ।

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি এবমিতি ॥ ১২২ ॥

ধীরশব্দার্থমাহ ধীরত্বমিতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখ্যেন পুরুষাকর্ষণসামর্থ্যেঽপি স্বস্বরূপসুখানুসন্ধানেচ্ছয়া সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি তিরস্কৃত্যানন্দানুসন্ধান এব প্রবর্ত্তমানত্বং ধীরত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১২৪ ॥

বিশ্রান্তিশব্দস্য বিবক্ষিতমর্থং সদৃষ্টান্তমাহ ভারবাহীতি। যথা লোকে ভারং বহন্

ভাবনা করে, তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন পরপুরুষাসঙ্গাভিলাষিণী স্ত্রী স্বকর্ত্তব্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াও সেই পরপুরুষের আসঙ্গজনিত রসাস্বাদন করে। সেইরূপ ব্রহ্মানন্দবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি পরম বিশুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বচিন্তার বিশ্রামকালে বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়াও সেই পরমাত্মতত্ত্বের রসাস্বাদন করে। (বাহ্যবিষয় ব্রহ্মানুরাগিদিগের ব্রহ্মতত্ত্বচিন্তার বাধা করিতে পারে না) ॥ ১২২-১২৩ ॥

যখন ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া বিষয়ে অনুরক্ত হয় এবং পুরুষকেও সেই বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে, তখন যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদনের অভিলাষে সেই বিষয়াসক্ত প্রবল ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া বিষয় হইতে সমাকর্ষণপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দচিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাকেই ধীর বলা যায়। (ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই পুরুষকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা সেই সকল বিষয়াভিমুখ ইন্দ্রিয়কে তিরস্কার করিয়া পরমাত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১২৪ ॥

এইক্ষণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশ্রামশব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—

সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্‌বুদ্ধিষু বিশ্বমঃ ॥ ১২৫ ॥
বিশ্রান্তিং পরমাং প্রাপ্তস্তৌদাসীন্যে যথা তথা।
সুখদুঃখদশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎপরঃ ॥ ১২৬ ॥
অস্মিন্নপ্রবিশন্তীব ধীঃ শৃঙ্গারে যাদৃশী তথা।

পুরুষঃ শ্রমহীনং শিরসি স্থিতং ভারং পরিত্যজ্য শ্রমরহিতো যথা সংসারব্যাপারত্যাগে সতি শ্রমরহিত আসমিতি জায়মানা যা বুদ্ধিঃ সা বিশ্রামশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

ইদানীং ফলিতমর্থমাহ বিশ্রান্তিমিতি। পরমা নিরতিশয়া বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তবান্ প্রাপ্তঃ পুরুষঃ স্বস্য ঔদাসীন্যদশায়াং যথা পরমানন্দাস্বাদনে তাৎপর্য্যবান্ ভবতি এব সুখদুঃখদশানুপ্রাপ্তিকালেঽপি তদনুসন্ধানং পরিত্যজ্য নিজানন্দাস্বাদন এব তাৎপর্য্যবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

নন্ু দুঃখস্য প্রতিকূলত্বেন তদনুসন্ধানেচ্ছাভাবেঽপি বৈষয়িকসুখস্যানুকূলত্বেন পুরুষৈ রন্বিষ্যমানত্বাৎ তদনুসন্ধানেচ্ছা কুতো ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য তস্য বিষয়সম্পাদনাদিদ্বারা অতীব

যেমন ভারবাহী মনুষ্যগণ স্বীয় মস্তকস্থিত ভারবহনের ক্লেশ অসহ্য বোধ হইলে আপন মস্তকের ভার অপসারিত করিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে। সেইরূপ যাহারা নিয়ত সাংসারিক ব্যাপারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সেই সংসারব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে, তাহাকেই প্রকৃত বিশ্রামসুখ বলা যায় ॥ ১২৫ ॥

যখন ধীর ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিরতিশয় বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিকবিষয়ে ঔদাসীন্য আশ্রয় করে, তখন যেমন আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকেন, সাংসারিকসুখ দুঃখের অনুভবকালেও সেইরূপ আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন। (যাঁহারা ধীর অথচ ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই রসাস্বাদন ভুলিতে পারেন না। তাঁহাদিগের যে অবস্থাই কেন উপস্থিত হউক না, সকল সময়েই তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ১২৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বৈষয়িকসুখ দুঃখানুভবকালেও ব্রহ্মানন্দসুখ অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু দুঃখ সুখের বিরোধী; সুতরাং দুঃখানুভবকালে সুখানুভব হয়, এই কথা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? বরং সুখই সুখের অনু-

ধীরস্ত্বীহেতি বিষয়েঽনুসন্ধানবিরোধিনি ॥ ১২৭ ॥
অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে স্ব গমাগমৌ।
কুর্ব্বন্ত্যাদৌ ক্রমাদেষা কাকাক্ষিবদিতস্ততঃ ॥ ১২৮ ॥
একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ।
যাত্যায়াত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ত্ববিদো মতিঃ ॥ ১২৯ ॥

বহির্নুঙ্খলাপাদনেন নিজানন্দানুসন্ধানবিরোধিত্বাৎ তদিচ্ছাপি বিবেকিনো ন জায়তে ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বকমাহ অগ্নীতি। শীঘ্রং দেহবিনাশনেচ্ছায়াং দৃঢ়তরায়াং সত্যাং তদ্বিরুদ্ধনগারণে অন্যদ্বারাদৌ যথাগ্নিপ্রবেশাদৌ বৈরাগ্যবুদ্ধিরুৎপদ্যতে এবং বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্নস্য বিবেকিনো ব্রহ্মানুসন্ধানবিরোধিনি বিষয়সুখেঽপীত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

নানুদ্ধ বিরোধিনি বিষয়সুখে ইচ্ছা অপ্রযত্নশীলত্বাদবহির্নুঙ্খলহেতৌ বিষয়ে কিং ন ভবতীত্যত আহ অবিরোধীতি ॥ ১২৮ ॥

দৃষ্টান্তে বিবৃণোতি একৈব দৃষ্টিরিতি। যথা কাকস্য দৃষ্টির্দ্বয়ে অনয়েতি দর্শনসাধনং চক্ষুরিন্দ্রিয়মেব বামদক্ষিণনেত্রয়োর্গোলকয়োঃ পর্য্যায়েণ গমনাগমনে করোতি এবং বিবেকিনো বুদ্ধিরপ্যানন্দদ্বয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

কূলবিধায় বৈষয়িকসুখানুসন্ধানের ইচ্ছা হইতে পারে। এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ পিপাসুদিগের বৈষয়িক সুখানুসন্ধানের অপ্রবৃত্তি দেখাইতেছেন।—যাহাদিগের অগ্নিপ্রবেশাদিদ্বারা শীঘ্র দেহপাতনে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, তাহাদিগের যেমন অন্যান্য সুখাস্বাদনে বিরক্তি জন্মে। সেইরূপ যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহাদিগের বিষয়সুখাস্বাদনে বিরক্তি হইয়া থাকে ॥১২৭॥

অবিরোধীসুখ এবং নিরতিশয় আনন্দ এই উভয়েই ক্রমশঃ ধীরব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি হয়। (যাঁহারা প্রকৃত ধীর, তাঁহারা প্রথমতঃ যে সুখ ব্রহ্মানন্দের বিরোধী নহে, সেই সুখই ইচ্ছা করেন; পরে সেই অক্ষয় অপরিসীম ব্রহ্মানন্দভোগের অভিলাষ জন্মে) ॥ ১২৮ ॥

যেমন কাকের একটিমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয় পর্য্যায়ক্রমে উভয় চক্ষুর্গোলকে যাতায়াত করে, সেইরূপ উভয় আনন্দে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। (যেমন কাকের চক্ষুরিন্দ্রিয় একটি ভিন্ন দুইটি নহে, কিন্তু চক্ষুর্গোলক

भुञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्मानन्दञ्च तत्त्ववित् ।
द्विभाषामिश्रवद् विद्वानुभौ लौकिकवैदिकौ ॥ १३० ॥
दुःखप्राप्तौ च नोद्विग्नो यथा पूर्वं यतो विवेकी ।
गङ्गामज्जनार्द्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥ १३१ ॥

दार्ष्टान्तिकं प्रपञ्चयति भुञ्जान इति । तत्त्ववित्त्वविषयान् भुञ्जानस्तज्जन्यं विषयानन्दमुपनिषद्वाक्यादवगतं ब्रह्मानन्दञ्च लौकिकवैदिकावुभौ विषयानन्दब्रह्मानन्दौ भाषाद्वयवेदिवज्जानीयादित्यर्थः ॥ १३० ॥

ननु दुःखानुभवदशायामुद्वेगे सति कथं निजानन्दानुभव इत्याशङ्क्याह दुःखेति । यतो यस्मात् कारणात् विवेकी विद्वान् लौकिकवैदिकव्यवहारयोरपि वेत्ता अतो दुःखप्राप्तावपि पूर्ववदज्ञानदशायामिव न तस्योद्वेगः विवेकेन सदा बाध्यमानत्वात् अतो दुःखानुभवकालेऽपि निजानन्दानुभवसन्धानं न विरुध्यते इत्यर्थः । युगपदुभयानुसन्धाने दृष्टान्तमाह गङ्गेति ॥ १३१ ॥

দুইটিই আছে এবং সেই কাক ইচ্ছা করিলে কখন বামগোলকে চক্ষুরিন্দ্রিয় নিয়োজিত করিয়া দর্শন করে, কখন বা দক্ষিণগোলকে সেই চক্ষুরিন্দ্রিয় নিয়োগ করিয়া দর্শনক্রিয়া সাধন করে। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরাও উভয়ানন্দভোগে প্রবৃত্তি করিতে পারেন*) ॥ ১২৯ ॥

যাঁহারা উভয়বিধ ভাষাজ্ঞানে পারদর্শী, তাঁহারা যেমন উভয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া উভয়প্রকার আনন্দভোগ করেন। সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণও বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দভোগ করিয়া লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার আনন্দের আস্বাদ জানিতে পারেন ॥ ১৩০ ॥

যদি বল, দুঃখানুভবকালে চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকে; সুতরাং সেইকালে কিরূপে নিজানন্দের অনুভব হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা দুঃখ উপস্থিত হইলেও উদ্বিগ্ন হয়েন না এবং বিষয়সুখেও নিতান্ত আসক্ত হয়েন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানীরা এককালে উভয়ই অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি খরতর রৌদ্রসময়ে সুশীতল গঙ্গাজলে

इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा।
भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तत् भासते तथा ॥ १३२ ॥
अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्थिते।
स्वप्ने पूर्ववदेवैष सुखं दुःखञ्च वीक्षते ॥ १३३ ॥

फलितमाह इत्थमिति। सदा सुखदुःखानुभवदशायां तूष्णीं स्थितौ चेत्यर्थः। न केवलं जागरणे एव तज्ज्ञानं किन्तु स्वप्नावस्थायामपीत्याह तद्वासनेति। हेतुगर्भितं विशेषणं जाग्रद्वासनाजन्यत्वात् स्वप्नस्य तत्रापि तद्ब्रह्मसुखं तथा जाग्रदवस्थायामिव भासते इत्यर्थः ॥ १३२ ॥

ननु स्वप्नस्यानन्दानुभववासनाजन्यत्वे सति आनन्द एव भासत इत्याशङ्क्याह अविद्येति। न केवलमानन्दवासनाबलादेव स्वप्नो जायते किन्त्वविद्यावासनाबलादपि अतस्तद्वासनाजन्यत्वात् तत्राप्यस्येव सुखाद्यनुभवो भवतीत्यर्थः ॥ १३३ ॥

অর্দ্ধশরীর নিমগ্ন করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি যেমন একদা শীত ও উষ্ণ উভয়ই ভোগ করেন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীদিগেরও একদা সুখদুঃখ উভয়ই অনুভূত হইতে পারে ॥ ১৩১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জাগ্রৎকালে যেমন সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও সেই ব্রহ্মানন্দের বাসনাজন্য সেই ব্রহ্মানন্দের ভোগ হইয়া থাকে। (তত্ত্বজ্ঞানীরা জাগ্রৎকালে যে ব্রহ্মানন্দভোগ করেন, সুষুপ্তিকালেও তাঁহাদিগের সেই বাসনা বিদূরিত হয় না; অতএব সেই বাসনাদ্বারাই তাঁহারা সুষুপ্তিকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ করিতে পারেন ॥ ১৩২ ॥

মনুষ্যের নির্ব্বাণ মুক্তিকাল পর্য্যন্ত অবিদ্যাবাসনা থাকে, অতএব যেমন জাগ্রৎকালে সুখদুঃখাদি অনুভূত হয়, সেইরূপ স্বপ্নকালেও সেই বাসনাজন্য সুখদুঃখাদি অনুভূত হইতে পারে। (যাবৎ বাসনা পরিত্যক্ত না হয়, তাবৎ সুখদুঃখ ভোগ পরিত্যক্ত হয় না। কেবল যে আনন্দবাসনার প্রাবল্যবশতঃই স্বপ্ন হয়, এমত নহে; অবিদ্যাজন্য বাসনাবশতঃও স্বপ্ন হইয়া থাকে এবং সুখদুঃখও বাসনাজন্য, অতএব স্বপ্নকালে সুখদুঃখভোগের বাধা নাই) ॥১৩৩॥

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे ब्रह्मानन्दप्रकाशकम्।
योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन्नुदीरितम्॥ १३४॥

इति ब्रह्मानन्दे योगानन्दः समाप्तः।

एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण उक्तमर्थं निगमयति ब्रह्मानन्देति ब्रह्मानन्दनामके अध्याय-पञ्चकात्मके ग्रन्थेऽस्मिन् प्रथमाध्याये सुषुप्तावस्थायामौदासीन्यकालेऽपि समाध्यवस्थायां सुखदुःखदशायाञ्च स्वप्रकाशचिद्रूपब्रह्मानन्दस्य प्रकाशकं योग्यनुभवरूपं प्रत्यक्षमुक्तमित्यर्थः। इदञ्चोपलक्षणम् आगमादीनां तेषामप्यत्र प्रदर्शितत्वात्॥ १३४॥

इति ब्रह्मानन्दे योगानन्दव्याख्या समाप्ता॥

পঞ্চাধ্যায়যুক্ত ব্রহ্মানন্দনামক এই গ্রন্থ সমুদায় ব্রহ্মানন্দপ্রতিপাদক, অর্থাৎ পঞ্চ অধ্যায়েই ব্রহ্মানন্দ বিচার নিরূপণ উদ্দেশ্য, এইক্ষণ এই প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত যোগানন্দ নিরূপিত হইল। এই আনন্দ কেবল যোগি-গণই উপভোগ করিতে পারেন, এইনিমিত্ত ইহাকে যোগানন্দ বলে॥ ১৩৪॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ সমাপ্ত॥

ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दोनाम-

द्वादशः परिच्छेदः।

नन्वेवं वासनानन्दाद् ब्रह्मानन्दादपीतरम्।
वेत्ति योगी निजानन्दं मूढ़स्यात्रास्ति का गतिः॥ १॥
धर्माधर्मवशादेष जायतां म्रियतामपि।

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे आत्मानन्दो विविच्यते॥

तदेवं प्रथमाध्याये विवेकिनो योगिन निजानन्दानुभवप्रकारं प्रदर्श्य मूढ़स्य जिज्ञासोरात्मानन्दशब्दवाच्यत्वं पदार्थविवेचनमुखेन ब्रह्मानन्दानुभवप्रकारप्रदर्शनाय शिष्यप्रश्नमवतारयति नन्वेवमिति॥ १॥

शिष्येणैवं पृष्टो गुरुरतिमूढस्य विद्याधिकार एव नास्तीत्याह धर्मेति। एषोऽति-

---

ब्रह्मानन्दनामक ग्रन्थের প্রথম [illegible] যোগানন্দানুভব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণে ঐ ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের দ্বিতীয় [illegible]ধ্যায়ে [illegible]ক্ষানন্দ জিজ্ঞাসু অজ্ঞানীদিগের আত্মানন্দ বিচারদ্বারা ব্রহ্মানন্দানুভব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ শিষ্যপ্রশ্নোত্তরচ্ছলে ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—যদিও প্রথমাধ্যায়োক্ত রীতিক্রমে যোগিগণ বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অতিরিক্ত নিজানন্দ অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে মূঢ় ব্যক্তিদিগের সেই আনন্দভোগ হইতে পারে তাহাই এইক্ষণ বিবেচনা করা আবশ্যক। (প্রথমাধ্যায়ে যেরূপে আনন্দভোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগিগণেরই ঘটিতে পারে। কিন্তু এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অজ্ঞানীদিগের ব্রহ্মানন্দভোগের উপায় নিরূপিত হইবে। গুরুকে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যেরূপ ব্রহ্মানন্দভোগের উপায় প্রদর্শিত হইল, তাহাতে যোগিগণেরই অধিকার। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানী তাহাদিগের কি গতি হইবে?)॥ ১॥

গুরুকে শিষ্য অজ্ঞানীদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু

পুনঃ পুনর্দেহলাভৈঃ কিং নো দাক্ষিণ্যতো বদ ॥ ২ ॥
অস্তি বোঽনুজিঘৃক্ষুত্বাদ্ দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্।
তর্হি ব্রূহি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্ব্বা পরাঙ্মুখঃ ॥ ৩ ॥
উপাস্তিং কর্ম্ম বা ব্রূয়াদ্ বিমুখায় যথোচিতম্।

মূঢ়োঽনাদৌ সংসারে অতীতেষু জন্মসু অনুষ্ঠিতসুকৃতদুষ্কৃতবশান্নানাবিধদেহস্বীকারেণ পুনঃ পুনর্জায়তা ম্রিয়তাঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সর্ব্বানুগ্রাহকত্বাদাচার্য্যেণ তস্যাপি কাচন গতির্ব্বক্তব্যেতি শিষ্য আহ অস্তীতি। বো যুষ্মাকম্, অনুজিঘৃক্ষুত্বাদনুগ্রহীতুমিচ্ছবোঽনুজিঘৃক্ষবস্তেষাং ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ শিষ্যোদ্ধরণেচ্ছাযুক্তত্বাদ্ দাক্ষিণ্যেন তদুদ্ধরণপ্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ। এবং শিষ্যবচনমাকর্ণ্য গুরুস্তং বিকল্প্য পৃচ্ছতি তর্হীতি। যদি মূঢ়স্যাপি কাচন গতির্ব্বক্তব্যা তর্হি স মূঢ়ঃ কিং রাগী বিরক্তো বেতি বদ ॥ ৩ ॥

রাগী চেত্তদ্রাগানুসারেণ কর্ম্মোপাসনং বা বক্তব্যমিতি প্রথমে পরিহারমাহ উপাস্তিমিতি। বিমুখায় তত্ত্বজ্ঞানবিমুখায় বহির্মুখায় ইত্যর্থঃ যথোচিতং যথাযোগ্যং ব্রহ্ম-

---

বলিতেছেন।—অজ্ঞানী ব্যক্তি চিরকালই ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা সেই ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃই অনন্তকাল এই অনাদিসংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া লক্ষ লক্ষ দেহধারণ করে এবং পুনঃ পুনঃ কালগ্রাসে পতিত হয়। অতএব তাহাদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা পরিত্রাণের উপায় অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? ॥ ২ ॥

শিষ্য বলিলেন, আপনারা দয়াশীল; অতএব অজ্ঞানীদিগের পরিত্রাণের জন্য আগ্রহ করা আপনাদিগের উচিত বটে। যদি দয়াশীল গুরুগণ অজ্ঞানীদিগের পরিত্রাণের উপায় না করিবেন, তবে আর তাহাদিগকে কে পরিত্রাণ করিবে? তখন গুরু শিষ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি মূঢ় ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইল; তবে বল দেখি, তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে অনুরাগী, কি পরাঙ্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মপরিজ্ঞান করিতে তাহাদিগের যত্ন আছে, না তাহারা উক্ত বিষয়ে বিরক্ত ॥ ৩ ॥

যদি সেই মূঢ় ব্যক্তিরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাহইলে তাহাদিগকে সেইরূপ ব্রহ্মোপাসনা অথবা কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

মন্দপ্রজ্ঞন্তু জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ ॥ ৪ ॥
বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজপ্রিয়াম্।
ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয় ইতীরয়ন্ ॥ ৫ ॥

লোকাদিকামশ্চেদুপাস্তি ব্রূয়াৎ স্বর্গাদিকামং তৎ কর্ম্ম ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। জিজ্ঞাসুত্বেঽপি সোঽতি-বিবেকী মন্দপ্রজ্ঞো বেতি বিকল্প্য অতিবিবেকিনং পূর্ব্বাধ্যায়োক্তপ্রকারেণ যোগেন ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারমভিপ্রেত্য মন্দপ্রজ্ঞস্যাতদ্দর্শনোপায়মাহ মন্দপ্রজ্ঞন্বিতি। যো মন্দপ্রজ্ঞ মন্দা জড়া প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য স মন্দপ্রজ্ঞস্তং জিজ্ঞাসুং জ্ঞাতুমিচ্ছুর্জিজ্ঞাসুস্তমাত্মানন্দেন আত্মানন্দবিবেচন-মুখেন বোধয়েৎ ॥ ৪ ॥

এবং কেন কা বোধিতা ইত্যত আহ বোধয়ামাসেতি। যাজ্ঞবল্ক্যনামকো যজুঃশাখা-বিশেষপ্রবর্ত্তকঃ কশ্চিদৃষিস্তদ্বৈয়ীসংজ্ঞনামিকা নিজপ্রিয়া স্বভার্য্যা ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয় ইতি ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যাদিপ্রকারেণ ইরয়ন্ ব্রুবন্ বোধয়া-মাস বোধিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তাহাদিগের অন্তঃকরণে ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তি কামনা থাকিলে ব্রহ্মোপাসনা উপদেশ এবং যদি তাহাদিগের স্বর্গসুখভোগাদিতে লালসা হয়, তাহাহইলে তাহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আর যদি সেই মূঢ়ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হন, তবে তাঁহাকে আত্মানন্দ বিচারদ্বারাই উপদেশ করিতেহইবে। (সেই মূঢ়ব্যক্তি যদি বিবেকী হয়, তবে তাহাকে পূর্ব্বাধ্যা-য়োক্ত ব্রহ্মোপদেশেই কার্য্য হইতে পারে। আর যদি সেই ব্যক্তি অতিমূঢ় ও অবিবেকী হয়, তাহাহইলে তাহাকে আত্মানন্দবিচারদ্বারা উপদেশ করিবে) ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ উপদেশ প্রণালী কথিত হইল, সেই প্রণালী অবলম্বনে যজুঃশাখাপ্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য মুনি স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে, হে মৈত্রেয়ি! নারীগণ পতির সুখের নিমিত্ত পতিকামনা করে না, কেবল আপনার সুখের নিমিত্তই পতিকামনা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

पतिर्जायां पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणक्षत्रजाः ।
लोका देवा वेदभूते सर्वञ्चात्मार्थतः प्रियम् ॥ ६ ॥
पत्न्यविच्छा यदा पत्युस्तदा प्रीतिं करोति सा ।
क्षुदनुष्ठानरोगाद्यैस्तदा नेच्छति तत् पतिः ॥ ७ ॥
न पत्युरर्थे सा प्रीतिः स्वार्थ एव करोति ताम् ।

उक्तस्य परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपतामिति वाक्येन परप्रेमास्पदत्वेनहेतुना आत्मनः परमानन्दरूपतां शिवाधर्वशिरादौ परप्रेमास्पदत्वहेतुसमर्थनाय तावदुदाहृत वाक्यस्थौपयिकत्वपरतामभिप्रेत्य तत्प्रकरणस्थसकलपर्य्यायवाक्यतात्पर्य्यमाह पतिरिति। पतिजायादिकं भोग्यजातं भोक्तृशेषत्वात् भोक्तृसम्बन्धेनैव प्रियं न स्वरूपेणेत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

इदानीं पूर्व्वोदाहृतस्य न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति इति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्य्यार्थं विभज्य दर्शयति पत्न्यविच्छेति। यदा यस्मिन् काले पत्न्याजायाया. पत्यौ भर्त्तरि विषये इच्छा कामो भवति तदा सा पत्नी पत्यौ प्रीतिं स्नेहं करोति तदा तत्पतिः क्षुधादिना इच्छाभावहेतुना युक्तो भवति तत् नेच्छति न कामयते ॥ ७ ॥

एवञ्च सति किं फलितमित्यत आह न पत्युरिति। जायया क्रियमाणा या प्रीति

পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, পশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেবতা, বেদ ও ভূত ইত্যাদি সকলই আপনার সন্তোষের নিমিত্ত লোকে আদর করিয়া থাকে। (উক্ত পতি প্রভৃতিদ্বারা আপনার ইষ্টসাধন হইবে, এইনিমিত্তই লোকে পতিপ্রভৃতি কামনা করে) ॥ ৬ ॥

যখন পতির প্রতি পত্নীর অভিলাষ হয়, তখনই সেই পত্নী আপন ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশে পতির প্রতি প্রণয়প্রদর্শন করে, কিন্তু ঐ সময়ে যদি পতি রোগ বা ক্ষুধাদিদ্বারা অভিভূত থাকে, তাহাহইলে সেই পতির তাহাতে বিরক্তি বোধ হইয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্রও সন্তোষ হয় না। (ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিয়া থাকে, তাহা আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ভিন্ন কাম্যবস্তুর প্রীতির নিমিত্ত নহে) ॥ ৭ ॥

পতির প্রতি যে পত্নীর অনুরাগ হয়, তাহা পতির সুখের নিমিত্ত নহে,

पतिर्वाञ्छन एवार्थं न जायार्थं कदाचन।
अन्योऽन्यप्रेरणेऽप्येवं स्वेच्छयैव प्रवर्त्तनम् ॥ ८ ॥
श्मश्रुकण्टकवेधेन बाले रुदति तत्पिता।

सा न पत्युः प्रयोजनाय किन्तु जाया तां पत्यै प्रीतिं स्वार्थं एव स्वप्रयोजनायैव करोति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवतीत्यादि न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यन्तानां वाक्यानां तात्पर्यं क्रमेण विभज्य दर्शयति पतिर्वाञ्छेत्यादिना। पतिश्च भर्त्ता स्वप्रयोजनायैव जायायां प्रीतिं करोति न जायाप्रीतये इत्यर्थः। नन्वेकैककामनया प्रवृत्तौ प्रीतिः स्वार्था भवतु युगपदुभयेच्छाप्रवृत्तौ तु प्रीतेरुभयार्थता स्यादित्याशङ्क्याह अन्योऽन्येति। एवमुक्तेन प्रकारेण। स्वेच्छयैव स्वकामनापूरणेच्छयैव प्रवर्त्तनमुभयोरपीति शेषः ॥ ८ ॥

स्वेच्छया प्रवर्त्तनत्वमेव दर्शयति श्मश्रुकण्टकेति। पिता क्रियमाणं पुत्रमुखचुम्बनं न पुत्र-

---

সে কেবল আপনারই সুখসাধনের নিমিত্ত। এইরূপে পতি যে পত্নীকে কামনা করেন, তাহাও পত্নীর সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা কেবল আপন সুখসাধনের নিমিত্ত। যে ব্যক্তি যে কার্য্য করে, তাহাতে তাহার আপন উদ্দেশ্য সাধনই প্রধান কারণ, কেহ কখনও অপরের উদ্দেশ্য সাধনার্থ কোন কার্য্য করে না,। আর পরস্পরের প্রতি যে পরস্পরের প্রীতি হয়, তাহাতেও আপন আপন ইষ্টসাধনই হেতু। "ইহাঁর সহিত প্রণয় করিলে আমার কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইবে" এই অভিপ্রায়েই লোকে পরস্পর প্রণয় করিয়া থাকে। কারণ "আমি অমুকের সহিত প্রণয় করিয়া তাহার কোন উপকার করিব" এইরূপ ইচ্ছা প্রায় কাহারও হয় না ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,লোকে স্বস্ব উদ্দেশসাধনার্থই প্রণয় করিয়া থাকে, কখনও কেহ অপরের প্রয়োজনসাধনার্থ কোন কার্য্য করে না। এইক্ষণ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত বিষয় প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—যখন পিতা স্বীয় তনয়ের মুখচুম্বন করেন, তখন পিতার মুখস্থিত শ্মশ্রু বালকের মুখে কণ্টকবৎ বিদ্ধ হয় এবং তৎক্ষণাৎ সেই বালক ক্রন্দন করিতে থাকে, তথাপিও পিতা পুত্রের মুখচুম্বনে ক্ষান্ত হয়েন না, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পিতা কেবল আপন সুখের নিমি-

चुम्बत्येव न सा प्रीतिर्बालार्थे स्वार्थ एव सा ॥ ९ ॥
निरिच्छमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन्।
प्रीतिं करोति सा स्वार्थे वित्तार्थत्वं न यद्धितम् ॥ १० ॥
अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्।
प्रीतिः सा वणिगर्थैव बलीवर्दार्थता कुतः ॥ ११ ॥

प्रीत्यर्थं तस्य [illegible] रोदनकर्तृत्वात् अतस्तत्पितुः स्वतुष्ट्यर्थमेवेत्यवगन्तव्यमित्यर्थः ॥ ९ ॥

चेतनेषु पतिजायापुत्रेषु क्रियमाणायाः प्रीतेः स्वार्थत्वपरार्थत्वसन्देहसंभवादचेतनत्वेनेच्छामात्ररहितस्य वित्तविषयस्य तच्छङ्कैव नास्ति इत्यभिप्रेत्य न वा अरे वित्तस्य कामायेत्यादिवाक्यस्य तात्पर्यमाह निरिच्छमपीति ॥ १० ॥

चेतनत्वेऽपि वाहनादीच्छारहितपशुविषयस्य न वा अरे पशूनामित्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यमाह अनिच्छतीति। बलीवर्दे ऽनडुहि अनिच्छति भारं वोढुमिच्छामकुर्वत्यपि बलाद् विवाहयिषते वाहयितुं कामयते तव वहनादिविषयायाः प्रीतेः वणिगर्थतैव नबलीवर्दार्थता इत्यर्थः ॥ ११ ॥

তুই পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে পুত্রের সুখলেশও নাই। কারণ তাহাতে যদি পুত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ থাকিত, তাহাহইলে কখনও সেই বালক রোদন করিত না ॥ ৯ ॥

লোকে যত্নপূর্ব্বক রত্নাদি রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে রত্নের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু রত্ন ইচ্ছাবিহীন; সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রত্নের প্রতিপালনে যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি কর্ত্তার ভিন্ন রত্নের নহে। অতএব স্বার্থসাধনভিন্ন যে কোন কার্য্যই হয় না, তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ১০ ॥

বৃষগণ বণিক্‌দিগের পণ্য দ্রব্য বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় বটে, কিন্তু ভার বহনে বৃষের ইচ্ছা মাত্রও নাই, তথাপিও যে বণিকেরা বৃষকে ভার বহন করায়, তাহা আপনার স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন সেই বৃষের কোন উপ-

ব্রাহ্মণ্যং মেঽস্তি পূজ্যোঽহমিতি তুষ্যতি পূজয়া।
অচেতনায়া জাতের্ন সন্তুষ্টিঃ পুংস্ত এব সা ॥ ১২ ॥
ক্ষত্রিয়োঽহং তেন রাজ্যং করোমীত্যত্র রাজতা।
ন জাতের্বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায়েদমীরিতম্ ॥ ১৩ ॥
স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ স্তাং মমেত্যভিবাঞ্ছনম্।

ন বা অরে ব্রাহ্মণঃ কামায় ইতি বাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ ব্রাহ্মণ্যমিতি। ব্রাহ্মণ্যনিমিত্তয়া পূজয়া ব্রাহ্মণোঽহমস্মীতি অভিমানবানেব তুষ্যতি ন জড়জাতিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ন বা অরে ক্ষত্রস্য ইত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ ক্ষত্রিয়োঽহমিতি। রাজ্যোপসীগনিমিত্তং সুখং ক্ষত্রিয়জাতিমতএব,ন ক্ষত্রিয়জাতেরিত্যর্থঃ। ইদং ক্ষত্রিয়োদাহরণং বৈশ্যাদ্যুপলক্ষণার্থমিত্যাহ বৈশ্যেতি ॥ ১৩ ॥

ন বা অরে লোকানাং কামায়েত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ স্বর্গেতি। লোকদ্বয়োপাদানং কর্ম্মোপাসনালক্ষণসাধনদ্বয়সম্পাদ্য সকললোকোপলক্ষণার্থম্ ॥ ১৪ ॥

কার নাই। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ভারবহনে বৃষের প্রীতি হয় না, কেবল বণিকেরই কার্য্যসাধন ও সন্তোষ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

"আমি অতিসুব্রাহ্মণ ও পূজনীয়" এইরূপ চিন্তা করিলে যে সন্তোষ হয়, সেই সন্তোষ ব্রাহ্মণের ভিন্ন চৈতন্যহীন ব্রাহ্মণত্ব জাতির হয় না, তাহা কেবল সেই পুরুষেরই তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সকল কার্য্যই কর্ত্তার স্বার্থসাধন করে, কোন কার্য্যই পরার্থে হয় না ॥ ১২ ॥

"আমি ক্ষত্রিয়, রাজ্যপালন করা আমার কার্য্য, অতএব অদ্য আমি রাজ্যপালন করিতেছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতিও সেই পুরুষের ; জাতির নহে। এইরূপ "আমি বৈশ্য" এই বলিয়া যে প্রীতি হয়, তাহাও সেই পুরুষেরই হয়, তাহাতে কদাচ অচেতন বৈশ্যত্ব জাতির কোনরূপ সন্তোষ হয় না। সুতরাং ইহাতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে ব্যক্তি যে কার্য্য করুক্‌না কেন, তাহাতে আপনার ভিন্ন অপরের কোন ফল সাধন হয় না ॥ ১৩ ॥

"আমার স্বর্গলোক অথবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক" এইরূপ ইচ্ছা সাধা-

লোকযোর্নোপকারায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥
ঈশবিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপনষ্টয়ে।
ন তন্নিষ্পাপদেবার্থং স্বার্থং তত্পূজ্যতে ॥ ১৫ ॥
ঋগাদয়ো হ্যধীয়ন্তে দুর্ব্রাহ্মণ্যাদিবাপয়ে।
ন তত্ প্রসক্তং বেদেষু মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ ঈশেতি, পাপনষ্টয়ে পাপনিবৃত্তয়ে ইত্যর্থঃ। তত্ পূজনং ন নিষ্পাপদেবার্থং স্বতঃ পাপরহিতানাং দেবানাং ন প্রয়োজনায় কিন্তু স্বার্থং পূজাকর্তুঃ প্রয়োজনায় ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ ঋগাদয় ইতি। দুর্ব্রাহ্মণ্যং ব্রাত্যত্বং তস্য দুর্ব্রাহ্মণ্যং অশুদ্ধত্বাবান্তরজাতিরূপং তদ্রহিতেষু বেদেষু ন প্রসজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

রণেরই হইতে পারে, কিন্তু যে যে পুরুষের উক্ত রূপ ইচ্ছা হয়, সেই সেই পুরুষের ভোগসাধনই তাহার নিমিত্ত, তাহাতে ব্রহ্মলোক অথবা স্বর্গলোকের কোন উপকার হয় না। ইহাতে বিশেষরূপে জানা যাইতেছে যে, কার্য্যমাত্রই কর্ত্তার প্রয়োজন সাধন করে, কেহ কখন অপরের প্রয়োজন সিদ্ধির মানসে কার্য্য করে না ॥ ১৪ ॥

মানবগণ আপন আপন পাপবিনাশের নিমিত্ত যে ঈশ্বর, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহাতে ঈশ্বর, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের কোন উপকার নাই। তাহাদিগের অর্চ্চনাতে কেবল আপনাদিগের পাপবিনাশ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, লোকে আপন উদ্দেশ্যসাধন ভিন্ন পরের উপকারসাধনার্থ কোন কার্য্য করে না, অতএব কার্য্য মাত্রই কর্ত্তার ফলসাধন করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, অর্থাৎ ব্রাত্যাদি দোষের নিবারণার্থ যে বেদ অধ্যয়ন করে, তাহাতে বেদের কোন উপকার নাই, কেবল আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধনার্থই তাহাদিগের বেদ পাঠের প্রয়োজন। অতএব কেহ কখন আপন প্রয়োজনভিন্ন পরার্থ কোন কার্য্য করে না ॥ ১৬ ॥

भूम्यादिपञ्चभूतानि स्थानतृट्पाकशोषयोः।
हेतुभिर्यावकाशेन वाञ्छन्त्येषां नहेतवे ॥ १७ ॥
स्वामिभृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति।
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १८ ॥
सर्वव्यवहृतिष्वेवमनुसन्धातुमीदृशम्।

किञ्च भूम्यादीति। सर्वे प्राणिनः अवस्थानप्रदानतृड्निवारणपाककरणाद्यशोषणावकाशप्रदानाख्यैर्हेतुभिर्निमित्तैः पृथिव्यादीनि पञ्च भूतानि वाञ्छन्ति अपेक्षन्ते एषां पृथिव्यादीनान्तु हेतवे अवस्थानवाञ्छनादीनि निमित्तानि न सन्ति अतो न स्वयमाकाङ्क्षन्त इत्यर्थः ॥ १७ ॥

इदानीं न वा अरे सर्वस्य कामायेत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्य्यमाह स्वामिभृत्यादीति। भृत्यादिः सर्वो जनः स्वाम्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति एवं स्वाम्यादिरपि ॥ १८ ॥

ननु सुतादीनां बहूदाहरणदर्शनं किमर्थं कृतमित्याशङ्क्याह सर्व्वे इति। इच्छापूर्वकेषु

লোকে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত লইয়া নানা প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, ঐ সকল ব্যবহারেও পৃথিব্যাদি ভূতের কোন উপকার হয় না, কেবল সেই ব্যবহার কর্ত্তারই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, আপন উদ্দেশ্য সাধনই কার্য্য মাত্রের প্রয়োজন। আপনার অবস্থিতির নিমিত্ত পৃথিবী, তৃষ্ণানিবারণার্থ জল, অন্নপাকের নিমিত্ত তেজ, জল শোষণার্থ বায়ু এবং অবকাশের নিমিত্ত আকাশের ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

লোকে স্বামী, ভৃত্য, অমাত্যাদি যাহা কিছু কামনা করে, তাহাতেও আপনার উদ্দেশ্যসাধন ভিন্ন অপরের উপকারসিদ্ধির সম্ভব নাই, মনুষ্যগণ কোন রূপ বিপদে পতিত হইলে আপনার স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করে, কোন প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে ভৃত্যবর্গের স্মরণ লয় এবং কোন বিষয়ের মন্ত্রণার নিমিত্ত অমাত্য আহ্বান করে, অতএব ইহাতে আপনার কার্য্য সাধনভিন্ন, স্বামী প্রভৃতির কোন উপকার দেখা যায় না ॥ ১৮ ॥

সর্ব্ব প্রকার লৌকিক ব্যবহারে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পতিজায়াদির প্রীতি

উদাহরণবাহুল্যং তেন স্বাং বাসয়েন্মতিম্ ॥ ১৯ ॥
অথ কেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রূয়তে যা নিজাত্মনি।
রাগো বধ্বাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকর্মণি।
ভক্তিঃ স্যাৎ গুরুদেবাদাবিচ্ছা ত্বপ্রাপ্তবস্তুনি ॥ ২০ ॥

সর্বেষ্বপি ভোজনাদিব্যবহারেষু এবম্ আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতীত্যুক্তেন প্রকারেণানুসন্ধানায় ইদমং পতিজায়াদিষু প্রীতিদর্শনরূপম্ উদাহরণবাহুল্যমুক্তমিতি শেষঃ তেন কারণেন স্বাং স্বসম্বন্ধিনীং মতিং বুদ্ধিং বাসয়েৎ সর্বস্যাপি স্বশেষত্বাবগমেন স্বাত্মনঃ প্রিয়তমত্বানুসন্ধানবতীং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নন্বাত্মশেষত্বেন সর্ব্বস্য প্রিয়ত্বস্যোক্তেরাত্মনঃ প্রিয়তমত্বমুক্তমনুপপন্নং বিকল্পে ক্রিয়মাণে প্রীতিরেব দুর্নিরূপত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ প্রীতিস্বরূপং পৃচ্ছতি অথ কেয়মিতি। অথশব্দঃ প্রশ্নার্থঃ। যা নিজাত্মনি প্রীতিঃ শ্রূয়তে ইতীয়ং প্রীতিঃ কিং রাগরূপা কিম্বা শ্রদ্ধারূপা উত ভক্তিরূপা যদ্বেচ্ছারূপেতি কিংশব্দার্থঃ। চতুর্ষ্বপি পক্ষেষু প্রীতেঃ সর্ববিষয়ত্বং ন সম্ভবতীত্যাহ রাগ ইতি। রাগশ্চেদ্ বধ্বাদিষ্বেব স্যাৎ ন যাগাদিষু, শ্রদ্ধা চেৎ যাগাদিষ্বেব স্যাৎ ন বধ্বাদিষু ভক্তিশ্চেৎ গুর্বাদিষ্বেব স্যাৎ নেতরেষু ইচ্ছা চেৎ অপ্রাপ্তবস্তুবিষয়ে স্যাৎ নেতরবিষয়ে অতো ন সর্ববিষয়ত্বং প্রীতেরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

দর্শনরূপ বহু বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। এইরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ আছে, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আর উদাহরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ ইহাই সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনার উদ্দেশ্যসাধন ব্যতিরেকে কেহ কখন কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না। অতএব সকল ব্যক্তিই আত্মানুসন্ধানে মনকে অভিনিবিষ্ট করিবে ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে সকল উদাহরণ উক্ত হইল, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, স্ত্রীসম্ভোগাদি বিষয়ে যে প্রীতি হয়, তাহা অনুরাগ স্বরূপ; স্বর্গাদিসাধন কর্ম্ম করিয়া যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি শ্রদ্ধা স্বরূপ; গুরু, দেবাদির আরাধনা করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা ভক্তি স্বরূপ; আর অপ্রাপ্য বস্তু লাভ করিলে যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি ইচ্ছা স্বরূপ। এই সকল প্রীতির নানাপ্রকার রূপ আছে, কিন্তু আপন আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা কি প্রকার?

तद्वीसु सात्त्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवर्त्तिनी।
प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥ २१ ॥
सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः।
आत्मानुकूल्यादन्नादिसमश्चेदमुनात्र कः।

उक्तप्रकारचतुष्टयातिरिक्तं पञ्चमादाय उत्तरमाह तद्वीति। प्रीतेरागादिरूपत्वासम्भवे सति सुखमात्रानुवर्त्तिनी सुखमेव सुखमात्रमनुसृत्य वर्त्तत इति सुखमात्रानुवर्त्तिनी सुखैकगोचरा इत्यर्थः, सात्त्विकी सत्त्वगुणपरिणामरूपा वृत्तिरन्तःकरणवृत्तिः प्रीतिरस्तु। ननु तर्हि सा प्रीतिरिच्छैव इत्याशङ्क्याह प्राप्त इति। इच्छा तावदप्राप्तसुखादिमात्रविषया, इयन्तु सर्वविषया प्राप्ते खल्वे सुखादौ नष्टेऽपि तस्मिन् विषये विद्यमानत्वात् इच्छातः इच्छया व्यतिरिच्यते भिद्यते ॥ २१ ॥

इदानीं सुखसाधनभूतेषु अन्नादिष्विव आत्मन्यपि प्रीतिदर्शनात् आत्मनोऽप्यन्नादिवत् सुखसाधनता स्यात् इति शङ्कते सुखेति। अन्नपानादयः सुखसाधनत्वोपाधिना यथा प्रियाः दृष्टाः आत्मापि आनुकूल्यात् प्रियत्वात् अन्नादिसमः अन्नपानादिवत् सुखसाधनं स्यादित्यर्थः। तदेतमनुमानं सूचितं विमत आत्मा सुखसाधनं भवितुमर्हति प्रियत्वात् अन्नादिवत् इति। अन्नादिषु भोग्यत्वमुपाधिरित्यभिप्रायेण परिहरति अमुनेति। अत्र लोके अमुना सुखसाधनतया अनुकूलेन अनुकूलयितव्यः कः स्यान्न कोऽपि स्यात् आत्मातिरिक्तस्य भोक्तुरभावादि-

---

কারণ আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা উক্ত প্রকার প্রীতিচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "আত্মপ্রীতি কিরূপ?" এই বলিয়া যে প্রশ্ন হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর নির্ণীত হইতেছে।—আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রীতিচতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ এবং উহাকে সাত্ত্বিক প্রীতি বলা যায়; ঐ প্রীতি কোন নিমিত্তজন্য নহে এবং ইচ্ছা রূপও নহে। যেহেতু সুখসাধন সামগ্রীলাভ করিলে অথবা নষ্ট হইলেও আপনাতে যে প্রীতি হয়, তাহার কথন অসম্ভাব হয় না ॥ ২১ ॥

যেমন অন্নপানাদি বিষয় সকল সুখসাধন করে বলিয়া ঐ অন্নপানীয় প্রভৃতি জীব মাত্রের প্রিয় হয়, সেইরূপ আত্মাকে সুখসাধন রূপে প্রিয়

অনুকূলয়িতব্যঃ স্যান্নৈকস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃতা ॥ ২২ ॥
সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ।
সুখে ব্যভিচরত্যেষা নাত্মনি ব্যভিচারিণী ॥ ২৩ ॥

ব্যর্থঃ। ননু স্বয়মেবানুকূলয়িতব্যঃ স্যাৎ ইত্যত আহ নৈকস্মিন্নিতি। একস্যৈবাত্মনো যুগপদুপকার্য্যত্বমুপকারকত্বঞ্চেতি ধর্ম্মদ্বয়ং বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ননু অন্নাদিবৎ সুখসাধনত্বাভাবেঽপি সুখবৎ ভোক্তৃত্বেষ্টতাদিস্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আত্মনো নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বাৎ নৈবমিতি পরিহরতি সুখেতি। বৈষয়িকে বিষয়জন্যে সুখে প্রীতিমাত্রং প্রীতিরেব ন নিরতিশয়া আত্মা তু অতিপ্রিয়ো নিরতিশয়প্রেমবিষয়ঃ অতো ন বিষয়জন্যসুখতুল্য ইত্যর্থঃ। তথাচ্চ ভক্তীরূপপত্তিমাহ সুখে ব্যভিচরতীতি। সুখে বৈষয়িকে সুখে জায়মানা এষা প্রীতির্ব্যভিচরতি কদাচিৎ সুখান্তরং গচ্ছতি ন তস্মিন্নেব নিয়তাবতিষ্ঠতে আত্মনি তু বিদ্যমানা প্রীতির্ন ব্যভিচারিণী বিষয়ান্তরগামিনী ন ভবতি অতো নিরতিশয়া সা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বলা যায় না। যেহেতু লোকে অন্নপানাদিকে ভোগ করে বলিয়াই তাহা লোকের প্রিয় হয়, কিন্তু আত্মা কাহারও ভোগ্য নহেন এবং আত্মার ভোগকর্ত্তাও কেহ নাই; সুতরাং আত্মা অন্নপানাদির ন্যায় প্রিয় হইতে পারেন না। যদি এক আত্মাকেই ভোগ্য ও ভোক্তা উভয় বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদিবিরোধ দোষ হয়। (যদি আত্মাই আত্মাকে ভোগ করেন এবং আত্মাই আত্মার ভোগকর্ত্তা হয়েন, তাহাহইলে সেই ভোগের কর্ত্তা ও কর্ম্মের পার্থক্য থাকে না; অতএব আত্মার প্রীতি অন্নপানাদির প্রীতির ন্যায় নহে) ॥ ২২ ॥

অন্ন ও পানীয় দ্রব্য ভোগ করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা সাধারণ প্রীতি মাত্র। কিন্তু আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহাকে অতিপ্রীতি বলা যায়। অন্নপানাদি বৈষয়িক সুখসাধনসামগ্রী উপভোগ করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা অচিরস্থায়ী। ঐ প্রীতি কখন থাকে এবং কখন থাকে না, অথবা উক্ত অন্নপানাদিভোগজন্য প্রীতি সর্ব্বদা সমভাবে ও এক বিষয়ে থাকে না, কখন কখন উহার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মাতে

एकं त्वन्यान्यवादत्ते सुखं वैषयिकं सदा।
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन् व्यभिचरेत् कथम् ॥ २४ ॥
हानादानविहीनोऽस्मिन्नुपेक्षा चेत् तृणादिवत्।
उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥ २५ ॥

सुखगोचरायाः प्रीतेर्व्यभिचारं दर्शयति एकमिति। आत्मनि तदभावं दर्शयति नात्मेति। अयोग्यत्वादित्यर्थः। फलितमाह तस्मिन्निति ॥ २४ ॥

हानादिविषयत्वाभावेऽप्यात्मनः तृणादिवत् उपेक्षाविषयत्वं स्यादिति शङ्कते हानेति। हानं परित्यागः। आदानं स्वीकारः। उपेक्षा औदासीन्यम्। आत्मनो हानाद्यविषयत्ववत् उपेक्षाविषयत्वमपि न सम्भवति, अयोग्यत्वादित्यभिप्रायेण परिहरति उपेक्षितुरिति। उपेक्षितुरुपेक्षाकर्तुर्यो निजात्मा अविनाशिस्वरूपोऽस्ति तस्य स्वरूपत्वात् स्वस्वरूपत्वादेव स्वव्यतिरिक्ततृणादिवत् नोपेक्ष्यत्वम् उपेक्षाविषयत्वं न विद्यत इति शेषः ॥ २५ ॥

যে প্রীতি হয়, তাহা সর্ব্বদা সমভাব থাকে, কদাচ তাহার ব্যভিচার হয় না। উহার সত্তা অথবা অসত্তার সম্ভব নাই, কিম্বা কখনও আত্মপ্রীতির ইতরবিশেষ হয় না ॥ ২৩ ॥

বিষয়ভোগজন্য যে প্রীতি তাহা চঞ্চল, সর্ব্বদা এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। সময় সময় আশ্রয় পরিবর্ত্তন করে, কখন এক বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্তুকে আশ্রয় করে। (বিষয়ভোগজন্য প্রীতি যখন যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বাশ্রিত বস্তুর আশ্রয় পরিত্যাগ করে; সুতরাং বিষয়ভোগজন্য প্রীতি চিরকাল এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না।) আত্মপ্রীতি বিষয়ভোগজন্য প্রীতির ন্যায় চঞ্চল নহে, যেহেতু আত্মা কখনও হেয় বা উপাদেয় হয়েন না। আত্মাকে কখন গ্রহণ করা এবং কখন পরিত্যাগ করা, ইহা সম্ভবিতে পারে না। অতএব আত্মাতে যে প্রীতি হয়, কখনও তাহার ব্যভিচার হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

যদিও আত্মা হেয় বা উপাদেয় নহেন, ইহা সত্য বটে; কিন্তু সময় বিশেষে তৃণাদির ন্যায় আত্মাতে উপেক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আত্মাতেও প্রীতির ব্যভিচার দেখা যায়, একথা বলিতে পারনা। যদি আত্মাতে প্রীতির ব্যভিচার কল্পনা কর, তাহাহইলে ইহার উত্তর শ্রবণ

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
ততো দ্বেষাদ্ভবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি।
ত্যক্তুং যোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা ত্যক্তুরেব সা॥

ননু স্থানবিষয়ত্বমাত্মনো নাস্তীত্যুক্তমনুপপন্নং দ্বেষাত্ত্যাজ্যত্বদর্শনাদিতি শঙ্কতে রোগেতি। যতো মুমূর্ষা দৃশ্যতে অত আত্মনি দ্বেষসম্ভবাদ্ ভৃত্যাদিবদাত্মাপি ত্যাজ্য ইতি যদ্যুচ্যতে ইতি শেষঃ। তস্যাগস্যাত্মব্যতিরিক্তদেহবিষয়ত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি তন্নেতি। ত্যক্তুমুৎসহ্যং যোগ্যস্যোচিতস্য দেহস্যাত্মতা নাস্তি। কস্য তর্হি সা ইত্যত আহ ত্যক্তুরিতি। ত্যক্তুর্দেহত্যাগকারিণো দেহাতিরিক্তস্য জীবস্য সাত্মতা ইত্যর্থঃ। ভবতু ত্যক্তুরাত্মত্বং প্রকৃতে

কর। বাস্তবিক আত্মা উপেক্ষনীয় হওয়া দূরে থাকুক্, তিনি উপেক্ষার যোগ্যও নহেন, যেহেতু আত্মাই উপেক্ষা করার কর্ত্তা; সুতরাং আত্মার নহে উপেক্ষা সম্ভবপর। (যিনি জগতের যাবতীয় পদার্থের সারাসারত্ব বিচারকরিয়া গ্রহণ ও উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে আর কে উপেক্ষা করিতে পারে?)॥ ২৫॥

যদিও কখন কখন রোগ অথবা ক্রোধে অভিভূত হইলে মরণের ইচ্ছা হয়, তখনও আত্মার ত্যাজ্যত্ব দেখা যায়। অপ্রতিহার্য্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অথবা ক্রোধে অধীর হইয়া সকলেই এই রূপ বলিয়া থাকে যে "আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন নাই, এইক্ষণ শীঘ্র শীঘ্র আমার প্রাণ পরিত্যাগ হইলেই আমি নিস্তার পাই" সুতরাং আত্মাও কখন কখন ত্যাজ্য হইতেছেন। অতএব আত্মা হেয় বা উপাদেয় নহেন, এই কথা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ইহার উত্তর এই—প্রকৃত রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আত্মার ত্যাজ্যত্ববোধ নিবারিত হইবে। রোগী বা ক্রোধী ব্যক্তি যে কখন কখন জীবন বিসর্জ্জন করিতে চাহে, তাহা বাস্তবিক জীবন বিসর্জ্জন নহে। যেহেতু আত্মাই পরিত্যাগের কর্ত্তা, কখনও তাহার প্রতি দ্বেষ হইতে পারে না। ত্যাজ্য বস্তুর প্রতিই দ্বেষের সম্ভব, অতএব জানা যাইতেছে যে, রোগে বা ক্রোধে অভিভূত হইয়া যে আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে,

न त्यक्तव्यस्तु स देवस्त्याज्ये देहे तु का क्षतिः ॥ २६ ॥
आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतेरात्मा ह्यतिप्रियः।
यथा पितुः पुत्रमित्रात् पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥ २७ ॥
मा न भूवमहं किन्तु भूयासं सर्वदेत्यसौ।

किमायातमित्यत आह न त्यक्तव्य इति। अतो नात्मनस्त्याज्यत्वमित्यभिप्रायः। मा भूदात्मनि देहो देहे तूपलभ्यत एव इत्याशङ्क्याह त्याज्य इति। त्याज्ये देहगोचरे देहे सत्यपि का क्षतिरात्मनस्त्यागाभाववादिनी ममेति शेषः ॥ २६ ॥

तदेव न वा अरे पत्युः कामायेत्यारभ्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवतीत्यन्तायाः श्रुतेस्तात्पर्यपर्यालोचनया आत्मनः प्रियतमत्वं प्रदर्श्य युक्तिताऽपि तद्दर्शयति आत्मेति। सर्वस्य सुखसङ्कल्पितस्य तत्साधनजातस्य पतिजायादेरात्मार्थत्वेन स्वसीपकारकत्वेन प्रीतेश्च प्रियत्वादपि आत्मा उपकार्यः स्वयमतिशयेन प्रियः सिद्धो द्वीत्यर्थः। तदेव दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति यथेति। लोके यथा पुत्रमित्रात् पुत्रस्य मित्रभूतात् पुत्रद्वारा प्रीतिविषयात्यज्ञदत्तादेः सकाशात् पुत्रो देवदत्तादिव्यवधानेन प्रीतिविषयत्वात् अतिशयेन प्रियो भवति पितुर्विष्णुमित्रादेस्तथा तद्वत् स्वसम्बन्धित्वेन प्रीतिविषयात् सर्वस्मात् स्वयमतिशयेन प्रिय इत्यर्थः ॥ २७ ॥

एवमात्मनि श्रुतियुक्तिभ्याम् उपपादितां निरतिशयां प्रीतिमनुभवप्रदर्शनेन दृढयति मा न भूवमिति न क्वापि ममासत्त्वमस्तु किन्तु सर्वदैव भूयासं सदा मम सत्त्वमस्तु इत्येवंरूपा।

তাহাতে আত্মার পরিত্যাগ বোধ হয় না, উহাতে দেহের পরিত্যাগই জানা যায়। দেহ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য, তাহার প্রতি দ্বেষ হইলে কোন হানি দেখা যায় না। অতএব "কখন কখন যে আত্মার পরিত্যাজ্য দেখা যায়" এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে না ॥ ২৬ ॥

লোকে আপনার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই সকল বস্তুকে প্রিয় জ্ঞান করে, অতএব আত্মাই অতিপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন পিতা পুত্রের মিত্র হইতে পুত্রকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করেন, সেইরূপ আত্মার প্রিয় বস্তু হইতে আত্মাকেই অতিপ্রিয় বলা যায়। অতএব আত্মার প্রিয়ত্ব ভিন্ন কখনও তাহার পরিত্যাজ্যত্ব বা দ্বেষ্যত্ব সম্ভবে না ॥ ২৭ ॥

আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া জানাযাই-

আশীः सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ २८ ॥
इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायामिवमात्मनि ।
पुत्रभार्य्यादिशेषत्वमात्मनः केचिदीरितम् ॥ २९ ॥
एतद् विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम् ।

आशीः । प्रार्थना सर्वस्य प्राणिजातस्य सम्बन्धिनी दृष्टा सर्वेऽप्येवमेव प्रार्थयन्ते इत्यर्थः । फलितमाह प्रत्यक्षेति । यतः एव सर्वः प्रार्थ्यते अतः आत्मनि निरतिशया प्रीतिः प्रत्यक्षसिद्धा इत्यर्थः ॥ २८ ॥

इत्यानुकीर्तनपूर्वं मतान्तरं दूषयितुमनुभाषते इत्यादिभिरिति । इतिशब्देनानुभवः परामृश्यते आदिशब्देन युक्तिश्रुती इत्यादिभिरनुभवश्रुतियुक्तिलक्षणैस्त्रिभिः प्रमाणैरेवमुक्तेन प्रकारेणात्मनि प्रीतौ सिद्धायामपि केचित् श्रुत्यादितात्पर्य्यानभिज्ञैरात्मनः पुत्रभार्य्यादिशेषत्वं पुत्रादीन् प्रति स्वस्योपसर्जनत्वमीरितमभिहितम् ॥ २९ ॥

इदं कुतोऽवगतमित्यत आह एतदिति । एतद्विवक्षया केचिदीर्य्यते इत्येतदभिव्यक्तीकरणाभिप्रायेण आत्मा वै पुत्रनामासीत्यादिकया श्रुत्यापुत्रस्य मुख्यात्मत्वमीरितमित्यर्थः ।

তেছে। কারণ সকলেরই এইরূপ ইচ্ছা দেখা যায় যে, "কখনও যেন আমার অসত্তা না হয় এবং আমি যেন সর্ব্বদাই জীবিত থাকি" এইরূপ প্রার্থনা দৃষ্টে আত্মা যে সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার শ্রুতিপ্রমাণ, যুক্তি ও অনুভব এই ত্রিবিধপ্রমাণ দ্বারা আত্মার অতিপ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অতিপ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পুত্রভার্য্যাদি নিমিত্তক। অজ্ঞব্যক্তিরা ত্রিবিধপ্রমাণকে অনাদর করিয়া আত্মপ্রীতিকে পুত্রাদিনিমিত্তক বলিয়া স্বীকার করে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পুত্রনিমিত্তক। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করণের নিমিত্ত ঐতরেয় উপনিষদে "আত্মাই পুত্র" এইরূপে পুত্রকে মুখ্য আত্মা বলিয়া স্পষ্টরূপে উক্ত

আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তথোপনিষদি স্ফুটম্ ॥ ৩০ ॥
সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।
অথাস্যেতর আত্মায়ং কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে ॥ ৩১ ॥
সত্যপ্যাত্মনি লোকোঽস্তি নাপুত্রস্যাত এব হি।

কিঞ্চ তৎ পুত্রস্য মুখ্যাত্মত্বমুপনিষদি ঐতরেয়োপনিষদাদৌ স্ফুটং ব্যক্তম্ অভিহিতমিতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

কেন বাক্যেন ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদ্বাক্যমর্থতঃ পঠতি। সোঽস্যেতি। অস্য পিতুঃ সপুরুষে ইব বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতীতি প্রকরণাদৌ পুরুষে দেহে গর্ভত্বেনোক্তঃ অয়ং সোঽয় এব কুমারং জন্মনোঽধোধিয়াভাবয়তি ইত্যত্রাতিশয়েন পালনীয়তয়োক্তঃ পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানায় প্রতীধীয়তে প্রতিনিধিত্বেনাবস্থাপ্যতে পিতেতি শেষঃ। অথানন্তরমস্য পিতুরয়ং প্রত্যক্ষেণ পরিদৃশ্যমান ইতরঃ পুত্রাদন্যো জরসা যস্যঃ পিতৃরূপ আত্মা স্বয়ং কৃতকৃত্যঃ অনুষ্ঠিতকৃত্যজাতঃ সন্ প্রমীয়তে ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

উক্তস্যার্থস্য দৃঢ়ীকরণায় পুত্ররহিতস্য পরলোকাভাবপ্রদর্শনপরস্য নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি বাক্যস্যার্থমাহ সত্যপীতি। যতঃ পুত্রস্য মুখ্যমাত্মত্বমস্তি অত এবাত্মনি স্বস্মিন্ সত্যপি স্থিতেঽপি অপুত্রস্য পুত্ররহিতস্য পিতুর্লোকঃ পরলোকো নাস্তি হি ইদং পুরাণাদিষু

হইয়াছে। যাঁহারা আত্মপ্রীতিকে পুত্রনিমিত্তক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

যেহেতু সমুদায় পুণ্যকর্ম্মেতে পুত্রকে প্রতিনিধি কল্পনা করা যায়, পুত্র পিতার প্রতিনিধি হইয়া যে সকল পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহা পিতার আত্মকৃত তুল্য হয় এবং পিতাই সেই সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। পিতার ন্যায় আত্মা মুখ্য আত্মা নহে, ঐ আত্মা কেবল সেই পুত্রকৃত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া সেই পুণ্য ফলে স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব পুত্রই পিতার মুখ্য আত্মা, ইহা প্রতীত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

পুত্র বিদ্যমান থাকিলেই পিতার পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়, পুত্রহীন ব্যক্তির কখনও পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয় না। পুত্র সুশিক্ষিত হইয়া পিতার পরকালের উন্নতির নিমিত্ত পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সুশিক্ষিত সৎপুত্রই পিতার পুণ্যলোক প্রাপ্তির কারণ;

অনুশিष्टं पुत्रमेव लोकमाहुर्मनीषिणः ॥ ३२ ॥
मनुष्यलोको जय्यः स्यात् पुत्रेणैवेतरेण नो ।
मुमूर्षुर्मन्त्रयेत् पुत्रं त्वं ब्रह्मेत्यादिमन्त्रकैः ॥ ३३ ॥
इत्यादिश्रुतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषिताम् ।
लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्यते ॥ ३४ ॥

प्रसिद्ध मित्यर्थः व्यतिरेकमुखेनोक्तस्यार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादकस्य अनुष्टं पुत्रमेवलोकमाहु-रिति वाक्यस्यार्थमाह अनुशिष्टमिति। मनीषिणः शास्त्रार्थाभिज्ञा अनुशिष्टं वक्ष्यमाणैस्त्वं ब्रह्मेत्यादिभिर्मन्त्रैः शिक्षितमेव पुत्रं लोकं लोकाय हितं परलोकसाधनमाहुरित्यर्थः ॥३२॥

इदानीम् ऐहिकसुखस्यापि पुत्रहेतुकत्वप्रतिपादनपरं सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणेति श्रुतिवाक्यमर्थतः पठति मनुष्येति। मनुष्यलोकसुखं पुत्रेणैव जय्यं स्यात् सम्पाद्यं स्यात् इतरेण कर्मादिना साधनान्तरेण नो नैव भवति पुत्रशून्यस्य सुखसाधनमपि धनादिकं निर्वेदजनकं भवतीति भावः। अनुशिष्टं पुत्रमेव लोकमित्यत्र पुत्रानुशासनमुक्तम् इदानीं तस्यावसरं तन्मन्त्रांश्च दर्शयति मुमूर्षुरिति। आदिशब्देन त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति मन्त्रौ गृह्येते एभिस्त्वं ब्रह्मेत्यादिभिस्त्रिभिर्मन्त्रैर्मुमूर्षुः पिता मरणावसरे पुत्रं मन्त्रयेत् पुत्रस्यानुशासनं कुर्यात् इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

उक्तमर्थं निगमयति इत्यादीति। न केवलमयं श्रुतिसिद्धोऽयं किन्तु लोकप्रसिद्धोऽपीत्याह लौकिका इति ॥ ३४ ॥

সুতরাং কেবল পুত্রদ্বারাই মনুষ্যলোক জয় করা যায়। পুত্রদ্বারা যেরূপ সুখ হইয়া থাকে, অন্য ধনাদি দ্বারা সেইরূপ সুখ হয় না। অপুত্র ব্যক্তির ধনাদি কেবল দুঃখের কারণ হয়। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহারা ধনাদি দ্বারা প্রকৃত সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে পারে না। অতএব পিতা মরণ কালেও "তুমিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পুত্রকে অনুশাসন করিয়া থাকেন। আপন জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াও যাহাতে পুত্রের উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পিতা সর্ব্বদাই যত্ন করেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা পুত্রভার্য্যাদির মুখ্য আশ্রয় নির্ণীত আছে এবং লৌকিক ব্যবহারেও পুত্রাদির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে।

স্বস্মিন্ মৃতেঽপি পুত্রাদৌ জীবেদ্ বিত্তাদিনা যথা।
তথৈব যত্নং কুরুতে মুখ্যাঃ পুত্রাদয়স্ততঃ ॥ ৩৫ ॥
বাঢ়মেতাবতা নাত্মা গৌণো ভবতি কস্য চিৎ।
গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ত্রিধা ॥ ৩৬ ॥

তদেবোপপাদয়তি স্বস্মিন্নিতি। স্বস্মিন্ পিত্রাদৌ। একৈকাদিশব্দেন ভার্য্যাদয়ো গৃহ্যন্তে দ্বিতীয়েন চৈবাদয়ঃ। ফলিতমাহ মুখ্যা ইতি। যস্মাৎ স্বপ্রয়াসং বিনাপি পুত্রাদিজীবনং পার্থং সম্পাদয়তি ততস্তস্মাৎ পুত্রাদয়ো মুখ্যাঃ প্রধানভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

এবং বেদলোকপ্রসিদ্ধিভ্যাং দর্শিতং পুত্রাদিপ্রাধান্যমঙ্গীকরোতি বাঢমিতি। তস্মাদাত্মনঃ প্রেষ্ঠত্বোপপাদনং ব্যাকুর্ব্বন্নিত্যাশঙ্ক্যাহ এতাবতেতি। এতাবতা ক্বচিৎ পুত্রাদেঃ প্রাধান্যমঙ্গীকৃতেনাবতা। ন হি প্রতিজ্ঞামাত্রেণার্থসিদ্ধিরিত্যাশয়েন যত্র যত্র ব্যবহারে যস্য যস্যাত্মত্বং বিবক্ষ্যতে তস্য তস্যাত্মনস্তত্র তত্র প্রাধান্যদর্শনার্থমুপোদ্ঘাতত্বেনাত্মত্রৈবিধ্যমাহ গৌণেতি। গৌণাত্মা মিথ্যাত্মা মুখ্যাত্মা চ ত্রিবিধো ভবতি ॥ ৩৬ ॥

লোকে পুত্রভার্য্যাদিকে যেরূপ প্রিয়জ্ঞান করে, অন্যকোন বিষয়াদিকে সেইরূপ স্নেহ করে না ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে লৌকিক ব্যবহারে পুত্রাদির প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, এইশ্লোকে যে প্রকারে লোকে পুত্রাদির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—আপনার পরলোকপ্রাপ্তি হইবার পরে যেরূপ ধনাদি দ্বারা পুত্রাদির সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, লোকে তদনুরূপ ধনাদি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে, আপনি কষ্টস্বীকার করিয়াও লোকে পুত্রের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন করিয়া রাখে এবং ভবিষ্যতে পুত্রের কোনরূপ বিপৎপাত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া যায়, অতএব পুত্রাদিতে যে প্রীতি হয়, তাহাই মুখ্যপ্রীতি বলিয়া জানা যায় ॥ ৩৫ ॥

যদিও শ্রুতিতাৎপর্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পুত্রাদির মুখ্য আত্মত্ব বলিয়া স্বীকার করে, তথাপি বাস্তবিক আত্মার কখনও গৌণত্ব সম্ভব হয় না। যেহেতু আত্মশব্দ তিনপ্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—গৌণ আত্মা, মিথ্যা আত্মা ও মুখ্য আত্মা। আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই তিনপ্রকারেই

দেবদত্তস্তু সিংহোঽয়মিত্যৈক্যং গৌণমেতয়োঃ।
ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদৌ রাজতা তথা ॥ ২৩ ॥
ভেদোঽস্তি পঞ্চকোষেষু সাক্ষিণো নতু আত্মনঃ।
মিথ্যাত্মতাতঃ স্থাণোশ্চৌরাত্মতা তথা ॥ ২৮ ॥
ন ভাতি ভেদো নাস্ত্যস্তি সাক্ষিণোঽপ্রতিযোগিনঃ।

তত্র পুত্রাদের্গৌণাত্মত্বপ্রদর্শনায় লোকে গৌণপ্রয়োগমুদাহরতি দেবদত্ত ইতি। অয়ং দেবদত্তঃ সিংহ ইতি যদ্দেবদত্তসিংহয়োরৈক্যং তদ্গৌণমৌপচারিকম্। তত্র হেতুমাহ এতয়োরিতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি পুত্রাদেরিতি ॥ ২৩ ॥

অনন্তরং মিথ্যাত্মানং দর্শয়তি ভেদোঽস্তীতি। পঞ্চকোষেষ্বানন্দময়াদ্যন্নময়ান্তেষু পঞ্চকোষেষু সাক্ষিণঃ সকাশাৎ বিদ্যমানোঽপি ভেদো নাবভাসতে অতস্তথা মিথ্যাত্মবমিত্যর্থঃ। মিথ্যাত্মত্বে দৃষ্টান্তমাহ স্থাণোরিতি। বস্তুতশ্চৌরাদ্ভিন্নস্য স্থাণোশ্চৌরত্বং যথা মিথ্যা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

এবং গৌণমিথ্যাত্মানাবুপপাদ্য ইদানীং সাক্ষিণো মুখ্যাত্মত্বমুপপাদয়তি ন ভাতীতি। সাক্ষিণঃ সাক্ষিরূপস্যাত্মনো গৌণাত্মন পুত্রাদিবৎ কস্মাদপি ভেদো ন ভাতি মিথ্যাত্মনো

আত্মশব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেমন "এই দেবদত্ত সিংহ" এই বাক্যেতে দেবদত্তের সহিত সিংহের ভেদ উপলব্ধি হইলেও দেবদত্ত ও সিংহের যে ঐক্য জ্ঞান হয়, তাহাতেই সিংহকে দেবদত্তের গৌণ আত্মা বলা যায়, সেইরূপ পুত্রের যে আত্মত্ব তাহাকেও গৌণ বলা যায়। (কোন কোন বিষয়ে পিতা ও পুত্রের অভেদ থাকিলেও প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই পিতা ও পুত্রের ভেদ উপলব্ধি হইবে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যেমন রজনীযোগে স্থাণু (শাখাহীন বৃক্ষ) কে চোর বলিয়া জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু স্থাণুর সহিত চোরের প্রভেদ থাকাতেই সেই স্থাণুর চৌরত্ব মিথ্যা। সেইরূপ পঞ্চকোষের সহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার প্রভেদ আছে বলিয়াই পঞ্চকোষের যে আত্মত্ব, তাহাকে মিথ্যা বলা যায়। (পঞ্চকোষময় দেহকে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, বাস্তবিক তাহা আত্মা নহে এবং ঐ জ্ঞানও যথার্থ জ্ঞান নহে) ॥ ৩৮ ॥

সেই সাক্ষিচৈতন্যের কোন প্রতিযোগী নাই, সুতরাং প্রতিযোগীরহিত

सर्वान्तरत्वात् तस्यैव मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ ३९ ॥
सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता।
तेषु तस्यैव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ४० ॥

देहादेरिव भेदो नास्त्यपि। तवोभयव हेतुरप्रतियोगिन इति। हेतुगर्भितं विशेषणमप्रतियोगित्वात् यथा पुत्रादेर्देहादेरपि स्वयं प्रतियोगी विद्यते नैवं स्वस्य वस्तुभूतः कश्चित् प्रतियोग्यस्ति देहादेः सर्वस्यारोपितत्वादिति भावः। ननु भेदाभावेन साक्षिणो गौणात्मत्वमिष्यात्मत्वे मा भूतां मुख्यात्मत्वं कुत इत्यत आह सर्वान्तरेति। सर्वस्माद्देहपुत्रादेरान्तरत्वात् सर्वसाक्षिणः प्रतीचः सर्वान्तरत्वेन प्रतीयमानत्वात् तस्यैव साक्षिण एवात्मत्वं मुख्यमौपचारिकमिष्यते अभ्युपगम्यत इत्यर्थः अवेदमनुमानं विमतः साक्षी मुख्य आत्मा भवितुमर्हति सर्वान्तरत्वात् यो मुख्य आत्मा न भवति स सर्वान्तरोऽपि न भवति यथाहङ्कारादिरिति केवलव्यतिरेकी ॥ ३९ ॥

भवतु आत्मवैविध्यं पुत्रादेः शेषित्वाभिधाने किमायातमित्यत आह सत्येवमिति। एवमात्मवैविध्ये सति येषु लौकिकवैदिकलक्षणेषु पालनपोषणब्रह्मात्मत्वानुसन्धानादिषु व्यवहारविशेषेषु यस्य पुत्रादेर्देहादेः साक्षिणो वा आत्मत्वमुचितं भवति तेषु तस्य पुत्रादेर्देहादेः साक्षिणो वा शेषित्वं प्रधानत्वम् अन्यस्य तद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य शेषता उपसर्जनत्वं भवतीति शेषः ॥ ४० ॥

সাক্ষিচৈতন্যের কোন প্রভেদও নাই; অতএব সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মার যে আত্মত্ব, তাহাকেই মুখ্য আত্মত্ব বলা যায়; যেহেতু সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সকলের অন্তরস্থ। অতএব এই অনুমান হইতেছে যে, যিনি মুখ্য আত্মা নহেন, তিনি সর্ব্বান্তরস্থ হইতে পারেন না ॥ ৩৯ ॥

আত্মা ত্রিবিধ হইলেও ব্যবহারিক পদার্থ সকলের মধ্যে যে বিষয়ে যাহার আত্মত্ব স্বীকার করা উচিত হয়, সেই বিষয়ে তাহারই প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত নহে। লোকে গৌণ আত্মাস্বরূপ পুত্রকে প্রধান জ্ঞান করিয়াই পালন ও পোষণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করে ॥ ৪০ ॥

मुमूर्षोर्गृहरक्षादौ गौणात्मैवोपयुज्यते।
न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः॥ ४१॥
अध्येता वह्निरित्यत्र सत्यप्यग्निर्न गृह्यते।
अयोग्यत्वेन योग्यत्वात् वटुरेवात्र गृह्यते॥ ४२॥

एतदेव प्रपञ्चयति मुमूर्षोरित्यादिना श्लोकपञ्चकेन। मुमूर्षोर्गृहरक्षादौ कर्मविशेषे गौणात्मैव पुत्रभार्यादिरूप एवोपयुज्यते उपयुक्तो भवति उत्तरत्र जिजीविषुत्वात् इत्यर्थः। मुख्यात्मा साक्षी नोपयुज्यते अविकारित्वात् नापि मिथ्यात्मा तस्य मरणोन्मुखत्वादित्यर्थः। फलितमाह पुत्र इति। स्पष्टम्॥ ४१॥

उक्तं गृहरक्षादिव्यवहारे सत्यपि स्वस्मिन् पुत्रादिस्वीकारे दृष्टान्तमाह अध्येता इति। अयम् अध्येता वह्निरित्यस्मिन् प्रयोगे स्वरूपेण विद्यमानोऽप्यग्निर्नाग्निशब्दार्थत्वेन गृह्यते तस्याध्येतृत्वायोगात् किन्तु अध्येतृत्वयोग्यो वटुर्मानवक एवात्रास्मिन् प्रयोगे अग्निशब्दार्थत्वेन गृह्यते योग्यत्वादित्यर्थः॥ ४२॥

মুমূর্ষু ব্যক্তিরা গৃহ, ক্ষেত্র, ধনরক্ষাদি কার্য্যে আপন পুত্রকেই নিযুক্ত করিয়া যায়। এইস্থলে গৌণ আত্মস্বরূপ পুত্রেরই প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, মুখ্য আত্মা অথবা মিথ্যা আত্মার প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত নহে। (মুমূর্ষু ব্যক্তিরও জীবনের আশা একেবারে বিদূরিত হয় না, তাহারা মনে করে যে, অপরের হস্তে ধনাদি প্রদান করিলে যদি বাঁচি, তবে আর আমি সেই ধনাদি পাইব না, কিন্তু পুত্রের হস্তে থাকিলে তাহা আমারই রহিল; সুতরাং এস্থলে গৌণ আত্মারূপ পুত্রই প্রধান বলিয়া জানা যাইতেছে)॥ ৪১॥

দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত শ্লোকার্থ প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—"জাজ্বল্যমান অগ্নি বেদ অধ্যয়ন করিতেছে," এই কথা বলিলে যদি সেখানে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে, তথাপি সেই স্থলে অগ্নি শব্দে প্রকৃত অগ্নির বোধহয় না, কারণ অগ্নির কখনও বেদাধ্যয়নের শক্তি নাই; সুতরাং "অগ্নি বেদ-অধ্যয়ন করিতেছে," এই কথা বলিলেও অগ্নি শব্দে অগ্নিগ্রহণ না করিয়া "জাজ্বল্যমান অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণ বেদ-অধ্যয়ন করিতেছে," ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ৪২॥

कृशोऽहं पुष्टिमाप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता।
न पुत्रं विनियुङ्क्तेऽत्र पुष्टिहेत्वन्नभक्षणे ॥ ४३ ॥
तपसा स्वर्गमेष्यामीत्यादौ कर्त्रात्मतोचिता।
अनपेक्ष्य वपुर्भोगं चरेत् कृच्छ्रादिकं ततः ॥ ४४ ॥

एवं गौणात्मप्राधान्यस्थलमुदाहृत्य मिथ्यात्मप्राधान्यस्थलमुदाहरति कृशोऽहमिति। अहं कृशो जातः अन्नभक्षणादिना पुष्टिं सम्पादयिष्यामीत्यादिलौकिकव्यवहारे अन्नभक्षणयोग्यस्य देहस्यैवात्मत्वं गृहीतुमुचितम्। उक्तमर्थं लोकव्यवहारप्रदर्शनेन द्रढयति न पुत्रमिति ॥ ४३ ॥

किञ्च तपसेति। यदा तु तपः कृत्वा स्वर्गं सम्पदयिष्यामीत्यादिव्यवहारं करोति तदा कर्त्रशब्दवाच्यविज्ञानमयस्यैवात्मत्वमुचितं न देहादेरित्यर्थः। एतदेवोपपादयति अनपेक्ष्येति। यतो न देहस्यात्मत्वमुचितं ततो देहभोगपरित्यागपूर्वकं कर्त्तुरुपकारकं कृच्छ्रचान्द्रायणादिकं चरतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে গৌণ আত্মার প্রাধান্যের উদাহরণস্থল নির্দ্দেশ করিয়া এইক্ষণ মিথ্যা আত্মার প্রাধান্যের উদাহরণস্থল নির্দ্দেশ করিতেছেন।—"আমি অতিকৃশ হইয়া জন্মিয়াছি, সুতরাং অন্নভক্ষণাদিদ্বারা আমার এই কৃশশরীরের পুষ্টিসাধন আবশ্যক হইয়াছে," এইরূপ লৌকিক ব্যবহারস্থলে অন্নভক্ষণযোগ্য শরীরেরই মুখ্য আত্মত্বরূপে প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত। এইস্থলে শরীরের পুষ্টির জন্য পুত্রকে অন্নভক্ষণে নিয়োগ করা উচিত নহে; সুতরাং এস্থলে পুত্রের গৌণত্ব ও দেহের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক দেহ মিথ্যা আত্মা। অতএব ব্যবহারকালে স্থলবিশেষে সকলেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা আত্মার প্রাধান্যের স্থলান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—"আমি তপস্যা করিয়া স্বর্গলাভ করিব" ইত্যাদিস্থলে কর্ত্তৃস্বরূপ জীবের মুখ্য আত্মত্ব স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু জীব শরীরের ভোগ পরিত্যাগ করিয়াও কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব এস্থলে জীবের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে ॥ ৪৪ ॥

মোক্ষ্যেঽহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্।
তদ্বেত্তি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিঞ্চিৎ চিকীর্ষতি ॥ ৪৫ ॥
বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদ্বদ্ বৃহস্পতিসবাদিষু।
ব্যবস্থিতাস্তথা গৌণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ মোক্ষ্যেঽহমিতি। যদা পুমান্ শমাদীন্ সম্পাদ্য মুক্তিং প্রাপ্স্যামীতিমতিং করোতি তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্ আচার্যোপদেশবাক্যার্থবিচারজন্যাপরোক্ষজ্ঞানেন নাহং কর্ত্তা আত্মা সচ্চিদানন্দরূপব্রহ্মাহমস্মীতি চিদাত্মানমবগচ্ছতি তস্য চিদাত্মত্বমেবোচিতং ন তু তত্র কর্ত্তাত্মত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

উদাহৃতানাং ত্রিবিধানামাত্মনাং ব্যবহারবিশেষেষু ব্যবস্থায়াঃ প্রাধান্যে দৃষ্টান্তমাহ বিপ্রেতি। যথা ব্রাহ্মণো বৃহস্পতিসবেন যজেত ইত্যত্র ব্রাহ্মণস্যৈবাধিকারী ন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ রাজা রাজসূয়েন ইত্যত্র রাজ্ঞ এবাধিকারী ন ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োঃ বৈশ্যো বৈশ্যস্তোমেন যজেত ইত্যত্র বৈশ্যস্যাধিকারী নেতরয়োঃ এবং গৌণমিথ্যামুখ্যভেদানাম্ আত্মনাং যথাযোগ্যং উচিতং ব্যবহারেষু প্রাধান্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

"আমি বদ্ধ আছি মুক্ত হইব" এইস্থলে চৈতন্যেরই স্বভাবসিদ্ধ মুখ্য আত্মত্ব স্বীকার করা উচিত। কারণ যখন বদ্ধ পুরুষের মুক্তির ইচ্ছা হয়, তখন পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশদ্বারা মুক্তির উপায়ভূত শমাদি সাধনকরে, তখন আর তাহার কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল "আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বে যে মুখ্য আত্মা, গৌণ আত্মা ও মিথ্যা আত্মা এই ত্রিবিধ আত্মা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ ব্যবহারবিশেষে উক্ত ত্রিবিধ আত্মার প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছেন।—যেমন বৃহস্পতিসব যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। রাজসূয়যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, উক্ত যজ্ঞ সাধনে অন্যের অধিকার নাই এবং বৈশ্যস্তোমযজ্ঞে কেবল বৈশ্যেরই অধিকার আছে, অন্য কোন জাতি বৈশ্যস্তোম যজ্ঞ করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যবহার বিশেষে আত্মার মুখ্যত্ব, গৌণত্ব ও মিথ্যাত্ব হইয়া থাকে। যে বিষয়ে যাহার প্রাধান্য, সেই বিষয়ে তাহারই মুখ্যত্ব স্বীকার করা যায় ॥ ৪৬ ॥

तत्र तत्रोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनी।
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नोभयम् ॥ ४७ ॥
उपेक्ष्यं द्वेष्यमित्यन्यत् द्वेधा मार्गतृणादिकम्।
उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पादि द्वेष्यमेवं चतुर्विधम् ॥ ४८ ॥

फलितमाह तत्र इति। यस्मिन् यस्मिन् व्यवहारे यो य आत्मा उचितो भवति तस्मिन् तस्मिन् व्यवहारे उचिते उपयोगितया प्रधानभूते आत्मन्येव प्रीतिरतिशायिनी अतिशयवती तच्छेषे तस्यात्मनः शेषे शेषभूतेऽनात्मनि आत्मव्यतिरिक्ते वस्तुनि प्रीतिमात्रं न निरतिशयं प्रेम इत्यर्थः। अन्यत्र आत्मतच्छेषाभ्यामन्यस्मिन् वस्तुनि नोभयम् उभयविधमपि प्रेम नास्तीत्यर्थः ॥ ४७ ॥

अन्यत्र नोभयमित्यत्राभिहितस्यात्मशब्दार्थस्यावान्तरभेदमाह उपेक्ष्यमिति। अन्यदित्युच्यमानं वस्तु उपेक्ष्यम् उपेक्षाविषयः द्वेष्यं द्वेषविषयश्चेति द्विधा द्विप्रकारं भवति। तदुभयमुदाहरति। मार्गेति मार्गगतं तृणलोष्ट्रादिकमुपेक्ष्यं स्वस्योपद्रवहेतुव्याघ्रादिकं द्वेष्यमित्यर्थः। फलितमाह एवमिति ॥ ४८ ॥

ব্যবহারকালে যাহার মুখ্য আত্মত্ব উচিত, সেই সেই স্থলে তাহার প্রতিই নিরতিশয় প্রীতি হইয়া থাকে। সেই সময় যাহার প্রতি গৌণ আত্মত্ব দৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি প্রীতিমাত্রও হয় না এবং অপরের প্রতি পরম প্রীতি বা প্রীতি কিছুই হইতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যখন যে ব্যক্তির যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তখনই সেই ব্যক্তি সেই দ্রব্যের আদর করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ব্যবহারকালে অপর বস্তুর প্রতি প্রীতি হয় না, এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত অপর শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এইস্থলে অপর শব্দের অর্থ উপেক্ষণীয় বস্তু ও দ্বেষ্য বস্তু, অর্থাৎ যে বস্তু ব্যবহারের উপযোগী নহে, তাহাই উপেক্ষণীয় এবং যে বস্তু সেই কার্য্য নষ্ট করে, তাহাই দ্বেষ্য। তৃণলোষ্ট্রাদি কার্য্যের অনুপযোগী, অতএব তাহাই উপেক্ষণীয় এবং ব্যাঘ্র সর্পাদি কার্য্যের ব্যাঘাত করে; সুতরাং তাহারাই দ্বেষ্য।

আত্মা গৌণ উপেক্ষ্যশ্চ হেয়শ্চেতি চতুর্ব্বপি।
ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্তৎকার্য্যাত্ততথা তথা ॥ ৪৯ ॥
স্যাদ্ ব্যাঘ্রঃ সংমুখো হেয়ো ঽপেক্ষ্যস্তু পরাঙ্মুখঃ।
লালনাদনুকূলশ্চেদ্ বিনোদায়েতি শ্লেষতাম্ ॥ ৫০ ॥

চাতুর্বিধ্যমেব দর্শয়তি আত্মেতি। নন্বাত্মাদীনাং চতুর্ণামপি প্রিয়তমত্বাদিকং কিং নিয়তং নেত্যাহ চতুরিতি। অয়মেব প্রিয়তমঃ অয়মেব প্রিয়ঃ ইদমেব উপেক্ষ্যমিদমেব হেয়ং নান্যদিতি নিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ। কিং তর্হীত্যত আহ কিন্ত্বিতি। তত্তাত্ তত্তাত্ কার্য্যবিশেষাদুপকারাপকারাদিরূপাত্ তথা তথা প্রিয়াপ্রিয়াদিরূপেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বানিয়মপ্রয়োজনায় প্রসিদ্ধহেয়ে ব্যাঘ্রে তদভাবং দর্শয়তি স্যাদিতি। যদা ব্যাঘ্রঃ স্বভক্ষণায় সম্মুখমাগচ্ছতি তদা হেয়ো ভবতি। স এব পরাঙ্মুখো গচ্ছতি চেৎ উপেক্ষ্যো ভবতি। স এব যদি লালনাৎ স্বানুকূলো ভবতি তদা বিনোদায়েতি বিনোদসাধনং ভবতীতি শ্লেষতা স্বস্যোপকারকত্বেন প্রিয়ত্বং ভজতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫০ ॥

এইক্ষণ মুখ্য আত্মা, গৌণ আত্মা, উপেক্ষণীয় ও হেয় এই চারিপ্রকার বস্তু নিরূপিত হইল ॥ ৪৮ ॥

মুখ্য আত্মা, গৌণ আত্মা, উপেক্ষণীয় ও হেয় এই চারিপ্রকার বস্তুতে ব্যক্তির কোন নিয়ম নিরূপিত নাই, অর্থাৎ কোন্ বস্তু কখন প্রিয় হয় এবং কখন বা অপ্রিয় হয়, তাহার নিশ্চয় নাই। কেহই এইরূপ নিয়ম করিয়া রাখিতে পারেন না যে, এই বস্তু আমার উপযোগী, কিম্বা এই বস্তু আমার উপযোগী নহে, এই বস্তু আমার উপেক্ষণীয় এবং এই বস্তু আমার হেয়। সময়বিশেষে ও কার্য্যভেদে এক বস্তুও প্রিয়, উপেক্ষণীয় ও হেয় হইয়া থাকে। এক সময় যে বস্তু প্রিয় ছিল, সময়ান্তরে সেই বস্তুও অপ্রিয় হইতে পারে, এক দ্রব্য কোন কার্য্যকালে উপেক্ষণীয় ছিল, কার্য্যান্তরে সেই দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং এক সময়ে যে বস্তু হেয় থাকে, অন্য সময়ে সেই বস্তু প্রিয় হয়। যেমন যখন ব্যাঘ্র সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তখন সেই ব্যাঘ্রকে লোকে দ্বেষ করে, আবার যখন সেই ব্যাঘ্র পরাঙ্মুখ হইয়া যায়, তখন সেই ব্যাঘ্র উপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার যদি সেই ব্যাঘ্রকে প্রতিপালন করিয়া আপন বশীভূত করিতে পারে, তখন সেই ব্যাঘ্র আপন

व्यक्तीनां नियमो मा भूल्लक्षणात्तुव्यवस्थितिः।
आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं दयाभावश्च लक्षणम् ॥ ५१ ॥
आत्मा प्रेयान् प्रियः शेषो द्वेषोपेक्षे तदन्वयोः।

नन्वेकस्यैव वस्तुनः प्रियत्वादिधर्मत्रयाङ्गीकारे व्यवहारव्यवस्था न स्यादित्याशङ्क्याह व्यक्तीनामिति। व्यक्तिनियमाभावेऽपि लक्षणवशात् व्यवस्था भविष्यतीत्यर्थः। किं लक्षणमित्याकाङ्क्षायां तल्लक्षणमाह आनुकूल्यमिति। अनुकूलत्वं प्रियत्वस्य लक्षणं व्यावर्त्तकोधर्मः प्रतिकूलत्वं द्वेष्यलक्षणम् उपेक्ष्यस्यानुकूल्यप्रातिकूल्यरूपदयाभावश्च लक्षणमित्यर्थः ॥ ५१ ॥

एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण उपपादितमर्थं बुद्धिसौकर्य्याय संक्षिप्य दर्शयति आत्मेति। आत्मा प्रत्यगानन्दः प्रेयानतिशयेन प्रियः शेषः स्त्रीपुत्रजनभूतः पदार्थः प्रियः तदन्वयीभ्यामात्मनस्तच्छेषाभ्यान्वयीभ्यांप्रपथिगततृणादिरूपयोर्द्वेषोपेक्षे यथाक्रमं भवत इत्यर्थः। एवं भ्रातृविध्येन लोकी व्यवस्थितः व्यवस्था प्राप्तः उक्तप्रकारचतुष्टयातिरिक्तं न किञ्चिदस्तीत्य-

---

অনুকূল হইতে পারে এবং তাহার প্রতি প্রীতিসঞ্চার হওয়াতে সে পরম সন্তোষের পাত্র হয়। অতএব কোন বস্তুর প্রতি নিয়ত কোন নিয়ম স্থিরতর হইয়া থাকে না। সময়বিশেষে ও কার্য্যভেদে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ॥ ৪৯-৫০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকের ভাবার্থে জানা যায় যে, এক বস্তুতেই প্রিয়ত্ব, উপেক্ষ্যত্ব ও দ্বেষ্যত্ব এই ধর্ম্মত্রয় থাকিতে পারে। এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতেছে যে, এক বস্তুতে প্রিয়ত্বাদি ধর্ম্মত্রয় স্বীকার করিলে ব্যবহারব্যবস্থার অসঙ্গতি হয়, অতএব প্রিয়ত্বাদি ধর্ম্মত্রয়ের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া সেই ব্যবহারব্যবস্থার অসঙ্গতি নিবারণকরিতেছেন।—যে বস্তু আপনার অনুকূল হয়, তাহাই প্রিয়, যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহাই দ্বেষ্য এবং যে বস্তু আপনার অনুকূল বা প্রতিকূল নহে, তাহাকেই উপেক্ষণীয় বলা যায়। এক বস্তু এক সময়ে ও এক কার্য্যে অনুকূল হয়, সেই বস্তু সময়ান্তরে ও অন্য কার্য্যের প্রতি প্রতিকূল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবহারকালে কোন দোষ হইতে পারে না ॥৫১॥

সর্ব্বত্রই এইরূপ লৌকিক ব্যবস্থা প্রসিদ্ধ আছে যে, সকল বস্তু অপেক্ষা আত্মা অতিশয় প্রিয়, তৎপর আপন উপার্জ্জিত ধনপুত্রাদি প্রিয়, অরণ্যস্থ ব্যাঘ্রাদি দ্বেষ্য এবং পথিগত তৃণাদি উপেক্ষণীয়; এইরূপ চতুর্ব্বিধ পদার্থের

इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतञ्च तत् ॥ ५२ ॥
अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद् वित्तात् तथान्यतः ।
सर्वस्मादान्तरंतत्त्वं तदेतत् प्रेय इष्यताम् ॥ ५३ ॥
श्रौत्या विचारदृष्ट्यायं साक्षीवात्मा न चेतरः ।
कोषान् पञ्च विविच्यान्तर्वस्तुदृष्टिर्विचारणा ॥ ५४ ॥

भिप्रायः। अयमर्थः श्रुत्यभिमतोऽपीत्याह याज्ञवल्क्येति आत्मादीनां प्रियतमत्वादिकं यत्तद्-याज्ञवल्क्यस्यापि सम्मतमित्यर्थः ॥ ५२ ॥

ब॰कैवलं मैत्रेयीब्राह्मण एवात्मनः प्रियतमत्वमुक्तं किन्तु पुरुषविधब्राह्मणेऽपीत्यभिप्रायेण सद्वाक्यार्थं संगृह्णाति अन्यत्रापीति। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोन्यस्मात् सर्वस्मादान्तरतरं यदयमात्मेति अनेनैव वाक्येन पुत्रवित्तादेः सर्वस्मादान्तरस्यात्मतत्त्वस्य प्रियतमत्वमीरितमित्यर्थः ॥ ५३ ॥

भवत्वेवं श्रुतावभिधानं प्रकृते किमायातमित्यत आह श्रौत्या विचारेति। श्रुत्यर्थपर्यालोचनरूपया विचारदृष्ट्या साक्षिण एव मुख्यमात्मत्वं नेतरस्य पुत्रादेरित्यर्थः। विचारदृष्टेत्यभिहितस्य विचारस्य स्वरूपमाह कोषानिति। अन्नमयादीन् पञ्च कोषान् विविच्य तैत्तिरीयश्रुत्युक्तप्रकारेण आत्मनः पृथक् कृत्यान्तःस्थितस्यात्मनोऽनुभवो विचारणेत्यर्थः ॥५४॥

ব্যবহার লোকে প্রচলিত আছে। উক্ত চারিপ্রকার পদার্থের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই এবং তাহাদিগের ব্যবহার ব্যবস্থাও চলিতেছে। পরন্তু মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যও এইরূপে আত্মাদির প্রিয়ত্বাদি স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে আত্মার প্রিয়তমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও এইরূপে আত্মার প্রিয়তমত্ব উক্ত আছে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অন্যান্য সমুদায় বস্তু হইতে অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মাই প্রিয়তম। পুত্রবিত্তাদি যে সকল বস্তুকে লোকে প্রিয় বলিয়া জানে, তাহার মধ্যে কোন পদার্থই আত্মা হইতে অধিক প্রিয় নহে ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিচারদৃষ্টিদ্বারা জানা যায় যে, যিনি সাক্ষিচৈতন্য, তিনিই মুখ্য আত্মা। পুত্রাদি কোন পদার্থ আত্মা

जागरस्वप्नसुप्तीनामागमापायभासनम्।
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः॥ ५५॥
शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः।
प्रीतिस्तथा तारतम्यात् तेषु सर्व्वेषु वीक्ष्यते॥ ५६॥
वित्तात् पुत्त्रः प्रियः पुत्त्रात् पिण्डः पिण्डात् तथेन्द्रियम्।

अन्तःस्थितस्य वस्तुनो दर्शनप्रकारमाह जागरेत्यादिना। जाग्रदाद्यवस्थानां मध्ये उत्तरोत्तरावस्थां गतस्य पूर्व्वपूर्व्वावस्थानिवृत्तेश्चावभासनं यतो नित्यचैतन्यरूपात् साक्षिणो भवति स स्वप्रकाशचिद्रूप आत्मेत्यर्थः॥ ५५॥

संग्रहेणोक्तं स्पष्टयति शेषा इति। साक्षिव्यतिरिक्ताः प्राणादिवित्तान्ता वक्ष्यमाणाः पदार्थाः तारतम्येनात्मन आसन्नाः समीपवर्त्तिनो भवन्ति। तत्रोपपत्तिमाह प्रीतिरिति। यथा तारतम्येनान्तरत्वं तद्वदेव तेषु प्राणादिषु तारतम्यात् प्रीतिर्वीक्ष्यते सर्व्वैरपीति शेषः॥ ५६॥

प्रीतेस्तारतम्येनानुभवमेव विशदयति वित्तादिति। पिण्डोऽन्नमयो देहः। अयं भावः

নহে। অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিবেচনা করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে পৃথক-রূপে যে আত্মার অনুভব, তাহাকে বিচার বলিয়া থাকে॥ ৫৪॥

যাঁহা হইতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা সকল উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার নিবৃত্তি হইয়া পর পর অবস্থার প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনিই আত্মা। উক্ত আত্মা স্বপ্রকাশমান, চৈতন্য-স্বরূপ ও নিরতিশয় আনন্দময় এবং এই পরমাত্মাই সর্ব্বসাক্ষী॥ ৫৫॥

সেই সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মাতিরিক্ত প্রাণাদি বিত্তপর্য্যন্ত সকল পদার্থে আত্মার সম্বন্ধ আছে, অতএব তাহারা প্রিয়। (সম্বন্ধের নৈকট্যানুসারে প্রিয়ত্বেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রাণাদি বিত্তপর্য্যন্ত পদার্থের মধ্যে যে বস্তু আত্মার অতিনিকটবর্ত্তী, সেই বস্তুতে আত্মার অধিক প্রীতি দেখা যায়। এইরূপে পর পর যাহারা দূরবর্ত্তী তাহাদিগের প্রতি প্রীতিরও ক্রমশঃ লাঘব হয়)॥ ৫৬॥

বিত্ত হইতে পুত্র আত্মার নিকটবর্ত্তী, অতএব বিত্ত অপেক্ষা পুত্র প্রিয়।

इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः ॥ ५७ ॥
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः ।
श्रुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णयः ॥ ५८ ॥
साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात् प्रेयानित्याह तत्त्ववित् ।

सर्वैः प्राणिभिः पुत्रादेर्विपत्परिहाराय वित्तव्ययः क्रियते स्वदेहरक्षणाय कदाचित् पुत्रादिरपि दीयते इन्द्रियनाशपरिहाराय ताडनादिना देहपीडाप्यङ्गीक्रियते मरणप्रसक्तौ तत् परिहाराय इन्द्रियवैकल्यमप्यङ्गीक्रियते अतएवोत्तरोत्तरमतिशयेन प्रियत्वं सर्व्वानुभवसिद्धम् आत्मनस्तु निरतिशयप्रेमास्पदत्वं विद्वदनुभवसिद्धमिति ॥ ५७ ॥

एवमात्मनः प्रियतमत्वे प्रमाणसिद्धेऽपि श्रान्यज्ञानिनोर्व्विप्रतिपत्तिनिरसनाय श्रुत्या तद्विप्रतिपत्तिर्दर्शिता इत्याह एवमिति। तत्त्वनिर्णयमाह तत्रात्मेति। आत्मनः प्रियतमत्वस्योपपादितत्वात् इत्यर्थः ॥ ५८ ॥

এইরূপে পুত্র হইতে আপন শরীর প্রিয়, শরীর হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ প্রিয় এবং প্রাণ হইতে আত্মা পরম প্রিয় হয়েন ; এইরূপ পরপর প্রিয়ত্ব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। (লোক পুত্রের বিপৎপ্রতিকারের নিমিত্ত বিত্তব্যয় করে, আপন দেহ রক্ষণার্থ কখন কখন পুত্র প্রদান করিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় বিনাশপ্রতিকার মানসে তাড়নাদি দ্বারা দেহ পীড়া স্বীকার করে, মরণ সম্ভব হইলে যদি ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া জীবন রক্ষা হয়, তাহাও করিয়া থাকে। এইরূপে বিত্ত হইতে প্রাণপর্য্যন্ত পদার্থের উত্তরোত্তর অতিপ্রিয়ত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ)॥ ৫৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা আত্মার প্রিয়ত্ব নিশ্চিত হইলে আপন মত দৃঢ় করিবার নিমিত্তে শ্রুতিতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানিদিগের বিবাদ বর্ণন করিয়া স্বমতের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল বিবাদের অবসানে ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে, আত্মাই সমুদায় পদার্থ হইতে প্রিয়তম। কোন পদার্থই আত্মা হইতে প্রিয় নহে ॥ ৫৮ ॥

যে প্রকারে জ্ঞানী ও অজ্ঞানিদিগের বিবাদ হইয়া থাকে, এইক্ষণ তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে পারদর্শী, তাঁহারা

प्रेयान् पुत्त्रादिरेवेमं भोक्तुं साक्षीति मूढ़धीः ॥ ५९ ॥
आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रूते शिष्यस्य प्रतिवाद्यपि।
तस्योत्तरं वची बोधशापौ कुर्य्यात् तयोः क्रमात् ॥ ६० ॥
प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तरं वक्ति तत्त्ववित्।

तामेव विप्रतिपत्तिमाह साक्ष्येवेति ॥ ५९ ॥

आत्मातिरिक्तस्य प्रियतमत्ववादिनी विभज्य इदानीमुत्तराभिधानाय तमेव वादिनं विभज्य कथयति आत्मन इति। उत्तराभिधानप्रकारमेवाह तस्योत्तरमिति। तयोः शिष्यप्रतिवादिनोः सम्बन्धिनस्तस्य वचनस्योत्तरं वचः प्रत्युत्तररूपं वाक्यं क्रमेण बोधशापौ बोधरूपं शापरूपञ्च कुर्य्यादित्यर्थः ॥ ६० ॥

अनयोः प्रतिवचनप्रदानरूपं स योन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं त्वां रोत्स्यतीति समनन्तरश्रुतिवाक्यमर्थेन: पठति प्रियमिति। तत्त्ववित् शिष्यप्रतिवादिनावुभावपि प्रति हे शिष्य! हे प्रतिवादिन्! प्रियं त्वदभिप्रेतं पुत्त्रादिरूपं स्वनाशेन त्वां शिष्यं प्रतिवादिनं वा रोत्स्यति रोदयिष्यति इत्येवमुक्तेन प्रकारेण उत्तरं प्रतिवचनं वक्ति ब्रवीति। इदमेव-

---

বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত জগতে যাবতীয় পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই অতিপ্রিয়। কিন্তু যাহারা মূর্খ, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞানে অসমর্থ, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা আপন ভোগসাধনের নিমিত্ত বাহ্য পরিদৃশ্যমান পুত্র কলত্রাদি পদার্থকে প্রিয় বলিয়া স্বীকার করে। পরন্তু জ্ঞানীরা যেমন বাহ্য পদার্থের প্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না, সেইরূপ অজ্ঞানীরাও পরমাত্মার প্রিয়ত্ব মানে না ॥ ৫৯ ॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞানী, আত্মাকে প্রিয় জ্ঞান না করিয়া কেবল পুত্র কলত্রাদি বাহ্য বিষয়কে প্রিয় বলিয়া স্বীকার করে, সে যদি আপন শিষ্য হয়, অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাহইলে সেই শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞানী-ব্যক্তি সবিশেষ উপদেশ দ্বারা আত্মার প্রিয়ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। আর যদি সেই অজ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়, তাহাহইলে সেই প্রতিবাদীকে অভিসম্পাত করিবেন। আর শিষ্য ও প্রতিবাদী উভয়কেই এই বলিয়া উত্তর প্রদান করিবেন যে, তোমরা যাহাকে প্রিয় জ্ঞান করিতেছ,

स्वीकृप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६१ ॥
अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् ।
लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ ६२ ॥

मेकं वचनं शिष्यप्रतिवादिनोरुभयोः कथमुत्तरं जातमित्याशङ्क्य शिष्यप्रश्नोत्तरमुपदेशरूपं तावत् द्योतयति स्वीकृप्रियस्येत्यादिना वीक्ष्यते तमहर्निशम् इत्यन्तेन सार्द्धश्लोकचतुष्टयेन । शिष्यः स्वीकृप्रियस्य स्वेनाभिहितस्य पुत्रादिरूपस्य प्रीतिविषयस्य विवेकतः वक्ष्यमाणदोषविचारेण दुष्टत्वं वेत्ति अवगच्छति ॥ ६१ ॥

दोषविचारप्रकारं दर्शयति अलभ्येति एवम् । पुत्रगतदोषसंकीर्त्तनं दारादिसर्व्व-

---

ভবিষ্যতে তাহার নিমিত্ত তোমাদিগকে রোদন করিতে হইবে। এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেই শিষ্য ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে, আমরা যে পুত্র কলত্রাদি বাহ্য দৃশ্য পদার্থ সকলকে প্রিয় বলিয়া জানিতেছি, সেই সকল পদার্থ বাস্তবিক প্রিয় নহে। তখন শিষ্যের বিবেক উপস্থিত হইয়া পরমাত্মার প্রিয়ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইবে ॥ ৬০—৬১ ॥

অনিত্য বাহ্য বিষয়ে বৃথা প্রীতি স্থাপন করিলে সেই বিষয়ের নিমিত্ত অবশ্যই রোদন করিতে হয়। সন্তান না জন্মিলে পিতা ও মাতার চিরকাল দুঃখ থাকে, অনেকেই সন্তান হইল না বলিয়া রোদন করেন ; আর গর্ভেতে সন্তানের উৎপত্তি হইলে যদি অসময়ে গর্ভস্রাব হয়, তাহাতেও জনক জননীর অপরিসীম ক্লেশ হইয়া থাকে এবং গর্ভস্রাবাদির দুঃখ না হইলেও প্রসবকালে যে জননীর অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহা কোন রূপেও নিবারিত হইবার নহে। পরে বালক প্রসূত হইলে যাবৎ সেই বালকের বাল্যাবস্থা থাকে, তাবৎ গ্রহরোগাদি নানাপ্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া পিতা মাতাকে অপার চিন্তাসাগরে নিপাতিত করে ও অশেষ যন্ত্রণা দেয়। তৎপরে ঈশ্বর কৃপায় বাল্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যখন সেই সন্তানের কৌমারাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন বাক্যের অস্ফূর্ত্তিনিবন্ধন অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয়, অনন্তর উপনয়ন সময়ে উপনয়ন সংস্কারের নিমিত্ত পিতা মাতা কতপ্রকার ক্লেশ পায়েন, উপনয়ন হইলেও সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নানাপ্রকার

जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च मूकता।
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहश्च पण्डिते ॥ ६३ ॥
यूनश्च परदारादि दारिद्र्यञ्च कुटुम्बिनः।
पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ ६४ ॥
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि।
निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्ष्यते तमहर्निशम् ॥ ६५ ॥

विषयदोषोपलक्षणार्थम्। एवं विविच्येति। एवमुक्तेन प्रकारेण पुत्रादौ विषयजाते विवेच्य विद्यमानान् दोषान् विभज्य ज्ञात्वा तस्मिन् प्रीतिं परित्यज्य निजात्मनि प्रत्यग्रूपे स्वाच्छिन्ने परमां निरतिशयां प्रीतिं निश्चित्य तं प्रत्यगात्मानमहर्निशं सर्व्वदा वीक्ष्यते अनुसन्दधत इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

দুঃখ ভোগ স্বীকার করেন এবং সন্তান কৃতবিদ্য হইলেও তাহার বিবাহের নিমিত্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে। এইরূপে সন্তানের জন্যই সর্ব্বদা পিতা মাতার ক্লেশ দেখা যায় ॥ ৬২-৬৩ ॥

পুত্রের যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যদি সেই পুত্র পরদারাদিদোষে দূষিত হইয়া নানাপ্রকার অহিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাতেও পিতা-মাতার দুঃখ হইয়া থাকে, আর সেই পুত্রের বহু সন্তানসন্ততি জন্মিলে তাহাদিগের ভরণপোষণ ও লালনপালনে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় এবং সেই পুত্র সুশীল, উপার্জনক্ষম ও ধনী হইলেও তাহার মরণশঙ্কা করিয়া পিতামাতা সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন; অতএব কোনরূপেও তাহা-দিগের চিত্তের শান্তি হয় না। সন্তানের জন্ম হইতে পিতামাতার যে কত-প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হয়, তাহার শেষ নাই ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাহ্যবিষয়ে প্রীতিস্থাপনের ফল বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবে, অতএব পুত্রমিত্রাদি বাহ্যবিষয়ে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতে পরম প্রীতিস্থাপন-পূর্ব্বক সেই আত্মতত্ত্ব পর্য্যা-লোচনা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৃথা অনিত্য সংসারে প্রীতিস্থাপন করিয়া দুর্ল্লভ মানব জন্ম নিষ্ফল করা উচিত নহে ॥ ৬৫ ॥

आग्रहाद्ब्रह्मविद्द्वेषादपि पञ्चमसुञ्चतः ।
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ६६ ॥
ब्रह्मविद् ब्रह्मरूपत्वादीश्वरस्तेन वर्णितम् ।
यद्यत् तत्तत् तथैव स्यात् तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥ ६७ ॥

प्रियं त्वां रीतस्यतीत्यस्यैव वाक्यस्य प्रतिवादिनं प्रति शापरूपत्वं प्रकटयति आग्रहादिति। आग्रहादुक्तं पुत्रादिप्रियत्वं सर्व्वथा न त्यजामीत्येवंरूपात् ब्रह्मविद्द्वेषात् अनेनोक्तं विघटयिष्यामीत्येवरूपाच्च पत्नं पुत्रादीनामेव प्रियत्वाभिधानरूपमपरित्यजतः प्रतिवादिनो नरकप्राप्तिः तथा बहुयोनिषु नरतिर्य्यगादिषु असंख्येषु अनेकेषु जन्मसु दोषः पुत्रभार्य्यादिषु इष्टवियोगानिष्टप्राप्तिरूपः प्रोक्तः प्रियं त्वां रीतस्यतीति वदता शापिना इति शेषः ॥ ६६ ॥

ननु शापिनोक्तस्यैकस्यैव वाक्यस्य शिष्यं प्रत्युपदेशरूपत्वं वादिनं प्रति शापरूपत्वञ्चेति विरुद्धं रूपद्वयं कथं घटते इत्याशङ्क्य उत्तरप्रदातुरीश्वररूपत्वात् तस्याभिप्रायानुसारेण उभयं भविष्यतीति मत्वानन्तदुपपादकस्य ईश्वरोऽहं तथैव स्यात् इति समनन्तरवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह ब्रह्मविदिति। यतो ब्रह्मविदः स्वस्य ब्रह्मत्वानुभवादीश्वरत्वमस्ति अतस्तेन यं यं शिष्यादिकं

যাহারা বাহ্যবস্তুতে আত্মত্ব স্বীকার করে, তাহারা যদি আপন আগ্রহাতিশয়প্রযুক্ত অথবা ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতি দ্বেষবশতঃ আপনাদিগের মত পরিত্যাগ না করে, অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব বিস্মরণ হইয়া অনিত্য বাহ্যবিষয়কে আত্মজ্ঞান করে। তাহাহইলে তাহাদিগের অনন্তকাল নরকভোগ হয় এবং বহুজন্মপর্য্যন্ত নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার অসহ্য ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। পরন্তু তাহারা কখনও এই সংসারবর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ব্রহ্মবাদি মুনিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ অজ্ঞানীদিগের পরিণামে দুঃখভোগ বলিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা অজ্ঞানীদিগের পরিণামে অবশ্যই দুঃখভোগ হইবে, এই কথা বলিয়া থাকেন। এইক্ষণ এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলিলেই যে, অজ্ঞানীগণের নরকভোগাদি ক্লেশ হইবে, তাহা বিশ্বস্ত হইবে কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মস্বরূপ; অতএব তাঁহাদিগের বাক্য অন্যথা হইবার নহে। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আপন শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করি-

यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्।
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥ ६८ ॥
परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता।
सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सार्व्वभौमादिषु श्रुता ॥ ६९ ॥

प्रति यद् यदिष्टमनिष्टं वाभिधीयते तच्छिष्यप्रतिवादिनोस्तस्य ज्ञानिनो यः शिष्यः यश्च प्रतिवादी तयोः तथैव स्यात् इष्टमनिष्टं वावश्यं भवेदित्यर्थः ॥ ६७ ॥

व्यतिरेकमुखेनोक्तस्यार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादकम् आत्मानमेव प्रियमुपास्ते स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवतीति समनन्तरं वाक्यमर्थतः पठति यस्त्विति। तुशब्द उक्तवैलक्षण्यद्योतनार्थः। अनात्मप्रियवादिनोऽन्यो यः शिष्यः आत्मानमेवोत्तमं प्रियं निरतिशयप्रेमगोचरं सेवते सदानुस्मरति तस्य शिष्यादेः प्रेमान् प्रियतमत्वेनाभिमतोऽसावात्मा प्रतिवाद्यभिमतप्रियमिव न कदाचिद् विनश्यति किन्तु सदा सदानन्दरूपः सन्नवभासत इत्यर्थः ॥ ६८ ॥

इत्थमात्मनः परप्रेमास्पदत्वे हेतुं प्रसाध्य इदानीं फलितमाह परप्रेमास्पदत्वेन इति। अत्रायं प्रयोगः आत्मा परमानन्दरूपः निरतिशयप्रेमविषयत्वात् यः परमानन्दरूपो न भवति स निरतिशयप्रेमविषयोऽपि न भवति यथा घटादिरिति केवलव्यतिरेकी। परप्रेमास्पदहेतोरात्मनः परमानन्दरूपतासाधने सासर्ण्यद्योतनाय प्रीतिवृद्धौ सुखवृद्धिमुदाहरति सुखवृद्धिरिति। यतः सार्व्वभौमादिहिरण्यगर्भान्तेषु पदविशेषेषु यत्र यत्र प्रीतिर्वर्द्धते तत्र तत्र

লেও সেই আশীর্ব্বাদফলে শিষ্যের উন্নতি হয় এবং আপনদ্বেষীকে অভিসম্পাত করিলেও সেই অভিশাপবলে বিদ্বেষিগণের অনিষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের বাক্যে ইষ্ট অনিষ্ট সকলই হইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

যে ব্যক্তি সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে পরমপ্রীতিভাজন জ্ঞান করিয়া উত্তমরূপে সেবা করেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা নিয়তরূপে যত্নপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার প্রিয়তম আত্মা কখনও বিনাশ পায় না। সেই ব্যক্তি সর্ব্বানন্দময় হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা পরমপ্রেমের আস্পদ, অতএব সেই পরমাত্মাতে প্রীতির বৃদ্ধি হইলেই সুখেরও বৃদ্ধি হইবে। আত্মতত্ত্ব পর্য্যা-

চৈতন্যবৎসুখং চাস্য স্বভাবস্যেচ্ছিদাত্মনঃ।
ধীবৃত্তিষ্বনুবর্ত্তেত সর্ব্বাস্বপি চিতির্যথা ॥ ৩০ ॥
নৈবমুষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপস্তস্য প্রভা গৃহে।
ব্যাপ্নোতি নোষ্ণতা তদ্বচ্চিতেরেবানুবর্ত্তনম্ ॥ ৩১ ॥

সুখাভিব্যক্তিরস্তীতি তৈত্তিরীয়ব্রহ্মদারণ্যকশ্রুতীরভিহিতম্ অতঃ প্রীতের্নিরতিশয়ত্বে সতি আনন্দস্যাপি নিরতিশয়ত্বমবগন্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

নন্বাত্মনঃ পরমানন্দরূপত্বমনুপপন্নং তথাত্বে চৈতন্যস্যেব তৎস্বরূপভূতস্যানন্দস্যাপি সর্ব্বাসু ধীবৃত্তিষু অনুবৃত্তিঃ প্রসজ্যেতেতি শঙ্কতে চৈতন্যেতি ॥ ৩০ ॥

চিদানন্দধীরূপয়োরপি আত্মস্বরূপত্বেঽপি ধীবৃত্তিষু চিত এবানুবৃত্তির্নানন্দস্যেতি দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন পরিহরতি নৈবমিতি। যথোষ্ণপ্রকাশাত্মকস্য দীপস্য প্রকাশ এব গৃহাদাবনুগচ্ছতি নোষ্ণতা এবং চৈতন্যস্যৈবানুবৃত্তির্নানন্দস্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

লোচনাতে যেরূপ সুখ হয়, অন্য ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থের পরিজ্ঞানে সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ হইতে পারে না। সার্ব্বভৌমাদি হিরণ্যগর্ভ-পর্য্যন্ত ক্রমতঃ প্রিয়ত্বজ্ঞানানুসারে সুখবৃদ্ধির আধিক্য হইতে থাকে ॥ ৬৯ ॥

পরমাত্মা যেমন চৈতন্যস্বরূপ, সেইরূপ তিনি যদি সুখস্বরূপ হইলেন, তবে যেমন সকল বুদ্ধিবৃত্তিতেই সেই পরমাত্মার চৈতন্যের অনুবৃত্তি হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্র তাঁহার সুখের অনুবৃত্তি হয় না কেন? যদি তিনি চৈতন্যময় ও সুখস্বরূপ হইলেন, তবে চৈতন্য ও সুখ উভয়েরই অনুবৃত্তি হইতে পারে ॥ ৭০ ॥

পরমাত্মা চিদানন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার চিৎস্বরূপেরই অনুবৃত্তি হয়, আনন্দস্বরূপের অনুবৃত্তি হয় না। যেমন প্রকাশ ও উষ্ণতা উভয়ই প্রদীপের স্বভাব, কিন্তু সেই প্রদীপের আলোকই গৃহের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু উষ্ণতা কখনও প্রদীপ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে না। সেইরূপ আত্মার চৈতন্যই সকলের বুদ্ধিবৃত্তিতে যায়, কিন্তু তাঁহার সুখ-স্বরূপত্ব সেই আত্মাতেই থাকে, তাহা কখনও অন্যত্র অনুবৃত্ত হয় না ॥ ৭১ ॥

গন্ধরূপরসস্পর্শেষ্বপি সৎসু যথা পৃথক্।
একাক্ষেণৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরস্তথা ॥ ৩২ ॥
চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাস্তু বিলক্ষণাঃ।
ইতি চেৎ তদভেদোঽপি সাক্ষিণ্যন্যত্র বা বদ ॥ ৩৩ ॥
আদ্যে গন্ধাদয়োঽপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবর্ত্তিনঃ।

ননু চিদানন্দয়োরভেদে চিদভিব্যঞ্জকধীবৃত্তাবানন্দাভিব্যক্তিরপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তথা নিয়মাভাবে দৃষ্টান্তমাহ গন্ধেতি। যথৈকদ্রব্যবর্ত্তিনাং গন্ধাদীনাং চতুর্ণাং মধ্যে ঘ্রাণাদিনৈকেনেন্দ্রিয়েণ গন্ধাদিরেকৈক এব গুণো গৃহ্যতে নেতরঃ তথা চিদানন্দয়োর্মধ্যে চিত এবাবভাসনমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যং শঙ্কতে চিদানন্দাবিতি। বিলক্ষণা ভিন্না ইত্যর্থঃ। তত্রবৈলক্ষণ্যং পরিহর্তুং দার্ষ্টান্তিকে চিদানন্দয়োরভেদঃ কিং স্বাভাবিক উত ঔপাধিক ইতি বিকল্পয়তি তদভেদোঽপীতি। তদভেদস্তয়োশ্চিদানন্দয়োরভেদঃ ঐক্যং সাক্ষিণ্যাত্মস্বরূপে বাস্তব এতদুপাধিভূতাসু বৃত্তিষু বেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রথমে পক্ষে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাম্যমাহ আদ্য ইতি। আদ্যে চিদানন্দয়োঃ সাক্ষিণি

যদিও পরমাত্মার চিৎ ও আনন্দ এই উভয়ই অভিন্ন, তথাপি বুদ্ধি কেবল তাঁহার চৈতন্যই প্রকাশ করে, কিন্তু আনন্দের ভাগী হইতে পারে না। যেমন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই সকল এক বস্তুতে থাকিলেও পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিগৃহীত হয়, কখনও এক ইন্দ্রিয় রূপরসাদি সকলকে গ্রহণ করিতে পারে না এবং এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণে অন্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি নাই। সেইরূপ আত্মার চৈতন্য ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে বুদ্ধি কেবল চৈতন্যই গ্রহণ করিতে পারে, আনন্দ গ্রহণে বুদ্ধির অধিকার নাই ॥ ৭২ ॥

যদি বল, রূপ রসাদি বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, অতএব ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা পৃথক্‌রূপে তাহাদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু চৈতন্য ও আনন্দ রূপরসাদির ন্যায় বিভিন্ন পদার্থ নহে, ঐ উভয়ই অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব তাহাদিগের পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি হয় কেন? একরূপ পদার্থের অভিন্নরূপে উপলব্ধি হওয়াই উচিত ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আশঙ্কার মীমাংসা করিতেছেন।—চৈতন্য ও আনন্দের

अक्षभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात् तयोर्भिदा ॥ ७४ ॥
सत्त्ववृत्तौ चित्सुखैक्यं तद्वृत्तेर्निर्मलत्वतः।
रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात् सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ॥ ७५ ॥
तिन्तिड़ीफलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा।
तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥ ७६ ॥

भेदाभावपक्षे पुष्पवर्त्तिनो गन्धादयोऽप्येवं चिदानन्दवदैवाभिन्नाः परस्परं भेदरहिताः इतरपरिहारेणैकस्यापनेतुमशक्यत्वादिति भावः। द्वितीयेऽपि पक्षे सान्त्वमाह अक्षेति। अक्षाणां गन्धादिग्राहकाणां भेदेन तद्भेदे तेषां गन्धादीनां भेदाभ्युपगमे तद्वदेव वृत्तिभेदा चिदानन्दाभिव्यक्तिहेतूनां राजससात्त्विकवृत्तीनां भेदात् तयोश्चिदानन्दयोर्भेदाभेदौ भविष्यतीत्यर्थः ॥ ७४ ॥

ननु तर्हि चिदानन्दयोरैक्यं कुत्रोपलभ्यते इत्याशङ्क्याह सत्त्वेति। सत्त्ववृत्तौ शुभकर्मोपस्थापितायां सत्त्वगुणपरिणामरूपायां बुद्धिवृत्तौ चित्सुखैक्यं चिदानन्दैक्यं भासते इति शेषः। तत्रोपपत्तिमाह तद्वृत्तेरिति। कुतस्तर्हि भेदो भासते इत्यत आह रजोवृत्तेरिति ॥ ७५ ॥

विद्यमानस्यापि सुखस्य तिरस्कारे दृष्टान्तमाह तिन्तिड़ीफलमिति। यथा तिन्तिड़ीफले लवणयोगादत्यम्लत्वं तिरोहितं तद्वद्रजोवृत्तावानन्दस्य तिरोभाव इत्यर्थः ॥ ७६ ॥

যে অভেদরূপে উপলব্ধি হয়, তাহা কি সাক্ষিচৈতন্যে অথবা অন্যত্র? যদি বল, সেই সাক্ষিচৈতন্যেই চৈতন্য ও আনন্দের অভেদ স্বীকার করায়, তাহাহইলে এক পুষ্পেতেও গন্ধাদির অভেদ স্বীকার করিতে হয়। আর যদি ইন্দ্রিয় ভেদে গন্ধাদির ভেদ স্বীকার কর, তবে বৃত্তিভেদেও আনন্দ ও চৈতন্যের বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয় ॥ ৭৪ ॥

যেহেতু সত্ত্বগুণাবলম্বিত বৃত্তি অতিশয় নির্ম্মল, অতএব তাহাতেই সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার চৈতন্য ও আনন্দের ঐক্য হয়, অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। রজোগুণাবলম্বিত বৃত্তি অপেক্ষাকৃত মলিন; সুতরাং তাহাতে সুখাংশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া চৈতন্য প্রকাশ পায়। রজোগুণাবলম্বিত বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দের তুল্য প্রকাশ হয় না ॥ ৭৫ ॥

যেমন তিন্তিড়ী ফল অতিশয় অম্লরসযুক্ত বটে, কিন্তু সেই তিন্তিড়ীতে যখন

ননু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দেতাত্মনি।
বিবেক্তুং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
যদ্যোগেন তদেবৈতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে।
যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে ॥ ৩৮ ॥

গূঢ়াভিসন্ধিঃ শঙ্কতে নন্বিতি। ননূক্তেন প্রকারেণাত্মনঃ পরমানন্দরূপত্বং পরপ্রেমাস্পদত্বহেতুনা গৌণমিথ্যাত্মরূপেভ্যঃ প্রিয়োপেক্ষ্যদ্বেষ্যেভ্যো বিবেক্তুং বিবিচ্য জ্ঞাতুং শক্যতাং নাম তথাপি নায়ং বিবেকো মুক্তিসাধনম্ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা মুক্তিহেতোর্যোগস্যানভিধানাদিতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ ॥ ৩৩ ॥

গূঢ়াভিসন্ধিরেবোত্তরমাহ যদ্যোগেনেতি। যথা যোগস্যাপরোক্ষজ্ঞানহেতুত্বমস্তি এবং বিবেকস্যাপীত্যত্রাপি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ। ইদানীং চোদ্যপরিহারয়োরভিসন্ধিং প্রকটয়তি জ্ঞানেতি।

লবণ মিশ্রিত করা যায়, তখন যেমন সেই তিন্তিড়ীর অম্লরসের কিঞ্চিৎ অল্পতা হয়। সেইরূপ রজোগুণাবলম্বিত বৃত্তিতে কিঞ্চিৎ মালিন্যের সত্তা-প্রযুক্ত সুখাংশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মার পরম প্রিয়ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু যদিও আত্মার পরম প্রিয়ত্ব হেতু মুখ্য, গৌণ ও মিথ্যা আত্মাস্বরূপ প্রিয়, উপেক্ষণীয় ও দেষ্যরূপ দ্বারা আত্মার নিরতিশয় প্রেমরূপে তাঁহার পরমানন্দস্বরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায় বটে, তাহাতে মোক্ষ সাধনের কি উপায় হইল? আত্মার পরমানন্দস্বরূপত্ব পরিজ্ঞান মুক্তিপ্রদান করিতে পারে না। যোগসাধন ব্যতিরেকে পরমাত্মার অপরোক্ষজ্ঞান হয় না এবং অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলেও মুক্তি হইতে পারে না। অতএব যোগসাধনই মুক্তির প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু যোগসাধনের কোন উপায় নিরূপণ না করিয়া কেবল আত্মস্বরূপ নিরূপণের কোন ফল দেখিতেছি না ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যোগসাধন ব্যতিরেকে মুক্তির কোন উপায় নাই বলিয়া যে আশঙ্কা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—যোগ-

यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
इति स्मृतं फलैकत्वं योगिनाञ्च विवेकिनाम् ॥ ७९ ॥
असाध्यः कस्यचिद् योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ।
इत्थं विचार्य्यमार्गौ द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥ ८० ॥

यथापरोक्षज्ञानसाधनत्वेन योगोऽभिहितः पूर्व्वस्मिन्नध्याये तथा एतदध्यायाभिहितेन गौणाद्यात्मविवेकेनापि ज्ञानमुत्पद्यते एवेत्यर्थः ॥ ७८ ॥

तत्र किं प्रमाणमित्याशङ्क्याह यत् सांख्यैरिति । सांख्यैरात्मानात्मविवेकिभिर्यत् स्थानं मोक्षरूपं प्राप्यते गम्यते तद्योगैर्योगिभिरपि गम्यते प्राप्यते इति वचनेन योगिनां विवेकिनाञ्च फलैकत्वं ज्ञानद्वारा मोक्षलक्षणफलस्यैकत्वमुक्तमित्यर्थः ॥ ७९ ॥

ननु विवेकयोगयोरेकमेव चेत् फलं तद्योगयोरन्यतरस्यैव युक्तं शास्त्रेषु प्रतिपादनं नोभयोरित्याशङ्क्याधिकारिवैचित्र्यात् युक्तमुभयोः प्रतिपादनमित्यभिप्रायेणाह असाध्य इति ॥ ८० ॥

সাধনদ্বারা যে পরমাত্মার অপরোক্ষজ্ঞান হয়, আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং যোগসিদ্ধি যদি মুক্তিপ্রদান করিতে পরে, তাহাহইলে আত্মার স্বরূপপরিজ্ঞান কেননা মুক্তি প্রদান করিবে ?॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন যোগদ্বারা মোক্ষপদ লাভ হয়, সেইরূপ আত্মানাত্মবিবেকদ্বারাও মুক্তি হইতে পারে, এইক্ষণ উক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—ভগবদ্গীতায় পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকে লিখিত আছে যে, সাংখ্যবাদীরা আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা যেরূপ ফললাভ করে, যোগীরাও যোগদ্বারা সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে। ইহাতে সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন যোগদ্বারা মুক্তি হয়, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারাও মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

কোন কোন ব্যক্তিরা যোগসাধনে সক্ষম, কিন্তু আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ এবং অপরাপর সাধকগণ আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা

योगी कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं द्वयोः।
रागद्वेषाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः॥ ८१॥
न प्रीतिर्विषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः।
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः॥ ८२॥

नन्वल्पायाससाध्यस्य योगस्य निरायाससुलभाद् विवेकादतिशयो वक्तव्य इत्याशङ्क्य कोऽतिशयः किम् अपरोक्षज्ञानजनकत्वादुच्यते उत रागद्वेषनिवृत्तिहेतुत्वात् अथवा चैतानुपलब्धिकारणत्वात् इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे फलसाम्यमित्याह योगिकोऽतिशय इति द्वयोर्विवेकयोगयोरुभयोरपि ज्ञानलक्षणं फलं समसुक्तं यत् साङ्ख्यैरित्यादिना अतस्तु योगी कोऽतिशयः न कोऽपीत्यर्थः। द्वितीयं प्रत्याह रागद्वेषेति॥ ८१॥

विवेकिनो रागाद्यभावमुपपादयति न प्रीतिरिति। आत्मा प्रियतम इति जानतः

জ্ঞানসাধন করিতে পারে, কিন্তু যোগসাধন করিতে পারে না। পরমদয়ালু পরমেশ্বর এইরূপ লোক বিশেষে শক্তির তারতম্য দেখিয়া যোগসাধন ও আত্মানাত্মবিবেক এই উভয় পন্থাই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এই উভয় মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলেই অভিলষিত মুক্তিলাভ হইতে পারে॥ ৮০॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকের মর্ম্মার্থে জানাযাইতেছে যে, যোগ ও বিবেক উভয়ই তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফলপ্রদান করে, ইহাদিগের কোন ইতরবিশেষ নাই। যদি উভয়ই তুল্যরূপে ফলপ্রদ হয়, তবে আর তুমি কষ্টসাধ্য যোগসাধনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইতেছ কেন? যদি বল, যোগসাধনদ্বারা রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি হয়, ইহাই যোগসাধনের বিশেষ ফল, কিন্তু তাহাও সমান। কারণ যোগসাধন করিলে যেমন রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি হয়, বিবেকদ্বারাও সেইরূপ রাগদ্বেষাদির নিবারণ হইয়া থাকে। অতএব যোগী ও বিবেকী ইহাদিগের কোন বিশেষ দেখিতেছি না॥ ৮১॥

যাঁহার বিষয়েতে প্রীতিমাত্রও নাই, যিনি কেবল আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার রাগই বা কোথায় এবং দ্বেষই বা কোথায়? যেহেতু বিবেকী ব্যক্তি কোন বিষয়কে অনুকূল বা প্রতিকূল জ্ঞান করেন না, অতএব

देहादेः प्रतिकूलेषु द्वेषस्तुल्योऽनयोरपि ।
द्वेषं कुर्वन्नयोगी चेदविवेक्यपि तादृशः ॥ ८३ ॥
द्वैतस्य प्रतिभानन्तु व्यवहारेऽनयोः समम् ।
समाधौ नेति चेत्तद्वन्नाद्वैतत्वविवेकिनः ॥ ८४ ॥

पुरुषस्य न तावद् विषयेषु प्रीतिरस्ति यतो न तेषु रागो जायते रागद्वेषोत्पत्तिकूल्यज्ञानस्याभावात् । नापि द्वेषः तद्वेतोः प्रातिकूल्यज्ञानस्याभावात् इत्यर्थः ॥ ८२ ॥

ननु विवेकिनो व्यवहारदशायां देहाद्युपद्रवकारिषु द्वेषो दृश्यते इत्याशङ्क्य तदा योगिविवेकिनोस्तुल्य इति परिहरति देहादेरिति । प्रतिकूलेषु दंशिकादिषु द्वेषकर्तुस्तदा योगित्वमेव नाभ्युपगम्यते चेत् तर्हि तादृशस्य विवेकित्वमपि नाभ्युपगच्छाम इत्याह द्वेषमिति । तादृशो द्वेषकर्ता चेदविवेक्यपि विवेकवानपि न भवतीत्यर्थः ॥ ८३ ॥

नन् विवेकिनो द्वैतदर्शनमस्ति योगिनस्तु तन्नास्तीति तृतीये विकल्पे योगिनोऽतिशयो भविष्यतीत्याशङ्क्य विवेकिनस्तु द्वैतदर्शनं किं व्यवहारदशायामुच्यते उतान्यदेति विकल्प्य आद्ये यद् योगिनोऽपि समानमित्याह द्वैतस्येति । द्वितीयमाशङ्क्ते समाधाविति । योगिनः समाधिकाले द्वैतदर्शनं नास्तीत्युच्यते चेदित्यध्याहारः । तर्हि विवेकिनोऽपि विवेकदशायां

তাঁহার রাগ বা দ্বেষ কিছুই থাকিতে পারে না। বিষয়েতে প্রিয়াপ্রিয়ত্ব বুদ্ধিই রাগদ্বেষের কারণ, যাহার বৈষয়িক প্রিয়াপ্রিয়ত্ব বুদ্ধি নাই, তাঁহার রাগদ্বেষও নাই ॥ ৮২ ॥

দেহাদির উপদ্রবকারকের প্রতি যে দ্বেষ হয়, তাহাও উভয়েরই তুল্য দেখিতেছি। যখন বৃশ্চিকাদি দেহের প্রতি উপদ্রব করে, তখন তাহাদিগের প্রতি যোগীদিগের যেমন দ্বেষ হয়, বিবেকীদিগেরও সেইরূপ দ্বেষ হইয়া থাকে। যদি বল, যাহার দ্বেষ আছে, সে কখনও যোগী হইতে পারে না, এই কথা বিবেকীর পক্ষেও বর্ত্তিতেছে। যদি দ্বেষ থাকিলেই তাহাকে যোগী না বল, তবে দ্বেষী ব্যক্তিকে বিবেকীও বলিতে পার না, অতএব যোগী ও বিবেকীর কোন বিষয়ে বৈষম্য দেখিতেছি না ॥ ৮৩ ॥

যদি বল সমাধিকালে যোগিদিগের দ্বৈতজ্ঞান হয় না, তবে অদ্বৈতজ্ঞানী বিবেকীদিগেরও সমাধিকালে দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না। সর্ব্বপ্রকারেই যোগী ও

विवक्ष्यते तदस्माभिरद्वैतानन्दनामक।
अध्याये हि तृतीये तत् सर्व्वमप्यतिमङ्गलम् ॥ ८५ ॥
सदा पश्यन् निजानन्दमपश्यन्नखिलं जगत्।
अर्थाद् योगीति चेत् तर्हि सन्तुष्टो वर्द्धतां भवान् ॥ ८६ ॥
ब्रह्मानन्दभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये।

द्वैतादर्शनं तुल्यमिति परिहरति तद्वदिति। योगिनः समाधिदशायामिवाद्वैतत्वविवेकिनोऽद्वैतत्वं श्रुतियुक्तिभ्यां विवेचनं कुर्व्वतोऽपि तस्मिन् काले द्वैतदर्शनं नास्तीत्यर्थः ॥ ८४ ॥

कथं तदभाव इत्याशङ्क्य उपरितनेऽध्याये तदुपपादयिष्यते इत्याह विवक्ष्यते इति। उक्तमर्थं निगमयति तत् सर्व्वमपीति ॥ ८५ ॥

ननु द्वैतादर्शनसहितात्मदर्शनवतो योगित्वमेव भविष्यतीति शङ्कते सदा पश्यन्निति। इष्टापत्त्या परिहरति तर्हीति ॥ ८६ ॥

বিবেকী উভয়েব তুল্য অবস্থা দেখা যায়; সুতরাং যোগী ও বিবেকীর মধ্যে কাহারও ইতরবিশেষ নাই ॥ ৮৪ ॥

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত বিচার এই পর্য্যন্ত নিবস্ত রহিল; এইক্ষণ উক্ত বিচার বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। বক্ষ্যমাণ অদ্বৈতানন্দনামক তৃতীয় অধ্যায়ে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) উক্ত মঙ্গলজনক বিচার সকল সবিশেষ প্রতিপাদিত হইবে। তাহাতেই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদিদিগের জ্ঞানের তারতম্য ও ফলের বৈষম্য পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৮৫ ॥

যাঁহার দ্বৈতজ্ঞানের অভাব হইয়া নিজানন্দজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকেই যদি যোগী বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে থাকিয়া সুখভোগে বর্দ্ধিত হও। (বাস্তবিক যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজানন্দ দর্শন করে এবং কোনপ্রকার বাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তাহাকেই প্রকৃত যোগী বলা যায়) ॥ ৮৬ ॥

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে আত্মানন্দস্বরূপ বিবেচিত হইল। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই আত্মা-

द्वितीयेऽध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः ॥ ८७ ॥

इति ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः समाप्तः।

अध्यायतात्पर्य्यं संक्षिप्य दर्शयति ब्रह्मानन्देति ॥ ८७ ॥

इति ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दव्याख्या समाप्ता।

মন্দপ্রকরণ অধ্যয়ন করিয়া অনায়াসে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে অধিকারী হইতে পারে ॥ ৮৭ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्देऽद्वैतानन्दोनाम-

त्रयोदशः परिच्छेदः।

योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम्।
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेत् शृणु ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमनीश्वरौ।
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थेऽद्वैतानन्दौ विविच्यते ॥

नन्वानन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा विषयानन्द इति प्रथमाध्याये आनन्दत्रयमेव प्रतिज्ञाय द्वितीयाध्याये तदतिरिक्तात्मानन्दनिरूपणात् तद्विरोधो जायत इत्याशङ्क्याह योगानन्द इति। यथा प्रतिज्ञातस्यैव ब्रह्मानन्दस्य योगजन्यसाक्षात्कारविषयत्वेन योगानन्दत्वं निरुपाधिकत्वेन निजानन्दत्वं च व्यवहृतं तथा च तस्यैव गौणमिथ्यामुख्यात्मविवेचनेनावगम्यत्वविवक्षया आत्मानन्दत्वमभिहितमिति भावः। ननु स्वजातीयाद् गौणात्मनः पुत्रभार्यादेर्मिथ्यात्मनो देहादेर्विजातीयादाकाशादेश्च भिन्नस्य सद्वयस्यात्मानन्दस्य प्रथमाध्यायोक्ताद्वितीययोगानन्दरूपता न सम्भवतीति शङ्कते कथमिति। सजातीयत्वेनाभिमतस्य गौणात्मनः पुत्रादेर्मिथ्यात्मनो देहादेश्च तैत्तिरीयश्रुत्यभिहितजगदन्तःपातित्वादाकाशादेश्च जगतः आत्मानन्दातिरेकेणासत्त्वाद्वितीयब्रह्मरूपता तस्य घटते इति सवक्तुमानमुत्तरमाह प्रश्नेति ॥ १ ॥

ब्रह्मानन्दनामक গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে, অর্থাৎ একাদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দ বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ, এইত্রিবিধ আনন্দ নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়া একাদশ পরিচ্ছেদে তদতিরিক্ত যোগানন্দ নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে নিতান্ত বিরোধ দেখা যাইতেছে; অতএব উক্ত বিরোধের মীমাংসা করিতেছেন।— একাদশ পরিচ্ছেদে যে, যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই আত্মানন্দের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা যায়। কারণ যোগদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেই ব্রহ্মানন্দ হয়, অতএব ব্রহ্মানন্দ যোগানন্দরূপে ব্যবহার করা যায়; সুতরাং এইক্ষণ আর বিরোধের সম্ভব রহিল না। যদি এমত আশঙ্কা কর যে, গৌণ আত্মা পুত্রভার্য্যাদি এবং মিথ্যাস্বরূপ দেহাদি বিজাতীয় আকা-

आकाशादि स्वदेहान्तं तैत्तिरीयश्रुतीरितम्।
जगन्नास्त्यन्यदानन्दादद्वैतब्रह्मता ततः॥ २॥
आनन्दाद्ध्येव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्।
आनन्द एव लीनं चेत्युक्तानन्दात् कथं पृथक्॥ ३॥

आकाशादीति। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्यादिकया तैत्तिरीयश्रुत्या अभिहितं जगत् स्वकारणभूतादानन्दात् यतः पृथक् नास्ति अतस्तस्यात्मानन्दस्याद्वितीयत्वमित्यभिप्रायः॥ २॥

ननूदाहृतश्रुतिवाक्येनात्मनः कारणत्वं श्रूयते नानन्दस्येत्याशङ्क्य तत्प्रतिपादकं तदीयमेव आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त इत्यादिवाक्यमर्थतः पठति आनन्दादिति। व्याख्यातम्। फलितमाह इत्युक्तेति। तदेवमनुमानं सूचितं विमतं जगदानन्दान्न भिद्यते तत्कार्यत्वात् यद् यत् कार्यं तत् ततो न भिद्यते यथा मृत्कार्यं घटादि मृदो न भिद्यते इति॥ २॥

শাদি হইতে বিভিন্ন, অতএব আত্মানন্দ সদ্বয়; সুতরাং সদ্বয় আত্মানন্দের একাদশাধ্যায়োক্ত অদ্বয়যোগানন্দত্ব সম্ভবিতে পারে না। তবে এই সপ্রমাণ উত্তর শ্রবণ কর॥ ১॥

তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে (উপনিষদে) উক্ত হইয়াছে যে, আকাশ হইতে স্বদেহপর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মিথ্যা, কেবল আনন্দই সত্য। আনন্দ হইতে সত্য বস্তু আর নাই এবং আত্মাও সেই আনন্দস্বরূপ; সুতরাং আত্মারই অদ্বৈতত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে॥ ২॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে আত্মারই জগৎকারণত্ব জানা যাইতেছে, এই শ্লোকে সেই আনন্দের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—এই জগৎই আনন্দময়, যেহেতু আনন্দ হইতেই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন জগৎ সেই আনন্দদ্বারাই জীবিত রহিয়াছে, আর অন্তকালেও এই জগৎ আনন্দেতে বিলয় পাইয়া থাকে। অতএব এই জগৎ যে আনন্দ হইতে পৃথক্, তাহা কোনরূপেও প্রতীতি হইতেছে না; সুতরাং আনন্দই জগৎকারণ বলিয়া জানা যায়॥ ৩॥

कुलालाद् घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्क्यताम्।
मृद्वदेष उपादानं न निमित्तं कुलालवत् ॥ ४ ॥
स्थितिर्लयश्च कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्।
दृष्टौ तौ मृदि तद्वत् स्यादुपादानं तयोः श्रुतेः ॥ ५ ॥

कुलालादुत्पन्नस्य घटस्य ततो भेददर्शनादनैकान्तिकता हेतोरित्याशङ्क्य कुलालस्य निमित्तकारणत्वात् इहानन्दस्योपादानत्वसमर्थनान्नैवमित्याह कुलालादिति। एष आनन्दो मृद्वत् मृद्घटस्येव उपादानम् उपदानकारणम्। कुलालवत् कुलाल इव न निमित्तं निमित्तकारणं न भवतीति ॥ ४ ॥

ननु कुतो नोपादानत्वं कुलालस्यापि इत्याशङ्क्य स्थितिलयाधारत्वरूपोपादानलक्षणाभावादित्याह स्थितिरिति। हि यस्मात् कारणात् घटस्य स्थितिलयौ कुलालाधारौ न भवतः अतो नोपादानत्वमिति शेषः। कुत्र तर्हि तावित्यत आह दृष्टौ तावितिः। घटस्य स्थितिलयौ तदुपादानभूतायां मृद्येव दृष्टौ प्रत्यक्षेणोपलब्धौ। भवत्वेवं तत्र प्रकृते: किमायातमित्यत आह तद्वदिति। यद्वत् घटस्य मृदुपादानत्वं तद्वज्जगतोऽप्यानन्दोपादानत्वं

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, অতএব আনন্দ জগৎ হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু ইহার ব্যভিচার দেখিতেছি। কুম্ভকার ঘট-উৎপাদন করে, কিন্তু সেই কুম্ভকার আর ঘটত অভিন্ন পদার্থ নহে। কারণ কুম্ভকার হইতে যে ঘট পৃথক্, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহার মীমাংসা এই যে, কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ, অতএব তাহা ঘট হইতে পৃথক্। ঘটের উপাদানকারণ যে মৃত্তিকা, তাহা ঘট হইতে পৃথক্ নহে। অতএব কুম্ভকার যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ, আনন্দ সেইরূপ জগতের নিমিত্তকারণ নহে। কিন্তু মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদানকারণ আনন্দও সেইরূপ জগতের উপাদানকারণ; সুতরাং আনন্দ জগৎ হইতে পৃথক্ নহে ॥ ৪ ॥

যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকারে ঘটের স্থিতি ও লয় কখনও সম্ভব হয় না, পরন্তু উপাদান কারণরূপ মৃত্তিকাতেই ঘটের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। সেইরূপ এই জগতের উপাদানকারণ আনন্দেতে জগ-

উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্ত্তি পরিণামি চ।
আরম্ভকঞ্চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেঽবকাশিনী ॥ ৬ ॥
আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে।
তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু ॥ ৭ ॥

স্যাৎ। তব হেতুঃ তয়োঃ শ্রুতেরিতি। তয়োর্জগৎস্থিতিলয়য়োঃ শ্রুতেঃ আনন্দাদ্ধ্যেবেত্যাদি-বাক্যে আনন্দহেতুকত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

আনন্দস্য স্বাভিমতং জগদুপাদানত্বং বক্তুং তদবান্তরভেদমাহ উপাদানমিতি। তত্র বিবর্ত্তং পরিশেষয়িতুম্ ইতরৌ দ্বৌ দূষয়তি তত্রেতি। অন্ত্যৌ আরম্ভপরিণামপক্ষৌ নিরংশে নিরবয়বে বস্তুনি নাবকাশিনৌ অবকাশবন্তৌ ন ভবতঃ ॥ ৬ ॥

তয়োরনবকাশিত্বমেব দর্শয়িতুং তাবদারম্ভবাদিমতমনুবদতি আরম্ভেতি। আরম্ভবাদিনো বৈশেষিকাদয়ঃ অন্যস্মাৎ কার্য্যাপেক্ষয়া অন্যস্মাৎ কারণাদন্যস্য কারণাপেক্ষয়া অন্যস্য কার্য্যস্যোৎপত্তিমূচিরে উক্তবন্তঃ। কুত এবং বদন্তি ইত্যত আহ তন্তোরিতি। নিষ্পত্তেরুৎপত্তের্দর্শনাদিতি শেষঃ। এতাবতা কথং কার্য্যকারণভেদসিদ্ধিরিত্যত আহ ভিন্নাবিতি। বিরুদ্ধপরিমাণাদ্ বিরুদ্ধার্থক্রিয়াবত্ত্বাদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

তের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। এইরূপে নানা শ্রুতিপ্রমাণেই আনন্দের জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে উপাদানকারণ উক্ত হইয়াছে, সেই উপাদানকারণ তিনপ্রকার, বিবর্ত্ত উপাদান, পরিণামী উপাদান এবং আরম্ভক উপাদান। উক্ত ত্রিবিধ উপাদানকারণের মধ্যে শেষোক্ত পরিণামী উপাদান ও আরম্ভক উপাদান এই দ্বিবিধ উপাদান কারণই সেই নিরবয়ব ব্রহ্মেতে অসম্ভব। পরিণামী উপাদান ও আরম্ভক উপাদান সাবয়বেতেই সম্ভবিতে পারে, নিরাকারে তাহা সম্ভবে না ॥ ৬ ॥

আরম্ভক উপাদান বাদীরা একবস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করেন, অর্থাৎ যে বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, সেই বস্তুই উৎপন্ন বস্তুর উপাদানকারণ। যেমন তন্তু হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, এস্থলে তন্তুই বস্ত্রের আরম্ভক উপাদানকারণ। আর তাহারা তন্তু হইতে বস্ত্রকে পৃথক্

अवस्थान्तरतापत्तिरेकस्य परिणामिता।
स्यात् क्षीरं दधि मृत् कुम्भः सुवर्णं कुण्डलं यथा॥ ८॥
अवस्थान्तरभानन्तु विवर्त्तो रज्जुसर्पवत्।
निरंशेऽप्यस्त्यसौ व्योम्नि तलमालिन्यकल्पनात्॥ ९॥

इदानीं परिणामस्वरूपमाह अवस्थान्तरेति। एकस्यैव वस्तुनःपूर्व्वावस्थात्यागपुरःसरमवस्थान्तरप्राप्तिः परिणाम इत्यर्थः। तदुदाहरति स्यात् क्षीरमिति। यथा क्षीरमृत्सुवर्णादीनां क्षीरादिव्यवहारयोग्यतां परित्यज्य दध्यादिव्यवहारयोग्यतापत्तिः॥ ८॥

इदानीं विवर्त्तलक्षणमाह अवस्थान्तरेति। तुशब्दः पूर्व्वस्मात् पक्षद्वयात् वैलक्षण्यद्योतनार्थः। पूर्व्वावस्थामपरित्यज्य एव अवस्थान्तरभासनं विवर्त्तः। उदाहरति रज्जुसर्पवदिति। यथा रज्ज्वात्मनावस्थितस्यैव द्रव्यस्य सर्पात्मनाभासनम्। ननु विवर्त्तमानस्य रज्ज्वादेः सांशत्वदर्शनात् निरंशे सोऽपि न घटते इत्याशङ्क्य निरवयवगगनादावपि तद्दर्शनान्नैवमित्याह निरंशेऽपीति। असौ विवर्त्तः व्योम्नि तलत्वमधीमुखेन्द्रनीलकटाहतुल्यत्वं मालिन्यं नीलवर्णता तयोः कल्पनादाकाशस्वरूपानभिज्ञैरारोप्यमाणत्वादित्यर्थः॥ ९॥

বলিয়া স্বীকার করে; সুতরাং আরম্ভক উপাদান হইতে যে কার্য্য পৃথক্ তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল॥ ৭॥

এইক্ষণ পরিণামী উপাদানের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম, যে বস্তুর অবস্থান্তর হইয়া অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুই উৎপন্ন পদার্থের পরিণামী উপাদানকারণ। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট এবং সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল। এইস্থলে দধির পরিণামী উপাদান দুগ্ধ, ঘটের পরিণামী উপাদান মৃত্তিকা এবং কুণ্ডলের পরিণামী উপাদান সুবর্ণ॥ ৮॥

এইক্ষণ বিবর্ত্ত উপাদানের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—বস্তুর অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর প্রাপ্তির ন্যায় প্রতীতি হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। যে বস্তুতে অবস্থান্তরের ভান হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলিয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়; এস্থলে রজ্জুর কোন অবস্থান্তর হয় না, কিন্তু তথাপি সেই রজ্জুকে সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়। অতএব এস্থলে রজ্জুই সর্পজ্ঞানের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ জানিবে॥৯॥

ततो निरंश आनन्दे विवर्त्तो जगदिष्यताम्।
मायाशक्तिः कल्पिका स्यादैन्द्रजालिकशक्तिवत् ॥ १० ॥
शक्तिः शक्तात् पृथङ्नास्ति तद्वद् दृष्टेर्नचाभिदा।

फलितमाह तत इति। ततो निरंशेऽपि विवर्त्तसम्भवाज्जगन्निरंशे आनन्दे विवर्त्तः कल्पितमित्यङ्गीकार्य्यमित्यर्थः। नन्वद्वितीये आनन्दे जगत्कल्पनमनुपपन्नं कल्पनाद्वैतो रमावादित्याशङ्क्याह मायाशक्तिरिति। शक्तेः कल्पकत्वं क्व दृष्टमित्यत आह ऐन्द्रजालिकेति। यथैन्द्रजालिकनिष्ठाया मणिमन्त्रादिरूपाया मायाशक्तेर्गन्धर्व्वनगरादिकल्पकत्वं तथेत्यर्थः ॥ १० ॥

नन्वानन्दातिरिक्तमायया अभ्युपगमे द्वैतापत्तिरित्याशङ्क्याह 'अनिर्व्वचनीयत्वेनाशृतत्वं वक्तुमुत्तरत्र वक्ष्यमाणाया लौकिक्या अग्न्यादिगतशक्तेस्तद्वैलक्षण्यं वा अभेदेन वा निर्व्वक्तुमशक्यत्वं दर्शयति शक्तिरिति। शक्तिरग्न्यादिनिष्ठा स्फोटादिजनिका शक्तात् अग्न्यादिस्वरूपात् पृथङ्नाभेदेन नास्ति। कुत इत्यत आह तद्वदिति। तथात्वस्य दृष्टेर्दर्शनादग्न्यादिस्वरूपातिरेकेणानुपलभ्यमानत्वादित्यर्थः। नाप्यग्न्यादिस्वरूपमेव शक्तिरित्याह न चाभिदेति। अभिदा अभेदोऽपि च नैव। तत्रापि हेतुमाह प्रतिबन्धस्येति। मणिमन्त्रादिभिः शक्तिकार्य्यस्य स्फोटादेः प्रतिबन्धदर्शनात् स्वरूपातिरिक्ता शक्तिरेष्टव्येत्यभिप्रायः। भवतु

উক্তরূপ বিবর্ত্ত উপাদানকারণতা নিরবয়বপদার্থেও সম্ভবিতে পারে। যেমন "আকাশের মলিনতা"। বাস্তবিক আকাশ মলিন নহে, তথাপি আকাশকে মলিন বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে যেমন নিরাকার আকাশ বিবর্ত্তকারণ, সেইরূপ নিরবয়ব আনন্দস্বরূপকে এই জগতের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়। যেমন ঐন্দ্রজালিকশক্তি বাহ্যপদার্থের রূপান্তর কল্পনা করে, সেইরূপ মায়াশক্তি সেই বিবর্ত্ত উপাদানকারণরূপ আনন্দস্বরূপের রূপান্তর কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, মায়াশক্তি রূপান্তর কল্পনা করে, এইক্ষণ যদি স্বতন্ত্র মায়াশক্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে আনন্দাতিরিক্ত মায়াশক্তি স্বীকার করিতে হইল, সুতরাং দ্বৈতাপত্তি হইতেছে। এই আশঙ্কায় মায়াশক্তির অলীকতা প্রতিপাদন করিতেছেন।—আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর হইতে মায়াশক্তির পৃথক্ সত্তা নাই; যেহেতু লৌকিক ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে,

प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात् शक्त्यभावे तु कस्य सः ॥ ११ ॥
शक्तेः कार्य्यानुमेयत्वादकार्य्ये प्रतिबन्धनम्।
ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिबन्धता ॥ १२ ॥
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां मुनयोऽविदन्।

प्रतिबन्धप्रदर्शनं शक्तेर्भेदोऽपि माभूत् की दोषस्तवाह शक्तीति। प्रत्यक्षसिद्धस्याग्न्यादिस्वरूपस्य प्रतिबन्धासम्भवात् तद्व्यतिरिक्तशक्त्यानभ्युपगमे प्रतिबन्धी निर्विषयः स्यादित्यभिप्रायः ॥ ११ ॥

नन्वतीन्द्रियायाः शक्तेः कथं प्रतिबन्धोऽवगन्तुं शक्यते इत्याशङ्क्याह शक्तेरिति। अतीन्द्रियापि शक्तिर्यतः कार्य्यलिङ्गगम्या अतः अकार्य्ये सत्यपि कारणे कार्य्यानुत्पत्तौ सत्यां प्रतिबन्धनं प्रतिबन्धोऽवगम्यते इति शेषः। उक्तमर्थं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति ज्वलत इति। लोके स्वरूपेण प्रज्वलतोऽग्नेः सकाशाद् दाहादिलक्षणे कार्य्येऽनुत्पद्यमाने सति मन्त्रादिप्रतिबन्धता मन्त्रादीनाम् अग्निशक्तिप्रतिबन्धकत्वमित्यर्थः ॥ १२ ॥

इत्थं लौकिकशक्तिं स्वरूपतः प्रमाणतश्चोपन्यस्य इदानीं मायाशक्तिसद्भावे ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढामिति श्वेताश्वतरोपनिषद्वाक्यमर्थतः पठति देवात्मशक्तिमिति। मुनयः कालस्वभावादिषु कारणवादेषु दोषदर्शनवन्तो जगत्कारणजिज्ञासया ध्यानयोगमाश्रिताः अधिकारिणो देवात्मशक्तिं देवस्य द्योतमानस्य स्वप्रकाश-

---

শক্তি বস্তু হইতে শক্তি বিভিন্নপদার্থ নহে। কিন্তু সেই শক্তি শক্তবস্তুর সহিত অভিন্নও নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে শক্তির প্রতিবন্ধক দেখা যায়। যদি শক্তি শক্তবস্তুর সহিত অভিন্নই হইত, তবে আর সেই প্রতিবন্ধক কাহার হইবে? ॥ ১১ ॥

কার্য্যদর্শনেই বস্তুর শক্তির অনুমান হয়, ব্যবহার ব্যতিরেকে কখনও কোন বস্তুর শক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব কারণসত্ত্বে কার্য্য না হইলেই তাহাকে প্রতিবন্ধক বলা যায়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা বস্তুর শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহাই সেই শক্তির প্রতিবন্ধক। মন্ত্রাদির শক্তিতে প্রজ্বলিত অগ্নি যদি দাহ না করে, তবে সেই স্থলে মন্ত্রাদিকে অগ্নির দাহিকাশক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্বরূপতঃ ও প্রমাণতঃ লৌকিকশক্তি প্রতিপাদন করিয়া

परास्य शक्तिर्विविधा क्रियाज्ञानबलात्मिका ॥ १३ ॥
इति वेदवचः प्राह वशिष्ठश्च तथाब्रवीत्।
सर्व्वशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम्।
यथोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति ॥ १४ ॥

चिद्रूपस्यात्मनः प्रत्यगभिन्नस्य ब्रह्मणः शक्तिं मायारूपां स्वगुणैः स्वकार्य्यभूतैः स्थूलसूक्ष्मशरीरैर्निगूढाम् आवृताम् अविदन् साक्षात् कृतवन्त इत्यर्थः। तस्यामेवोपनिषदि स्थितं परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेति वाक्यान्तरमर्थतः पठति परास्येति। अस्य ब्रह्मणः परा उत्कृष्टा जगत्कारणभूता शक्तिर्विविधा श्रूयते इति वाक्यशेषः। विविधत्वमेवाह क्रियेति। क्रियाज्ञाने प्रसिद्धे बलमिच्छाशक्तिर्ज्ञानक्रियाशक्तिसाहचर्य्यात्। क्रियादिशक्तयः आत्मा स्वरूपं यस्याः सा क्रियाज्ञानबलात्मिका ॥१३॥

इदं वाक्यद्वयं कुत्रत्यमित्यत आह इतीति। न केवलं मायाशक्तिः श्रुतिसिद्धा किन्तु स्मृतिसिद्धापीत्याह वशिष्ठश्चेति। यथा श्रुतिर्व्विचित्रा मायाशक्तिम् उक्तवती वशिष्ठोऽपि तां तथोक्तवान् वाशिष्ठाभिधे ग्रन्थे इति शेषः। मायाशक्तिप्रतिपादिकान् वाशिष्ठश्लोकान् पठति सर्व्वेति। नित्यमिति ब्रह्मणः पारमार्थिकं रूपमुक्तम्। सर्व्वशक्तीति तस्यैव सोपाधिकं रूपम्। तत् परं ब्रह्म यदा यदा यथा यथा शक्त्या उल्लसति विकसति विवर्त्तते इत्यर्थः तदा तदा असौ शक्तिः प्रकाशमधिगच्छति अभिव्यक्तिं प्राप्नोति ॥ १४ ॥

দেবশক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—মুনিগণ কালস্বভাবাদিতে দোষ দর্শন করিয়া জগৎকারণজ্ঞানমানসে যোগাবলম্বনপুরঃসর জানিয়াছেন যে, সেই পরমদেবতা পরমেশ্বরের শক্তি সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি স্বীয় গুণদ্বারা আবৃত আছে। বেদবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে যে পরব্রহ্মের জ্ঞান, ক্রিয়া এবং বল প্রভৃতি জগতের কারণীভূত বিবিধ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে ॥ ১৩ ॥

পরব্রহ্মের বিবিধ শক্তি যে কেবল শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এমত নহে, স্মৃতিতেও তাহার অনন্তশক্তি প্রসিদ্ধ আছে। যেমন শ্রুতি সেই অনন্তশক্তিকে পরমাত্মার বিচিত্র মায়াশক্তি বলিয়াছেন, বশিষ্ঠমুনিও সেইরূপ স্বীয় বাশিষ্ঠসূত্রে রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম, নিত্য, পরিপূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান্। ইহাদ্বারা পরমব্রহ্মের অনন্তশক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। সেই অদ্বিতীয়

চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম! শরীরেষূপলভ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে।
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্বিনাশিনি॥ ১৫॥ ১৬॥
যথাণ্ডান্তর্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি।
ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিটপমূলবান্।
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্॥ ১৭॥

ইদানীং তামেবাভিব্যক্তিং প্রপঞ্চয়তি চিচ্ছক্তিরিতি। শরীরেষু দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিলক্ষণেষু চিচ্ছক্তিঃ চেতনব্যবহারহেতুভূতোপলভ্যতে ইত্যর্থঃ। স্পন্দশক্তিস্পন্দনহেতুভূতা॥১৫॥১৬॥

প্রকাশমধিগচ্ছতীত্যুক্ত্যাঽনভিব্যক্তিদশায়ামপি ব্রহ্মণি জগৎসত্তা দর্শিতা অনভিব্যক্তস্যাপি সত্ত্বে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। বিবিধস্যাপি তস্য সত্ত্বে দৃষ্টান্তমাহ ফলেতি॥১৭॥

পরমেশ্বর যখন যেরূপ শক্তিদ্বারা বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন সেই শক্তিদ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন॥ ১৩॥

বশিষ্ঠমুনি রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, হে রাম! দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতির শরীরে পরব্রহ্মের চিৎশক্তির উপলব্ধি হয় এবং বায়ুতে স্পন্দনশক্তি, কাষ্ঠ-প্রস্তরাদিতে কাঠিন্যশক্তি, জলেতে দ্রবশক্তি, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, আকাশে শূন্যশক্তি, বিনশ্বরপদার্থে বিনাশশক্তি প্রকাশ পায়। সেই পরব্রহ্মের চিৎ-শক্তিতেই দেবমনুষ্যাদি সচেতন হইয়াছে। কাষ্ঠপাষাণাদিতে যে কাঠিন্য অনুভূত হয়, তাহাও সেই পরব্রহ্মের শক্তি ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নহে, ইত্যাদিরূপে সেই অনন্তশক্তিমান্ পরব্রহ্মের বিবিধশক্তি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে॥ ১৫-১৬॥

যেমন কারণ অবস্থায় এক ক্ষুদ্র প্রমাণ অণ্ডমধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে বৃহদাকার প্রকাণ্ড সর্প থাকে, অথবা এক পরমাণু মাত্র বীজের মধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ ও মূলবিশিষ্ট পর্ব্বতাকার বৃহৎ বৃক্ষ থাকে। সেইরূপ কারণাবস্থায় এই অপরিসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই পরব্রহ্মেতে সংক্ষিপ্ত ভাবে

क्वचित् कांचित् कदाचिच्च तस्मादुदयन्ति शक्तयः।
देशकालविचित्रत्वात् क्ष्मातलादिव शालयः॥ १८॥
स आत्मा सर्व्वगो राम! नित्योदितमहावपुः।
यन्मनाङ्मननीं शक्तिं धत्ते तन्मन उच्यते॥ १९॥

ननु सर्व्वासामपि शक्तीनां युगपदेवाभिव्यक्तिः कुतो न स्यादित्याशङ्क्याह क्वचिदिति। क्वचिद्देशविशेषे कदाचित् कालविशेषे कांचित् शक्तयः। तासामयुगपदभिव्यक्तौ दृष्टान्तमाह देशकाल इत्यादि। यथा भूमिगतानां सर्व्वेषां बीजानां मध्ये देशविशेषे कालविशेषे च केषाञ्चिदेव बीजानाम् अङ्कुरोत्पत्तिर्नान्येषां तद्वदित्यर्थः॥ १८॥

इदानीं जगतः कल्पनामात्रतां दर्शयितुं तत्कल्पकस्य मनसो रूपं तावद्दर्शयति स आत्मेति। नित्योदितमहावपुर्नित्यं सदा उदितं प्रकाशमानं महद्देशकालादिपरिच्छेदरहितं वपुः शरीरं यस्य स तथा यत् यस्मिन् काले मनाक् ईषन्मननीं स्वपरावबोधनरूपां शक्तिं मायापरिणामरूपां धत्ते धारयति तत् तदा मन इत्युच्यते॥ १९॥

অবস্থিতি করে। যেমন ভূমিতে বীজ বপন করিলে সকল দেশে ও সকলকালে সর্ব্বপ্রকার বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। পরন্তু দেশবিশেষে ও কালবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ বীজের অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার শক্তিও সর্ব্ব প্রদেশে ও সর্ব্বকালে সমভাবে প্রকাশ পায় না। সময় বিশেষে ও দেশ বিশেষেই সেই অনন্ত শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন্ কোন্ সময়ে ও কোন্ কোন্ স্থলে পরব্রহ্মের কোন্ কোন্ শক্তির প্রকাশ হয়, তাহার কোন স্থিরতা নাই॥ ১৭-১৮॥

এইক্ষণ এই জগৎ যে কেবল কল্পনামাত্র, তাহাই প্রদর্শন করিবার মানসে তাঁহার কল্পনা কারক মনের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মহৎকলেবর, সর্ব্বগামী, সনাতন চিন্ময় সেই পরমাত্মা যখন মায়াশক্তিপ্রভাবে মননী শক্তি, অর্থাৎ আত্মপরাবলোধন সামর্থ্য ধারণ করেন, তখনই তাঁহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব তখন লোকে মনোবৃত্তিদ্বারা আত্মপর জ্ঞানকরিতে পারে॥ ১৯॥

आदौ मनस्तदनु बन्धविमोक्षदृष्टी
पश्चात् प्रपञ्चरचना भुवनाभिधाना।
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा-
माख्यायिका सुभगबालजनोदितेव ॥ २० ॥
बालस्य हि विनोदाय धात्री शक्ति शुभां कथाम्।
क्वचित् सन्ति महाबाहो! राजपुत्त्राख्यः शुभाः ॥ २१ ॥
द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव हि न स्थितः।
वसन्ति ते धर्म्मयुता अत्यन्तासति पत्तने ॥ २२ ॥

इदानीं कल्पनाप्रकारमाह आदौ मन इति। आदौ प्रथमं मननशक्त्युन्मेषेण मनो भवति तदनु तदनन्तरं बन्धमोक्षदृष्टी बन्धमोक्षकल्पने भवतः पश्चादनन्तरं बन्धदृष्टावेव भुवनाभिधाना भुवनमित्यभिधानं यस्याः सा भुवनाभिधाना प्रपञ्चस्य गिरिनदीसरित्समुद्रादेरचना कल्पनं भवति इत्यादिका एवम्प्रकारा इयं जगतः स्थितिः प्रतिष्ठां स्थैर्यं गता प्राप्ता। कल्पितस्यापि वास्तवत्वप्रतीतौ दृष्टान्तमाह आख्यायिकेति। बालजनाय उदिता उक्ता आख्यायिका कथा यथा वास्तवबुद्धिं गता तथेदं जगदपीत्यर्थः ॥ २० ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মের মায়াশক্তিই এই জগৎকে অনন্ত ভাবে কল্পনা করে, এইক্ষণ সেই কল্পনার প্রকার নিরূপণ করিতেছেন।—উক্ত প্রকারে প্রথমতঃ মন উৎপন্ন হয়, পরে বন্ধ ও মুক্তি কল্পিত হয়। অনন্তর চতুর্দ্দশ ভুবননামে বিখ্যাত এই প্রপঞ্চ জগৎ পরিকল্পিত হয়। গিরি, নদী, সরিৎ, সমুদ্র প্রভৃতি সকলই কল্পনা মাত্র। এইরূপে পরিদৃশ্যমান জগৎ স্থিরতর হইয়া রহিয়াছে। অতএব রক্ষ্যমাণরূপে বালকের প্রতি উক্ত নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা যেরূপ সত্য, এই জগৎও সেইরূপ সত্য জানিবে ॥ ২০ ॥

বালক সকল মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে না পারিয়া সময় সময় রোদনাদিদ্বারা ধাত্রীদিগকে বিরক্ত করিয়া থাকে। ধাত্রীরাও তাহাদিগের বিনোদনার্থ নানাপ্রকার উপন্যাস বলিয়া থাকে। কোন বালকের সান্ত্বনার নিমিত্ত ধাত্রী এই আশ্চর্য্য উপন্যাস কহিতেছেন।—কোন কালে কোন এক

स्वकीयाच्छून्यनगरान्निर्गत्य विमलाशयाः ।
गच्छन्तो गगने वृक्षान् ददृशुः फलशालिनः ॥ २३ ॥
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते ।
सुखमद्य स्थिता पुत्र ! मृगयाव्यवहारिणः ॥ २४ ॥
धात्रीवं कथिता राम ! बालकाख्यायिका शुभा ।
निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया ॥ २५ ॥
इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम् ।
बालकाख्यायिकेवेत्यमवस्थितिमुपागता ॥ २६ ॥

तामेव कथां कथयति बालस्य हीति ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥
दृष्टान्तसिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति इयमिति ॥ २६ ॥

দেশে অতিসুন্দর তিনটি রাজপুত্র একত্র বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে দুইটী অদ্যাপিও জন্মে নাই এবং অপর একটি তাহার মাতৃগর্ভেও উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মাত্মা রাজপুত্রত্রয় যে বিচিত্র পুরীতে বাস করিত, সেই পুরী এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বিমলান্তঃকরণ রাজতনয়েরা সেই বিচিত্র অসৎ পুরীতে বাস করিতেছিল, একদিন আপন পুরী হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, আকাশে কতকগুলি বৃক্ষ রহিয়াছে এবং ঐ বৃক্ষগুলি সুপক্ক ফলভরে অবনত ও সুশোভন পুষ্পস্তবকে পরিশোভিত হইয়াছে। রাজপুত্রগণ ঐ সকল বৃক্ষের শোভা দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। এইরূপে যে নগর এখনও প্রস্তুত হয় নাই, সেই নগরে রাজপুত্রেরা মৃগয়াদি নানাবিধ আমোদ প্রমোদদ্বারা অদ্যাপিও বাস করিতেছে। ধাত্রী বালকদিগের নিকট এইরূপ উপন্যাস বলিলে বালকগণ তাহাই বিশ্বাস করিয়া শান্ত হইল। কারণ তাহারা অতিনির্ব্বোধ, তাহাদিগের কোন বিবেচনা শক্তি নাই; সুতরাং বালক সকল তাহাই নিশ্চয় জ্ঞান করিল ॥ ২১-২৫ ॥

হে রাম! বালকেরা যেমন উক্ত অলীক উপন্যাস শ্রবণ করিয়া তাহাকে

इत्यादिभिरुपाख्यानैर्मायाशक्तेस्तु विस्तरम् ।
वशिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते ॥ २७ ॥
कार्य्यादाश्रयतः सैषा भवेच्छक्तिर्विलक्षणा ।
स्फोटाङ्गारौ दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥ २८ ॥

वशिष्ठोक्तमुपसंहरति इत्यादिभिरिति । एवं मायासद्भावे प्रमाणमुपन्यस्य तस्यानिर्वचनीयत्वं वक्तुं प्रतिजानीते सैव शक्तिरिति ॥ २७ ॥

कार्य्यादिति । एषा मायाशक्तिः कार्य्यात् स्वकार्य्यभूतात् जगतः आश्रयतः आश्रयात् ब्रह्मणश्च विलक्षणा विपरीतस्वभावा भवेत् । मायाशक्तेः कार्य्यात् आश्रयौ वैलक्षण्यं दृष्टान्तेन स्पष्टयति स्फोटाङ्गारावितिः । वह्निगतशक्तेः कार्य्यरूपः स्फोट आश्रयरूपोऽङ्गारश्च प्रत्यक्षगम्यौ शक्तिस्तु कार्य्यानुमेया अतस्ताभ्यां सा विलक्षणेत्यर्थः ॥ २८ ॥

নিশ্চয় জ্ঞান করিল, সেইরূপ যাহারা বিচারশক্তিবিহীন, তাহারাও এই সংসারকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাদিগের বিবেচনার শক্তি নাই, তাহাদিগের অসত্যও সত্য বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠ ঋষি উক্তরূপে নানাপ্রকার উপাখ্যানদ্বারা রামচন্দ্রকে যে মায়া শক্তির বিস্তার কহিয়াছেন, এই স্থলে সেই মায়াশক্তিই নিরূপিত হইতেছে।—এই জগৎ সমুদায়ই মায়াশক্তির কার্য্য, মায়াদ্বারা না হয়, এমন কার্য্যই নাই ; যাহারা সেই মায়ার শক্তি বুঝিতে পারে না, তাহারাই এই জগৎকে সৎ বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ২৭ ॥

এই জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, ঈশ্বর সেই মায়াশক্তির আশ্রয় এবং উক্ত মায়াশক্তি স্বীয় কার্য্যস্বরূপ জগৎ ও আপন আশ্রয় ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত। কেবল কার্য্যদ্বারাই সেই মায়াশক্তির অনুমান হইয়া থাকে, কখনও সেই শক্তির প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন অগ্নির কার্য্য দাহ এবং আশ্রয় অঙ্গার ; এই উভয় হইতেই দাহিকা শক্তিকে পৃথক্‌রূপে অনুমান করা যায়, সেইরূপ মায়ার কার্য্য জগৎ ও মায়ার আশ্রয় ঈশ্বর হইতে মায়ার শক্তিকে পৃথক্ বলিয়া জানিতে হয় ॥ ২৮ ॥

পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটঃ কার্য্যোঽত্র মৃত্তিকা।
শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিস্ত্বতদ্বিধা ॥ ২৯ ॥
ন পৃথ্বাদির্ন শব্দাদিঃ শক্তাবস্তু যথা তথা।
অতএব হ্যচিন্ত্যেষা ন নির্ব্বচনমর্হতি ॥ ৩০ ॥

উক্তান্যায়ং মৃত্তশক্তাবপি যোজয়তি পৃথুবুধ্ন ইতি। যঃ পৃথুবুধ্নোদরাকারঃ পৃথুঃ স্থূলং বুধ্নং বর্ত্তুলম্ উদরং যস্য সঃ পৃথুবুধ্নোদরঃ তথাবিধ আকারো যস্য স তথাবিধঃ কার্য্যঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাখ্যপঞ্চগুণোপেতা মৃত্তিকা আশ্রয়ঃ শক্তিস্ত্বতদ্বিধা উভয়বিলক্ষণেত্যর্থঃ ॥২৯

বৈলক্ষণ্যমেবাহ ন পৃথ্বাদিরিতি। শক্তৌ পৃথুত্বাদিকার্য্যধর্ম্মো নাস্তি শব্দাদিক আশ্রয়ধর্ম্মোঽপি ন বিদ্যতে অতো বিলক্ষণেত্যর্থঃ। তর্হি কীদৃগীত্যত আহ অস্ত্বিতি। যথা তথেত্যুক্তমেবার্থং বিশদয়তি অতএব হীতি। যতঃ কার্য্যাদ্যাশ্রয়তয়া বিলক্ষণা অতএবৈষা অচিন্ত্যা চিন্তয়িতুমশক্যা। ননু তর্হি অচিন্ত্যত্বমেতস্যা রূপং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন নির্ব্বচনমিতি। ভেদেনাভেদেন চিন্ত্যত্বাচিন্ত্যত্বাদিনা বা কেনাপি রূপেণ নির্ব্বচনং নার্হতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক মায়াশক্তিকে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। যেমন স্থূল, বর্ত্তুলাকার উদরবিশিষ্ট ঘট কার্য্য এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ গুণযুক্ত মৃত্তিকা আশ্রয়, কিন্তু শক্তি এইরূপ ঘট ও মৃত্তিকা হইতে পৃথক্, কারণ ঘটও শক্তি নহে এবং মৃত্তিকাকেও শক্তি বলা যায় না; সুতরাং শক্তিকে অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হয়। সেইরূপ মায়ার কার্য্য জগৎ ও আশ্রয় ঈশ্বর হইতে মায়ার শক্তিকে পৃথক্ বলিয়া নির্ণয় করিতে হয় ॥ ২৯ ॥

মৃত্তিকার যে ঘটোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহাতে কম্বুগ্রীবাদি ঘটের কোন অবয়ব নাই এবং সেই শক্তিতে শব্দ স্পর্শাদি কোনপ্রকার গুণও নাই; সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব, তাহাই আছে, শক্তির কোন অন্যথা হয় না। (কিন্তু ঘটেতে কম্বুগ্রীবাদি অবয়ব এবং শব্দ স্পর্শাদি গুণের বিদ্যমানতা দেখা যায়)। অতএব শক্তি চিন্তার অবিষয়, চিন্তা করিয়া কেহ শক্তিকে নির্ণয় করিতে পারে না ॥ ৩০ ॥

कार्य्योत्पत्तेः पुरा शक्तिर्निगूढा मृद्यवस्थिता।
कुलालादिसहायेन विकाराकारतां व्रजेत् ॥ ३१ ॥
पृथुत्वादि विकारान्तं स्पर्शादिगुणमृत्तिकाम्।
एकीकृत्य घटं प्राहुर्विचारविकला जनाः ॥ ३२ ॥

ननु कारणस्वरूपातिरिक्ता शक्तिर्यद्यस्ति तर्हि कारणस्वरूपमिव न सा कुतोऽवभासते इत्याशङ्क्याह कार्य्येति। मृत्शक्तिर्घटादिकार्य्योत्पत्तेः पूर्व्वं मृदि निगूढावतिष्ठते अतो नावभासते इत्यर्थः। निगूढत्वे उपरिष्टादपि न तस्या अभिव्यक्तिः स्यादित्याशङ्क्यानभिव्यक्तस्यापि नवनीतादेर्मथनादिनेव कुलालादिव्यापारेण तस्याभिव्यक्तिः स्यादित्याह कुलालादीति। आदिशब्देन दण्डचक्रादयो गृह्यन्ते ॥ ३१ ॥

ननु कारणातिरिक्तस्य शक्तिकार्य्यस्य सत्त्वे कार्य्यकारणयोर्भेदो न कुतोऽवभासते इत्याशङ्क्य भेदप्रतीतिहेतोर्व्विचारस्याभावादित्याह पृथुत्वादीति। अविवेकिनो जना, पृथुबुध्नादिरूपं कार्य्यं शब्दस्पर्शादिगुणरूपां मृत्तिकाम् अविचारत एकीकृत्य घट इत्याचक्षते ॥ ३२ ॥

মৃত্তিকার কার্য্যভূত ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটোৎপাদিকা শক্তি মৃত্তিকাতে নিগূঢ় থাকে; সুতরাং সর্ব্বদা মৃত্তিকার সেই ঘটোৎপাদিকাশক্তির প্রকাশ হয় না। পরে যখন কুম্ভকারের সাহায্যে সেই মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হয়, তখনই মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। (যেমন দুগ্ধদর্শন করিয়া তাহাতে যে নবনীতোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা জানা যায় না, পরে সেই দুগ্ধ মথন করিলেই নবনীত উৎপন্ন হয় এবং তখন সেই দুগ্ধের নবনীতোৎপাদিকা শক্তি জানা যায়। সেইরূপ ঘটোৎপত্তি হইলেই মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা শক্তির অনুভব হইয়া থাকে) ॥ ৩১ ॥

যাহারা বিচারে অক্ষম, সেই সকল মনুষ্য মৃত্তিকার বিকাররূপ কম্বুগ্রীবাদি অবয়ব ও শব্দস্পর্শাদি গুণযুক্ত মৃত্তিকার বিচার না করিয়া সমুদায়কে ঘট বলিয়া থাকে। অবিবেকীরা ইহা জানে না যে, এই মৃত্তিকাই ঘটের প্রতি কারণ এবং ঘটই মৃত্তিকার কার্য্য, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতেই এই কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘট হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বো যাবানংশঃ স নো ঘটঃ।
পশ্চাত্তু পৃথুবুধ্নাদিমত্ত্বে যুক্তা হি কুম্ভতা ॥ ৩৩ ॥
স ঘটো ন মৃদো ভিন্নো বিযোগে সত্যনীক্ষণাৎ।
নাপ্যভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥
অতোঽনির্ব্বচনীয়োঽয়ং শক্তিবত্তেন শক্তিজঃ।
অব্যক্তত্বে শক্তিরুক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ ॥ ৩৫ ॥

উক্তস্য ঘটব্যবহারস্যাবিচারমূলত্বং কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ কুলালব্যাপৃতেরিতি। কুলাল-ব্যাপারাৎ পূর্ব্বভাবিনো মৃদংশস্য ঘটত্বেনাব্যবহারাদবিচারমূলত্বং তস্যেতি ভাবঃ। কস্য তর্হি ঘটত্বমিত্যত আহ পশ্চাত্তিতি। কুলালাদিব্যাপারানন্তরভাবিনঃ পৃথুবুধ্নোদরাকার-স্যৈব ঘটশব্দবাচ্যত্বমুচিতং তদুত্পত্ত্যনন্তরমেব ঘটশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

ননু পারমার্থিকস্য ঘটস্যানির্ব্বচনীয়শক্তিকার্য্যত্বময়ুক্তমিত্যাশঙ্ক্য ঘটস্যাপি পার-মার্থিকত্বমসিদ্ধমিত্যাহ স ঘট ইতি। ঘটো মৃদঃ পৃথক্কৃত্য দ্রষ্টুমশক্যত্বান্ন মৃদো ভিদ্যতে নাপি মৃদৈব পিণ্ডাবস্থায়ামনুপলভ্যমানত্বাৎ অতঃ শক্তিবদনির্ব্বচনীয় এব ঘটঃ। ফলিত-মাহ তেনেতি। ননু শক্তিকার্য্যয়োরুভয়োরপি অনির্ব্বচনীয়ত্বে শক্তিঃ কার্য্যঞ্চেতি ভেদব্যব-হারঃ কুত ইত্যত আহ অব্যক্তেতি ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্ব্বে মৃত্তিকায় যে সকল অংশ থাকে, তাহাকে ঘট বলে না, পরে কুম্ভকার যখন সেই মৃত্তিকাকে বর্ত্তুলাকার স্থূল উদর-বিশিষ্ট করে, তখনই তাহাকে ঘট বলিয়া থাকে। অতএব মৃত্তিকার ঘটোৎ-পাদিকা শক্তি সত্ত্বেও কুম্ভকার ব্যাপারের পূর্ব্বে ঘটরূপে ব্যবহার হয় না ॥৩৩॥

মৃত্তিকা হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে অতি-রিক্ত পদার্থ নহে, কারণ মৃত্তিকার অভাবে ঘট থাকিতে পারে না। যদি ঘট মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইত, তাহাহইলে মৃত্তিকার অভাবে ঘট থাকিতে পারিত না এবং ঘট মৃত্তিকার সহিত অভিন্ন পদার্থও নহে, যেহেতু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘট দেখা যায় না। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন পদার্থ সকলের শক্তি অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ শক্তি-জন্য পদার্থও অনির্ব্বচনীয়। ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ব অবস্থাতে যাহাকে শক্তি

ऐन्द्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा।
पश्चाद् गन्धर्व्वसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्नुयात् ॥ ३६ ॥
एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्।
विकाराधारमृद्वस्तुसत्यत्वञ्चाब्रवीत् श्रुतिः ॥ ३७ ॥

पूर्व्वमनभिव्यक्ता मायाशक्तिः पश्चादभिव्यज्यते इत्येतन्न प्रसिद्धं मायारूपलभ्यते इत्याशङ्क्याह ऐन्द्रजालिकेति। पुरा मणिमन्त्रादिप्रयोगात् पूर्व्वम् ॥ ३६ ॥

शक्तिकार्य्यस्य घटादेरनृतत्वं शक्त्याधारस्य मृदादेः सत्यत्वमित्येतच्छान्दोग्यश्रुतावप्यभिहितमित्याह एवमिति। मायामयत्वेन मायाकार्य्यत्वेन विकारस्य कार्य्यरूपस्य घटादेरनृतात्मतां मिथ्यात्वं विकाराणां घटादीनामाधारभूताया मृदः सत्यत्वञ्च वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादिश्रुतिरुक्तवतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥

বলিয়া স্বীকার করা যায়, ঘটোৎপত্তির পরে সেই শক্তি ব্যক্ত হইলেই তাহাকে সেই শক্তির কার্য্যভূত ঘট বলিয়া থাকে। ব্যক্তাব্যক্তভেদেই ঘট ও শক্তির ভেদব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে শক্তির প্রকাশ হয় না, কিন্তু কার্য্যোৎপত্তি হইলেই শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। যখন ঐন্দ্রজালিকেরা নানাপ্রকার বিচিত্র ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে, তখন যাবৎ তাহারা মণিমন্ত্র প্রয়োগাদি আপন কার্য্য কৌশলপ্রকাশ না করে, তাবৎ সেই সকল ঐন্দ্রজালিক শক্তি অব্যক্ত থাকে, পরে যখন সেই ঐন্দ্রজালিকেরা আপন কার্য্যপ্রদর্শনার্থ নানাপ্রকার কৌশল করিতে থাকে, তখনই তাহাদিগের শক্তিপ্রকাশ পায়। তাহারা সভামণ্ডপমধ্যেও গন্ধর্ব্বনগরাদি নানাপ্রকার মনোহর দৃশ্য প্রদর্শনকরে। অতএব যেমন ঐন্দ্রজালিকশক্তিও পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, সেইরূপ মায়াশক্তিও কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে ॥ ৩৬ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঘটপটাদি বিকারজাত কার্য্যসকলই মায়াময়, অতএব তাহারা অনিত্য; কিন্তু ঐ সকল ঘটপটাদি বিকারের আধারভূত যে মৃত্তিকাদি তাহাই সত্য। অতএব এই ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, মায়ার সমুদায় কার্য্যই মিথ্যা ॥ ৩৭ ॥

वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता।
स्पर्शादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥ ३८ ॥
व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोर्द्वयोः।
पर्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥ ३९ ॥

इदानीं वाचारम्भणमित्युदाहृतं वाक्यमर्थतः पठति वाङ्निष्पाद्यमिति। विकारो मृत्कार्य्यो घटादिः वाङ्निष्पाद्यं वागिन्द्रियेणोच्चार्य्यं नाममात्रं नामैव अस्य घटादेर्न सत्यता नामातिरेकेण न पारमार्थिकं रूपमस्ति किन्तु तदाधारभूता मृदेव सत्येत्यर्थः ॥ ३८ ॥

शक्तितत्कार्य्ययोरनृतत्वे तदाधारस्य सत्यत्वे च कारणमाह व्यक्तेति। व्यक्तो घटादिलक्षणः कार्य्यः अव्यक्ता तत्कारणभूता शक्तिः ते व्यक्ताव्यक्ते तदाधारस्तयोराधारभूता मृत्तिका एषु त्रिषु मध्ये आद्ययोः प्रथमोद्दिष्टयोर्द्वयोः कार्य्यशक्त्योः सम्बन्धिनी यो कालौ तयोर्भेदेन भेदस्य विद्यमानत्वात् पर्य्यायः क्रमेण भवनम्। तृतीयस्तदुभयाधारस्तु मृदादिरनुगच्छति उभयत्रानुवर्त्तते। अयं भावः शक्तिकार्य्ययोः कादाचित्कत्वात् अनृतत्वम् आधारस्य तु कालत्रयानुगामित्वात् सत्यत्वम् ॥ ३९ ॥

ঘটপটাদি বস্তুসমুদায়ের নাম কেবল কথাতে মাত্র আছে, বাস্তবিক নামসকল কোন পদার্থই নহে। এই ঘট, এই পট ইত্যাদি নাম সকল কেবল কথাতেই থাকে এবং রূপসকলও বিকারমাত্র; সুতরাং নাম ও রূপ ইহারা সত্য নহে। কেবল স্পর্শাদিগুণযুক্ত মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ ॥ ৩৮ ॥

শক্তি ও কার্য্য এই উভয় মিথ্যা হইলেও তাহাদিগের আধারই সত্য, কারণ ব্যক্তীভূত ঘটাদি কার্য্য, অব্যক্তকারণীভূত শক্তি এবং উক্ত কার্য্য ও কারণ এই উভয়ের আধার, এই তিনের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তীভূত কার্য্য ও অব্যক্ত শক্তি এই উভয় কেবল কালভেদে নামমাত্র। যখন সেই শক্তি ব্যক্ত হয়, তখনই তাহাকে ঘটাদি কার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহার যে অব্যক্ত অবস্থা, তাহারই নাম শক্তি। কালভেদে ঐ ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় অবস্থাই হইয়া থাকে এবং সময়ান্তরে উহার পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং উহারা অনিত্য। কিন্তু ঐ উভয়ের যে আধার, তাহা সর্ব্বদাই অনুগত থাকে, অতএব তাহাই সত্য ॥ ৩৯ ॥

निस्तत्त्वं भासमानञ्च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक्।
तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः॥ ४०॥
व्यक्ते नष्टेऽपि नामैतन्नृवक्त्रेष्वनुवर्त्तते।
तेन नाम्ना निरूप्यत्वात् व्यक्तं तद्रूपमुच्यते॥ ४१॥
निस्तत्त्वत्वाद् विनाशित्वाद् वाचारम्भणनामतः।

इदानीं विकारस्यैवासत्यत्वे हेतुत्रयमाह निस्तत्त्वमिति। व्यक्तशब्दवाच्यं घटादिकं कार्य्यरूपेणासदेवावभासते तथोत्पत्तिविनाशवदुपलभ्यते उत्पत्त्यनन्तरं वागिन्द्रियजन्यनामात्मकत्वेन व्यवह्रियते च। किञ्च व्यक्ते कार्य्यरूपे नष्टेऽपि एतत् कार्य्यादभिन्नं नाम नृवक्त्रेषु नृणां शब्दप्रयोक्तॄणां मनुष्याणां वदनेष्वनुवर्त्तते। ततः किं तवाह तेनेति। व्यक्तं कार्य्यं तेन वाचा व्यवह्रियमाणेन नाम्ना शब्देन निरूप्यत्वात् व्यवह्रियमाणत्वात् तद्रूपं तस्य नाम्नो रूपमेव रूपं यस्य तत्तथात्मकमुच्यते इत्यर्थः। अयं भावः विमतौ घटौ घटशब्दात्मकौ भवितुमर्हेति घटशब्देन व्यवह्रियमाणत्वात् पटशब्दवत्॥ ४०॥ ४१॥

एवं हेतुत्रयं प्रसाध्येदानीम् अनुमानरचनाप्रकारं सूचयति निस्तत्त्वत्वादिति। व्यक्तस्य घटादिरूपस्य कार्य्यस्य यत् पृथुबुध्नोदराकारं स्वरूपमस्ति तत् किञ्चित् किमपि सत्यं न

एईक्षण हेतुत्रय प्रदर्शनपूर्व्वक विकारের असत्यत्व प्रतिपादन करितेछेन।—घटादि कार्य्यसकल असत्य हईया ও सत्यের न्याय प्रतीयमान हय एवं घटादि कार्य्यसकलের उत्पत्ति ও प्रलय सर्व्वदाई प्रत्यक्ष हईतेछे। यखन कोन वस्तु उत्पन्न हय, तखनई मनुष्यगण ताहार एकटि नाम कल्पना करिया थाके। ऐ नाम मनुष्येर वाक्यद्वारा निष्पन्न हय एवं वाक्येते ताहार विद्यमानता देखा याय, अतएव उहा सेई वस्तुर कोन धर्म्म नहे॥४०॥

येमन कोन वस्तु उत्पन्न हईलेई ताहार एकटि नाम कल्पित हय, सेईरूप सेई उत्पन्न वस्तु विनष्ट हईले, सेई नाम मनुष्येर मुखे मात्र थाके। अतएव जाना याईतेछे यें, कल्पनाद्वारा यें नामरूपादि निरूपित हय, उहा असत्य। केवल व्यक्तीभूत वस्तु सकलের व्यवहारের जन्य ऐ सकल नाम ও रूप परिकल्पित हईया थाके॥ ४१॥

यें सकल वस्तु उत्पन्न हय, ताहारा वास्तविक असत्, सर्व्वदाई ताहादिगের

व्यक्तस्य न तु तद्रूपं सत्यं किञ्चिन्मृदादिवत् ॥ ४२ ॥
व्यक्तकाले ततः पूर्व्वमूर्द्धमप्येकरूपभाक् ।
सतत्त्वमविनाशञ्च सतां मृद्वत्तु कथ्यते ॥ ४३ ॥
व्यक्तं घटो विकारश्चेत्येतैर्नामभिरीरितः ।

भवति निस्तत्त्वत्वात् निस्तत्त्वं निर्गतं तत्त्वं वास्तवं रूपं यस्मात् तन्निस्तत्त्वं तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् तथाऽविनाशित्वात् मृदि सत्यामेव नाशप्रतियोगित्वात् वाचारम्भणनामतः वागिन्द्रियजन्यशब्दमात्रात्मकत्वात् वा । त्रिष्वपि हेतुषु मृद्वदिति वैधर्म्यदृष्टान्तः । अत्रैवं प्रयोगः घटादिरूपः कार्य्योऽसत्यो भवितुमर्हति निस्तत्त्वत्वात् यदसत्यं न भवति न तन्निस्तत्त्वं यथा घटाद्युपादानं मृदिति केवलव्यतिरेकी । एवमितरहेतुद्वयेऽपि योजनीयम् ॥ ४२ ॥

एवं विकारस्यासत्यत्वमुपपाद्येदानीं तदधिष्ठानभूतायाः मृदः सत्यत्वमुपपादयति व्यक्तेति । व्यक्तकाले स्थितिकाले ततः पूर्व्वं व्यक्तोत्पत्तेः पूर्व्वकाले ऊर्द्धमपि व्यक्तविनाशोत्तरकालेऽपि एकरूपभाक् एकाकारं सतत्त्वं तत्त्वेन वास्तवरूपेण सह वर्त्तते इति सतत्त्वम् अविनाशं विकारेण सह नाशरहितञ्च यन्मृद्वत्तु तत् सत्यमिति कथ्यते । विमतं मृद्वत्तु सत्यं भवितुमर्हति सतत्त्वत्वात् आत्मवदित्यादि योज्यम् ॥ ४३ ॥

ननु घटादेः कार्य्यजातस्यासत्यत्वे तस्यारोपितरजतादेरिवाधिष्ठानज्ञानान्निवर्त्तिता स्यादिति

উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে এবং বস্তুর নামও কেবল বাক্যনিষ্পাদ্যমাত্র। অতএব এই ত্রিবিধ কারণে ঘটপটাদি কার্য্যভূত পদার্থ সকল মৃত্তিকাদির ন্যায় সত্য হইতে পারে না। মৃত্তিকাসত্ত্বেও কম্বুগ্রীবাদিরূপ ঘটের আকার বিনষ্ট হইয়া সেই ঘটবিলয় পাইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে ঘটপটাদিরূপ কার্য্যসকলের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ সেই ঘটাদির অধিষ্ঠানভূত মৃত্তিকার সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু মৃত্তিকা ব্যক্ত অবস্থাতে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অব্যক্ত অবস্থাতে সর্ব্বদাই একরূপ থাকে এবং কখনও মৃত্তিকার কোনরূপ বিকার হয় না; সেই মৃত্তিকা বিকারের আধার মাত্র। অতএব মৃত্তিকাকে অবিনাশী ও সত্য বলা যায় ॥ ৪৩ ॥

যদি ঘট, ব্যক্ত অথবা বিকার ইত্যাদি নানাপ্রকার নামবিশিষ্ট পদার্থ-

अर्थस्येदृतः कस्मान्न मृद्बोधे निवर्त्तते ॥ ४४ ॥
निवृत्त एव यस्मात् ते तत्सत्यत्वमतिर्गता।
ईदृङ्निवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनम् ॥ ४५ ॥
पुमानधोमुखो नीरे भातीऽप्यस्ति न वस्तुतः।
तटस्थमर्त्त्यवत् तस्मिन् नैवास्था कस्यचित् क्वचित्।

शङ्कते व्यक्तमिति। व्यक्तमित्यादिभिस्त्रिभिः शब्दैरभिधीयमानो योऽर्थः कार्य्यरूपः तस्य कारणातिरेकेणासत्यत्वे स्वीक्रियमाणे मृल्लक्षणकारणस्य ज्ञाने किं न तन्निवृत्तिः स्यादित्यर्थः ॥ ४४ ॥

इष्टापत्तिरिति परिहरति निवृत्त इति। तदीपपत्तिमाह यस्मादिति। यस्मात् कारणात् तव घटादिविषया सत्यत्वबुद्धिर्नष्टा अतः स निवृत्त एवेत्यर्थः। नन्वारोपितरजतादिस्वरूपस्यैवाप्रतीतिरूपलभ्यते न सत्यत्वबुद्ध्यपगम इत्याशङ्क्य तस्य निरुपाधिकभ्रमत्वादस्तु तथात्वम् इह तु सोपाधिकभ्रमे सत्यत्वबुद्ध्यपगम एव निवृत्तिः स्यादित्यभिप्रायेणाह ईदृगिति। अत्र सोपाधिकभ्रमस्थले ईदृगेव सत्यत्वबुद्ध्यपगमरूपैव बोधजा अधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानजन्या निवृत्तिरभ्युपेया न त्वभासनं न स्वरूपाप्रतीतिरूपेत्यर्थः ॥ ४५ ॥

एवं क्व दृष्टमित्यत आह पुमानध इति। जलेऽधोमुखत्वेन प्रतिभासमानोऽपि पुमान्

সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে মৃত্তিকা জ্ঞানসত্ত্বে ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না কেন? যেমন মৃত্তিকাতে রজতত্বের জ্ঞান হইলে যখন মৃত্তিকারূপে জ্ঞান হয়, তখন আর সেই আরোপিত রজতজ্ঞান থাকে না, সেইরূপ মৃত্তিকারূপে জ্ঞান হইলেই সত্য ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে। অতএব তাহা না হওয়ার কারণ কি? ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন।—ঘটপটাদি বস্তুতে সত্যজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যে অসত্যজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকেই ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি বলাযায়। জ্ঞানজন্য নিবৃত্তি এইরূপই বটে, তাহা ধ্বংসজন্য নিবৃত্তির ন্যায় নহে ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বশ্লোকার্থের প্রামাণ্য স্থাপন করিতেছেন।—

ईदृग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वैतवादिनाम् ॥ ४६ ॥
मृद्रूपस्यापरित्यागात् विवर्त्तत्वं घटे स्थितम् ।
परिणामे पूर्व्वरूपं त्यजेत् तत् क्षीररूपवत् ।
मृत्सुवर्णे निवर्त्तेते घटकुण्डलयोर्न हि ॥ ४७ ॥

परमार्थतो नास्ति। तत्रोपपत्तिमाह तटस्थेति। कस्यचित् विवेकिनोऽविवेकिनो वा तस्मिन्नधोमुखे पुरुषे तीरस्थपुरुष इव सत्यत्वाभिमानः क्वचिद्देशे काले वा नैवास्ति इति। नन्वारोपितस्याऽसत्यत्वज्ञानमात्रान्न पुरुषार्थसिद्धिरित्याशङ्क्याह ईदृग्बोध इति। अद्वैतवादे आत्मानन्दातिरिक्तस्य सर्व्वस्य मिथ्यात्वनिश्चये सत्यद्वितीयानन्दाभिव्यक्तिलक्षणः पुरुषार्थः सिध्यतीत्यभिप्रायः ॥ ४६ ॥

ननु घटस्य मृद्विवर्त्तत्वे सिद्धे तज्ज्ञानाद् घटसत्यत्वबुद्धिर्निवर्त्तेत न चैतदिदानीं सिद्धमित्याशङ्क्याह मृद्रूपस्येति घटे मृद्रूपपरित्यागाभावेऽपि मृत्परिणामता घटस्य किं न स्यादित्याशङ्क्याह परिणाम इति। यत्र क्षीरादौ परिणामोऽभ्युपगम्यते तत्र क्षीरादिभावस्य पूर्व्वरूपस्य त्याग उपलभ्यते इत्यर्थः। ननु विवर्त्ते पूर्व्वरूपापरित्यागः क्व दृष्ट इत्याशङ्क्य मृत्सुवर्णे

যেমন জলেতে প্রতিবিম্বিত অধোমুখ পুরুষ দেখিয়াও কেহ সেই পুরুষকে তটস্থ পুরুষের ন্যায় বাস্তবিক পুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না এবং তীরস্থ পুরুষের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করে, সেই জলস্থ প্রতিবিম্বিত পুরুষে কেহ সেইরূপ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ ঘটাদি পদার্থসকল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াও তাহাতে জ্ঞানীরা সত্যজ্ঞান না করিয়া মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বক সেই ঘটাদিতে অনাস্থা জ্ঞান করেন, ইহাকেই ঘটাদি পদার্থের নিবৃত্তি বলাযায়। অদ্বৈতবাদী বেদান্তমতে এইরূপ জ্ঞানেতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। ঘটাদি পদার্থের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হইয়া অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপের প্রকাশই অদ্বৈতবাদিদিগের অভীষ্ট ॥ ৪৬ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত বিবর্ত্তকারণ বিবৃত করিতেছেন।—"মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়", এই স্থলে ঘটমৃত্তিকার স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, অতএব মৃত্তিকাকে ঘটের বিবর্ত্তকারণ বলাযায়। দুগ্ধ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া দধিরূপে পরিণত হয়; সুতরাং এই স্থলে দুগ্ধকে দধির পরিণামী কারণ বলিয়া

घटे नष्टे न मृद्भावः कपालानामवेक्षणात्।
नैवं चूर्णेऽस्ति मृद्रूपं स्वर्णरूपं त्वतिस्फुटम् ॥ ४८ ॥
क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पुनस्तद्भाववर्जनात्।

यीर्द्दश्यते इत्याह मृत्सुवर्णेति। मृत्सुवर्णविवर्त्तयोर्घटकुण्डलयोर्निष्पन्नयोरपि तत्कारण-मृत्सुवर्णरूपे न निवर्त्तेते इति हि प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ ४७ ॥

ननु घटस्य मृद्विवर्त्तत्वमनुपपन्नं घटनाशे पुनर्मृद्भावादर्शनादिति शङ्कते घटे इति। मृद्भावाभावे कारणमाह कपालेति। कपालानामपि। नाशे मृद्भावोपलब्धिः स्यादिति परिहरति नैवमिति। सुवर्णे त्वेतद्वैद्यानवकाश एवेत्याह स्वर्णेति ॥ ४८ ॥

ननु परिणामदृष्टान्तत्वेनाभिहितानां क्षीरमृत्सुवर्णानां मध्ये यदि मृत्सुवर्णयोर्विवर्त्ते दृष्टान्तत्वमङ्गीक्रियते तर्हि तद्वदेव क्षीरस्यापि तथात्वं स्यादित्याशङ्क्याह क्षीरेति। तर्हि क्षीरवदेवावस्थान्तरमापद्यमानयोस्तयोर्विवर्त्ते दृष्टान्तता न भवेदित्याशङ्क्याह एतावतेति। एतावता क्षीरादेः परिणामित्वेन मृदादीनां मृत्सुवर्णादीनां दृष्टान्तत्वं विवर्त्तदृष्टान्तभावः

থাকে। কিন্তু ঘট ও কুণ্ডলাদিদধির ন্যায় মৃত্তিকা ও সুবর্ণের স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, অতএব মৃত্তিকাকে ঘটের এবং সুবর্ণকে কুণ্ডলের পরিণামীকারণ বলা যায় না ॥ ৪৭ ॥

যদি বল, ঘট ভগ্ন হইলে যে তাহার কপাল বিদ্যমান থাকে, তাহা মৃত্তিকারূপ নহে; সুতরাং এস্থলে ইহাকে রূপান্তর বলি। ইহার উত্তর এই যে, —ঐ কপালসকল চূর্ণ করিলে বাস্তবিক মৃত্তিকাই হয়, উহা মৃত্তিকাভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হয় না। কুণ্ডলস্থলেও এইরূপ কুণ্ডলকে ভগ্ন করিয়া চূর্ণ করিলে তাহা সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হয় না। অতএব মৃত্তিকা ও সুবর্ণ ইহারা ঘট ও কুণ্ডল ইহাদিগের বিবর্ত্তকারণভিন্ন পারিণামীকারণ হইতে পারে না। কিন্তু যখন দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়, তখন সেই দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধরূপ করা যায় না। অতএব এই স্থলে দুগ্ধকে দধির পরিণামীকারণ বলিতে হয়। যদিও দধির প্রতি দুগ্ধের পরিণামিত্ব হয়, তথাপি তাহাতে মৃত্তিকার বিবর্ত্তকারণত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্তের কোন হানি হয় না। এইক্ষণ ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দুগ্ধ আপনস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থা-

एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥ ४९ ॥
आरम्भवादिनः कार्य्ये मृदो द्वैगुण्यमापतेत् ।
रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्य्यकारणयोः पृथक् ॥ ५० ॥
मृत्सुवर्णमयश्चेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः ।

न हीयते न नश्यति। अयमभिप्रायः क्षीरस्य पूर्व्वरूपपरित्यागपुरःसरमवस्थान्तरापत्ति-सद्भावात् परिणामित्वमेव मृत्सुवर्णयोस्तु अवस्थान्तरापत्तिसद्भावेऽपि पूर्व्वरूपपरित्यागा-भावाद्विवर्त्तितापीति ॥ ४९ ॥

ननु मृत्सुवर्णयोः परिणामविवर्त्तौविवारम्भकत्वमपि किं नाङ्गीक्रियते इत्याशङ्क्याह आरम्भवादिन इति। आरम्भवादिनो मते कार्य्ये घटादिरूपे मृदो मृत्तिकादेर्द्रव्यस्य द्वैगुण्यं कार्य्याकारेण कारणाकारेण च द्विगुणत्वमापद्यते तथा च सति गुरुत्वात् द्वैगुण्यमापद्येतेति। भावः। कुत एतदित्याशङ्क्याह रूपेति। रूपस्पर्शादीनां गुणानां कार्य्यकारणयोर्भेदस्य तैरेवाङ्गीकृतत्वादिति भावः ॥ ५० ॥

ननु मृत्सुवर्णयोः किं द्वयोरेव विवर्त्तं दृष्टान्तत्वं नेत्याह मृत्सुवर्णेति। अरुणस्य पुत्र उद्दालकाख्यः कश्चिदृषिः यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन इत्यारभ्य कार्ष्णायसमित्यन्तेन वाक्य-

---

স্তর প্রাপ্ত হয়। অতএব দুগ্ধকে দধির পরিণামীকারণ বলা যায়, কিন্তু ঘট ও কুণ্ডল মৃত্তিকা ও সুবর্ণের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে ঘট ও কুণ্ডলের বিবর্ত্তকারণ বলিয়া থাকে॥৪৮ ৪৯॥

আরম্ভকারণবাদীরা কার্য্যের ও কারণের রূপরসাদি গুণসকল পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে, কারণীভূত মৃত্তিকার রূপরসাদিগুণ ও কার্য্যরূপ ঘটের রূপরসাদিগুণ একরূপ নহে, ঐ সকল গুণ কার্য্যকারণভেদে পৃথক্; সুতরাং আরম্ভকারণবাদিদিগের মতে ঘটাদি কার্য্যভূত পদার্থে দ্বিগুণ দোষ লক্ষিত হইতেছে। যেহেতু মৃত্তিকার গুণ ও ঘটের গুণ পৃথক্ পৃথক্ নহে। অতএব এস্থলে আরম্ভকারণ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না ॥ ৫০ ॥

অরুণতনয় উদ্দালকনামা কোন ঋষি জগতের মিথ্যাত্বনিরূপণবিষয়ে মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহ এই তিনপ্রকার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়াছেন। সেই

प्राह्वातो वासयेत् कार्य्यानृतत्वं सर्व्ववस्तुषु ॥ ५१ ॥
कारणज्ञानतः कार्य्यविज्ञानञ्चापि सोऽवदत्।
सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ॥ ५२ ॥
समृत्कस्य विकारस्य कार्य्यता लोकदृष्टितः।

सन्दर्भेण कार्य्यस्यानृतत्वे मृत्सुवर्णयो रूपं दृष्टान्तत्रयमुक्तवानित्यर्थः। किमर्थमेवं दृष्टान्तत्रयमुक्तवानित्याशङ्क्याह अत इति। यत एवं बहुषु मृदादिषु कार्य्यानृतत्वमुपलभ्यमतो भूतभौतिकरूपेषु वस्तुषु कार्य्यानृतत्वं वासितं कुर्य्यादित्यर्थः ॥ ५१ ॥

ननु कार्य्यानृतत्वानुसन्धानमपि किमर्थमुक्तमित्याशङ्क्य कारणज्ञानात् कार्य्यज्ञानसिद्धये इत्यभिप्रायेणाह कारणज्ञानत इति। कारणस्य मृदादेर्ज्ञानात् कार्य्यजातस्य घटादेर्ज्ञानमपि यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यादित्यादि वाक्यजातेनोक्तवानित्यर्थः। ननु मृत्सुवर्णादिरूपस्य पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानात् तद्विलक्षणस्य घटशरावादेर्व्विज्ञानमनुपपन्नमिति शङ्कते सत्येति ॥ ५२ ॥

कार्य्यस्य सत्यानृतद्वयरूपत्वात् कारणज्ञानात् कार्य्यगतसत्यांशविज्ञानं भवतीति अभिप्रेत्याह समृत्कस्येति। समृत्कस्याधिष्ठानभूतमृत्सहितस्य विकारस्यारोपितस्य घटादिरूपस्य

দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের কার্য্যভূত সমুদায় পদার্থকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিবে। যেমন মৃত্তিকাদির কার্য্য ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকাদির বিকার ভিন্ন আর অতিরিক্ত কোন পদার্থই নহে, সেইরূপ এই জগৎও ব্রহ্মের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ বহু বহু দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের কার্য্যভূত পদার্থ সকলের অনিত্যত্বপ্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

আরুণিনামক ঋষি এইরূপ দৃষ্টান্তপ্রদর্শন পুরঃসর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কার্য্য বস্তুর জ্ঞান হইলেই কারণ বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। তিনি আরও কহিয়াছেন যে, কারণ বস্তু সকলের সত্যত্ব জ্ঞান হইলেই তাহার কার্য্যভূত পদার্থ সকল যে মিথ্যা, তাহাও যে কিরূপে জানা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে। মৃত্তিকা সুবর্ণাদির পরিজ্ঞান হইলে কিরূপে যে ঘটশরাবাদি কার্য্যভূত পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

কার্য্যভূত পদার্থসকল সত্য ও মিথ্যা উভয়স্বরূপ। মৃত্তিকার সহিত বর্ত্তমান যে ঘটাদিবিকার তাহাকেই লোকে কার্য্য বলিয়া থাকে, ঐ ঘটে

वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५३ ॥
अनृतांशो न बोद्धव्यस्तद्बोधानुपयोगतः ।
तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्यान्नानृतांशावबोधनम् ॥ ५४ ॥
तर्हि कारणविज्ञानात् कार्य्यज्ञानमितीरिते ।

कार्य्यता कार्य्यशब्दार्थत्वं लोकप्रसिद्धमित्यर्थः । भवत्वेवम् एतावता कारणज्ञानात् कार्य्यज्ञानं न सम्भवतीति चोद्यस्य कः परिहारो जात इत्याशङ्क्य कार्य्यगतानृतांशज्ञानाभावेऽपि तद्गतसत्यांशज्ञानं भवत्येवेति परिहरति वास्तवोऽत्रेति । अत्र कार्य्येयो वास्तवो मृदंशोऽस्ति अस्य वास्तवांशस्य बोधो ज्ञानं कारणज्ञानाद्भवतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥

ननु कारणगतसत्यांशवदनृतांशोऽपि बोद्धव्य इत्याशङ्क्य प्रयोजनाभावान्नैवमित्याह अनृतांशो न बोद्धव्य इति । प्रयोजनाभावमेव प्रकटयति तत्त्वज्ञानमिति । तत्त्वस्य अबाध्यस्य वस्तुनो ज्ञानं पुमर्थं पुंसो ज्ञातुः पुरुषस्यार्थः प्रयोजनं यस्मिन् तत् पुमर्थमिति बहुव्रीहिः अनृतांशस्य विकारस्यावबोधनं प्रयोजनवन्न भवतीत्यर्थः ॥ ५४ ॥

ननु कारणज्ञानात् कार्य्यज्ञानं भवतीत्येतदर्थः यौक्तिकबुद्धौ चमत्कारहेतुर्भविष्यतीत्यभिप्रायेणोक्तं तदेतन्न सम्भवतीति शङ्कते तर्हीति । कारणस्य मृदादेर्ज्ञानात् कार्य्यगतं मृदादि-

---

• বিকার ও মৃত্তিকা উভয় অংশই আছে। কিন্তু তাহার যে বিকার অংশ, তাহা মিথ্যা এবং মৃত্তিকা অংশই সত্য। এস্থলে কারণজ্ঞান হইলেই কার্য্যগত অংশের পরিজ্ঞান হয় ॥ ৫৩ ॥

বিকারের সহিত বর্ত্তমান মৃত্তিকারূপ ঘটের কারণরূপ মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে আর তাহার মিথ্যা অংশ জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তত্ত্বজ্ঞানই পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ, মিথ্যা অংশের পরিজ্ঞান কখনও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ নহে। এই অসত্য জগতের কারণীভূত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে লোকসকল মুক্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে পারে, অসত্য জগতের পরিজ্ঞান কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকের মর্ম্মার্থদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কারণজ্ঞান হইলেই কার্য্যগত সত্যত্ব অংশের পরিজ্ঞান হয়। উক্ত প্রমাণদ্বারা এই স্থলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা মৃত্তিকারই পরিজ্ঞান হয়, কিন্তু

मृद्बोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युक्तं स्यात् कोऽत्र विस्मयः ॥ ५५ ॥
सत्यं कार्य्येषु वस्त्वंशः कारणाकेति जानतः।
विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्य्यते ॥ ५६ ॥
आरम्भी परिणामी च लौकिकश्चैककारणे।

सत्यांशज्ञानं भवतीत्युक्ते मृत्ज्ञानात् मृदो ज्ञानमित्युक्तं भवति एवं सति शब्दत एव चमत्कारो नार्थत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥

ईदृग्विवेकवतां विस्मयाभावेऽपि तद्रहितानां विस्मयः स्यादेवेति परिहरति सत्यमिति। कार्य्येषु घटादिषु विद्यमानो वास्तवोऽंशः कारणस्वरूपमेवेति ये जानन्ति तेषामाश्चर्य्यं माभूत् इतरेषां तज्ज्ञानशून्यानां जायमानो विस्मयो न निवारयितुं शक्य इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

अज्ञस्य विस्मयो भवेदित्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति आरम्भीति। आरम्भीनाम समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यकारणेभ्यो भिन्नस्य कार्य्यस्योत्पत्तिः तां यो वक्ति सोऽयमारम्भीत्युच्यते। पूर्व्व-

---

কারণ জ্ঞানেতে যে কার্য্যজ্ঞান হয়, তাহার কিছুই ব্যক্ত হইল না, ইহাতে আমি নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। "কারণরূপ মৃত্তিকাদির পরিজ্ঞানে কার্য্যভূত মৃত্তিকাদিগত সত্যাংশ পরিজ্ঞাত হয়" এইরূপ বলিলে "মৃত্তিকাজ্ঞানে মৃত্তিকাজ্ঞান হয়" এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইল। অতএব ইহাতে কারণজ্ঞানে কার্য্যজ্ঞানের কি উপকার হইল ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে আশঙ্কা করিয়া বিস্ময় বোধ হইয়াছিল, এইক্ষণ তাহারই সমাধানার্থ বলিতেছেন।—কার্য্যেতে যে কারণরূপে সত্যবস্তুর অংশ থাকে, ইহা যিনি জানেন, তিনি এস্থলে কখনও বিস্ময় বোধ করিবেন না। কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিদিগের এস্থলে বিস্ময় হইবে, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? যাহারা অজ্ঞ তাহারা অতিসামান্য বিষয় দেখিলেও চমৎকার জ্ঞান করিয়া অস্থির হয়, কিন্তু জ্ঞানিগণ অতিদুরূহ ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া প্রকৃত পদার্থ নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা কোনবিষয়েই অজ্ঞানিদিগের ন্যায় বিস্মিত হইয়া থাকেন না ॥ ৫৬ ॥

অজ্ঞানীরা সকল বিষয়েই বিস্ময় জ্ঞান করে। "আরম্ভকারণ, পরিণামীকারণ, অথবা অন্য কোন লৌকিককারণ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটি

ज्ञाते सर्व्वमतं श्रुत्वा प्राप्नुवन्त्येव विस्मयम् ॥ ५७ ॥
अद्वैतेऽभिमुखीकर्त्तुमेवातैकस्य बोधतः।
सर्व्वबोधः श्रुतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया ॥ ५८ ॥

रूपपरित्यागेन रूपान्तरप्राप्तिलक्षणं परिणामं यो वक्ति सपरिणामीत्युच्यते। प्रक्रियाद्वयमजानन् लोकव्यवहारमात्रपरो लौकिक इत्युच्यते। एतेषां त्रयाणामपि कारणस्यैकस्य ज्ञानादनेकेषां कार्य्याणां विज्ञानं भवतीति वाक्यश्रवणात् विस्मयो भवेदित्यर्थः ॥ ५७ ॥

ननु यथाश्रुतमर्थं परित्यज्य इत्थं व्याख्याने किं कारणमित्याशङ्क्य श्रुतेस्तत्तात्पर्य्याभावादित्याह अद्वैतेति। अद्वैतविज्ञाने शिष्यमभिमुखीकर्त्तुमेव छान्दोग्ययुतावेकस्य कारणस्य विज्ञानात् सर्वेषां कार्य्याणां विज्ञानमुक्तं न तु कार्य्याणामनेकेषां विज्ञानसिद्ध्यर्थमित्यभिप्रायः ॥ ५८ ॥

কারণকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে অনেক কার্য্য জানিতে পারা যায়” এই বাক্য শ্রবণ করিলেও অজ্ঞানী ব্যক্তিরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা আরম্ভকারণ বা পরিণামীকারণের মর্ম্ম কিছুই জানে না, অতএব কিছুতেই তাহাদিগের সেই বিস্ময় নিবারিত হইবার নহে এবং তাহাদিগের সেই বিস্ময়ের নিবারণার্থ প্রয়াস করাও বৃথা। যাহারা অজ্ঞানী সর্ব্ববিষয়েই তাহাদিগের সংশয় থাকে। কোন বিষয়েও তাহারা নিঃসংশয় হইতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

এই প্রকরণে অদ্বৈতানন্দ বর্ণন প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তবে প্রতিজ্ঞাত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যকারণ ব্যাখ্যানের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—শিষ্যবর্গকে অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে অভিমুখ করিবার অভিপ্রায়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, একের জ্ঞান হইলেই তজ্জাতীয় সমুদায় পদার্থের পরিজ্ঞান হইতে পারে, কেবল যে কতিপয় পদার্থমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারে এমত নহে, একটি কারণের জ্ঞান হইলেই সেই কারণ জন্য যাবতীয় পদার্থের পরিজ্ঞানই সেই একটিমাত্র কারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্য। কেবল কতিপয় পদার্থের পরিজ্ঞান তাহার উদ্দেশ্য নহে ॥ ৫৮ ॥

एकमृत्पिण्डविज्ञानात् सर्व्वमृण्मयधीर्यथा ।
तथैकब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्व्विभाव्यताम् ॥ ५९ ॥
सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत् ।
तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥ ६० ॥
सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बह्वृचाः ।

इदानीमेकविज्ञानेन सर्व्वविज्ञानदृष्टान्तप्रदर्शनपरस्य यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यादिति वाक्यस्यार्थनिरूपणपुरःसरं दार्ष्टान्तिकप्रदर्शनपरस्य उत तमादेश-मप्राक्षी येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमिति वाक्यस्यार्थं प्रदर्शयन् प्रकृते फलितमाह एक मृदिति। यथा घटशरावाद्युपादानस्यैकस्य मृत्पिण्डस्यावबोधात् तद्विकाराणां सर्वेषां घटादीनां बोधो भवति एवं सर्व्वोपादानभूतस्य एकस्य ब्रह्मणो बोधात् कार्य्यस्य कृत्स्नस्य जगतो बोधो भवतीत्यवगन्तव्यमित्यर्थः ॥ ५९ ॥

ननु ब्रह्मजगतोः स्वरूपापरिज्ञाने ब्रह्मज्ञानात् जगतो ज्ञानं भवतीत्येवं नावगन्तुं शक्यते इत्याशङ्क्य तदवगमनाय तदुभयस्वरूपं दर्शयति सच्चिदिति। ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्य तापनीयादिश्रुतयः प्रमाणमित्यभिप्रायेणाह तापनीय इति। उत्तर-स्मिंस्तापनीये आथर्वणिके तावत् ब्रह्मैवेदं सर्वं सच्चिदानन्दमात्रम् इत्यादिप्रदेशेषु ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वमुक्तमित्यर्थः ॥ ६० ॥

आदिशब्देन विवक्षितानि श्रुत्यन्तराणि दर्शयति सद्रूपेति। अरुणपुत्रेणोद्दालकेन

যেমন একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদায় মৃণ্ময় পদার্থ জানা যায়, যেহেতু একটিমাত্র মৃৎপিণ্ডে যে যে গুণ আছে, সমুদায় মৃণ্ময় পদার্থেই সেই সেই গুণ আছে। সেইরূপ এক পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জগতের সমুদায় পদার্থের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয় ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের স্বরূপ না জানিলে যে কেবল ব্রহ্মপরিজ্ঞানে জগতের জ্ঞান হয়, ইহা সম্ভবপর নহে; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—পরব্রহ্ম নিত্য, জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ এবং জগৎ কেবল নামমাত্র ও বিনশ্বর পদার্থ। তাপনীয় শ্রুতিই ইহার প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। উক্ত শ্রুতিতে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষরূপে উক্ত আছে ॥ ৬০ ॥

सनत्कुमार आनन्दमेवमन्यत गम्यताम् ॥ ६१ ॥
विचिन्त्य सर्व्वरूपाणि कृत्वा नामानि निष्ठति ।
अहं व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रुतिः ॥ ६२ ॥
अव्याकृतं पुरा सृष्टेरूर्द्धं व्याक्रियते द्विधा ।

छान्दोग्यश्रुतौ सदेव सौम्येदमग्र आसीदित्यादिना सद्रूपं ब्रह्म निरूपितम्। तथा बह्वृचाः ऋक्शाखाध्यायिनः ऐतरेयोपनिषदि प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्मेति प्रज्ञानरूपत्वं ब्रह्मणो दर्शयन्ति एवं पूर्व्वोदाहृतायां छान्दोग्यश्रुतावेव सनत्कुमाराख्यो गुरुः नारदाख्याय शिष्याय सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमित्युपक्रम्य यो वै भूमा तत्सुखमिति भूमशब्दाभिधेयस्य ब्रह्मण आनन्दरूपत्वमुक्तवानित्यर्थः। उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति एवमन्यत्रेति। अन्यत्र तैत्तिरीयकाद्विश्रुतिषु आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानादित्यादिवाक्यैरानन्दरूपत्वादिकमुक्तमिति द्रष्टव्यमिति भावः ॥ ६१ ॥

सच्चिदानन्देष्विव नामरूपयोरपि श्रुतिं दर्शयति विचिन्त्येति। सर्व्वाणि रूपाणि विचिन्त्य। धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते इति अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति च सृष्ट्वे जगन्निष्ठे नामरूपे श्रुत्या दर्शिते इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

तत्रैव श्रुत्यन्तरमुदाहरति अव्याकृतमिति। बृहदारण्यकश्रुतौ तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासौ नामायमिदं रूपमिति सृष्टस्य जगतो नामरूपा-

---

অরুণতনয় উদ্দালক আরও বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মের স্বরূপ সৎমাত্র, উহার অন্য কোন স্বরূপ নাই। ঋগ্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, পরব্রহ্ম জ্ঞানময় এবং সনৎকুমার ঋষি পরব্রহ্মকে আনন্দমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অন্যান্য ঋষিসকলও ঐরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দময় জানিবে ॥ ৬১ ॥

পরমাত্মা পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় জগতের স্বরূপ চিন্তা করিয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং সঙ্কল্প করিয়া এই পরিদৃশ্যমান অখিলব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় ॥ ৬২ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিপ্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরেতে যে অব্যক্ত শক্তি থাকে, তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

अचिन्त्यशक्तिर्माया वैषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिधा ॥ ६३ ॥
अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा।
मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् ॥ ६४ ॥
आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः।

त्मकत्वं दर्शितमित्यर्थः। सृष्टेः पूर्व्वमिदं जगदव्याकृतम् अव्यक्तनामरूपात्मकम् अभूत्। अर्द्धं सृष्ट्यवसरे द्विधा वाच्यवाचकभावेन व्याक्रियते व्यक्तीकृतमित्यर्थः। इदानीं तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीदित्यत्र अव्याकृतशब्दस्यार्थमाह अचिन्त्यशक्तिरिति। यैवं ब्रह्मणि अचिन्त्यशक्तिर्मायास्ति एषा व्याकृताभिधा अस्मिन् वाक्ये त्वव्याकृतशब्देनाभिधीयते इत्यर्थः ॥ ६३ ॥

तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत इत्यस्यार्थमाह अविक्रियेति। अविकारिणि ब्रह्मणि वर्त्तमाना सा अनेकधा भूतभौतिकप्रपञ्चरूपेण बहुधा विकारं परिणामं प्राप्नोति। माया ब्रह्मणि वर्त्तते इत्यत्र प्रमाणमाह मायान्त्विति। मायां पूर्व्वोक्तां प्रकृतिं प्रक्रियते अनयेति प्रकृतिरुपादानकारणं विद्याज्जानीयात्। मायिनं तस्याश्रयत्वेन तदन्तं महेश्वरं मायानियामकं विद्यादित्यनुवर्त्तते। उभयत्र तुशब्दः परस्परवैलक्षण्यद्योतनार्थः ॥ ६४ ॥

इदानीं मायोपहितस्य तस्य ब्रह्मणः प्रथमं कार्य्यमाह आद्य इति। तस्य कारणत्रयादागतं रूपत्रयमाह सोऽस्तीति। सच्चिदानन्दरूप इत्यर्थः। तस्य प्रातीतिकं रूपमाह

সেই শক্তিই নাম ও রূপ এই দুই প্রকার হয়। ব্রহ্মের সেই মায়াকেই অব্যক্ত শক্তি বলা যায়। ব্রহ্মের এক শক্তিই ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

পরব্রহ্মবিকাররহিত, তাঁহাতে যে মায়াশক্তি বিদ্যমান আছে, সেই মায়াশক্তিই নানাপ্রকারে বিকৃত হইয়া নানাপ্রকার নাম রূপবিশিষ্ট জগৎ ব্যক্ত হয়। উক্ত পরব্রহ্মের মায়াশক্তিকেই প্রকৃতি বলা যায় এবং সেই প্রকৃতিবিশিষ্ট পরব্রহ্মকে মায়ী বলিয়া থাকে। সেই মায়াশক্তিই ভৌতিকপ্রপঞ্চরূপে নানাপ্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

সেই মায়াবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে প্রথমতঃ এই আকাশ সমুৎপন্ন হয়। ইহাই পরব্রহ্মের প্রথমবিকার, পরব্রহ্মের প্রথমবিকাররূপ আকাশের কারণত্রয়োৎপন্ন তিনটি রূপ আছে, যথা সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা। আকা-

अवकाशस्तस्य रूपं तन्मिथ्या न तु तत्त्रयम् ॥ ६५ ॥
न व्यक्तेः पूर्व्वमस्त्येवं न पश्चाच्च विनाशतः।
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्त्तमानेऽपि तत् तथा ॥ ६६ ॥
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत!।
अव्यक्तनिधनान्येवेत्याह कृष्णोऽर्जुनं प्रति ॥ ६७ ॥

अवकाश इति तस्य पूर्व्वस्मात् रूपवयाद् वैलक्षण्यमाह तन्मिथ्येति। सदादिरूपत्रयं वास्तवमित्यर्थः ॥ ६५ ॥

तस्य चतुर्थरूपस्य मिथ्यात्वे हेतुमाह नव्यक्तेरिति। ननूत्पत्तिविनाशयोर्म्मध्ये प्रतीयमानस्यावकाशस्य कथमसत्त्वमित्याशङ्क्याह आदावन्ते इति ॥ ६६ ॥

उक्तेऽर्थे श्रीकृष्णवाक्यं प्रमाणयति अव्यक्तेति ॥ ६७ ॥

শের এই গুণত্রয়ই সত্য এবং তাহার যে অবকাশস্বরূপ আছে, তাহা মিথ্যা। কারণ আকাশের প্রতীতিদ্বারাই এইরূপ অনুমিত হয় ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে আকাশের যে অবকাশস্বরূপ আছে, তাহা মিথ্যা, এই শ্লোকে আকাশের সেই অবকাশস্বরূপের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতেছেন।—যেহেতু অব্যক্ত অবস্থাতে ও বিনাশকালে আকাশের অবকাশস্বভাব থাকে না, অতএব সেই অবকাশস্বরূপকে মিথ্যা বলা যায়। যাহার উৎপত্তি বিনাশ থাকে, তাহাকে কোনরূপেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে বস্তু আদিতেও অন্তেতে যেরূপে থাকে, বর্ত্তমানেও তাহার সেইরূপই হয়। আকাশের অব্যক্ত অবস্থাতে অবকাশ স্বভাব ছিল না এবং বিনাশকালেও থাকিবে না; সুতরাং বর্ত্তমানকালে যে সেই অবকাশস্বরূপ থাকিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব আকাশের অবকাশস্বরূপ মিথ্যা, ইহাই প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যে বস্তু আদিতেও অন্তেতে যেরূপে থাকে, বর্ত্তমানেও তাহার সেইরূপ হয়। এই বিষয়ের প্রামাণ্য প্রদর্শনার্থ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি শ্লোকোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্য প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন! সমুদায় ভূত

सदृशत् ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सर्व्वदा।
निराकाशे सदादीनामनुभूतिर्निजात्मनि ॥ ६८ ॥
अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र किं भाति ते वद।
शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग्विभाति हि ॥ ६९ ॥

सदादिरूपवयस्याकाशे सत्त्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्यानुभूतिरेव प्रमाणमित्याह सदृशदिति। सदृशदिति दृष्टान्तप्रदर्शनार्थं घटादिषु यथा कालवयेऽपि सदनुवर्त्तते तथा सदादिरूपवयं कथमनुभूतमित्याशङ्क्याह निराकाश इति ॥ ६८ ॥

तदेवोपपादयति अवकाश इति। पूर्व्वमादिनश्चोद्यमनुवदति शून्यमिति। अङ्गीकृत्य परिहारमाह अस्तु नामेति। शब्दतः शून्यमस्तु अर्थतस्त्ववकाशाभावविशेषणस्य विशेष्यत्वेन प्रतीयमानं किञ्चिदस्ति इत्यभ्युपगन्तव्यमित्याह तादृगिति। हिशब्दो लोकप्रसिद्धिद्योतनार्थः ॥ ६९ ॥

আদিতে ও অন্তেতে অব্যক্ত থাকে, অতএব সেই সকল ভূত যে বর্ত্তমান কালে ব্যক্ত থাকিবে, তাহা সত্য নহে; অর্থাৎ যে বস্তু পূর্ব্বে ও পরে অসৎ, তাহা কখনও বর্ত্তমানে সৎ হইতে পারে না। আদি অন্তে অসৎ বস্তুকে বর্ত্তমানেও অসৎ বলিয়া জানিবে ॥ ৬৭ ॥

আকাশের সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিনের সত্যত্ব বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন ঘটাদি বস্তুতে মৃত্তিকা সর্ব্বদা অনুগত আছে, সেইরূপ সকল বস্তুতেই সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা সর্ব্বদাই অনুগত থাকে এবং আত্মাতে যেমন সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিন ধর্ম্ম অনুভূত হয়, সেইরূপ আকাশেরও উক্ত ধর্ম্মত্রয় অনুভবসিদ্ধ বলিয়া জানা যায় ॥ ৬৮ ॥

যদি আকাশ হইতে অবকাশবত্ত্ব ভাববিযুক্ত হয়, তাহাহইলে আকাশেতে সত্তাদি ভিন্ন আর কি অনুভূত হইতে পারে? আর যদি বল, আকাশে সত্তাদির অনুভব হয় না, কেবল শূন্যই অনুভূত হয়, তাহাহইলে আমি তাহাকে বিদ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করি। শূন্যই আকাশের বিদ্যমানতারূপে সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬৯ ॥

তাদৃক্‌ত্বাদেব তত্ত্বত্বমৌদাসীন্যেন তৎ সুখম্।
আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনং যৎ তদ্বিজং সুখম্॥ ৭০॥
আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্যাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ।
দ্বয়াভাবে নিজানন্দো নিজং দুঃখন্তু ন ক্বচিৎ॥ ৭১॥
নিজানন্দে স্থিতে হর্ষশোকয়োর্ব্যত্যয়ঃ ক্ষণাৎ।

ভবত্বেবং প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য বিশেষ্যত্বেন প্রতীয়মানস্য স্বরূপমভ্যুপেয়মিত্যাহ তাদৃক্‌ত্বাদেবেতি। অস্য সুখস্বরূপত্বমাহ ঔদাসীন্যেনেতি। ঔদাসীন্যরূপত্বাদ্ তস্য সুখস্বরূপত্বমিত্যর্থঃ। নন্বনুকূলত্বরহিতস্য কথং সুখস্বরূপমিত্যাশঙ্ক্যাহ আনুকূল্যেতি॥৭০॥

তদেবোপপাদয়তি আনুকূল্যে হর্ষধীরিতি। ননু নিজানন্দবৎ নিজদুঃখমপি কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দুঃখে নিজস্বরূপসিদ্ধ্যভাবান্নৈবমিত্যাহ নিজং দুঃখন্ত্বিতি॥ ৭১॥

ননু নিজানন্দস্য সদানন্দত্বাৎ সর্ব্বদা হর্ষ এব স্যাৎ ন তু শোক ইত্যাশঙ্ক্য তস্য

আকাশের প্রকাশমানতাদ্বারাই তাহার সত্তার প্রতীতি হয় এবং সেই আকাশের ঔদাসীন্য প্রযুক্ত তাঁহার সুখস্বরূপত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। আনুকূল্য প্রাতিকূল্য হীন যে বস্তু, তাহাকেই সুখস্বভাব বলিয়া স্বীকার করা যায়। যে বস্তু কখনও কাহার অনুকূল বা প্রতিকূল হয় না, তাহাই প্রকৃত সুখস্বরূপ। যে বস্তু একসময়ে বা এক ব্যক্তির অনুকূল হইয়া সুখ উৎপাদন করে এবং সময়ান্তরে বা অন্য ব্যক্তির পক্ষে প্রতিকূল হইয়া ক্লেশ দেয়, তাহাকে প্রকৃত সুখস্বভাব বলিয়া স্বীকার করা যায় না॥ ৭০॥

যে বস্তু অনুকূল, তাহাতে লোকের হর্ষ এবং যে বস্তু প্রতিকূল, তাহাদ্বারা লোকের দুঃখ হইয়া থাকে। আর অনুকূল ও প্রতিকূল এই উভয়ের অভাব হইলেই লোকের আনন্দ উপস্থিত হয়। সেই নিজানন্দে কোনরূপ দুঃখের সম্ভাবনা নাই। আনুকূল্য প্রাতিকূল্যের অভাবে যে সুখ উপস্থিত হয়, কখনও সেই আনন্দের অন্যথা হয় না॥ ৭১॥

আনন্দ স্থিরীকৃত হইলে ক্ষণকালমধ্যেই হর্ষ ও শোকের ব্যত্যয় হয়, অর্থাৎ সেই ক্ষণিক; হর্ষ ও ক্ষণিক শোকের নিবৃত্তি হইয়া যায়। যেহেতু মনও ক্ষণিক, সুতরাং তাহার ধর্ম্ম, হর্ষ ও শোক উভয়ই যে ক্ষণস্থায়ী হইবে,

मनसः क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतैष्यताम् ॥ ७२ ॥
आकाशेऽप्येवमानन्दः सत्ताभाने तु संमते।
वायुरादिदेहपर्य्यन्तवस्तुष्वेवं विभाव्यताम् ॥ ७३ ॥
गतिस्पर्शौ वायुरूपं वह्नेर्दाहप्रकाशने।
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निर्णयः ॥ ७४ ॥

नित्यत्वेऽपि तदयाहिणी मनसः क्षणिकत्वेन मानसयोरपि क्षणिकत्वमित्याह निजानन्द इति ॥ ७२ ॥

दृष्टान्ते सिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति आकाशेऽपीति। एवं निजात्मन्युक्तप्रकारेण इत्यर्थः। सत्ताभाने तु भवताप्युपगम्यते अतो नोपपादनीये इत्यर्थः। आकाशे प्रतिपादितमर्थं वायुरादिशरीरान्तेष्वप्युपगन्तव्यमित्याह वायुरादीति ॥ ७३ ॥

তাহার সন্দেহ নাই। (কখনও মনের একরূপ অবস্থা অধিকক্ষণস্থায়ী হয় না। একসময়ে মানসিক হর্ষ উপস্থিত হয়, ক্ষণকাল পরেই সেই হর্ষের অভাব হইয়া শোক উপস্থিত হইতে পারে এবং সময়বিশেষে শোকের নিবারণ হইয়া সুখের উৎপত্তি হয়) ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও প্রমাণানুসারে আকাশের সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা সিদ্ধ হইল। তদনুসারে বায়ুপ্রভৃতি স্থূলদেহপর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুতেও সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা নিশ্চয় করিবে। যে প্রমাণে আকাশের সত্তাদি সিদ্ধ হইল, সেই প্রমাণেই স্থূলদেহপর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুর সত্তাদি বিবেচনা করিবে ॥ ৭৩ ॥

এইক্ষণে বায়ুপ্রভৃতির যে সকল অসাধারণ ধর্ম্ম আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—সর্ব্বদাই বায়ুর গতি ও স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, অতএব গতি ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে। বহ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রকাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এইনিমিত্ত দাহিকাশক্তি ও প্রকাশ এই দুইটি বহ্নির অসাধারণ ধর্ম্ম জানিবে। জলের দ্রবত্ব সকলেই দেখিতেছেন; সুতরাং জলের দ্রবত্বকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম জানিতে হইবে এবং পৃথিবীর কাঠিন্য ধর্ম্ম সর্ব্বদা অনুভূত হয়, এইজন্য কাঠিন্যকে পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্মরূপে নিশ্চয়

असाधारण आकाशे ओषध्यन्नवपुःष्वपि ।
एवं विभाव्य मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम् ॥ ७५ ॥
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा ।
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दाविसंवादो न कस्यचित् ॥ ७६ ॥
निस्तत्त्वे नामरूपे हि जन्मनाशयुते च ते ।
बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत् ॥ ७७ ॥
सच्चिदानन्दरूपेऽस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते ।

अथ वायुादीनामसाधारणधर्मान् दर्शयति गतिस्पर्शाविति द्वाभ्याम् ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

फलितमाह अनेकधेति ॥ ७६ ॥

तर्हि प्रतीयमानयोर्नामरूपयोः का गतिरित्याशङ्क्य कल्पितत्वम् एव इत्याह निस्तत्त्वे इति। कल्पितत्वे हेतुः जन्मेति ॥ ७७ ॥

तत किम् इत्यत आह सच्चिदानन्देति ॥ ७८ ॥

করিবে। এইরূপে আকাশাদি ভূতসকলের অসাধারণ গুণনিরূপণ করিবে ॥ ৭৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আকাশ, ওষধি, অন্ন ও স্থূলশরীর প্রভৃতির যথাযোগ্য স্বভাব নির্ণয় করিয়া নানাপ্রকারে বিভিন্ন ও নানাপ্রকার নাম রূপবিশিষ্ট অনন্তপদার্থে একমাত্র সচ্চিদানন্দের অবস্থিতি নির্ণয় করিবে। তাহাতে কাহারও মতের বিরোধ নাই। কারণ একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই জগতের অনন্তপদার্থ অবস্থিত আছে। নাম, রূপ ও স্বভাবের বিভিন্নতাবশতঃই পদার্থসকল নানাপ্রকার হইয়াছে ॥ ৭৫-৭৬ ॥

উৎপত্তিবিনাশশালী জগতের নাম ও রূপ মিথ্যা। কারণ যাহার জন্ম ও বিনাশ আছে, তাহাকে সত্য বলা যায় না; কেবল পরব্রহ্মই সত্য। সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মেতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই নামরূপধারী জগৎ সমুদ্রের বুদ্বুদের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে। সমুদ্রের জলবুদ্বুদ যেমন ক্ষণভঙ্গুর, এই নামরূপও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী ॥ ৭৭ ॥

সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইলেই ক্রমশঃ নামরূপের

स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनैः शनैः ॥ ७८ ॥
यावद् यावदवज्ञा स्यात् तावत् तावत् तदीक्षणम्।
यावद् यावद् बोध्यते तत् तावत् तावदुभे त्यजेत् ॥ ७९ ॥
तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान्।
जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥ ८० ॥
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्।
एतदेकपरत्वञ्च तदभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ ८१ ॥

ब्रह्मज्ञानदार्ढ्यस्य द्वैतावज्ञापूर्व्वकत्वात् श्रवणादिवत् द्वैतावज्ञापि कर्त्तव्येत्याह यावदिति ॥ ७९ ॥

उभयाभ्यासफलमाह तदभ्यासेनेति ॥ ८० ॥

इदानीं ब्रह्माभ्यासस्य स्वरूपमाह तच्चिन्तनमिति ॥ ८१ ॥

মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হয়। যখন সেই সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মকে জানিতে পারিবে তখন নামরূপবিশিষ্ট জগৎ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হইবে ॥ ৭৮ ॥

যখন নামরূপ প্রভৃতি দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ববোধ হইয়া তাহাতে অবজ্ঞা জন্মে, তখনই পরব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি হয়। আর যখন পরব্রহ্মের অবগতি হয়, তখনই নাম ও রূপ উভয়ই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। ব্রহ্ম ও নামরূপ প্রভৃতি দ্বৈতবস্তু এই উভয়ের মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে অপরের জ্ঞান হয় না ॥ ৭৯ ॥

যখন অভ্যাসদ্বারা আত্মতত্ত্ববিদ্যা স্থিরীভূত হইবে, তখন পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়। পুরুষ জীবন্মুক্ত হইলে স্বয়ংই সকল বিষয় জানিতে পারে, তখন তাহার কোনবিষয়ই অপরিজ্ঞাত থাকে না। জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ যেরূপ থাকুক না কেন, তাহাতে তাহার কোন হানি হয় না ॥ ৮০ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস নিরূপণ করিতেছেন।—পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা, ব্রহ্মস্বরূপের কথোপকথন, অপরাপর ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশ এবং ব্রহ্মানুসন্ধানে একাগ্র হওয়া, এই সকল কার্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস বলা যায়। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মানুসন্ধানকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মধ্যান বলিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

वासनानेककालीना दीर्घकालं निरन्तरम् ।
सादरत्वाभ्यस्यमाने सर्व्वथैव निवर्त्तते ॥ ८२ ॥
मृच्छक्तिवद् ब्रह्मशक्तिरनेकाद्भुतान् सृजेत् ।
यद् वा जीवगता निद्रा स्वप्नस्यात्र निदर्शनम् ॥ ८३ ॥
निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुर्घटस्वप्नकारिणी ।
ब्रह्मण्येषा तथा माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ ८४ ॥

ननु नादिकालमारभ्य प्रतिभासमानस्य द्वैतस्य कादाचित्केन ज्ञानाभ्यासेन कथं निवृत्तिरित्याशङ्क्य दीर्घकालनैरन्तर्य्यसत्कारसेवितेनाभ्यासेन निवर्त्तते एवेत्याह वासनेति ॥ ८२ ॥

ननु ब्रह्मण एकस्यानेकाकारजगद्धेतुत्वमनुपपन्नमित्याशङ्क्य मायासहितस्य तस्यैवोपपद्यते इत्याह मृच्छक्तीति । अद्भुतान् कार्य्याणीत्यर्थः । ननु मृत्शक्तेः सत्यत्वादनेकहेतुत्वात् विषमो दृष्टान्त इत्याशङ्क्य पक्षान्तरमाह यद् वा जीवेति ॥ ८३ ॥

तत्र दृष्टान्तं विषदयति निद्राशक्तिरिति । दार्ष्टान्तिकमाह ब्रह्मण्येति ॥ ८४ ॥

দীর্ঘকাল পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সাতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক নিরন্তর অভ্যাস করিলে চিরকালজাত বিষয়বাসনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। (যাহারা যত্নপূর্ব্বক বহুকাল ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করে, তাহাদিগের আবালসেবিত বিষয়বাসনা অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

যেমন মৃত্তিকাতে ঘটশরাবাদির উৎপাদিকা শক্তি আছে, সেই শক্তি ঘটশরাবাদি নানাপ্রকার বস্তু উৎপাদন করে। সেইরূপ ব্রহ্মশক্তিও অনেকপ্রকার মিথ্যা বস্তু উৎপাদন করে, অথবা জীবদিগের নিদ্রাকালে যেমন নানাপ্রকার স্বপ্ন দর্শন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তিও অনেকপ্রকার অসম্ভব ঘটনা করিয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

জীবের নিদ্রাশক্তি যেমন দুর্ঘট স্বপ্নপ্রদর্শন করে, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তিই নিত্য ব্রহ্মেতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কল্পনা করে। বাস্তবিক স্বপ্নকালে দুর্ঘট স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সকলও যেমন মিথ্যা; পরব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ও সেইরূপ অলীক বলিয়া জানিবে ॥ ৮৪ ॥

स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत् स्वमूर्द्धच्छेदनं तथा।
मुहूर्त्ते वत्सरौघञ्च मृतं पुत्त्रादिकं पुनः॥ ८५॥
इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा।
यथा यथेच्छते यद्यत् तत्तदयुक्तं तथा तथा॥ ८६॥
ईदृशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तेर्यदा तदा।
मायाशक्तेरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्भुतम्॥ ८७॥
शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत्।
ब्रह्मण्येवं निर्व्विकारे विकारान् कल्पयत्यसौ॥ ८८॥

दुर्घटकारित्वमेव दर्शयति स्वप्ने इति॥ ८५॥
स्वप्नस्य दुर्घटत्वे हेतुमाह इदमिति॥ ८६॥
उक्तमर्थं कैमुतिकन्यायेन स्पष्टयति ईदृश इति॥ ८७॥
अप्रयतमानब्रह्मनिष्ठाया मायाया जगद्धेतुत्वे दृष्टान्तमाह शयाने इति॥ ८८॥

স্বপ্নকালে মনুষ্য আকাশে গমন করে, আপনার মস্তকছেদন করিতে দেখে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে সম্বৎসর অতিক্রম করে এবং মৃতপুত্রাদির পুনর্জীবন জ্ঞান করে। ইত্যাদি স্বপ্নকালীন ঘটনাসকল বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও তখন কেহ তাহা মিথ্যা বলিয়া স্থির করিতে পারে না, অর্থাৎ স্বপ্নকালে যে যে ঘটনা দর্শন করে, তাহাদিগের মধ্যে এইটি সত্য এবং এইটি মিথ্যা, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না, তখন যে যে ঘটনা দর্শন হয়, সেই সমুদায়ই সত্য বলিয়া জ্ঞান করে॥ ৮৫-৮৬॥

যদি জীবগত নিদ্রাশক্তির এইরূপ অসাধারণ অদ্ভুত মহিমা থাকিল, তবে অনন্তশক্তিমান্ পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়াশক্তির যে অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?। নিদ্রার স্বপ্নশক্তির অদ্ভুত মহিমা-দৃষ্টে পরব্রহ্মের মায়াশক্তিরও অদ্ভুত মহিমা অনুভূত হইতে পারে॥ ৮৭॥

যখন পুরুষ শয়ন করিয়া থাকে, তখন যেমন নিদ্রা আবির্ভূত হইয়া নানাপ্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সেইরূপ নির্ব্বিকার পরব্রহ্মেতেও মায়াশক্তি

খানিলাগ্নিজলোর্বীখণ্ডলোকপ্রাণিগিরিলাদিকাঃ।
বিকারাঃ প্রাণিধীষ্বন্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বতি ॥ ৮৯ ॥
চেতনাচেতনেষ্বেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯০ ॥
ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে।

মায়য়া সৃষ্টান্ পদার্থান্ দর্শয়তি খানিলাগ্নীতি। ননু পাঞ্চভৌতিকত্বেন সাম্যেঽপি কেষাঞ্চিৎ চেতনত্বং কেষাঞ্চিজ্জড়ত্বং কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাণীতি। প্রাণিশরীরেষ্বন্তঃকরণেষু চৈতন্যপ্রতিবিম্বিতত্বাৎ চেতনত্বম্ ইতরত্র তদভাবাজ্জড়ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

ননু চেতনাচেতনবিভাগশ্চিদ্রূপব্রহ্মকৃত এব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বোপাদানত্বেন সর্ব্বত্র সমত্বান্নৈবমিত্যাহ চেতনেতি ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্মণ্যচ্চিজ্জড়সাধনত্বে হেতুমাহ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকল্পনাধারত্বাৎ সর্ব্বগতত্ব-

---

নানাপ্রকার বিকার কল্পনা করিয়া থাকে। মায়াপরিকল্পিত পরব্রহ্মের বিকারই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানিবে ॥ ৮৮ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, লোক, প্রাণী ও পর্ব্বত এই সকলকে পরব্রহ্মের মায়াপরিকল্পিত বিকার বলাযায়। আর ঐ সকল প্রাণীর বুদ্ধিতে পরব্রহ্মের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। (যে সকলের শরীরে পরব্রহ্মের চৈতন্য পতিত হইয়াছে, তাহারাই সচেতন জীব; আর যাহাতে পরব্রহ্মের চৈতন্য পতিত হয় নাই, তাহারা অচেতন) ॥ ৮৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত চেতন ও অচেতন সমুদায় পদার্থেই পরব্রহ্মের সমানরূপে অবস্থিতি আছে, কোন পদার্থেও সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অবস্থিতির ইতরবিশেষ নাই। কেবল নাম ও রূপমাত্র পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপদ্বারাই পদার্থসকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৯০ ॥

যেমন পটেতে চিত্রময় পুত্তলিকাসকল অবস্থিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মেতে নাম ও রূপ অবস্থিতি করে। সেইরূপ নামরূপাদির উপেক্ষা হইলেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। (যাবৎ

उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दधीर्भवेत् ॥ ९१ ॥
जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽप्युपेक्ष्य तम्।
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद् यथा तथा ॥ ९२ ॥
सहस्रशो मनोराज्ये वर्त्तमाने सदैव तत्।
सर्व्वैरुपेक्ष्यते तद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ९३ ॥
क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा।

मित्यर्थः। एतत् कथमवगन्तव्यमित्याकाङ्क्षायां कल्पितनामरूपत्यागेऽधिष्ठानं ब्रह्मावगम्यत इत्याह उपेक्ष्येति ॥ ९१ ॥

उक्तार्थे दृष्टान्तमाह जलस्थे इति.। नीरेऽधमुखे स्वस्य देहे परिदृश्यमानेऽपि तन्नादरं परित्यज्य तीरस्थे स्वदेहे तद्विपरीते मम बुद्धिर्यथेत्यर्थः ॥ ९२ ॥

इदानीं सर्व्वजनप्रसिद्धं दृष्टान्तान्तरमाह सहस्रश इति। उपेक्षा कर्त्तव्येति शेषः ॥९३॥

মনুষ্যের নামরূপাদির প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাবৎ ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইতে পারে না, পরে তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা যখন সেই সকল নামরূপাদিকে অলীক বলিয়া বোধ হয়, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে পারে) ॥ ৯১ ॥

যেমন জলেতে প্রতিবিম্বিত আপন দেহকে অধোমুখ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও কেহ দেহকে অধোমুখ বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া তীরস্থ দেহতে আস্থা জ্ঞান করে। সেইরূপ নাম রূপ উপেক্ষা করিলেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেতে প্রতীতি হইয়া থাকে। (জল প্রতিবিম্বিত অধোমুখ দেহ যেমন অসত্য সেইরূপ নামরূপাদিও অসত্য) ॥ ৯২ ॥

লোকের মনোমধ্যে সর্ব্বদা অসংখ্য কল্পনা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যেমন সহস্র সহস্র কল্পনা উপস্থিত হইলেও লোকে তাহা অলীক জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করে, সেইরূপ জগতে অসংখ্য নামরূপাদিতে উপেক্ষা করিবে। (অর্থাৎ মনদ্বারা কল্পিত পদার্থ সকলই যেমন মিথ্যা, সেইরূপ মায়া পরিকল্পিত নামরূপাদিও মিথ্যা জ্ঞান করিবে) ॥ ৯৩ ॥

মনোমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাপ্রকার কল্পনা উদয় হইয়া থাকে। এক সময়ে যেরূপ কল্পনা হইয়া থাকে, পরক্ষণে তাহা লয় পাইয়া অন্যপ্রকার

গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্তথা ॥ ৯৪ ॥
ন বাল্যং যৌবনে লভ্যং যৌবনং স্থবিরে তথা।
মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতং দিনম্ ॥ ৯৫ ॥
মনোরাজ্যাত্ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে।
অতোঽস্মিন্ ভাসমানেঽপি তত্সত্যত্বধিয়ং ত্যজেত্ ॥ ৯৬ ॥

প্রপঞ্চবৈচিত্র্যে দৃষ্টান্তমাহ ক্ষণ ইতি। দার্ষ্টান্তিকমাহ ব্যবহার ইতি ॥ ৯৪ ॥
তদেব বিবৃণোতি ন বাল্যমিতি ॥ ৯৫ ॥
ইতরত্বাধিকত্বমুপসংহরতি মনোরাজ্যাদিতি। ক্ষণিকত্বসাধনে প্রয়োজনমাহ অতোঽস্মিন্নিতি ॥ ৯৬ ॥

ভাবনার আবির্ভাব হইতে থাকে। যে সকল কল্পনা অতীত হয়, তাহা পুনর্ব্বার হয় না। অতএব বাহ্যব্যাপারও এইরূপ, যাহা একবার গত হয়, তাহা পুনর্ব্বার হইতে পারে না ॥ ৯৪ ॥

মনুষ্যের বাল্যকালে যেরূপ অবস্থা থাকে, তাহা যৌবনে থাকে না এবং যৌবনকালীন অবস্থাও স্থবিরে থাকে না। অতএব সময় সময় সকলেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; যে অবস্থা যায়, তাহা পুনর্ব্বার হয় না, তখন অন্য অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তির পিতার একবার মৃত্যু হইলে সেই পিতা আর ফিরিয়া আইসে না এবং যে দিবস গত হয়, সেই দিবস আর পাওয়া যায় না। অতএ বাহ্য জগৎও এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল জানিবে ॥ ৯৫ ॥

মানসিক কল্পনা হইতে এই বাহ্য জগতের কোন বিশেষ নাই। মানসিক কল্পনাসকল যেমন অলীক, এই বাহ্য জগৎও সেইরূপ ক্ষণবিধ্বংসী। অতএব বাহ্যব্যবহারে আমরা যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে সত্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে। ইহা যদিও প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু এই সমুদায়ই অসত্য ॥ ৯৬ ॥

उपेक्षिते लौकिके धीर्निर्विघ्ना ब्रह्मचिन्तने।
नटवत् कृत्रिमास्थायां निर्व्वहतीव लौकिकम् ॥ ९७ ॥
प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढ़ा शिला यथा।
नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा ॥ ९८ ॥
निश्छिद्रे दर्पणे भाति वस्तुगर्भं बृहद् वियत्।

ननु लौकिकोपेक्षायां की लाभ इत्याशङ्क्य ब्रह्मणि धीः स्थिरा भवतीत्याह उपेक्षिते इति। तर्हि ज्ञानिनो व्यवहारः कथमित्याशङ्क्याह नटवदिति ॥ ९७ ॥

ननु ज्ञानिनो व्यवहाराभ्युपगमे विकारित्वं प्रसज्येत इत्याशङ्क्य बुद्धौ व्यवहरन्त्यामपि तत्साक्षी आत्मा निर्विकार इति सदृष्टान्तमाह प्रवहत्यपीति। उदके उपरि प्रवहत्यपि अधः स्थिता प्रौढ़ा शिला यथा न चलति तथैव बुद्धौ संसरन्त्यामपि न ज्ञानी संसरतीत्यर्थः ॥ ९८ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লৌকিক ব্যবহারে কোনরূপ বিশ্বাস না করিয়া তাহা উপেক্ষা করিবে। যদিও লৌকিক ব্যবহার উপেক্ষণীয় বটে, কিন্তু পরব্রহ্মচিন্তনে বুদ্ধি নির্ব্বিঘ্নে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ব্রহ্মচিন্তন লৌকিকব্যবহার হইলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়াতে কোন দোষ নাই। কারণ জ্ঞানীরা অন্যান্য লৌকিকব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে প্রবৃত্ত থাকেন। যেমন নর্ত্তকীরা নানাপ্রকার কৃত্রিম ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অজ্ঞানীরাও কৃত্রিম বস্তুতে আস্থা জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

যখন জল প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন যেমন সেই জলের অধোভাগস্থিত বৃহৎ শিলা নিশ্চল থাকে, সেইরূপ এই জগতের যাবতীয় বস্তু নাম রূপাকারে প্রবাহিত হইলেও সেই জগদাধার পরব্রহ্ম নিশ্চলভাবে আছেন। (প্রবল জলবেগ যেমন বৃহৎশিলাকে পরিচালিত করিতে পারে না, সেইরূপ জগতের নামরূপধারী অনন্ত বস্তু পরিচালিত হইলেও সেই বিশ্বাধার পরব্রহ্ম চঞ্চল হয়েন না) ॥ ৯৮ ॥

যেমন ক্ষুদ্রাকার নির্ম্মলদর্পণে নানা বস্তু সমন্বিত বৃহদাকার আকাশ

सच्चित्घने तथा नानाजगद्गर्भमिदं वियत् ॥ ९९ ॥
अदृष्टा दर्पणं नैव तदन्तःस्थे क्षणं यथा।
अमत्वा सच्चिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः ॥ १०० ॥
प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता।
बुद्धिं नियम्य नैवोर्द्ध्वं धारयेन्नामरूपयोः ॥ १०१ ॥

नन्वखण्डे ब्रह्मणि तद्विलक्षणस्य जगतः कथमवभासनमित्याशङ्क्य निष्कृष्टे दर्पणे सावकाशवस्तुनी यथा भासनं तद्वदित्याह निष्कृष्टे इति ॥ ९९ ॥

नन्वदृश्ये ब्रह्मणि कथं जगत्प्रतीतिरित्याशङ्क्य सच्चिदानन्दप्रतीतिपुरःसरमेव जगत्प्रतीतिरिति सदृष्टान्तमाह अदृष्टेति ॥ १०० ॥

ननु नामरूपयोरपि भासमानत्वात् कथं निर्विषयब्रह्मप्रतीतिरित्याशङ्क्य तदनुभवोपायमाह प्रथममिति ॥ १०१ ॥

প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মেতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত আকাশ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সেই পরব্রহ্মের প্রকাশেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়। অতএব "কিরূপে অদৃশ্য ব্রহ্মেতে জগতের প্রতীতি হয়" এই আশঙ্কা নিরস্ত হইল ॥ ৯৯ ॥

যেমন দর্পণ দর্শন না করিলে সেই দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের প্রকাশ না হইলে নাম রূপবিশিষ্ট এই জগতের প্রকাশ হইতে পারে না। অতএব অদৃশ্য ব্রহ্মেতেও যে জগতের প্রতীতি হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১০০ ॥

প্রথমতঃ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে আবির্ভূত হইলেই, সেই পরব্রহ্মেতে একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকিবে, আর নাম রূপের ভাবনা করিবে না। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, নামরূপাদি সকলই অলীক। অতএব সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে অনুরক্ত থাকিবে, কখনও নামরূপাদির প্রতি লক্ষ্য করিবে না ॥ ১০১ ॥

एवञ्च निर्जगद्ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ।
अद्वैतानन्द एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम् ॥ १०२ ॥
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयेऽध्याय ईरितः ।
अद्वैतानन्द एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥ १०३ ॥

इति ब्रह्मानन्देऽद्वैतानन्दः समाप्तः ।

सच्चिदानन्दे ब्रह्मणि कल्पितनामरूपात्मके प्रपञ्चे सच्चिदानन्दमात्रं बुद्ध्या गृहीत्वा नामरूपयोर्बुद्धिं न धारयेत् एवञ्च सति निर्जगद्ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणं भवतीत्यर्थः ॥१०२॥

इदानीमध्यायार्थमुपसंहरति ब्रह्मानन्देति ॥ १०३ ॥

इति ब्रह्मानन्देऽद्वैतानन्दव्याख्या समाप्ता ॥

এই অদ্বৈতানন্দ নামক প্রকরণে যেরূপে সেই জগদতীত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইল, সেই পরব্রহ্মের স্বরূপেই সকল লোকের অন্তঃকরণ বিশ্রাম করুক্। পরব্রহ্মস্বরূপে অন্তঃকরণ বিশ্রাম করিলেই সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমক্লেশের নিবারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ লাভ করিতে পারিবে ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনদ্বারা অদ্বৈতানন্দস্বরূপ নিরূপিত হইল। যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইবে, তখনই মানবের হৃদয়াকাশে অদ্বৈতানন্দরূপ ভাস্করের উদয় হইতে থাকিবে ॥ ১০৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दोनाम-

चतुर्दशः परिच्छेदः।

योगेनात्मविवेकेन द्वैतमिथ्यात्वचिन्तया।
ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥ १ ॥
विषयानन्दवद् विद्यानन्दोधीवृत्तिरूपकः।
दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः ॥ २ ॥
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ।
प्राप्तप्राप्योऽहमित्येवं चातुर्विध्यमुदाहृतम् ॥ ३ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे विद्यानन्दो विविच्यते ॥
इदानीं इत्तत्तत्त्विष्यमाणयोरुभयोर्ग्रन्थयोः सम्बन्धमाह योगेनेति ॥ १ ॥
विद्यानन्दस्वरूपमाह विषयेति। तस्यावान्तरभेदमाह दुःखेति ॥ २ ॥
चातुर्विध्यमेव दर्शयति दुःखाभावश्चेति ॥ ३ ॥

যে ব্যক্তির যোগানন্দোক্ত যোগদ্বারা, আত্মানন্দোক্ত আত্মবিচারদ্বারা ও অদ্বৈতানন্দোক্ত দ্বৈতমিথ্যাত্ব চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হইয়াছে, তাহার নিমিত্তে বিদ্যানন্দের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি যোগ, আত্মবিচার ও দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয়দ্বারা ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তিনিই এই বিদ্যানন্দের স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন ॥ ১ ॥

বিষয়ানন্দ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ, বিদ্যানন্দও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিরূপ। উক্ত বিদ্যানন্দ দুঃখাভাব প্রভৃতি চারিপ্রকারে বিভক্ত হয়। এই চারিপ্রকার বিদ্যানন্দের নাম ও স্বরূপ পরে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যানন্দ চারিপ্রকার, এই শ্লোকে চারিপ্রকার বিদ্যানন্দের নাম নিরূপণ করিতেছেন।—নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তি,

ऐहिकश्चामुष्मिकश्चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्।
निवृत्तिमैहिकस्याह बृहदारण्यकं वचः॥ ४॥
आत्मानञ्चेद् विजानीयादयमस्मीति पूरुषः।
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्॥ ५॥
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः।
चित्तादात्म्यात् त्रिभिर्देहैर्जीवः सन् भोक्तृतां व्रजेत्॥ ६॥

निवर्त्तनीयं दुःखं विभजते ऐहिकमिति। ऐहिकस्य दुःखस्य निवृत्तिर्बृहदारण्यकवाक्येनोच्यते इत्याह निवृत्तिमिति॥ ४॥

तत्श्रुतिवाक्यं पठति आत्मानञ्चेदिति॥ ५॥

आत्मनि शोकसम्बन्धं दर्शयितुं तद्भेदमाह जीवात्मेति। आत्मनो जीवत्वे निमित्तमाह चित्तादात्म्यादिति। चैतन्यस्य स्थूलसूक्ष्मकारणरूपैस्त्रिभिः शरीरैस्तादात्म्यभने सति चित्तो भोगकर्तृत्वं भवति स भोक्ता जीव इत्युच्यते॥ ६॥

কামনামাত্র কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি, অন্তঃকরণের কৃতকৃত্যতাবৃত্তি, এবং প্রাপ্ত প্রাপ্যবৃত্তি। এইপ্রকারে বিদ্যানন্দ চতুর্বিধ জানিবে॥ ৩॥

নিঃশেষে দুঃখনিবৃত্তিই বিদ্যানন্দের প্রথমপ্রকার। উক্ত দুঃখ দুই-প্রকার, ঐহিক ও পারত্রিক। উক্ত দ্বিবিধ দুঃখের মধ্যে ঐহিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় বৃহদারণ্যক্ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। উক্ত বৃহদারণ্যকে কথিত আছে যে, "আমিই সেই পরব্রহ্ম" এইরূপ বিশ্বাস করিয়া যিনি আপনাকে ব্রহ্মরূপে জানেন, তিনি আর কি অভিপ্রায়ে বা কি কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া দুঃখভোগ করিবেন। যাহার ব্রহ্মস্বরূপে আত্মপরিজ্ঞান হয়, তাহার আর শরীর পরিগ্রহের কামনা থাকে না এবং শরীর পরিগ্রহ না হইলেও তাহার আর ঐহিক দুঃখভোগ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞানই ঐহিক দুঃখনিবৃত্তির উপায়॥ ৪-৫॥

এইক্ষণ আত্মার শোকসম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ জীব ও আত্মার ভেদনিরূপণ করিতেছেন।—বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, আত্মা দুইপ্রকার,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ঐ জীবাত্মাই স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর, এই ত্রিবিধ

परमात्मा सच्चिदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयोः ।
गत्वा भोग्यत्वमापन्नस्तद्विवेके तु नोभयम् ॥ ७ ॥
भोग्यमिच्छन् भोक्तुरर्थे शरीरमनुसंज्वरेत् ।
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ८ ॥
व्याधयो धातुवैषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः ।
कामक्रोधादयः सूक्ष्मे द्वयोर्बीजन्तु कारणे ॥ ९ ॥

इदानीं परात्मनः स्वरूपमाह परात्मेति। तस्य भोग्यरूपतापत्तिप्रकारमाह तादात्म्यमिति। नामरूपकल्पनाधिष्ठानत्वेन तत्तादात्म्यं प्राप्य भोग्यमित्युच्यते इत्यर्थः। भोगकर्तृत्वाद्यभावे कारणमाह तद्विवेके इति। ताभ्यां शरीरत्रयजगद्भ्यां विवेके भेदे जाते सति नोभयं भोगकर्तृभोग्यरूपं नास्तीत्यर्थः ॥ ७ ॥

उक्तमर्थं विवृणोति भोग्यमिच्छन्निति ॥ ८ ॥

कस्मिन् शरीरे को ज्वर इत्याशङ्क्य स्थूलदेहे विद्यमानान् ज्वरान् दर्शयति व्याधय इति। लिङ्गदेहगतान् ज्वरानाह कामेति ॥ ९ ॥

শরীরের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের তাদাত্ম্যবশতঃ ভোগ করিয়া থাকেন। এই জীবের ভোগেই অজ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্মার ভোগ বলিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময়। এই পরমাত্মাই নামরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া ভোগ্য হইয়াছেন। তিনি নামরূপের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত তাঁহাকেই ভোগ্য বলিয়া থাকে। পরমাত্মার স্বরূপ বিচার করিলেই নাম ও রূপ উভয়ই নিবৃত্ত হইবে। ত্রিবিধ-শরীর ও জগতের বিবেচনাদ্বারা নাম ও রূপ উভয়ই মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিবে ॥ ৭ ॥

লোকসকল ভোক্তার নিমিত্তে ভোগ্যবস্তুর কামনা করিয়া শরীরের অনুগত হয়। তাহাতেই জ্বরীভূত হইয়া লোকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিয়া থাকে। স্থূলাদি ত্রিবিধ শরীরেরই জ্বর আছে, কিন্তু আত্মার জ্বর নাই। স্থূলাদি ত্রিবিধ দেহের জ্বরদ্বারাই অজ্ঞানী লোকসকল আত্মার জ্বরবোধ করে ॥ ৮ ॥

শারীরিক ধাতুবৈষম্যজনিত যে নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা

अद्वैतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते।
अपश्यन् वास्तवं भोग्यं किन्नामेच्छेत् परात्मवित् ॥ १० ॥
आत्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन् जीवात्मन्यवधारिते।
भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरानुज्वरः कुतः ॥ ११ ॥

इदानीमुदाहृतश्रुतितात्पर्य्यकथनव्याजेन पूर्व्वोक्तमेवार्थं विशदयति अद्वैतानन्देति। तृतीयाध्यायोक्तप्रकारेण मायाकार्य्यनामरूपाभ्यां सच्चिदानन्दे परमात्मनि विवेचिते भेदेन ज्ञाते सति सर्व्वं प्रपञ्चं मिथ्येति जानन् किं नाम भोग्यमिच्छेति ॥ १० ॥

पूर्व्वाध्यायोक्तरीत्या, जीवात्मस्वरूपे असङ्गकूटस्थचैतन्यरूपे निश्चिते सति कामयितुरभावाज्ज्वरादिसम्बन्धो नास्तीत्याह आत्मानन्द इति ॥ ११ ॥

কেই স্থূলদেহের জ্বর বলিয়া থাকে। কামক্রোধাদি বৃত্তিসকলই সূক্ষ্ম-শরীরের জ্বর বলিয়া অভিহিত হয় এবং ব্যাধি ও কামক্রোধাদির কারণই কারণশরীরের জ্বর বলিয়া জানা যায়; সুতরাং শরীরেরই জ্বর প্রতিপন্ন হইল এবং আত্মার কোনরূপ জ্বর নাই ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতানন্দ বিচারানুসারে মায়ার কার্য্যভূত নামরূপ বিবেচনাদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ বিবেচিত হইলেই ভোগ্যবস্তু সকল যে অযথার্থ তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইবে এবং তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানী যোগিগণ আনন্দ ব্যতিরেকে আর কোন বস্তু কামনা করে না। (যখন আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ও নামরূপাদির মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হয়, তখন জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সকল বিষয়েই অনাস্থা হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

আত্মানন্দপ্রকরণে যেরূপ রীতিতে জীবাত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, সেই রীতি অনুসারে জীবাত্মার স্বরূপ অবধারিত হইলে ভোক্তার মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হইবে। পরন্তু ভোক্তার অভাব হইলে, শরীরের উদ্দেশে কোনরূপেও জ্বর থাকিতে পারে না। (অসঙ্গ কূটস্থচৈতন্যরূপী জীবাত্মস্বরূপে নিশ্চিত হইলে কোন কামনা থাকে না এবং কামনার অভাবে জ্বরসম্বন্ধ থাকে না) ॥ ১১ ॥

পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমামুষ্মিকং ভবেৎ।
প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি ॥ ১২ ॥
যথা পুষ্করপর্ণেঽস্মিন্নপামশ্লেষণং তথা।
বেদনাদূর্দ্ধমাগামিকর্ম্মণোঽশ্লেষণং বুধে ॥ ১৩ ॥
ইষীকাতৃণতূলস্য বহ্নিদাহঃ ক্ষণাদ্ যথা।
তথা সঞ্চিতকর্ম্মাস্য দগ্ধং ভবতি বেদনাৎ ॥ ১৪ ॥

ইদানীমামুষ্মিকং জ্বরং প্রদর্শয়তি পুণ্যপাপেতি। তস্যাভাবঃ প্রথমাধ্যায়ে নিরূপিতঃ ইত্যাহ প্রথমেতি। কস্মিন্ শ্লোকে ইত্যাহ চিন্ত্যেতি ॥ ১২ ॥

ননু জ্ঞানিনি আরব্ধকর্ম্মবিষয়া চিন্তা মাভূৎ আগামিকর্ম্মবিষয়া চিন্তা ভবত্যেব ইত্যাশঙ্ক্য যথা পুষ্করপলাশ ইত্যাদিযুক্ত্যা জ্ঞানিনি আগামিকর্ম্মসম্বন্ধনিরাকরণাৎ তদ্বিষয়াপি চিন্তা নাস্তি ইত্যাহ যথেতি ॥ ১৩ ॥

তদ্যথেষীকা তূলমগ্নৌ প্রীতং প্রদূয়তেবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি শ্রুত্যন্তরাবষ্টম্ভেন সঞ্চিতকর্ম্মবিষয়াপি চিন্তা জ্ঞানিনো নাস্তীত্যাহ ইষীকেতি ॥ ১৪ ॥

এইক্ষণ ঐহিক দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন।—পুণ্য ও পাপ এই উভয় বিষয়ে যে চিন্তা, তাহার নাম ঐহিক দুঃখ। "কিরূপে পুণ্যসঞ্চয় হইবে? এবং কোন্ কোন্ কার্য্যে পাপ হইয়া থাকে, ইত্যাদি চিন্তাতেই মনুষ্যের অশেষ ক্লেশ হয়। "চিন্তা তাহাকে পরিতাপিত করিতে পারে না," ইত্যাদি শ্লোক এই ঐহিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় যোগানন্দে উক্ত হইয়াছে। (যোগসাধনদ্বারা মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মধ্যানে নিয়োজিত করিতে পারিলে, তাহাকে কোন চিন্তা অভিভূত করিতে পারে না)॥ ১২ ॥

যদি বল, জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ কর্ম্মবিষয়ক চিন্তা না হউক, কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্ম্মের চিন্তা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন জল পদ্মপত্রেতে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ জ্ঞান হইলে ভবিষ্যৎকালীন দুঃখও জ্ঞানিগণকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানিদিগের কোনরূপ দুঃখ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥

যেমন তৃণমধ্যস্থিত কোমলপত্র ও তুলা প্রভৃতি লঘু বস্তুসকল অগ্নিসংযোগে ক্ষণকালমধ্যে ভস্মাবশিষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্ব-

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ১৫ ॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৬ ॥
মাতাপিত্রোর্ব্বধঃ স্তেয়ং ভ্রূণহত্যান্যদীদৃশম্।

তত্রার্থে ভগবদ্বাক্যমপি প্রমাণয়তি যথৈধাংসীতি ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥
অস্মিন্নেবার্থে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া সাস্য পাপং ন চ ক্রমং

সঞ্চিত কর্ম্মসকল ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আর প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকার্থের প্রামাণ্যবিষয়ে ভগবদ্বাক্য উদাহৃত হইতেছে।—ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি পূর্ব্বসঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মসকল দগ্ধ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে আর প্রারব্ধকর্ম্ম থাকিতে পারে না ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তির অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে এবং যাহার বুদ্ধি বিষয়েতে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি সমুদায় মনুষ্য হনন করিলেও কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না, কিম্বা আপনিও হত হয়েন না। জ্ঞানী ব্যক্তি যে কর্ম্মই করুক্ না কেন, কিছুতেই তাহার পাপ স্পর্শ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি মাতৃবধ করুক্, পিতৃহত্যা করুক্, চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করুক্, ভ্রূণহত্যা সাধন করুক্, কিম্বা উক্তপ্রকার মহাপাপজনক কার্য্য করুক্, কোনপ্রকার পাপাদি জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না এবং শতশত পাপকার্য্য করিলেও জ্ঞানী ব্যক্তির মুখকান্তির বিনাশ হয় না। (জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত পাপ করুক্ না কেন, কিছুতেই তাহাদিগের মুক্তির অন্যথা হয় না, কিম্বা তাহাতে তাহার বিমর্ষভাব প্রাপ্ত হয় না। কৌষীতকি, ব্রাহ্মণোপনিষৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির পাপ হয় না, "পাপ

न मुक्तिं नाप्नुयेत् पापं मुखकान्तिर्न नश्यति ॥ १७ ॥
दुःखाभाववदेवास्य सर्व्वकामाप्तिरीरिता ।
सर्व्वान् कामानवाप्य ह्यमृतो भवदित्यतः ॥ १८ ॥
जक्षत् क्रीड़न् रतिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्त्वथेतरैः ।
शरीरं न स्मरेत् प्राणं कर्म्मणा जीवयेदमूम् ॥ १९ ॥
सर्व्वान् कामान् सहाप्नोति नान्यवज्जन्मकर्म्मभिः ।

मुखं नीलं वेति कौषीतकिश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति मातापित्रोरिति। न चेत्येकं पदं नीलमिति कान्तिरित्यर्थः ॥ १७ ॥

'उक्तचातुर्व्विध्यमध्ये द्वितीयप्रकारमाह दुःखेति। ईरिता श्रुतेति शेषः। अस्मिन्नर्थे ऐतरेयश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति सर्व्वान् कामानिति ॥ १८ ॥

जक्षत् क्रीड़न् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरमिति छान्दोग्यश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति जक्षदिति ॥ १९ ॥

तत्र तैत्तिरीयश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति सर्व्वान् कामानिति। ननु कर्म्मफलभोगाङ्गीकारे

করিয়াছি" এই ভাবনা করিয়া কৃশ হয় না এবং তাহার মুখও মলিন হয় না) ॥ ১৭ ॥

আর শাস্ত্রেতে উক্ত আছে যে, জ্ঞানিগণের যেমন সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার সর্ব্ব কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপন অভিলষিত বস্তুসকলের লাভ করিয়া আপনি অমৃত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতির মর্ম্মার্থে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভোজন করুন, আর খেলনকদ্বারা ক্রীড়া করুন, স্ত্রীতে রমণ করুন, যানাদিদ্বারা আমোদ করুন, কিম্বা অন্যকোন রমণীয় বস্তুতে আসক্ত থাকুন, তিনি কিছুতেই শরীর বা প্রাণকে স্মরণ করেন না অর্থাৎ "আমার শরীরপোষণার্থ কিম্বা প্রাণ-রক্ষার্থ অমুক কর্ম্ম করিতে হইবে" এইরূপ মনে করেন না। কেবল প্রারব্ধ-কর্ম্মের ভোগদ্বারা জীবিত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্ম্মেই ফলসাধন উদ্দেশ্য নাই ॥ ১৯ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জন্মকর্ম্ম ব্যতীত

वर्त्तन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत् क्रमवर्ज्जिताः ॥ २० ॥
युवा रूपी च विद्यावान् नीरोगो दृढचित्तवान्।
सैन्योपेतः सर्व्वपृथ्वीं वित्तपूर्णां प्रपालयन्।
सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नस्तृप्तभूमिपः।
यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते ॥ २१ ॥ २२ ॥
मर्त्त्यभोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा।

जन्मापि प्रसज्येत इत्याशङ्क्याह नान्यवदिति। ज्ञानेन सञ्चितकर्म्मणां दग्धत्वात् अन्यवज्जन्म नास्तीत्यर्थः ॥ २० ॥

इदानीं तैत्तिरीयकबृहदारण्यकवाक्यं सङ्क्षिप्यार्थतः पठति युवेति। ननु सार्व्वभौमादिद्विरण्यगर्भान्तानां जीवनिष्ठानाम् आनन्दानां कथं ज्ञानिनि सम्भव इत्याशङ्क्य सर्व्वेषामानन्दानां ज्ञानिनीऽवगतब्रह्मांशत्वात् सम्भव इत्याह सर्व्वैरिति ॥ २१ ॥ २२ ॥

ननु सार्व्वभौमश्रीविषयश्रीर्व्विषयप्राप्तिसाम्याभावात् कथमानन्दसाम्यमित्याशङ्क्य नैरपेक्ष्यसाम्यात् तृप्तिसाम्यमित्याह मर्त्त्येति। तृप्तिसाम्ये हेतुमाह भोगादिति ॥ २३ ॥

সমুদায় কামনা উপভোগ করেন, তাঁহার কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মফল ভোগসকল ক্রমবর্জ্জিত হইয়া এককালেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার কর্ম্মফলভোগের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, এককালেই সমস্ত কর্ম্মফলের উপভোগ হয় ॥ ২০ ॥

এইক্ষণে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক এই উভয় শ্রুতির প্রমাণদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তির আনন্দের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন।—উক্ত উভয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যুবা, রূপবান্, বিদ্যাসম্পন্ন, নীরোগ-শরীর ও বুদ্ধিমান্ ভূপতি বহু সৈন্যবিশিষ্ট হইয়া বিত্তপূর্ণ সসাগরাধরা শাসনকরতঃ সমুদায় বিষয়ানন্দভোগে পরিতৃপ্ত থাকিয়া যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তত্ত্বজ্ঞানীরা সর্ব্বদা সেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১-২২ ॥

সসাগরাধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ও তত্ত্বজ্ঞানী ইহাদিগের বিষয়প্রাপ্তির বৈষম্যহেতু আনন্দের সমতা কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত রাজচক্রবর্ত্তী ও তত্ত্বজ্ঞানী উভয়েরই লৌকিকভোগে

भोगाविष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३ ॥
श्रोत्रियत्वाद् वेदशास्त्रैर्भोग्यदोषानवेक्षते ।
राजा बृहद्रथो दोषांस्तान् गाथाभिरुदाहरत् ॥ २४ ॥
देहदोषाश्चित्तदोषा भोग्यदोषा अनेकशः ।
शुना वान्ते पायसे नो कामस्तद्वद्विवेकिनः ॥ २५ ॥

विवेकत इत्युक्तमर्थं विवृणोति श्रोत्रियेति । विषयदोषाः कस्यां शाखायां कीर्तिता इत्याशङ्क्य बृहद्रथेन मैत्रायणीयाख्यशाखायां गाथाभिरुक्ता इत्याह राजा बृहद्रथ इति । विवेकिनः कामानुदये दृष्टान्तमाह शुनेति ॥ २४ ॥ २५ ॥

স্পৃহার অভাব দেখা যায়; সুতরাং উভয়েরই তৃপ্তি সমান বলিয়া জানা যাইতেছে। কিন্তু রাজার যে বিষয়ভোগে স্পৃহাভাব, ভুক্তভোগই তাহার কারণ, অর্থাৎ রাজা সকলপ্রকার বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, কোনপ্রকার ভোগই তাহার পক্ষে নূতন নহে; সুতরাং রাজার আর বিষয়ভোগে স্পৃহা হয় না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির যে বিষয়ভোগ স্পৃহা হয় না, তাহা বিবেক-জন্য তত্ত্বজ্ঞানীরা বিবেকশক্তি বলে, সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগই যে অসার, তাহা জানিতে পারিয়া সকলপ্রকার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন ॥ ২৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীরা বেদশাস্ত্রাদির পর্য্যালোচনা করিয়া বিষয়েতে নানাপ্রকার দোষ দর্শন করেন, এইনিমিত্তই তাঁহাদিগের বিষয়ভোগে ইচ্ছা হয় না। মৈত্রায়ণীয় শাখাতে বৃহদ্রথ রাজা বিষয়ভোগের দোষসকল প্রবন্ধদ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ সকল দোষ পরে বিবৃত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

বৃহদ্রথ রাজা বিষয়ভোগের যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল দোষ কথিত হইতেছে।—দেহদোষ, চিত্তদোষ, ভোগ্যদোষ প্রভৃতি অনেকপ্রকার দোষ কথিত হইয়াছে। যেমন কুক্কুর যদি পায়স ভোজন করিয়াও বমন করে, তাহা ভোজন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, সেই-রূপ বিষয়ভোগেও ঐ সকল দোষ দর্শন করিয়া জ্ঞানিদিগের সেই সকল দোষান্বিত বিষয়ভোগে আর প্রবৃত্তি হয় না। বিষয়ের দোষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুক্কুর বমির ন্যায় তাহাতে বিরক্তিবোধ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसञ्चये।
दुःखमासीद्भाविनाशादतिभीरनुवर्त्तते।
नोभयं श्रोत्रियस्यातस्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः।
गन्धर्व्वानन्द आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥२६॥२७॥
अस्मिन् कल्पे मनुष्यः सन् पुण्यपापविशेषतः।
गन्धर्व्वत्वं समापन्नो मर्त्यो गन्धर्व्व उच्यते ॥ २८ ॥

सार्व्वभौमात् श्रोत्रियस्याधिक्यमाह निष्कामत्वे इति। सार्व्वभौमत्वं साधनसाध्यं पश्चाच्च नष्टाशभीतिश्चेति दीर्घद्वयत्वात् श्रोत्रिये तु तदुभयाभावादाधिक्यमित्यर्थः। श्रोत्रियस्याधिक्यान्तरमाह गन्धर्व्वेति ॥ २६ ॥ २७ ॥

এইক্ষণ রাজচক্রবর্ত্তির আনন্দ অপেক্ষা বিবেকীর আনন্দের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও পূর্ব্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়ই বিষয়বাসনায় অভাব বিষয়ে সমান বটে, তথাপি রাজা হইতে বিবেকীর সুখ অনেকাংশে অধিক জানিতে হইবে। রাজা সর্ব্বদা রাজ্যরক্ষা ও ধনসঞ্চয়ের নিমিত্ত দুঃখভোগ করেন এবং ভবিষ্যদ্বিনাশের আশঙ্কায় ভীত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকেন, কিন্তু বিবেকী ব্যক্তির উক্তপ্রকার কোন ভয়ই নাই। তাহারা রাজ্যরক্ষা ও ধনসঞ্চয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় না এবং ভবিষ্যদ্বিনাশের আশঙ্কায়ও কাতর হয় না। অতএব রাজার আনন্দ হইতে বিবেকীর আনন্দ অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। আর রাজার গন্ধর্ব্বনগরাদির উপভোগ জন্য আনন্দে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বিবেকীর তাহাতেও বাসনা হয় না। গন্ধর্ব্বনগরের আনন্দ দূরে থাকুক্, বিবেকীর স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিয়া সুখভোগ করিতেও চাহেন না ॥ ২৬-২৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে গন্ধর্ব্বানন্দের উল্লেখ হইয়াছে, সেই গন্ধর্ব্ব দ্বিবিধ, মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব ও দেবগন্ধর্ব্ব। যাহারা ইহকালে মনুষ্য থাকিয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপ অনুসারে লোকান্তরে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বযোনি প্রাপ্তি হয়, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ উপভোগ করে, অতএব তাহাদিগকে মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব বলে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেদ্ ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোঽত্র দেবগন্ধর্ব্ব উচ্যতে ॥ ২৯ ॥
অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ।
কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ ॥ ৩০ ॥
অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদম্।
অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ ॥ ৩১ ॥
যমাগ্নিমুখ্যা দেবাঃ স্যুর্জাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী।

ইদানীং গন্ধর্বানন্দদ্বৈবিধ্যং দর্শয়িতুং শ্লোকদ্বয়েন গন্ধর্ব্বভেদমাহ অস্মিন্নিতি ॥২৮॥২৯॥

চিরলোকপিতৃনানন্দপ্রদর্শনায় চিরলোকপিতৃনাহ, অগ্নিষ্বাত্তেতি। দেবানন্দদ্বৈবিধ্যভেদজ্ঞানায় দেবভেদমাহ কল্পেতি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রবৃহস্পতী প্রসিদ্ধাবিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

আর যাহারা পূর্ব্বকল্পের অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপ অনুসারে পরকল্পের আদিতেই গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, তাহাদিগকে দেবগন্ধর্ব্ব বলিয়া থাকে। এইরূপ উভয়বিধ গন্ধর্ব্বানন্দই রাজগণের কাম্য, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকীরা এই গন্ধর্ব্বানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

পিতৃলোকেতে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি যে সকল পিতৃগণ চিরকাল বাস করেন, এই অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার নাম পিত্রানন্দ। আর কল্পের আদিতে যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আজানদেবতা কহে ॥ ৩০ ॥

যাহারা এই কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎপদ, অর্থাৎ দেবপ্রাধান্য প্রাপ্তিপূর্ব্বক আজানদেবতাদিগেরও পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মদেবতা বলে ॥ ৩১ ॥

যম, অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি, বিরাট, ব্রহ্মা ও সূত্রাত্মা, ইহাদিগের নাম জাতিদেবতা। এই সকল দেবতারা যে আনন্দভোগ করেন, সেই দেবভোগ্য আনন্দকে দেবানন্দ বলা যায়। বিবেকীরা এই সকল আনন্দকামনাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আনন্দের কামনা

प्रजापतिर्विराट् प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥ ३२ ॥
सार्व्वभौमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः।
अवाङ्मनसगम्योऽयमात्मानन्दस्ततः परः ॥ ३३ ॥
तस्तैः काम्येषु सर्व्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः।
निष्पृहस्तेन सर्व्वेषामानन्दाः सन्ति तस्य ते ॥ ३४ ॥
सर्व्वकामाभिरेषोक्ता यद् वा साच्चिदात्मता।

सार्व्वभौमादिसूत्रान्तानां श्रोत्रियानन्दन्यूनत्वधीतनायाह सार्व्वभौमादीति। एभ्यः सर्वेभ्योऽधिकमानन्दमाह अवाङ्मनस इति। यतोऽयमानन्दः अवाङ्मनसगम्यः अत एभ्यः सर्वेभ्योऽधिक इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

इदानीमेषां सर्वेषामानन्दा ये ते श्रोत्रिये विद्यन्ते तस्य तेषु निष्पृहत्वात् इत्याह तैस्तैरिति ॥ ३४ ॥

করেন, সেই আনন্দের নিকট এই সকল আনন্দ অতি অকিঞ্চিৎকর জানিবে ॥ ৩২ ॥

সসাগরাধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত সকলেই উত্তরোত্তর আনন্দকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ জ্ঞান করিয়া কামনা করেন, অর্থাৎ সার্ব্বভৌম গন্ধর্ব্বানন্দকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সেই গন্ধর্ব্বানন্দ ইচ্ছা করেন, গন্ধর্ব্বগণ পিত্রানন্দের প্রাধান্য জ্ঞান করিয়া সেই পিত্রানন্দভোগ করিতে চাহেন এবং পিতৃগণ দেবানন্দের আধিক্য জ্ঞানে তাহাই প্রার্থনা করেন, ইত্যাদিরূপে সকলেরই উত্তরোত্তর আনন্দ প্রার্থনীয়। কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর যে আত্মানন্দ, তাহা উক্ত সকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৩ ॥

সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হইতে সূত্রাত্মাপর্য্যন্ত সকলেই আনন্দাভিলাষী। ইহারা যে সকল আনন্দ কামনা করেন, এই সকল আনন্দের মধ্যে কোন আনন্দেই বিবেকীদিগের স্পৃহা নাই। অতএব সেই সকল আনন্দ তত্ত্বজ্ঞানীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাঁহারা উক্ত আনন্দের মধ্যে কোন আনন্দই কামনা করেন না ॥ ৩৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীরা যে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই আনন্দপ্রাপ্তিকে

स्वदेहवत् सर्व्वदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ ३५ ॥
अन्नस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः।
यो वेद सोऽश्नुते सर्व्वान् कामानित्यब्रवीत् श्रुतिः ॥ ३६ ॥
यद् वा सर्व्वात्मता स्वस्य साम्ना गायति सर्व्वदा।
अहमन्नं तथान्नादयेति सामस्वधीयते ॥ ३७ ॥
दुःखाभावश्च कामाप्तिरुभे ह्येवं निरूपिते।

उपपादितमर्थमुपसंहरति सर्व्वकामेति। इदानीं पक्षान्तरमाह यद्वा इति। यथा स्वदेहे आनन्दाकारबुद्धिसाक्षित्वेनानन्दित्वम् इतरेष्वपि देहेषु तद्वदित्यर्थः ॥ ३५ ॥

ननूक्तप्रकारेणान्नस्यापि सर्व्वानन्दप्राप्तिरस्तु इत्याशङ्क्य सर्वेषु बुद्धिसाक्ष्यहमिति ज्ञानाभावान्नैवमित्याह अन्नस्येति। उक्तार्थं तैत्तिरीयश्रुतिं प्रमाणयति यो वेद इति। गुहायां निहितं ब्रह्म यो वेद सोऽश्नुते इति योजना ॥ ३६ ॥

इदानीं तृतीयप्रकारमाह यद्वेति। इमान् लोकान् कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन् इत्यादिनेत्यर्थः ॥ ३७ ॥

সর্ব্বকামপ্রাপ্তি বলে। অথবা তত্ত্বজ্ঞানীরা যেমন অপদেহের ভোগ দৃষ্টি করেন, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় দেহে সমান ভোগ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, অতএব বিবেকীব্যক্তির ভোগ্য আনন্দকে সর্ব্বানন্দ বলা যায় ॥ ৩৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীরা যে আনন্দ উপভোগ করেন, অজ্ঞানীদিগের পক্ষেও সেই আনন্দ বিদ্যমান আছে, তথাপি অজ্ঞানিদিগের বোধের অভাবপ্রযুক্ত জ্ঞানিদিগের ন্যায় অজ্ঞানিদিগের তাহাতে তৃপ্তিজ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা সমুদায় কাম্যবস্তু উপভোগ করেন ॥ ৩৬ ॥

সামবেদীয়েরা সর্ব্বদা সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আপনার সর্ব্বাত্মত্ব গান করিয়া থাকেন। সামবেদীরা "আমিই অন্ন এবং আমিই অন্নের ভোক্তা" সর্ব্বদা এইরূপ অধ্যয়ন করেন। সামবেদীয়দিগের সকল গানেই আত্মার সর্ব্বময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দুঃখাভাব ও সর্ব্বকামাপ্তি নিরূপিত হইল। এইরূপে

कृतकृत्यत्वमन्यच्च प्राप्तप्राप्यत्वमीक्ष्यताम् ॥ ३८ ॥
उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्।
त एवात्रानुसन्धेयाः श्लोका बुद्धिविशुद्धये ॥ ३९ ॥
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः।
विद्यानन्दस्तदुत्पत्तिपर्य्यन्तोऽभ्यास इष्यताम् ॥ ४० ॥

इति ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दः समाप्तः ॥

अतीतग्रन्थेन सिद्धमर्थं सङ्क्षिप्य दर्शयति दुःखेति ॥ ३८ ॥

अवशिष्टं कृतकृत्यत्वं प्राप्तप्राप्यत्वमित्युभयं तृप्तिदीपे ऐहिकामुष्मिकत्रातेत्यादौ द्रष्टव्यमित्याह उभयमिति ॥ ३९ ॥

एतदध्यायार्थमुपसंहरति ब्रह्मानन्देति ॥ ४० ॥

इति ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दव्याख्या समाप्ता ॥

কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্যপ্রাপ্তত্ব নিরূপণ করিবে। (যেরূপ প্রণালীতে দুঃখাভাব ও কামাপ্তি নিরূপিত হইল, এই প্রণালী অনুসারে কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব জানিতে পারিবে) ॥ ৩৮ ॥

তৃপ্তিদীপপ্রকরণে কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব এই উভয় আমরা সম্যক্‌প্রকারে নিরূপণ করিয়াছি। যাহাদিগের বুদ্ধির পরিশুদ্ধি হয় নাই, তাহাদিগের বুদ্ধির পরিশুদ্ধির নিমিত্ত তৃপ্তিদীপোক্ত সেই সকল উদ্ধৃত করিয়া এই স্থলে পাঠ করিবে, অর্থাৎ তৃপ্তিদীপোক্ত শ্লোক সকলের তাৎপর্য্যার্থ স্মরণ করিলেই কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব এই উভয়ের স্বরূপ জানিতে পারিবে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিদ্যানন্দের স্বরূপ নিরূপিত হইল। এই বিদ্যানন্দের উৎপত্তিপর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিলে মনুষ্যগণ জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, অতএব যাবৎ ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ এই বিদ্যানন্দ অভ্যাস করিবে। তাহা হইলেই জীবন্মুক্তিপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ লাভ হইতে পারে ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो नाम

पञ्चदशः परिच्छेदः।

अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्।
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ ॥ १ ॥
एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डैकरसात्मकः।
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥ २ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
तन्यते विषयानन्दो ब्रह्मानन्दे तु पञ्चमः ॥

पञ्चमाध्याये प्रतिपाद्यमर्थमाह अथेति। ननु विषयानन्दस्य लौकिकत्वात् मोक्षशास्त्रे निरूपणमनुपपन्नमित्याशङ्क्य तस्य लोकप्रसिद्धत्वेऽपि ब्रह्मानन्दैकदेशत्वेन ब्रह्मज्ञानोपयोगित्वात् तन्निरूपणं युक्तमित्याह द्वारभूत इति। ब्रह्मानन्दांशत्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्याह तदंशत्वमिति ॥ १ ॥

तामेव श्रुतिमर्थतः पठति एष इति ॥ २ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মানন্দের অবশিষ্ট অংশস্বরূপ বিষয়ানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—যদিও এই বিষয়ানন্দ লৌকিক আনন্দ বটে, তথাপি এই বিষয়ানন্দে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে, অতএব ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার বলা যায়। (যেহেতু বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের অংশভূত ও ব্রহ্মানন্দের উপযোগী, অতএব শ্রুতিতে ইহাকে ব্রহ্মানন্দের দ্বার বলিয়া উক্ত আছে)॥ ১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে বিষয়ানন্দকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বলিয়া উক্ত আছে, এইক্ষণ সেই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন।—শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, অখণ্ডরসস্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনিই এই বিষয়ানন্দের পরম আনন্দরূপী। বিষয়ানন্দ এই পরমানন্দের কলামাত্র, ইহাই জীব সকল উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং বিষয়ানন্দে লৌকিক সম্পর্ক থাকিলেও মোক্ষসাধনশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ অনুচিত নহে ॥ ২ ॥

शान्ता घोरास्तथा मूढ़ा मनसो वृत्तयस्त्रिधा।
वैराग्यं क्षान्तिरौदार्य्यमित्याद्याः शान्तवृत्तयः॥ ३॥
तृष्णा स्नेहो रागलोभावित्याद्या घोरवृत्तयः।
सम्मोहोभयमित्याद्याः कथिता मूढ़वृत्तयः॥ ४॥
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित्स्वभावता।
प्रतिबिम्बति शान्तासु सुखञ्च प्रतिबिम्बति॥ ५॥
रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः।

इदानीं विषयानन्दस्य ब्रह्मानन्दांशत्वप्रदर्शनाय तदुपाधिभूतान्तःकरणवृत्तीर्विभजते शान्ता इति। शान्ताः सात्त्विक्यो वृत्तयः। घोरा राजस्यः। मूढ़ास्तामस्यः। ता एवं शान्तादि-वृत्तीर्दर्शयति वैराग्यमित्यादिना॥ ३॥ ४॥

उदाहृतासु त्रिविधास्वपि वृत्तिषु ब्रह्मणश्चिद्रूपत्वं प्रतिभातीत्याह वृत्तिष्विति। शान्तासु विशेषमाह शान्तेति। चशब्द उभयसमुच्चयार्थः॥ ५॥

उक्तार्थे श्रुतिवाक्यमर्थतः पठति रूपमिति। तत्रैव व्यासस्यैकदेशं पठति उपमेति। अतएव चेति सूत्रस्य पूर्व्वभागः॥ ६॥

এইক্ষণ বিষয়ানন্দের ব্রহ্মানন্দের অংশত্ব প্রতিপাদনার্থ অন্তঃকরণবৃত্তির বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন।—অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়, শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি ও মূঢ়বৃত্তি। (এই বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে শান্তবৃত্তিকে সাত্ত্বিক, ঘোরবৃত্তিকে রাজসিক এবং মূঢ়বৃত্তিকে তামসিকবৃত্তি বলিয়া জানিবে।) বৈরাগ্য, ক্ষমা এবং ঔদার্য্য প্রভৃতি বৃত্তিকে শান্তবৃত্তি বলা যায়; বিষয়তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ ও লোভ ইত্যাদি বৃত্তিকে ঘোরবৃত্তি এবং মোহ, ভয় প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ়বৃত্তি বলে॥ ৩-৪॥

পূর্ব্বোক্ত শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই ত্রিবিধ বৃত্তিতেই পরব্রহ্মের চৈতন্য স্বভাবমাত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আর কেবল শান্তবৃত্তিতেই চৈতন্য ও সুখ এই উভয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়॥ ৫॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থের প্রামাণ্যার্থ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন।—

উপমাসূর্য্যকেত্যাদি সূত্রয়ামাস সূত্রকৃত্ ॥ ৬ ॥
একঃ এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ৭ ॥
জলে প্রবিষ্টশ্চন্দ্রোঽয়মস্পষ্টঃ কলুষে জলে।
বিস্পষ্টো নির্ম্মলে তদ্বদ্ দ্বেধা ব্রহ্মাপি বৃত্তিষু ॥ ৮ ॥
ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশস্য তিরস্কৃতিঃ।
ঈষন্নির্ম্মল্যতস্তত্র চিদংশপ্রতিবিম্বনম্ ॥ ৯ ॥

স্বরূপেণৈকস্যৌপাধিসম্পর্কাৎ নানাত্বে শ্রুতিং পঠতি এক এবেতি। ননু নিরবয়বস্য ব্রহ্মণঃ ক্বচিৎ চিন্মাত্রভানম্ ইতরত্র শান্তত্বাদৌ চিদানন্দভানমিত্যেবং বিভাগকরণমনুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্য চন্দ্রদৃষ্টান্তেন পরিহরতি জলচন্দ্রবদিতি ॥ ৩ ॥

দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি জলে প্রবিষ্ট ইতি। উক্তমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তদ্বদিতি ॥ ৮ ॥

তদেবোপপাদয়তি ঘোরমূঢ়াস্বিতি ॥ ৯ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পরব্রহ্ম সমুদায় বৃত্তির স্বরূপে অনুগত হইয়া সেই সেই বৃত্তির প্রতিরূপ হয়েন এবং বেদান্তসূত্রে বেদব্যাস জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারাও উক্ত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

একমাত্র পরমাত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন জলচাঞ্চল্যের তারতম্যানুসারে জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে এক অথবা নানা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উপাধির তারতম্যানুসারে একমাত্র পরমাত্মাকে একরূপ অথবা নানারূপ বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৭ ॥

যখন অপরিষ্কৃত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন যেমন সেই চন্দ্রকে অস্পষ্ট দেখা যায় এবং সেই চন্দ্রপ্রতিবিম্ব যখন নির্ম্মল জলে পতিত হয়, তখন তাহাকে যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়; সেইরূপ আত্মাও সমলবৃত্তিতে অস্পষ্টরূপে এবং নির্ম্মলবৃত্তিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। অতএব ঘোর ও মূঢ় এই মলিনবৃত্তিদ্বয়ে আত্মার সুখাংশ প্রতিবিম্বিত না এবং ঐ বৃত্তিদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত তাহাতে আত্মার চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ॥ ৮-৯ ॥

यद्वापि निर्म्मले नीरे वह्नेरौष्णस्य संक्रमः।
न प्रकाशस्य तद्वत् स्याच्चिन्मात्रोद्भूतिरत्र च ॥ १० ॥
काष्ठे त्वौष्णप्रकाशौ द्वावुद्भवं गच्छतो यथा।
शान्तासु सुखचैतन्ये तथैवोद्भूतिमाप्नुतः ॥ ११ ॥
वस्तुस्वरूपमाश्रित्य व्यवस्था तूभयोः समा।
अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम् ॥ १२ ॥

ननु चन्द्रोपाधिरूपस्य द्वैविध्यादंशभानमुपपन्नं प्रकृते तु उपाधिभूतस्यान्तःकरणस्य एकत्वादंशभानमनुपपन्नमित्याशङ्क्य दृष्टान्तान्तरमाह यद्वेति ॥ १० ॥

इदानीं शान्तासु वृत्तिषु चिदानन्दयोः प्रतीतौ दृष्टान्तान्तरमाह काष्ठे इति ॥ ११ ॥

नन्वेवं व्यवस्था कुतः कृतेत्याशङ्क्याह वस्तुस्वरूपमिति। तत्र किं नियामकमित्याशङ्क्याह अनुभूत्यनुसारेणेति ॥ १२ ॥

অন্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে চৈতন্যমাত্রের সত্তা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন নির্ম্মল জলেতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে কিয়ৎকাল সেই অগ্নির উষ্ণতা থাকে, কিন্তু তাহার প্রকাশ থাকে না। সেইরূপ ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে কেবল আত্মার চৈতন্যমাত্র প্রতিবিম্বিত হয়, কখনও উক্ত বৃত্তিদ্বয়ে আত্মার সুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না ॥ ১০ ॥

এইক্ষণ অন্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়া শান্তবৃত্তিতে আত্মার চৈতন্য ও সুখ উভয়ের বিদ্যমানতা দেখাইতেছেন।—যেমন শুষ্ককাষ্ঠেতে অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ উভয়ই থাকে, সেইরূপ শান্তবৃত্তিতে আত্মার চৈতন্য ও সুখ উভয়ই প্রকাশিত হয় ॥ ১১ ॥

ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে আত্মার সুখের উপলব্ধি হয় না, কেবল চৈতন্যমাত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে এবং শান্তবৃত্তিতে সুখ ও চৈতন্য উভয়েরই উপলব্ধি হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে। বস্তুসকলের স্বভাব আশ্রয় করিয়াই উক্ত দ্বিবিধ ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। স্বীয় অনু-

न घोरासु न मूढासु सुखानुभव ईक्ष्यते।
शान्तास्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशय दृश्यताम् ॥ १३ ॥
गृहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा।
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम् ॥ १४ ॥
सिद्धेऽत्र वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवर्द्धते।
प्रतिबन्धे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रतिबन्धकः ॥ १५ ॥
अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादः स्यात् स तामसः।

अनुभूतिमेव दर्शयति न घोरेति। शान्तास्वप्यानन्दप्रकाशोऽस्ति सोऽपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशयी भवतीत्याह शान्तेति ॥ १३ ॥

पूर्व्वोक्तघोरमूढवृत्तिषु सुखाभावमेवाभिनीय दर्शयति गृहेति। सुखसिद्धौ दुःखं वर्द्धते सुखस्य प्रतिबन्धे तु क्रोधो भवति। सुखाभावे कारणान्तरमाह द्वेष इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

ভবই উক্ত বিষয়ের প্রমাণ। ঘোর অথবা মূঢ়বৃত্তিতে সুখের উপলব্ধি হয় না এবং শান্তবৃত্তিতে তাহার উপলব্ধি হয়, অনুভবদ্বারাই ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১২-১৩ ॥

যখন গৃহ, ক্ষেত্র, ধন ও পুত্রাদি বিষয়ে কামনা হয়, তখন সেই কামনাকে রজোগুণের বিকার ঘোরবৃত্তি বলা যায়; সুতরাং সেই কামনাতে আত্মার সুখের অনুভব হইতে পারে না। কামনামাত্রই যে সুখের অনুভব হয় না, ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। আর সেই কামনা সফল হয় কি না? এই আশঙ্কায় দুঃখই উপস্থিত হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার যদি সেই গৃহক্ষেত্রাদির কামনা বিফল হয়, তাহাহইলে সুখ হওয়া দূরে থাকুক্, সেই কামনার অসিদ্ধিজন্য যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই বৃদ্ধি হইতে থাকে। পুনরায় যদি সেই কামনা সিদ্ধ হইলে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ হয় বটে, কিন্তু ক্রোধ অথবা দ্বেষ সেই সুখের প্রতিবন্ধক হইয়া সেই সুখের বিনাশ করে; অতএব ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে যে সুখের অনুভব হয় না, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

যদি সেই ক্রোধ বা দ্বেষের নিবারণের শক্তি না থাকে, তবে বিষাদ উপস্থিত হয়। এই বিষাদ তমোগুণের কার্য্য, অতএব ক্রোধাদিতে মহৎ

क्रोधादिषु महादुःखं सुखमङ्गापि दूरतः ॥ १६ ॥
काम्यलाभे हर्षवृत्तिः शान्ता तत्र महत् सुखम्।
भोगे महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेव हि ॥ १७ ॥
महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानन्दे तदीरितम्।
एवं क्षान्तौ तथौदार्य्ये क्रोधलोभनिवारणात् ॥ १८ ॥
यद् यत् सुखं भवेत् तत् तद्ब्रह्मैव प्रतिबिम्बनात्।
वृत्तिष्वन्तर्मुखा स्वस्य निर्व्विघ्नं प्रतिबिम्बनम् ॥ १९ ॥

परिहारस्याशक्यत्वे विषादी भवति तस्यापि तामसत्वान्न तत्र सुखमित्याह अशक्य इति। क्रोधादिष्वित्यादयः स्पष्टार्थाः ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥

एवं क्षान्त्यादीनां सिद्धमित्याह वृत्तिष्विति ॥ १९ ॥

দুঃখই দেখা যায়, তাহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই; সুতরাং রজঃ ও তমোগুণের বিকারস্বরূপ ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে যে আত্মার সুখের উপলব্ধি হয় না, তাহাই অনুভূত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

কাম্যবস্তুর লাভে যে হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাকেই শান্তবৃত্তি বলা যায়। এই শান্তবৃত্তিতে মহৎ সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। আর সেই কাম্যবস্তুর লাভ করিয়া যদি তাহার ভোগ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বসুখ হইতেও অধিকতর সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কাম্যবস্তুর লাভের প্রসক্তিতে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের অনুভব হয়। (এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, শান্তবৃত্তিতে আত্মার সুখ ও চৈতন্য উভয়ই অনুভূত হয়) ॥ ১৭ ॥

বিদ্যানন্দপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, সমুদায় বিষয়ভোগে বিরাগ হইলে যে সুখের উপলব্ধি হয়, তাহার নাম মহত্তম সুখ। এইরূপ ক্রোধ ও লোভের নিবৃত্তি হইলে ক্ষান্তি ও ঔদার্য্যেতেও মহত্তম সুখ হইয়া থাকে। (বিষয়ভোগে বিরক্তি হইয়া ক্রোধাদির নিবৃত্তি হইলে ক্ষান্তি ও ঔদার্য্যে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় বিমল সুখের উপভোগ হয়, অন্য কোন প্রকারেই সেইরূপ অলৌকিক সুখ হইতে পারে না) ॥ ১৮ ॥

যে যে বৃত্তিতে যে যে প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, সেই সমুদায় সুখই

सत्ता चितिः सुखञ्चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः।
मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम् ॥ २० ॥
सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तं धीवृत्त्योर्घोरमूढयोः।
शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम् ॥ २१ ॥
अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च पूर्व्वमुदीरितौ।
आद्येऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोर्द्वयोः ॥ २२ ॥

इदानीं सर्व्वत्र ब्रह्मस्वरूपानुभूतिप्रदर्शनाय तत्स्वरूपं स्मारयति सत्तेति। मृच्छि... सत्तावमित्यर्थः। घोरमूढयोः द्वयोः सत्ताचिती द्वे शान्तवृत्तौ सच्चिदानन्दास्त्रयोऽपि व्य... एवं सप्रपञ्चं ब्रह्माभिहितमित्याह मिश्रमिति ॥ २० ॥ २१ ॥

अमिश्रं कुतो ज्ञायते इत्याशङ्क्याह अमिश्रमिति। तौ ज्ञानयोगौ पूर्व्वमेवोक्ताविलर्थः। कुदोक्ताविलाशङ्क्य योगः प्रथमाध्याये उक्त इत्याह आद्य इति। समनन्तराध्याययोर्ज्ञान-मुक्तमित्याह ज्ञानमिति ॥ २२ ॥

ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বমাত্র; যেহেতু আন্তরিক বৃত্তিতে অনায়াসেই ব্রহ্ম-চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কোনরূপেও সুখের অনুভব হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

এইক্ষণ সকল পদার্থে ব্রহ্মের অনুভব প্রদর্শনার্থ তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই তিনপ্রকার ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবে। মৃত্তিকা পর্ব্বতাদি জড়পদার্থে ব্রহ্মের সত্তামাত্র প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার চৈতন্য ও সুখ, এই উভয়ের প্রকাশ হয় না ॥ ২০ ॥

ঘোর ও মূঢ়, এই দ্বিবিধ বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য এই ... অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু এই বৃত্তিদ্বয়ে ব্রহ্মের সুখ প্রকাশিত হয় না এবং ... বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ এই তিনই প্রকাশ পাইয়া থা... কেই মিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ॥ ২১ ॥

প্রথম অধ্যায়ে যোগ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উ... আছে, তাহাতে এই অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। (প্রথম অধ্যা... যে যোগ ও দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা পর্য্যা-

सत्ता जाड्यदुःखे हे मायारूपं त्रयं त्विदम्।
असत्ता नरशृङ्गादौ जाड्यं काष्ठशिलादिषु ॥ २३ ॥
घोरमूढ़धियोर्दुःखमेवं माया विजृम्भिता।
शान्तासु जड़बुद्ध्यैक्यान्मिश्रं ब्रह्मेति कीर्त्तितम् ॥ २४ ॥
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् पुमानसौ।
नृशृङ्गादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेद् यथायथम् ॥ २५ ॥

ननु सच्चिदानन्दानां ब्रह्मस्वरूपत्वे मायायाः किं स्वरूपमित्याशङ्क्याह असत्तेति। नरशृङ्गादावसत्त्वं मृच्छिलादिषु जाड्यमिति विवेकः ॥ २३ ॥

दुःखं कुतेत्याशङ्क्याह घोरेति। एवं सर्व्वत्र माया प्रतिभासते इत्याह एवमिति। शान्तादिषु वृत्तिषु ब्रह्मणो मिश्रत्वे किं कारणमित्यत आह शान्तेति ॥ २४ ॥

एतदभिधानं किमर्थमित्याशङ्क्य ब्रह्मध्यानार्थमित्याह एवं स्थिते इति। नृशृङ्गादिमुपेक्ष्यान्यत्र ब्रह्मध्यानं कर्त्तव्यमित्याह नृशृङ्गादिमिति ॥ २५ ॥

লোচনা করিলেই কিরূপে এই অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হয়, তাহা জানিতে পারিবে) ॥ ২২ ॥

মায়ার স্বরূপও ত্রিবিধ; অসত্তা, জড়তা ও দুঃখ। মনুষ্যের শৃঙ্গ ও আকাশের পুষ্প ইত্যাদি স্থলে মায়ার অসত্তা প্রকাশ পায়। আর কাষ্ঠ ও পাষাণাদিতে তাহার জড়তা অভিব্যক্ত হয় এবং ঘোর ও মূঢ় এই দ্বিবিধ অন্তঃকরণবৃত্তিতে মায়ার দুঃখ প্রকাশিত হয়। এইপ্রকারে সর্ব্বত্রই মায়ার অংশ রহিয়াছে। শান্তবৃত্তিতে জড় ও বুদ্ধি এই উভয়ের ঐক্যপ্রযুক্ত সেই শান্তবৃত্তিতে যে চৈতন্য আছে, তাঁহাকে মিশ্রব্রহ্ম বলা যায় ॥ ২৩-২৪ ॥

উক্তপ্রকারে মিশ্র ও অমিশ্র উভয়প্রকার পরব্রহ্ম নিরূপিত হইল। এক্ষণ যে কোন পুরুষ সেই উভয়প্রকার ব্রহ্মের ধ্যান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নরশৃঙ্গাদি অসত্তাংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সত্তাংশ ধ্যান করিবেন। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে অমিশ্র ও মিশ্র ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, ব্রহ্মধ্যানই তাহার উদ্দেশ্য জানিবে ॥ ২৫ ॥

শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সত্তামাত্রচিন্তনম্।
ত্যক্ত্বা দুঃখং ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্ বিবেচনম্ ॥ ২৬ ॥
শান্তাসু সচ্চিদানন্দাস্ত্রীনপ্যেষং বিচিন্তয়েৎ।
কনিষ্ঠমধ্যমোত্কৃষ্টাস্তিস্রশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭ ॥
মন্দস্য ব্যবহারেঽপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্।
উত্কৃষ্টং বক্তুমেবাত্র বিষয়ানন্দ ঈরিতঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যদেতুক্তং কুত্র কথং ধ্যেয়মিত্যত আহ শিলাদাবিতি। ঘোরমূঢ়বুদ্ধিবৃত্তিষু দুঃখং পরিত্যজ্য সচ্চিদ্রূপয়োর্বিবেচনং কর্তব্যমিত্যাহ ত্যক্ত্বেতি ॥ ২৬ ॥

সাত্ত্বিকবৃত্তিষু সচ্চিদানন্দাস্ত্রয়োঽপি ধ্যেয়া ইত্যাহ শান্তেতি। এষাং ধ্যানানাং কিং সাম্যং নেত্যাহ কনিষ্ঠেতি ॥ ২৭ ॥

ইদানীং নির্গুণধ্যানেঽনধিকারিণোঽনুগ্রহায় মিশ্রব্রহ্মধ্যানেঽধিকার উক্ত ইত্যভিপ্রায়েণাহ মন্দস্যেতি ॥ ২৮ ॥

এইক্ষণ কিরূপে ব্রহ্মধ্যান করিবে, তাহাই কথিত হইতেছে।—কাষ্ঠ-শিলাদিতে নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মের সত্তামাত্র চিন্তা করিবে। ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের চৈতন্যমাত্রের ভাবনা করিতে হইবে এবং শান্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ এই তিনপ্রকার ধ্যান করিবে। মন্দ, মধ্য ও উত্তমাধিকারীরা ক্রমতঃ উক্ত তিনপ্রকার ধ্যান করিবে, অর্থাৎ মন্দাধিকারীরা কেবল ব্রহ্মের সত্তা ধ্যান করিবে, মধ্যমাধিকারীরা ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য ধ্যান করিবে এবং উত্তমাধিকারীরা ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই ত্রিবিধস্বরূপ ধ্যান করিবে ॥ ২৬-২৭ ॥

যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানের অনধিকারী, তাহাদিগের মিশ্রব্রহ্মের ধ্যান করা উৎকৃষ্ট কল্প। এইনিমিত্তই এই বিষয়ানন্দপ্রকরণে মিশ্রব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। (মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা অনায়াসে এই মিশ্র ব্রহ্ম চিন্তা করিতে পারিবে, ইহাই মিশ্র ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণের উদ্দেশ্য) ॥২৮॥

औदासीन्ये तु धीवृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमम्।
चिन्तनं वासनानन्दो ध्यानमुक्तं चतुर्विधम् ॥ २९ ॥
न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्यैव सा खलु।
ध्यानेनैकाग्रमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत् ॥ ३० ॥
विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डैकरसात्मताम्।
प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवर्जनात् ॥ ३१ ॥

एवं सवृत्तिकं ध्यानत्रयमुक्त्वा अवृत्तिकं ध्यानमाह औदासीन्यमिति। उत्तमोत्तममिति एभ्यो ध्यानेभ्योऽधिकमित्यर्थः। उक्तं निगमयति ध्यानमुक्तमिति ॥ २९ ॥

अयं ध्यानावान्तरभेदः किं नेत्याह न ध्यानमिति। तर्हि किमेतदित्याशङ्क्याह ब्रह्मविद्येति। इयं ब्रह्मविद्या कथमुत्पन्नेत्याशङ्क्याह ध्यानेनेति ॥ ३० ॥

अस्याविद्यात्वे हेतुमाह विद्यायामिति ॥ ३१ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মিশ্রব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ বিষয়েতে ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়। বিষয়ে ঔদাসীন্য হইলেই বুদ্ধিবৃত্তি শিথিলভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ বাসনানন্দরূপ উত্তম উত্তম চিন্তাতে অধিকার জন্মে, এইনিমিত্ত চারিপ্রকার ব্রহ্মধ্যান উক্ত হইয়াছে। এই চারিপ্রকার ব্রহ্মধ্যানের যথাযোগ্য অধিকারীর ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও ধ্যান এই উভয় ধ্যান নহে, ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা যায়। ধ্যানদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরীকৃত হয়। যাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার স্থৈর্য্য না হয়, তাবৎ নিরন্তর ব্রহ্মধ্যানদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনে যত্ন করিবে ॥ ৩০ ॥

যখন ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হয়, তখন সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ এই সমুদায়ই অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সত্তা দেখা যায়। সেই ব্রহ্মচৈতন্যই সর্ব্বত্রপরিব্যাপ্ত বলিয়া জানা যায় এবং অন্তঃকরণে সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়। কদাচ ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হয় না এবং সর্ব্বপ্রকার ভেদজ্ঞানের কারণীভূত

शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः ।
योगाद् विवेकतश्चैषामुपाधीनामपाकृतिः ॥ ३२ ॥
निरुपाधि ब्रह्मतत्त्वे भासमाने स्वयंप्रभे ।
अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽयमुच्यते ॥ ३३ ॥
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे पञ्चमाध्याय ईरितः ।
विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम् ॥ ३४ ॥

भेदकोपाधिवर्ज्जनादित्युक्तं तानेव भेदकोपाधीनाह शान्ता घोरा इति। एतेषां परिहारः कोपायेन इत्याशङ्क्याह योगाद् विवेक इति ॥ ३२ ॥

फलितमाह निरुपाधीति। त्रिपुटीभानाभावात् भूमानन्दोऽयमुच्यते इत्यर्थः ॥ ३३॥

ग्रन्थमुपसंहरति ब्रह्मानन्देति ॥ ३४ ॥

উপাধির অভাব হইয়া ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বত্র সমদর্শনপ্রযুক্ত ভেদজ্ঞান থাকে না ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভেদজ্ঞানের কারণীভূত উপাধির অভাবপ্রযুক্ত ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, এইক্ষণ সেই উপাধি নিরূপণ করিতেছেন।—শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি এবং শিলাদি বাহ্যবিষয় ইহারাই ভেদজ্ঞানের কারণীভূত উপাধি। যোগ ও বিবেকদ্বারা সেই সকল উপাধির বিনাশ হয়। (যখন যোগসাধনদ্বারা বিবেক উপস্থিত হয়, তখন ঘটপটাদি উপাধিজ্ঞানের অভাব হইয়া সর্ব্বব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে) ॥ ৩২ ॥

উপাধি বিনষ্ট হইয়া যখন স্বপ্রকাশমান নিরুপাধি অদ্বৈত পরব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞান হয়, তখন ত্রিপুটীভাব, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহাদিগের পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। (আমি জ্ঞাতা, এই বস্তু আমার জ্ঞেয়, ইহাই জ্ঞান ইত্যাদিরূপে ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া কেবল একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশ পাইয়া থাকেন) ইহাকেই ভূমানন্দ বলা যায় ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ব্রহ্মানন্দাখ্যগ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে বিষয়ানন্দ উক্ত হইল। এই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের দ্বারস্বরূপ। অতএব এই বিষয়ানন্দরূপ দ্বার দিয়া সেই ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

प्रीयाद्धरिहरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सर्व्वदा।
पायाच्च प्राणिनः सर्व्वान् स्वाश्रितान् शुद्धमानसान् ॥ ३५ ॥

इति ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समाप्तः ॥

इति श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरविरचित-पञ्चदश-
प्रकरणात्मकपञ्चदशीग्रन्थः समाप्तः ॥

निर्व्विघ्नग्रन्थसमाप्तिद्योतनार्थं देवतानामोच्चारणपूर्व्वकशिष्याशीर्व्वादसूचकं श्लोकमाह प्रीयादिति ॥ ३५ ॥

इति ब्रह्मानन्दे विषयानन्दव्याख्या समाप्ता ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य्य श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनि-
वर्य्यशिष्येण श्रीरामकृष्णविदुषा विरचिता पञ्च-
दशप्रकरणात्मकपञ्चदश्याख्यग्रन्थस्य
टीका समाप्ता ॥

নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি হইল, এইনিমিত্ত দেবতার নামোচ্চারণপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।—এই ব্রহ্মানন্দদ্বারা হরিহর প্রসন্ন হউন এবং হরিহরাত্মক ব্রহ্ম, আত্মতত্ত্বপরায়ণ শুদ্ধচিত্ত ও আশ্রিত প্রাণি-দিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৫ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশী সম্পূর্ণ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥